দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী

দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, এম.এ.

কর্ত্তৃক সম্পাদিত
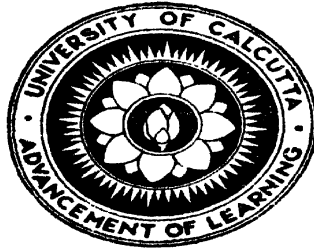
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯৩৮

উৎসর্গ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম.এ., বি.এল.,

ব্যারিষ্টার-এট্-ল, এম.এল.এ. মহোদয়ের করকমলেষু

আপনার অনুগ্রহে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এই গ্রন্থও আপনারই করকমলে অর্পণ করিয়া সকল পরিশ্রম সার্থক মনে করিলাম।

বিনীত

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু

ভূমিকা

চণ্ডীদাস-সমস্যা

সমস্যা ব্যাধিবিশেষ। ব্যাধির প্রশমনার্থ যেমন তাহার নিদানের অনুসন্ধান করিতে হয়, চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধানকল্পেও সেইরূপ এই সমস্যা-সৃষ্টির হেতু-নির্ণয়ে যত্নবান্ হওয়া উচিত। কোন্ সুদূর অতীতের গর্ভে বসিয়া চণ্ডীদাস তাঁহার অমিয়মধুর পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহার পর যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে ভক্ত, সাধক ও রসিকগণ তাঁহার কবিতা আস্বাদন করিয়া কতই না পরিতৃপ্ত হইয়াছেন! বস্তুতঃ চণ্ডীদাসের পদাবলীর যে অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব আছে, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু চণ্ডীদাস-সমস্যার প্রথম আবির্ভাব প্রকৃত পক্ষে আধুনিক যুগেই হইয়াছে। এই সময়েই শিক্ষাবিস্তার এবং মুদ্রাযন্ত্র-প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে যখন চণ্ডীদাসের পদাবলী মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল, তখন ইহার মধ্যে ভাব, ভাষা ও ভণিতা-ঘটিত নানা-প্রকার অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছিল। ঐ সকল গ্রন্থে আদি, কবি, বড়ু, দ্বিজ, দীন প্রভৃতি ভণিতা-যুক্ত পদ সন্নিবিষ্ট দেখিয়া এই প্রশ্নই মনে উদিত হইয়াছিল যে, এই সকল বিভিন্ন প্রকার ভণিতার অন্তরালে একাধিক কবির অস্তিত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে কিনা? যাঁহারা চণ্ডীদাসের পদাবলী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

নীলরতনবাবু-কর্ত্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী ১৩২১ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়া-ছিলেন—"একটা কথা উঠিয়াছে যে, চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকিলেই যে পদটা চণ্ডীদাসের হইল, ইহা বিবেচনা করা অন্যায়। এমন লোক অনেক ছিল, যাহারা নিজের রচিত পদ চণ্ডীদাসের ভণিতা দিয়া চালাইয়া দিয়াছে। কথাগুলি যে সত্য, সে বিষয়ে মত-দ্বৈধ থাকিতে পারে না।" (ঐ, ৪-৫ পৃঃ)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইহার পূর্ব্বেই চণ্ডীদাসের পদ-সম্বন্ধে একটা সন্দেহের উদয় হইয়া-ছিল। তারপর ১৩১৬ সালে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথি আবিষ্কৃত হয়। এই পুথি ১৩১৮ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্য আহৃত হয়, এবং নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের ভূমিকায় দেখা যায়, (ঐ, ২৪ পৃঃ) ইহার মূলাংশের মুদ্রণকার্য্য ১৩২১ সালেই শেষ হইয়া গিয়াছিল, যদিও ঐ গ্রন্থ দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৩২৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই প্রকৃতপক্ষে বড়ু চণ্ডীদাস-সম্বন্ধীয় সমস্যা উদ্ভব হইয়াছিল।

প্রায় এই সময়েই দীন চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা নামক পুথির আবিষ্কারে সমস্যাটি আরও জটিলাকার ধারণ করে। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী

মহাশয় কর্ত্তৃক এই পুথির বিবরণ ১৩২১ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—"আমি যে ভাবে দেখিয়াছি, তাহাতে এখানিকে (অর্থাৎ জন্মলীলাকে) সে চণ্ডীদাসের রচনা বলিতে একটুকুও সাহস হয় না।" (ঐ, ৬০ পৃঃ)।

অতএব দাঁড়াইল এই যে, প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে বড়ু, দ্বিজ, দীন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ভণিতাযুক্ত পদ ত ছিলই, ইহা ব্যতীত বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, এবং দীন চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা নামক পুথিদ্বয়ও চণ্ডীদাস-সমস্যাকে ঘনীভূত করিয়া দিল।

প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্গত বিচ্ছিন্ন পদগুলিতে গায়ক, লেখক, বা সংগ্রহকারগণের ভুলভ্রান্তি বা অসাবধানতাবশতঃ সংঘটিত সমস্যার সমাধান অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার পুথিদ্বয় সম্বন্ধে ত এত সহজে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ ইহারা উভয়েই কাব্য-গ্রন্থ, ইহাদের মধ্যে ধারাবাহিক রচনার নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে, অথচ ভাব, ভাষা এবং রচনা-রীতি-সম্বন্ধে পদাবলীর সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের, এবং শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের সহিত জন্মলীলার বিশেষ পার্থক্যই লক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত শেষোক্ত দুই গ্রন্থে ভণিতার ধারাও বিভিন্ন প্রকারের, অতএব তাহারা যে একই কবির রচিত, এইরূপ সিদ্ধান্তে সহসা উপনীত হওয়া যায় না। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"তবে কি আমাদের চিরপরিচিত চণ্ডীদাস আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস এক চণ্ডীদাস নহেন?" প্রকৃত-পক্ষে এই সময় হইতেই চণ্ডীদাস-সমস্যা জটিলাকার ধারণ করে।

এই সকল সমস্যার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সমাধানেরও চেষ্টা চলিতেছিল। নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভূমিকা হইতে উপরে যে অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে, পদাবলীর অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকার অসঙ্গতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া—"এমন লোক অনেক ছিল, যাহারা নিজের রচিত পদ চণ্ডীদাসের ভণিতা দিয়া চালাইয়া দিয়াছে"—এইরূপ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। অর্থাৎ চণ্ডীদাস একজনই ছিলেন, তবে যে পদাবলীতে নানা প্রকার অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ অন্যের পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া সামঞ্জস্য-রক্ষা সম্ভবপর হয় নাই। ইহার পরে ১৩২১ সালে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা পুথির পরিচয়-প্রসঙ্গে ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"চণ্ডীদাসের সুবিখ্যাত পদাবলী ব্যতীত চণ্ডীদাসের নামে ইতিপূর্ব্বে আর দুইখানি কাব্যের কথা সাধারণে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। একখানির পরিচয় দিয়াছেন চট্টগ্রামের মুন্সী আব্দুল করিম্। সে গ্রন্থখানির নাম রাধার কলঙ্কভঞ্জন। * * যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্য প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পদাবলীর চণ্ডীদাস, কলঙ্কভঞ্জনের চণ্ডীদাস ও জন্মলীলার চণ্ডীদাসকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াই ধরিয়া রাখা উচিৎ। বাঙ্গালা সাহিত্যে এতদিন চণ্ডীদাস নামের কবির জোড়া ছিল না, এই কয় বৎসরের মধ্যে একেবারে দেড় জোড়া অর্থাৎ তিন জন, অথবা দুই জোড়া অথবা চারিজন চণ্ডীদাস পাওয়া গেল।" (ঐ, ৬০-৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, প্রবন্ধকার অনেক চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা করিয়া চণ্ডীদাস-ভণিতার পদগুলি এক এক চণ্ডীদাসকে ভাগবাটোয়ারা করিয়া দিয়াছেন।

ইহার দুই বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৩২৩ সালে

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—"কৃষ্ণকীর্ত্তন কবির প্রথম বয়সের রচনা মনে করা যাইতে পারে" (ঐ, ২৬ পৃঃ), অর্থাৎ একজন চণ্ডীদাসই জীবনের প্রথমভাগে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, এবং পরিণত বয়সে পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তথাপি একটা সন্দেহ যে বসন্তবাবুর মনে জাগরিত হইয়াছিল, তাহাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কারণ ইহার পরেই তিনি লিখিয়াছেন—"তবে কি পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনের রচয়িতা দুই পৃথক্ কবি?" (ভূমিকা, ২৯ পৃঃ)। আবার ঐ গ্রন্থেরই ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"চণ্ডীদাস কি দুই জন ছিলেন? দুই জনেই বড়ু চণ্ডীদাস, বাশুলার আদেশে গান-রচনায় নিপুণ, রামা রজকিনীর বঁধু। তাহা ত হইতে পারে না। একজন তবে কি আসল, আর একজন নকল? কে আসল, কে নকল ইত্যাদি নানা সমস্যা, নানা প্রশ্ন, বাঙ্গালা সাহিত্যে উপস্থিত হইবে। সেই সকল সমস্যার মীমাংসায় আমার অধিকার নাই। বসন্তবাবু মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মতে—কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাসই যে খাঁটি চণ্ডীদাস, তাহা অস্বীকারের হেতু নাই, সেই চণ্ডীদাসের ভাষাই এই কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে নূতন আবিষ্কৃত হইল। সেই ভাষাই কালে গায়কের মুখে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীতে এ কালের পোষাক দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে সংশয়ের আমি হেতু দেখি না।" (ঐ, ৭ পৃঃ)। ইহা হইতেও দেখা যায় যে, রামেন্দ্রবাবু আসল ও নকল চণ্ডীদাসের কল্পনা করিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাসকেই খাঁটি চণ্ডীদাস বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তাঁহারই ভাষা রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীর সৃষ্টি করিয়াছে। এখানে আর এক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে—কে আসল, কে নকল? শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রকাশিত হইবার পরে ইহা লইয়া প্রবল বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছিল, আজও তাহার সম্পূর্ণরূপে অবসান হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সে যাহাই হউক, এইরূপে নানাভাবে চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলিতেছিল।

ইহার অল্পকাল পরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথি আমাদের হস্তগত হয়। ইহাতেও আমরা দীন চণ্ডীদাস-রচিত প্রায় দুই সহস্র পদসমন্বিত এক বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাই। ইহা আলোচনা করিয়া যেভাবে আমরা দীন চণ্ডীদাসের পৃথক্ অস্তিত্বের ধারণায় উপনীত হইয়াছিলাম, তাহা ১৩৩৩ এবং ১৩৩৪ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাই চণ্ডীদাস-সমস্যা-সমাধানের প্রথম সূত্র। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় আমাদিগকে বড়ু চণ্ডীদাস-সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে হইয়াছে, কারণ সমস্যাটি এরূপ জটিলাকার ধারণ করিয়াছে যে, প্রচলিত-পদাবলী-সম্বন্ধীয় বিচারে বড়ু ও দীন চণ্ডীদাসকে বাদ দেওয়া চলে না। উক্ত চণ্ডীদাসদ্বয়ের সমস্যা ব্যতীত প্রচলিত পদাবলীর মধ্যেও ভাব ও ভণিতা-ঘটিত বহু সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। অতএব চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধানকল্পে এক দিকে যেমন বড়ু ও দীন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনা অপরিহার্য্য, অপর দিকে সেইরূপ প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত বহু সমস্যার নিরসনও প্রয়োজনীয়। প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় এই সকল সমস্যা লইয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার কালে আমাদিগকে প্রধানতঃ ঐ খণ্ডে সন্নিবিষ্ট পদগুলি লইয়াই বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু চণ্ডীদাস-ভণিতার অধিকাংশ পদই এই দ্বিতীয়খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে, অতএব পদাবলীর অন্তর্গত যাবতীয়

সমস্যা লইয়াই এখন বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

চণ্ডীদাসের পদাবলী কিরূপে আমাদের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ইহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। চণ্ডীদাস স্বহস্তে যে পুথি লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহা আমাদের হস্তগত হয় নাই, ইহা পাইবার কোন আশাও আমরা করিতে পারি না। যদি ইহা পাওয়া যাইত তাহা হইলে কবির নিজের সাক্ষ্যেই সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যাইত। তৎ-পরিবর্ত্তে আমরা এখন পাইতেছি অন্যের দ্বারা লিখিত অনুলিপি মাত্র, তাহাও কবির জীবনান্তের কত পরে, এবং কিরূপ আদর্শে লিখিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই, কারণ লিপি-করগণ এই সম্বন্ধে কোন মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। অতএব এই জাতীয় কতকগুলি পুথির উপরেই আমাদিগকে প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইতেছে। প্রাচীনকালে যে সকল পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহাতেও আদর্শ পুথি-সম্বন্ধে সাধারণতঃ কোন মন্তব্য লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। সংগ্রহকারগণ গায়ক বা ভক্তের নিকট হইতেও পদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া থাকিবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে গায়ক বা ভক্তের স্মৃতি বা জ্ঞানের উপরেই তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইয়াছে। অতএব তাঁহারা যে আদর্শ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা যে সম্পূর্ণ-রূপে অভ্রান্ত তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। সে যাহাই হউক, এইরূপভাবে প্রাচীন কালে বহু পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল। আধুনিক যুগের প্রথম অবস্থায় যাঁহারা পদ-সংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আদর্শ ছিল ঐ সকল প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থ। রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়-কর্ত্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে তিনি ইহার কিছু কিছু সন্ধান রাখিয়া গিয়াছেন। সংগ্রহ-গ্রন্থ-গুলিতে বিভিন্ন কবির পদ সঙ্কলিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতে এক এক কবির পদ খুঁজিয়া বাহির করিয়া পৃথক্ ভাবে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবির পদাবলী মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এইজন্য প্রাথমিক যুগের মুদ্রিত পদাবলীতে পদ-গুলি বিচ্ছিন্নভাবেই সঙ্কলিত দেখিতে পাওয়া যায়, আর তাহা হইতে এই ধারণার উৎপত্তি হইয়াছিল যে, চণ্ডীদাস বিচ্ছিন্নভাবেই পদাবলী রচনা করিয়া-ছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে কাব্যগ্রন্থ বা পালার অনুলিপি হইতেও পদ সংগৃহীত হইয়াছিল। এই ভাবেই চণ্ডীদাস-কৃত শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার পদগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও অনেক পালা হইতে পদ সংগৃহীত হইয়াছে। অতএব প্রধানতঃ সংগ্রহ-গ্রন্থ, এবং দ্বিতীয়তঃ আখ্যায়িকামূলক পালা অবলম্বন করিয়া চণ্ডীদাসের পদাবলী আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং চণ্ডীদাস-সমস্যার উদ্ভব এই সকল প্রাচীন পুথি হইতেই হইয়াছে, এজন্য ইহার সমাধানের উপকরণ যে ঐ সকল পুথিতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ইহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লইতেছি—প্রথমতঃ বিচ্ছিন্ন-ভাবে সঙ্কলিত পদাবলীর পুথি, দ্বিতীয়তঃ ধারাবাহিক পালাগানের পুথি বা কবির রচিত গ্রন্থাদির অনুলিপি। চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধান-কল্পে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন এই সকল প্রাচীন পুথি অবলম্বন করিয়া কিভাবে চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে, আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রথমতঃ বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত পদাবলীর বিভিন্ন পুথির তুলনামূলক আলোচনা। কোন একটি পদ

এই সকল পুথিতে যদি বিভিন্নরূপে পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ সকল পুথি লিখিত হইবার কালে ইহা নানাভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। অতএব ইহার আদিরূপ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ রহিয়াছে। যদি পুথিগুলি তারিখযুক্ত থাকিত তাহা হইলে তাহাদের সাহায্যে পদের প্রাচীনতম রূপ নির্ণয় করা সম্ভবপর হইত বটে, কিন্তু তাহাই যে আদিরূপ তাহাও নিশ্চিতভাবে বলা যাইত না। কারণ কবি-কর্ত্তৃক পদ-রচনার কত পরে কি ভাবে তাহারা সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহাও বিবেচনার বিষয় বটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা পদ-কল্পতরু লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থগুলির মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে (তরু, ভূমিকা, ৫ পৃঃ), এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোষগ্রন্থেই তরুর ন্যায় এত অধিক সংখ্যক চণ্ডীদাসের পদ সংগৃহীত দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব চণ্ডীদাসের পদ-বিচারে তরুর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহার সঙ্কলন-সম্বন্ধে দানলীলা-অধ্যায়ের এক স্থানে বৈষ্ণবদাস লিখিয়াছেন—"পূর্ব্বাপর-মনোহরসাহি-শ্রীসংকীর্ত্তনানুসারেণ এতদ্-গীত-সংগ্রহঃ। তত্র সকলেষু পদেষু ভণিতা নাস্তি, কেবলং গানানুসারেণ সংগ্রহঃ।" (তরু, ২য় খণ্ড, ৩৫৭ পৃঃ)। ইহা হইতে বুঝা যায়, তিনি গান শুনিয়াও পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আবার—"নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া" (তরু, ৪র্থ খণ্ড, ২৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) তিনি যে পদকল্পতরু সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই পর্য্যটনের সময়ে হয়ত প্রাচীন পুথি হইতে পদ আহরিত হইয়াছিল, এবং গায়ক বা ভক্তগণের নিকট হইতেও পদ সংগৃহীত হইয়া থাকিবে, কিন্তু চণ্ডীদাসের কোন্ পদটি তিনি কি ভাবে সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা লিখিয়া যান নাই। ইহার অভাবে সঙ্কলিত প্রত্যেক পদের আদর্শ-সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারিতেছি না, অথচ পদের প্রাচীনতম রূপ নির্ণয় করিবার পক্ষে ইহাই সর্ব্বপ্রধান বিবেচ্য বিষয়। চণ্ডীদাস-সমস্যা যেরূপ জটিলাকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে পদকল্পতরুতে সঙ্কলিত পদগুলি বৈষ্ণবদাসের সময়ে কিরূপ ছিল একমাত্র ইহা জানিয়াই এখন আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, ঐ পদগুলি কোথায় কি ভাবে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে বর্ত্তমান ছিল, তাহা জানিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। অতএব এই সীমায় পৌঁছিয়াই আমাদিগকে অন্যান্য আদর্শ-সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হয়। প্রাচীন পুথিতেই এই সকল আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়, সুতরাং বিভিন্ন পুথিতে পদগুলি কি ভাবে সঙ্কলিত রহিয়াছে, তাহার তুলনামূলক আলোচনা সমস্যা-নিরসনের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু" ইত্যাদি পদটি তরুতে জ্ঞানদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে (ঐ ৮০৭ সং পদ), এবং নী-র দুইটি পাঠান্তরেও জ্ঞানদাসের ভণিতা পাওয়া যায় (নী, ১৩৯ পৃঃ), আবার কোন কোন পুথিতে চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে বলিয়া নী-তে ইহা চণ্ডীদাসের ভণিতাসহ মুদ্রিত হইয়াছে। এই সকল পুথির আদর্শ-সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না, অতএব তরুর সহিত ইহার প্রাচীনতম রূপ-সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করিবার কোন সুযোগ পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু যে সকল গ্রন্থে বা পুথিতে এই পদটি পাওয়া যাইতেছে তন্মধ্যে তরুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, ইহা ধরিয়া লইলে পদের প্রাচীনতম আদর্শে যে ইহা জ্ঞানদাসের ভণিতায় চলিতেছিল, এবং পরবর্ত্তী কালে ইহাতে চণ্ডীদাসের ভণিতা আরোপিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে

পারা যায়। তরু অপেক্ষা প্রাচীনতর আদর্শ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের পদ জ্ঞানদাস নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে না। সে যাহাই হউক, সন্দেহ-স্থলে পদের পাদ-টীকায় আমরা বলিতে বাধ্য হইয়াছি যে, "পদটি চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস এই উভয়ের ভণিতাতেই মিলিতেছে।" (৬৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু "ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে" ইত্যাদি পদটি (নী-২২১) তরুতেও চণ্ডীদাসের ভণিতায় সঙ্কলিত দেখিতে পাওয়া যায় (ঐ, ৪০৩ সং পদ), আবার এই পদটিই রসমঞ্জরীতে গোপালদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে। পদকল্পতরুর সঙ্কলনের প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে রসমঞ্জরী সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া সতীশবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (তরুর ভূমিকা, ৪৭ পৃঃ)। বস্তুতঃ মহাপ্রভুর সমসাময়িক চক্রপাণির অধস্তন পঞ্চম পর্য্যায়ের বংশধর গোপালদাস সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেই বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাঁহার পুত্র পীতাম্বরদাসের রসমঞ্জরী যে তরুর পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অতএব তরুর পূর্ব্ববর্ত্তী একখানি গ্রন্থে ইহা অন্যের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে। এখন এই উভয় গ্রন্থের আদর্শ-সম্বন্ধে বিচার করা যাউক। পীতাম্বরদাস তাঁহার পিতার পদটি রসমঞ্জরীতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, অতএব কবি এবং তাঁহার রচনার সহিত যে তিনি বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন, তাহা ধারণা করা যাইতে পারে। অপরপক্ষে ইহাও বুঝা যায় যে, বৈষ্ণবদাস রসমঞ্জরী গ্রন্থের সহিত পরিচিত থাকিলে এই পদটি সঙ্কলন করিবার কালে কখনও ইহাকে চণ্ডীদাসের ভণিতায় প্রচার করিতে পারিতেন না। করিলেও এই সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেন। মোট কথা তাঁহার আদর্শ-সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না। বোধ হয় বৈষ্ণবদাস কোন গায়ক বা ভক্তের নিকট হইতে পদটি সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। এই অবস্থায় তাঁহার আদর্শ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ রহিয়াছে। অতএব রসমঞ্জরীর সাক্ষ্যকেই এখানে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ এই পদটির উল্লেখ করিয়া পিতাপুত্রের উপর চৌর্য্যাপবাদ আরোপ করিয়াছেন! পরে ইহা বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে।

তারপর প্রচলিত পদাবলীতে আদি ও কবি চণ্ডীদাস-ভণিতার কয়েকটি পদ উদ্ধৃত রহিয়াছে। প্রাচীন পুথি অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল পদের ভণিতার কোনই স্থিরতা নাই। "এ দেশে বসতি নাই যাব কোন্ দেশে" ইত্যাদি পদটি নী, তরু, এবং কয়েকখানা প্রাচীন পুথিতেও পাওয়া যায়। তরু এবং রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের চণ্ডীদাসে দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা রহিয়াছে, অন্য দুইখানি পুথিতে কবি বা দ্বিজ উল্লেখ করা ভণিতা পাওয়া যায় না, কিন্তু নীতে এবং অন্য একখানি পুথিতে কবি-ভণিতা মিলিতেছে। অর্থাৎ চারিটি আদর্শে কবি-ভণিতা নাই, কেবল দুইটি আদর্শে ইহা পাওয়া যাইতেছে (প্রথমখণ্ড, ভূমিকা, ။/৴-।৵০ সং পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই অবস্থায় কবি-ভণিতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কবি চণ্ডীদাসের পৃথক্ অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। এই ভাবে আমরা প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় কবি ও আদি চণ্ডীদাস-ভণিতার পদগুলি লইয়া আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, ঐ সকল পদের ভণিতার কোনই স্থিরতা নাই, অতএব তাহা সন্দেহের অতীত নহে (ঐ, ။/০-।৶০ সং পৃঃ দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন প্রাচীন পুথির আলোচনা-দ্বারা এই ভাবে চণ্ডীদাস-সম্বন্ধীয় অনেক সমস্যার সমাধানের উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ—বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত কোন পদের সহিত কবির রচিত কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত পদের বা পালার সাদৃশ্য নির্ণয়। সে সকল কবির কেবল-মাত্র বিচ্ছিন্ন পদাবলীই পাওয়া যায়, কোন ধারা-বাহিক পালা বা আখ্যায়িকামূলক কাব্যগ্রন্থাদির সন্ধান পাওয়া যায় না, তাহাদের পদসম্বন্ধীয় বিচারে এইভাবের আলোচনার কোনই সুযোগ নাই। এইরূপ কবিগণের পদগুলি বিভিন্ন পুঁথিতে কি ভাবে উদ্ধৃত রহিয়াছে একমাত্র তাহাই উল্লিখিত প্রণালীতে পর্য্যালোচনা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। কিন্তু চণ্ডীদাসকে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, কারণ তাঁহাদ্বারা রচিত কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, অতএব তাঁহার পদসম্বন্ধীয় বিচারে কাব্যগ্রন্থের উপরে নির্ভর করিতে পারা যায়। তাহা হইলে সংগ্রহগ্রন্থগুলিতে চণ্ডীদাসের যে সকল পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে, তাহাদের মূল ঐ বৃহৎ কাব্যগ্রন্থে নিবদ্ধ রহিয়াছে কিনা তাহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত একটি পদকে যদি মূল কাব্যের অন্তর্গত কোন শাখায় বিন্যস্ত করা যায়, তাহা হইলেই ইহার প্রকৃত স্বরূপ-সম্বন্ধে উপলব্ধি হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের পদাবলীতে সঙ্কলিত রাসলীলার "রমণীমোহন বিলসিতে মন" ইত্যাদি পদটি গ্রহণ করা যাইতেছে। ইহা পদকল্পতরুতে ১১৯১ সংখ্যক পদরূপে উদ্ধৃত রহিয়াছে। আবার এই পদটিকেই দীন চণ্ডীদাস-রচিত বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের ১০৮২ সংখ্যক পদরূপে পাওয়া যায়। অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বৈষ্ণবদাস-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত পদের মূল ঐ কাব্যগ্রন্থে নিহিত আছে, অর্থাৎ যে কোন আদর্শ হইতেই তিনি পদটি সংগ্রহ করিয়া থাকুন না কেন, ইহা যে প্রথমে ঐ কাব্যগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। (এই সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা মহারাসের প্রবেশিকায় ৪১২-৪১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে চণ্ডীদাস-বিষয়ক অনেকগুলি সমস্যার সমাধানের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় সূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাইতেছি, পদকল্পতরুর ন্যায় সংগ্রহগ্রন্থে চণ্ডীদাসের মূল কাব্যগ্রন্থের পদ আহরিত রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ চণ্ডীদাসের যে রচনা হইতে এই পদটি আহরিত হইয়াছে তাহা দীন চণ্ডীদাস রচিত বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ। তৃতীয়তঃ চণ্ডীদাস-রচিত রাসলীলার প্রারম্ভসূচক দুইটিমাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত আছে বলিয়া চণ্ডীদাস রাসের ঐ দুইটিমাত্র পদই রচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ ধারণা করিবার কোনই হেতু নাই, কারণ রাসের বিস্তৃত বর্ণনা ইহাদের পরবর্ত্তী পদগুলিতেই রহিয়াছে। চতুর্থতঃ নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাসের ১৩৪টি পদ মুদ্রিত রহিয়াছে। এই পদগুলি পরস্পর সম্বন্ধ-যুক্ত ধারাবাহিক পালার আকারে রচিত, অতএব তাহারা যে একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং মূল আখ্যায়িকা হইতে তাহার প্রারম্ভসূচক পদ দুইটিকে পৃথক্ করিয়া বিবেচনা করা যায় না। অতএব ঐ পালাটি যে দীন চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পঞ্চমতঃ এই পালাতে ভণিতার যে গরমিল রহিয়াছে ইহা-দ্বারা তাহারও সমাধান হইয়া যাইতে পারে। এই সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের ৪১৬-৪১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এখানে আমরা কেবলমাত্র দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছি। "রমণী মোহন বিলসিতে মন" ইত্যাদি পদটি পদকল্পতরুতে দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির ১০৮২ সংখ্যক পদে দ্বিজ-ভণিতা দৃষ্ট হয় না।

অতএব বুঝিতে পারা যায় যে, পদকল্পতরুতেই পদটি পরিবর্ত্তিত আকারে সঙ্কলিত রহিয়াছে, কিন্তু মূল গ্রন্থে ইহার প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। এইরূপে এই একটিমাত্র সূত্র অবলম্বন করিয়া চণ্ডীদাস-সম্বন্ধীয় অনেকগুলি সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে।

তৎপর "সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম" ইত্যাদি উৎকৃষ্ট পদটি গ্রহণ করা যাউক। এই পদটি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, কেহ রাধিকার কর্ণে শ্যাম-নাম শুনাইয়াছিল। যদি তাহার সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পদটি পূর্ব্বাপর সম্বন্ধবিহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকে, এবং স্বভাবতঃ আমাদের মনে যে সকল প্রশ্ন উদিত হয়, অর্থাৎ কে শুনাইয়াছিল, কি অবস্থায় শুনাইয়াছিল ইত্যাদি বহু সমস্যা অপূর্ণ রহিয়া যায়। কিন্তু দীন চণ্ডীদাস-রচিত পূর্ব্বরাগের বৃহৎ পালাতে দেখা যায় যে, সুবল রাধার কর্ণে কৃষ্ণ-নাম শুনাইয়াছিলেন, এবং নী-র ৩৯ সংখ্যক পদে পাদটীকায় নীলরতনবাবু লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণ-নাম কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রাধিকার চেতন হইল এবং তিনি বলিয়া উঠিলেন—"সখি, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম" ইত্যাদি। অতএব যে পদটিকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া যাইতেছিল, তাহা যে মূল আখ্যা-য়িকার মধ্যে সন্নিবিষ্ট ছিল তাহাও বুঝা যাইতেছে। ঐ আখ্যায়িকা বাদ দিয়া এই পদটির প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু এই পদে দ্বিজ-ভণিতা দৃষ্ট হয়। দীন চণ্ডীদাস-রচিত আখ্যা-য়িকার মধ্যে এই পদের দ্বিজ-ভণিতা যে পরবর্ত্তী আরোপমাত্র, তাহা বুঝিতেও কষ্ট হয় না। বস্তুতঃ চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁহার কাব্যের আদর্শ গ্রহণ করা অতীব প্রয়োজনীয়।

তৃতীয়তঃ—পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত পদের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের রচনার তুলনামূলক আলোচনা। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ "কদম্বের বন হৈতে, কিবা শব্দ আচম্বিতে" ইত্যাদি রাধার পূর্ব্বরাগের পদটি গ্রহণ করা হইল। পদ-বর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, এই পদটি কোন চণ্ডীদাসেরই রচিত হইতে পারে না, কারণ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধার পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল, এইরূপ কোন আখ্যায়িকা নাই, এবং ঐ গ্রন্থে রাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণিতও হয় নাই। দীন চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগের পালাতেও বংশীধ্বনি-শ্রবণে রাধার পূর্ব্বরাগের উদ্ভবের পরিকল্পনা নাই। অতএব চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে এই পদটি সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে না। কিন্তু পদকল্পতরুতে পূর্ব্বরাগ-পর্য্যায়ে ইহা চণ্ডীদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে। ইহাতে এক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল। পরে দেখা গেল যে, পদটি বিদগ্ধমাধব নাটকের একটি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ মাত্র, এবং ঐ অনুবাদ করিয়াছিলেন যদুনন্দন দাস। ইহারই শেষ ভাগে চণ্ডীদাসের ভণিতা বসাইয়া ইহাকে চণ্ডীদাসের নামে চালান হইয়াছে (এই গ্রন্থের ৫৭৬ পৃঃ দ্রস্টব্য)। বিদগ্ধ-মাধব নাটক এবং ইহার অনুবাদের সন্ধান না মিলিলে এই পদটি চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে পূর্ব্বাপর সম্বন্ধবিহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। অনেকে পদকল্পতরুকারকে সর্ব্বতোভাবে অভ্রান্ত মনে করিয়া থাকেন। ইহাও বলা হয়, তিনি কি ভালরূপে না জানিয়া পদগুলি সঙ্কলিত করিয়াছেন? এইরূপ ধারণা যে সমর্থনযোগ্য নহে, তাহা এই জাতীয় পদের আলোচনায় ধরা পড়ে। তথাপি এমন কথাও কেহ বলে না যে, ইহার সর্ব্বত্রই ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহা ভুল রহিয়াছে, তাহা ধরা পড়িলে, স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়।

চতুর্থতঃ—পদ-বর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা

চণ্ডীদাস-সমস্যা-সমাধানের এক প্রধান সূত্র। এই উপায়ে অতি সহজেই পদগুলিকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমরা পূর্ব-রাগের পদগুলি লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। নীলরতনবাবু-কর্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাধার রূপ-বর্ণনার অনেকগুলি পদ একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পদ-বর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ইহাতে দুই প্রকারের পদ রহিয়াছে—প্রথমতঃ বৃষভানুপুরে দেখার পদ, দ্বিতীয়তঃ স্নানের ঘাটে দেখার পদ। পূর্বরাগের আখ্যায়িকাতেও দেখা যায়, কৃষ্ণ প্রথমে রাধাকে বৃষভানুপুরে দেখিয়াছিলেন, পরে স্নানের ঘাটেও তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে. এই পদগুলি স্বস্থানচ্যুত অবস্থায় একত্র সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইয়াছে। এইজন্য পূর্ববাগের পালাতে ইহাদিগকে পৃথক্ করিয়া যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা উচিত। এই সম্বন্ধায় বিস্তৃত আলোচনা ৫০৮ এবং ৫৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৎপর রাসলীলার পালাটি গ্রহণ করা যাউক। দীন চণ্ডীদাস রাসের যে দুইটি পালা রচনা করিয়াছিলেন তাহা পদমধ্যেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, অথচ নীলরতনবাবু-কর্তৃক সম্পাদিত রাসের একটি পালাতেই ঐ দুইটি পালার পদ একত্র মুদ্রিত হইয়াছে। কবির উক্তি এবং পদবর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহা সহজে ধরা পড়ে। এই প্রণালীতে বিচার করিয়া আমরা দুইটি পালাকে পৃথক্ ভাবে এই গ্রন্থমধ্যে স্থাপন করিয়াছি। এই সম্বন্ধায় বিস্তৃত আলোচনা "মহারাস" এবং "রাস-লীলা"র প্রবেশিকাতে করা হইয়াছে (৪১২-৪১৭, ৪৭৫-৪৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য) বলিয়া এখানে পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু ঐ দুইটি প্রবেশিকা এই ভূমিকার অংশস্বরূপ গ্রহণীয় এবং পাঠ্য।

অন্যের পদ যে চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যাইতেছে, অথবা অন্য কবি যে পদ রচনা করিয়া চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়াছেন, ইহার সন্ধানও প্রধানতঃ পদ-বর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই মিলিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ "হাম সে অবলা হৃদয় অথলা ভালমন্দ নাহি জানি" ইত্যাদি পদটি (৭২৪ সং পদ দ্রষ্টব্য) গ্রহণ করা হইল। এখন প্রশ্ন এই যে. চণ্ডীদাস এই পদ রচনা করিয়াছিলেন কিনা ? বড়ু চণ্ডীদসের শ্রীকৃষ্ণকার্ত্তনে এই পদের স্থান নাই, কারণ তিনি রাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করেন নাই, এবং কৃষ্ণলীলাও ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখীর সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয় নাই। প্রচলিত পদাবলীতে পূর্ব্বরাগের পালা পাওয়া গিয়াছে। বিশাখা পটে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া রাধাকে দেখাইবার ফলে তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল ইহাতে এরূপ আখ্যায়িকার আভাসও পাওয়া যায় না। পালার প্রথমার্দ্ধে দেখা যায়, বাজিকর-বেশে সুবল যাইয়া রাধার মনে কৃষ্ণপ্রেম অঙ্কুরিত করিয়া আসিয়াছেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধেও তিনি পাটদার হইয়া রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটন করাইয়াছেন। অতএব এই পালাতে বিশাখার পট দেখাইবার প্রসঙ্গই নাই, কিন্তু বিদগ্ধমাধব নাটকে রহিয়াছে। ৭২৪ সং পদের পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এই পদটি উক্ত গ্রন্থের একটি শ্লোকের ভাবানুবাদ-মাত্র। চণ্ডীদাস যে এইরূপ আখ্যায়িকা রচনা করেন নাই তাহাও পূর্ব্বরাগের পালা হইতে বুঝিতে পারা যায়। অতএব একমাত্র সিদ্ধান্ত এই যে, অন্য কোন লোক-কর্ত্তৃক রচিত বিদগ্ধমাধবের ভাবানুবাদের পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যাইতেছে। প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে যে এই জাতীয় অনেক পদ রহিয়াছে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পদ-বর্ণিত

বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহা সহজে ধরা যাইতে পারে।

"ভাল হইল আরে বঁধু আসিলা সকালে" ইত্যাদি পদটি লইয়া ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, পদকল্পতরুর পূর্ব্ববর্ত্তী রাসমঞ্জরী গ্রন্থে ইহা অন্যের ভণিতায় পাওয়া যায়। তথাপি একটা কথা উঠিয়াছে যে, চণ্ডীদাস-রচিত পদটি গোপালদাস নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন, ইহাও বিবেচনার বিষয় বটে। পদটি খণ্ডিতা-পর্য্যায়ের অন্তর্গত। কোন নায়িকার সঙ্গে রাত্রি যাপন করিয়া তাহার ভোগচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করত যদি নায়ক অপর নায়িকার নিকটে প্রভাতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে দেখিয়া শেষোক্ত নায়িকা খণ্ডিতা-দশা প্রাপ্ত হয়। ইহার বিশেষত্ব এই যে, অন্য নায়িকার ভোগচিহ্ন অঙ্গে থাকা চাই, এবং প্রভাতে আসিয়া উপস্থিত হওয়া চাই, নতুবা খণ্ডিতা হয় না, ইহাই রসশাস্ত্রের সূত্র। উদ্ধৃত পদটিতেও এই সকল অবস্থাই বর্ণিত হইয়াছে। এখন নীলরতনবাবু-কর্ত্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর পদগুলি পর্য্যবেক্ষণ করা যাউক। ঐ গ্রন্থে খণ্ডিতা-পর্য্যায়ে অনেকগুলি পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে। পালার আকারেই যে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল, তাহা পদগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই ধারণা জন্মিয়া থাকে। সঙ্কেতানুযায়ী রাধার সহিত মিলিত হইবার জন্য কৃষ্ণ চলিয়াছেন, পথে চন্দ্রাবলী আসিয়া কৃষ্ণকে নিজের কুঞ্জে লইয়া গেলেন। তথায় রাত্রি যাপন করিয়া কৃষ্ণ আসিয়া রাধার নিকট প্রভাতে উপস্থিত হইয়াছেন। ইহার পরে আলোচ্য পদটিতে এবং পরবর্ত্তী ৬টি পদে চন্দ্রাবলীর ভোগচিহ্ন উল্লেখ করিয়া রাধা কৃষ্ণের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। পালাটিতে তৎপর কৃষ্ণের উত্তর এবং রাধিকার প্রত্যুত্তর প্রভৃতি বর্ণিত রহিয়াছে। এখন প্রধান বিবেচ্য বিষয় এই যে, এক কথারই পুনরুক্তি করিয়া কবি উক্ত ৭টি পদই রচনা করিয়াছিলেন কি না? পদগুলিতে প্রভাতে আসিবার কথা, এবং নায়িকার ভোগচিহ্নের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাই একমাত্র এই সকল পদের বিশেষত্ব। কবি রসশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী পদমধ্যে এই সকল বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন মাত্র। অতএব একই কবি একই ভাবের এতগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ধারণা করিতে পারা যায় না, কারণ ইহা কাব্যের প্রয়োজনাতিরিক্ত অনাবশ্যক পুনরুক্তি মাত্র। আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে, "ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে" ইত্যাদি পদটি যেমন গোপালদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে, সেইরূপ "ছুঁও না ছুঁও না বঁধু ঐখানে থাক" ইত্যাদি পদটি নরহরির ভণিতায় পাওয়া যায় (৯০৯ সং পদ দ্রষ্টব্য), "হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস" ইত্যাদি পদটির অনুরূপ পদও নরোত্তম ও গোবিন্দদাসের ভণিতায় মিলিতেছে (৯১০ সং পদ দ্রষ্টব্য)। এবং "বঁধু, কহ না রসের কথা শুনি" ইত্যাদি পদের ন্যায় আর একটি পদ নরহরির ভণিতায় পাওয়া যায় (৯১১ সং পদ দ্রষ্টব্য)। অবশিষ্ট তিনটি (৯১২-৯১৪ সং পদ দ্রষ্টব্য) অন্যের ভণিতায় পাওয়া যায় নাই। ইহাদের একটি চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ধারণা করিলেও আখ্যায়িকার ক্রমভঙ্গ হয় না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া গোপালদাস-রচিত পদই চণ্ডীদাসের নামে চলিতেছে বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। পদটিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রহণ করিলে ইহার প্রকৃত স্বরূপ ধরা কষ্টকর হয় বটে, কিন্তু পালার মধ্যে স্থাপন করিয়া অন্যান্য পদের সহিত তুলনা করিলেই ইহার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মে।

এইভাবে পদ-বর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তুলনামূলক আলোচনা-দ্বারা চণ্ডীদাস-সম্বন্ধীয় অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হইতে পারে। বস্তুতঃ বিষয়-বস্তু লইয়া আলোচনা করিলেই অতি সহজে সত্য-নির্দ্ধারণের সুযোগ পাওয়া যায়। এই জন্য পদ-বিচারে সর্ব্বত্রই ইহাকে প্রধান সূত্ররূপে অবলম্বন করা হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত কবিত্বের মাপকাঠিতে কবি বাছাই করিবার একটা ধারণাও অনেকের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। পদকল্পতরুর ভূমিকায় সতীশ-চন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"মণীন্দ্রবাবু * * দীন চণ্ডীদাস শীর্ষক তিনটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাস হইতে দীন চণ্ডীদাসের স্বতন্ত্রতা উত্তমরূপে প্রমাণিত করায়, দীন চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস ও শুধু চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত বহুসংখ্যক এক শ্রেণীর পদের কৃতিত্ব-নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা ঘটিয়া থাকিলেও পদামৃতসমুদ্র, পদ-কল্পতরু, কীর্ত্তনানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে উদ্ধৃত চণ্ডীদাস-ভণিতার উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বত্র সমাদৃত পদের কৃতিত্ব-নির্ণয়ের সমস্যা যে জটিল, সে জটিলই রহিয়া গিয়াছে" (ঐ, ৮৯ পৃঃ) ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে সতীশবাবু চণ্ডীদাস-ভণিতার কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদের কথাই বলিতেছেন, এবং ঐ সকল পদ-সম্বন্ধে ধারণা তাঁহার পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেই জন্মিয়াছিল। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রভৃতি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের পদ-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সতীশবাবু যে সকল গ্রন্থের নাম করিয়াছেন, সেগুলি সবই সংগ্রহ-গ্রন্থ, এবং এই জাতীয় গ্রন্থগুলি সঙ্কলিত গ্রন্থমাত্র। সংগ্রহকারগণ উৎকৃষ্ট পদগুলি নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থমধ্যে বিষয়বিভাগে সন্নিবিষ্ট করিয়া থাকেন। এই রীতি প্রাচীন যুগে অনুসৃত হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুগেও হইয়া থাকে। অতএব এইভাবে সংগৃহীত পদ-সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে তাহাদের মূলের অনুসন্ধান করাই যুক্তিসঙ্গত। "প্রথম প্রহর নিশি" ইত্যাদি পদটি নী-তে সম্ভোগ-স্মৃতি-পর্য্যায়ে সঙ্কলিত রহিয়াছে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আবিষ্কৃত হইবার পরে বুঝিতে পারা গেল, ইহা রাধা-বিরহের পদ। "কে না বাঁশী বাএ বড়াই কালিনী নই কুলে" ইত্যাদি পদটিকে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করিলে পূর্ব্বরাগের পর্য্যায়েও স্থাপন করা যায়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-পাঠে জানা যায় যে, ইহা প্রকৃতপক্ষে বংশীখণ্ডের পদ, অতএব ইহাকে পূর্ব্বরাগের পর্য্যায়ে স্থাপন করা উচিত নহে, কারণ গ্রন্থমধ্যে ইহার পূর্ব্বে বহুবার রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। অতএব মূলের অনুসন্ধান না করিয়া কেবল ভাবের দিকে চাহিয়া পদবিচারে প্রবৃত্ত হইলে যে নানাপ্রকার ভুল-ভ্রান্তি হইতে পারে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তারপর পদকল্পতরুতে রাসের প্রারম্ভ-সূচক দুইটি মাত্র কাব্যময় পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে বলিয়া আখ্যায়িকামূলক, অতএব কবিত্বসম্পদে অপেক্ষাকৃত হীনস্তরের রাসের অন্যান্য পদের জন্য দ্বিতীয় এক চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা যুক্তিসঙ্গত কি? এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে (ঐ, ১৮/-১৮৶ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সতীশবাবু আরও লিখিয়াছেন—"চণ্ডীদাস-ভণিতার পদগুলির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে প্রথম শ্রেণীর পদ বড় জোর ৪০।৫০টির অধিক হইবে না। বাকী মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর পদগুলির মধ্যে বহুসংখ্যক পদই যে মণীন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত দীন চণ্ডীদাসের, ইহা বেশ বুঝা গিয়াছে" (তরুর ভূমিকা,

১০২ পৃঃ)। যদি তাহাই হয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অধিকাংশ পদই যদি দীন চণ্ডীদাসকে আরোপ করা যায়, তাহা হইলে তন্মধ্যগত ৫০।৫০টি পদের জন্য আর একজন চণ্ডীদাসের কল্পনাও করা যাইতে পারে না। কারণ দীন চণ্ডীদাসের যাবতীয় রচনাই আখ্যায়িকামূলক, ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে কবিত্বময় উৎকৃষ্ট পদগুলি সুষমাপূর্ণ কুসুমবৎ প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আশ্রয়বৃক্ষের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। যে কবি দুই সহস্রাধিক পদ রচনা করিতে পারিয়াছেন, তিনি যে তন্মধ্যে ৫০।৫০টাও উৎকৃষ্ট পদ-রচনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য? এই সকল উৎকৃষ্ট পদ-সম্বন্ধে সতীশবাবুর ধারণা কি তাহাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তরুর ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—"চণ্ডীদাসের 'নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী' ইত্যাদি ও 'থীর বিজুরী বরণ গোরী' ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ-বিষয়ক পদ দুটি প্রসিদ্ধ। প্রথম পদটিকে আমরা চণ্ডীদাসের চলন-সই মধ্যম শ্রেণীর পদ, আর 'থীর বিজুরী' ইত্যাদি পদটাকে চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট প্রথমশ্রেণীর পদ বলিয়া বিবেচনা করি।" (ঐ, ৯২ পৃঃ)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বরাগের পালা রচনা করিয়াছেন দীন চণ্ডীদাস, আর ঐ পালার অন্তর্গত ঘটনাবিশেষ অবলম্বন করিয়া যে পদ রচিত হইয়াছে, তজ্জন্য অন্য এক চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা হইয়াছে। কবিত্ব কি আখ্যায়িকা-নিরপেক্ষভাবে বিচার করা যাইতে পারে? পদ-বর্ণিত ঘটনাই তাহার ভিত্তি, তাহাই অবলম্বন করিয়া কবিত্ব ফুটিয়া উঠে, অতএব কবিত্বের বিচারে মূল আখ্যায়িকা বিস্মৃত হওয়া যায় না। বিশেষতঃ উক্ত দুইটি পদই যে সন্দেহজনক, তাহা নানাভাবে বিচার করিয়া পদগুলির পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। "থীর বিজুরী" ইত্যাদি পদটি গোপালদাসের ভণিতাতেও পাওয়া যাইতেছে। অতএব নিছক কবিত্বের মাপকাঠীতে বিচার করিয়া এই জাতীয় পদ লইয়া অন্য এক চণ্ডীদাসের কল্পনা করিতে পারা যায় না।

প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে পূর্ব্বরাগের রূপ-বর্ণনায়, ভাবসম্মিলনে, এবং আক্ষেপানুরাগের পর্য্যায়েই প্রধানতঃ কবিত্বময় পদগুলি সান্নবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পূর্ব্বরাগের রূপ-বর্ণনার পদগুলি ঐ আখ্যায়িকার ভিত্তির উপরেই রচিত হইয়াছে, অতএব ঐ সকল পদ যদি কোন চণ্ডীদাস রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মূল আখ্যায়িকার রচয়িতা চণ্ডীদাসই করিয়াছেন, অথবা পরবর্ত্তী কোন কবি বা কোন চণ্ডীদাস করিয়া থাকিবেন, এজন্য পূর্ব্ববর্ত্তী এক চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে। প্রকৃতপক্ষে ঐ পদগুলি যে অতীব সন্দেহজনক, তাহা পদগুলির পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং এই ভূমিকার পরবর্ত্তী অংশেও ইহা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। ভাবসম্মিলনের পদ-সম্বন্ধীয় প্রধান বিবেচ্য বিষয় এই যে চণ্ডীদাস পালার আকারে পদ রচনা করিয়া কৃষ্ণকে মথুরায় পাঠাইয়াছেন, এবং পরে বৃন্দাবনে আনিয়া রাধাকৃষ্ণের মিলনও সংঘটন করাইয়াছেন, কিন্তু তিনি রাধার আত্মনিবেদন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুক্তি-সূচক পদ রচনা করেন নাই কি? তাহা না করিলে যে ঐ পালাটি অসম্পূর্ণই থাকিয়া যায়! তথাপি ইহাও বিশ্বাস করা যায় না যে, একই কবি ঐকই ধরণের এতগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন, কারণ ইহা কাব্যের প্রয়োজনাতিরিক্ত অনাবশ্যক পুনরুক্তি মাত্র। চণ্ডীদাসের রচনা পাঠ করিলে দেখা যায়, তিনি প্রায় সর্ব্বত্রই আখ্যায়িকাকে অগ্রসর করাইয়া দিয়াছেন, যেখানে

ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে, সেখানেই সন্দেহের কারণ রহিয়াছে। পূর্ব্বরাগের পালা-সম্বন্ধীয় যে আলোচনা ইতিপূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতেই ইহার স্পষ্ট নিদর্শন মিলিতে পারে।

দীন চণ্ডীদাসের আখ্যায়িকামূলক পদগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সতীশবাবু তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর কবির পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে,—"একান্তই যদি দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী গ্রন্থ-মধ্যে স্থান দিতে হয়, তাহা হইলে সেগুলি পরিশিষ্টে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য" (গুরুর ভূমিকা, ১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। আর তাঁহার এই নির্দ্দেশ অবলম্বন করিয়া কোন কোন গ্রন্থে চণ্ডীদাসের একটি পালা পরিশিষ্টেই মুদ্রিত হইয়াছে। এই কবিই যে আক্ষেপানুরাগের নিশানা দেয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এই ভূমিকার পরবর্ত্তী অংশে প্রদর্শিত হইবে। পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাসের যতগুলি পদ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধাধিক পদই এই আক্ষেপানুরাগের পর্য্যায়ভুক্ত। অতএব চণ্ডীদাসের সরল তরল প্রাঞ্জল রচনার যে ধারণা সাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তাহার উৎপত্তিতে আক্ষেপানুরাগের পদগুলি, কবির অন্যান্য যাবতীয় রচনা অপেক্ষা কম সাহায্য করে নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। ফুল যেমন গাছের সর্ব্বত্রই প্রস্ফুটিত হয় না, সেইরূপ গ্রন্থমধ্যে কবিত্ব-বিকাশেরও স্থানাস্থান রহিয়াছে। বিপ্রলম্ভের আক্ষেপ ইহার স্ফুরণের অন্যতম উপযুক্ত স্থল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথি হইতে একটি পদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া ইহার নমুনা প্রদর্শিত হইল :—

কি কাজ করিনু আপনা খাইয়া
চাহিল শ্যামের পানে।
এ ঘরে বসিত নহিল নহিল
এমতি হইল কেনে॥
যেমন বাউল হরিণী তরাসে
খাইলে ব্যাধের বাণ।
তেমত করিল অবলার প্রাণ
ইহাতে নাহিক আন॥
পরের পরাণ হরিতে নাগর
পাতয়ে কতেক ফান্দ।
কোন্ কুলবতী পীরিতি করিয়া
এ চিত্তে ধৈরজ বান্ধ॥
(৭৫৭ সং পদ)

পাঠকগণ ইহাতে সরল তরল প্রাঞ্জল রচনার আস্বাদ পাইবেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। আক্ষেপানুরাগে, মাথুরে, এবং রাসের অন্তর্গত মান-বিপ্রলম্ভে সন্নিবিষ্ট অন্যান্য পদের ভাবসাদৃশ্যও ইহাতে দৃষ্ট হইবে। যে কবির আখ্যায়িকামূলক পদগুলি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়া থাকে, সেই কবিই যে এই সকল ভাবমুগ্ধ পদ রচনা করিতে পারেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে। অতএব নিছক কবিত্বের হিসাবে একাধিক চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা যুক্তিসঙ্গত নহে। পদ-বিচারে অন্যবিবেচনা-নিরপেক্ষ কবিত্বের সূত্র অবলম্বন করা বিড়ম্বনা-মাত্র। এইজন্য প্রধানতঃ বিষয়-বস্তুর উপরেই গুরুত্ব অর্পণ করা আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

চণ্ডীদাসের কাব্য-বিশ্লেষণ

এমন সময় ছিল, যখন এই ধারণাই লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, চণ্ডীদাস কেবল বিচ্ছিন্ন ভাবেই পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, কোন কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন নাই। বর্ত্তমান কালেও অনেকে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া চণ্ডীদাসের পদ লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। বিবিধ কোষ-গ্রন্থের সাহায্যে চণ্ডীদাসের পদগুলি প্রথমতঃ আমাদের

নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছিল বলিয়া যে এই ধারণার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা উপরে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু নীলরতনবাবু অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া অনেকগুলি পালাগানের পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং ঐ সকল পুথি অবলম্বন করিয়া তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। পুথিগুলির বিবরণ তিনি উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন (ঐ, ২-৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তাহা হইতে দেখা যায় যে, তিনি তিনখানি পুথি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে দুইখানিতে রাসলীলার পালা, আর একখানিতে রাসলীলা ব্যতীত অন্যান্য পালাও ছিল। ইহা ব্যতীত চট্টগ্রাম হইতে মুন্সী আব্দুল করিম রাধার কলঙ্কভঞ্জনের পালার সন্ধান দিয়াছেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৯ম ভাগ, অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রাচীন পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য)। তৎপর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৯৪৯ সংখ্যক পুথি হইতে ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা নামক পালার বিবরণ প্রকাশিত করেন (১৩২১ সালের সা-প-প দ্রষ্টব্য)। ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ১৩৩৪ সালের ভারতবর্ষে "দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাসের মাথুর পদাবলী" শীর্ষক প্রবন্ধেও একটি পালার অংশবিশেষের পরিচয় প্রদান করেন। ইহা ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালাতেও আমরা পালাগানের কয়েকখানি পুথির সন্ধান প্রাপ্ত হই। তন্মধ্যে ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতেই যে দুইখানি পুথির পত্র সংগৃহীত রহিয়াছে, তাহা ৩৩৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছিল (ঐ, ২১৪-২১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৪ সং পুথিতেও একটি পালার পদ সংগৃহীত রহিয়াছে (১৩৩৪ সালের সা-প-প, ৫-৯৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য), এবং ২৫৬৬ সং পুথিতে রাসলীলার পালাটিও পাওয়া যাইতেছে (এই গ্রন্থের ৪১২-৪১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অবশেষে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৭৫৯ সং পুথিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার পরেও অনেকগুলি পালার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে (প্রথমখণ্ডের ভূমিকা, ৩/ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, চণ্ডীদাস-রচিত পালাবদ্ধ পদের ১১ খানি পুথি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই সকল পুথিতে কি কি পালা পাওয়া যাইতেছে, এখন তাহাই দেখা যাউক। নীলরতনবাবু রাসলীলার তিনখানি পুথি পাইয়াছিলেন। আবার এই পালারই অধিকাংশ পদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সং পুথিতে পাওয়া গিয়াছে, এবং ২৩৮৯ সং পুথিতেও ইহার সন্ধান মিলিতেছে। অতএব এক রাসলীলার পদ-সমন্বিত পাঁচখানি পুথি পাওয়া গেল। সাহিত্য-পরিষদের ১৯৪৯ সং পুথিতে জন্মলীলার ৬৩টি পদ পাওয়া যায়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৭৫৯ সং পুথিতে ঐ পদগুলির অতিরিক্ত ১০২ সং পদ পর্য্যন্ত (প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য) পরম্পর সম্বন্ধযুক্ত আরও অনেকগুলি পালা পাওয়া যাইতেছে। নীলরতনবাবু-কর্ত্তৃক সংগৃহীত একখানি পুথিতে পূর্ব্বরাগের পালার প্রথমাংশ পাওয়া গিয়াছে, আর ঐ পালারই শেষের অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩০৯ সং পুথিতে পাওয়া যায়। অতএব পূর্ব্বরাগের পালারই দুইখানি পুথি পাওয়া যাইতেছে। তারপর নীলরতনবাবুর পুথিতে গোষ্ঠলীলার যে পালা পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিবরণ হইতে জানা যায়, ইহাতে দানলীলা, নৌকালীলা, বনভোজন, যশোদার বাৎসল্য, রাস, কৃষ্ণের মথুরায় গমন এবং ব্রজে পুনরাগমন প্রভৃতি পালাগুলি ছিল (তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকা, ৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথিতেও পূর্ব্বরাগ, গৌণ-রাস, মহারাস, আক্ষেপানুরাগ প্রভৃতি পালার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত পদাবলীতে সঙ্কলিত যাবতীয় পালাই বিভিন্ন পুঁথিতে উদ্ধৃত রহিয়াছে, অথবা এই সকল পুথিতে যে সকল পালা পাওয়া যায় নাই, তদতিরিক্ত কোন পালা প্রচলিত পদাবলীতে পাওয়া যায় না। পালা-গুলি বিভিন্ন পুথিতে পৃথক্ ভাবে উদ্ধৃত রহিয়াছে বটে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথি দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহারা এক বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের অঙ্গীভূত ছিল। এই বিষয়ের আলোচনা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, (ঐ, ২।/-৩/০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তথাপি পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য এই গ্রন্থের দুইখণ্ডে সঙ্কলিত পদগুলি লইয়াই এখানে পুনরালোচনা করা হইতেছে।

চণ্ডীদাসের দুই সহস্রাধিক পদসমন্বিত যে বিরাট্ কাব্যের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, তাহা কি ভাবে রচিত হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন ঐ গ্রন্থমধ্যে রহিয়াছে কি না, ইহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত অনেকগুলি পালার সমবায়ে এই কাব্য রচিত হইয়াছে, এবং পদগুলি ১ হইতে ক্রমিক সংখ্যায় চিহ্নিত রহিয়াছে। ইহাতে গ্রন্থ এবং কবির একত্ব প্রমাণিত হয়। তারপর প্রথম খণ্ডের ৫০ সংখ্যক পদে আছে—

বৃন্দাবন-রস- রস আস্বাদিতে
জন্মিল গোলক-হরি।
একথা অনেক কহিব বিস্তারে
জে লীলা জখন করি॥
এবে কহি শুন বাল্যলিলা-রস
পাছেতে মধুর রস। ইত্যাদি
(প্রথমখণ্ড, ৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কবি সমগ্র কৃষ্ণলীলা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন, প্রথম ভাগে বাল্যলীলা, এবং দ্বিতীয় ভাগে মধুররসাত্মক লীলা। তন্মধ্যে প্রথমে বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়া তিনি পরে মধুর রসের বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিবেন, ইহাই কবির উক্তি। উদ্ধৃত পদাংশ জন্মলীলার পালার মধ্যে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। কংসবধের জন্য শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বর্ণনা করিয়া কবি এই সূত্র-বিন্যাস করিয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী পদগুলিতেও পুতনাবধাদি-লীলা বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভাগবতাদি পুরাণে কৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কংসবধ পর্য্যন্ত ঘটনাগুলিই বাল্যলীলার অন্তর্গত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পুরাণ-বর্ণিত ঐ সকল ঘটনা অবলম্বনে যে লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই কবি বাল্যলীলার মধ্যে ধরিয়া লইয়াছেন। কাব্যের মধ্যে এইরূপ স্পষ্ট উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও কোন কোন গ্রন্থে এই পালার কিয়দংশ পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে। সে যাহাই হউক, মধুর রস-সম্বন্ধে কবির ধারণা কি তাহাও তিনি উদ্ধৃত পদাংশে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা বৃন্দাবন-রস আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অতএব গ্রন্থখানি যে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া রচিত হইয়াছিল তাহা কবির উক্তি হইতেই জানিতে পারা যায়। পালাবদ্ধ যে সকল পুথি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেও এই দুই পালার অন্তর্ভুক্ত পদ-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির ৪৮০ সং পদ হইতে বৃন্দাবন-রস আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণ-জন্মের পালাটি আরম্ভ হইয়াছে। অতএব বাল্যলীলা-বর্ণনায় গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে ৪। টি পদ রচিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী পদগুলি দ্বিতীয়খণ্ডের অন্তর্গত। এই সূত্র অবলম্বন

করিয়াই চণ্ডীদাসের পদাবলী দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইল।

এখন প্রথমখণ্ডে সন্নিবিষ্ট পদগুলি লইয়া আলোচনা করা যাউক। ইহাদিগকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—১ হইতে ১০২ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত প্রথম ভাগ, ১০৩ হইতে ১৯২ সং পদ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ, এবং ১৯৩ সং পদ হইতে তৃতীয় ভাগের আরম্ভ। প্রথম ভাগের ১০২টি পদে কতকগুলি ধারাবাহিক পালা পাওয়া যায়, যথা—শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, পূতনা, শকট ও তৃণাবর্ত্তবধ, নামকরণ, মৃত্তিকাভক্ষণ, ইন্দ্রপূজা। পদগুলি ঘটনাপরম্পরায় সম্বন্ধযুক্ত, এবং পালাগুলির মধ্যেও সংযোজক সূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরে তাঁহাকে নন্দের ভবনে রাখিয়া নন্দের কন্যা আনয়ন করিবার পরে যখন কংসের আদেশে ঐ শিশু শিলার উপরে নিক্ষিপ্ত হইল, তখন সে আকাশে উঠিয়া কংসকে বলিয়া গেল—

> তোমারে বধিবে সেই সে পুরুষ
> গোকুলে জন্মিল সে।
> (২৮ সং পদ)

তখন কংস—

> ধরিল ধরণী এই বাক্য শুনি
> তেজিল আহার পাণি।
> আনি দূতগণে সভারে চাপিল
> চণ্ডিদাসে কহুঁ পুণি।
> (ঐ)

সে দূতগণকে আদেশ করিল—

> কালি জে জন্মিল গোকুল-নগরে
> তাহারে আনিবে হেথা।
> (২৯ সং পদ)

যখন দূতেরা আসিয়া বলিল—

> *কালি নিশাকালে একটী ছাআল*
> *জসদা প্রসবে সুখে।* (ঐ)

তখন—

> শুনি কংস তবে চর আদেশিল
> গোপনে জাইবে ত্বরা।
> আনিবে ছাআলে নিবিড়ে কাড়িয়া
> নাহিক জানএ কারা॥ (ঐ)

কিন্তু চরেরা ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া তাহারা আর তাঁহাকে অপহরণ করিতে পারে নাই। ইতিমধ্যে নন্দ পুত্রের জন্মোৎসব সম্পন্ন করিলেন। একদিন মহাদেব আসিয়া বলিয়া গেলেন, স্বয়ং ভগবান্ শিশুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু কংসের ভয় দূর হইতেছে না—

> মধুপুরে কংস সভা করি বৈসে
> ডাকিএ বান্ধবগণে।
> (৫৫ সং পদ)

তাহারা পূতনাকে পাঠাইবার পরামর্শ দিল। প্রথমে পূতনা এবং পরে শকটাসুর শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। তখন—

> পূতনা মরিল সুনি কংসাসুর
> চিন্তিত হইয়া আছে।
> তারপরে সুনে সকট-ভঞ্জন
> আসি দূত কহে কাছে॥
> (৭০ সং পদ)

আবার পাত্রমিত্রগণের সভা বসিল। তাহারা পরামর্শ দিল—

> তৃর্ণাবর্ত্ত বিরে আন ডাক দিয়া
> সুন রাজা নৃপমুনি।
> (৭৪ সং পদ)

শ্রীকৃষ্ণ তৃণাবর্ত্তকেও বধ করিলেন। ইহার পরে নামকরণ প্রভৃতি আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে। কবি বাল্যলীলা আগে বর্ণনা করিবেন বলিয়াছিলেন, এখানেও পুরাণ অনুসরণ করিয়া ইন্দ্রপূজার প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বাল্যলীলা বর্ণিত রহিয়াছে। কি কি পুরাণ অবলম্বন করিয়া কবি এই সকল আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখও ১০, ১১ এবং ৪৬ সং পদে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ভাগের ১০৩ হইতে ১৯২ সং পর্য্যন্ত ৯০টি পদে দানলীলা, নৌকালীলা, ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট অন্নগ্রহণ, ধেনুবৎসশিশুহরণ, যশোদার বাৎসল্য, এবং রাই-রাখাল, এই ৬টি পালা বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল পালার মধ্যে সংযোজক সূত্রও বর্ত্তমান রহিয়াছে। দানলীলার শেষ পদে যমুনার তীরে আসিয়া গোপীগণ বলিতেছেন—

কেমনে সকলে পার হৈয়া যাব
ইহার উপায় বল।

এবং—

এ বোল বলিতে কানু আচম্বিতে
আসিয়া মিলল তায়।
(১৪৯ক সং পদ)

তখন বড়াই বলিল—

কানুর চরণে মিনতি করহ
পার করে গুণমণি।
(নৌকালীলার প্রথম, অর্থাৎ ১৫০ সং পদ)।

তৎপর ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট অন্নগ্রহণ পালার প্রথম পদেই আছে—

হেথা কানু যত পাব করি গোপী
গোঠেতে পড়িল মন।
(১৭৭ সং পদ)

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নৌকালীলার পরেই এই পালা কবি রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পরবর্ত্তী পালা "ধেনুবৎসশিশুহরণ"। ইহার প্রথম পদেও রহিয়াছে—

সকল রাখাল ভোজন করিতে
হল অবসান বেলি।
(১৬৩ সং পদ)

অতএব এই পালাটিও বনভোজনের পালার পরেই রচিত হইয়াছিল বুঝা যাইতেছে। ইহার পরে যশোদার বাৎসল্য নামক পালা। তাহার প্রথম পদেই আছে—

আজুকার গোঠে হইল সঙ্কটে
বিপাক পড়িয়া গেল।
(১৮১ সং পদ)

এখানেও দেখা যাইতেছে যে, শিশুহরণের ঘটনার উল্লেখ করিয়াই এই পালাটির আরম্ভ হইয়াছে। অবশেষে "রাই-রাখাল" নামক পালা। ইহারও প্রথম পদে আছে—

এইমত নিতি বনে বিহরয়
অপার যাহার লীলা।
(১৮৭ সং পদ)

কিন্তু এই পালার শেষের অংশ পাওয়া যায় নাই (১৯২ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহার শেষাংশ পরিশিষ্ট (৪) রূপে মুদ্রিত হইল। অতএব দানলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া "রাই-রাখাল" পর্য্যন্ত ৬টি পালাই এইভাবে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিধায় যে একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তৃতীয় ভাগে অক্রূরাগমনের পালা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে আছে অক্রূরের গোকুল-যাত্রা (১৮৬ পৃঃ), শ্রীরাধিকার স্বপ্ন (১৮৯ পৃঃ), যশোদার বিলাপ

(২০· পৃঃ), গোপী-বিলাপ (২০৫ পৃঃ) এবং তদন্তর্গত চত্রিশ অক্ষরের করুণা (২১২ পৃঃ), রাখাল-বিলাপ (২৩৫ পৃঃ), কৃষ্ণের মথুরায় যাইবার সময়ে গোপীগণের বিলাপ (২৪৪ পৃঃ), কৃষ্ণ-বলরামের মথুরায় গমন (২৫৬ পৃঃ), রজকের বস্ত্রহরণ এবং কংসবধ (২৬৪ ২৬· পৃঃ), দৈবকী-বসুদেবের করুণা, নন্দবিদায় (২·৭ পৃঃ), নন্দ ঘোষের গোকুল-গমন ও যশোদার খেদ (২৭২ পৃঃ), শ্রীরাধিকার শোক (২ ৭ পৃঃ), দূতীর মথুরায় গমন এবং কৃষ্ণের প্রতি উক্তি (২৮৭ পৃঃ), কৃষ্ণের বৃন্দাবনে আগমন এবং মিলন (২৯৭ পৃঃ), অবশেষে রাধার আত্ম-নিবেদন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তর। এই সকল পালা ঘটনাপরম্পরায় যেভাবে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কবি মূলতঃ পুরাণ অনুসরণ করিয়া আখ্যায়িকাগুলি রচনা করিয়াছিলেন। কবি নি.জও ইহার সন্ধান দিয়া গিয়াছেন —

আর যত লীলা বিস্তার আছয়ে
ভাগবত-সুখকেলা।
সংক্ষেপ রচনা কিছু কিছু আছে
কেবল ফুটক বলি॥
(১৯৯ সং পদ)

অর্থাৎ ভাগবত-বর্ণিত লীলাই তিনি এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছেন। উদ্ধৃত পদটিতেই আছে —

আর পরমাদ পড়িল সংশয়
গোকুলে নন্দের ঘরে।
এ কথা না জানে কৃষ্ণ বলরাম
গোঠের লীলাতে ভোলে॥

অর্থাৎ তাঁহারা গোষ্ঠে গিয়াছেন, এই সময়ে অক্রূর নন্দগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পরবর্তী পালাগুলি এই একটিমাত্র ঘটনার ক্রমিক পরিণতিতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব এই সকল পালা যে একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। এই স্থানে আমরা কবির সম্বন্ধে কোনই আলোচনা করিতেছি না (ইহা পরে দ্রষ্টব্য), কিন্তু কবির কথা বাদ দিয়া কেবল তাঁহার রচনা লইয়া বিচার করিলেও যে এই সকল পালাসমন্বিত এক বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাই এখানে প্রদর্শিত হইল।

কিন্তু উক্ত তিন ভাগ পালার মধ্যে দুইটি সংযোজক সূত্রের অভাব রহিয়া গিয়াছে। প্রথম ভাগের ১০২টি পদের মধ্যে কোথাও রাধার নাম নাই, অথচ দ্বিতীয় ভাগের প্রথম পদটিতেই দেখা যায় যে, ইহার পূর্ব্বেই রাধাকৃষ্ণ পরস্পরের সহিত পরিচিত হইয়াছেন। এই পরিচয় কি ভাবে হইয়াছিল, পদাবলী হইতে উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে (ঐ, ২।০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই সকল পদ ইহার পূর্ব্বে ছিল বলিয়া ধারণা করা যায়।

অতএব প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পদাবলীর মধ্যস্থিত সংযোজক সূত্রের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় সংযোজক সূত্রের অভাব রহিয়াছে ১৯৩ সং পদের পূর্বে। ইহার পূর্ববর্তী 'রাই-রাখাল' নামক পালাটি যে অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে তাহা ১৯২ সং পদের পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। তারপর ১৯ সং পদের প্রথমেই আছে —

নিশি গেল দূর প্রভাত হইল
উঠিল শ্যামরুচন্দ্র।

এখানে যে কোন বিশেষ রাত্রির কথা বলা হইয়াছে, তাহা বুঝা যায়। নীলরতনবাবু এই পালাটি রাস-লীলার পরে স্থাপন করিয়াছেন। রাসের কিছু পরেই কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছিলেন, অতএব ইহার

পূর্ব্বেই রাসের পালাটি ছিল বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। কবি যে রাসের দুইটি পালা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা মহারাসের প্রবেশিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে (৪১২-৪১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তাহা হইতে বাছিয়া ভাগবতের অনুকরণে রচিত পালার পদগুলি পৃথক্ পালারূপে এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে (৪৭৫-৫০৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই পালাটিই অক্রূরাগমনের পূর্ব্বে স্থাপিত ছিল বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত বস্ত্রহরণ, অঘাসুরাদির নিধন, বিষপানহেতু রাখালগণের মৃত্যু ও পুনর্জ্জীবন-লাভ প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখও অনেক পদে পাওয়া যায় (প্রথমখণ্ডের ভূমিকা, ২॥৵০-২॥৶০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভাগবত-বর্ণিত বাল্যলীলার প্রায় যাবতীয় ঘটনার উল্লেখই এই গ্রন্থে রহিয়াছে। আগে বাল্য-লীলা বর্ণনা করিবেন বলিয়া কবি নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থের আলোচনা দ্বারাও ইহা সমর্থিত হইতেছে। সুতরাং এই সকল পালা যে একই পরিকল্পনার বিষয়ীভূত, এবং পরস্পর সংযোজক সূত্রে আবদ্ধ আছে বলিয়া একই গ্রন্থের অন্তর্ভূত তাহা স্পষ্টই ধারণা করা যাইতে পারে।

এখন দ্বিতীয় খণ্ডের পদগুলি লইয়া বিচার করা যাউক। প্রথম খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া যেভাবে বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে, ভাব-সম্মিলনে আসিয়া তাহার পূর্ণ পরিসমাপ্তি হইয়া গিয়াছে, অতএব নূতন কিছু অবতারণা না করিয়া আর ঐ আখ্যায়িকা লইয়া অগ্রসর হইবার উপায় নাই। কবির কাব্যের নির্দর্শন অনুযায়ী ৪৭৯ সং পদের মধ্যেই গ্রন্থ এই অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু সমগ্র গ্রন্থে দুই সহস্রাধিক পদ ছিল, অতএব কাব্যের ৪/৫ অংশের অধিক পদ এখনও অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। ইহা কি ভাবে রচিত হইয়াছিল তাহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। গ্রন্থের ৫০ সংখ্যক পদে কবি বলিয়াছেন—

> বৃন্দাবন-রস— রস আস্বাদিতে
> জন্মিল গোলক-হরি।
> একথা অনেক কহিব বিস্তারে
> জে লীলা জখন করি॥

অতএব গ্রন্থের প্রথম ভাগেই তিনি দ্বিতীয় খণ্ডের সূত্র বিন্যাস করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, বৃন্দাবন-রস আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণজন্মের আখ্যায়িকা লইয়া গ্রন্থের এই অংশের বর্ণনা আরম্ভ হইবে, এবং ইহাতে নানাভাবে মধুর রসও বর্ণিত হইবে। বস্তুতঃ ৪৮০ সং পদ হইতেই মধুর রস আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বৃত্তান্ত লইয়া দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে। অতএব প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যেও সংযোজক সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। ইহা দ্বারা গ্রন্থের একত্ব এবং কবির অভিন্নতাই প্রমাণিত হইতেছে।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যায়িকা-বিন্যাস-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে (ঐ, ২৸৵০-৩৵০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কবি প্রথমেই পীরিতির উৎপত্তি-সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন (৪২২-২৩ সং পদ)। গোলোকের কৃষ্ণকল্পবৃক্ষে এক অমৃত-ফল উৎপন্ন হইয়াছিল (৪২৪ সং পদ)। দেবতাগণ সেই ফল আস্বাদন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া (৪২৫ সং পদ) এক শুক পাখীকে গোলোকে পাঠাইয়া দিলেন। শুক ফল লইয়া উড়িল বটে, কিন্তু তাহার চঞ্চুর চাপে ইহা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সাগরে পড়িয়া গেল (৪২৬ সং পদ)। ইহা শুনিয়া দেবতাগণ বড়ই বিষাদিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে নারদ আসিয়া তাঁহাদিগকে সমুদ্র মন্থন

করিবার উপদেশ দিলেন (৪২৭-৪২৯ সং পদ)। তখন সকলে মিলিয়া সুখের সাগর মন্থন করিয়া 'পী', রসের সাগর হইতে 'রি,' এবং প্রেমের সাগর হইতে 'তি'র উদ্ধার-সাধন করিলেন (৪৩০-৪৩২ সং পদ)। তৎপর সকলে গোলোকে যাইয়া ফলটি কৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করিলেন, কিন্তু তিনি নিজেই ইহা খাইয়া ফেলিলেন (৪৩৮ সং পদ)। দেবতারা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কৃষ্ণ বলিলেন যে, এই ফল রাধার সম্পত্তি, রাধাই এই পীরিতির মর্ম্ম অবগত আছেন। দ্বাপরে তিনি নন্দগৃহে এবং রাধা বৃষভানুর দুহিতারূপে জন্মগ্রহণ করিবেন, তখন ব্রজলীলায় এই রসের আস্বাদন জগতে প্রচারিত হইবে। দেবতারা মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিবেন (৪৩৯-৪৪১ সং পদ)। এই আখ্যায়িকা মাথুরের ভূমিকারূপে কবি বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বিরহে রাধা অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, তখন এক সখী পীরিতির উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় এই আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া রাধাকে সান্ত্বনা দিতেছেন (৪৪৫ সং পদ)। তারপর কৃষ্ণ বৃন্দাবনে পুনরায় আসিবেন কিনা, ইহা জানিবার জন্য এক দেয়াসিনীর নিকট এক সখীকে প্রেরণ করা হইল। তিনি বলিলেন— "শুভ লক্ষণই দেখা যাইতেছে, কৃষ্ণ শীঘ্রই মথুরায় আগমন করিবেন (৪৪৬-৪৪৯ সং পদ)। তৎপর এক গণক-দ্বারা গণনা করান হইল, তিনিও শুভ ফলেরই ইঙ্গিত করিলেন (৪৫০ সং পদ)। ইহার পরে রাধার বিরহদশা বর্ণিত হইয়াছে (৪৫২-৪৫৪ সং পদ)। এই সময়ে রাধাকে স্বপ্নে দেখিয়া কৃষ্ণেরও পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইয়াছে (৪৫৫-৪৫৮ সং পদ)। তখন তিনি উদ্ধবকে দূতরূপে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। পরবর্ত্তী পদগুলিতে উদ্ধবের দৌত্য বর্ণিত হইয়াছে (৪৫৯-৪৮৭ সং পদ)। ইহার পরে ৮১টি পদ পাওয়া যায় নাই। পরবর্ত্তী পদগুলিতে দেখা যায়, কৃষ্ণ রাধার নিকটে এক হংসকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন (৪৮৮-৪৯৫ সং পদ)। ইহার পরে ২৭টি পদ পাওয়া যায় নাই। তৎপর রাধা কৃষ্ণের নিকটে এক কোকিলকে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন (৪৯৬-৫০৭ সং পদ)। মধ্যবর্ত্তী অপ্রাপ্ত ৫০টি পদের পরে দেখা যায় সুবল মথুরাতে গিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন (৫০৮-৫১১ সং পদ)। তৎপর ৩১৯টি পদ পাওয়া যায় নাই। ইহারই মধ্যে মাথুরের পালা শেষ হইয়া গিয়াছে। এই পদগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথিতে ৪৮০ হইতে ৭২৬ সংখ্যক পদরূপে উদ্ধৃত রহিয়াছে। অতএব মাথুর পর্য্যায়েই কবি (৭২৬ — ৪৭৯ =) ২৪৭টির অধিক পদ রচনা করিয়াছিলেন, কারণ পরবর্ত্তী যে ৩১৯টি পদ পাওয়া যাইতেছে না, তাহাদের মধ্যেও মাথুরের পদ ছিল বলিয়া ধারণা করা যায়, যেহেতু ৭২৬ সং পদেও (এই গ্রন্থের ৫১১ সং পদ দ্রষ্টব্য) এই পালাটি শেষ হয় নাই।

তৎপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথিতে ১০৪৫ হইতে ১০৭৯ সংখ্যক ৩৫টি গৌণ-রাসের পদের সন্ধান পাওয়া যায়। ১০৮০ সংখ্যক পদে কবি বলিতেছেন—

"গৌণরাস কহিল এবে কহি মহারাস" ইত্যাদি (৪৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলি কবি গৌণরাসের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া রচনা করিয়াছিলেন। পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, এই সকল পদে প্রথমতঃ সঙ্কেত, পরে মিলন বর্ণিত হইয়াছিল। এইভাবে নানা প্রকার ছদ্মবেশে কখনও রাধার ঘরে, কখনও শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জে, কখনও দিবাভাগে, কখনও রাত্রিতে রাধাকৃষ্ণ মিলিত হইয়াছেন। তরু এবং নী-তে স্বয়ং-দৌত্য-

পর্য্যায়ে চণ্ডীদাসের যে সকল পদ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা গৌণরাসের পদ। এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে গৌণরাসের প্রবেশিকায় আলোচিত হইয়াছে (৩৮১-৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ২৩৮৯ সং পুথিতে প্রাপ্ত ১০টি পদের মধ্যে ১০৪৫-১০৫১ সংখ্যক ৭টি পদ গৌণ-রাসের পালার প্রথম ভাগে মুদ্রিত হইল (৫১২-৫১৮ সং পদ দ্রষ্টব্য)। তৎপর ২৭টি পদ পাওয়া যায় নাই। এই অপ্রাপ্ত অংশে তরু এবং নী হইতে সংগ্রহ করিয়া ১৭টি পদ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। তথাপি ৮টি পদের অভাব রহিয়া গিয়াছে। ইহার পরে গৌণরাসের সমাপ্তিসূচক ৩টি পদ ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির পদবিন্যাস অনুযায়ী স্থাপিত হইয়াছে (৫৩৬-৪৩৮ সং পদ দ্রষ্টব্য)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, গৌণরাসের পালার প্রারম্ভ ও সমাপ্তি-সূচক পদগুলি ২৩৮৯ সং পুথিতেই পাওয়া যাইতেছে, কেবল মধ্যবর্ত্তী কয়েকটি পদ এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে।

ইহার পরে কবি মহারাসের বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। নী-তে মুদ্রিত রাসলীলার পালাতে যে দুইটি পালার পদ একত্র সংগৃহীত রহিয়াছে, তাহা মহারাসের প্রবেশিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে (৪১২-৪১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ঐ দুইটি পালা পৃথক্ করিয়া এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইল। তন্মধ্যে ভাগবত অনুসরণ করিয়া যে পালা রচিত হইয়াছিল, তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রথম খণ্ডে অক্রুরাগমনের পূর্ব্বে স্থাপিত হইবে (৪৭৫-৫০৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় পালাটি পূর্ব্ববর্ত্তী কবি-গণকে অনুসরণ করিয়া রচিত হইয়াছিল। ইহাই দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত (৪১৮-৪৭৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে মহারাসের পালায় ১০৮৪ সং পদ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। এই পদগুলি রাসের প্রারম্ভসূচক পদ মাত্র। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সং পুথিতে, এবং ১৩০৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় নীল-রতনবাবু-কর্ত্তৃক প্রকাশিত রাসলীলার পালাতে, ও নী-তে ইহার পরেও রাসের অনেকগুলি পদ পাওয়া যাইতেছে। ঐ সকল আদর্শ হইতে সংগ্রহ করিয়া পরবর্ত্তী পদগুলি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। পদগুলি ঘটনাপরম্পরায় পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া ইহা বুঝিতে কোনই কষ্ট হয় না যে, ইহারা একই পালার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব সমগ্র পালাটি যে একই কবি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই সকল পদের ভণিতায় যাহা কিছু গরমিল রহিয়াছে তাহা এই গ্রন্থের ৪১৬-১৭ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে।

ইহার পরে পূর্ব্বরাগের পালায় চণ্ডীদাস-রচিত বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের ১৮৬১ সং পদ পাওয়া যায়। নী-তে পূর্ব্বরাগের যে পালা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, কারণ ইহার ৪৩ সং পদে কবি নিজেই বলিয়াছেন—

সূর্য্যপূজা ছলে আনি মিলাইব
তবে সে পরশ হব।
ললিতা বিশাখা সব সখী সঙ্গে
আনিয়া মিলায়া দিব॥
(এই গ্রন্থের ৭১৩ সং পদ দ্রষ্টব্য)

অতএব এই পালার প্রথমাংশ মাত্র নী-তে মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে ১৮৬১ হইতে ১৯০৬ সংখ্যক পদে এই পালারই শেষের অংশ পাওয়া যাইতেছে (এই গ্রন্থের ৭৩৭-৭৪৫ সং পদ দ্রষ্টব্য)। এই পদগুলি পাঠ করিলেই দেখা যায় যে, ইহারাও পালার প্রথমাংশের ন্যায় কৃষ্ণ-সুবল-ঘটিত আখ্যায়িকা লইয়া রচিত হইয়াছে, এবং সুবলের চক্রান্তে রাধা সখীগণের সঙ্গে আসিয়া পূজার ছলে কৃষ্ণের সহিত মিলিত

হইয়াছেন। অতএব পালার প্রথমাংশে কবি রাধা-কৃষ্ণের মিলনের যে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, এখানে তাহাই সংঘটিত হইয়াছে। বস্তুতঃ মিলনের পরে কৃষ্ণ নিজেও সুবলকে বলিতেছেন—"তোমা হইতে মিলি রাধা অনেক যতনে" (৭৪৪ সং পদ)। এইজন্য নবাবিষ্কৃত পদগুলি যে পালার প্রথমাংশের পরিশিষ্ট মাত্র, সুতরাং একই পালা এবং কাব্য-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

ইহার পরে ১৯০৬ সং পদে দেখা যায়, কবি পূর্ব্বরাগের পালা শেষ করিয়া যুগলমধুররস-বর্ণনার সূচনা করিয়াছেন (৭৪৫ সং পদ দ্রষ্টব্য)। তৎপর "অথ বিপ্রলম্ভ" পরিচয়ে ১৯০৭ সং পদ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কবি যুগলমধুররসকে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা যুগলমধুররসের প্রবেশিকায় করা হইয়াছে (৫৭৯-৫৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ১৯০৭ সং পদের পরে ৯২টি পদ পাওয়া যায় নাই। পরবর্ত্তী ১৯৯৯-২০০২ সংখ্যক পদে রাধার নিজের প্রতি আক্ষেপ বর্ণিত হইয়াছে। অতএব গ্রন্থের এই অংশেই যে আক্ষেপানুরাগের পদগুলি ছিল তাহাও বুঝা যাইতেছে। বস্তুতঃ আক্ষেপানুরাগ বিপ্রলম্ভেরই পর্য্যায়ভুক্ত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে ইহার নামকরণ হইয়াছে (উক্ত প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য)। চণ্ডীদাস-রচিত বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের নির্দ্দেশানুযায়ী এই-ভাবে পদগুলি পালার আকারে এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ কবি পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত বিবিধ পালার আকারেই তাঁহার বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অন্তর্গত দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারম্ভে ছিল মাথুরের পদ, তৎপর শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-দৌত্যপর্য্যায়ভুক্ত গৌণরাসের পদ, এবং তাহার পরে মহারাস, পূর্ব্বরাগ ও যুগলমধুররসের অন্তর্ভুক্ত আক্ষেপানুরাগের পদ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত পদাবলীতে যে সকল পালা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাদের সকলই এই বৃহৎ কাব্যের দুই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত যাবতীয় পদাবলীর মূল যে এই কাব্যগ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই।

কাব্য-রচনার সময়-নিরূপণ

কোন্ কবি এই বৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এই কাব্যের মধ্যে গ্রন্থ-রচনার সময়-সম্বন্ধীয় কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় কিনা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। এখানে আমরা সময়কে যুগ-নির্দ্দেশক দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া লইতেছি—প্রথমতঃ চৈতন্যপূর্ব্ববর্ত্তী যুগ, দ্বিতীয়তঃ চৈতন্যপরবর্ত্তী যুগ। চৈতন্যদেব যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার ভাবধারার কতকগুলি অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব ছিল। গোস্বামিগণ ইহাতে অনেক নূতন তত্ত্বের সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী কালেও ইহা বিবিধ শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রধানতঃ এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই আমাদিগকে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এখন আমরা গ্রন্থের পদগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব যে, ইহাদের মধ্যে সময়-নির্দ্দেশক কোন বিশেষত্বের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা।

১। গ্রন্থের প্রারম্ভেই কংস-বধের জন্য কৃষ্ণ-জন্মের প্রসঙ্গ রহিয়াছে। পুরাণে দেখা যায়, বিষ্ণু দেবগণকে তাঁহার জন্মের পূর্ব্বেই নিজ নিজ অংশে জন্মগ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন (ভা, ১০।১।১৮;

বিষ্ণু-পু, ৫।১।৬১)। এই গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

"জন্ম লেহ গিয়া সভে আগে হয়া
জনম লবহ পুনি।"

(প্রথম খণ্ড, ১২ সং পদ)

কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তিনি নিজের জন্ম-সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"ব্রজ-শিশুগণ দ্বাদশ গোপাল
কাহারে কহিব আগে।
পশ্চাৎ আমার গমন হইব
জাইব পশ্চাৎ ভাগে॥"

(ঐ)

ইহা শুনিয়া ব্রহ্মাদি দেবতা বলিলেন—

"ব্রহ্মা হর আদি দ্বাদশ দেবতা
ধরিব বালক-কায়।"

(ঐ)

অবশেষে—

"দ্বাদশ বালক আগে জনমিল
বাড়এ গোপের কুলে।
গোলোক-ঈশ্বর পাছু জনমিল
দিন চণ্ডীদাস-বলে॥"

(ঐ)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই দ্বাদশ গোপালের ধারণা কবির মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পুরাণে দেবগণের জন্মগ্রহণ করিবার কথা আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, এবং কোন্ দেবতা কোন্ গোপাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ নাই। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে গোপালগণ সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও নর্ম্মসখা-পর্য্যায়ে চারি ভাগে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে (পশ্চিম-বিভাগ, ৩য় লহরী দ্রষ্টব্য)। তন্মধ্যে প্রিয়সখা ও নর্ম্মসখাগণের মধ্য হইতে সুবলাদি প্রধান বার জনকে লইয়া পরবর্ত্তী কালে দ্বাদশ গোপালের ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ইহার পরে আরও অধিকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। চৈতন্য-দেবের ভক্তগণের মধ্যে বার জনকে তাঁহারা শ্রীদাম, সুদাম, সুবল প্রভৃতি গোপালগণের অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—অভিরাম ঠাকুর শ্রীদাম, সুন্দরানন্দ সুদাম, গৌরীদাস পণ্ডিত সুবল, ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যদেবের বার জন ভক্তও এখন দ্বাদশ গোপাল নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আবার কৃষ্ণের সখাগণের মধ্যে যাহারা উক্ত দ্বাদশ গোপালরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হন, ব্রজলীলায় তাঁহারাই দ্বাদশ গোপাল। অতএব এই পরিকল্পনাটি যে চৈতন্যপরবর্ত্তী যুগেই সৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অন্য একটি পদেও কবি দ্বাদশ গোপালের উল্লেখ করিয়াছেন। মহাদেব শিশু কৃষ্ণকে দেখিতে গিয়াছিলেন। নন্দের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি—

"তেজিয়া নন্দের মন্দির, হর সে
হইলা ব্রজের বালা।
কতি গেল তার সে শিঙ্গা ডম্বরু
করে শিশু সঙ্গে খেলা॥
দ্বাদশ গোপাল তার মুখ্য জন
ইহো সে সুবল সখা।
কৃষ্ণ অন্বেষণ জোগীর ভূষণ
গেছিল করিতে দেখা॥"

(৪৯ সং পদ)

কবি এখানে সুবলকেই দ্বাদশ গোপালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছেন, এবং এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার আখ্যায়িকার সর্ব্বত্রেই

সুবলকে কৃষ্ণের অতি বিশ্বস্ত সখারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণ গোষ্ঠে যাইতেছেন, অনেক সখাই তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে, তথাপি তিনি সুবলের স্কন্ধে হাত দিয়া চলিয়াছেন—

"সুবল সঙ্গেতে তার কাঁধে হাত
আরোপি নাগর-রায়।
(১০৪ সং পদ, দানলীলা)

অন্যত্র—

"ঐ যায় কানু রাম বাম পাশে
সুবলের করে ধরি।"
(১০৬ সং পদ, দানলীলা)

কৃষ্ণ দানলীলা করিবেন বলিয়া ছল ধরিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য সখারা কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল—

"ইঙ্গিত জানিয়া সুবল বুঝিল
পাতিতে দানের ছলা।"
(১১২ সং পদ, দানলীলা)

নৌকালীলার পর কৃষ্ণ রাখালগণের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু অন্য কেহই তাঁহার চতুরতা বুঝিতে পারিল না, এক মাত্র সুবল বলিলেন—

"সুবল বলিছে হাসিতে হাসিতে
কানুর পানেতে চেয়ে।
চোরা ধেনু বনে রাখিতে নারিয়া
বুলেছ অনেক ধেয়ে॥
আমি সব জানি তোমার চরিত
ইহারা বুঝিবে কে।"
(১৪৮ সং পদ, যজ্ঞপত্নীর অন্নগ্রহণ)

"রাই-রাখাল"-লীলা করিবেন বলিয়া কৃষ্ণ গোষ্ঠে গেলেন না, শয্যাতেই শুইয়া রহিয়াছেন, তখন

"সুবল যাইয়া কানু জাগাইয়া
কহিছে মধুর বাণী।"

এবং কৃষ্ণের উত্তর শুনিয়া—

"সুবল জানল কানুর চরিত
কহিতে লাগল তায়।"
(১৮৭ সং পদ, রাই-রাখাল)

মথুরায় যাইবার কালে কৃষ্ণ সখাগণের নিকট বিদায় লইতেছেন, তখন সুবলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"শুনহ সুবল মরম বেদন
তোমারে না দেখি যবে।
হিয়া জর জর করয়ে অন্তর
দেখিলে জুড়াই তবে॥"
(১৮০ সং পদ)

কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়া রাজা হইয়াছেন, কিন্তু সেখানেও স্বপ্নে সুবলের সহিত কথা বলিতেছেন—

"এ বোল বলিতে সুবল সঙ্গেতে
কহিতে কাহিনী যত।
সুবল না দেখি নিশির সপন
সেহ ভেল অনুচিত॥"
(৪৫৬ সং পদ, মাথুর)

তৎপর সুবল যাইয়া কৃষ্ণের সহিত মথুরায় মিলিত হইয়াছেন।

"চণ্ডীদাস কহে সুবলের স্তুতি
দেখিয়া নাগর-রায়।
করেতে ধরিয়া নিল উঠাইয়া
আলিঙ্গন ভেল তায়॥"
(৫০৯ সং পদ)

ইহার পরে সমগ্র পূর্ব্বরাগের পালাটি সুবল-ঘটিত আখ্যায়িকা লইয়া রচিত হইয়াছে। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রন্থের সর্ব্বত্রই সুবলের

প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কবি কাব্যের প্রথম-ভাগে সুবলকে মুখ্য সখারূপে গ্রহণ করিয়া যে কল্পনার সূচনা করিয়া গিয়াছেন, সমগ্র গ্রন্থেই তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে গ্রন্থের একত্বই সূচিত হইয়া থাকে। দ্বাদশগোপালের উল্লেখের সহিত এই কল্পনার সূত্র জড়িত আছে বলিয়া গ্রন্থ-রচনার সময়-সম্বন্ধে ইহা অতি প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ প্রদান করে।

২। উজ্জ্বলনীলমণির সহায়ভেদ-প্রকরণে পাঁচ প্রকার সহায়ের উল্লেখ রহিয়াছে—যথা—চেটক, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ্দ ও প্রিয়নর্ম্মসখ (ঐ, ৪৯ পৃঃ)। পূর্ব্বরাগের পালাতেও সখাগণের পর্য্যায়-বিভাগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—

"নর্ম্মসখাগণ বসি পঞ্চজন
সুবল ত্রিবিট তথা।
এ মধুমঙ্গল বিদূষক-দল
কহেন মরম কথা॥
এ পীঠমদন তেঁই সে সুজন
কহিতে লাগিল তায়।"
(৬৮৫ সং পদ)

অন্যত্র—

"সুবল ত্রিবিট এ পীঠ-মদন
মধুমঙ্গলের সনে॥
কহে বিদূষক— 'শুনহে সুবল
নানা যন্ত্র লেহ সঙ্গে।"
(৬৩০ সং পদ)

উল্লিখিত পাঁচ প্রকার সহায়ভেদের মধ্যে এখানে প্রিয়নর্ম্মসখ, বিট, পীঠমর্দ্দ ও বিদূষক এই চারি পর্য্যায়ের সখার উল্লেখ রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এখানে বিটজাতীয় তিন জনের উল্লেখও দৃষ্ট হয়। প্রাক্-চৈতন্যযুগের রসশাস্ত্রে বিটের উল্লেখ রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ইহা রূপগোস্বামীই করিয়াছেন। অতএব ত্রিবিটের ধারণা যে চৈতন্যপরবর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী রসশাস্ত্রের মধ্যে কতক-গুলিতে পীঠমর্দ্দ, বিট ও বিদূষক এই তিন জাতীয় (দশরূপ, ২।১২-১৩, ইত্যাদি), এবং কোন কোন গ্রন্থে ইহাদের সহিত চেটক-জাতীয় সহায়েরও উল্লেখ দৃষ্ট হয় (সাহিত্য-দর্পণ, ৩য় পরিঃ)। উজ্জ্বল-নীলমণির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে সহায়কগণ সখার পর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এবং নর্ম্মসখাগণের সহিত তাঁহারা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে বিদূষক মধু- মঙ্গলের উল্লেখ এখানে বিশেষত্ব-সমন্বিত। বিদগ্ধমাধবাদি নাটকে মধুমঙ্গলের উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি সান্দীপনি মুনির পুত্র, পিতার আদেশে কৃষ্ণের সহচর হইয়াছিলেন। (বিদগ্ধ-মাধব, ২৮ পৃঃ)। রূপ গোস্বামীর গ্রন্থেই বিদূষক মধুমঙ্গলের নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের অন্য একটি পদেও মধুমঙ্গলের উল্লেখ রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনান্তে শ্রীরাধিকা বলিতেছেন—

"শ্রীমধুমঙ্গলে আনহ সকলে
ভুঞ্জাহ পায়স দধি।
বঁধুর কল্যাণে দেহ নানা দানে
আমারে সদয় বিধি॥"
(৯২৫ সং পদ)

মধুমঙ্গল যে ব্রাহ্মণ, গোপ নহেন, এই তত্ত্বও কবি অবগত আছেন। এই জন্যই তাঁহাকে ভোজন করাইয়া অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল কারণে ইহা চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

৩। বিদগ্ধমাধবাদি নাটকে পৌর্ণমাসীর সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের "রাই-রাখাল" পালাতেও পৌর্ণমাসীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—

"যোগমায়া পৌর্ণমাসী সাক্ষাতে আসিয়া।
লইল হরের শিঙ্গা আপনি মাগিয়া॥"

(১৯০ সং পদ)

অন্যত্র —

"যোগমায়া তখন কহিছে বচন
রাখাল সাজহ রাই।"

(১৮৯ সং পদ)

বিদগ্ধমাধবে ইনি সান্দীপনি মুনির মাতা, এবং দেবর্ষি নারদের শিষ্যা (ঐ, ১৯-২০ পৃঃ)। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহাকেই যোগমায়া পৌর্ণমাসী বলা হইয়াছে (১৯০ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই জন্য এই পদেও চৈতন্য-পরবর্ত্তী প্রভাবে লক্ষিত হয় বলিয়া আমরা মনে করি।

৪। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা অবলম্বন করিয়া গোস্বামিগণ বৈষ্ণবধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের কয়েকটি প্রধান বিশেষত্ব-সম্বন্ধে প্রথমখণ্ডের ভূমিকার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে (ঐ, ১।৶০-১৮৵০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এখানে তাহার সারমর্ম্ম সঙ্কলিত হইল :—

(ক) শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা মাধুর্য্যময়। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভেদে ইহা চতুর্ব্বিধ। বৃন্দাবন-লীলা বলিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মধুররসাত্মক এই চতুর্ব্বিধ লীলাই বুঝিয়া থাকেন।

(খ) মধুররস আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণজন্মের হেতু চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগেই তত্ত্বরূপে প্রচারিত হইয়াছিল।

(গ) গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রেমমার্গীয় উপাসক। তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন যে, এই প্রেমের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি মহাভাবে, এবং শ্রীরাধা মহাভাব-স্বরূপিণী।

এই সকল তত্ত্ব নানাভাবে এই গ্রন্থমধ্যে প্রচারিত হইয়াছে। কৃষ্ণ-জন্মের হেতু নির্ণয় করিতে গিয়া কবি বলিতেছেন—

"বৃন্দাবন-রস- রস আস্বাদিতে
জন্মিল গোলক-হরি।"

(প্রথম খণ্ড, ৫০ সং পদ)

ইহা "প্রেম-রস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন" এই কথারই পুনরুক্তি মাত্র। দ্বিতীয় "রস" শব্দটি "নির্য্যাসের" পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। পুনরায় এই পদেই কবি বলিতেছেন :—

"ব্রজরস লাগি হইঞা বিজোগি
পুরুব বৃত্তান্ত কথা।
তার মর্ম্ম লাগি এই সে বিজোগি
জন্মি ব্রজেশ্বরি-যুথা॥
সেই সে কারণে জনম এ স্থানে
এই সে গোকুল-লিলা।
মধু আস্বাদন করি পুন পুন
করিব জুগতি খেলা॥"

(ঐ)

গোপীগণের সহিত রসকেলিই যে গোকুল-লীলা এবং ইহা যে মাধুর্য্য-ভাবাত্মক, আর ইহাই যে ব্রজরস বা বৃন্দাবন-রস নামে অভিহিত হয়, এই তত্ত্বও কবি অবগত আছেন।

অন্যত্র :—

"বালক করিয়া সঙ্গে চরাইব ধেনু॥
ব্রজলীলা..............ব বিস্তার।
তথির কারণে এই কৃষ্ণ অবতার॥"
করিব বালক-খেলা শ্রীবৃন্দাবনে।
আনন্দে বে.........গোপিনির সনে॥

এইমত ব্রজলীলা করিব সদায়।
এই লীলা কৃষ্ণলীলা চণ্ডিদাস কয়॥
(প্রথমখণ্ড, ৮৭ সং পদ)

বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণজন্মের দুইটি মুখ্য হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন—(১) প্রেম-রস-নির্য্যাস-আস্বাদন, (২) রাগমার্গীয় ধর্ম্মপ্রচারণ। এই দুই প্রকার কার্য্যই এখানে কৃষ্ণাবতারের কারণরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। আর মাধুর্য্যের অন্তর্গত সখ্য ও মধুরের উল্লেখ করিয়া কবি এখানে কৃষ্ণলীলা বা ব্রজলীলার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্যত্র শুদ্ধ মাধুর্য্যেরও স্পস্ট উল্লেখ রহিয়াছে—

ব্রজবাসী-বালা ভাল পেয়ে মেলা
কানাই সঙ্গেতে খেলে।
ভাই, ভাই, বলি কাঁধে করে লয়ে
চরায় ধেনুর পালে॥
না জানে লোকেতে গোলোক-ঈশ্বর
বিহরে গোলোকপতি।
নয়ন ভরিয়া চাঁদমুখ দেখে
আনন্দে এ দিবারাতি॥
স্নেহভরে সেই নন্দযশোমতী
করিয়া বালক-ভাব।
পতিভাবে গোপী পীরিতি করিয়া
তার শেষে হরি লাভ॥
কানাই রাখাল করিয়া মানল
গোকুলপুরের লোক। ইত্যাদি
(প্রথমখণ্ড, ২০৫ সং পদ)

শুদ্ধ মাধুর্য্যভাবের বর্ণনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই তত্ত্বই প্রচার করিয়াছেন, যথা—

মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ ভক্তি॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীনজ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক তুমি আমি সম॥
এই শুদ্ধ ভক্তি লঞা করিমু অবতার।
(চৈঃ চঃ, আদির চতুর্থে)

পুর্ব্বোদ্ধৃত উল্লেখে ঈশ্বরভাব-বর্জ্জিত প্রীতির বর্ণনায় বৈষ্ণব গোস্বামিগণের এই শিক্ষার প্রভাব পড়িয়াছে। শুদ্ধ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের প্রীতির যে সকল বিশেষত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বে প্রচারিত হইয়াছে, ইহা তাহারই অভিব্যক্তি (প্রথমখণ্ডের ভূমিকা, ১৮৶ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। আর রাধার প্রেম আস্বাদন করিবার জন্য যে কৃষ্ণ গোলোক ছাড়িয়া বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার উল্লেখ এই গ্রন্থমধ্যে অনেক পদেই স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, যথা—

গোলোক-বিহার পরিহরি রাধা
গোকুলে গোপের ঘরে।
তুয়া সঙ্গ অঙ্গ পরশ লাগিয়া
আইনু তোমার তরে॥
(প্রথমখণ্ড, ১৪১ সং পদ)

রাই, তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি॥
(ঐ, ৭১২ সং পদ)

তোমার কারণে নন্দের ভবনে
রাখিয়ে ধেনুর পাল।
গোলোক তেজিয়া গোকুলে বসতি
ইহাই জানিবে ভাল॥
(ঐ, ৪০৯ সং পদ)

রাই, তোমার মহিমা বড়ি।
গোলোক তেজিয়া রহিতে নারিয়া
আইলুঁ তথাই ছাড়ি॥
রসতত্ত্বখানি আন অবতারে
বুঝিতে নারিয়াছি।
তাহার কারণে নন্দের ভবনে
জনম লভিয়াছি॥
(প্রথম খণ্ড, ৪১০ সং পদ)

রসতত্ত্বখানি তত্ত্বের লাগিয়া
ভজিতে রাধার লেহা।
গোকুলে জনম তথির কারণ
ধরিয়া কালিয়া দেহা॥
(দ্বিতীয়খণ্ড, ৪৪৩ সং পদ)

আন আন অবতারে নানামৃত লীলা ধরে
ব্রজের মহিমা কিছু শুন।
লইয়া বালক সঙ্গে গোধন রাখিব রঙ্গে
রাই দরশন-আশ হেন॥
অন্য অবতার কালে অসুর বধিল হেলে
রসতত্ত্ব না জানিলুঁ কিছু। ইত্যাদি
(ঐ, ৫৪১ সং পদ)

এই জাতীয় বিবৃতি কেবল যে পৃথক্ পৃথক্ পদেই দৃষ্ট হয় তাহা নহে, চণ্ডীদাস ইহা লইয়া একখানি আখ্যায়িকাও রচনা করিয়াছেন্। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারম্ভেই মাথুরের ভূমিকারূপে (৪২২-৪৪৪ সং পদ দ্রষ্টব্য) কৃষ্ণ-জন্মের এই নূতন হেতু নির্দ্দেশিত হইয়াছে। গোলোকের কল্পবৃক্ষে উৎপন্ন অমৃতফল আনিবার কালে ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া সাগরে পড়িয়া যায়। দেবগণ সমুদ্র-মন্থনে পী-রি-তি রূপে ইহার উদ্ধার সাধন করিয়া ভগবানকে অর্পণ করিলে তিনি নিজেই ইহা খাইয়া ফেলেন; তৎপরে বলেন যে, এই প্রেম রাধার সম্পত্তি, রাধাই ইহার মর্ম্ম অবগত আছেন, যথা—

সেই সে কিশোরী জানয়ে পীরিতি
আর সে জানব কতি।
(৪৩৯ সং পদ)

এবং—

পীরিতি কি রীতি জানে রসবতী
আর না জানয়ে কেহু।
(৪৪০ সং পদ)

অতএব তাঁহাকেই আমি পীরিতি সমর্পণ করিলাম—

সেই সে জানয়ে পীরিতি-মরম
তারে কৈল সমর্পণ।
(৪৩৯ সং পদ)।

এখন—

চল সবে মর্ত্ত্যভূমি জনম লভিব আমি
বসুদেব দৈবকী-উদরে।
(৪৪১ সং পদ)

তখন এই রসের আস্বাদন আমরা গ্রহণ করিতে পারিব। অন্য অবতারে আমি রসতত্ত্ব জানিতে পারি নাই, এখন এই তত্ত্বের জন্য আমি গোকুলে জন্মগ্রহণ করিতেছি (পূর্ব্বোদ্ধৃত উল্লেখ দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ব্রজরসসম্বন্ধীয় যাবতীয় তত্ত্বই কবি অবগত ছিলেন।

৭। উজ্জ্বলনীলমণিতে পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস ও প্রেমবৈচিত্ত্য ভেদে বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ বলা হইয়াছে, কিন্তু চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী সকল রসশাস্ত্রেই প্রেমবৈচিত্ত্যের পরিবর্ত্তে করুণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অতএব বুঝা যায় যে, করুণ-বিপ্রলম্ভের স্থানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রেমবৈচিত্ত্যের পরিকল্পনা

করিয়াছেন। পরে ইহা হইতেই যে আক্ষেপানুরাগের ধারণার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা যুগল-মধুররসের প্রবেশিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে (৫৭১-৫৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই গ্রন্থে প্রেমবৈচিত্ত্য এবং আক্ষেপানুরাগের উল্লেখ রহিয়াছে, এবং কবি এই উভয় পর্য্যায়ভুক্ত পদই রচনা করিয়াছেন। মথুরা হইতে কৃষ্ণ উদ্ধবকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছেন। একটি সখী ভুল করিয়া রাধাকে গিয়া বলিল যে, কৃষ্ণ আসিয়াছেন। উৎফুল্ল হইয়া আসিয়া রাধা উদ্ধবকে দেখিয়া বড়ই বিষাদিত হইয়া পড়িলেন, এবং নানা প্রকারে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইহারই উল্লেখ করিয়া কবি বলিয়াছেন--

আগেতে কহিল প্রেম সে বৈচিত্র
ভাবনা-দরশ-বশে।
ক্ষেণেক দরশে ক্ষেণেক পরশে
ক্ষেণেক বিরহ ঝরে॥
সেই সে বৈচিত্র রস কহিয়াছি
এবে সে ভাবের রস। ইত্যাদি
(দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৭৪ সং পদ)

অতএব কবির উক্তিতেই দেখা যায় যে, তিনি প্রেমবৈচিত্ত্য বর্ণনা করিতেছেন; ইহার ব্যাখ্যাও তিনি উদ্ধৃত উল্লেখে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। প্রিয় ব্যক্তির সন্নিধানে অবস্থিত হইয়াও বিচ্ছেদভয়ে-যে পীড়া অনুভূত হয়, তাহাই প্রেমবৈচিত্ত্য (উজ্জ্বল-নীলমণি, ৯১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। যেমন—

রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাহাঁ গেও প্রাণনাথ মোর॥
(তরু, ৭৬৬ সং পদ)

এখন প্রশ্ন এই যে, কৃষ্ণ বৃন্দাবনে উপস্থিত নাই, অতএব প্রেমবৈচিত্ত্য কি প্রকারে হয়? ইহার উত্তর স্বরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী একটি পদে কবি নিজেই বলিয়াছেন—

নেত্রের গোচর না হয়ে গোচর
গোচর দেখিল যবে।
হরস হইয়া বিরস বদন
বিরহ হইল তবে॥
(৪৭০ সং পদ)

অর্থাৎ চক্ষে না দেখিলেও কৃষ্ণ আসিয়াছেন ভাবিয়া হর্ষের উৎপত্তিতে তাঁহাকে দেখার কাজই হইয়াছে, কিন্তু আসেন নাই দেখিয়া পুনরায় বিষাদিত হওয়াতে বিরহদশা উপস্থিত হইল। কিন্তু বৃন্দাবনে কৃষ্ণের অনুপস্থিতিও কল্পনা করা যায় না, কারণ—

বৃন্দাবন তেজি পদ নাহি চলে
নাগর আছয়ে ইথি।
(৪৭০ সং পদ)

অতএব এখানেও "ভাবনা-দরশ-বশে" অর্থাৎ কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, প্রথমে এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পরে তাঁহার অদর্শনে যে বিরহদশার উদ্ভব হইল, তাহা প্রেমবৈচিত্ত্যের "ক্ষেণেক দরশে, ক্ষেণেক পরশে, ক্ষেণেক বিরহ ঝরে" অবস্থারই অনুরূপ। এই জন্যই কবি এই বিরহানুভূতিকে প্রেমবৈচিত্ত্যের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

আগেতে কহিল প্রেম সে বৈচিত্র
ভাবনা-দরশ-বশে। ইত্যাদি
(৪৭৪ সং পদ)

এখানে স্পষ্টই দেখা যায় যে, প্রেমবৈচিত্ত্যের সংজ্ঞাও কবি অবগত ছিলেন। উজ্জ্বলনীলমণির পরবর্ত্তী কালেই ইহা সম্ভবপর।

তারপর যুগলমধুররসের প্রবেশিকায় আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, প্রেমবৈচিত্ত্য হইতেই পরবর্ত্তীকালে আক্ষেপানুরাগের সৃষ্টি হইয়াছে। কবি এই গ্রন্থ-মধ্যে আক্ষেপানুরাগেরও সংজ্ঞা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, যথা—

আর কি এমন হইব মিলন
সে হেন পিয়ার সনে।
তাহার কারণে পীরিতি-আক্ষেপ
করিল আপন মনে॥
(দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৪৬ সং পদ)

অর্থাৎ বিরহাবস্থায় আপন মনে যে পীরিতি (বা অনুরাগ)-ব্যঞ্জক আক্ষেপ করা হয়, তাহাই আক্ষেপানুরাগ। এখানে "পীরিতি-আক্ষেপ" আক্ষেপানুরাগের সমনাম রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে, কবি শুধু সংজ্ঞা দিয়াই সন্তুষ্ট রহিয়াছেন, না এই জাতীয় পদও রচনা করিয়াছেন। আক্ষেপানুরাগ বিপ্রলম্ভের পর্য্যায়ভুক্ত। প্রচলিত পদাবলীতে মুদ্রিত আক্ষেপানুরাগের পদের সুর, এবং ভাব ও ভাষার সাদৃশ্য মাথুরপালার অন্তর্ভুক্ত অনেক পদেই লক্ষিত হইয়া থাকে (৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৯, ৪৮০ ইত্যাদি সং পদ দ্রষ্টব্য)। ইহা ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথিতে ১৯৯৯-২০০২ সংখ্যক যে চারিটি পদ রহিয়াছে (৭৫৪-৭৫৭ সং পদ দ্রষ্টব্য) তাহাতে রাধার নিজের প্রতি আক্ষেপ বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা আক্ষেপানুরাগের অন্তর্গত একটি বিভাগের বিষয়ীভূত। অতএব চণ্ডীদাস যে, প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগের পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে।

প্রচলিত পদাবলী লইয়া আলোচনা করিলেও এই সম্বন্ধীয় যাবতীয় সন্দেহ দূরীভূত হইতে পারে। পদকল্পতরুতে আক্ষেপানুরাগ পর্য্যায়ে ১৭৪টি পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে ৬৩টি অর্থাৎ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পদে চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। সমগ্র তরুতে চণ্ডীদাস-ভণিতার পদ ১১৮টি, অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইহার অর্দ্ধাধিক পদই আক্ষেপানুরাগের পর্য্যায়ভুক্ত, এবং ইহাতে ইহার অন্তর্গত আট বিভাগের পদই রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, প্রেমের প্রতি (প্রকৃত পক্ষে পীরিতির প্রতি) আক্ষেপ বিভাগে তরুতে যে ২৯টি পদ উদ্ধৃত রহিয়াছে (ঐ, ৮৭০-৮৯৮ সং পদ দ্রষ্টব্য), তন্মধ্যে তিনটিমাত্র পদে জ্ঞানদাসের ভণিতা পাওয়া যায়, অবশিষ্ট ২৬টি পদেই চণ্ডীদাস-ভণিতা দৃষ্ট হয়। যে কবি পীরিতির উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকা রচনা করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন, এবং যাঁহার গ্রন্থে সর্ব্বত্রই প্রেম পীরিতি আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে, তাঁহার রচনায় যে পীরিতি-বিষয়ক পদের আধিক্য থাকিবে তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। ইহাও দ্রষ্টব্য যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কয়েকবার পীরিতি, শব্দটি প্রীতি বা সন্তোষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু নিগূঢ় প্রেমের অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। অতএব এই সকল পদ বড়ু চণ্ডীদাসকেও আরোপ করা যায় না। এই কবি যে, চৈতন্যপরবর্ত্তীযুগে অবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

৬। ললিতমাধব নাটকে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমনকালীন ঘটনার সাদৃশ্য এই গ্রন্থেও লক্ষিত হয়। শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন— "সখি, কোন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াছি, ঐ স্বপ্নেই আমার চৈতন্য-সম্পাদনী জাগ্রদ্দশা আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বপ্নে দেখিলাম, একজন দুরাত্মা রাজদূত বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে রথের দ্বারা (এই বলিয়া অর্দ্ধোক্তি করিলেন) (ললিতমাধব, ১৭৭পৃঃ)।

এই গ্রন্থেও এইরূপ স্বপ্নবিবরণ রহিয়াছে। রাধা বলিতেছেন—

আজুর নিশির স্বপন দেখিল
অতি অদভুত বাণী।
শুনহ সজনী তোমরা চেতনী
কি হয়ে নাহিক জানি॥
নিশি-অবশেষে ঘুমে অচেতন
হেনক সময় কালে।
রথ-আরোহণ করি একজন
আইল গোকুলপুরে॥
কহিতে লাগিল সব বিবরণ
অক্রূর আমার নাম।
কৃষ্ণ বলরাম আনিতে যতনে
এ কংসরাজার ধাম॥
এ কথা শুনিয়া বেদন পাইয়া
আসিতে গৃহের মাঝে।
চণ্ডীদাস বলে নিশির স্বপন
মিছা হয় সব কাজে॥

(প্রথম খণ্ড, ২০৭ সং পদ)

এখানেও রাধার কথা সমাপ্ত হয় নাই, ললিত-মাধবেও ইহা অসম্পূর্ণই রহিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়াছেন, সেই সময়ে রাধা "ক্ষণকাল চীৎকার করিতে করিতে রথাগ্রে গমন করিয়া লুণ্ঠিত হইতেছেন! ক্ষণকাল বাষ্পাকুললোচনে হরিমুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন" (ললিতমাধব, ১৪৩ পৃঃ)। এই গ্রন্থেও আছে—

এত বলি বিনোদিনী রাই।
ক্ষেণে ক্ষেণে ধরণী লোটাই॥
অচেতন চেতন না হয়।
শ্যামপানে নয়ন থাপায়॥

(প্রথম খণ্ড, ২৯৮ সং পদ)

অন্যত্র—

দু'বাহু পসারি নবীন কিশোরী
পড়ল রথের তলে।

(ঐ, ২৯৫ সং পদ)

ললিতমাধবে আছে—"রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণ পথিমধ্যে শ্রীরাধার খেদান্বিত বদনারবিন্দ সন্দর্শন করিয়া, পদ্ম হইতে যদ্রূপ মকরন্দপাত হয় তাহার ন্যায় স্বীয় নয়নযুগল হইতে ঘন ঘন অশ্রুবিন্দু মোচন করিতে লাগিলেন।" (ঐ, ১৪৫ পৃঃ)

এই গ্রন্থে আছে—

রমণীমোহন ছলে সে নয়ন
গলয়ে প্রেমের ধারা।
কটাক্ষ ইঙ্গিতে চাহিয়া সে ভিতে
পড়িয়া রহল সারা॥

(ঐ, ২৯৯ সং পদ)

এবং—

রাই-মুখ হেরি নাগর মুরারি
রোদন বেদন পেয়া।
রাধার বেদন হেরিয়ে সঘন
রথের উপরে রয়া॥

(ঐ, ৩০০ সং পদ)

৭। রাসের পরে গোপীগণ কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন—

কোন কোন গোপী নিজ সেবালকে
সেবন করিছে গাঢ়া।
এ অষ্ট রমণী কুলের কামিনী
সকলি হইয়া ছাড়া॥

অষ্ট অষ্ট সখী গুণের আর্ত্তিক
মোক্ষ সক্ষ অষ্ট লিখি।
এ কুঞ্জ-কুটীর কুটীর ভিতর
বেকত আছয়ে সখি॥

(৫৮৯ সং পদ)

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লবপুষ্পপাতা।
কৃষ্ণপ্রেমামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥

(ঐ, মধ্যের অষ্টমে)

অর্থাৎ—সখীগণ আত্মতৃপ্তি অপেক্ষা সেবাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া কৃষ্ণপ্রেমামৃতে রাধাকে সেচন করেন। এই ধারণার উদ্ভব চৈতন্যপরবর্ত্তীযুগেই হইয়াছে, এবং ইহারই সারমর্ম্ম উদ্ধৃত উল্লেখের প্রথম দুই পঙ্‌ক্তিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

তারপর সখীগণের মধ্যে ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি অষ্ট সখী যে যূথেশ্বরী বলিয়া মুখ্যা, এই তত্ত্বও উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগেই প্রচারিত হইয়াছিল (ঐ, ৯৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখীভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি।
রাধাসাধ্য কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়॥

(ঐ, মধ্যের অষ্টমে)

এই তত্ত্বই উদ্ধৃত উল্লেখের শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

৮। উজ্জ্বলনীলমণির চতুঃষষ্টি রসবিবৃতিতে পূর্ব্বরাগাদি প্রধান আট রসের প্রত্যেকটি পুনরায় অষ্টবিধ করিয়া ৬৪টি রসের পরিকল্পনা দৃষ্ট হয়। ইহার উল্লেখ এই গ্রন্থেও রহিয়াছে, যথা—

অষ্ট রস অষ্টগুণে ইহা লাগি আস্বাদনে
আর যত উপরস পিছু।
প্রধান এই অষ্টরস ইহাতে জগত বশ
প্রেম প্রীত ইহার মাধুরি।

(৪৪১ সং পদ)

আটরস চৌসট তরতম নির্ল্টি
আট আট বস্তু বেদে।

(৪৪২ সং পদ)

এই আট রস প্রধান মানহ
আট আট গুণ পৈশে।
যে করিল ইহা পদের বর্ণনা
চৌষট্টি আছয়ে রসে॥

(৫১০ সং পদ)

অষ্ট অষ্ট মোক্ষ রসে রসে রস
ত্রিগুণ গুণের গুণে।

(প্রথম খণ্ড, ১৬৬ সং পদ)

৯। রূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ব্যাখ্যাত রসের ধারাই যে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীতে অনুসৃত হইয়াছে, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই এ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চণ্ডীদাসের পদ-ব্যাখ্যায় যাঁহারা উজ্জ্বল-নীলমণিকেই আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এই চণ্ডীদাসকে চৈতন্যপূর্ব্ববর্ত্তী যুগে স্থাপন করিবার নির্দ্দেশ দিতেও কুণ্ঠিত হন না!

১০। চণ্ডীদাসের "দীন" ভণিতা লক্ষ্য করিয়া হয়ত কেহ বলিতে পারেন—'বৈষ্ণব কবিরা অনেক

সময় দৈন্য বুঝাইতে "দাস," "দীন," "দীনহীন" প্রভৃতি উপাধি ভণিতায় ব্যবহার করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্থলে পদকল্পতরুর "দীন বামনদাস," "দীন গোবিন্দদাস," "দীনহীনদাস," "দীনহীন রামানন্দ দাস," "পাপী রাধামোহনদাস," "দীন কৃষ্ণদাস," * * * প্রভৃতি বহু পদে দৈন্যব্যঞ্জক উপাধির বৃষ্টি দৃষ্ট হয়।' এখন দ্রষ্টব্য এই যে, যে সকল কবির নাম এখানে করা হইল তাঁহারা সকলেই ত চৈতন্যপরবর্ত্তী, অথবা সমসাময়িক এবং তাঁহার প্রভাবান্বিত। ইহা দ্বারা পদাবলীর অন্তর্গত "দীন" ভণিতা কোন্ যুগের বিশেষত্বজ্ঞাপক তাহা বুঝিতে পারা যায় না কি? আর পদকল্পতরুর দৃষ্টান্তই যদি অবলম্বনীয় মনে করা হয়, তাহা হইলেও ঐ গ্রন্থে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত যে সকল পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে, তাহাদের রচয়িতা কোন কবিকে চৈতন্যদেবের প্রভাববিমুক্ত করিয়া চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে স্থাপন করিতে পারা যায় কি? প্রচলিত বাঙ্গালা পদাবলীর উৎপত্তি কত দিনের এই প্রশ্নও প্রধান বিবেচ্য বিষয়। পদকল্পতরুতে যে সকল কবির বাঙ্গালা পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই চৈতন্যের সমসাময়িক অথবা পরবর্ত্তী যুগের কবি। অতএব ঐ সকল পদের সমধর্ম্মা প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীও চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে স্থাপন করিতে পারা যায় না।

উপরে কয়েকটি প্রধান বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা করা হইল, তাহাদের যে কোন একটি অবলম্বন করিয়াই চণ্ডীদাসকে চৈতন্যপরবর্ত্তী যুগের কবি বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত পূর্ব্বরাগের পালাতেও অনেকগুলি কবিত্বময় পদ সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বিদগ্ধমাধবের শ্লোকের ভাবানুবাদের পদও রহিয়াছে। সেগুলি সন্দেহজনক বলিয়া এখানে আলোচিত হইল না। নতুবা ইহাও বলা যাইত যে, যে কবি বিদগ্ধমাধবের শ্লোক-অবলম্বনে পদ রচনা করিয়াছেন, তিনি কখনও চৈতন্যপূর্ব্ববর্ত্তী যুগে আবির্ভূত হন নাই। কিন্তু যাঁহারা সন্দেহের অবকাশে চণ্ডীদাসকেই ঐ সকল পদের রচয়িতা বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, এই কবি রূপ গোস্বামীর পরবর্ত্তী যুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

পদাবলীর রচয়িতা কে?

এখন কবির সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। প্রথম প্রশ্ন এই যে, কোন্ কবি এই পদাবলী রচনা করিয়াছেন? মহম্মদ ঘোরীর সিংহাসনারোহণের একদিন পূর্ব্বে (প্রবাসী, ১৩৪২, ৩১৭ পৃঃ) যে চণ্ডীদাস জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে এই পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। আবার বিদ্যাপতির সহিত এক চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ইহাও বলা হয়, এবং তিনিই নাকি জীবনের প্রথম ও শেষ ভাগে দুই প্রকার পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। ইহাও চৈতন্যপূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাসের কথা, তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এমন দীর্ঘ জীবন কেহই লাভ করিতে পারে না, যাহার ফলে বিদ্যাপতির সময় হইতে আরম্ভ করিয়া উজ্জ্বল-নীলমণি রচিত হইবার সময় পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে জীবিত থাকা এবং পদ-রচনা সম্ভবপর হয়। অতএব সেই চণ্ডীদাস যে এই পদাবলী রচনা করেন নাই, তাহাও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। তবে কিনা চৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হইয়াছে যে, মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ সকল পদের স্পষ্ট নির্দ্দেশ কোন গ্রন্থেই

পাওয়া যায় না।* এই অবস্থায় হারান জিনিষের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া উজ্জ্বলনীলমণির আদর্শে রচিত পদাবলীকে সেই চণ্ডীদাসের সম্পত্তি বলিয়া চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত নহে। আবার এইরূপ স্থলে পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার না করিয়া কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না, যেমন গোবিন্দ-লীলামৃতের শ্লোক মহাপ্রভু পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া কোন গ্রন্থে উল্লেখ থাকিলেও, ইতিহাস ইহা স্পষ্ট ভাবেই বলিয়া দিতে পারে যে, ঐ উক্তির মূলে কোনই সত্য নিহিত নাই। সে যাহাই হউক, চৈতন্যপরবর্ত্তী চণ্ডীদাসই আমাদের আলোচনার বিষয়, পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাসগণের সংবাদে আমাদের প্রয়োজন নাই। অতএব ঐ সকল চণ্ডীদাসকে বাদ দিয়া আমরা পদাবলীর উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেছি। পদাবলীতে বড়ু, আদি, কবি, দ্বিজ, ও দীন ভণিতাযুক্ত পদ রহিয়াছে। এই সকল ভণিতার মূল্য কি, এবং প্রচলিত পদাবলীতে এই সকল পদের স্থান কতটুকু তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেই প্রকৃত কবির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রচলিত পদাবলীর সহিত ইহার ভাব, ভাষা, আদর্শ ও রসবিশ্লেষণ প্রভৃতি কোন বিষয়েই যে মিল নাই, তাহা এ পর্য্যন্ত সকলেই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অতএব এই গ্রন্থের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কবির পরিচয় তাঁহার কাব্যে, অতএব বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী কি পরবর্ত্তী যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এইরূপ বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু ইহাই দেখিতে চাই, প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কোন পদ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে কি না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও পদাবলী পরস্পর বিভিন্নধর্ম্মী বলিয়া ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় রহিয়াছে। তথাপি নানা কারণে এইরূপ অদলবদল হইতে পারে। প্রথমতঃ প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্গত অনেকগুলি পদ আমরা বিবিধ সংগ্রহ-গ্রন্থের সাহায্যে প্রাপ্ত হইয়াছি। এইরূপ বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত পদাবলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পদ আহৃত থাকিতে পারে, এবং তাহা হইতে প্রচলিত পদাবলীতেও স্থান লাভ করিতে পারে, যেমন "প্রথম প্রহর নিশি" ইত্যাদি পদটি রূপান্তরিত আকারে পদাবলীতে পাওয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ এক কাব্যের অনুকরণে রচিত পদ অপর কাব্যেও সন্নিবিষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা অনুকরণ মাত্র, মূল পদরূপে ইহাকে গ্রহণ করা যায় না। দানলীলার পালা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন এবং পদাবলীতেও পাওয়া যায়। হইতে পারে, এক গ্রন্থ অবলম্বনে অপর গ্রন্থে পদ রচিত হইয়াছে, আবার ইহাও সম্ভবপর যে, উভয় গ্রন্থেই কোন প্রাচীন আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে। সে যাহাই হউক, ইহাই দ্রষ্টব্য যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অন্যান্য অংশের সহিত সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই এই পালাটি ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, আবার প্রচলিত পদাবলীতেও ইহার অন্তর্ভুক্ত

* "হা হা প্রাণ-প্রিয় সখি, কি না হৈল মোরে" ইত্যাদি পদটি পরবর্ত্তীকালে চণ্ডীদাসের ভণিতায় এক টুকরা কাগজে আবিষ্কৃত হইয়াছে! ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় (ঐ, ৯৬-৯৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এই পদের ভণিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। সে যাহাই হউক এই পদটি যখন কোন প্রসিদ্ধ প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থে স্থান লাভ করে নাই, এবং প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও পাওয়া যায় না, তখন ইহা আমাদের বিচার্য্য বিষয় নহে।

অন্যান্য পালার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই দানলীলা রচিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ মূল রচনাই হউক, কি অনুকরণই হউক যে গ্রন্থের মধ্যে ইহা সন্নিবিষ্ট থাকে, সেই গ্রন্থের বিশেষত্ব রক্ষিত করিয়াই ইহা স্থাপিত হয়। এই জন্য দুইখানি গ্রন্থ পরস্পর বিভিন্নধর্ম্মী হইলে একগ্রন্থের কোন পদের ভাষা বা ভণিতা পরিবর্ত্তিত করিলেই ইহা অপর গ্রন্থের পদে পরিণত হয় না, যেমন "সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম" ইত্যাদি পদটির "সই" স্থানে "বড়াই" এবং "শ্যাম" স্থানে "কাহ্ন" বসাইয়া ইহাকে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদে পরিণত করিতে চেষ্টা করা বৃথা, কারণ এইরূপ পরিবর্ত্তনেও ভাব ও বিষয়বস্তুর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা সম্ভবপর হয় না। তৃতীয়তঃ ইহাও হইতে পারে যে, দুইটি কাব্য সাধারণে প্রচারিত রহিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া কোন তৃতীয় ব্যক্তি পদ রচনা করিয়াছেন, তৎপরে যে কোন কারণেই হউক ঐ সকল পদ এক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্গত বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদ-সম্বন্ধে বিচার করিবার কালে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, ঐ সকল পদ সঙ্কলিত, না অনুকরণ-জাত, না অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা রচিত। এইরূপ ক্ষেত্রে ভণিতাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় নহে।

"প্রথম প্রহর নিশি" ইত্যাদি পদটি পদাবলীতে সঙ্কলিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও ইহা পাওয়া যাইতেছে, এবং ঐ গ্রন্থে একটা পালার মধ্যে পূর্ব্বাপর সম্বন্ধযুক্ত অবস্থায় পদটি রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায় যে, ঐখানেই ইহা স্বস্থানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, কিন্তু পদাবলীতে ইহা সঙ্কলিত পদ মাত্র। অতএব সংগ্রহগ্রন্থের সাহায্যে যে ইহা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন হইতে আহৃত হইয়া পদাবলীতে স্থান লাভ করিয়াছে, এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়।

বাসকসজ্জা-পর্য্যায়ে তরুতে "বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছায়লুঁ" ইত্যাদি বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে (ঐ. ২৮২ সং পদ; এই গ্রন্থের ৯৩৭ সং পদ)। পদটি পাঠ করিলেই বুঝা যায়, রাধা গহন বনে কোন কুঞ্জ সাজাইয়া কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এবং সঙ্গে কোন সখী রহিয়াছে। এইরূপ কোন আখ্যায়িকার কল্পনা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কোথাও ছিল বলিয়া ধারণা করা যায় না। বিশেষতঃ বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত সখীসম্বোধনের পদমাত্রই সন্দেহজনক।

বাসকসজ্জার আর একটি পদও বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়, যথা—"সে যে বৃষভানু-সুতা" ইত্যাদি (তরু, ৩৩১; এই গ্রন্থের ৯৩৮ সং পদ)। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ হইলে "সাগর-দুহিতা," এবং "শ্যাম" স্থানে "কাহ্ন" ইত্যাদি থাকিত। এইপ্রকার অসঙ্গতি উপেক্ষা করিবার বিষয় নহে। এই পদের পাদটীকায় আমরা প্রদর্শন করিয়াছি, এই পদ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী পদের সহিত গীতগোবিন্দের ভাব-সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহা যে কোন সময়ে যে কোন কবির দ্বারা রচিত হইতে পারে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিশেষত্ব কিছুই নাই।

তরুর ৫৭৫ সং পদটিও (এই গ্রন্থের ৯৩৬ সং পদ) বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। ইহা মানের পদ। সঙ্কেত করিয়া কৃষ্ণকে আনাইয়া রাধা মান করিয়াছেন, এবং কোন সখী তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কল্পনার বহির্ভূত

তরুর ১৯৬৬ এবং ১৯৯৩ সং পদদ্বয়েও বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। এই দুইটি পদ প্রথমখণ্ডের পরিশিষ্টে ২ ও ৩ সংখ্যক পদরূপে টীকা সহ মুদ্রিত হইয়াছে। কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, রাধা

এক সখীকে দূতীরূপে কৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়াছেন। তৎপরে তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া মাতাপিতা এবং সখাগণের সঙ্গে মিলিত হইলেন। পরে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের বন্যা বহিয়াছে। ইহাও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কল্পনার বহির্ভূত। ১৩৪০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ডাক্তার শহীদুল্লাহ্ আমাদের এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন (ঐ, ৩৫-৩৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই জাতীয় পদে ভণিতা অপেক্ষা বর্ণিত বিষয়ের মূল্যই বেশী। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ অনুকৃত হইতে পারে, কিন্তু প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত কোন পালার মধ্যে অপরিবর্ত্তিত ভাবে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে না। এই জন্য প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের খাঁটি পদ সংগৃহীত হইবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় রহিয়াছে। ভাষার জন্য নহে, কারণ পদাবলীতে ব্রজবুলি ও মৈথিলী ভাষায় রচিত পদের অভাব নাই, অতএব শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভাষা অবিকৃত রাখিয়াও পদ সংগৃহীত হইতে পারিত। আসল কথা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাবধারা ও বর্ণনারীতিই বিভিন্ন ধরণের। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী সংগ্রহকারগণ ভালরূপেই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু অধুনা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার অনুকরণে আধুনিক ভাবধারায় রচিত পদগুলি লইয়া টানা হিঁচড়া চলিতেছে! ইহা সমস্যা নহে, কাল্পনিক সমস্যা-সৃষ্টি মাত্র। প্রচলিত পদাবলীর অঙ্গে এই জাতীয় কতকগুলি পদ আগাছার ন্যায় সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, এক একটি পালার মধ্যে দুই একটি করিয়া পদ সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত পদ মাত্র, ইহাদের বিলোপেও মূল আখ্যায়িকার কোনই অনিষ্ট সাধিত হয় না। এই জন্য আমরা বড়ু চণ্ডীদাস-ভণিতার পদগুলি সাধারণতঃ পরিশিষ্টে স্থাপন করিয়া দেখাইয়াছি যে, তাহাতে পদাবলীর অঙ্গচ্ছেদ হয় নাই। অতএব ইহারা মূল পদাবলীর অঙ্গ নহে। বস্তুতঃ দ্বিজ বা দীন ভণিতার পালাবদ্ধ পদাবলীর মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতার পদ যাহা আছে, তাহা যে সঙ্কলিত পদমাত্র ইহা অতি সহজ সিদ্ধান্ত। এই অবস্থায় এই সকল অসম্বদ্ধ কয়েকটি পদের রচয়িতা হিসাবে বড়ু চণ্ডীদাসকে গ্রহণ করিলেও, শত শত পালাবদ্ধ পদের রচয়িতা-হিসাবে তাহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

এখন আদি ও কবি চণ্ডীদাস-ভণিতার পদগুলি লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। এই সকল পদ বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত, অতএব তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে প্রাচীন পুথির উপর নির্ভর করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় আদি চণ্ডীদাস-ভণিতার দুইটি, এবং কবি চণ্ডীদাস-ভণিতার তিনটি পদ লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাতে আমরা দেখিয়াছি যে, প্রাচীন পুথিতে এই সকল ভণিতার কিছুই স্থিরতা নাই (ঐ, ।৵০—।৶০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তারপর এই কয়টি পদ প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবেই সঙ্কলিত রহিয়াছে, কোন পালাবদ্ধ রচনার পক্ষে ইহারা অপরিহার্য্য নহে। সুতরাং মূল পদাবলীর রচয়িতৃ-সম্বন্ধীয় বিচারে ইহাদের দাবী উপেক্ষণীয়।

অতএব একমাত্র অবশিষ্ট রহিলেন দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাস। প্রত্যেক পালার মধ্যে এই সকল ভণিতাযুক্ত পদের প্রাচুর্য্যই লক্ষিত হয়, এবং আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি, দীন চণ্ডীদাস যে এই সকল পালা রচনা করিয়াছিলেন তাহার নির্দ্দেশও তিনি কাব্যমধ্যে স্পষ্টভাবেই দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু একই পালার মধ্যে দ্বিজ এবং দীন এই উভয় প্রকার ভণিতাই দৃষ্ট হয়। ঘটনাপরম্পরায় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পদসমন্বিত এক একটি পালা যে একই কবির রচিত তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। অতএব

এইরূপ একই পালার মধ্যে বিভিন্নজাতীয় ভণিতা থাকিতে পারে না। যদি থাকে তাহা নিশ্চয়ই পরবর্ত্তী যোজনা, এ জন্য কবি দায়ী নহেন। এই সকল বিষয় প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় আলোচনা করা হইয়াছে (ঐ, ৸৶০-৸৶০ সং পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, প্রথম ১-১০২ সং পদের মধ্যে যেখানে কবির বিশেষত্ব-জ্ঞাপক ভণিতা আছে, তথায় সর্ব্বত্রই দীন, একটি পদেও "দ্বিজ" পাওয়া যায় না। ইহার পরেই গোষ্ঠলীলা। তন্মধ্যে পরস্পর সংযোজক সূত্রে আবদ্ধ দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি ৬টি পালা (১০৩-১৯২ সং পদ দ্রষ্টব্য) পর পর সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে (প্রথমখণ্ড ১১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পরবর্ত্তী অক্রূরাগমন হইতে আরম্ভ করিয়া ভাবসম্মিলন পর্য্যন্ত পালাগুলিও পরস্পর সংযোজক সূত্রে আবদ্ধ। অতএব ইহারা যে একই কবির রচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদের মধ্যেও ভণিতার ধারা এইরূপ:—১১১ সং পদে নী-তে দ্বিজ, কিন্তু এই পদেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৫, ২৩৯৪ সং পুথিদ্বয়ে দীন ভণিতা রহিয়াছে। অতএব এই দ্বিজ বা দীন বিশেষণে যে একই কবিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তারপর ১১৫ সং পদে দ্বিজ, কিন্তু সেই পালাতেই ১৩৪ সং পদে নী-তে দ্বিজ, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৫ ও ২৩৯৪ সং পুথিদ্বয়ে দ্বিজ, বা দীন কোন ভণিতাই নাই। আবার ১৩৮ সং পদে ২৯১ সং পুথিতে আছে দীন, ২৩৯৪ সং পুথিতে দ্বিজ, কিন্তু নী-তে দ্বিজ বা দীন কিছুই নাই। তৎপরে ১৪৬, ১৪৯(ক), ১৫২, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭১, ১৯৯, ২০৯, ২৩৫, ২৮৯ প্রভৃতি সংখ্যক পদে দ্বিজ ভণিতা পাওয়া যায়, কিন্তু ১৬৩, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ২০৩, ২০৬, ২২৩, ২২৯, ২৪২, ২৮৮, ২৯১ প্রভৃতি সংখ্যক পদে দীন ভণিতা দৃষ্ট হয়। এইসকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় লিখিয়াছিলাম—"প্রথমখণ্ডের চারি শতাধিক পদের মধ্যে এমন একটি পদও নাই, যাহা হইতে দীন ও দ্বিজ চণ্ডীদাসের পৃথক্ অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে।"

পদকল্পতরুর ভূমিকায় আমাদের এই সিদ্ধান্ত অন্যভাবে গ্রহণ করিয়া সতীশ বাবু লিখিয়াছেন—'দীন চণ্ডীদাসের পুথিতে ক্বচিৎ কোনও পদে "দ্বিজ" চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। অবশ্য একথা বলিলে "দ্বিজ চণ্ডীদাস" ভণিতার সকল পদই 'দীন' চণ্ডীদাসের রচিত, এরূপ সিদ্ধান্ত হয় না; কেন না, উহাতে Undistributed Middle নামক একটা fallacy হইয়া পড়ে।' (ঐ, ৯৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সতীশবাবু এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির বিবরণ যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া তিনি বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন যে, আমরা পদগুলি বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করিয়া তাহাদের ভণিতা লইয়া আলোচনা করিয়াছি। এরূপ করিলে অবশ্যই প্রত্যেক পদ লইয়া আলোচনা করিয়া দেখাইতে হয় যে, সর্ব্বত্রই দ্বিজ স্থানে দীন রহিয়াছে, নতুবা Undistributed Middle নামক fallacy হইয়া পড়ে। কিন্তু আমরা ত পদগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করি নাই, এক একটা পালা লইয়া আলোচনা করিয়াছি। একটা পালা যে একই কবির রচিত তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না, অতএব তন্মধ্যগত ভণিতার বিভিন্নতার জন্য প্রত্যেক পদ লইয়া আলোচনার প্রয়োজন হয় না। দীন চণ্ডীদাসের পালার মধ্যে যদি কোন পদে দ্বিজ ভণিতা থাকে, তাহা হইলে ইহা ধারণা করা যাইতে পারে যে, ঐ পদ দীন

চণ্ডীদাসই রচনা করিয়াছেন, দ্বিজ ভণিতা পরবর্ত্তী আরোপ মাত্র। এ জন্য দ্বিজ ভণিতার প্রত্যেক পদ লইয়া আলোচনার প্রয়োজন হয় না। এখানে কেবল পালাবদ্ধ রচনার কথাই বলা হইয়াছে, বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত পদ-সম্বন্ধেই Undistributed Middle নামক fallacy-র কথা উঠিতে পারে।

এখন দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট পদগুলি লইয়া আলোচনা করা যাউক। ইহার ৪২২ হইতে ৫১১ সংখ্যক ৯০টি পদের সর্ব্বত্রই দীন ভণিতা রহিয়াছে, কোথাও দ্বিজ নাই। তৎপরে গৌণরাসের পালা। ইহার ভণিতা সম্বন্ধীয় আলোচনা ৩৮৩ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ৫১২, ৫১৫, ৫৩৬ ও ৫৩৭ সংখ্যক পদে দীন ভণিতা রহিয়াছে, কিন্তু ৫১৯, ৫২২, ৫২৩, ৫২৭, ৫৩৩ ও ৫৩৫ সংখ্যক ছয়টি পদে দ্বিজ ভণিতা দৃষ্ট হয়, এবং ৫৩২ ও ৫৩৪ সংখ্যক দুইটি পদে বাশুলী ও ধোবানীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৫১৯ এবং ৫৩৩ সংখ্যক পদদ্বয়ের পাঠান্তরে দ্বিজ ভণিতা নাই, এবং ৫২৭ সংখ্যক পদের পাঠান্তরে দ্বিজ স্থানে দীন রহিয়াছে। তৎপর মহারাসের পালা। ইহার প্রবেশিকায় তদন্তর্গত পদগুলির ভণিতা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে (৪১৬-৪১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই পালার ৫৭৮, ৬০০, ৬০১, ৬০৭, ৬৬১, ৬৬২, ৬৬৫, ৬৬৬, ৬৬৭, ৬৭০, ৬৭২, ৬৭৩ ও ৬৭৪ সংখ্যক ১৩টি পদে দীন ভণিতা পাওয়া যায়, কিন্তু ৫৪১, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৫৬, ৫৭৪, ৫৮৩, ৫৯৩, ৫৯৬, ৫৯৭, ৬২১, ৬২৭ ও ৬৫৯ সংখ্যক ১২টি পদে দ্বিজ ভণিতা দৃষ্ট হয়।

ইহার পরে পূর্ব্বরাগের পালা। ইহার প্রথমাংশ নীলরতনবাবুরসম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে মুদ্রিত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে পাওয়া গিয়াছে (৫০৭-৫০৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সমগ্র পালাটির মধ্যে ৬৭৭, ৬৯৫, ৬৯৮, ৭০০, ৭০৩, ৭০৮, ৭০৯ এবং ৭২৯ সংখ্যক ৮টি পদে দ্বিজ, এবং ৭১৭, ৭৩৮, ৭৩৯, ৭৪১, ৭৪৩ ও ৭৫৫ সংখ্যক ৬টি পদে দীন ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। ইহাই মূল আখ্যায়িকার অবস্থা। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, পালার প্রথমাংশে দ্বিজ ভণিতাই রহিয়াছে, এবং ইহার মধ্যেই চৈতন্য-পরবর্ত্তী বিশেষত্বজ্ঞাপক দ্বাদশ-গোপাল, মধুমঙ্গল, ত্রিবিট প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং বিদগ্ধমাধবের প্রভাবজাত "সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম" এই উৎকৃষ্ট পদটিও পাওয়া যায়। কিন্তু শেষের অংশে সর্ব্বত্রই দীন ভণিতা দৃষ্ট হয়। তবে কি দুই কবি ভাগ বাটোয়ারা করিয়া একই পালা রচনা করিয়াছেন, না একই পালাতে, যে কোন কারণেই হউক, দুই প্রকার ভণিতা আরোপিত রহিয়াছে? পালাটি পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, দ্বিজ ভণিতাযুক্ত প্রথমাংশে সূর্য্যপূজাছলে আনিয়া রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটন করাইবার উক্তি রহিয়াছে (৭১৩ সং পদ দ্রষ্টব্য), আবার দীন ভণিতাযুক্ত ঐ পালারই শেষের অংশে পূজার ছলেই রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটিত করাইয়া পালার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। উভয়ার্দ্ধেই কৃষ্ণ-সুবল ঘটিত এক আখ্যায়িকারই ক্রমিক পরিণতি দৃষ্ট হয়। অতএব এই দুই অংশ-সমন্বিত সমগ্র পালাটি যে একই কবি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন কবি কে? দ্বিজ, না, দীন? ইহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য অন্য কোন প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যখন দেখা যায় যে, এই পালারই শেষের অংশ দীন চণ্ডীদাস রচিত বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, এবং কৃষ্ণ-সুবল-ঘটিত পূর্ব্বরাগের পালা দীন চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছেন বলিয়া

নির্দ্দেশ কবি ঐ কাব্যের মধ্যেই দিয়া গিয়াছেন, তখন এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, পালাটি প্রকৃত পক্ষে দীন চণ্ডীদাসই রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে দ্বিজ ভণিতা আরোপিত রহিয়াছে মাত্র।

ইহার পরে যুগলমধুররসের পালা। তদন্তর্গত বিপ্রলম্ভ-পর্য্যায়ে আক্ষেপানুরাগের পদগুলিই কবিত্বের হিসাবে উৎকৃষ্ট। এই পর্য্যায়ে ধারাবাহিক পালা রচনা করিবার সুযোগ নাই। কবি রসশাস্ত্রের বিধানানুসারে বিষয়টিকে আটভাগে ভাগ করিয়া বিচ্ছিন্নভাবেই পদাবলী রচনা করিয়াছেন। এই সুযোগে এই পর্য্যায়ে নানা প্রকার ভণিতাযুক্ত পদ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করা যাইবে। উপরে এই যে ভণিতার ধারা প্রদর্শিত হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাসই মূল পদাবলী রচনা করিয়াছেন, অর্থাৎ এই দুই বিশেষণে একই কবিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। দ্বিজ ভণিতা জাতি-বাচক, আর দীন ব্যক্তিত্ব-সূচক। যিনি দীন, তিনি দ্বিজও হইতে পারেন। এ জন্য এই দুই প্রকার বিশেষণে একজনকেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু কবি নিজে যে এক প্রকার ভণিতাই ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত। এখন আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে, কবির নিজের ভণিতা কি ছিল সেই সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মত কোন নির্দ্দেশ গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায় কি না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে দুই সহস্রাধিক পদ-সমন্বিত যে গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্গত যাবতীয় পালাই কবি নিজে রচনা করিয়াছেন বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন। ইহাতে সর্ব্বত্রই দীন ভণিতা রহিয়াছে, একটি পদেও দ্বিজ ভণিতা পাওয়া যায় না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কবি প্রকৃতপক্ষে নিজেকে দীন বিশেষণেই প্রচার করিয়া-ছিলেন, কখনও দ্বিজ ভণিতা গ্রহণ করেন নাই, দ্বিজ পরবর্ত্তী আরোপ মাত্র। এই জন্য এই গ্রন্থ "দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী" আখ্যায় অভিহিত হইয়া মুদ্রিত হইল। তথাপি কেহ যদি কবিকে দ্বিজ চণ্ডীদাস আখ্যায় অভিহিত করিলে সন্তুষ্ট হন, আমরা তাঁহাকে বলিতে পারি—"মহাশয়, যাঁহাকে বামুন বলি, তাঁর গায়েই ঐ নামাবলি।"

অতএব মূল পদাবলীর রচয়িতা-হিসাবে অন্য কোন চণ্ডীদাসের কল্পনা করা যায় না। বিভিন্ন পালার সমষ্টিতেই প্রচলিত পদাবলী গঠিত হইয়াছে। ইহার শাখা-প্রশাখায় স্থানে স্থানে দুই-একটি অন্যপ্রকার ভণিতাযুক্ত পদ সন্নিবিষ্ট থাকিলেও তাহা দ্বারা মূল পদাবলীর রচয়িতা নির্ণীত হইতে পারে না, বরং ইহাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মূল আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া ঐ সকল পদ পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়া পদাবলীতে স্থান লাভ করিয়াছে। ইহারা পদাবলীর অঙ্গ নহে, অঙ্গজ কুসুম মাত্র। এখন আমরা এই সম্বন্ধেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

কবিত্বময় কতকগুলি পদের রচয়িতা-হিসাবে অন্য এক চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা হইয়া থাকে। এই ধারণা সঙ্গত কি না, সেই সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য প্রথমতঃ পূর্ব্বরাগের পালাটিই গ্রহণ করা হইল। ইহার মধ্যে রূপ-বর্ণনার পদগুলিই উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। এইরূপ পদের সংখ্যা ১৩টি (৬৭৯-৬৮৪, ৭৩০-৭৩৬ সং পদ দ্রষ্টব্য)। নী-তে ৪ হইতে ১৬ সংখ্যায় চিহ্নিত হইয়া ইহারা মুদ্রিত হইয়াছে। পদকল্পতরুতে ইহাদের ৬টি মাত্র পদ সঙ্কলিত দেখিতে পাওয়া যায় (ঐ, ১৯৮, ২০২, ২০৩, ২০৫, ২০৬, ২১০ সং পদ দ্রষ্টব্য)।

নানা কারণে এই পদগুলি সন্দেহজনক বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে। প্রথমতঃ রূপ বর্ণনার পদে কৃষ্ণ বক্তা, এবং সুবল শ্রোতা। পালার প্রারম্ভেই অর্থাৎ ৬৭৬-৭৮ সংখ্যক তিনটি পদে (নী, ১-৩ সং পদ দ্রষ্টব্য) কৃষ্ণ সুবলের নিকট রাধার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ৬৮৫ সং পদে (নী, ১৭ সং পদ দ্রষ্টব্য) কৃষ্ণের কথা শুনিয়া সুবল প্রত্যুত্তর দিতেছেন। অতএব কৃষ্ণ এবং সুবলকেই যে বক্তা ও শ্রোতৃরূপে গ্রহণ করিয়া কবি পালাটি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় রূপ-বর্ণনার এই সকল পদে "সখী" বা "সই" জাতীয় সম্বোধন রহিয়াছে কেন? কৃষ্ণ ত কোন সখীর নিকটে এই আখ্যায়িকা বর্ণনা করিতেছেন না, অথচ দেখা যাইতেছে যে, পালার অন্তর্গত আঙ্গিনায় দেখার ঘটনা অবলম্বনেই পদগুলি রচিত হইয়াছে, কিন্তু রচয়িতা সুবলের কথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন! ইহা পালা-রচয়িতা কবির পক্ষে সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয়তঃ পালার প্রথম দুইটি পদে (৬৭৬-৬৭৭ সং পদ দ্রষ্টব্য) রাধার রূপ-বর্ণনার পরে তৃতীয় পদে কৃষ্ণ বলিতেছেন—

> দেখিয়া মুরতি রূপের আকৃতি
> মরমে লাগিল তাই।
> যেই সে দেখিল তখন হইতে
> কিছু না সম্বিৎ পাই॥
> ধবলী লইয়া আইনু চলিয়া
> সুনত সুবল সখা। ইত্যাদি
> (৬৭৮ সং পদ)

অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কৃষ্ণ রূপ-বর্ণনা শেষ করিয়া এখন নিজের অবস্থা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার পরে ৬৮৫' সংখ্যক পদটি পাঠ করিলেই আখ্যায়িকার ক্রম রক্ষিত হয়। অতএব মধ্যবর্ত্তী রূপ-বর্ণনার ৬টি পদ এই পালার পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় নহে। আবার এই সকল পদই সখী-সম্বোধনে রচিত দেখিতে পাওয়া যায়। মূলে "সুবল" ছিল, পরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাও বলা যাইতে পারে না, কারণ কোন পুথিতেই এই সকল পদে সুবল-পাঠ পাওয়া যায় নাই। ইহা এই ধারণার অনুকূল নহে। তৃতীয়তঃ ইহাও বিবেচনার বিষয় যে, একই কবি একই বিষয়ের পুনরুক্তি করিয়া এই ভাবের এতগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন কি না। এই সকল পদ-রচনায় যে মৌলিকত্ব নাই, তাহা আমরা পাদটীকায় প্রদর্শন করিয়াছি, কারণ সংস্কৃত কাব্যনাটকাদিতে নায়িকার রূপ-বর্ণনায় এই জাতীয় উপমার প্রয়োগই লক্ষিত হইয়া থাকে। ৫১৫ পৃষ্ঠায় অন্য এক কবির রচিত একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া এই গতানুগতিক রীতির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে। অনেকে এই পদগুলির অতিশয় ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, চণ্ডীদাসের অনন্যসাধারণ কবিত্বের নিদর্শন এই সকল পদে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত কাব্যাদি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, যিনি এই সকল পদ রচনা করিয়াছেন, তিনি অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র, সংস্কৃত কাব্য-ভাণ্ডার যথেচ্ছ লুণ্ঠন করিয়া মধুচক্র রচনা করিয়াছেন। ইহাতে কল্পনার মৌলিকত্ব নাই, কিন্তু অনুকরণের কৃতিত্ব রহিয়াছে। অতএব কবিত্বের কথা মনে হইলেই প্রথমতঃ প্রশ্ন উঠে, কাহার কবিত্ব? পদ-রচয়িতার, না পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের? এই সকল ধার করা জিনিষের মোহে অভিভূত হইবার কোনই কারণ নাই।

চতুর্থতঃ—এই পদগুলিকে বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়াও গ্রহণ করা যায় না। আমরা ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহা বলিতেছি না, কারণ অনেকে হয়ত বলিবেন যে, যুগে যুগে গায়ক ও লিপিকরদিগের

দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া ভাষা বর্ত্তমান রূপ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু পদবর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই সকল সন্দেহ দূরীভূত হইতে পারে। রাধাকে আঙ্গিনায় বা স্নানের ঘাটে দেখিয়া কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল, এইরূপ কোন আখ্যায়িকা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই। সেখানে আমরা দেখিতে পাই যে, বড়াইর মুখে রাধার রূপগুণের বর্ণনা শুনিয়া (চক্ষে দেখিয়া নহে) কৃষ্ণের হৃদয়ে অভিলাষ জাগরিত হয়। অতএব এই সকল পদের স্থান শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই। উক্ত গ্রন্থের বাহিরে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ ছিল, কল্পনা করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যায় না, কারণ তাহা সম্পূর্ণই "হয়ত" পর্য্যায়ভুক্ত।

পঞ্চমতঃ ভণিতাদি লইয়া আলোচনা করিলেও সন্দেহ গাঢ়তর হয়—

"থির বিজুরি সম যে গৌরী" ইত্যাদি পদটি (৩২ সং পদ দ্রষ্টব্য) রসকল্পবল্লী গ্রন্থে গোপাল-দাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। পূর্ব্বরাগ বর্ণনায় চণ্ডীদাস যে সংযম ও কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই প্রশংসার্হ। স্নান করিতে যাইবার সময় রাধার সহিত যখন কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হইল, তখন উভয়ের মধ্যে দৃষ্টি-বিনিময় হইয়াছিল মাত্র, এবং রাধা কৃষ্ণের রূপ মানস-পটে অঙ্কিত করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন (৭১৩ সং পদ দ্রষ্টব্য)। এইরূপ সাবধানী কবির পক্ষে রাধাকে স্নানের ঘাটে বসাইয়া নানাপ্রকার চঞ্চলতার পরিচয় প্রদান করান সম্ভবপর নহে। ইহা যে অন্য কোন কবির উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত তাহাতে সন্দেহ নাই। সুদক্ষ শিল্পী আদর্শকে নানা প্রকার কৃত্রিম ভঙ্গীতে সুদৃশ্য করিয়া যেমন স্বায় শিল্পচাতুর্য্য প্রদর্শন করেন, এই পদেও সেইরূপ কৃত্রিমতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা প্রধানতঃ ভঙ্গী বর্ণনার পদ, মনে হয় যেন সিনেমার চিত্র গৃহীত হইতেছে। অতএব ইহার বর্ণনা চিত্তাকর্ষক হইলেও ইহাকে দীন চণ্ডীদাসের পদরূপে আমরা চিহ্নিত করিতে পারি না (উক্ত পদের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৭৩৩ সং পদটি তরু এবং নী-তে "সজনি" সম্বোধনে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইহার চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতেই রহিয়াছে—

শুনহে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি
কো ধনী মাজিছে গা?

অতএব স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পদের মধ্যেই কৃত্রিমতার নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। সুবল-সম্বোধনের এই পদটিকে বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না, অথচ ভণিতায় বাশুলীর উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা দীন চণ্ডীদাস রচনা করিলে ভণিতায় বাশুলীর উল্লেখ থাকিত না, কারণ এই জাতীয় ভণিতার ধারা তিনি কখনও অবলম্বন করেন নাই। অতএব ইহা কোন চণ্ডীদাসেরই রচিত নহে। প্রকৃত পক্ষে পদটি জগন্নাথ ও লোচন-দাসের ভণিতায় অন্যত্র পাওয়া যাইতেছে! ইঁহারা কেহ ইহা রচনা করিয়া থাকিবেন।

"হাম সে অবলা, হৃদয় অখলা" ইত্যাদি পদটি (৭২৪ সং পদ দ্রষ্টব্য) কোন চণ্ডীদাসেরই রচিত নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হয় নাই, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীর সাহায্যেও কৃষ্ণলীলা অনুষ্ঠিত হয় নাই, অতএব এই পদটিকে উক্ত গ্রন্থের কোথাও স্থাপন করা যায় না। আবার বিশাখা পট দেখাইয়া রাধার মনে পূর্ব্বরাগ জাগরিত করিয়াছিলেন, এইরূপ কোন আখ্যায়িকার আভাসও প্রচলিত পদাবলীর পূর্ব্বরাগের পালাতে নাই, কিন্তু বিদগ্ধমাধবে রহিয়াছে। ইহা যে উক্ত গ্রন্থের একটি শ্লোকের ভাবানুবাদের পদ মাত্র, তাহা ঐ

পদের পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব একমাত্র সিদ্ধান্ত এই যে, অন্য কোন লোক কর্তৃক রচিত এই পদটি চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যাইতেছে।

"সোনার নাতিনী, এমন যে কেনি" ইত্যাদি পদটিও (৭২৩, ৭২৩ ক সংখ্যক পদদ্বয় দ্রষ্টব্য) কোন চণ্ডীদাসের রচিত নহে। পাদটীকায় ইহা আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি (৫৫৬-৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহার পূর্ব্বে ১৩৩৬ সালের প্রবাসী-পত্রেও আমরা ইহাকে জাল পদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। তথাপি নচ-তে এই পদটি বড়ু চণ্ডীদাসের পদরূপে প্রথমেই স্থাপিত হইয়াছে! ইহার ভণিতা-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ১৩৪৩ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ডাক্তর শহীদুল্লাহ্ সাহেব লিখিয়াছেন—'বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার সহিত মিল নাই। শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ বড়ু চণ্ডীদাসের ভাবের বিপরীত। * * অধিকন্তু প্রমাণ "বড়ু"র পাঠান্তর "এই" আছে।' কিন্তু আমাদের প্রদত্ত পাঠান্তরে দুইখানি পুথিতে "বড়ু" বা "এই" কিছুই নাই। উত্তরে সম্পাদকদ্বয় লিখিয়াছেন—"পূর্ব্বরাগ এই পর্য্যায় আখ্যা আমাদের দেওয়া। উহাতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বংশীখণ্ডের পদের সহিত সামঞ্জস্য বিদ্যমান।" যে কবি রাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করেন নাই, তাঁহার ভণিতাযুক্ত একটা বিচ্ছিন্ন পদ তাঁহাকে আরোপ করিতে পারা যায় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। নায়িকার পূর্ব্বরাগ আগে বর্ণনা করিতে হয়, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এই পদটিকে প্রথমে স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার সে ব্যতিক্রমও সম্ভবপর তাহা ৫১০-৫১১ পৃষ্ঠার টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রচলিত পদাবলীর পূর্ব্বরাগের পালায় এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যখন শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগই আগে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়, তখন একটা মামুলী ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এই পদটিকে প্রথমে স্থাপন করিবার কোনই কারণ নাই। বংশীখণ্ডের পদের সহিত ইহার সামঞ্জস্য রহিয়াছে বলিবার তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বংশীখণ্ডের সমগ্র পালাটিই মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে এই পদটি নাই। আর যদি ভাবসাদৃশ্য থাকিয়াই থাকে, তবে তাহা অনুকরণই বলা যাইতে পারে, বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। "বাড়িয়া ভাঙ্গিবে তোর মাথা" এই অংশটিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের যুগের আদিমতার পরিচায়ক বলা হইয়াছে (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৩, ৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সম্প্রতি আমার ছাত্র শ্রীমান্ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, এম্, এ, শ্রীহট্টে সংগৃহীত একখানি পুথি হইতে দ্বিজ গুরুদাস ভণিতাযুক্ত একটি পদ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে আছে—

রাই, এমন কেন বা হলে।
ঘরে আসি নাহি খায় সদা মেঘপানে চায়
কোথায় বা কিবা দেখে এলে ॥
একে কুলবতী নারী তাহে তোর কুল বৈরী
সদা মরে গুরুজন-ডরে।
সুনিলে এসব কথা বাড়িয়া ভাঙ্গিবে মাথা
তবে কি থাকিতে দিবে ঘরে ॥ ইত্যাদি

ইহার সহিত আলোচ্য পদটির (৭২৩ ক সংখ্যক পদের) ৯-১৪ পঙ্‌ক্তির ভাব-সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। এই ভাবের পদ যে কোন কবি যে কোন সময়ে রচনা করিতে পারেন। এ জন্য বড়ু চণ্ডীদাসকে বিশেষ-রূপে টানিয়া আনিবার কোনই প্রয়োজন নাই। আবার পদের শেষভাগে রাধাকে "বড়ুয়ার বধূ" বলা হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বরাগের পালাতে রাধা সর্ব্বত্রই বৃষভানু-দুহিতা, অভিমন্যুর সহিত যে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, ইহার আভাসও এই পালাতে পাওয়া যায়

না। অতএব এই উক্তিও অতীব সন্দেহজনক। (পদটির পাদটীকাও দ্রষ্টব্য)।

ষষ্ঠতঃ—পূর্ব্বরাগের পালায় দুইবার যমুনা-স্নানের প্রসঙ্গ রহিয়াছে। প্রথমবার যমুনা-স্নানের সময়ে রাধার সঙ্গে একজনমাত্র সখী ছিল, যথা—

তবে সহচরী এক সঙ্গে দিল
যমুনা সিনান লাগি।

৭১১ সং পদ

কিন্তু ইহার পরেই কবি বলিয়াছেন—

সূর্য্যপূজাছলে আনি মিলাইব
তবে সে পরশ হব।
ললিতা বিশাখা সব সখী সঙ্গে
আনিয়া মিলায়া দিব॥

৭১৩ সং পদ

অবশেষে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার পরে রাধা সখীগণের সঙ্গে পুনরায় যমুনায় স্নান করিতে চলিয়াছেন—

চলল যমুনা-সিনান-আশে।
সহচরিগণ রাধারে পুছে॥

৭৪৩ সং পদ

কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী পদেই পালাটি শেষ হইয়া গিয়াছে, অতএব এই পালাতে স্নানের আর কোন প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইতে পারে না। সুতরাং রাধার স্নান-কালীন রূপ-বর্ণনার পদ পালার মধ্যে যাহা কিছু থাকিয়া থাকে, তাহা প্রথম স্নানের প্রসঙ্গেই রহিয়াছে, দ্বিতীয় স্নানের প্রসঙ্গে নহে। অথচ ৭৩৪ সং পদে আছে—

সখীগণ সঙ্গে যায় কত রঙ্গে
যমুনা-সিনান করি।

আবার ৭১৭ সং পদেও আছে—

"আজু গিয়াছিলুঁ যমুনা-সিনানে
দুই চারি সখা সঙ্গ।

কিন্তু অন্যত্র—

সঙ্গে কেহো নাই শুন ওরে ভাই
মদনে করিল ভোর।

৭৩০ সং পদ

এখন, যে কবি রাধাকে একজনমাত্র সখীর সঙ্গে যমুনা-স্নানে পাঠাইয়াছেন, তিনি পুনরায় নিজেই "সখীগণের" অথবা "সঙ্গে কেহো নাই" এই প্রকার বিরুদ্ধ ভাবাত্মক উক্তি করিতে পারেন কি? এই সকল পদে যে মূল আখ্যায়িকার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, অর্থাৎ পালার অন্তর্গত ঘটনাবিশেষ অবলম্বন করিয়া অন্য কেহ এই সকল পদ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ পর্য্যায়ে স্থাপিত ৭১৪ সং পদের অনুরূপ একটি পদ জ্ঞানদাসের ভণিতাতেও পাওয়া যায়, এবং ইহাতে বিদগ্ধমাধবের প্রভাবও লক্ষিত হয় (টীকা দ্রষ্টব্য)। ৭১৫ সং পদে বিদগ্ধ-মাধবের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না (টীকা দ্রষ্টব্য)। ৭১৬ সং পদেও বিদগ্ধমাধবের প্রভাব পড়িয়াছে। অতএব এই সকল পদ চৈতন্যপূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছেন বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে না।

৭২৭ সং পদের প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি এই—

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইলুঁ পুন।

অর্থাৎ বিরহকাতর শ্রীকৃষ্ণের অবস্থার সংবাদ লইয়া এক সখী রাধার নিকট যাতায়াত করিতেছে। এই কল্পনা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই, দীন চণ্ডীদাসের

পূর্ব্বরাগের পালাতেও নাই। ৭২৮ সং পদেও সখীর উক্ত প্রকার উক্তি রহিয়াছে, অথচ বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় পদটি রচিত দেখিতে পাওয়া যায়। ৭৪৬ সং পদেও বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতা দৃষ্ট হয়। বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার যে অবস্থা হইয়াছে তাহাই এই পদে বর্ণিত হইয়াছে। কেহ হয়তঃ ইহাকে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বংশীখণ্ডের পদ বলিয়া মন্তব্য করিতে পারেন। কিন্তু বংশীখণ্ডের সমগ্র পালাটিই মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে এই পদটি পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ ইহা যে বিদগ্ধমাধবের প্রভাব-জাত তাহাও পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অবস্থায় পদটীকে সন্দেহজনক বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ৭৪৭ সং পদেরও এই অবস্থা (ইহার টীকা দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্বরাগের পালায় সন্নিবিষ্ট অধিকাংশ কবিত্বময় পদ লইয়া এখানে আলোচনা করা হইল। ইহার ফলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মূল আখ্যায়িকার সহিত ইহাদের নানা প্রকার অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। এইজন্য পদগুলিকে অতীব সন্দেহজনক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। বস্তুতঃ মূল আখ্যায়িকার সহিত পদবর্ণিত বিষয়ের তুলনা করিলেই নকল ধরা পড়ে। ইহা নকল ধরিবার এক প্রধান সূত্র। কিন্তু খাঁটি পদে ভাব-বৈষম্য থাকে না, অতএব সেই সকল পদ-বিচারে নকলের প্রশ্নও উঠিতে পারে না। আবার নকলকারী যদি ভাবের প্রতি সতর্ক-দৃষ্টি রাখিয়া পদ রচনা করেন, তাহা হইলে সেই নকল ধরাও কষ্টকর হয়, যেমন প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে স্থাপিত ৯ সং পদটি বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া ভ্রান্তি উৎপাদন করে। এই গ্রন্থের প্রথম পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট ১০ সং পদটিও (নিষেধ নিলজ্জ বনমালি, ইত্যাদি, ৭৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য) যে এই জাতীয় তাহা পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু অনেক নকল-কারী এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করে না, অতএব তাহাদের পদে সাধারণতঃ ভাব-বৈষম্য লক্ষিত হয়। ভণিতা এবং কবিত্বই এই সকল স্থলে প্রধান বিবেচ্য বিষয় নহে।

এখন আক্ষেপানুরাগের পদগুলি লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই অধ্যায়টি পালার আকারে রচিত হয় নাই। রসশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী বিষয়টিকে আট ভাগে ভাগ করিয়া কৃষ্ণের প্রতি, রাধার নিজের প্রতি প্রভৃতি পর্য্যায়বিভাগে পদগুলি রচিত হইয়াছে, এবং সমগ্র অধ্যায়টিতে রাধার আক্ষেপই বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। পদগুলি কবিত্বে উৎকৃষ্ট স্থানীয় বটে, কিন্তু আখ্যায়িকামূলক পালার আকারে রচিত হয় নাই বলিয়া এক এক পর্য্যায়ে বিচ্ছিন্নভাবেই সঙ্কলিত রহিয়াছে। অতএব এই পদগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কালে ইহাদিগকে পালার মধ্যে স্থাপন করিয়া বিচার করা চলে না, বিভিন্ন প্রাচীন পুথিতে ইহারা কি রূপে উদ্ধৃত রহিয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়াই আমাদিগকে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। নিম্নে পদগুলির টীকা হইতে সঙ্কলিত করিয়া ইহাদের ভণিতার বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ

এই পর্য্যায়ে ৭৫৮-৭৬৮ সংখ্যক ১১টি পদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ৩টি পদে দ্বিজ ভণিতার সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের দুইটির ভণিতা পাঠান্তরে কিরূপ পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া যাইতেছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ৭৫৯ সং পদে (কি মোহিনী জান বঁধু ইত্যাদি) নী এবং তরুতে বাশুলীর উল্লেখ করা দ্বিজ ভণিতা রহিয়াছে, কিন্তু নী-র পাঠান্তরে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯২ সং পুথিতে দ্বিজ

ভণিতা দৃষ্ট হয় না, আবার তরুর পাঠান্তরেও বাশুলীর উল্লেখ নাই। ইহা ব্যতীত কোন কোন পুথিতে ভবানন্দ, রাঘবেন্দ্র প্রভৃতির ভণিতাও মিলিতেছে। ৭৬১সং পদে (যখন পীরিতি কৈলা, ইত্যাদি) নী-তে দ্বিজ, তরুতে "কবি", এবং উক্ত ২৯২ সং পুথিতে ধোবানী-চরণ ধ্যানকারী চণ্ডীদাস রহিয়াছে। ৭৬৬ সংখ্যক পদটি নী ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া যায় নাই বলিয়া ইহার দ্বিজ ভণিতার পাঠান্তরের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। এই পর্য্যায়ে স্থাপিত অধিকাংশ পদের ভাবসাদৃশ্য যে প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য পদেও দৃষ্ট হয়, তাহা টীকাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বংশীর প্রতি আক্ষেপ

এই পর্য্যায়ে ৭৬৯-৭৭৬ সংখ্যক ৮টি পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৫টি পদে দ্বিজ ভণিতার সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৭৭০ এবং ৭৭১ সং পদদ্বয় তরু এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন খানি পুথিতে একই পদরূপে উদ্ধৃত রহিয়াছে। যদি ইহাই পদের আদিরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ৭৭০ সং পদের ভণিতা পরবর্ত্তী আরোপ মাত্র। আবার ৭৭১ সং পদের দ্বিজ ভণিতা নীতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনখানি পুথিতে, এবং নচ'র দুইটি পাঠান্তরেও পাওয়া যায় না, অথচ একখানি পুথিতে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাও রহিয়াছে। ৭৭৬ সং পদে বড়ু, দ্বিজ, ও দীন এই তিন প্রকার ভণিতাই পাওয়া যায়। ৭৭৪ এবং ৭৭৫ সং পদদ্বয় নী ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া যায় নাই বলিয়া দ্বিজ ভণিতার স্বরূপ বুঝা যাইতেছে না।

নিজের প্রতি আক্ষেপ

এই পর্য্যায়ে ৭৭৭-৭৯১ক সংখ্যক ১৬টি পদ মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৭৮০, ৭৮১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৪, এবং ৭৯১ক সং পদে বড়ু, আর ৭৮৭ সং পদে তরুতে "ইথে চণ্ডীদাস বড়", নী-তে "ইথে চণ্ডীদাস কবি", এবং পাঠান্তরে—"কবি—বড়", ২৯১ সং পুথিতে "চণ্ডিদাস মার্ত্ত", ২৯৮ সং পুথিতে "চণ্ডীদাস তবে", ২৯২ এবং ২৯৩ সং পুথিতে "বড়ু চণ্ডীদাস", অন্যত্র "দ্বিজ চণ্ডীদাস" প্রভৃতি ভণিতা পাওয়া যায়। আবার পদটি যদুনাথ দাস, জ্ঞানদাস ও নরহরির ভণিতাতেও মিলিতেছে। ৭৮৩ সং পদে দ্বিজ, দীন, এবং বড়ু এই তিন প্রকার ভণিতাই পাওয়া যায়। ৭৮৪ সং পদের একটি পাঠান্তরে বড়ু ভণিতা দৃষ্ট হয় না। ৭৯১ক সং পদের দুইটি পাঠান্তরে বড়ু ভণিতা পাওয়া যায় না, আবার পয়ার ছন্দে রচিত এই পদের অনুরূপ আর একটি পদেও বড়ু ভণিতা নাই (৭৯১ সং পদ ও তাহার টীকা দ্রষ্টব্য)। ৭৮০ এবং ৭৮১ সং পদদ্বয়ে বড়ু ভণিতা থাকিলেও ভাবে যে ইহারা প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য পদের সহিত সাদৃশ্যসমন্বিত তাহা পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। ৭৮৭ সং পদে দ্বিজ এবং বটু ভণিতা পাওয়া যায়, আবার কোন কোন পাঠান্তরে ঐরূপ বিশেষত্বজ্ঞাপক কিছুই দৃষ্ট হয় না (পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

সখীর প্রতি আক্ষেপ

এই পর্য্যায়ে ৭৯২-৮৪০ সংখ্যক ৪৯টি পদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ৭৯২ সং পদে নী এবং তরুতে দ্বিজ ভণিতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন খানি পুথিতে দ্বিজ নাই। নচ'র অনেক পাঠান্তরেও "দ্বিজ" পাওয়া যায় না। এবং একটি পাঠান্তরে দ্বিজ শ্যামদাসের ভণিতা রহিয়াছে।

৮০১ সং পদে তরুর পাঠান্তরে "বড়ু", ২৯৮ সং পুথিতে "দ্বিজ", এবং তরু, নী ও অন্য দুই

খানি পুথিতে শুধু "চণ্ডীদাস", আবার অন্যত্র রাজীবলোচনের ভণিতা পাওয়া যায়।

৮১১ সং পদে নী এবং তরুতে "দ্বিজ", দুই খানি পুথিতে "কবি", একখানি পুথিতে কেবল "চণ্ডীদাস", এবং অন্যত্র "কবি দ্বিজ" ভণিতা পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত "বাশুলী" সহ "দ্বিজ" ভণিতাও মিলিতেছে।

৮১২ সং পদে নীতে বাশুলী সহ "কবি", তরুতে "দ্বিজ", এবং তিনখানি পুথিতে কেবল "চণ্ডীদাস" ভণিতা দৃষ্ট হয়।

৮৩২ সং পদটি তরুতে জ্ঞানদাসের পদরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

৮৩৪ সং পদটি একমাত্র নীতেই পাওয়া গিয়াছে।

ইহা ব্যতীত ৮২০ এবং ৮৩৮ সং দুইটি পদে বাশুলী সহ চণ্ডীদাস ভণিতা পাওয়া যায়। অবশিষ্ট ৪১টি পদে সর্ব্বত্রই কেবল চণ্ডীদাস।

দূতীর প্রতি আক্ষেপ

এই পর্য্যায়ে মাত্র একটি পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে (৮৪১ সং পদ), তাহাও দ্বিজ ও দীন ভণিতায় পাওয়া যায়।

বিধাতার প্রতি আক্ষেপ

এই পর্য্যায়ে ৮৪২-৮৪৭ সংখ্যক ৬টি পদ মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে—

৮৪২ সং পদে "কবি", "দ্বিজ", এবং শুধু চণ্ডীদাস ভণিতা পাওয়া যায়।

৮৪৩ সং পদে বাশুলীর সহিত দ্বিজ ভণিতা দৃষ্ট হয়। পদটি বোধ হয় তরু হইতে নীতে সঙ্কলিত হইয়াছিল, কারণ অন্যত্র ইহা পাওয়া যায় নাই।

৮৭৫ সং পদে বাশুলীসহ চণ্ডীদাস ভণিতা রহিয়াছে।

৮৪৬-৭ সং পদদ্বয়ে "দ্বিজ চণ্ডীদাস" আছে।

কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ

এই পর্য্যায়ে একটিমাত্র পদ মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাও কেবল "চণ্ডীদাস" ভণিতায় পাওয়া যায়।

গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ

এই পর্য্যায়ে ৮৪৯-৮৫৪ সংখ্যক ৬টি পদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে—

৮৫১ সং পদে তরুতে "দ্বিজ", পাঠান্তরে "কবি", নীতে বাশুলী ও চণ্ডীদাস ভণিতা পাওয়া যায়।

৮৫২ সং পদের পাঠান্তরে যদুনাথ দাসের ভণিতা মিলিতেছে।

৮৫৪ সং পদে "দ্বিজ", এবং পাঠান্তরে বলরাম দাসের ভণিতা রহিয়াছে।

প্রেমের প্রতি আক্ষেপ

ইহার পরে পীরিতির প্রতি আক্ষেপ পর্য্যায়ে ৮৫৫-৮৯৬ সংখ্যক ৪২টি পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৮৫৮ সং পদে বাশুলী ও চণ্ডীদাস, ৮৫৯ সং পদে "দ্বিজ" ও পাঠান্তরে কেবল চণ্ডীদাস পাওয়া যায়।

৮৬২ সং পদে বাশুলীকে নান্নুরের মাঠে গ্রামের নিকটে স্থাপন করা হইয়াছে।

৮৬৩ সং পদে বাশুলী ও চণ্ডীদাস।

৮৬৪ সং পদে বাশুলীর চরণ বন্দনা করিয়া কবি রজক-নারীর উপদেশ প্রার্থনা করিতেছেন।

৮৭০ সং পদে বাশুলী ও চণ্ডীদাস।

৮৭২ সং পদে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের ভণিতা পাওয়া যায়।

৮৭৫ সং পদে "দ্বিজ চণ্ডীদাস" আছে।

৮৭৬ সং পদে চণ্ডীদাস ও নরহরির ভণিতা রহিয়াছে।

৮৮২ সং পদে দ্বিজ চণ্ডীদাস।

৮৮৫ সং পদে "বড়ু" ও "বড়ু দ্বিজ" চণ্ডীদাস পাওয়া যায়।

৮৮৮ সং পদে "দ্বিজ" "দীন" এবং জগদানন্দনের ভণিতা রহিয়াছে।

৮৯০ সং পদে "দ্বিজ", ৮৯২ সং পদে "বড়ু", এবং ৮৯৪-৯৬ সংখ্যক তিনটি পদে "দ্বিজ" ভণিতা দৃষ্ট হয়। এই পদগুলি নী ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া যায় নাই।

উপরে এই যে ভণিতার বিশৃঙ্খলতা প্রদর্শিত হইল, ইহা সংঘটিত হইবার কারণ কি? যেখানে দ্বিজ ও দীন পরস্পর অদল-বদল হইয়া বসিয়াছে, সেখানে এইরূপ পরিবর্ত্তনের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়, কারণ পালাবদ্ধ রচনাতেও ইহা লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত একই পদের পাঠান্তরে কবি, বড়ু, দ্বিজ, দীন প্রভৃতি ভণিতা পাওয়া যায়, সেখানেই সন্দেহের উদ্রেক হয়, কারণ বড়ু কখনও নিজেকে দ্বিজ বা দীনরূপে প্রচারিত করেন নাই, আবার দীনও বাশুলীসংযুক্ত বড়ু ভণিতা ব্যবহার করেন নাই। বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত পদ সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য পালাবদ্ধ রচনার সাক্ষ্যই গ্রহণ করিতে হয়, অতএব বাশুলীর উল্লেখ করা দ্বিজ বা দীন ভণিতায় যে বড়ুর আংশিক বিশেষত্ব সংক্রামিত রহিয়াছে, তাহা প্রামাণিক ভণিতার ধারা লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার জন্য কবিকে দায়ী করা যায় না, কারণ প্রত্যেক কবিই তাঁহার নিজের স্বাতন্ত্র্য সতর্কতার সহিত রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, নতুবা ভণিতার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইত। পরবর্ত্তী কালে যখন লোকে দ্বিজ, দীন, বড়ু এবং বাশুলীর সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তখন তাহাদের অসাবধানতা বা খেয়াল বশতঃ এই সকল মিশ্র ভণিতার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, বিভিন্ন প্রাচীন পুথিতে ইহারা বিভিন্নরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কবি ভণিতাই ধরা যাউক। এক এক পুথিতে ইহার বিভিন্ন প্রকার অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয়। কোথাও "কবি", কোথাও "দ্বিজ", আবার কোথাও কেবল চণ্ডীদাস! আদি ভণিতাও এই জাতীয়। ইহাতে কবির সন্ধান মিলে না, কেবল কৃত্রিমতার পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। তৎপর দ্বিজ ভণিতা। পালাবদ্ধ রচনায় আমরা দেখাইয়াছি যে, "দ্বিজ" ও "দীন" দ্বারা একই কবিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আক্ষেপানুরাগের পর্য্যায়েও বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত যে সকল পদে দ্বিজ ভণিতা পাওয়া যায়, উপরে ইহাদের সার সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইতে দেখা যায় যে, প্রায় সর্ব্বত্রই এই সকল পদের পাঠান্তরে নানা প্রকার অসামঞ্জস্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব এই জাতীয় প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এখানেও দ্বিজ চণ্ডীদাসের পৃথক্ অস্তিত্বের ধারণায় উপনীত হওয়া যায় না। দ্বিজ কখনও ধোবানীর চরণ ধ্যান করিতেছেন, কখনও বাশুলীর আদেশের দোহাই দিয়াছেন, কখনও বড়ুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, কখনও "কবি"র সহিত মিতালী করিয়াছেন, কখনও অন্যান্য কবির প্রতিভূ সাজিয়াছেন, আর অধিকাংশ স্থানেই দীনের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। ইহা তাঁহার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক নহে। ১৩৪১ সালের "বিচিত্রায়" শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় প্রাচীন পুথির

ভণিতার ধারা আলোচনা করিয়া যে প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতেও ভণিতার এই জাতীয় বিশৃঙ্খলতা দৃষ্ট হয় (ঐ, ৬৬৭-৮ পৃঃ)। অতএব সর্ব্বঘটে বিরাজিত বহুরূপী এই ভণিতা সম্বন্ধে মনে স্বতঃই সন্দেহের উদ্রেক হইয়া থাকে। প্রচলিত পদাবলীতে ইহাই দ্বিজ ভণিতার স্বরূপ! দীন ভণিতার সহিত তুলনা করিলে স্পষ্টই ইহার অসারতা উপলব্ধি হইবে।

পদকল্পতরুর ভূমিকায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন—"মণীন্দ্র বাবু 'দীন চণ্ডীদাস' ভণিতার পদে যখন লিপিকরদিগের ভ্রম-প্রমাদ মানিতে সম্মত নহেন, তখন 'দ্বিজ' চণ্ডীদাসের পদগুলিতেই কি জন্য লিপিকরদিগের ভুল বলা যাইবে?" (ঐ, ৯৪ পৃঃ)। উল্লিখিত আলোচনা পাঠ করিলেই ইহার সন্তোষজনক উত্তর মিলিতে পারে।

অবশেষে বড়ু ভণিতার পদগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে আক্ষেপানুরাগের নিশানা দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে পদ রচিত হয় নাই। আক্ষেপানুরাগের ধারণার উৎপত্তিও বহু পরবর্ত্তীকালে হইয়াছে। যাঁহারা বড়ু চণ্ডীদাসকে প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে অণুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন না, তাঁহাদের পক্ষে এই পর্য্যায়ভুক্ত পদের রচয়িতা হিসাবে বড়ু চণ্ডীদাসকে গ্রহণ করাও সঙ্গত নহে। কবিত্বের হিসাবে যে সকল পদ "অবিসংবাদিত ভাবে বড়ু চণ্ডীদাসের" বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হয়, তাহাদের অধিকাংশই এই আক্ষেপানুরাগ পর্য্যায়ভুক্ত। ভাবমুখর বিরহের এই পদগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও পাওয়া যায় না। আবার এখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বাহিরেও বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার কল্পনা করিতে যাওয়া যে সম্পূর্ণই অনাবশ্যক, তাহা "কানু নাহি আইল মোর ঘরে" ইত্যাদি পদটি লইয়া আলোচনা করিয়া প্রদর্শিত হইতেছে। ইহার—

"চাঁদ হেরিতে মোর তাপ বাঢ়য়ে গো"

(৪ পঙ্‌ক্তি)

তু°—"দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে"

(কৃঃ কীঃ, ৩৭৮ পৃঃ)

অথবা—"ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহম্" (গীতগোবিন্দ, ৪।৭)

এবং—"বিষ লাগে মলয়েরি বাত"

(৫ পঙ্‌ক্তি)

তু°—"গরল সমান মানে মলয় পবনে"

(কৃঃ কীঃ, ৩৭৯ পৃঃ)

অথবা—"গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্"

(গীতগোবিন্দ, ৪।২)

এবং—"সরস চন্দন ঘন আগুন লাগয়ে গো"

(৬ পঙ্‌ক্তি)

তু°—"সরস চন্দন-পঙ্কে, আল,
দেহে বিষম শঙ্কে"

(কৃঃ কীঃ, ৩৭৮ পৃঃ)

অথবা—"সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্।"

(গীতগোবিন্দ, ৪।১২)

এবং—"ফুল হেরি ফুল শরাঘাত"

(৭ পঙ্‌ক্তি)

তু°—"করে মনসিজ শর কুসুম শয়নে"

(কৃঃ কী, ৩৭৯ পৃঃ)

অথবা—"কুসুমবিশিখশরতল্পমনল্পবিলাসকলা-কমনীয়ম্"

(গীতগোবিন্দ, ৪।৪)

এবং—"বক্ষের পঞ্জরে মোর আগুন লাগয়ে গো
দারুণ কুহু কুহু রা"
(৮-৯ পঙ্‌ক্তি)

তু°—"ডালে বসি কুয়িলী কাঢ়ে রাএ।
যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ।"
(কৃঃ কীঃ, ৩৪২ পৃঃ)।

এইরূপ ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া এই পদটিকে বড়ু চণ্ডীদাসে আরোপ করা সঙ্গত, না, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বা গীতগোবিন্দের অনুকরণজাত বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত? শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বাহিরে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ ছিল এই পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াও, প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত পদটিকে অনুকরণজাত বলিয়া সনাক্ত করা যাইতে পারে। অনুকৃত এবং মূল পদের বিভিন্নতা এইরূপে ধরা যায়। আর একটি পদ লইয়াও এখানে আলোচনা করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমখণ্ডের পরিশিষ্টে স্থাপিত ৬ সংখ্যক পদটিতে বড়ু ভণিতা পাওয়া যায়। ইহার পাদটীকায় আমরা পদটিকে সন্দেহজনক বলিয়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহার শেষ আট পঙ্‌ক্তি এইরূপ—

যাও সহচরি মথুরামণ্ডলে
বলিও আমার কথা।
পিয়া এই দেশে আসে বা না আসে
জানিয়া আইস হেথা॥
বিধুমুখী-বোলে সহচরী চলে
নিদয় নিঠুর-পাশ।
সহচরী সনে ভণয়ে ভর্ৎসয়ে
কহে বড়ু চণ্ডীদাস॥

সম্প্রতি শ্রীহট্টে প্রাপ্ত একখানি পুথি হইতে একটি পদ আমার ছাত্র শ্রীমান যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ, আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ইহার প্রথম ৪ পঙ্‌ক্তি এইরূপভাবে আছে—

জাহ সহচরি মথুরা নগরে
আমার বচন শুন।
বন্ধুয়া এ দেশে আসে কি না আসে
বারেক বারতা জান॥

এবং শেষ ৪ পঙ্‌ক্তি—

বিধুমুখী বোলে সহচরী চলে
নিদয় নিঠুর পাশ।
সহচরি সাথে ভচ্ছিয়া কহিতে
চলে ধনঞ্জয় দাস॥

এই ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয় বটে। ধনঞ্জয়ের ভণিতা না পাওয়া গেলেও প্রথমখণ্ডের পরিশিষ্টে মুদ্রিত উক্ত পদটি নানা কারণেই সন্দেহজনক। প্রথমতঃ পদটি সখী-সম্বোধনেই আরম্ভ হইয়াছে, অর্থাৎ রাধা কোন সখীকে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। ইহা কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাব-বিরুদ্ধ, কারণ সেখানে আমরা দেখিতে পাই যে, একমাত্র বড়াই দূতীর কার্য্য করিয়াছেন। তারপর, মুদ্রিত পদের ভণিতার শেষ দুই পঙ্‌ক্তি অর্থহীন, অথচ শ্রীহট্টে প্রাপ্ত পুথির পাঠ সহজবোধ্য। কিন্তু সম্পূর্ণ পদটি অন্যের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে না। এমনও হইতে পারে যে একাধিক পদের খণ্ডিতাংশ লইয়া মুদ্রিত পদটি গঠিত হইয়াছে। সে যাহাই হউক, পদটি পূর্ব্বেই সন্দেহজনক পর্য্যায়ে আমরা স্থাপন করিয়াছিলাম, এখন এই সমস্যা-সমাধানের কিছু সূত্রও পাওয়া যাইতেছে। ইহা ব্যতীত বড়ু ভণিতার পদগুলি লইয়া এই ভূমিকার পূর্ব্ববর্ত্তী অংশে এবং প্রত্যেক পদের পাদটীকায় আলোচনা করিয়া আমরা প্রদর্শন

করিয়াছি যে, নানাকারণেই ঐ সকল পদ সন্দেহ-জনক। বস্তুতঃ দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাস-রচিত প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে বড়ু ভণিতার পদের স্থান নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিশেষত্ব লইয়া বিশেষজ্ঞগণ বহু আলোচনা করিয়াছেন। ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লিখিয়াছেন—"বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায় 'কহে' 'ভণে' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন নাই, তিনি 'গাইল', 'গাএ' এই দুইটি ক্রিয়াপদ মাত্র ব্যবহার করিয়াছেন। রাধার পিতামাতার নাম সাগর গোয়ালা এবং পদুমিনী, রাধার নামান্তর চন্দ্রাবলী, রাধার পূর্ব্বরাগ নাই, বরং পরম বিরাগ আছে, রাধার কোন সখীর নাম নাই, কৃষ্ণের কোন সখার নাম নাই।" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৩ সাল, ২৭ পৃঃ)। আর একজন সমালোচক লিখিয়াছেন—"এই গ্রন্থে কৃষ্ণ নাই, শ্যাম নাই,—এই গ্রন্থে নাই সে রাধা, যিনি রাধা-নামে সাধা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শ্রবণে উন্মাদিনাপ্রায় বৃন্দাবনের কুঞ্জে প্রেমাভিসারে ছুটিতেন, নাই সে রাধার প্রেম-তন্ময়ী-ভাব। এই গ্রন্থে ব্রজের রাখাল নাই, সুবল সখা নাই, অন্তরঙ্গ প্রাণপ্রিয়া নর্ম্মসখী নাই, ললিতা-বিশাখা নাই", ইত্যাদি। (প্রথম খণ্ডের ভূমিকা, ১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে পরবর্ত্তী রস-শাস্ত্রের বর্ণিত পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মান, প্রভৃতি রস-পর্য্যায় নাই। শ্রীরাধার শাশুড়ী-ননদী জটিলা-কুটিলার নাম নাই, ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি সখী নাই" ইত্যাদি। (তরুর ভূমিকা, ৯১ পৃঃ)।

অতএব কেবল ভণিতার বিভিন্নতার জন্য নহে, কিন্তু ভাবে, বর্ণনা-রীতিতে এবং ভাষা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়েই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সহিত পদাবলীর বিভিন্নতা অতি স্পষ্টভাবেই লক্ষিত হইয়া থাকে। এইজন্য প্রচলিত পদাবলীর শাখা-প্রশাখায় বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতার পদমাত্রই সন্দেহের উদ্রেক করে। আবার ঐ সকল পদে যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কিছু কিছু ভাবসাদৃশ্যও থাকে, তবে তাহা যে উক্ত "কানু নাহি আইল মোর ঘরে" ইত্যাদি পদের ন্যায় অনুকরণজাত, কিন্তু মূল পদ নহে, এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত। অতএব প্রচলিত পদাবলীর রচয়িতা হিসাবে বড়ু চণ্ডীদাসের দাবী উপেক্ষণীয়।

উপসংহার

অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত এই—

১। প্রচলিত মূল পদাবলীর রচয়িতা হিসাবে একমাত্র দীন (ভণিতান্তরে দ্বিজ) চণ্ডীদাসকেই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

২। দীন চণ্ডীদাস চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে আবির্ভূত হইয়া দুই সহস্রাধিক পালাবদ্ধ পদে ব্রজলীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন।

৩। প্রচলিত পদাবলীর শাখা-প্রশাখায় বড়ু আদি, কবি প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত যে সকল পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে, তাহা মূল পদাবলীর অঙ্গ নহে, অঙ্গজ কুসুম মাত্র। পদগুলি কবিত্বে শ্রেষ্ঠ স্থানীয় হইলেও তাহাদের সাক্ষ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মূল পদাবলীর রচয়িতা হিসাবে একাধিক চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা করা যায় না।

দীন চণ্ডীদাসের পরিচয়

দীন চণ্ডীদাসের পরিচয় কি, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। আমরা ইহাই মাত্র বলিতে পারি যে, কবির পরিচয় তাঁহার কাব্যে। কালিদাসের পরিচয় আমরা কতটুকু জানিতে পারিয়াছি? কিন্তু তাঁহার গ্রন্থগুলিই বলিয়া দেয় যে, কালিদাস নামে এক কবি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন। সেইরূপ দীন চণ্ডীদাসের কাব্যই তাঁহার অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। "চণ্ডীদাস" নাম বা উপাধিধারী একাধিক লোকের অস্তিত্বের কথা সুবিদিত। দ্বারবঙ্গ জেলার উচৈছথ্ গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া নাকি এক চণ্ডীদাস সরস্বতীর আরাধনা করিয়া মহাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। জনৈক আলঙ্কারিকের নাম ছিল চণ্ডীদাস। তিনি সংস্কৃত ভাষায় ধ্বনিসিদ্ধান্তসংগ্রহ ও কাব্যপ্রকাশদীপিকা রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভক্তিগ্রন্থ ভাবচন্দ্রিকা রচয়িতা আর একজন চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায় (কৃঃ কীঃ, ভূমিকা, ১৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী পদকর্ত্তা এক চণ্ডীদাসের উল্লেখ চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রণেতার নাম ছিল অনন্ত, এবং উপাধি ছিল চণ্ডীদাস, যথা—

অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল
দেবী বাসলী গণে।

(ঐ, ২১৩ পৃঃ)।

নরোত্তমবিলাস হইতে নিম্নলিখিত দুই পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া কেহ কেহ দীন চণ্ডীদাসকে নরোত্তমের শিষ্য বলিয়া প্রচারিত করিতেও চেষ্টা করিয়াছেন—

জয় চণ্ডীদাস যে মণ্ডিত সর্ব্বগুণে।
পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে॥

এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা ১৩৩৬ সালের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে লিখিয়াছিলাম—"এই স্থানে আমরা যে চণ্ডীদাসকে পাইতেছি তিনি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, তার্কিক, এবং দীনবন্ধু ছিলেন, ইহাই মাত্র জানা যায়। কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের মত একজন কবিকে উল্লেখ করিতে যাইয়া লেখক যে তাঁহার কবিত্বশক্তিজ্ঞাপক বিশেষণ ব্যবহার করেন নাই, ইহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। অতএব এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কবি দীন চণ্ডীদাসকে নরোত্তম-শিষ্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায় না।" (ঐ, ৫৬৭ পৃঃ)। প্রেমবিলাসের বিংশ বিলাসেও এক চণ্ডীদাসের উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

ধরু চৌধুরী শাখা আর চণ্ডীদাস।

(পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৬, ১৩৮২ পৃঃ)

এইজন্য ইঁহাকেও নান্নুর বা ছাতনার এক চণ্ডীদাস বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে কি? আবার নরোত্তম বন্দনার পদও আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাইকেল বাল্মীকির বন্দনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে বাল্মীকির শিষ্য বলা যাইতে পারে না। নরোত্তমবন্দনার পদটি খাঁটি হইলে, একমাত্র ঐ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ইহাই বলা যাইতে পারে যে, দীন চণ্ডীদাস নরোত্তমের পরবর্ত্তী যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে দীন চণ্ডীদাস নান্নুর না ছাতনার ইহা আমরা জানিতে পারি নাই। তবে ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলা যাইতে পারে যে, বিদগ্ধমাধবাদি গ্রন্থ, এমন কি চৈতন্য-চরিতামৃত বঙ্গদেশে বিশেষরূপে প্রচারিত হইবার পরে দীন চণ্ডীদাসের অভ্যুদয় হইয়াছিল। কারণ পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে, এই সকল গ্রন্থের প্রভাব তাঁহার পদাবলীতে স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। আজ পর্য্যন্ত যতগুলি পদসংগ্রহ-গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলিত "ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি" গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সিদ্ধান্ত করিয়া সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি গ্রন্থে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদ একটিও পাওয়া যায় না।" (তরু, ভূমিকা, ১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তারপর প্রাচীন সংকীর্ত্তনামৃতেও চণ্ডীদাসের একটি

পদও সঙ্কলিত হয় নাই। ইহারই উল্লেখ করিয়া সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"আশ্চর্য্যের বিষয়, যে চণ্ডীদাসের নাম বাঙ্গালীর অস্থি-মজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, তাঁহার একটি পদও আলোচ্য গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই।" (তরুর ভূমিকা, ৫ পৃঃ)। ইহার কারণ কি? আমাদের মনে হয়, দীন চণ্ডীদাসের পদ ঐ সময়ে তত প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। তৎপর পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাসের পদ পাওয়া যাইতেছে। ঐ সকল পদের মধ্যে কতকগুলি সন্দেহজনক হইলেও দীন চণ্ডীদাসের বৃহৎ কাব্য হইতে যে পদকল্পতরু-গ্রন্থে পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। এই অবস্থায় আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ১৭০০ হইতে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ প্রচলিত পদাবলীতে আহরিত হইবার পক্ষে অন্তরায় রহিয়াছে বলিয়া সংগ্রহকারগণ বর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং ঐ গ্রন্থের প্রশ্ন এখানে উঠিতে পারে না।

স্থানাভাব বশতঃ সহজিয়া পদগুলি এই গ্রন্থে মুদ্রিত করিতে পারি নাই। চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত যাবতীয় সহজিয়া পদ লইয়া এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবে।

এই গ্রন্থ সম্পাদনে যাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, গ্রন্থমধ্যে এবং নাম-সূচীতে গ্রন্থশেষে তাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইল। তাঁহাদের সকলের নিকট আমি চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সর্ব্বদা উৎসাহদানে আমাকে এই কার্য্যে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। এ জন্য তাঁহার ঋণ অপরিশোধনীয় বলিয়াই মনে করি। সূচীপত্রগুলি আমার ছাত্র শ্রীমান বিনয়েন্দ্র সরকার এম, এ, এবং মুহম্মদ্ ইদ্‌রিস আলি বি, এ, প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের মঙ্গল হউক, ইহাই কামনা করি।

আমার অসাবধানতাবশতঃ গ্রন্থমধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে। এখানে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংশোধন সন্নিবিষ্ট হইল—

৩৪১ পৃষ্ঠায় ৪৪২ সংখ্যক পদের "দ্রষ্টব্য" অংশে "দুই জাতীয়" স্থানে "এই জাতীয়" হইবে।

৩৬৩ পৃষ্ঠার ৫-১০ পঙ্‌ক্তির টীকার—"অথবা প্রেমের বিচিত্রতা (স্বপ্নে) দর্শনে, স্পর্শনে এবং তদন্তে বিরহে বর্ণিত হইয়াছে" এই উক্তি অনাবশ্যক।

৫৬২ পৃষ্ঠায় ১০ম পঙ্‌ক্তির টীকার সহিত যোগ করিতে হইবে—"কিন্তু পদের শেষভাগে দেখা যায় যে, কবি স্নানের ঘাট হইতে ঘরে প্রত্যাবর্ত্তনের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। তখন সখা সঙ্গে ছিল বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে।"

৫৬৭ পৃষ্ঠার ১৭ পঙ্‌ক্তির ২১১ সংখ্যা ৭১১ হইবে।

৫৬৮ পৃষ্ঠার ১২-১৩ পঙ্‌ক্তির টীকায় "কবিকর" "করিকর" হইবে।

৬০৫ পৃঃ—"পীরিতি শব্দটিও কৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত হয় নাই" লিখিত আছে। ইহা "অধুনা প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই" এইভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

৬১১ পৃঃ—"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০৯ সং পুথি হইতে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত নিম্নোদ্ধৃত পদটি আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলাম" লিখিত আছে। ঐ পুথির

যাবতীয় পদ উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু কি কারণে যে ঐ পদটি ইহাতে মুদ্রিত হয় নাই, তাহা এখনও আমি বুঝিতে পারি নাই।

প্রথম খণ্ডের ২০৭ পৃষ্ঠার ১৬ পঙ্‌ক্তির "নাথে" শব্দে কৃষ্ণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। অতএব প্রদত্ত টীকা সঙ্গত হয় নাই।

যবনিকা

এই গ্রন্থ-সম্পাদনের সহিত আমার অনেক বিষাদস্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। তন্মধ্যে যাহা আমি জীবনে একদিনও ভুলিতে পারি নাই, তাহার উল্লেখ না করিয়া আজ সমাপ্তির যবনিকা টানিয়া দিতে পারিতেছি না।—"স্নেহের মণ্টু, গ্রন্থ যখন মুদ্রিত হইতেছিল, তখন সুর-সংযোগে তুমি পদগুলি পাঠ করিতে, এবং জিজ্ঞাসা করিতে—'বাবা, কবে ছাপা শেষ হইবে?' এখন আর তোমাকে দেখিতে পাই না, তোমার সেই কণ্ঠস্বরও কর্ণে প্রবেশ করে না। কিন্তু যেখানেই থাক আমার তৃপ্তির জন্য একবার ইহা পড়িয়া দেখিও, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার অশ্রুবিন্দুগুলিও গণিয়া দেখিতে চেষ্টা করিও।"

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু

পদ-সূচী

ঐ

ও

ক

পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি … পত্রাঙ্ক

স

বিষয়-সূচী

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

———

সঙ্কেত-বিবৃতি

অঃ-প্রঃ-পঃ—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী।

ক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথি।

কৃঃ কীঃ—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (১ম সং)।

খ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৪ সং পুথি।

চা—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-রচিত The Origin and Development of Bengali Language.

চৈঃ চঃ—চৈতন্যচরিতামৃত (বহরমপুর সংস্করণ)।

তরু, বা তরু (পসং)—সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ (পসং) হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরু।

তরু (বট)—পদকল্পতরু (বটতলা সংস্করণ)।

দীপু—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৭৫৯ সং পুথি।

নচ—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর নূতন সংস্করণ।

নী, চণ্ডীদাস, বা পসং—নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলী।

ব-সা-প-প—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

বি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সং পুথি।

বিপু—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি।

বৈ-প-ল—বৈষ্ণবপদলহরী (বঙ্গবাসী সং)।

ভা—শ্রীমদ্ভাগবত।

সা—১৩০৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত "চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী।"

সাপু—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুথি।

ইহা ব্যতীত সর্ব্বত্র উল্লেখের স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে। বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, গোবিন্দলীলামৃত, পদ্যাবলী প্রভৃতি গ্রন্থের নির্দ্দেশে বহরমপুর সংস্করণ লক্ষিত হইয়াছে।

দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

[মধুররসের বর্ণনার প্রারম্ভে বৃন্দাবন-রস আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বৃত্তান্ত।]

প্রবেশিকা

প্রথমখণ্ডে কংস-বধের জন্য শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কংস-বধ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এখন কবি মধুর-রসের বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিতেছেন।

বৃন্দাবন-রস আস্বাদন করিবার জন্য (কংস-বধের জন্য নহে) শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বৃত্তান্ত দীন চণ্ডীদাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—গোলোকের কল্পবৃক্ষে প্রেমফল প্রসূত হইয়াছিল। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সেই ফল আহরণের জন্য দেবগণ শুক পাখীকে গোলোকে প্রেরণ করিলেন। ফল লইয়া আসিবার কালে শুকের চঞ্চুর চাপে ইহা তিনখণ্ডে বিভক্ত হইয়া সাগরে পড়িয়া গেল। তখন সাগর মন্থন করিয়া দেবগণ পী-রি-তি রূপে বিভক্ত ফলটির উদ্ধার-সাধন করিলেন, এবং গোলোকে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাহা প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ প্রাপ্তিমাত্রেই ইহা নিজে ভক্ষণ করিয়া বিস্মিত দেবগণকে বলিলেন যে, ঐ ফল রাধার সম্পত্তি। দ্বাপরে তিনি নন্দগৃহে এবং রাধা বৃষভানু-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ ফলের আস্বাদন জগতে প্রচার করিবেন। তখন দেবগণ বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করিলে এই ফলের মধুরতা আস্বাদন করিতে পারিবেন। ইহাই দীন চণ্ডীদাস-রচিত বৃন্দাবন-রস আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণজন্মের আখ্যায়িকা। প্রকৃতপক্ষে এই উপাখ্যানটি মাথুরের ভূমিকাস্বরূপ এই কাব্যমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে (পরবর্ত্তী "প্রবেশিকা" দ্রষ্টব্য)। শুক পাখী দ্বারা ফল আনয়নের পরিকল্পনার জন্য কবি ভাগবতের নিকট ঋণী বলিয়া বোধ হয় (পরবর্ত্তী ৪২৬ সংখ্যক পদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

পরবর্ত্তী পদগুলি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ ও ২৯৪ সংখ্যক পুথিদ্বয় হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই দুই পুথির বিবরণ ইতিপূর্ব্বে ১৩৩৩ এবং ১৩৩৪ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় আমরা প্রকাশিত করিয়াছি। এই গ্রন্থের প্রথম পদটি উক্ত ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে ৪৮০ সংখ্যায় চিহ্নিত রহিয়াছে, অতএব বুঝিতে হইবে যে, কবি বাল্যলীলা বর্ণনায় অর্থাৎ তাঁহার বৃহৎ কাব্যের প্রথম ভাগে ৪৭৯টি পদ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৪২১টি পদ আমরা প্রথম-খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছি। তদনুযায়ী দ্বিতীয়

খণ্ডের প্রথম পদটি এখানে ৪২২ সংখ্যায় চিহ্নিত হইল। পরবর্ত্তী পদগুলি ৪২৩ হইতে ক্রমিক সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকল সংখ্যা পদগুলির শীর্ষদেশে স্থাপিত হইল, আর উক্ত ২৩৮৯ সংখ্যক পুথি অনুসরণ করিয়া ঐ গ্রন্থে প্রদত্ত পদের সংস্থান সম্বন্ধীয় ক্রমিক সংখ্যাগুলি পদের শেষভাগে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পদের পাঠান্তরে উক্ত ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিকে ক, এবং ২৯৪ সংখ্যক পুথিকে খ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা

[৪২২]

রাগ কামোদ

কেবা নিরমাল্য এহেন পীরিতি
আখর গণিঞা তিন।
প্রথম সময়ে মধুর বিষয়ে
পরিণামে এই চিন ॥
জথা পাই লাগি উঠিছে জে আগি
জা করি মনেতে আছে।
ভাল মতে তার সাজাই করিব
জাইঞা তাহার কাছে ॥
এ দেহ তাপিত ভাজিল দুগুণ
দোষ গুণ নাহি জানি।
কেনে হেন করে অবলার দেহ
অখল কুলের ধনি ॥
পীরিতি গরল না হএ সরল
কুটিল জনার বস।
রসে রসাইঞা পীরিতি পৈসল
করিল পরের বস ॥
পর কি জানএ আনের বেদন
আন কি জানএ আন
পীরিতি জেখানে জাইব সেখানে
চণ্ডিদাস গুণ গান ॥ ৪৮০ ॥

টীকা

পঙ্‌—১। কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন, সেই সময়ে বিরহে কাতর হইয়া রাধা এই উক্তি করিতেছেন। পীরিতি শব্দটি ভাষাতত্ত্বের বিচারে প্রীতি শব্দ হইতে উৎপন্ন, কিন্তু বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইহা বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ, শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি, তাহা হইতে ক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তির উদয় হয়, তৎপর প্রীতি, এবং এই প্রীতি গাঢ় হইলে প্রেম। প্রেম হইতে পুনরায় স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবের উদয় হয় (চৈঃ চঃ, মধ্যের ত্রয়োবিংশে, এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১।৪।১১)। অতএব প্রীতি প্রেমের প্রাথমিক অবস্থা মাত্র। সাধারণতঃ পীরিতি শব্দে পরকীয়া সম্পর্কিত গুপ্ত প্রণয়াদি বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু কবি এখানে মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার গভীর প্রণয়জ্ঞাপক প্রতিশব্দ রূপে ইহা ব্যবহার করিয়াছেন। পুথির পার্শ্বে "পিরিতি পাড়া" লিখিত রহিয়াছে।

পরবর্ত্তী ৪৭৪ সংখ্যক পদে কবি বলিয়াছেন যে, তিনি ইহার পূর্ব্বেই "প্রেমবৈচিত্ত্য" বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা প্রধানতঃ আক্ষেপমূলক, এবং ইহার আট প্রকার বিভাগের মধ্যে বিধাতার প্রতি এবং প্রেমের প্রতি আক্ষেপের উল্লেখ রহিয়াছে (উজ্জ্বলনীলমণি দ্রষ্টব্য)। কবি এখানে রাধা কর্ত্তৃক বিধাতার প্রতি আক্ষেপ বর্ণনা করিয়া এই পালাটি আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম ৮ পঙ্‌ক্তির ভাবার্থ এই—কে এই পীরিতির সৃষ্টি করিয়াছে? প্রথমে ইহা মধুর বটে, কিন্তু পরিণামে ইহা বড়ই জ্বালাময় বোধ হয়। যদি

তাহার দেখা পাই, তাহা হইলে তাহাকে ভালরূপেই আমার মনের মত শাস্তি দান করিব।

পঙ্ ৩-৪। তু—"সুধার সমুদ্র, সম্মুখে দেখিয়া, খাইনু
আপন সুখে।
কে জানে খাইলে, গরল হইবে, পাইব
এতেক দুখে॥"
(নী, ২৫৭)

১৩। তু—"অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ"
(উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদকথনে)।

---

[৪২৩]

সিন্ধুড়া

"মরম-সজনি, কহি এক বাণী
কোথা না পীরিতি থাকে।
সেখানে যাইব তারে নিরখিব
দেখি না কে তারে রাখে॥
যত আছে তাপ বিরহ-সন্তাপ
করিব নিঠুরপনা।
লাগালি পাইলে সুধিব সকল
পরিচিতে হবে জানা॥"
রাধার সক্রোধ পীরিতি উপরে
কহেন মরম-সখি।—
"কোথা না পাইবে তার দরশন
শুনহ কমলমুখি॥"
পীরিতির কথা শুনিল শ্রবণে
কহিতে বিষম মানি।
বেদের বচন ব্যাসের রচন
চণ্ডিদাস ইহা জানি॥ ৪৮১॥

দ্রষ্টব্য—এখানেও সখীকে সম্বোধন করিয়া রাধা আক্ষেপ করিতেছেন। ইহাও প্রেমবৈচিত্ত্যের অন্তর্গত।

[৪২৪]

শ্রীরাগ

"যে কালে রচনা পুরান করিল
ব্যাস মুনিবর তায়।
সেই কৃষ্ণদেহ পুরাণ বর্ণিলা
কলপতরুর প্রায়॥
কল্পতরু করি কৃষ্ণেরে রচিল
করিলা অনেক শাখা।
সেই কল্পতরু[১] রচিলা পুরাণ
অপূর্ব্ব দিছেন দেখা॥
শাখা তরুবর যদি বা বর্ণিলা
তাহাতে ধরিল ফল।
সে ফল খাইতে কেহঁ না রচিলা
ভাবি ব্যাস মুণিবর॥
তথির কারণ দশম করিল
যত পুরাণের সার।
সে ফল আস্বাদ কারণ লাগিয়া
ভব বিধি[২] হর আর[২]॥
দেব-অগোচর নাহিক গোচর
শুনহ সুন্দরি রাধে।
সে ফল খাইতে ভক্ত সুখ হঞা
দেব-আদি করে সাধে॥
ফলের মহিমা ওর না পায়সি
দেবাদি[৩] অনন্ত কায়া।"
চণ্ডিদাস বলে— কাহার সকতি
বুঝিয়া বুঝিব ইহা॥ ৪৮২॥

১ কল্পলতা, ক, এবং পরে।
২-২ বিরিঞ্চির আশ, খ।
৩ দেবাধী, ক।

টীকা

পঙ্—৫। কল্পতরু—"বাঞ্ছিত-বিবিধপুরুষার্থরূপ" ফল প্রদান করেন বলিয়া কল্পতরুবৎ।

৬। অনেক শাখা—"পরমোর্দ্ধচূড়াতঃ শ্রীনারায়ণাৎ ব্রহ্মশাখায়াং ততোঽধস্তান্নারদশাখায়াং ততোঽধস্তাদ্ব্যাস-শাখায়াং" ইত্যাদি (ভা, ১।১।৩ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

মোক্ষপ্রদত্বহেতু (ভা, ১।২।২৩) বাসুদেবই ভজনীয়, ইহাই সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বেদসকলও বাসুদেবপর (বাসুদেবপরা বেদা ইত্যাদি, ভা, ১।২।২৮), অতএব বাসুদেবই বেদরূপ কল্পতরুর মূল। তৎপর ইহা শিষ্য-প্রশিষ্যরূপ পল্লবপরম্পরায় নানাভাবে জগতে প্রচারিত হইয়াছে (ভা, ১।৪।২৩)। ভগবদুক্তি যথা—"ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ" ইত্যাদি। বাসুদেব হইতে ব্রহ্মা-নারদ-ব্যাসাদি ক্রমে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে ইহাই বক্তব্য। ভাগবত সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে যে, "ব্রহ্মণে ভগবৎপ্রোক্তং ব্রহ্মকল্প উপাগতে" (ভা, ২।৮।২৭) অর্থাৎ সৃষ্টির উপক্রমে ভগবান্ ব্রহ্মাকে বেদতুল্য ভাগবত পুরাণ কহিয়াছিলেন।

১৩-১৪। ব্যাসদেব বেদ বিভাগ এবং পুরাণাদি রচনা করিয়াও মনে শান্তি পাইলেন না। ইহার কারণ চিন্তা করিয়া তিনি বুঝিলেন যে, পরমহংস-প্রিয় যে ভাগবত ধর্ম্ম, তাহা বাহুল্যরূপে নিরূপণ না করাতে তাঁহার ঐ অবস্থা হইয়াছে (ভা, ১।৪।২০-৩০)। তৎপর তিনি লোকের হিতার্থ ভাগবত রচনা করেন (ভা, ১।৭।৬)। তন্মধ্যে দশমস্কন্ধই সর্ব্বপুরাণের সার বলিয়া এখানে উক্ত হইয়াছে।

---

[৪২৫]

রাগ তুড়ি

নারদ-সারদ সুক-সনাতন
দেবের দেবতা যত।
মহিমা-কারণ ফলের মাধুরি
জানিবেক কত শত।

এমন তরুর ফল ফলিয়াছে
জাহার উপমা নাঞি।
কত না মাধুরি ফলের ভিতর
না দেখি কনহ ঠাঞি॥

এ ফল অধিক মাধুরি দেখিতে
আছএ মনের সাধ।
কত না আমিঞা ফলের ভিতরে
এই কিবা পরমাদ॥

এই অনুমান করে দেবগণ
লইতে ফলের মধু।
হরস বদন বুঝিতে কারণ
সকল দেবের বিধু॥

ফল আস্বাদন করিতে যখন
দেবের আরতি অতি।
চণ্ডিদাস বলে ফলের মাধুরি
কেবা সে জানব রিতি॥ ৪৮৩॥

টীকা

পঙ্—৫। ফল—ভগবানের লীলারসরূপ অমৃতময় ফল।

[৪২৬]

রাগ জয়জয়ন্তি

এক সুক পাখী অমিয়ার ফল
মুখেতে করিয়া উড়ে।
সেই ফল গটা তিনখান হএ্যা
সায়র জলেতে পড়ে ॥
সেই সুক পাখি তটস্থ হইএ্যা
বৈঠল সায়র পাড়ে।
সেখানে দেখল এ তিন সায়র
অধিক নিস্বাষ ছাড়ে ॥
"এমন সুফল গোলোক হইতে
আনল যতন করি।
তিনখানি হএ্যা এ তিন সায়রে
পড়ল কি হেতু জানি ॥"
পুন সুক পাখি উড়িয়া চলিল
জেখানে দেবের স্থান।
কহিতে লাগিল সুকবর পাখি
ফলের আখ্যান খান ॥
"জে দিনে গোলকে সব দেবগণ
রচিলে ফলের কথা।
কল্পতরু-ফল- মাধুরি বুঝিতে
ঘুচাতে হৃদয়-বেথা ॥
তোমরা কহিলে আমা পাঠাইলে
লইতে কলপ-ফলে।
উড়িয়া জাইতে সে ফল ভাঙ্গিয়া
পড়ল সায়র-জলে ॥
তিনখানি হএ্যা এ তিন সায়রে
পড়ল না জানি কতি।"
চণ্ডিদাস বলে- কহে, সুক পাখী
দেবের গোচরে তথি ॥ ৪৮৪ ॥

দ্রষ্টব্য—শুকপাখী দ্বারা কল্পবৃক্ষের অমৃতময় ফল আনয়নের পরিকল্পনার জন্য কবি ভাগবতের নিকট ঋণী বলিয়া বোধ হয়। তাহাতে আছে—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥
[ভা, ১।১।৩]

"এই ভাগবতশাস্ত্র সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদায়ক বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল, শুকমুখ হইতে গলিত হইয়া অবনীমণ্ডলে অখণ্ডরূপে পতিত হইয়াছে। অতএব হে রসজ্ঞগণ, হে রসবিশেষভাবনা-চতুর পুরুষসকল, অমৃতদ্রবসংযুক্ত রসময় এই ফল মোক্ষ পর্য্যন্ত মুহুর্মুহু পান কর।"

বিভিন্নতা এই যে, মুনিবর শুকদেবকে কবি শুক পাখীতে পরিণত করিয়াছেন, এবং বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফলকে কৃষ্ণকল্পবৃক্ষের ফলরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। আর সেই ফলটি শুকের মুখ হইতে অখণ্ডরূপে পতিত না হইয়া তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া 'পী-রি-তি'র সৃষ্টি করিয়াছিল। এই পরিবর্ত্তনের মূলে যে কবিত্ব ও মধুরতা রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পঙ্—৭। তিন সায়র—তু—

বিধি একচিতে, ভাবিতে ভাবিতে, নিরমাণ কৈল পী।
সুখের সায়র, মথন করিয়া, তাহে উপজিল রি ॥
পীরিতি-রসের সায়র মথিয়া, তাহে উপজিল তি।
নী—৩৭৯

অর্থাৎ—ভাব, সুখ ও রসরূপ সমুদ্র (Love, Beauty and Bliss), এই তিনটি পীরিতির নিত্য-সহচর বলিয়া। তু—"কারুণ্যামৃত, তারুণ্যামৃত ও লাবণ্যামৃত রূপ ত্রিধারা (চৈঃ চঃ, মধ্যের অষ্টমে)। কবি ইহাদিগকে সুখের, রসের ও প্রেমের সাগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (পরবর্ত্তী ৪৩০-৩২ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)।

[৪২৭]

জয়জয়ন্তি

এ কথা সুনিঞা সুক-সনাতন
জত দেবগণ তারা।—
"গোলোক-সম্পদ মুখে করি লয়া[১]
তিলেকে করিলে হারা॥
কোথা না পাইব সে হেন সম্পদ,"
বেথিত দেবতা জত।
ফলের লাগিয়া বিরষ বদন
নয়ন ঝুরিলা[২] কত॥
"কহ সুক পাখি কি কাজ করিলা[৩]
সে ফল পেলিলে কতি।
অনেক রতন খুজিলে পাইয়ে
তাহে নহে কোন গতি॥"
সুক কহে তাথে— "আমি কি করিব
উড়িয়া যাইতে তেজে।
সে ফল ভাঙ্গল[৪] ওষ্ঠের ভারেতে
সায়রে পড়ল[৫] সে জে॥"
দেব অভিমান নহে সমাধান
ফলের কারণে ঝুরে।
চণ্ডিদাস বলে— খুজিলে পাইবে
সেই সায়রের নীরে॥ ৪৮৫॥

১ হঞা, ক। ২ ঝরিলা, ঐ। ৩ করিলে, ঐ। ৪ ভাঙ্গিল, খ। ৫ পড়িল, ঐ।

টীকা

পঙ্‌—১১-১২। কারণ ভক্তিহীন কর্ম্ম বন্ধনেরই কারণ হয়, নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানও ভক্তিবর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না ইত্যাদি (ভা, ১।৫।১২)।

[৪২৮]

মল্লার রাগ

দেবগণ জত হয়া এক ভিত
করুণ বদনে চায়।
"কি হ'ল্য কি হ'ল্য দিয়া সে না দিল
এ কথা কহিব কায়॥"
হেনক সমএ নারদ আইল[১]
দেবতা-সমাঝ জথা।
বেথিত দেখিঞা পুছল[২] কারণ[৩]—
"কি হেতু সুনিএ কথা॥
করুণ নয়ন কিসের কারণ
কহ দেখি সুনি তাই[৪]।
কেনে বা দুখিত দেখিএ অন্তর
কহ দেখি মোর ঠাঞি[৫]॥"
সব দেবগণ কহিতে লাগল
জতেক কারণ-কথা।
"সুনহ বচন জিসের কারণ
মো সভা পাইএ বেথা॥
কল্পতরু-ফল গোলোক-সম্পদ
সকল জানহ তুমি।
সেই ফলে কত অমিঞা আছএ
তাহা না বুঝিব জানি॥
এক সুকবরে ভেজল গোলোকে
সে ফল আনল ভুলি।
ওষ্ঠের উপরে উড়িয়া জাইতে
সে ফল কতি না ফেলি[৬]॥
এক কহে আছে এ তিন সায়রে[৭]
পড়ল তৃগুণ হঞা।
ফল ফেলি' জলে আসি সুকবরে
কহিতে লাগল সিঞা॥"

মুনিঞা নারদ দেবের বচন
কহিতে লাগল তায়।
ইহার উপায় কহিব সকল
দিন চণ্ডিদাস গায় ॥ ৪৮৬ ॥

১ আইলা, খ। ২-২ "করিল, ক ; পুছেন", খ।
৩ তারী, ক। ৪ ঠাই, ঐ।
৫ গেলি, খ। ৬ সায়র, ক।
৭ পেলি, খ।

ব্রহ্মা-আদি দেব সকল চলিল
সুখের সায়র-কুলে।
মথন করিতে লাগল তখন
দিন চণ্ডিদাস বলে ॥ ৪৮৭ ॥

১-১ নাহি জানে কোন, খ।

---

[৪২৯]

কামড়া

"সুনহ কারণ আমার বচন
জদি বা করিতে পার।
তবে ফল মিলে সায়রের জলে
কহিএ উপায় তার ॥

কি কাজ কর‍্যাছ ফল হারাইঞা
বুঝিনু মরম তার।
ফলের ভিতরে কত মধু আছে
অপার মহিমা জার ॥

দেব-অগোচর না হল গোচর
অনন্ত না জানে সীমা।
আন কে জানব ফলের মাধুরি
নাহিক[১] কনহুঁ[১] জনা ॥

এক কহি সুন আমার বচন
জদি বা মিলব ফল।
মোর বোল সুন জত দেবগণ
চলহ খুজিব জল ॥"

[৪৩০]

শ্রীরাগ

সুখের সায়রে সব দেববরে
মথিতে লাগল তাই।
সভে এক মন জত দেবগণ
উপমা কহিতে নাই ॥

প্রথম মথনে উঠল তাহাতে
আনন্দ রসের পী।
ফলের ভিতরে একটি আখর
পায়ল[১] কহিব কী[১] ॥

আনন্দ-মগন জত দেবগণ
নাচিয়া আনন্দ বড়ি।
খোজল দেখল আনন্দ বৈভব
বিলাস-ঐশ্বর্য্য ছাড়ি ॥

ফলের ভিতরে আনন্দ-আখর
উঠিল রসের পী।
মগন[২] হইলা সব দেবগণ
তাহা না কহিব কী ॥

হেনক সম্পদ সুখের আনন্দ
পাইঞা দেবাদিগণে।
হাস পরিহাসে সভে সুখে ভাসে
চণ্ডিদাস গুণ গানে ॥ ৪৮৮ ॥

[১,১] পায়ল রশের রি, খ। [২] গমন, ক।

---

[৪৩১]

রাগ—কাফি কানাড়া

পুন দেবগণ করিল গমন
রসের সায়র-কুলে।
মথন করিতে লাগল জতনে
সেই সায়রের জলে ॥
মথিতে মথিতে রসের সায়রে
উঠিল পুলক-ধারা।
হেনক সমএ বিরিঞ্চি দেখল
রাখল জতনে সারা ॥
পুনরপি দেব মথিতে লাগল
সেই না সায়র-জলে।
দ্বিতীয় মথনে প্রেমবরিখত
দেব সে দেখল ভালে ॥
দ্বিতীয় মথনে উঠল জতনে
আনন্দ-রসের রী।
ভাঙ্গিয়া সে ফল তুরিত দেখল
সভে দেই করতালী ॥
মহেশ বলেন— "হেনক রতন
কোথায় রাখিব[১] বল।"
বিরিঞ্চি বলেন— "তার তর-তম
তুমি সে ইহাতে ভোল[২] ॥
তুয়া নিজ-স্থানে রাখিল রতনে
রাখহ জতন করি।
গোলোক-সম্পদ করহ আমদ
অনেক জতনে তোরি"[৩]
পাইঞা এ দুই "পি-রি" বলি নাম
না পাই তাহার দেখা।
চণ্ডিদাস বলে— প্রেমের সায়রে
তবে সে পাইবে একা ॥ ৪৮৯ ॥

[১] রাখিল, ক। [২] চল, ক। [৩] তুরি, খ

---

[৪৩২]

রাজ বিজয়

প্রেমের সায়রে চলে কুতুহলে
জতেক দেবাদিগণে।
মথন করিল আনন্দ মগনে
সভে একচিত মনে ॥
মথিতে সদাই পড়ে ধায়াধাই[১]
আনন্দে মগন জতি।
পায়ল পরসে কটাক্ষ অলসে
তাহা না কহিব কতি ॥*
পাই[২] সেই ফলে সায়রের জলে
আনন্দে দেবাদি জতী।
প্রেমের সায়রে পায়ল খুজিতে
আনন্দ-লহরীর তী ॥
এ তিন আখর দেবতা পায়ল
সুখের নাহিক ওর।
দেখি চণ্ডিদাস গড়েতে আছিল
হইলা মগন ভোর ॥ ৪৯০ ॥

১ ধাতু ধাই, খ।
* ইহার পর চারি পঙ্‌ক্তি "খ" পুথিতে নাই।
২ পেয়ে, খ।

---

[৪৩৩]

সুই রাগ

"পীরিতি" আখর পাইয়া সকল
ভব-বিরিঞ্চি-হর তারা।
পুলক হইল পিরীতি[১] পাইয়া
নয়নে গলয়ে ধারা॥
"এহেন[২] সম্পদ্ কোথা না রাখিব[৩]
থুইতে[৪] পরতিত নাঞি।
জানি বা কখন কে লয় চোরাঞা
থুইব সুজন ঠাঞি॥"
এ কথা রচিঞা সভাই কহল—
"রাখহ শিবের স্থানে।
মহা সে বৈষ্ণব কৃষ্ণপরায়ণ
প্রধান ভকত নামে॥"
"পিরিতি" আখর সব দেবগণ
চাহি[৫] মহাদেব পানে।—
"পিরিতি আখর পাইল যেমতে
সকল জানহ মনে॥
এই না পিরিতি তোহে সমর্পিল
রাখহ হৃদয়-স্থানে।"
দেখিঞা হরস হইল অন্তর
দিন চণ্ডিদাস ভনে॥ ৪৯১॥

১ চিতে সে, ক। ২ হেনক, খ।
৩ রাখব, খ। ৪ থুত্যে, ক
৫ চাহে, খ।

[৪৩৪]

কাফি রাগ

কহে দেবগণ সরল বচন
"শুন ত্রিলোচন তুমি।
তুমি না রাখহ পিরিতি-বৈভব
যে পদ জপএ ফণি॥
হেনক পিরিতি অনেক যতনে
পায়ল সায়র-জলে।
হারাধন পাঞা সুখী ভেল মন
কহিব ইহার ছলে॥"
হর হরষিত পাইয়া পিরিতি
আনন্দে নাচত রঙ্গে।
ডম্বুর বাজাএ ঘন সিঙ্গা বায়ে
দেবগণ নাচে সঙ্গে॥
"আজু শুভদিন দিনহি ভেঠল
এহেন পিরিতি রিত।
কোথা না রাখব এহেন সম্পদ
হেন নহে মোর চিত॥"
সব দেবগণ হইঞা মিলন
যুকতি করল তাই।
"যাহার পিরিতি সেই সে জানএ
চলহ বৈকুণ্ঠে যাই॥
যেহ এ পিরিতি ভকতি-মূরতি
সেই প্রেমসিন্ধুদাতা।
গিঞা তার কাছে কহিব সকল
জে জানে পিরিতি-কথা॥"
চণ্ডিদাস বলে— বড় অদভুত
মরমে রহল বেথা।
দেব-অগোচর যে সুখ-সম্পদ
চল না রাখব তোথা॥৪৯২॥

[৪৩৫]

সিন্ধুড়া

ভব-বিরিঞ্চির[১] নারদ প্রভৃতি
সব দেবগণ মেলি[২] ।
পিরিতি অমূল্য রতন পাইঞা
বৈকুণ্ঠে সভাই[৩] চলি ॥

গাইতে নাচিতে শিব ত্রিলোচন
ডম্বুর বাজাএ ঘনে ।
চলিল গোলোকে সব দেবগণ
নারদ করিঞা সনে ॥

শিবের বাজন নাচন শুনিঞা
কহে গোকুল-মুনি ।
কমলারে পহুঁ[৪] বেরি বেরি পুছে
"কলরব কিছু[৫] শুনি ॥"

কহেন কমলা— "শুনহ বচন
দেবগণ যত মেলি ।
আনন্দ-মগন কিসের কারণ
ঐছন আসিছে চলি ॥"

বৈঠল গোলোক- ঈশ্বর হাসিঞা
শুনিঞা কমলা-বাণী ।
হেনক সময়ে আসিঞা মিলল
চণ্ডিদাস ইহা জানি ॥ ৪৯৩ ॥

[১] বিরিঞ্চি, ক । [২] মিলি, খ, এবং পরে ।
[৩] সবাই, ঐ । [৪] দোহে, খ ।
[৫] কি হেতু, ঐ ।

---

[৪৩৬]

দেব গান্ধার

সব দেবগণ দেখিঞা শ্রীপতি
প্রণাম নমসি পায় ।
করপুটে স্তুতি করিলা বিস্তর
তাহা কহা নাহি যায় ॥

কহেন—"শ্রীপতি গোলোক-ঈশ্বর
করত প্রেমসী দান ।"
ধরিঞা বোহায়ে প্রভু[১] ভগবান্
অখিল জীবের প্রাণ ॥

সভারে তুষিয়া কহেন বচন—
বসিলা দেবের সভা ।
"কেন বা আইলে কিসের কারণ
আছএ সভার লোভা ॥"

বেরি বেরি পুছে প্রভু ভগবান্
"কি হেতু ইহার শুনি ।"
হাসিঞা নারদ কহেন সম্বাদ
চণ্ডিদাস ভালে জানি ॥ ৪৯৪ ॥

[১] প্রহু, খ ।

---

[৪৩৭]

ধানসি রাগ

কহেন সকল প্রভুর গোচর
মহা সে নারদ-মুনি ।
মুগদ হইঞা কহিতে লাগল
গদ গদ হঞা বাণী ॥

"এক নিবেদন কহিএ বচন
শুনহ গোলোক-হরি।
তুমি দয়াময় গুণের সাগর
এক নিবেদন করি॥
ব্যাস মুনিবর রচিল সুন্দর
কল[প] তরুর কায়া।
তোমারে বর্ণিলা বেদ-অগোচর
কত না কহিব ইহা॥
তুমি সে দয়াল কেবল কৃপাল
তরুর একটি ফল।
এক শুক পাখী চোরাই লইল
ফল অতি মনোহর॥
সেই শুক পাখী ফল ওষ্ঠে করি
উড়িয়া যাইতে বলে।
ওষ্ঠ হতে খসি মনোহর ফল
পড়ল সায়র-জলে॥
সেই ফল ভাঙ্গি ত্রিগুণ হইঞা
এ তিন সায়রে পড়ে।
ফল হারাইঞা সেই শুকপাখী
রহল সায়র-পাড়ে॥
পুন সে চিন্তিঞা আইল ধাইঞা
সব দেবগণ-পাশে।"
কহিতে লাগল এ সব বিচার
কহেন এ চণ্ডিদাসে॥ ৪৯৫॥

টীকা

পঙ্-৯-১২। ৪২৪ সংখ্যক পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

[৪৩৮]

কানাড়া

"সুখের সায়রে রসের সায়রে
প্রেমের[১] সায়র-মাঝে।
মথন করিল[২] জত দেবগণ
সেই সে ফলের কাজে॥
এ তিন সায়রে এ তিন আখর
এহেন সম্পদ-ধনে।
যতন করিয়া শূলপাণি-পাসে
রাখিল মনের সনে॥"
এ কথা শুনিঞা বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর
হাসিতে লাগল পুন।
"দেখি কোথা পাল্যো মরম পিরিতি
গোলোক[৩]-সম্পদ হেন॥"
মহাদেব-পানে চাহে[৪]-দেবগণে
কটাক্ষ ইঙ্গিত-রসে।
বুঝি মহাদেব এহেন সম্পদ
দিলা সে গোবিন্দ-পাশে।
পিরিতি মরম কাহু[৫] না বাটল
এমন পিরিতি সুখে।
কর পরশিয়া পিরিতি লইয়া
ভাঙ্গিল আপন মুখে॥
দেখি দেবগণ ভাবে মনে মন
'কাহু না দেয়ল হরি!'
চণ্ডিদাস বলে— গোবিন্দ-গোচরে
পুছিতে লাগল বেরি॥ ৪৯৬॥

[১] রসের, ক [২] করিলুঁ, খ
[৩] গোকুল, ঐ [৪] চাহি, ক
[৫] কাহে, খ, এবং পরে

[৪৩৯]

রাগ কর্ণাট

হাসি হৃষীকেশ— "শুনহ মহেশ,
পুরব বৃত্তান্ত কথা।
কহিএ সকল শুন মন দিয়া
পুলক পাইবে এথা ॥
গোকুল-নগরে নন্দঘোষ-ঘরে
জনম লভিব যবে।
প্রাণ-প্রাণেশ্বরী প্রেম-অধিকারী
সে জন পিরিতি লবে ॥
এই না পিরিতি প্রেমের আরতি
শুনহে দেবাধিগণ।
বৃখভানুপুরে বৃখভানুরাজে
তাহার দুহিতা জন ॥
তারে সমর্পণ করিব জতন
পিরিতি আখর তিন।
সেই সে জানএ পিরিতি-মরম
তারে কৈল সমর্পণ ॥"
একথা শুনিঞা যত দেবগণ
বিস্মিত হইল তারা।
"ভাল, ভাল"—বলি সব দেবগণ
শুনল এমতি ধারা ॥
সেই সে কিশোরী জানএ পিরিতি
আন সে জানব কতি।
চণ্ডিদাস বলে— পিরিতি-কণিকা
জানব সে জশোমতি ॥ ৪৯৭ ॥

দ্রষ্টব্য:—এই পদে রাধাকে প্রেমের অধিকারিণী বলা হইয়াছে। এই তত্ত্ব বঙ্গদেশে চৈতন্যপরবর্তী যুগেই বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

[৪৪০]

রাগ কৌ

পীরিতি কি রীতি জানে রসবতী
আর না জানয়ে কেহু।
একথা শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া
কহেন এ নহু নহু ॥
পীরিতি শত গুণ শত শত করি
তার লাখ গুণ যেই।
তার এক কণা গোপীগণ পায়ে
আর না জানয়ে কোই ॥
তার লাখ গুণ শত শত হয়ে
তবে সে যে জন রয়।
মণি-ফণিগণ যত ভক্তগণ
কণিকা পীরিতি হয় ॥
পূর্ণ ষোলকলা জানয়ে মরম
সেই সে কিশোরী রাই।
এক শত গুণ তাহার মরম
আমি সে জানিয়ে নাই ॥
তার এক কণা শত শত ভাগ
এ নন্দ যশোদা জানে।
কোটিকে গোটিক তার এক বিন্দু
আছয়ে কাহার স্থানে ॥
চণ্ডীদাস বলে— একথা শুনিতে
দেবের হইল সুখী।
বেদের বচন করিল রচন
ব্যাসমুনি ইহা লেখি ॥ ৪৯৮ ॥

দ্রষ্টব্য:—এই পর্যান্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ এবং ২৯৪ সংখ্যক পুথিদ্বয় হইতে পদগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু এই পদের প্রথম পাঁচ পঙ্‌ক্তির পরেই ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিখানা খণ্ডিত অবস্থায় রহিয়াছে।

পরবর্ত্তী অংশ ৫৪৫ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত ২৯৪ সংখ্যক পুথি হইতে সংগৃহীত হইল (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৪ সাল, ৭৫-৯৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

প্রেম কি, তাহা একমাত্র রসবতী রাধিকাই জানেন, ইহার "পূর্ণ ষোলকলাই" তিনি জ্ঞাত আছেন। তার এক কণামাত্র গোপীগণ পাইয়াছেন, আর "মণিফণিগণ" প্রভৃতি ভক্তেরা ইহার কণিকামাত্র লাভ করিয়াছেন, এমন কি নন্দযশোদার ভাগে এককণা মাত্র পড়িয়াছে। ইহাই এই পদের সার-সংক্ষেপ।

তু°—মহাভাবস্বরূপা—শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি॥
চৈতন্যচরিতামৃত, আদির চতুর্থে।

অন্যত্র—ব্রজ বধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥
ঐ

ভাগবতে আছে—"গোপীগণের প্রেম সামান্য নহে, কারণ মুনিগণ মুক্ত হইয়াও ইহা বাঞ্ছা করেন।"
(ঐ, ১০।৪৭।৫১)

---

[৪৪১]

গোবিন্দ-বচন শুনি কহে কিছু শূলপাণি
কহে কিছু দেব ভগবান্।
"তোমার অপার লীলা যার গুণে পশুশিলা
তরু পুলকিত ইহা জান॥
তোমার পীরিতি বহুমূল।
এমন পীরিতিখানি কখন নাহিক শুনি
এবে সে জানিল এতদূর॥
এমন সম্পদ-সুখ বিহি ভেল বৈমুখ
মনে ছিল রাখিব গোপনে।
তাহার কারণ মোরা করিল অনেক ধারা
এমন বলিয়া কেবা জানে॥
আপনে গোলোক-হরি তাহা প্রীত পান করি
মো সবা হইনু বঞ্চিত।"
প্রভু কহে বেরি বেরি— "শুন ত্রিলোচনধারী,
সব দেবে হইলে বঞ্চিত॥
চল সবে মর্ত্যভূমি জনম লভিব আমি
বসুদেব দৈবকী-উদরে।
লয়া নন্দ যশোমতি গোকুল রাখব তথি
ব্রজলীলা রচিব সুন্দরে॥
আন আন অবতারে নানামৃত লীলাধরে
ব্রজের মহিমা কিছু শুন।
লইয়া বালক সঙ্গে গোধন রাখিব রঙ্গে
রাই দরশন-আশ হেন॥
অন্য অবতার কালে অসুর বধিল হেলে
রসতত্ত্ব না জানিলুঁ কিছু।
অষ্টরস অষ্টগুণে ইহা লাগি আস্বাদনে
আর যত উপরস পিছু॥
প্রধান এই অষ্ট রস ইহাতে জগত বশ
প্রেম প্রীত ইহার মাধুরি।
এই রসতত্ত্বখানি জানে সেই বিনোদিনী"—
চণ্ডীদাস না জানে মাধুরি॥ ৪৯৯॥

টীকা

পঙ্-৬। প্রেমলীলার মাহাত্ম্য প্রচারকল্পে চৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত কৃষ্ণের উক্তিতে আছে—

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার॥
ঐ, আদির চতুর্থে।

১৬। কংস-বধের জন্ত জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বেও কৃষ্ণ দেবগণকে মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন (তু°—ভা, ১০।১।১৮; বিষ্ণুপু° ৫।১।৬১)

অন্তত্র—"জন্ম লেহ গিয়া, সভে আগে হয়া" (প্রথম খণ্ড, ২৩ পৃঃ)।

২৪-২৫। তু°—পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা—শাস্ত্রেতে প্রচারে॥
আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরসনির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
ইত্যাদি
চৈতন্যচরিতামৃত, আদির চতুর্থে।

২৬-২৭। অষ্টরস :—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস ইত্যাদি ভেদে প্রধান আটটি রসের উল্লেখ বৈষ্ণবশাস্ত্রে পাওয়া যায়। ইহাদের প্রত্যেকে আবার আট ভাগে বিভক্ত হইয়া চতুঃষষ্টি রসের সৃষ্টি করিয়াছে (উজ্জ্বলনীলমণি দ্রষ্টব্য)। ইহাই এখানে "উপরস" বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকিবে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্যচরিতামৃত এবং উজ্জ্বল-নীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে এই সকল পদ রচিত হইয়াছিল।

[৪৪২]

সের ছটাক বহিন্নিকট
রস রস বেদবান।
চন্দ চন্দক ভানুপুস্কর
দ্বিতিক প্রধান জান॥

বিপুলক বিত্তিক প্রেম বহির্ম্মিক
উদণ্ড চারি ছয় লোভা।
কায় কামার্ত্তক রোহিণী নির্ল্লট
জটপট় সাত্ত্বিক শোভা॥
মদয়ত প্রাণ তপহিরোহিতা গুণ
নয় নয় ছয় করি জান।
বসুমতি বসধাই এসব জানত
নব নব করি ইহা মান॥
আট রস চৌসট তরতম নির্লট
আট আট বসু বেদে।
গুণ গুণ প্রেক্ষিলা গুণ গুণ কর
সাত সাত সট খেদে॥
বেদ বেদ তযু গুণতহি আখর
যো ইহা জান সুজান।
রসে রসে মেলত লোয় গুসর
চণ্ডীদাস গণত সুঠান॥ ৫০০॥

দ্রষ্টব্য :—বোধ হয় পুথিতে নির্ভুল পাঠ উদ্ধৃত হয় নাই; ব্যাসকূটের ন্যায় দুই জাতীয় পদ দীনচণ্ডীদাসের রচনায় দৃষ্ট হয়।

[৪৪৩]

এক সায়র তাহার উপর
অমিয়াসিন্ধু-ঘটা।
সিন্ধু পাশে পাশে তাহার নিকটে
আয়লি রসের ছটা॥
প্রেমের কাছেতে মোহের বসতি
মোহের সম্মুখে লেহা।
লেহার উপরে এক মেওা আছে
তাতে এক আছে গেহা॥

সেই সে গেহার এ নয় দুয়ার
তাতে হংস আছে জোড়ে
সেই মেওা ফল সায়রে গলিয়া
কণিক কণিক পড়ে ॥
তার কণা আশে ডুবি সেই হংসে
চুনি চুনি খায় কণা।
সেই সে কণার শতগুণ লাগি
বিরিঞ্চি বাসনাপনা ॥
তিন গুণে সেই মেওার বসতি
যে গুণ যে জন ভজে।
সেই গুণে থাকে মেওার উপরে
যে রসে যে জন মজে ॥
রসতত্ত্বখানি তত্ত্বের লাগিয়া
ভজিতে রাধার লেহা।
গোকুলে জনম তথির কারণ
ধরিয়া কালিয়া-দেহা ॥
চণ্ডীদাস কহে— এ রস-মাধুরি
ছানিলে রসের সিন্ধু।
শুনি দেব জত দাণ্ডাইয়া শত
মোরা না পাইয়ে বিন্দু ॥ ৫০১ ॥

টীকা

পঙ্-১-৪। এইরূপ উক্তি অন্যত্রও পাওয়া যায়—তু°—

এক সরোবর পৃথিবী ভিতর
কমল ফুটিল তায়।
ফুলের রসে সরোবর ভাসে
দুধার বহিয়া যায় ॥

অমৃতরসাবলী (*Vide* Introduction to the Post-Caitanya Sahajiyā Cult, p. 73).

৫-৮। তু°—প্রেমের মাঝারে পুলকের স্থান
পুলক উপরে ধারা।
নী—৭৮৮

এবং—মৃত্তিকা উপরে আর এক মেওয়া
তাহার উপরে সুধা। ইত্যাদি নী—৭৯০

লেহা—স্নেহ, প্রেম। ইহার উপরে মেওয়া—

তু°— ভাবের উপরে ভাবের বসতি
তাহার উপরে লাভ।
নী—৭৮৮

৯। নয় দুয়ার—তু°—

ভক্তি শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার।
এক সাধন, প্রেমভক্তি নবপ্রকার ॥
রতিলক্ষণা—প্রেমলক্ষণা ইত্যাদি প্রকার।
ভাবরূপা, মহাভাবলক্ষণরূপা আর ॥
চৈঃ চঃ, মধ্য, ২৪ পঃ

এই সকল এখানে প্রেম-গৃহের দ্বার' বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকিবে।

১০। হংস—তু°—

সেই সরোবরে গিয়া মনপদ্ম প্রকাশিয়া
হংসপ্রায় হইয়া রহিব।
নী—৭৭২

১১। তিন গুণ ইত্যাদি—তু°—

"গুণ" শব্দের অর্থ—কৃষ্ণের গুণ অনন্ত।
সৎ-চিৎ-রূপ গুণ—সর্ব্ব পূর্ণানন্দ ॥
চৈঃ চঃ, মধ্য, ২৪ পঃ

১৯-২০। তু°—

অলৌকিক রূপ-রস-সৌরভাদি গুণ।
কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ ॥
ঐ

২১-২৪। এইরূপ উক্তি দীন চণ্ডীদাসের অনেক পদেই পাওয়া যায়। প্রথম খণ্ডের ভূমিকা, ১৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[৪৪৪]

"বন্ধু, কাহে না পায়ল বিন্ধু।

রসের সমুদ্র-কাছে মো সবার বসতি আছে
তুমি তাহে অনাথের বন্ধু॥

তুমি কৃপালু হয়া দিলেহ না দিলে দয়া
কি আর কহিব রাঙ্গা পায়।
এমন পীরিতি-রস মো সবা করিতে বশ
কবে হেন রসেতে না হয়॥

পীরিতি-সায়রে খুজি পাইলুঁ সেহেন নিধি
তাহা প্রভু নিজে কর পান।
সেই রসতত্ত্ব লাগি ভাবে ভক্তগণ যোগী
কারে হেন প্রীত কর দান॥

তুমি প্রভু দয়াময় কহিতে লাগয়ে ভয়
যদি পাই আজ্ঞা এক বাণী।
যবে প্রভু জন্ম নিবে গোকুলে নন্দের ঘরে
গুল্মলতা হইব সে আমি॥

ব্রজে যাবে গোচারণে লয়া বংশী শিশুগণে
নয়ন ভরিয়া যেন দেখি।
আর এক শুন প্রভু দয়া না ছাড়িহ কভু
মরমে মরমে যেন রাখি॥

সে নব কিশোরী সনে রাস-রস জাগরণে
শুনি যেন নপুরের তালি।
যবে ফিরি বনে বনে চাহিব চরণপানে
লাগে যেন চরণের ধূলি॥

তথির কারণে দেবা পাইব চরণ-সেবা
তেই মোরা লতা হৈতে আশে।"
আমার বাসনা এই নিশ্চয় কহিয় সেই
চরণে কহিছে চণ্ডিদাসে॥ ৫০২॥

মাথুর

প্রবেশিকা

ইহার পরে মাথুরের পালা আরম্ভ হইয়াছে। এপর্য্যন্ত কৃষ্ণজন্মের যে আখ্যায়িকা বর্ণিত হইল, তাহা মাথুরের প্রস্তাবনা মাত্র। কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, রাধা তাঁহার বিরহে আক্ষেপ করিতেছেন, সেই সময়ে এক সখী রাধাকৃষ্ণের জন্ম-সম্বন্ধীয় ঐ আখ্যায়িকা বলিয়া রাধাকে সান্ত্বনা দিতেছেন। এইরূপে মাথুরের অবতারণা করা হইয়াছে।

বিপ্রলম্ভ চারি প্রকার, যথা—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং প্রবাস। তন্মধ্যে—"পূর্ব্বে সঙ্গমবিশিষ্ট নায়ক ও নায়িকাদ্বয়ের যে দেশ, গ্রাম, বন ও স্থানান্তরের ব্যবধান হয়, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহাকে প্রবাস কহেন" (উজ্জ্বলনীলমণি)। এই প্রবাসেরই নামান্তর মাথুর। প্রবাস বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক ভেদে দুই প্রকার (ঐ)। তন্মধ্যে কার্য্যানুরোধে দূরে গমনকে বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস কহে (ঐ)। কংসবধের জন্য কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছিলেন বলিয়া এখানে বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাসই বর্ণিত হইতেছে বলা যাইতে পারে, কিন্তু কবি অনেকগুলি পদে "পরবশে" যাইবার কথা বলিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় তিনি অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস বর্ণনা করিবার জন্যই যেন ঐ শব্দটি পুনঃপুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন। "এই প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভে চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তানব অর্থাৎ কৃশতা, মলিনতা, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ ও মৃত্যু এই দশটি দশা ঘটিয়া থাকে" (ঐ)। অন্যত্র—

> অভিলাষচিন্তাস্মৃতিগুণকথনোদ্বেগ-
> সংপ্রলাপাশ্চ।
> উন্মাদোঽথ ব্যাধিজড়তামৃতিরিতি দশাত্র
> কামদশাঃ॥
> (সাহিত্য-দর্পণ, ৩য় পরিঃ)

অর্থাৎ অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকথন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা, এবং মৃত্যু এই দশটি কামদশা। চণ্ডীদাস নানাভাবে পরবর্ত্তী পদ-গুলিতে রাধার এই সকল দশা বর্ণনা করিয়াছেন।

কহে নর্ম্মসখী— "শুন চন্দ্রমুখি,
পুরব বৃত্তান্ত কথা।
হেনক পীরিতি তাহা পাবে কতি
পীরিতি থাকয়ে তথা॥

এইরূপে ভেল পীরিতি-জনম
আখর উঠল তিন।
তোহে তাহে আছে পীরিতি ধরম
ইথে নাহি কিছু ভিন॥
ঐছন পীরিতি তাহার ঘোষণা
রোধ না করহ রাধে।
অনেক জতনে পীরিতি-রতন
পাঞাছ অনেক সাধে॥
এত দুঃখ দেবে মথন করিয়া
পায়ল পীরিতি-লেহা।
হেনক পীরিতি- বিহনে যে জন
কি ছার তাহার দেহা॥
পীরিতি কি রীতি রসের আরতি
না জানে দোসর জনে।"
তোহে তাহে আধ আধ প্রীত দিল
দীন চণ্ডিদাস ভণে॥ ৫০৩॥

---

[৪৪৬]

রাই কহে—"শুন, মরম সজনি,
পীরিতে যাহার চিত।
এবে এত দুখ নহে কোন সুখ
কেমন ধরল রীত॥
পীরিতি কে জানে এমন ধরণ
প্রথমে আছিল ভাল।
শেষে হেন করে নাহিক সংসারে
ভাবিতে পরাণ গেল॥
কি দোষ দেখিয়া সেই হেন পিয়া
মধুপুর দূর দেশ।
স্ত্রীবধ-পাতক ভয় না গণল
হইল পরাণ শেষ॥
আর কি এমন হইব মিলন
সে হেন পিয়ার সনে।
তাহার কারণ পীরিতি আক্ষেপ
করিল আপন মনে॥"
"তারে মিছা রোষ কার নহে দোষ
আপন করমহীন।
যবে শুভদশা মিলয়ে সভার
পাইবে তাহার চিন॥
দেবে কহে হেদে দেয়সি কহল
গণিল অনেক সাধে।
তুরিতে আওব সে নব নাগর
শুনহ সুন্দরী রাধে॥"
একথা শুনিঞা হরষ হইয়া
কহেন একটী বাণী॥—
"কবে গিয়েছিলে দেয়াসির ঘর
আমিত নাহিক জানি॥
নন্দরাজপুরে আছেন দেয়াসি
জানহ তাহার নাম।
বুঝহ কি রীতি ইহার যুগতি
তুরিতে আয়ব ঠাম॥"
রাধার বচনে এক নব রামা
তুরিতে চলিয়া গেল।
সব বিবরণ কানুর কারণ
কহিতে মোহিত ভেল॥
"শুন গো দেআসি, কানুর প্রেয়সি—
আয়লুঁ তোমার কাছে।
বুঝহ কারণ কেমন ধরণ
যেবা তোর মনে আছে॥
দেবী আরাধিয়া হেদে দেয়াসিনি,
শিরেতে চড়াহ ফুল।"
চণ্ডিদাস কহে— শুন বিনোদিনি,
বিহি হব অনুকূল॥ ৫০৪॥

দ্রষ্টব্য—প্রথম ১৬ পঙ্ক্তিতে রাধার চিন্তা-দশা বর্ণিত হইয়াছে, তৎপর সখী কর্তৃক তাঁহার সান্ত্বনা। উজ্জ্বল-নীলমণিতে দূতীপ্রকরণে দৈবজ্ঞাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কবি এখানে তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকিবেন। কৃষ্ণের মথুরাযাত্রার পূর্ব্বেও রাধা স্বপ্ন দেখিয়া দেয়াসী ও গণক দ্বারা ফলাফল জানিতে চাহিয়াছিলেন (প্রথমখণ্ড, ২০৮-০৯ সং পদদ্বয় দ্রষ্টব্য)। ভাষা ও কল্পনা একই প্রকারের বলিয়া এই সকল আখ্যায়িকা যে একই কবি রচনা করিয়াছিলেন তাহা বলা যাইতে পারে।

---

[৪৪৭]

জয়শ্রী

দেবী আরাধন করল জতন
চড়ায়ে মাথায় ফুল।
"কহ কহ দেবি, নিশ্চয় বচন
যদি হবে অনুকূল॥
মথুরা নগরে দূর পরবাসে
গেছেন নাগর-হরি।
যদি বা তুরিত গমন করব
সে নব চতুর-ধারী॥
সমুখ সমহ ? যদি ফুল দেহ
তবে সে জানব ভালি।
তবে সে জানব গোকুল-নগরে
আয়ব সো বনমালী॥
এ সব রচন করত যতন
চড়ায়ে মাথায়ে ফুল ৭
তুরিত করিয়া হরি গৃহে আন
তুমি হও অনুকূল॥"
দাণ্ডায়ে সমুখে সেই সে দেয়াসী
কর যোড়ে আছে কাছে।
"তুমি দিলে বর বালিকা উপর
সস্বামী (?) নিঞা আছে॥
কোন অপরাধে সে হেন নাগর
তেজল রাধার সঙ্গ।
সুখের ঘরেতে দুখ অতি ভেল
তিলেকে হইল ভঙ্গ॥
যদি বা জায়ব গোকুল-নগর
দেহ না মাথার ফুলে।
তবে সে জানব তোমার মহিমা
পূজন করিব ভালে॥"
চণ্ডিদাস বলে— শুন গো সজনি,
দেবীর নাহিক দয়া।
ফুল নাহি নড়ে ভূমে নাহি পড়ে
বুঝিয়া বুঝল ইহা॥ ৫০৫ ॥

---

[৪৪৮]

কানোড়া

"বল দেয়াসিনি, শুনহ ভবানি
পড়ুক মাথার ফুল।
এই নিবেদন তোমার চরণে
রাইএঁ হয় অনুকূল॥
তুমি সে জানহ তোমার গোচর
তুমি যদি কর দয়া।
তুরিত করিয়া দেহ এক ফুল
না কর তিলেক মায়া॥

যদিবা কানাই তুরিতে আয়ব
তেজিয়া মথুরাপুর।
এ চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়ুক আসিয়া
দেহ না মাথার ফুল ॥"
এ বোল বলিতে দেয়াসি দাণ্ডায়ে
যুড়িয়া এ দুই কর।
"যদি বা তুরিতে মথুরা তেজিয়া
কানাই আসিব ঘর ॥"
এ বোল বলিতে গৌরী দিল ফুল
ভাঙ্গিয়া মাথার চূড়া।
সেই নব রামা চলিলা তুরিতে
অতি সে হইয়া চেরা ॥ ৫০৬ ॥

---

[৪৪৯]

সেই নব রামা তুরিতে গমন
চলিলা রাধার পাশে।
কহিতে লাগল সব বিবরণ
রাইয়ের ও মন তুষে ॥
"দেবী দিল ফুল ভেল অনুকূল
পিয়া সে আয়ব ঘর।
একথা অন্যথা নহিব কখন
পাইল মনের সর ॥
পুন এক বলি শুন গো সুন্দরি,
গণক ডাকিয়া আনি।
তাহাকে গণাব আপনার নামে
কি হেতু ইহার শুনি ॥"
"আনহ যতনে গণক ডাকিয়া
গণুক ভালই মতে।
কোন দোষ আছে তার মোর রাস্তে
বুঝিব আপন চিতে ॥"

ডাকিয়া আনিল গণক আইল
সুধাই রাধার রাসি।
পাঁজি পুথি লঞা সুযগ গণক
হরিসে গণিতে বসি ॥
রাধা নাম রাসি তোলাইয়ে আসি
কোন কোন দোষ আছে।
এবার রাস্তেতে গণিতে গণিতে
চণ্ডিদাস আছে কাছে ॥ ৫০৭ ॥

---

[৪৫০]

ধানসি

"একাদশ স্থানে বৃহস্পতি আছে
তৃতীয়াএ আছে শনি।
বুধ বলবান্ দশায়ে আছয়ে
বৎসর ভালই গণি ॥
কেতু রাহু আছে অতি শুভ গ্রহ
মঙ্গল গোচর জানি।"
শুনিঞা আনন্দ ঘুচে মন-ধন্ধ
ভাল সে ভাবিয়া গণি ॥
এ সব গণন গণিয়া গণক
পাইল সুফল দশা।
এ সব বচন শুনিতে রাধার
হইল আনন্দ-আশা ॥
গণক তুষিয়া হরস হইয়া
বৈঠল কিশোরী গোরী।
করের রতন অঙ্গুরি গণকে
তুরিতে দিলেন পেলি ॥

চলিলা গণক আপন মন্দির
হরষ বদন হঞা।
দেয়াসির বোলে গণকের বাণি
এ দুই সমান পাঞা॥
পুনরপি ধনী কহে এক বাণী—
"শুনহ সজনি সই।
আর এক আছে আগ উঠাইতে"—
চণ্ডিদাস গুণ গাই॥ ৫০৮॥

দ্রষ্টব্য—বৃহস্পতি একাদশে থাকিলে ধন লাভ, শনি তৃতীয়ে থাকিলে শক্রনাশ ও বিত্তলাভ, ইত্যাদি।

---

[৪৫১]

"কহিএ সজনি, শুন এক বাণী
আনহ ধবল ধান।
আগ উঠাইব বিচার করিব
ইহাতে নাহিক আন॥"
শুক্ল ধান আনি ভূমেতে থুয়ল
সে নব কিশোরী রাই।
"যদি গৃহে মোর কানাঞি আসিব
তুরিতে কহিবি তাই॥"
এ বোল বলিয়া আগ উঠায়ল
বিজোড় নাহিক হয়।
জোড়ে জোড়ে ধান উঠল সমান
বুঝিল মঙ্গল হয়॥
চণ্ডিদাস বলে— তুরিতে মিলব
কিশোর নাগর কান।
শুতলি মন্দিরে সখীগণ রঙ্গে
সরল হইল মান॥ ৫০৯॥

দ্রষ্টব্য—মানও বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত একপ্রকার বিরহদশা। উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে—

দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে॥

অর্থাৎ—পরস্পর অনুরক্ত এবং একত্র অবস্থিত দম্পতীর অর্থাৎ নায়কনায়িকার স্বীয় অভিমত আলিঙ্গনাদি রোধকারীকে মান কহে। সূত্রে আদি শব্দ প্রয়োগহেতু পৃথক অবস্থানেও মান সম্ভব হয়। কবি এখানে শেষোক্ত মানই বর্ণনা করিয়াছেন। এই মানে নির্ব্বেদ, শঙ্কা, অমর্ষ, চপলতা, গর্ব্ব, অসূয়া, গ্লানি, চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারিভাব হয়। এইরূপ কয়েকটি লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। সাম, ভেদ, ক্রিয়া প্রভৃতি দ্বারা এই মানের উপশম হয়। সখীদ্বারা উপালম্ভ প্রয়োগেও মান লয় প্রাপ্ত হয়। কবি প্রথমে সখী দ্বারা সান্ত্বনাবাক্যাদিতে, তৎপর এখানে ধানের আগ উঠানাদি ক্রিয়াতে রাধার মানের সরলতা সম্পাদন করাইয়া পদশেষে বলিয়াছেন—"সরল হইল মান।" একত্রাবস্থানকালীন মান অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে।

---

[৪৫২]

রাগ শ্রী

সেই যে মন্দিরে শুতলি কিশোরী
কিছু হয়ে এক মনে।
পুরুব পীরিতি যখন করিল
কালিয়া কাঁনুর সনে॥
বন্ধুর চূড়ার মাণিক পুতলি
পুরুবে পড়িয়াছিল।
সেই সে পুতলি যতন করিয়া
সম্মুখে রাখিয়া দিল॥

সেই সে মাণিক পুতলি দেখিয়া
সে নব সুন্দরী রাই।
নিজ কোরে করি মান উপজল
কুরঙ্গ নয়নে চাই॥
আপন নীলের বসন দেখিয়া
কানু পড়ি গেল মনে।
বিষম বিরহ উপজিল অতি
কিছুই নাহিক মনে॥
ধরণী উপরে পড়ল সুন্দরী
চিত্রের পুতলি হেন।
ধূলাএ ধূসরি নবীন কিশোরী
সোনার প্রতিমা যেন॥
লোরে ঢল ঢল বহিয়া চলিল
সঙরি পিয়ার গুণে।
পুরুব পীরিতি সুখের আরতি
সে সব পড়িল মনে॥
নয়নের জল বহে অনিবার
তিতঁল অঙ্গের চীর।
চণ্ডিদাস বলে— ধৈরজ ধরহ
ক্ষেণে চিত কর থির॥ ৫১০॥

দ্রষ্টব্য—পূর্ব্বস্মৃতিও বিরহাবস্থা আনয়ন করে। এখানে প্রথমতঃ কৃষ্ণের চূড়ার পুতলি দেখিয়া রাধার মনে পূর্ব্বপ্রণয়ের স্মৃতি জাগরিত হইয়াছে, তৎপর নিজের নীল বসনের প্রতি দৃষ্টি পড়াতেও বর্ণসাদৃশ্যে কৃষ্ণের কথা মনে উদিত হওয়াতে রাধা বিরহে সন্তপ্ত হইতেছেন। তাহারই ফলে অশ্রুবিসর্জ্জন। ইহা বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত স্মৃতি-দশার উদাহরণ (৪৪৫ সংখ্যক পদের পূর্ব্ববর্ত্তী "প্রবেশিকা" দ্রষ্টব্য)।

---

[৪৫৩]

বরাড়ি

ক্ষেণেকে রোদন ক্ষেণেকে বেদন
ক্ষেণেকে নিশ্বাস নাসা।
ক্ষেণেকে চেতন ক্ষেণেকে অস্থির
ক্ষেণেকে কহেন ভাষা॥
মনের হুতাশে নিশ্বাস সহিতে
নাসার বেসর খসে।
চান্দ মুখখানি মলিন হইছে
জেনক নাহিক রসে॥
কোটি চাঁদ নিছি কি তার গণনা
জাহার বদন শোভা।
চাঁদের ভরমে চকোর লালসে
পাইতে সুধার লোভা॥
সে বর বিধুর এমতি দেখিএ
যেমন আন্ধার লাগে।
"উঠ উঠ"—বলি বলে কোন নারী—
"দেখিতে ভয় যে লাগে॥
নিকট ভেটব সে বর নাগর
ধৈরজ ধরহ রাধা।
সে বর কিশোরী খিন তনু ভেল
সকল করল বাধা॥"
চণ্ডিদাস বলে— নিকটে মিলব
সে বর রসিক কান।
হের কমলিনি, জে শুভ দেখিল
মনে না ভাবিহ আন॥ ৫১১॥

দ্রষ্টব্য—এই পদে রাধার চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, মলিনতা প্রভৃতি দশা বর্ণিত হইয়াছে। মলিনতা যথা—

হিমবিসরবিশীর্ণাম্ভোজতুল্যাননশ্রীঃ
খরমরুদপরজ্যদ্বন্ধুজীবোপমৌষ্ঠী।

অধহরশরদর্কোত্তাপিতেন্দীবরাক্ষী
তব বিরহবিপত্তিম্লাপিতাসীদ্বিশাখা ॥
(উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধৃত মলিনাঙ্গতার দৃষ্টান্তে)

হিমসংপৃক্ত পদ্মের ন্যায় শীর্ণ মুখশ্রী, খরতর বায়ুর সংসর্গে বন্ধুজীবের ন্যায় শুষ্ক ওষ্ঠ, শরতের তাপে তাপিত কুমুদপুষ্পের ন্যায় মলিন বদন, ইত্যাদি।

পঙ্-৭-৮। রাধার মুখচন্দ্র এখন বিষাদে রসহীন বস্তুর ন্যায় বিবর্ণ হইয়াছে।

৯-১৪। যাঁহার মুখ শোভায় কোটি চন্দ্রকেও পরাজিত করে, এবং যে মুখ দেখিয়া চকোর চন্দ্রের ভ্রমে সুধার জন্য লালায়িত হয়, সেই অনুপম মুখচন্দ্র এখন যেন অন্ধকারে আবৃত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

---

[৪৫৪]

কেদার

"রাধা, তুমি জানহ কি রীতি
বিরহ-বেদনা মনে জানিবা তেজহ প্রাণে
বুঝিলাম হেন তার গতি ॥
অনেক তপের ফলে বিধি দিয়াছিল ভালে
পুন তাহা করিল নৈরাস।
করম-লিখন জে খণ্ডাইতে পারে কে
ঘুচিল সকল সুখ-আশ ॥
স্ত্রীবধ-পাতক-ভয়ে তার কিছু মনে নয়ে
পাসরিল এ সকল লেহা।
অবলা বধিতে হেন না দেখিয়ে কোন জন
জনম দুখেতে গেল দেহা ॥
পরিণামে এই ভৈল পরাণ সংশয় ভেল
কুল শীল গেল এতদূর।
হরি হরি করি প্রাণ বারে করে আনচান
তারে কহে দয়ার ঠাকুর ॥
বাঢ়াইয়া অতি প্রীতি এবে করে অনুর্চিতি
পরিণামে পরাভব সারা।
সেখানে পরের বসে কুবুজায়ে রতি-রসে
ঐছন তাহার ভেল ধারা ॥"
মরম সখীর বাণী শুনি রাধা ঠাকুরানি
কহে পুন তাহার উত্তর।—
"সে জদি নিঠুর ভেল তাহার উত্তর বল
ইহার ঘুচাব আর ঘর ॥
জাহার লাগিয়া সুখ সেই ভেল বিমুখ
ঐ তনু তেজিব গিয়া জলে।"
চণ্ডিদাস কহে সারা বুঝিল তাহার ধারা
পরতিত কর মোর বোলে ॥ ৫১২ ॥

দ্রষ্টব্য—বিপ্রলম্ভের শেষ দশায় মৃত্যু। কবি এখানে রাধার প্রাণত্যাগের সঙ্কল্পের উল্লেখ করিয়া প্রকৃত পক্ষে তাঁহার বিরহের শেষ দশাই বর্ণনা করিয়াছেন।

---

[৪৫৫]

কানোড়া

সো বর নাগর কান।
নিশির শয়নে দেখিল সপনে
সুবল আয়ল ঠাম ॥
"সুনহ সুবল, কি আজু দেখল
সো বর রঙ্গিনী রাই।
গোকু[ল] হইতে আইলা তুরিতে
স্বপনে দেখিল যেই ॥

পুরুব পিরিতি সুখের আরতি
অতি সে কৌতুক-রসে।
রাই করে ধরি বসাই সে বেরি
করই অনেক বেশে॥
রাইয়ের কুন্তল বনাই সুন্দর
মাখাই কুসুম-গন্ধে।
নানা ফুলদাম অতি অনুপাম
দুসারি বকুল ছান্দে॥
মুকুতা গাঁথিয়া দুপাশে খেচনি
দিয়া মাণিকের চুনি।
কুন্তল বেনান অতি সুসোভন
যেমন দেখল ফণি॥
সিথায়ে সিন্দূর অতি বিলক্ষণ
চৌদিকে চন্দনবিন্দু।
তা দেখি আকাশে ১ লজ্জিত হইলা
লাখে সসোধর বিন্দু॥
গলে গজমোতি কিবা সে সুভাতি
কাঁচলি উপরে পড়ে।
সোনার কাঁচলি দুধারে মুকুতা
গাঁথি পরায়ল তারে॥
দেখ অদভুত যেমন দামিনী
চটকে অগোরের ঘটা।
নিতম্বে সোনার ঘুঘুর দিয়াছে
কি কহিব তার ছটা॥
নিল বাস অতি উড়নি সুন্দর
ধরিয়া আপন করে।
রতন নুপূর দেয়লি সুন্দর—"
চণ্ডীদাস ইহা ভনে॥ ৫১৩॥

পুথির পাঠ :—

১ য়্যাবাসে

দ্রষ্টব্য :—পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলিতে রাধার বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু "বিপ্রলম্ভে শ্রীকৃষ্ণেরও ঐ সকল দশা সময়ে সময়ে অনুভূত হইয়া থাকে" (উজ্জ্বলনীলমণি, প্রবাস-প্রকরণ)। অতএব কবি এখানে শ্রীকৃষ্ণের বিরহদশাও বর্ণনা করিতেছেন। রাধাকে স্বপ্নে দেখিয়া তাঁহারও পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইয়াছে। স্বপ্নে রাধার স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা-অবস্থার পরিকল্পনা রহিয়াছে।

---

[৪৫৬]

জয়শ্রী

"হেন বেলা নিদ ভাঙ্গিল ত্বরিত
শুনহ সুবল সখা।
নিসির সপন না হয়ে কখন
পুন সে নাহিক দেখা॥
দেখিতে দেখিতে কতি গেল দুখ
ভৈগেল প্রেমের লেঠা।
এই সে দেখল নিশি অবশেষে
পসিল দারুণ জাঠা॥
কে বলে পিরিতি অতি সুখময়
তিলেক নাহিক সুখ।
ভাবিতে গুণিতে পিরিতি মুরুতি
পরিণামে এত দুখ॥"
এ বোল বলিতে সুবল সঙ্গেতে
কহিতে কাহিনি জত।
সুবল না দেখি নিসির সপন
সেহ ভেল অনুচিত॥
ঐছন সপন দেখল ভৈগল
ভাঙ্গল দারুণ ঘুমে।
উঠিয়া বৈঠল সকল নৈরাশ—
"কিবা সে দেখিয়ে ভ্রমে॥

কোথা না দেখল সোনার নাগরি
কোথাহ সুবল মোর।"
নিশির সপন মিছাই গণন
চণ্ডীদাস শুনি ভোর ॥ ৫১৪ ॥

---

[৪৫৭]

ভৈরবী

নিসির সপন দেখল সঘন
বিস্মিত হইল বড়ি।
দিয়া দরসন পুন সে গমন
এ কথা বিসম বড়ি ॥
রাধার দরশ করল পরশ
অতি সে মগন চীত।
জেমত জলের বিম্বিক মিলায়ে
তাহার তৈছন রিত ॥
উঠি সুনাগর গুণের সাগর
চিন্তিত হইয়া রয়।
কিবা দেখি আজি নিসির সপন
কহিলে কি জানি হয় ॥
সপন গমন সত্য নহে কভু
ইহাই দেখল মনে।
নিসি অবশেষে কথার আলাপ
সুবল সাঙ্গাত সনে ॥
ঐছন কিশোরি দেখল তখন
পুন দরসন নাঞি।
বিস্মিত হইলা শ্যাম নটরাজ
কহব কাহার ঠাঞি ॥

চণ্ডীদাস বলে— শুনহ নাগর,
বেদের বিহিত কয়।
নিশ্চয় সপন রাই ভাগ্য কভু
সয়ে এক সাঁচা হয় ॥ ৫১৫ ॥

শেষ পঙ্‌ক্তি :—তু°—"শয়ে এক সাঁচা আছে" (২০৮ সং পদ)।

---

[৪৫৮]

তথা

সপন দেখিয়া রাধার বরণ
ভাবয়ে রসিক রায়।
অতি সদুখিত হইলা বেকত
কিছুই নাহিক ভায় ॥
সে বর নাগর গুণের সাগর
ভাবিতে রাধার রূপ।
বিরহ উঠল তৈখন হইল
বিসম লেঠার কুপ ॥
পুরুব পিরিতি মনে পড়ি গেল
সম্বিত না লয়ে চিতে।
মধুর মুরুলি বদনে লইয়া
আকুল করল গিতে ॥
"রাধা রাধা রাধা তুমি অনুরাধা
দিয়া সে দরশ আসা।
পুন গেলা কতি রাই রসবতি
পাইলা এ ফল ভাসা ॥"
খেনে খেনে খেনে মুরুলির গানে
সঙ্কেত বলিয়া বাজে।
মথুরা নাগরী শুনিয়া মুরলী
তাহারা দেখিতে সাজে ॥

তা দেখি অধিক মনে পড়ি গেল
পুরুব রসের কেলি।
অধিক বিরহ তাথে উপজল
হৃদয় ভিতর জারি॥
তাথে এক নব রামার সুঠান
তার নাম কহে রাধা।
সে কথা জখন শুনল শ্রবণে
তাহে ভেল অনুরাধা॥
"বৃখভানুসুতা সে বা রহে কোথা"
ঐছন উঠল চিতে।
"তার না[ম] রাধা গোকুল-নগরে
সে মোর পরাণ রিতে॥"
সেই সে বিরহ উঠয়ে দিগুন
চিত স্থির নাহি মানে।
মুদিয়া নয়ন কাঁপয়ে বয়ান
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥ ৫১৬॥

দ্রষ্টব্য—কবি এখানে স্বপ্নবর্ণনায় নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ স্বপ্নে রাধাকে দর্শন, তৎপর তাঁহার চিরসখা সুবলের সহিত কথাবার্ত্তা, তৎপর বংশীবাদন শুনিয়া মথুরার রমণীগণের আগমনে ব্রজলীলার স্মৃতির উন্মেষ, আর ঐ রমণীগণের মধ্যে এক জনের নাম রাধা জানিতে পারায় রাধার জন্য ব্যাকুলতার বৃদ্ধি। ব্রজলীলা-সম্পর্কিত প্রধান নরনারীগণের চিত্র এইরূপে কবি শ্রীকৃষ্ণের মানসপটে প্রতিফলিত করিয়াছেন, এবং ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বিরহের তীব্রতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রবাসকালীন স্বপ্নে নায়কনায়িকার সম্মিলন সম্পন্ন-সম্ভোগের অন্তর্গত (পরবর্ত্তী ৪৬২ সংখ্যক পদের টীকা দ্রষ্টব্য)।

---

[৪৫৯]

কর্ণাট

"শুন শুন প্রাণের উদ্ধব।
হেন চিত আছে মোরা বুঝয়ে এমতি ধারা
গোকুলেতে করহ উদ্ভব॥
লইয়া সন্দেশ হার ঝট কর আগুসার
তবে চিত স্থির করি মানে।
কহিবে জতন করি তুরিতে আওয়ব হরি
পাছে ধনি তেজয়ে পরাণে॥
সে নব কিসোরি গৌরী চিতে পাশরিতে নারি
গোপেতে গুমরি এই চিতে।
অবলম্ব করি তাই বাঁশীতে সুচারু গাই
রাধা নাম বলি যে বেকতে॥
সে মোর তনুর সম তা বিনু দেখয়ে ভ্রম
সে মোর ভজন তনুধারি।
বিসম কংসের মতি রাখিতে জগতে খ্যাতি
তারে বধিবারে মধুপুরি॥
ভাবিতে রাধার গুণ পাঁজরে বিন্ধিল ঘুন
হিয়া বিন্ধে সো হেন নাগরি।
আমার বিরহ পাঞা না জানি কি আছে জিয়া
সেই মোর নবিন নাগরি॥
লইয়া সন্দেশ মালা দেহ লঞা শুভ বেলা
কহিবে বচন দুই চারি।
তুরিতে জাইয়া দেখ কি কাজ বিলম্বে থাক
যাহ ঝট গোকুল-নগরি॥"
শ্যামের বচন শুনি উদ্ধব মনেতে গণি—
"শুন প্রভু মোরে কর দয়া।
দেহত সন্দেশ মাল"— লইয়া উদ্ধব ভাল
চলে পথে গোবিন্দ ধেয়াইয়া॥

চণ্ডিদাস অতি সুখী মনের আনন্দে দেখি
রাধার করিতে উদ্দেশ।
ধাইয়া চলল পথে রাধারে বারতা দিতে
গাইতে রাধার গুণ যশ ॥ ৫১৭ ॥

দ্রষ্টব্য —উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে—

অত্র শ্রীযদুসিংহেন প্রেয়সীভিরমুষ্য চ।
প্রেষণং ক্রিয়তে প্রেম্না সন্দেশস্য পরস্পরং ॥

অর্থাৎ—এই প্রবাসে শ্রীকৃষ্ণ ও প্রেয়সীগণ কর্তৃক প্রেমবশতঃ পরস্পর সন্দেশ প্রেরণ করা হয়। ইহা অবলম্বন করিয়া গোস্বামিগণ "হংসদূত" ও "উদ্ধবসন্দেশ" নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন। কবি এখানে উদ্ধবের দৌত্য বর্ণনা করিতেছেন।

---

[৪৬০]

হেনই সময়ে কাক কহিতে লাগল ডাক
বসিয়া মন্দির শিরে রহে।
হেন বেশে আর কাক কাহে কহ লাখ ডাক
আহার বাটিয়া খায় দুহে ॥
কহে কত নানা বোল করে বহু উত্তরোল
বদনে বদনে করে ডাক।
দেখিয়া কিশোরি গৌরি সখিরে পুছয়ে বেরি
"সুভাসুভ দেখি এই বেলা ॥
আচম্বিতে আসি কাক কহয়ে বহুত ডাক
কি হেতু ইহার দেখ জানি।
বুঝিহ ইহার গতি শুনহ যুবতি সতি
কি সবদ দেখি ইহা সুনি ॥"
তাহা দেখি এক সখী— "হেদে কাক কহ দেখি
যদি গৃহে আয়ব কানাঞি।
উড়িয়া বৈঠহ ঠায় আসিব গতিক প্রায়
উড় দেখি বৈস এক ঠাঞি ॥"
উঠিয়া বৈঠল কাক করয়ে বদন ডাক
জার গৃহে বসিলা তুরিতে।
চণ্ডিদাস কহে—"রাই নিশ্চয় কহিয়ে এই
বুঝিলাঙ সুভাসুভ চিতে ॥" ৫১৮ ॥

---

[৪৬১]

রাগশ্রী

শুনি কাকবানি কহে বিনোদিনি—
"হরি কি আঅব ঘরে।
এ ঘর হইতে ওঘর বৈঠল
বুঝিনু কাজের ছলে ॥
মাথুর তেজিয়া সেই বিনোদিয়া
আসিব বলিতে উড়ে।
কাক-কলরব আহার বাটিল
ওষ্ঠ হৈতে খসি পড়ে ॥
সুভাসুভ দেখি শুনহ যুবতি
মাধব আয়ব গেহা।
পুন সুভদিন দেখি তার চিন
আজু সে বুঝল নেহা ॥"
দেখিয়া আনন্দ হইল রাধার
কানাই আসিব ঘর।
তুরিতে আয়ব রসিক নাগর
মনেতে জানিল সার ॥

এ সব বচন   করিল রচন
দুই চারি সখি মেলি।
চণ্ডীদাস বলে—   নিকটে মিলব
মনেতে জানিল ভালি ॥ ৫১৯ ॥

---

[৪৬২]

নটনারায়ণ

"শুন গো মরমসখি তোরা।
নিশি অবশেষ কালে   ঘুমে অচেতন ভালে
সপনে দেখিল চিতচোরা ॥
একে নবঘনস্থাম   পিতবাস অনুপাম
বান্ধা চূড়া নানা ফুল দিয়া।
হাসিয়া নাগর রায়   আসিয়া বৈঠল ঠায়
দুটি করে কর আরোপিয়া ॥
একে হাম বিরহিনি   কহিল কঠিন বানি
কোপে দিল কর ছাড়াইয়া।
পুনরপি করে ধরি   সেই না রসিক হরি
বসাইলা জতন করিয়া ॥
সুতল চতুর হরি   মোহে নিজ কোরে করি
আলিঙ্গন করি আচম্বিতে।
দারুণ কোকিল-নাদ   মনে না পুরল সাধ
বুঝিলাঙ হইল প্রভাতে ॥
যেমন সতিনি প্রায়   সঘনে ডাকয়ে রায়
মনে না পুরল কোন আসা।
ননদিনি পাপমতি   জানয়ে দেখিয়ে কতি
হেন বুঝি নিসি ভেল উষা ॥
তুরিতে রসিকরাজ   রাখিয়া নপুর সাজ
বড় দুখ রহল মরমে।
হেনক সময়কালে   ভাঙ্গি সুখ অবহেলে
মেলি আঁখি দূর গেল ঘুমে ॥
নিসির সপন এই   দেখিল মরম সই
পিয়া সনে না পারি বঞ্চিতে।"
চণ্ডীদাস বলে বানি   মিলিব নাগর-মনি
হেন বুঝি আসিব তুরিতে ॥ ৫২০ ॥

দ্রষ্টব্য—উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে—"রূঢ়ভাবে বিপ্রলম্ভসম্বন্ধীয় সম্ভোগ উৎপন্ন হয়, এই সম্ভোগে আনন্দরাশির পরম অবধি পর্য্যন্ত জানিতে হইবে, এবং এই ভাবে বিরহ ঘটিলে তজ্জন্য দ্বিগুণ পীড়া হয়" ইত্যাদি (ঐ, বহরমপুর সং, ৯৪৯ পৃঃ)। স্বপ্নবিষয়ে হরির প্রাপ্তিবিশেষকে গৌণ সম্ভোগ বলে (ঐ, ৯৬৪ পৃঃ), আর প্রবাসাগত কান্তের সহিত মিলনে সম্পন্নসম্ভোগ হয় (ঐ, ৯৪৬ পৃঃ)। অতএব এই পদে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৫৫-৫৮ সংখ্যক পদগুলিতে গৌণ সম্পন্নসম্ভোগ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

পরাধীনত্ব প্রযুক্ত নায়কনায়িকার পরস্পর বিচ্ছেদ এবং তাহাদের দর্শন দুর্ল্লভ হইলে যে অতিরিক্ত সম্ভোগ হয়, তাহার নাম সমৃদ্ধিমান-সম্ভোগ। এই পালাতে শ্রীকৃষ্ণের "পরবশের" উল্লেখ থাকাতে এখানে গৌণসমৃদ্ধিমান সম্ভোগও বর্ণিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত—কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলেও স্বপ্নচ্ছলে বৃন্দাবনে আগমন করত বলপূর্ব্বক আমাকে রমণ করিতেছেন (হংসদূত)।

---

[৪৬৩]

"আজু বড় মোর   শুভদিন ভেল
কানুরে দেখিআছি।
মথুরা হইতে   আইল গৃহেতে
পিয়ারে দেখিআছি ॥

আজু নিজ দেহ দেহ করি মানি
আজু গেহা ভেল গেহা।
নিসি ভেল অতি নিসি করি মানি
লেহা করি মানি লেহা॥
আজু মলয়-গিরি মন্দ পবন বহু
আকাশে উদিত হউ চন্দা।
অবহু মউরগণ নাদ সাধে করু
কোকিল কুহহু ধন্ধা॥
চামরু চামর ধরিয়া সুন্দর
বাধুলি হউ রূপবান।”
চণ্ডীদাস বলে— ঐছন জানত
তুরিতে ভেটব তোহে কান॥ ৫২১॥

দ্রষ্টব্য—বিদ্যাপতির “আজু রজনী হাম” ইত্যাদি পদের অনুকরণে এই পদ রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

---

[৪৬৪]

যথারাগ

সখি হে, আজু রজনি সুভ ভেলা।
কানু আয়ব ঘর হেন মনে লাগল
পায়ব ফল অতি ভেলা॥
গণি গণি বচ্ছর আয়ব রে হরি
কবহু না শুভ দশা ভেলি।
ঘাটত বর কান আনন্দ সানন্দ
মোহে দরশায়লি ভালি॥
অমঙ্গল বিঘিনি ঘাটত পড়ু বাধক
সৌরভ তেজত গন্ধ।
সুস্কহি কাষ্ঠ তরূপর বৈঠত
কাক গিধির বন্ধ।
দিনহুঁ পড়ত কত কতহুঁ বরজপতি
দেখল দিন মাহ।
অব নিশি রজনি ফুয়ল করি মানল
হেরলুঁ তাকর দেহ॥
চন্দন-গন্ধ গন্ধ ভেল মোহিত
কোকিল সুমধুর জান।
বাম নয়ন ঘন করতহি স্পন্দন
হেরলুঁ তছু অবধান॥
বিপিন গহন জত আছিলহি মুদিত
সবহুঁ খিন তনু মেলি।
খঞ্জন পাখি কমল পর দেখলি
অতি তনু আনন্দ ভেলি॥
কদম্ব তরুয়া ছিল বিরহ মদন হেন
সো ভেল সরস মান।
চণ্ডীদাস কহে— শুন, ধনি সুন্দরি,
তুরিতে মিলাঅব কান॥ ৫২২॥

দ্রষ্টব্য—এই জাতীয় ব্রজবুলির পদ চৈতন্যপরবর্ত্তী যুগেই রচিত হইতে পারে।

---

[৪৬৫]

এ সখি শুন মোর বোল।
হরি আজু মিললি কোল॥
দেখহুঁ রজনিক শেষ।
আজু সভে পূজহ মহেশ॥
পূজহ যত দেবি দেবা।
তাকর সভে কর সেবা॥
মঙ্গল গায়ত মেলি।
সবে মেলি দেয়ত তালি॥

গায়ত বায়ত ঘন ঘোর।
ধূপ দীপ লেহ গোচর ॥
চিনি নারিকেল দুগ্ধ লেই।
খণ্ড আতব করু তা'ই ॥
পূজহ পশুপতি দেবা।
তব ধনি করতহি সেবা ॥
মঙ্গল ঘট পরিপূর।
রাম-কদলি রোপ দূর ॥
নগরে বাজাহ ভেরু জোড়।
দগড় ডিণ্ডিম ঘন ঘোর ॥
গাথই বনমালা জোর।
চণ্ডীদাস ভেল ভোর ॥ ৫২৩ ॥

---

[৪৬৬]

কানোড়া

সখি কহে—"শুন ধনি, রমনির শিরোমণি,
স্নুভ দশা জানল এখন।
নিসির সপনে জদি দেখিয়াছ গুণনিধি
তব হরি আয়ব ভবন ॥"
হরয-বদন ধনি কহয়ে কিছুই বানি—
"কোকিল সতিন সম ভেল।
করিতে রসের সুখ হেন বেলে দিলে দুখ
আচম্বিতে ডাকিয়া উঠল ॥
ভালই তাহার কাজ সে রসে পড়িল বাজ
হইব অক্ষটিয় বিনাসি।
হেনক ভাবিল মনে তারে রাখে কোন জনে
গলাএ ধরিয়া দিব ফাঁসি ॥
জতেক লোকিল আছে গিয়া সে তাহার কাছে
ধরিব জতেক পিকগণে।
সভারে করিয়া জড় মারিতে কর্য়াছি দড়
যমুনাতে ডুবাব জতনে ॥
বিনাশ করিব তারে এ দুঃখ কহিব কারে
সেই ভেল রিপুর সমান।
সুখেতে করিল দুঃখ না হল মনের সুখ
শুনি রব উঠি গেল কান ॥
মনেতে হইল ভয় ননদিনী পাপাশয়
দুর্ম্মতি বিঘিনী কুলকাটা।
ভাঙ্গিল নয়ন-নিন্দ গেলা তেজি গোবিন্দ"—
চণ্ডীদাস ভাবে লেঠা ॥ ৫২৪ ॥

টীকা

পঙ্ক্তি—১০। অক্ষটিয়—সং-আখেটক হইতে ব্যাধ বা শিকারীসদৃশ অর্থে। তুং—"সুখে রাজ্য করিতে অক্ষট হইল কাল" (কবিকং চণ্ডী)। বিনাসি—বিনাশী, সংহারকারী।

---

[৪৬৭]

রাগ তথা

পুন কি এমন দশা মোর।
পিয়া কি করব নিজ কোর ॥
আর কি ডাকব বনমালি।
পুন হব রস-রাস কেলি ॥
দেবে কহে গণক গণিঞা।
সপনে দেখিনু আজু পিয়া ॥
তবে সে করম-ফল মানি।
এ কথা অন্যথা না হয় জানি ॥

দেখি চণ্ডীদাস কয়।
নিকটে মিলব রসময় ॥ ৫২৫ ॥

---

[৪৬৮]

কর্ণাট

হেনক সময়ে রথ আরোহণে
আইল উদ্ধব মতি।
উদ্ধব আনন্দ মনে রসানন্দ
তাহা না কহিব কতি ॥
গোকুল-নগরি প্রবেশিলা আসি
গোধুলি সময় কালে।
প্রেমে গদ গদ কহে আধ আধ
কাতর হইয়া বলে ॥
এক সহচরি বাহির দুয়ারে
দেখিয়া সুচারু রথ।
ধাইয়া সে সখি তুরিতে চলয়ে
নাহি দেখি জেন পথ ॥
আপনার অঙ্গ আপনি না চিনে
তুরিতে যাইয়া কয়।
"এতদিন দুখ সুক করি মানি
ঘরে য়াল্য রসময় ॥"
কিশোরি বিশোরি কানুর বিরহে
ভাবনা করিতে ছিল।
হেন বেলে সখি মুখেতে শুনিঞা
তুরিতে বাহির হল্য ॥
রাই কহে—"শুন কেমন ধরণ
কি হেতু ইহার সুনি।"
সখী সব কথা কহিতে লাগল
সব বিবরণ বানি ॥
"নিকট দুয়ারে রথ-আরোহণে
আয়ল রসিক কান।"
পুলক বদনে চাহে সখি পানে
চণ্ডীদাস গুণ গান ॥ ৫২৬ ॥

দ্রষ্টব্য—ভাগবতের দশমস্কন্ধের ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণের বর্ণনা রহিয়াছে।

---

[৪৬৯]

রাগশ্রী

ধনি কহে—"দেখ বাহির দুয়ারে
কানু কি [আ]য়ল গেহা।
আজু সে রজনি সফল মানিয়ে
তবে সে সফল দেহা ॥"
গিয়া এক সখা দেখল তুরিতে
নিসিতে লখিতে নারে।
"তুমি কোন জন বলহ বচন
কে বট রথের'পরে ॥"
বিনতি আরতি অনেক প্রকারে
কাতর বচনে বলে।
* * * *
"কোথা না আছয়ে স্যামের প্রেয়সি
রাধা বলি তার নাম।
তাহারে দেখিতে মোরে পাঠায়ল
সো·বর নাগর স্যাম ॥"
স্যাম-পরসঙ্গ শুনিতে সে ধনি
অঙ্গ পুলকিত ভেল।
মৃত তরু যেন বারি ঢাড়ি পাল্যে
সে তরু মুঞ্জরি গেল ॥

পুলকে পুরল শ্যাম নাম শুনি --
"কহ কহ পুন বোল।
বহু দিন পর কানু নাম শুনি
তনু মুগধল মোর॥"
"শুনহ সুন্দরি নবিন কিশোরি
শ্রবন পরশি শুন।
মোরে পাঠায়ল তোমারে দেখিতে
কি রিতি দেখিবে হেন॥
কানুর আদর দেখিয়ে জেমন
কহিতে কহিব কতি।
অনেক প্রকারে প্রবন্ধ বুঝাত্যে
আমি সে আইলুঁ ইথি॥
সে নব নাগর গুণের সাগর
তোমার বিরহে আধা।
সুইতে বসিতে দিগ নেহারিতে
সদাই দেখয়ে রাধা॥
তোমার বিরহে কাতর দেখিয়া
তেঞি পাঠায়ল মোরে।
দশমি দশার অবশেষ শুনি
কানু সে কাতর ভালে॥"
চণ্ডীদাস বলে -- ঐছন দেখল
সে হরি কাতর বড়।
দোহে এক তনু ভিনু সে ভৈগল
বুঝিতে বিষম বড়॥ ৫২৭॥

টীকা

পঙ্—৭-৮। গোপীরা রথ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন— "এ কাহার রথ?" ভা, ১০।৪৬।৩৬)। অন্যত্র— "এ ব্যক্তি কে?" (ভা, ১০।৪৭।২)।

৯-১০। গোপীগণ বিনয়াবনত হইয়া সলজ্জহাস্য, সুমিষ্ট বচনাদি দ্বারা তাঁহার সৎকার করিলেন (ভা, ১০।৪৭।২)।

———

[৪৭০]

কামোদ

"কি নাম তোমার বলহ বচন
সুনিয়ে শ্রবণ ভরি।"
পুন সে সরল হইল গরল
সো নব কিশোরি গোরি॥
এই যে আছিল অঙ্গের পুলক
শুনিঞা শ্যামের নাম।
ক্ষেণেকে ভৈগেল আর দশা ভেল
কি রস ইহার নাম॥
রসের আরতি কি জানি পিরিতি
রসের উপরে রস।
প্রধান বসতি আট রস তথি
যাহাতে করিল বস॥
তার তর তম ছাপ্পান্ন রসের
তিন সে আছয়ে রিত।
বিপ্রলম্ভ সনে এ সব আক্ষান
প্রধান করিয়া মান (?)॥
তবে যে বলিবে কলহান্তরিত
এখানে কিরূপে হয়।
গোচর নহিলে কিরূপে হইল
রসাভাস মাত্র হয়॥
ব্যাসের রচন বেদের বচন
তাহাতে রাখহ মতি।
বৃন্দাবন তেজি পদ নাহি চলে
নাগর আছয়ে ইথি॥
নেত্রের গোচর না হয়ে গোচর
গোচর দেখিল জবে।
স্বরস হইয়া বিরস বদন
বিরহ হইল তবে॥

এ রস বুঝিতে আন সে নারয়ে
ব্যাসের বচন ভাসে।
বিচার করিতে অনেক সকতি
কোন জন বুঝে শেষে ॥ ৫২৮ ॥

টীকা

পঙ্‌—১১-১৬। মধুরা রতি বিভাবাদি দ্বারা আস্বাদনীয় হইলে মধুররস নামে অভিহিত হয়, আর শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের লীলা-বিষয়ই শৃঙ্গার-রসের পরম উৎকর্ষ (উজ্জ্বলনীলমণি, নায়কভেদ প্রকরণ)। লীলার বিষয়ীভূতা রমণীমাত্রেরই আট প্রকার অবস্থা হয়, যথা—অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা ইত্যাদি। আবার ব্রজেন্দ্রনন্দনে প্রেমের তারতম্য প্রযুক্ত উক্তপ্রকার নায়িকা সকলের উত্তমা, মধ্যমা, কনিষ্ঠা ইত্যাদি ত্রিবিধ ভেদ হয় (ঐ, নায়িকাভেদ প্রঃ)। অতএব নায়িকা সকলের অবস্থাভেদে (৮×৩=) ২৪ প্রকার রসের সৃষ্টি হইয়া থাকে। আবার বিপ্রলম্ভ, পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য ও প্রবাস ভেদে চারি প্রকার, এবং ইহাদের প্রত্যেকের আট প্রকার বিভেদ কথিত হয়। অতএব এক বিপ্রলম্ভেরই অবস্থাভেদে ৩২ প্রকার রসের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাদের সহিত পূর্ব্বোক্ত ২৪ প্রকার রস যোগ করিলে ৫৬ প্রকার রস হয়। কবি এই পদে ইহাদেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

১৭-২৪। এখানে যে বিষয় বর্ণিত হইতেছে তাহা কবি কলহান্তরিকতার পর্য্যায়ভুক্ত করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি পূর্ব্বপক্ষ করিয়া আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন যে, সাক্ষাৎ না হইলে প্রকৃত কলহান্তরিতা হয় না। কৃষ্ণ এখন মথুরাতে আছেন, রাধার সহিত তাঁহার দেখা হয় না, অতএব এখানে কলহান্তরিত-রস না হইয়া রসাভাস হইয়াছে। তৎপর এই আপত্তি খণ্ডনার্থে তিনি বলিতেছেন যে, কৃষ্ণ মথুরায় থাকিলেও বৃন্দাবনে তাঁহার নিত্য বর্ত্তমানত্ব কথিত হইয়া থাকে, অতএব সাক্ষাৎ দর্শন সম্বন্ধীয় আপত্তি এখানে গ্রহণীয় নহে। কেবল প্রকট-লীলায় মথুরাগমন স্বীকৃত হয়, কিন্তু নিত্যলীলায় তিনি বৃন্দাবনে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের সংযোগবিয়োগস্থিতি অধ্যায়ের টীকায় দ্রষ্টব্য।

তুং—"গোগোপগোপিকাসঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা"—
ইতি (পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে)

"সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং কচিৎ।"
(বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণবাক্য)

"বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সদাক্রীড়তি মাধবঃ।"
(স্কন্দপুরাণ)

"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি।"
(ভাগবতামৃতধৃত যামলবচন)

২৫-২৮। কৃষ্ণ বৃন্দাবনে নাই বটে, কিন্তু কৃষ্ণ আসিয়াছেন ভাবিয়া রাধার মনে হর্ষের উদয় হইয়াছিল, এখন তৎপরিবর্ত্তে উদ্ধবকে দেখিয়া তাঁহার মন বিষাদে পরিপূর্ণ হইল, অতএব ইহাও বিরহপর্য্যায়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত আপত্তি এইরূপে খণ্ডিত হয়।

---

[৪৭১]

তুড়ি

"কেবা আইসে দূর পর হই
না দেখি আছিনু ভাল।
তোমারে দেখিতে হৃদয়ে আনল
দিগুন জ্বলিয়া গেল ॥
কাননে আনল জ্বলিলে নিভায়ে
জদি বা মেঘের লেহা।
বারি পরসনে দারুন কাননে
নিভায়ে তিলেক দেহা ॥

এমতি আনল হিয়ায়ে পসিল
কিসেতে নিভায়ে বল।
ভস্ম আৎসাদনে তাহে ঘৃত দিয়া
অধিক করিয়া জাল॥
ধিকি ধিকি সদা অন্তর-আনল
জ্বলছে এ রাতি দিনে।
তাহে তুমি আনি ঘৃতের আহুতি
আসিয়া দিলে বা কেনে॥
একে বিরহিনি তাপেতে তাপিনি
ছিলাঙ তাপিত হিঞা।
শ্যাম-পরসঙ্গ কহিলে শ্রবণে
নিভাইব কিবা দিয়া॥
এই তনু দেখ তাহার বিরহে
প্রতিমা আছয়ে সারা।
হৃদয় বিদারি জদি বা দেখাই
তবে হবে পাতিআরা॥
নয়নের নির নিসি দিসি ঝরে
সাঁঙন মাসের ধারা।"
চণ্ডিদাস কহে— নিরবধি লেহে
পরাণ তেজিবে পারা॥ ৫২৯॥

দ্রষ্টব্য:—এখানে প্রেমবৈচিত্ত্যের অন্তর্গত "দূতের প্রতি আক্ষেপ" বর্ণিত হইয়াছে।

পঙ্—৫-১০। তু°—

"আন সে আনল, বারি ঢালি দিলে তখনি নিভিয়ে যায়।
মনের আগুন, নিভাইব কিসে, দ্বিগুণ জ্বলিয়ে তায়॥
বন পোড়ে বলে, বনে আগুনি, দেখয়ে জগৎ-লোকে।
এ বড়ি বিষম, শুনগো সজনি, জ্বলে উঠে বিনি ফুঁকে॥
নী-৩২৬।

২২। প্রতিমা—ঠাট, কাঠাম মাত্র।

তু°—"কানুর আদর, পীরিতি ভাবিতে, পাঁজর হইল শেষ।" (৩৫১ সং পদ)।

২৪। পাতিআরা—প্রত্যয়।

---

[৪৭২]

"কে বলে কালিয়া ভাল।
সে গুণ-মহিমা ভাবিতে গুণিতে
রাধার পরাণ গেল॥
সুন হে উদ্ধব সে সব বৈভব
তাহা না কহিব কত।
বড় নিদারুন হৃদয় কঠিন
পরাণে সহয়ে কত॥
আমরা সে পদে এ তনু নিছিঞা
সরণ লইয়াছিলুঁ।
তাহে নিদারুন কেবা জানে হেন
মাথায় কলঙ্ক নিলুঁ॥
সেই সে কলঙ্ক বাদ পরিবাদ
ভূসন করিয়া নিল।
গুরু দুরজনে দিয়া তিয়াগণে
তভু তারে নাহি পাল্য॥
গুরুর গঞ্জনা পাড়ার তুলনা
সে নিল চন্দন-চুয়া।
কি করিতে পারে ওসব বচন
কানুরে সপাাছি দেহা॥
অমিয়া বলিয়া সে হরি সেবিনু
গরল হইয়া গেল।
গরল তরসি তাহার পরষি
এই গতি মতি ভেল॥

কে জানে এমন দসার মরম
কহিতে কি জানি হয়।”
চণ্ডীদাস বলে— এত দুখে সুনি
জেবা করে রষময় ॥ ৫৩০ ॥

দ্রষ্টব্য :—এখানে প্রেমবৈচিত্ত্যের অন্তর্গত “শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এবং গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ” বর্ণিত হইয়াছে।

পঙ্—১৬-১৭। তু°—

“কুবচন বোল, তোমার কারণে, চন্দন করিয়া নিল।
পাড়ার পড়সি, আপনি রহসি, তারে পরিহার দিল ॥”
(২৩৯ সং পদ)।

২০-২১। তু°—

“অমিয়-সাগরে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল।”
(নী-৩১১)।

জখন করিল বহুত পিরিতি
তখন জানিল মনে।
বহুত লেঠার বহুত-আদর
সে নব কানুর সনে ॥
তখনি জানিল মনের সহিত ’
সে জন নিদান হবে।
সেই সত্য ভেল বুঝিতে কারণ
চণ্ডীদাস কহে ইবে ॥ ৫৩১ ॥

পুথির পাঠ :—’ লেহে

দ্রষ্টব্য :—এখানে প্রেমবৈচিত্ত্যের অন্তর্গত রাধার “নিজের প্রতি আক্ষেপ” বর্ণিত হইয়াছে।

পঙ্—১-২। “কানুর আদর, পীরিতি ভাবিতে,
পাঁজর হইল শেষ।”
(৩৫১ সং পদ)।

[৪৭৩]

ভাবিতে গণিতে তাহার পিরিতি
পাজর হইল সেষ।
মরণ সরণ এই সে নিদান
প্রেমের নহিল লেষ ॥
কালার পিরিতি জে করে আরতি
সে জন মরুক জলে।
রসাঞা রসাঞা প্রেমসিন্ধু দিয়া
নিদান করিল হেলে ’ ॥
কে জানে এমন না সুনি কথন
পরের পিরিতি সুখে।
ঘরেতে আনিয়া ধরম খাইয়া
পরিণামে হল্য দুখে ॥

[৪৭৪]

তুড়ি

এক ভাব দেখ উদ্ধব হইল
তিন ভাব তাহা নয়।
ভাবের শকতি দরসাএ কত
অনুভাব দেখ হয় ॥
আগেতে কহিল প্রেম সে বৈচিত্র
ভাবনা দরশ বশে।
ক্ষেণেক দরশে ক্ষেণেক পরশে
ক্ষেণেক বিরহ ঝরে ॥
সেই সে বৈচিত্র রস কহিয়াছি
এবে সে ভাবের রস।
মাথুর কারণ রশপুষ্ট লাগি
ইহাতে জগত বশ ॥

রস পরিমল রসে ঢল ঢল
আর দশা আসি ভেল।
ভাব-রশ কহি অনুভাবে এই
ভাবে ভাবে যতি দেল॥
এখন বিরহ অগোচর অতি
গোচর নাহিক দেখি।
অতএব হয় বিরহ দশার
সেই সে কমলমুখি॥
রসের সমুদ্র ভাবিতে ভাবিতে
অগাধ সায়র মানি।
বাঙ্গা টুনি যেন খাইবারে চাহে
মহা সমুদ্রের পানি॥
চণ্ডীদাস কহে— সুন সুধামুখি,
দূত-মুখে সুনি বানি।
বিসম বিরহ দূরে তেয়াগিয়া
সুনহ রমনী ধনি॥ ৫৩২॥

দ্রষ্টব্য:—উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে অনুভাব সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর, এবং বাচিক ভেদে পণ্ডিতগণ অনুভাব তিন প্রকার কীর্ত্তন করেন। যৌবন অবস্থায় কামিনীগণের সত্ত্বগুণজনিত বিংশতি প্রকার অলঙ্কার সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ভাব, হাব, হেলা এই তিনটি অঙ্গজ। বিকারের কারণ-সত্বে চিত্তের যে অবিকৃতি তাহাকে সত্ব বলে, আর ঐ সত্ত্বের যে আদ্যা-বিকৃতি তাহার নাম ভাব। যেমন বীজের আদি বিকৃতি অঙ্কুর, তদ্রূপ।" পরবর্ত্তী পদে বীজের তথা অঙ্কুরের এই বিকৃতি ভিন্নভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই পদটি পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, কবি এখানে অনুভাবের অন্তর্গত ভাবের বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ইহার তিন প্রকার ভেদের মধ্যে এখানে অলঙ্কারের পর্য্যায়ভুক্ত ভাব বর্ণিত হইতেছে। উদ্ধবের আগমনে ইহার প্রথম উন্মেষ। কৃষ্ণ আসিয়াছেন ভাবিয়া রাধা হর্ষিত হইলেন, কিন্তু উদ্ধবকে দেখিয়া বিষাদিত হইলেন। ইহাতে বিকারের কারণ উপস্থিত হইলেও তাঁহার চিত্ত অবিকৃত রহিল। এই অবস্থাকেই উজ্জ্বলনীলমণিতে সত্ব বলা হইয়াছে তাহারই প্রথম বিকাশ ভাবে। ইহা অনুভাবের পর্য্যায়ভুক্ত।

পঙ্—৫-১০। কবি বলিতেছেন যে, ইতিপূর্ব্বে তিনি প্রেম-বৈচিত্ত্যে রাধার নানাপ্রকার আক্ষেপ বর্ণনা করিয়াছেন, অথবা প্রেমের বিচিত্রতা (স্বপ্নে) দর্শনে, স্পর্শনে এবং তদন্তে বিরহে বর্ণিত হইয়াছে। এখন তিনি ভাবের রস বর্ণনা করিতেছেন।

২৩। বাঙ্গা—(ব্যঙ্গো ভেকে চ হীনাঙ্গে—মেঃ) হীনাঙ্গ—তুচ্ছার্থে।

---

[৪৭৫]

করুণাশ্রী

কাহে আয়ল ওহে বিরহ দসাপর
কাহে পুছ ইহ বানী।
উহা পরবাসি সাচি করি মানল
কুবুজা সে তহি মন মানি॥
যো রূপি অঙ্কুরি আপনি পরসি কর
যবে ভেল অঙ্কুর-শাখা।
বিরহকি তাপে জারল সে তরুবর
কি তাহে দেয়ত দেখা॥
কো জানে এ রস পরিণাম-বৈভব
তব তাহা করত বেভার।
প্রেম-পরস প্রতি কর তথি দুর্গতি
কাহে পিরিতি রসহার॥
অব হাম জানল তার চিত বেবহার
তাহাক পরিহার মান।
বিষম হুতাস ভাষ তুহুঁ দেয়লি
চণ্ডীদাস গুণ গান॥ ৫৩৩॥

টীকা

আমার এই বিরহ-দশায় কেবল আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তুমি আসিয়াছ কেন? কৃষ্ণ যে কুব্জায় মন দিয়াছে তাহা আমরা সত্য বলিয়া জানি। যে অঙ্কুর নিজ হাতে রোপণ করিয়াছিলাম, তাহাতে যখন শাখার উদ্গম হইল, তখনই তাহা বিরহতাপে ক্লিষ্ট হইল, তাহাতে আর কি ফল প্রসূত হইবে! এমন পীরিতির যে এই পরিণাম হইবে, তাহা কে জানিত? জানিলে আমরা সেইরূপই ব্যবহার করিতাম। কৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে প্রেমের অবমাননা করিতেছে ইত্যাদি।

---

[৪৭৬]

রাগশ্রী

এসব বচন শুনিঞা উদ্ধব
চিন্তিত হইলা মনে।
রাধার আরতি শুনিতে পিরিতি
কোহো না জানয়ে প্রেমে॥
কাষ্ঠের পুতলি জেমন থাকয়ে
না ফুরে বচন শ্বাস।
ভকতি কি রিতি দেখিয়া উদ্ধব
কহেন একটি ভাষ॥—
"শুন সুধামুখি, শুনি ভেল দুখি
নহেত এমনি কাজ।
এহেন পিরিতি এড়িয়া জুবতি
গেছেন রসিক-রাজ॥
চিত কর স্থির সুনহ সুন্দরি,
তেজহ দারুণ মতিণ
হেন দেখি মনে তেজহ পরাণে
বুঝি যে হেনক গতি॥
তেজিয়াছ সুখ শ্রীমুখমণ্ডল
দেখি যে আন্ধার সম।
বচন কহিতে নাহিক সকতি
ক্ষণেকে হইছ ভ্রম॥
কোটি চান্দ জিনি জাউক নিছনি
ও মুখমণ্ডল-আভা।
সো বিধু মণ্ডল মলিন হঞাছে
চকোর করিতে লোভা॥"
চণ্ডীদাস কহে— বিরহের মোহে
সিঞ্চিত হইল অঙ্গ।
অলপ বয়সে এ হেন বিরহে
ততক্ষণে রহে রঙ্গ॥ ৫৩৪॥

দ্রষ্টব্যঃ—ভাগবতে উদ্ধবকর্ত্তৃক গোপীগণের সান্ত্বনা বর্ণিত আছে (ভা, ১৩।৪৭।৫১-৬)। ষষ্ঠীবর দাস কৃত এইরূপ একটি সংস্কৃত শ্লোকও পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত রহিয়াছে, যথা—"হে করভোরু, নয়নের অঞ্জন-মিশ্রিত জল দ্বারা মুখচন্দ্র মলিন করিওনা, করুণাসাগর হরি তোমাতে পুনর্ব্বার করুণা করিবেন।" (বহরমপুর সং, ৩৩২ পৃঃ)।

---

[৪৭৭]

সুই সিন্ধুড়া

তেজিয়া এমন নাগরির কোর
মথুরা রহল গিয়া।
* * * * * *
* * *॥
কালিয়া বরণ জিসের কারণ
তাহাত ভালই জানি।
তে কারণে তিহো কালিয়া হইল
সুনহ পুরুব বানি॥

জে কালে সমুদ্র মথন করিল
অমৃত পাবার তরে।
দেবগণ জত হই এক যুথ
সমুদ্র মথন করে॥

মথিতে মথিতে প্রথমে উঠল
কমলা নামেতে রামা।
তাহা নিল হরি অতি স্নেহ করি
অতি সে রূপের ধামা॥

তবে সে মথনে উঠল যতনে
কালকূট বিষরাসি।
* * * * * *
* * *॥
তাহাই ভক্ষয়ে নিলকণ্ঠ নাম
মহাদেব হল্য সুখি।
রাখিল দেবের প্রতিজ্ঞা কারণ
অসুর নাশিল ভূখি॥

চণ্ডীদাস কহে— অদ্ভুত কথা
শুনিতে শুনিবে কত।
ব্যাসের বচন পুরাণ-রচন
কহিল তাহার মত॥ ৫৩৫॥

---

[৪৭৮]

ধানশ্রী

জেথানে আছিল কালকূট বিষ
সেওহ মাঝার কাছে।
সেই সিন্ধুসুতা বিষের সমুহে
করিয়া আছিল বাসে॥

ব্যাসের কায়াতে বিষ উপজল
তাহার কায়ার কা।
সেই সিন্ধুসুতা তাহারে পরসি
তাহার অক্ষর কা॥
লাবণ্য-সায়রে নাহিল জখন
তখন রঞ্জিত গা।
কালের কাটিল লাবণ্যের বল
তাহাতে অঙ্গের প্রভা॥
এ দুই আখর শুন।
ইহাতে কালিয়া বরণ হইল
ইহাতে দুরিত হেন॥
কখন কখন লাবণ্য-লহরি
তখনি অমিঞা কহে।
কালকূট জবে তাহার আকৃতে
কুটিল হইয়া রহে॥
কাল নাম দুটি আখর বলিয়া
কখন ভালই নহে।
কখন সরল কখন গরল
চণ্ডীদাস ইহা কহে॥ ৫৩৬॥

---

[৪৭৯]

মালব

কি আর বলহ স্যামের বচন
তাহারি পিরিতি জানি।
রসাঞা রসাঞা পিরিতি করিঞা
পরাণ লইল টানি॥
বিরহ-সায়রে এড়িয়া নাগরে
বরাত মদন বাতি। (?)
কানু মধুপুর সদা মন ঝুরে
নাহি জানি দিবা রাতি॥

সে জন সঙরি নিসি দিশি বারি
নয়ন পুড়িয়া বহে।
আন কিবা জানে আনের সে বেথা
কহিলা কি জানি হয়ে॥
জে জানে যাহার মরম সরম
তাহারে এসব দিল।
সরম ঢাকিতে আর কে আছয়ে
তারে সে দিলাও কুল॥
সেহেন সরল দেশে না রাখিলা
নিদানে এমতি ধারা।
চণ্ডীদাস বলে— সুন রসমই
পরাণ হারাবে পারা॥ ৫৩৭॥

বড় নিদারুণ অতি নিকরুণ
তিলেক নাহিক দয়া।
অবলা বধিতে আখের পলকে
পরাণে কটাক্ষ দিয়া॥
অলপ ইঙ্গিতে সবারে তেজল
তিলেক নাহিক দয়া।
সকল ছাড়িয়া ও রাঙ্গা চরণে
লঞাছিল পদছায়া॥
চণ্ডীদাস মনে সুনিঞা বেথিত
পুলকে মাতল তনু।
মথুরা তেজিল সভারে কহিল
তুরিতে আয়ব কানু॥ ৫৩৮॥

[৪৮০]

বেহাগড়া

এ ঘর-দুয়ার জেন লাগে বিষ
তাহার লাগিয়া কই।
রাতি দিন লোরে আখি না চলয়ে
হরি হরি করি রোই॥
শয়নে সপনে আন নাহি মনে
সদাই সে গুণ গাই।
আহার ভোজন কিছু না রুচয়ে
তোমারে কহিল এই॥
জদি বা কখন সাধু প্রয়োজন
ঘুমেতে নয়ন টল।
সপনে সদাই বরণে লেখিয়ে
নিরবধি দেখি কাল॥

[৪৮১]

যথারাগ

আগে কহিয়াছি পুরাণ-কথন
জেমত হইল কালা।
আর কহি সুন পুরাণ-কথন
ঐছন বাসের ধারা॥
আন অবতারে চারিবর্ণ রূপ
হইল গোলকপতি।
রক্ত বর্ণ দুহুঁ লইয়া আকার
রাখিল জগত-ক্ষাতি॥
তথা তারপর হইলা সুন্দর
এ পীতবরণ কায়া।
সৃষ্টির পালন আন আন বহে
করল অনেক মায়া॥

তারপর পহুঁ গোলক-ঈশ্বর
শুকল রূপ ধরি।
সৃষ্টির পালক করল দমন
অসুর দহিল হরি ॥
এবে কৃষ্ণ রূপ হঞা বাসিধর
করল অনেক খেলা।
গোপ গোপী যত করিলা অনাথ
তেজিয়া মাথুর গেলা ॥
যবে নন্দঘরে জনম লভিল
রাখল জখন * *।
সুন্যাছি আমরা জ্ঞানির মুখেতে
গর্গমুণি অবধান ॥"
চণ্ডীদাস অতি বেথিত দেখিয়া
কহেন একটি বানি।
হেন মনে বাসি মাথুর তেজিয়া
ঘরে আল্য গুণমণি ॥ ৫৩৯ ॥

মন্তব্য:—বর্ণসম্বন্ধীয় আলোচনা প্রথমখণ্ডে ৮৭ সং পদের টীকায় দ্রষ্টব্য।

গর্গের আখ্যায়িকা প্রথমখণ্ডে "নামকরণ" প্রকরণে কবি বর্ণনা করিয়াছেন (ঐ, ৮৮-৯৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সুনহ উদ্ধব আমার এ দশা
তাহারে কহিব কি।
কি বলিব কারে আপন বেদন
হইয়া কুলের ঝি ॥
দিয়া প্রেমরাসি কত মধু ঢারি
সিঞ্চিয়া করল সাখা।
ডালে মুলে কাটি পেলাএল দুরে
পুনই সে না পাই দেখা ॥
কেমন ধরণ কোন বেবহার
এ নহে সুজন-কাজ।
পরিণামে এই পাথারে ডারল
কুলে সিলে দিলে বাজ ॥
পরের পিরিতি সপন সমান
জলের বিম্বুক ছায়া।
ক্ষেনেক যখন নাহি দরশন
কতি গেল দেখা দিয়া ॥
ঐছন কালার প্রেম সে পিরিতি
নাহি পরতিত তায়।
ঐছন কানুর পিরিতির লেহা
দিন চণ্ডীদাস গায় ॥ ৫৪০ ॥

[৪৮২]

জয়শ্রী

অতি সে পিরিতি যে করে যুবতি
পরের পিরিতে চিত।
জনম তাহার ভাবিতে গণিতে
পরিণামে এই রিত ॥

[৪৮৩]

করুণাশ্রী

তাহার বরণ কালিয়া দেখিয়া
ভুলল বরজ-ধনি।
কেবা কোথা দেখ ভালি আছে কেবা
পরাণে লইল টানি ॥

সভে বলে তারে রসিক নাগর
বাখানে সকল জনে।
উপরে কালিয়া বরণ দেখহ
হৃদয়ে কুটিল হানে॥
পর নহে কভু আপন বলিতে
আপনা না হয় পর।
বুঝহ কারণ জানহ অন্তরে
কেবল বিষের ঘর॥
আন বিষ যদি করয়ে ভোজন
তখনি মরিয়া যায়।
এ বিষ এড়িয়া হৃদয় মাঝারে
জালিল মুরতি কায়॥
কাল সম ফনি দংশল মরমে
আর কি জীবন রয়।
না শুনে অন্তর অন্ত করি জানে
চণ্ডীদাস ইহা কয়॥ ৫৪১॥

টীকা

পঙ্—৭-৮ তুং—"তোমার কালিয়া, বরণ খানি যে,
দেখিতে রূপস বড়।
উপরে মধুর, দেখি মনোহর,
অন্তরে আছয়ে গাঢ়॥"
(প্রথমখণ্ড, ২১০ পৃঃ)

[৪৮৩ ক [

"কহ কহ দেখি কেমন মথুরা
কেমন নগর দেশ।
কহ দেখি শুনি"— কহেন সে ধনি
হইয়া কাতর শেষ॥
"নগরের জত রমনি সকলি
কেমন রূপের ছটা।
কোন রসবতি করিয়া পিরিতি
ভুলায়ে করিল লেঠা॥
কানু কি ভুলল কুবুজা সহিতে
এই সে তাহার রিত।
তেজিয়া চন্দন ভূষণ কেসাই
এই সে তাহার চিত॥
তেজিয়া কাঞ্চন গুঞ্জা ফল সম
এ দুই একুই মুল।
কোথা গজমোতি কোথা সে সমান
ভেলি সে মুকুতা ভুল॥
কাহা মনি মুক্ত কাহা সে খোজল
কাচক রতন সমান।
কাহাঁ মরকত কোথা সে ফটিক
চণ্ডীদাস পরমাণ॥ ৫৪২॥

টীকা

পঙ্—৫-১০। তুং—
"কেমন মথুরাপুরী, কেমন নাগরী নারী
কেহ দেখি মরম সজনি।
শুনিব শ্রবণ ভরি, কেমন কুবুজা নারী,
কত রূপ সে জন মালিনী॥"
(প্রথম খণ্ড, ২৯৫ পৃঃ)।

১১। তুং—"চন্দন-সৌরভ, দূরে কতি গেল,
কেশাই রহিল পড়ি।"
(প্রথম খণ্ড, ২০৫)।

১২-১৯। কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া গুঞ্জাফল (কুঁচ) গ্রহণ করিয়াছে, যেন উভয়ের মূল্য একই। গজমুক্তাকে সে ভেলি (নকল) মুক্তার সমান করিয়া ভুল করিয়াছে, এবং মরকত মণির বদলে স্ফটিক (কাচ) গ্রহণ করিয়াছে।

কে বলে সরল তাহার হৃদয়
কুটিল বিষের রাশি।
এ দেহ তেজিব তাহার লাগিয়া
হেনক আমরা বাসি॥
যাহার কারণে এত পরমাদ
সে ভেল নিঠুরপনা।
এমন না জানি কখন না শুনি
এত দিনে গেল জানা॥
একে সে যুবতি সে নব ভকতি
দেখিতে না পায়ল তায়।
পিরিতি তেজিয়া গেল কোন দেশে
দিন চণ্ডীদাস গায়॥ ৫৪৪॥

[৪৮৪]

কতি সে কোকিল বায়স ভখত
মউর কপোত মেলি।
কাহা সে কুরঙ্গ খর সম ভেল
এ অতি লাগয়ে গালি॥
কোথা হংসরাজ কোথা সে মণ্ডুক
এ দুই সমান নয়।
তেজি গন্ধ অতি কুড়চিয়া অতি
কে বল সে রসময়॥
রসের সমূহ তেজিয়া চন্দন
কুবুজা মনেতে ভায়।
সে অতি রসিক জানল হৃদয়
চণ্ডীদাস গুণ গায়॥ ৫৪৩॥

টীকা

কোকিল পরিত্যাগ করিয়া সে এখন বায়সের ভক্ত হইয়াছে, এবং ময়ূর ও কপোত, কুরঙ্গ ও গাধা (খর—ফাঃ-খর), রাজহাঁস ও ভেক, সুগন্ধ (চন্দন) ও কুটজ সমতুল্য ভাবিয়াছে।

[৪৮৫]

এক করে ধরি রোপল অঙ্কুর
না পাই মেঘের বারি।
তাহে রবি-তাপ তাপিত হইয়া
সে তনু করল জারি॥
কেমনে বাচব বারি না পাইয়া
তরু ভেল খিন দেহা।
তেন মত ভেল কানুর পিরিতি
আদর পিরিতি লেহা॥

[৪৮৬]

কানু সে নিদান করল জখন
তখনি জানল মনে।
আর কি রমনি কুলের কামিনি
তার কি থাকয়ে প্রাণে॥
এক তিল জদি বিচ্ছেদ জা সনে
তিলে কতবার মরি।
দেখিলে যুড়াই শ্রীমুখমণ্ডল
তবে সে চেতন ধরি॥
এক শত কোটি কোটির নিমিখে
তার শত শত গুণে।
তার লাখ গুণ কণা অংশ হয়
ঐছন বেদন মনে॥
তবে ধরি জিউ না থাকে কায়েতে
ঐছন বিচ্ছেদ ভয়।
হেন জন তেজি চলে মধুপুরি
কেমতে পরাণ রয়॥

তবে বল জদি 'এমন জা সনে
তিলে না দেখিলে মর।
সে জন আঁখের আড় হই গেল
কেমতে পরাণ ধর ॥
তা ছাড়ি পরাণে কেন আছ ধরি
তার তর তম বলি।'
এ কথা কহিতে অনেক জতন
চণ্ডীদাস ভালে জানি ॥ ৫৪৫ ॥

---

[৪৮৭]

আগে আছে আর আর কহি শুন
তিনের কাছেতে তিন।
তিন তিন ভরি তিন তিন ভাবি
তিন তিন ভেল তিন ॥
তিন গুণ করে তিনের সমূহ
তিন তিন করি আছি।
তিন তিন তিন আনিঞা জতন
সেই সে ভাবিয়াছি ॥
তিন তিন ভয় তিন তিন লয়
তিন তিন জবে ভেলি।
তিন তিন তিন তিন সে আখর
তিন ভেল পর মেলি ॥
তিন তিন আসি হয় পরকাসি
এ তিন তিনহি নয়।
তিন গুণ জার হৃদয় উপর
তার গুণ অতিশয় ॥
কালার এ গুণ গুণের সাইতে
তার সে জে রহে সারা।
কালার কোটেক তাহার পুটেক
ঐছন তাহার ধারা ॥
আট নয় ছয় রাম রাম করি
এ কুন আখর সাধে।
তাহে গুণাগুণ তিন রস পরি
তাহে গুণ করি বাধে ॥
সে গুণে বান্ধল তিন তিন করি
তিন করি ছোড়ল পাশ।
তিন তিন তিন তাহে ভেল চিত
তাহাতে আছয়ে আশ ॥
তেঞি সে এ জিউ আছিয়ে ধরিয়া
এই সে আশের আশ।
চরণে পড়িয়া * * *
* * * ॥ ৫৪৬ ॥

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরে ৮১টি পদ পাওয়া যাইতেছে না।

---

[৪৮৮]

* * * * * *
কমল নয়নে বরিখে সঘনে
যেমন সাঙন-ধারা।
চণ্ডীদাস বলে হংসের বচন
ঐছন দেখল ধারা ॥ ৬২৭ ॥

দ্রষ্টব্য :—এখানে বুঝা যাইতেছে যে, কৃষ্ণ রাধার নিকটে এক হংসকে দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন। উদ্ধব-সন্দেশের আদর্শে পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলি, এবং হংসদূতের আদর্শে পরবর্ত্তী পদগুলি রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

---

[৪৮৯]

রাগ কাড়া

"রাই, সে শ্যাম তোমার মেনে বটে
তোমার কহিতে নাম বিনোদ মদন শ্যাম
বিরহ আনল জেন ছুটে ॥

পুরুব কাহিনি জত মনেতে পড়িল কত
তাহা বলি রোয়ত সঘনে।
হিয়া যেন ত্যজি বাণ বাজল মরম স্থান
ধৈরজ নাহিক মেনে মোনে ॥

কত না বিলাপ সরে জতেক [ক] রূণা করে
কি কহিব একমুখে তাহা।
সহস্র বদন হয়ে তবে সে জানিল নয়ে
কে জন জানিব তার লেহা ॥

যে জন গোলোকপতি পড়িঞা লোটয়ে খেতি
যার অন্ত অনন্ত না পায়।
ঋষি মুনি ফণি আদি যে পহু চরণে সাধি
লাখ জন্মে ধিয়ানে না পায় ॥

সে জন তোমার প্রেমে তিলে কত বার ভ্রমে
সদাই তোমার গুণ গায়।

তজিয়া গোলোকপুরি গোকুলেতে অবতরি
তোমার লাগিঞা এতদূর।
সাধিতে আপন কাজ আয়ল ধরণি মাঝ"
চণ্ডীদাসে কহিছে মধুর ॥ ৬২৮ ॥

দ্রষ্টব্য : - শেষ চারি পঙ্ক্তিতে প্রেমরস আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণজন্মের উল্লেখ রহিয়াছে।

[৪৯০]

কামোদ রাগ

শুনিতে হংসের বানি সে নব রমনি ধনি
ছল ছল কমলিনি আখি।
"কহত তাহার রিত আমাতে আছয়ে চিত
পুন কি হেরব প্রাণসখি ॥"

হংস কহে পুন বেরি— "শুনহ কিশোরি গুরি,
কহিল তোমার নিজ পায়।
তেজিয়া তোমার লেহা কেবোল একেক দেহা
কেবোল তোমার গুণ গায় ॥"

শুনিতে হংসের বোল নয়নে গলয়ে লোর
সঙরি সে শ্যামের পীরিতি।
সখির বচন সুনি রমনির শিরোমনি
অবনিতে মুরুছয় তথি ॥

"কহ কহ হংসরায় হেন * মোনে ভায়
পুন কি আসিব মোর পিয়া।
দেখিব নয়ন ভরি সো পহুঁ মুরুলিধারি
সফল হইব ইহ দেহা ॥

পুন বৃন্দাবন ভরি রসের বাদর করি
আর কি করিব সে সে খেলা।
শুনিঞা মুরুলিরব ধাইঞা জাইব সব
জুথে জুথে গোপিনির মেলা ॥

আর কি বদনে তুলি দিব সে তাম্বুলডালি
বসনে মুছাব নিজ মুখ।
তবে সে ঘুচিব তাপ আছয়ে যতেক পাপ
তবে সে হইব মনে সুখ ॥" ৬২৯ ॥

[৪৯১]

বরাড়ি

"আর কি সফল হব মোর।
কানুরে করব কোর ॥
গলে দিব বনফুলমাল।
শ্রীঅঙ্গে চন্দন দিব ভাল ॥
পুন কি করিব পাখা বাএ।
নূপুর পড়াঞা দিব পাএ ॥
বেশ বনাইব নানা ফুলে।
কবে হেরি নয়ন জুগলে ॥
সফল হইবে এই আখি।
কহ হংস কি উপেখি ॥"
হংস কহে—"কহিল নিশ্চয়ে।"
দিন খিন চণ্ডীদাস কয়ে ॥ ৬৩০ ॥

---

[৪৯২]

রাগ কামোদ

এত শুনি ধনি রাজার নন্দি[নী]
সজল নয়নে চায়।
"এত কি নিদান নন্দের নন্দন
মথুরাতে মন ভায় ॥
পাইঞা মথুরা নাগরী জতেক
তাসনে রসের লেহা।
বরজ-রমণি তেজল সঘনে
তেজল গকুল-গেহা ॥
শুনিঞা শ্রবণে লোকের বদনে
সেখানে কুবুজা সনে।
আনন্দ-লহরি বঞ্চিয়ে রজনি
সে নব নাগর কানে ॥
তারে ভালে জানি হৃদয়ে হৃদয়ে
করিল অনেক লেহা।
তাহার সঙ্গেতে প্রেম বাঢ়াইয়া
মলিন হইল দেহা ॥
সে জন না জানে শ্যামের পিরিতি
এখন করুক সুখ।
পরিণাম-কালে জানিবেক ভালে
পাইবে অনেক দুখ ॥
মোসবার সঙ্গে পিরিতি করিঞা
রহল মাথুরপুর।"
চণ্ডীদাসে বলে— কানুর পিরিতে
চান্দে পদ্মে জত দূর ॥ ৬৩১ ॥

---

[৪৯৩]

জতি বড়ারি

হংস বলে—"শুন, রাজার কুমারি
দেখিতে আপন মনে।
উঠিতে বসিতে সয়নে সপনে
নিরবধি করে মনে ॥
মোরে পাঠায়ল তোমা সান্তাইতে
'কহিবে রাধার পাসে।
আর গুপিজনে তুসিবে সঘনে
কুশল জানাবে সেসে ॥
আমিহ জাইব গকুল-নগরে
বিলম্ব দিবস চারি।'
একথা কহল আপন হৃদয়ে
সে পহুঁ মুরুলিধারি ॥"

কহে রসবতি— "শুন হংসবর,
আর কি আসিবে কানে।
জেমন নিঠুর করে এতদূর
সে আর আসিবে কেনে ॥
তাহার হৃদয় মোরা ভালে জানি
[যে] জন নাহিক জানে।
সে জন ভুলিবে তা[হা]র কথায়ে"
দিন চণ্ডদাস ভণে ॥ ৬৩২

আছে অগোচর নহেত গোচর
জদি সে মরিয়ে তায়।
কোন রূপে জদি গোকুল আয়ল
সে বর রসিক রায় ॥
তাহার কারণে এত দুখ সহি
কহিয়ে সভার কাছে।"
চণ্ডীদাস বলে দুহাঁর পিরিতি
খুজিতে হেন কি আছে ॥ ৬৩৩ ॥

দ্রষ্টব্য:—এখানে প্রবাসের অন্তর্গত রাধার "চিন্তা"-দশা বর্ণিত হইয়াছে। হংসদূতের একটি শ্লোকেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, যথা—"এখন প্রাণ রক্ষা করিব, না ত্যাগ করিব? অগ্নিতে প্রবেশ করি, কি যমুনাতে প্রবিষ্ট হই? এইরূপ করিলে, কৃষ্ণ ব্রজে আসিয়া কি করিবেন বুঝিতেছি না" ইত্যাদি। (উজ্জ্বলনীলমণি, ৯২২ পৃঃ)।

পঙ্—৯-১২। কৃষ্ণ আমাকে ত্যাগ করিবেন, ইহা জানিলে আমি তখনই তাঁহার সম্মুখে বিষপান করিতাম।

১৭-২২। আমি মরিলে কৃষ্ণ আসিয়া কি করিবেন তাহা বুঝিতে পারি না, তাই এত দুঃখ সহ্য করিতেছি।

---

[৪৯৪]

করুণা শ্রী

"জাহার লাগিয়া সব তেয়াগিলুঁ
কুলে দিঞাছিল ডোর।
প্রতি বন্ধুজন দিয়া তেয়াগল
তাহারে করিল কোর ॥
শাশুড়ি ননদি দিল কত দুখ
তাহা না কহিব কত।
কহিতে কহিতে হেন লয়ে চিতে
জাতনা সঞাছি জত ॥
নিদান করিলা নন্দের নন্দন
তেজব বলিঞা জান।
তখন হরসে তাহার সমুখে
করিথুঁ বিসের পান ॥
এখন মরিতে নাহি কিছু দুখ
অলপ ইঙ্গিতে পারি।
মরি যেন তার নাহিক সন্দেহ
মনেতে বিচার করি ॥

---

[৪৯৫]

আশোয়ারি

শুনি হংস রাধার কাহিণী।
পড়িঞা কান্দয়ে ধরণি ॥
"কাহে ধনি তেজব পরাণ।
মিলব নবিন ঘনশ্যাম ॥
তুরিতে গমন হেন মানি।
গোকুলে আসিব গুণমণি ॥

মো সনে হইল বাক্যভাসা।
কাহে............... ॥" ৬৩৪ ॥

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরে ২৭টি পদ পাওয়া যাইতেছে না।

---

[৪৯৬]

* * * * * *
* * * * ।
"কাহে .... সে রহে মাথুর স্থানে
জার মুল মহিমা অপার।
সে হার পরিতে হেন ত্রিভুবনে নাহি কোন
সে হার গাথিঞা বিনোদিনি।
কারে ভেজি দিব মালা বড়ই উঠয়ে জালা
জার তলে দিবস রজনি ॥
সে লতার ফুল তুলি নিতি হার গাথি ভালি
অতি প্রিয় তোমার মালতি।
জাহারে না দেখি তিলে সতত জাহার তলে
সে মালতি-লতা রহে কতি ॥
তবে সে জানব মর্ম্ম রাখিব পুরুব ধর্ম্ম
তবে কি রাধারে পড়ে মনে।
পিক মুখে শুনি তবে আমা প্রতি মন হবে"
চণ্ডীদাস ইহ রস ভাণে ॥ ৬৬২ ॥

দ্রষ্টব্য :—এখানে বুঝা যাইতেছে যে, রাধা কৃষ্ণের নিকটে কোকিলদুত প্রেরণ করিতেছেন। শুক পক্ষীর সাহায্যে সন্দেশ প্রেরণের শ্লোক পদ্যাবলী (বহরমপুর সং, ৩৫৭-৮ পৃঃ) এবং উজ্জলনীলমণিতে (ঐ, ৯১৯-২০ পৃঃ) উদ্ধৃত রহিয়াছে।

---

[৪৯৭]

* * * * * *
"উড় পিক আপনার মনে।
যাহ উড়ি মাথুর গমনে ॥
জোথা বসি চতুর মুরারি।
* * * * * ॥
তোথা কুহু রব করি বল।
পঞ্চস্বরে করে উত্তরোল ॥"
অতি মতি শুনিঞা রসাল।
পিক পানে চাহে নন্দলাল ॥
"আজু দেখি পঞ্চস্বরে গান।
হেতু কিছু জানি অনুমান ॥
কহ কহ পিকবর বানি।
কি হেতু ইহার দেখি শুনি ॥
তোমার শবদে গেল জানা।
হেন বুঝি কর দুতিপনা ॥"
চণ্ডীদাস ভেল মতি ভোর।
কহে পিক বচন উত্তর ॥ ৬৬৩ ॥

---

[৪৯৮]

"বন্ধু কানাই, তুমি বড়ি কঠিন পরাণ।
যে জন তোমারে ভজে তারে ছাড় কোন কাজে
ইহা নহে বিধির বিধান ॥
কেবোল তোমার ধ্যান মনে নাহি লাগে আন
পাঁজর ঝাঝর সম কায়।
দেখিল এমন কাজ পড়িয়া ধরনি মাঝ
পিয়া বলি ধুলায় লোটায় ॥

মালতি লতার তলে　　বসি গিঞা কুতুহলে
　　করিতে আছিল কিছু গান।
হেনক সময় কালে　　আমারে কপট বলে
　　কুবচনে বিধির বিধান ॥
'এখানেতে বসি কেনে　　দগধ আমার প্রাণে
　　এখান হইতে উড়ি গিয়া।
মথুরাতে যাহ তুমি　　জেখানেতে গুণমণি
　　গান কর যেনে শুনে পিয়া ॥'
অতি বিরহিনি রাই　　কহিল তোমার ঠাই
　　দেখিলাঙ কহিলে কি হয়।
মুখে অতি খিনবানি　　হেলিঞা পড়য়ে জানি
　　দেখি যেনে জীবন সংসয় ॥"
পিকের বচন শুনি　　হেঠ মাথে জদুমনি
　　পুরুব পড়িঞা গেল মনে।
কহে চণ্ডীদাস তায়　　কহিয় কমল-পায়
　　দেখা দিয়া রাখহ পরাণে ॥ ৬৬৪ ॥

---

[৫০০]

করুণাশ্রী

ছল ছল জদুকুলরায়।
রাধা রাধা বলি গুণ গায় ॥
"কোথা মোর সে নব কিশোরি।
না দেখিয়ে রূপের মাধুরি ॥
ব্রজলিলা সদা পড়ে মনে।
ঐছন ভাবিয়ে নিশি দিনে ॥
উঠিল সে দারুণ আগুণে।
সে কথা পড়িয়া গেল মনে ॥
সে মোর যতেক ব্রজবালা।
কতি রহে কদম্বের তলা ॥
কেমত আছয়ে গোপনারি।
কহ পিক বচন * * * ॥
রাধা রাধা সয়নে সপনে।
দেখি জেন নয়নে নয়নে ॥"
চিবুকে মুরুলি ধরি শ্যাম।
চণ্ডীদাস কহে পরিনাম ॥ ৬৬৫ ॥

---

[৫০১]

সুহা রাগ

নিন্দ চন্দন সব দূরে তেয়াগিয়া।
রাই ভাবে পুলকিত নয়ন মুদিয়া ॥
বদনের হাস ছিল সেহ দূর গেল।
চড়ার মউরপাখা কতি না পড়িল ॥
চম্পক মালতি মালা পড়ে কোন খানে।
করের মুরুলি খসে তাহা নাহি জানে ॥
পায়ের নপুর পড়ে পিতবাস ধড়া।
না জানি কোথা গেল ভাঙ্গি বেস চূড়া ॥
সঘন নিশ্বাস নাসা আঁখে পড়ে জল।
রাইয়ের সে রূপ হেরি অশ্রু টলমল ॥
"মোর মোন লুবধ ভ্রমর নাহি জান।
পরবশে বসতি করল এই ঠাম ॥
সে নব কিশোরি রাধা সদা পড়ে মনে।"
রাই-ভাবে পুলকিত চণ্ডীদাস ভনে ॥ ৬৬৬ ॥

টীকা

পঙ্-১। নিন্দ—নিদ্রা। চন্দন সব—চন্দনাদি বিলাস।
৪। তু°—বিছুরল পিঞ্ছ মুকুট পরিপাটি (তরু, ৯০ সং পদ)।
৬। তু°—বিগলিত মুরলি খুরলি রহু দূর (ঐ)।
৯। তু°—লোরে না হেরয়ে নয়ন-তরঙ্গ (ঐ)।

১২। তু°—"পরবশ হয়া, যাইতে হইল, পুন সে আসিব ধনি।" (প্রথম খণ্ড, ২৯৫ সং পদ।)

এখানে "পরবশের" উল্লেখ থাকাতে বোধ হয় কবি "অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাসের" প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। উজ্জ্বল-নীলমণিতে আছে—

পারতন্ত্র্যোদ্ভবো যস্তু প্রোক্তঃ সোঽবুদ্ধিপূর্ব্বকঃ।

---

[৫০২]

রাগ কামোদ

বিনোদিয়া নাগর শেখর চূড়ামনি।
রাই-ভাবে পুলকিত লোটায়ে ধরনি॥
হতাশে খসিল গিমহার মনোহর।
বহু ক্ষেণে চেতন পাইঞা নটবর॥
ধরিঞা করের বাঁশী সুচান্দবদনে।
হরসে পুরয়ে বাঁশী রাধানামগানে॥
হেনক সময় কালে আসি হলধর।
"একেলা বসিঞা কেনে গভর-ভিতর।"
লজ্জিত হইলা কানু হলধর কাছে।
মধুর মধুর বোল কহে রাম-পাশে॥
"আজুকার বোল ভাই, কহনে না জায়।"
কহিব সকল কথা চণ্ডীদাস গায়॥ ৬৬৭॥

---

[৫০৩]

কানড়া রাগ

বলরাম কহে নটবর কাছে
"এমন কেন বা হাল।
কতি না পড়ল মধুর মুরলি
পিতধড়া আর মাল॥
চরণ-নপুর পড়ে এক ঠামে
ভাঙ্গিয়া বিনোদ চূড়া।
কতি না পড়ল বসন-ভূষণ
নানা মালতির বেড়া॥
ঘাঘর ঘণ্টিকা বঙ্করাজ আর
মাণিক পদক কোথা।
মুকুতা গাথুনি তুসারি মাণিক
দেখিঞা লাগয়ে বেথা॥
ধূলায় ধূসর শ্যাম-কলেবর
কমল নয়নে ধারা।
কিসের লাগিঞা হেনক দুর্গতি
কহত বচন সারা॥
ফুলের বাগানে একেলা থাকহ
আছয়ে শার্দ্দুল আদি।
একলা গহন কাননে বসিয়া
এখানে কি গুণ সাধি॥"
চণ্ডীদাস বলে— বিনোদ নাগর
জানয়ে কতেক ছলা।
ফুলের বাগানে বসিয়া নাগর
গাথি মনোহর মালা॥ ৬৬৮॥

টীকা

পঙ্‌-৯। বঙ্করাজ—বাঁকমল (পদাভরণ-বিশেষ)।

---

[৫০৪]

গড়া রাগ

বলরাম বলে—"ভাই এ নহে উচিত।
তোমা না দেখিয়া ঘরে আইনু তুরিত
কানুর মুরলি রাই রাই করে গান।
ভাই ভাই বলিয়া·········বলরাম॥

ভাই নাম শুনিয়া তুরিতে আইনু ধায়া।
কেন বা এমন গতি কহত কানাঞা॥
প্রভাতে উঠিয়া তুমি গেলা কন ভিতে।
কাতর দৈবকি মায়ে খুঁজি আচম্বিতে॥
ঘরে ঘরে নগর খুঁজিয়া প্রতি লোকে।
তোমা না দেখিয়া মায়ে পড়িলা বিপাকে॥
বসুদেব দৈবকী কাতর আছে মনে।
তুরিতে গমন কর"—চণ্ডীদাস ভনে॥ ৬৬৯॥

টীকা

পঙ্-১১। ব্রজের নন্দযশোদার স্থান এখানে বসুদেব ও দৈবকী অধিকার করিয়াছেন।

---

[৫০৫]

"বলহ এমন কেনে হাল ভেল
ধূলাতে ধূসর লুটী।
কহ কহ দেখি কিসের কারণে
কোথা হয়ে বেশ পাটী॥"
কহিতে লাগিল চতুর মুরারী
কহে বলরাম আগে।
"যমুনা-ভ্রমণ করিতে করিতে
আইল ফুলের বাগে॥
দেখিয়া ফুলের বাগান সুন্দর
দুসারি ফুটিল ফুল।
দেখিতে দেখিতে নয়ন গোচর
তাহে ঝুরে অলিকুল॥
গোকুলের লীলা মনে পড়ি গেল
সে মোর যশোদা মায়।
সুগন্ধি ফুলের বেশ পরিপাটী
কত বনাইত তায়॥
যশোদার স্নেহ পাশরিতে নারি
কি দিয়া সুধিব ধার।
লাখ কোটি যুগ দেব মন্বন্তর
তবু সীমা নাহি যার॥
যখন বান্ধল নবনি লাগিয়া
চরণ বান্ধল মোর।
বান্ধিয়া চরণ জননী তখন
পুন সে করল কোর॥
আর যত স্নেহ এই মোর দেহ
পুরিত লোমেতে লোমে।
এক কোটী ভাগ যুগেতে নারিব
সে ধার সুধিতে ভ্রমে॥"
চণ্ডীদাস শুনি ব্যথিত হিয়ায়ে
বলরাম ভেল মোহ।
ছল ছল আঁখি নয়ান কাতর
* * বচন এহ॥ ৬৭০॥

দ্রষ্টব্য:—প্রবাসান্তর্গত পূর্ব্বস্মৃতির নিদর্শন।

---

[৫০৬]

রাগ গড়া বরাড়ি

"সেই কথা সব মনে পড়ি গেল
শুন বলরাম দাদা।
যশোদা-পিরীতি কত না কহিব
মরমে মরমে বাধা॥
তাথে ভেল মোহ আকুল হইয়া
কতি না পড়ল বাঁশী।
কতি গেল দূরে পায়ের নপুর
আপনি অবশ বাঁশী॥

কহিল তোমারে মরম বেদন
শুন হলধর ভাই।”
শুনি হলধর হইল কাতর
মনেতে পড়ল তাই॥
“অনেক করল লালন পালন
এমন করয়ে কেবা।
একথা অন্যথা না হয় কখন
অনেক করিল সেবা॥”
ছল ছল আঁখি ভেল বলরাম
‘করহ বেশের ঠান।’
চণ্ডীদাস বলে— খুঁজিয়া দৈবকী
আকুল হইল প্রাণ॥ ৬৭১

---

[৫০৭]

রাগ কামোদ

“তুরিতে করহ নব বেশ।
আকুল মায়ের মন মন করে উচাটন
অধিক পাইব [ম]নে ক্লেশ॥
বান্ধহ বিনোদ চূড়া দিয়া মালতির বেড়া”—
কহে তবে নটবর কান।
“শুন বলরাম দাদা বেশ বান্ধ করি জুদা
তুমি কর বেশের বন্ধান॥”
শুনি হলধর তবে বেশ করে অনুপায়ে
উভু করি কেশের কসনি।
আটিয়া পাটের ডুরি চূড়ার নিছনি করি
* * * * ॥ ৬৭২

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরে প্রায় ৫০টি পদ পাওয়া যায় নাই।

---

[৫০৮]

* * * * * *
পুরাণ তোসনি জতে।
গোলোক করিয়া ব্যাসেতে বর্ণিল
চণ্ডীদাস জানে চিতে॥ ৭২২

---

[৫০৯]

সিন্ধুড়া

“যেখানে মহিমা বেদে দিতে সীমা
ব্যাসের গোচর নহে।
আন কি জানব সো রস-মাধুরী
এ সব বচন কহে॥
তুহুঁক মহিমা তুহুঁ সে জানহ
আন কি জানিতে পারে।
অসীম মহিমা নাঁরে দিতে সীমা
কহিয়া কহিতে নারে॥
মুই কি জানব তোমার শকতি
হইয়া অলপ মতি।
তুমি দয়াময় গোলোক-ঈশ্বর
কহেন জগত-পতি॥
সৃষ্টি স্থিতি তুমি প্রলয়-কারণ
অনাথ জনার বন্ধু।
ভব পারাপার তাহার কাণ্ডারি
কেবল করুণা-সিন্ধু॥”
চণ্ডীদাস কহে— সুবলের স্তুতি
দেখিয়া নাগর রায়।
করেতে ধরিয়া নিল উঠাইয়া
আলিঙ্গন ভেল তায়॥ ৭২৩

দ্রষ্টব্য :—এখানে দেখা যাইতেছে যে, সুবল আসিয়া কৃষ্ণের সহিত মথুরায় মিলিত হইয়াছেন।

[৫১০]

রাগ জতিশ্রী

পায়া আলিঙ্গন হরষিত মন
ধরিয়া কমল-পায়।
শ্রীঅঙ্গ-পরশ পাইয়া লালস
দেহ প্রফুল্লিত তায়॥
পুলক স্বেদক ভাব গণাদিক
তিন ভাব আসি গেলে।
অনুভাব পরে * * *
* * * ॥
* * * * * *
* সে সুবল ভাসে।
সমূহ বর্ণিল এই পদাবলি
সকল ইহাতে আছে॥
* * * * * *
* * * ।
আর এক রস আছয়ে বেকত
এই পাঁচ রস ধরে॥
চৌষষ্টি রস কহে আর তিন
রস......উপরে বৈসে।
এই আট রস প্রধান মানহ
আট আট গুণ পৈশে॥
যে করিল ইহা পদের বর্ণনা
চৌষষ্টি আছয়ে রসে।
ভকত-ভ্রমর খুজিয়া খাইলে
(?) সব রস আছে॥
গোকুল মথুরা যে সুখ বর্ণিল
ইহাতে চৌষট রসে।
কহেন দাড়াই শুন শুন ভাই
কহেন এ চণ্ডীদাসে॥ ৭২৪॥

টীকা

পঙ্‌—৫-৭। উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাব-প্রকরণের পরে সাত্ত্বিক-প্রকরণে স্বেদ রোমাঞ্চাদি (পুলকাদি) বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৭৪ সংখ্যক পদের পাদটীকাও দ্রষ্টব্য। অনুভাবের উল্লেখে বোধ হয় ঐরূপ কোন বিষয়ের প্রতি এখানে লক্ষ্য করা হইয়া থাকিবে।

১৬। পাঁচ রস :—শান্তদাস্যাদি।

১৭-২০। চৌষট্টি রস :—বিপ্রলম্ভের পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং প্রবাস, আর সম্ভোগের সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্ ভেদে ৪, একুনে এই আট রসই প্রধান বলিয়া কথিত হয়। ইহাদের প্রত্যেকের আবার আটটি করিয়া বিভাগ আছে, অতএব রস ৬৪ প্রকার। উক্ত রসসকলের প্রৌঢ়, মধ্য, মন্দাদি, অথবা নায়িকা ভেদে উত্তমা, মধ্যমা, কনিষ্ঠাদি নানাপ্রকারত্বও হইয়া থাকে। ইহাই "কহে আর তিন" এই উক্তিতে লক্ষিত হইয়া থাকিবে।

২১-২২। কবি বলিতেছেন যে, তিনি এই ৬৪ রস বর্ণনা করিয়াই পদ রচনা করিয়াছেন।

[৫১০ ক]

রাগ শ্রী

হেনক স[ম]য়ে কৃষ্ণ না দেখিয়ে
হলধর গেলা তথি।
কিয়ার বাগান অতি রম্য-স্থল
দেখিতে পায়ল ইথি॥

চারি পাশে তার নানা পুষ্প সারি
সুগন্ধি কুসুম গন্ধে।
পরিমলে যত অলি শত শত
মধুর লাল[স] বন্ধে ॥

রোহিণী-নন্দন জানল তখন
হেনক বুঝিয়া চিতে।
অনুমান করি তথা আগুসারি
জানিয়া হৃদয় ভিতে ॥

শঙ্গারব দিয়া বেগে প্রবেশিল
মত্ত বলাই যায়।
কিয়ার বাগানে প্রবেশ করিল
দীন চণ্ডীদাস গায় ॥ ৭২৫ ॥

[৫১১]

নট বৈরাগী

ইখানে কি কর দুজনে বসিয়া
কহত কি হেতু ইহ।
খুজিয়া আকুল মথুরা [ম]ণ্ডল
জানিতে না পা * * ॥ ৭২৬ ॥

দ্রষ্টব্য :—২৩৮৯ সংখ্যক পুথির ২৩৩ পত্র এখানে শেষ হইয়াছে। ইহার পরেই ৩৬২ সংখ্যক পত্র পাওয়া যাইতেছে, অতএব মধ্যবর্ত্তী ১২৯ পত্র পাওয়া যায় নাই। এই পত্রগুলিতে ১০৪৫-৭২৬=৩১৯টি পদ ছিল। মাথুর ব্যতীত অন্যান্য লীলাও এই সকল পদে বর্ণিত হইয়া থাকিবে। পরবর্ত্তী ১০৪৫ সংখ্যক পদটি গৌণরাসের। অতএব ইহার পরেই এই গ্রন্থে গৌণরাসের পদ সন্নিবিষ্ট হইল।

গৌণরাস

প্রবেশিকা

কবি এখন গৌণরাস-বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিতেছেন। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে মহারাস সঙ্কীর্ণ সম্ভোগের অন্তর্গত, আর স্বপ্নের বিষয়ীভূত সম্ভোগ প্রাকৃত সম্ভোগের তুলনায় অপ্রধান বলিয়া গৌণ সম্ভোগ আখ্যায় অভিহিত হয়। এখানেও কবি "গৌণরাস" দ্বারা মহারাস অপেক্ষা অপ্রধান সম্ভোগকেই বুঝাইয়াছেন। আবার এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট কতকগুলি পদ পদকল্পতরুতে "স্বয়ং দৌত্য" পর্য্যায়ে উদ্ধৃত রহিয়াছে। "স্বয়ং-দৌত্য" শব্দের ব্যাখ্যায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"স্বয়ংদূত" বা "স্বয়ংদূতী" শব্দের উত্তর ভাবার্থে ষ্ণ্য প্রত্যয় দ্বারা "স্বয়ং-দৌত্য" শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে।" তৎপর তিনি উজ্জ্বলনীলমণি হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, "যে নায়িকা অত্যন্ত ঔৎসুক্য হেতু বিগতলজ্জা হইয়া নিজে নায়কের নিকট মনের ভাব ইঙ্গিতে প্রকাশ করে, তাহাকে "স্বয়ং-দূতী" বলা হয়। (তরু, ২য় খণ্ড, ২পৃঃ)। এই সূত্রেও দেখা যায় যে, ইঙ্গিতেই দৌত্যের পরিকল্পনা রহিয়াছে। কিন্তু এই ইঙ্গিত কিসের জন্য? ইহা যে মিলনের ইঙ্গিত তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অতএব আমরা আশা করিতে পারি যে, স্বয়ং-দৌত্যের একটি পূর্ণ পালার প্রারম্ভে যেমন ইঙ্গিতের উল্লেখ থাকিবে, সেইরূপ ইহার পরিসমাপ্তি-সূচক সম্ভোগেরও বর্ণনা থাকিবে। যেমন পরবর্ত্তী ৫১৪ সংখ্যক পদে আছে—

তোমার বচন ধরি আন না করিল আমি
ধরিল নারীর বেশ ঠান।

এই সঙ্কেত অবলম্বন করিয়া যে মিলন সংঘটিত হইয়াছিল তাহাই ৫১২-৫১৬ সংখ্যক পদে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে যে. মিলনের পদেও পূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্কেতের উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং সঙ্কেত ও মিলন যে একই পালার অন্তর্ভূক্ত তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। প্রথমতঃ সঙ্কেত, পরে মিলন, আবার সঙ্কেত, তৎপর মিলন, এইভাবে এক একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া গৌণরাসের পালাগুলি রচিত হইয়াছিল।

উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে—দূতী দুই প্রকার,—স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী; তন্মধ্যে স্বয়ংদূতী কটাক্ষ ও বংশীধ্বনি (ঐ. সহায়ভেদ প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। ইহারা উভয়েই মিলনের সঙ্কেত মাত্র, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-দৌত্য পর্য্যায়ে পদকল্পতরুতে যে সকল পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে নানা ছদ্মবেশে রাধা-কৃষ্ণের মিলনই বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়, সঙ্কেতের পদ পাওয়া যায় না। তবে কি বৈষ্ণব দাস কতকগুলি পদকে নিজের খেয়াল মতই অযথা একটা বিভাগে সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন? আসল কথা এই যে, যে গ্রন্থ হইতে তিনি ঐ সকল পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাতে ঐরূপ সঙ্কেতের পদ ছিল, কিন্তু তাহা বাদ দিয়া তিনি কেবল মিলনের পদই সঙ্কলিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ পদকল্পতরুর শেষভাগে "অনুবাদ-প্রকরণে" তিনি লিখিয়াছেন—"প্রথম সে স্বয়ং-দৌত্য সম্ভোগ-মিলন," এবং "স্বয়ংদূতী সম্পন্ন-সম্ভোগাখ্যান-রস" ইত্যাদি। অতএব দৌত্যের পরিসমাপ্তিসূচক

সম্ভোগের পদই যে তিনি সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, তাহাও বুঝা যাইতেছে। কিন্তু দৌত্য হয় সঙ্কেতে, সম্ভোগে নহে, ইহা মিলনের আহ্বান মাত্র। বংশীদ্বারা দূতীর কার্য্য করাইবার উল্লেখ মহারাসের একটি পদেও রহিয়াছে, যথা—

বাঁশী দূতীপনা কতেক প্রকারে
বাজল রসের তান।

পরবর্ত্তী ৫৪৯ সং পদ।

আবার মহারাসের প্রারম্ভেও শ্রীকৃষ্ণ বংশীদ্বারাই গোপীগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহাই দূতীপনা বা দৌত্য। তাহারই ফলে গৌণরাস ও মহারাসে যে সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্বয়ং-দৌত্যেরই পরিশিষ্ট মাত্র। বৈষ্ণবদাস ইহা জানিতেন, নতুবা বাছিয়া বাছিয়া সম্ভোগের পদ-গুলিই তিনি স্বয়ং-দৌত্য পর্য্যায়ে স্থাপন করিতেন না। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, যে সকল পালা হইতে তিনি ঐ সকল পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাতে সঙ্কেত ও মিলন এই উভয় প্রকারের পদই ছিল।

এইরূপ সঙ্কেত যে উভয় পক্ষেই হইয়াছিল তাহাও দেখা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ কটাক্ষ বা বংশী দ্বারা সঙ্কেত করিতেছেন, আবার রাধাও সঙ্কেত দ্বারা মিলনের সন্ধান দিয়া আসিতেছেন। ইহাই দৌত্য। আবার এই পালার প্রথম ভাগে যেমন শ্রীকৃষ্ণ রাধার গৃহে তাঁহার সহিত মিলিত হইতেছেন, সেইরূপ শেষের দিকে দেখা যায় যে, রাধা ও গোপীগণও কুঞ্জে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই সকল পদে অপ্রধান ভাবে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া চণ্ডীদাস মহারাসের তুলনায় এই পালাটিকে গৌণরাস আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।

পদকল্পতরুতে এবং নীলরতন-বাবুর চণ্ডীদাসে সন্নিবিষ্ট গৌণরাসের বিচ্ছিন্ন পদগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পালাগান হইতে বাছিয়া বাছিয়া ঐ পদগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল। ৫১৯ এবং ৫২০ সংখ্যক পদদ্বয় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত; ৫২২, ৫২৩ এবং ৫২৪ সংখ্যক পদত্রয়েও ধারা-বাহিক রচনার নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। ৫২৮ নং পদের পরবর্ত্তী ঘটনা ৫২৯ সং পদে বর্ণিত হইয়াছে, আর ৫৩১ এবং ৫৩২ সং পদদ্বয় একই পদের বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র (তরুর ৬৪৪ সং পদ দ্রষ্টব্য)। ইহা ব্যতীত কয়েকটি পদে অসম্পূর্ণতার নিদর্শনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ৫৩৩ সং পদের শেষভাগে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ পরিধেয় বসন পুরস্কার স্বরূপ চাহিতেছেন। তাঁহার প্রার্থনার পরিণতি কি হইয়াছিল, তাঁহাকে বসন দেওয়া হইয়াছিল কিনা এবং কি ভাবে এই রঙ্গলীলার পরিসমাপ্তি হইয়াছিল, তাহা আমরা কিছুই জানিতে পারি না। এই সকল বিষয় যে সকল পদে বর্ণিত হইয়াছিল, তাহা আবিষ্কৃত না হইলেও তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণাই জন্মিয়া থাকে। ৫১৮ সংখ্যক পদে তৈল-হরিদ্রা লইয়া রমণীর বেশে গমন করিবার যে "সঙ্কেত" রহিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া ৫১৯ সংখ্যক পদটি ইহার পরে স্থাপিত হইল। এইরূপে আমরা একটা ধারাবাহিক রচনার আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি। মূলগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইলে অবশ্যই ইহার কিছু ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে।

পদকল্পতরুতে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-দৌত্য পর্য্যায়ে (৬৩৭ হইতে ৬৪৪ পর্য্যন্ত) চণ্ডীদাসের ৮টি পদ সংগৃহীত রহিয়াছে। নীলরতন-বাবু তাঁহার চণ্ডীদাসে এই পর্য্যায়েই ৭০ হইতে ৮৩ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত (৮৪ সংপদ বিপ্রলম্ভে স্থাপিত হইল বলিয়া এখানে গণনা করা হইল না) ১৪টি পদ সন্নিবিষ্ট

করিয়াছেন। তন্মধ্যে পদকল্পতরুর উক্ত ৮টি পদই রহিয়াছে। তৎপর কুঞ্জভঙ্গ পর্য্যায়ে তিনি ৩টি পদ স্থাপন করিয়াছেন। এই পদগুলিও গৌণ-রাসের পদ, অতএব নীলরতন-বাবুর সংগৃহীত (১৪+৩=) ১৭টি পদের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে প্রাপ্ত ১০টি নূতন পদ যোগ করিয়া মোট ২৭টি পদ ৫১২ হইতে ৫৩৮ সংখ্যায় চিহ্নিত করিয়া গৌণরাস পর্য্যায়ে এখানে স্থাপন করা হইয়াছে। আমাদের সংগৃহীত ১০টি পদের মধ্যে ৪টি পদে (৫১২, ৫১৫, ৫৩৬, ৫৩৭ সং পদ দ্রষ্টব্য) দীন চণ্ডীদাসের ভণিতা রহিয়াছে। অবশিষ্ট ৬টি পদের ভণিতায় কবির নামের পূর্ব্বে কোন বিশেষণ ব্যবহৃত না হইলেও পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া ইহারা যে একই কবির রচিত তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। নীলরতন-বাবু কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৬টি পদে দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা দৃষ্ট হয় (৫১৯, ৫২২, ৫২৩, ৫২৭, ৫৩৩, ৫৩৫ সং পদ দ্রষ্টব্য) এবং দুইটি পদে (৫৩২, ৫৩৪ সং পদদ্বয় দ্রষ্টব্য) বাশুলী ও ধোবানীর উল্লেখ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ৫১৯ ও ৫৩৩ সং পদদ্বয়ের পাঠান্তরে দ্বিজ ভণিতা নাই, এবং ৫২৭ সং পদের পাঠান্তরে "দ্বিজ" স্থানে "দীন" দৃষ্ট হয়। ৫৩১ এবং ৫৩২ সং পদদ্বয় পদকল্পতরুতে একই পদে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় (ঐ ৬৪৪ সং পদ দ্রষ্টব্য)। মূলে এই দুইটি পদ একই পদের অন্তর্ভূত থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, ৫৩১ সং পদের ভণিতাটি পরবর্ত্তী অরোপ মাত্র। অতএব এই দুই পদের ভণিতা মূলের অনুরূপ কিনা তাহা বিবেচ্য বিষয়। ৫৩২ সং পদের ভণিতার পাঠান্তরে "বাসুলীর তটে" ইত্যাদি অর্থহীন পাঠ দৃষ্ট হওয়াতে এই পদের ভণিতার প্রতি সন্দেহ গাঢ়তর হইয়া থাকে। ৫২২-২৪ সংখ্যক পদত্রয়ে দেয়াশিনী-বেশে মিলনের বর্ণনা রহিয়াছে, অতএব এই তিনটি পদ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত একই পালার অন্তর্ভূত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পদ-কল্পতরুর ২৪০ সংখ্যক পদ ও বিদ্যাপতির ৫৩৪ সংখ্যক পদের সহিত এই পদগুলির ভাব এবং রচনার সাদৃশ্য রহিয়াছে। মনে হয় যেন এক কবি অপরকে অনুকরণ করিয়াছেন। এজন্য এই সকল পদের ভণিতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ করিবার কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে (পদগুলির পাদটীকাও দ্রষ্টব্য)।

[৫১২]

......বেসি নাগর
ধরিয়া নারীর বেশ।
অতি অদভুত আনন্দ-মগন
করত রসের লেশ ॥
বনোদিনী রাধা রসের অগাধা
আছিলা গৃহের কাজে।
হেনক সময়ে মিলল দুজনে
একেলা মন্দির-মাঝে ॥
নিজের মন্দিরে লইয়া রামারে
সুধাই সরস বাণী।—
"কেন বা আইলা কহ না সুন্দরি,
কি হেতু ইহার শুনি ॥"
রাধা কহে—"শুন নবীন নাগরি,
কোথাহ বসতি তোর।
কাহার রমনী কুলের কামিনী
কিহেতু গমন তোর ॥"
রাধার বচন [শুনিয়া] সুন্দরী
কহিতে লাগল তায়।
আমার বসতি গোকুল-নগরে
শুনহ এ অভিপ্রায় ॥
গোপের গৃহিনী রাজার নন্দিনী
আইল বিয়োগ পাই [১]।
না গেনু আনহ গোপের মন্দিরে
আইল তোমার ঠাঁই ॥
তুমি বৃখভানু রাজার নন্দিনী
আমি সে রাজার ঝি।
তেই সে আইল তোমার নিকটে
আনহ বলিব কি ॥
আন গোপঘরে আমার রহিতে
তিলেক উচিত নয়ে।"
দিবা অভিসার নহে পরিচয়
দীন চণ্ডিদাস কয়ে ॥ ১০৪৫ ॥

পুথির পাঠ :—

১। পায়া

দ্রষ্টব্য :—এখানে দেখা যাইতেছে যে, কৃষ্ণ রমণীর বেশে রাধার মন্দিরে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা দিবাভাগেই সংঘটিত হইয়াছিল। গৌণরাসে এইভাবে নানাপ্রকার ছদ্মবেশে উভয়ের মিলন বর্ণিত হইয়াছে।

---

[৫১৩]

বিচিত্র আসনে বসিলা সুন্দরী
রাধার মন্দির-ঘরে।
বিনোদিনা রাই কহেন তাহাই
অধিক আদর করে ॥
বিয়োগী দেখিয়া নবীন কিশোরী
বিবিধ মিঠাই আনি।
শাকরই ক্ষীর ঝুনা নারিকেল
চিনি চাপাকলা ফেণী ॥

আনি বিনোদিনী রাজার নন্দিনী
যোগাই তাহার কাছে।
পুন পুন কহে— "এ [ ]প বদনে
তবে বহু সুখ আছে॥"
হাসিয়া রমনী কুলের কামিনী
কহেন উত্তর বানী।—
"এসব মিষ্টান্ন দুজনে পাইব
একেলা না লব আমি॥"
এক কথা শুনিয়া বৃকভানুসুতা
হাসিয়া হাসিয়া বলে।—
"তোমার আদর পরম যতনে
শাস্ত্রের লিখন-সারে॥
অভ্যাগত আগে পূজন যজন
এই সে মানিয়ে ভালে।
হয়ে নয়ে দেখ মনে বিচারিয়া
সকল জনাতে বলে॥"
কহেন উত্তর হইয়া.........
সেই সেও নবরামা।—
"আগে আস্য শয্যে করি আলিঙ্গন
জানিব তোমার প্রেমা॥"
চণ্ডীদাস বলে— অপরূপ দেখ
অসীম যাহার লীলা।
দুঁহে পরস্পর একুই সমসর
বাহু পসারিয়া নিলা॥ ১০৪৬॥

টীকা

পঙ্-৭-৮। তু°—"রম্ভাসীরীক্ষীরসারৈঃ শস্কুলীর্বিবিধাঃ সখি।" (গোবিন্দলীলামৃত, ৩য় সর্গ।)

এবং—"সুনি পুরি এ সাকর, আছে ঝুনা নারিকেল" প্রথমখণ্ড, ৯১, সং পদ।

৩১। সমসর—সোঁসর, সমতুল্য।

---

[৫১৪]

রাগশ্রী

রাধারে ধরিয়া কোরে লইল মনের সবে
আলিঙ্গন করে নব রামা।
শ্রীঅঙ্গ পরশ পাই সো নব কিশোরী রাই
জানল পরশ রস প্রেমা॥
কপট করিয়া ছলা জানল (*) কালা
জানি ধনী সো অঙ্গ পরশে।
জানিল কালিয়া কানু ছুইতে আপন তনু
আপনা আপনি ভালবাসে॥
উঘারিয়া প্রেমরস আপনি পায়ল রস
ঐছন কপট রস লেহ।
হাসি সুধামুখী রাই পিয়ার বদন চাই—
"তোমার চরিত বড় এহ॥
বিনোদ মোহন বেশ তার কিছু নাহি লেশ
এ সব রাখিয়া আইলে কোথা।
ধরিয়া নারীর বেশ বান্ধিলে লোটন কেশ
কেমতে আইলে তুমি এথা॥"
হাসিয়া কহেন হরি— "শুনহ কিশোরী গুরি,
তোমার বচন নহে আন।
তোমার বচন ধরি আন না করিল আমি
ধরিল নারীর বেশ ঠান॥"
নিয়া নিকেতন ঘরে আনন্দে বেহার করে
কত সুখ কহনে না যায়।
শূন্য মন্দির ঘরে দুজনে বেহার করে
চণ্ডীদাস দুহুগুণ গায়॥ ১০৪৭॥

পঙ্-১৯। তোমার বচন ধরি :—ইহাতে বুঝা যায় যে, রাধা এইরূপে মিলিত হইবার জন্য কৃষ্ণকে সঙ্কেত করিয়া আসিয়াছিলেন। এইরূপ সঙ্কেত পরবর্ত্তী ৫১৮ সংখ্যক পদেও বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, নীলরতন-বাবুর চণ্ডীদাসে "স্বয়ং-দৌত্য" পর্য্যায়ে "বাজিকর-বেশে,"

"নাপিতানী-বেশে" ইত্যাদি বিষয়-বিভাগে যে সকল পদ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাদের পূর্ব্বে এইরূপ সঙ্কেতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল, এবং পরেও মিলনের পদ ছিল। সেই সকল পদ বাদ দিয়া বিচ্ছিন্নভাবে নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে ঐ পদগুলি স্থাপিত হইয়াছে। এই সঙ্কলনের মূল পদ-কল্পতরুতে, পরবর্ত্তী সংগ্রহকারগণ তাহাই আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

---

[৫১৫]

আনন্দে নাহিক ওর।

কিশোর কিশোরী আপনা বিসরি
সুখের নাহিক ওর ॥
ফেরাফিরি বাহু চান্দে যেন রাহু
গিলিল গগন মাঝে।
তৈছন পীরিতি করত এ রতি
রণরতি দুহে বাজে ॥
যেমন শশক সোঁসর কিশোরী
সিংহের সমান কান।
শশ[ক] ধরয়ে কতেক পরাণ
সে জন কি জিয়ে টান ॥
রতি-রণ-কাজে মন্দির সমাঝে
রতন-শেযের পরে।
দুহু দুহুঁ সুখ বাঢ়ল আনন্দ
বিরল মন্দির ঘরে ॥
হু হু সে শবদ রসের আমোদ
উথলে রসের ঢেউ।
সহিতে নারয়ে রসের গরিমা
পরাণ কাড়িয়া লেউ ॥
এক সুখে কত সুখ উপজল
বাজিল দুজনে রণ।
সমর জিনিতে নাহিক শকতি
বিনোদিনী কিছু কন ॥—
"হেদে হে নাগর চতুর-শেখর
পঙ্কজ কি সহে টান।"
অলির দংশনে পঙ্কজ কম্পিত
দীন চণ্ডীদাস গান ॥ ১০৪৮ ॥

টীকা

পং-১৬-১৭। তু°—
"মীলদৃষ্টিমিলৎকপোলপুলকং শীৎকারধারাবশা-
দব্যক্তাকুলকেলিকাকুবিকসদ্দন্তাংশুধৌতাধরম্।"
গীতগোবিন্দ, ১২শ সর্গ।
"মৃগারিপ্রবলঘুরঘুরারাবরৌদ্রোচ্চনাদান্।"
পদ্যাবলী, ১৮৩ পৃঃ (বহর°, সং)।

---

[৫১৬]

রাগ কানড়া

"উঠহ নাগর রায়।
দিবস-গমন এ নহে করণ
কহিয়ে তোমার পায় ॥
তেজহ সমর শুন সুনাগর
আর সে উচিত নয়ে।
শাশুড়ী ননদী আসি দেখে যদি
এই আছে মনে ভয়ে ॥
জানি বা দেখয়ে পাড়ার পরশী
বিষম লোকের কথা।
তুরিত গমনে চলি যাহ তুমি
রহিতে [নার]য়ে এথা ॥

যেমতে আইলে ধরি নারীবেশ
ঐছন চলিয়া যাহ।
পীতের বসন উঠ লয়া টানি
[কলসী] কাখেতে লহ।”

এ বোল শুনিয়া নাগর চতুর
কলসী লইয়া কাখে।
বাহির হইল আয়ল ... ...
* * ভরিয়া দেখে॥

কেহো গোপরামা উলটিয়া চাহে
একলা যুবতী যায়।
গোকুলের নহে কন গোপ [নারী]
...য়া নয়নে চায়॥

“কাহার ঘরণী রূপের তরণী
আয়ল মন্দির হতে।
কখন না দেখি এ পথে আসিতে
বিষম লাগিল চিতে॥”

করে কানাকানি বরজ রমণী—
“এজন কাহার মায়্যা।”
চণ্ডীদাস বলে— চিনিতে নারিবে
কে যায় এ পথে বায়্যা॥ ১০৪৯॥

---

[৫১৭]

রাগ নটনারায়ণ

নিজ বেশ ছাড়ি রসিক মুরারী
বান্ধল বিনোদ চূড়া।
নানা আভরণ অঙ্গের ভূষণ
নানা মালতির বেড়া॥

কনক বলয়া নানা রত্নমণি
মাণিক তাহার মাঝে।
বিনোদ নাগর বিনোদ বেশেতে
নানা আভরণ সাজে॥

মোহন মুরুলী ধরিয়া করেতে
বায়ই নাগর রায়।
শুনিতে সুস্বর মুরুলীর রব
শ্রবণ পাতল তায়॥

তরুয়া কদম্বে দাঁড়াই ত্রিভঙ্গে
রসিক নাগর কান।
গৃহ-কাজে নাহি মন মনোহর
শুনিতে শুনয়ে আন॥

“শ্রবণ ভরিয়া মন মজাইয়া
শুনল বাঁশীর গীত।
গৃহ-কাজ মোর ছারে খারে জাউ
ইহাতে লাগল চিত॥

কোমল বাঁশীর গীত আলাপনে
শ্রবণে পশিল যবে।
কি জানি কঠিন এ পাপ পরাণ
ধৈরজ না রহে তবে॥”

বৈঠল কিশোরী সব পরিহরি
গৃহকাজ রহে দূরে।
শ্রবণ পরশি শুনি সেই বাঁশী
চণ্ডীদাস মন ঝুরে॥ ১০৫০॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদে পুনরায় আর এক লীলা-বর্ণনার ভূমিকার অবতারণা করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী পদে বর্ণিত হইয়াছে যে, বাঁশীর রব শুনিয়া রাধা জল আনিতে গিয়া কৃষ্ণকে সঙ্কেত করিয়া আসিলেন। এখানে বাঁশী দূতীর কার্য্য করিতেছে।

---

[৫১৮]

রাগ গড়া

আন ছলা করি জলেরে যাই।
সো নব কিশোরী বরজ রাই॥
কনক গাগরী লইয়া কাঁখে।
ঐছন চলল যমুনা-মুখে॥
চলিতে না পারে সুখের সরে।
যেন রসভরে খসিয়া পড়ে॥
পুলক না মানে সকল তনু।
উথলি উথলি চলত তনু॥
হেরল নাগর তরুয়া মূলে।
দুহে দুহা ভেল কটাক্ষ হেলে॥
বঙ্কিম নয়নে নয়নে মেল।
রসপর কথা দুজনে ভেল॥
সঙ্কেত করল কদম্ব-বনে।
এখানে থাকিব মনের সনে॥
ঐছন যুগতি করিয়া সারা।—
"নারী বেশ ধর তেমতি পারা॥
লইবে কটোরা পূরিত করি।
তৈল হলদি লইবে হরি॥
গুপতে গমন করিবে ভালে।
যেমত কোজন দেখিতে নারে॥"
এই সঙ্কেত করল রাই।
যমুনার জল লইয়া যাই॥
নবীন কিশোরী চলল ঘরে।
চণ্ডীদাস দেখে আখের পরে॥ ১০৫১॥

দ্রষ্টব্য :—এইখানে ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথির ৩৬৪ পত্র শেষ হইয়াছে। ইহার পরে ৩৭৬ সংখ্যক পত্র পাওয়া যাইতেছে, মধ্যবর্ত্তী ১১ পত্র পাওয়া যায় নাই। তাহাতে ১০৭৬-১০৫১=২৫টি পদ ছিল। তন্মধ্যে পদকল্পতরু ও নীলরতন-বাবুর চণ্ডীদাস হইতে সংগ্রহ করিয়া ১৭টি পদ ইহার পরেই সন্নিবিষ্ট হইল। তথাপি ৮টি পদের অভাব রহিয়া গিয়াছে।

পঙ্‌-১১। এখানে দেখা যাইতেছে যে, রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ের কটাক্ষই (বঙ্কিম নয়ন) দূতীর কার্য্য করিতেছে।

১৭-২০। তৈল-হরিদ্রা লইয়া নারীবেশে গোপনে গমন করিবার যে সঙ্কেত এখানে রহিয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়া "নাপিতানীবেশে মিলনের" পদটি ইহার পরেই স্থাপন করা হইল।

নাপিতানী-বেশে মিলন

[৫১৯]

ধানশী[১]।

ধরি নাপিতানী বেশ মহলেতে পরবেশ
যেখানে বসিয়া আছে রাই।
হাতে দিয়া[২] দরপণি খোলে নখ রঞ্জিনী
বলে—"বৈস[৩] দেই কামাই" ॥

বসিলা যে রসবতী নারী।
খুলিল[৪] কনক বাটী[৪] আনিল কনক[৫] ঘটী
ঢালিল[৬] যে[৭] সুবাসিত বারি ॥ধ্রু[৮]॥

করে নখ-রঞ্জনী চাঁছয়ে নখের কণি
শোভিত করল[৯] যেন চাঁদে।
আলসে অবশ[১০] প্রায়[১১] ঘুম লাগে আধ গায়
হাত দিলা[১২] নাপিতানী কাঁধে ॥[১৩]

নাপিতানী একে শ্যামা ননীর পুতলি[১৪] ঝামা
বুলাইছে মনের আকুতে[১৫]।
ঘসিয়া[১৬] ঘসিয়া পায়[১৭] আলতা লাগায়[১৮] তায়[১৯]
রচয়ে[২০] মনের হরষেতে[২০] ॥

রচয়ে বিচিত্র করি চরণ হৃদয়ে[২১] ধরি
তলে লেখে নাম[২২] আপনার[২২]।
নাপিতানী বলে-"ধনি দেখহ চরণ খানি
ভাল মন্দ করহ বিচার ॥"

তবে[২৩] শুনি তার[২৩] বাণী দেখয়ে[২৪] চরণ খানি[২৪]
তার[২৫] হেটে[২৬] শ্যামের[২৭] যে[২৭] নাম।
বুঝি[২৮] আন-মনে চাহে, নাপিতানী পানে কহে,
বোলে—"কহ আপনার নাম[২৮] ॥"[২৯]

"শ্যাম[৩০] নাম কহে মোরে জগত মোহিবার তরে
ফিরি আমি নগরে নগরে[৩০]।"
দ্বিজ[৩১] চণ্ডীদাসে[৩১] কহে[৩২] নাপিতানী[৩৩] এহ নহে[৩৩]
কামাইয়া[৩৪] যাহ নিজ ঘরে ॥

নী—৭৪; তরু,—৬৩৭; বিপু,—২৯১, ২৯২ (এই পুথিদ্বয়ে দ্বিজ ভণিতা নাই)।

[১] বাদ, ২৯১, ২৯২। [২] দেই, তরু, ২৯২, ২৯১।
[৩] বৈঠ, পসং; এস্থ, ২৯২।
[৪-৪] খোলে কনকের°, ২৯১।
[৫] জলের, পসং; বিমল, তরু।
[৬] ডারিল, ২৯১। [৭] বাদ, পসং, তরু, ২৯১।
[৮] বাদ, পসং, ২৯২। [৯] করএ, ২৯২, ২৯১।
[১০] উলল, তরু (পা°); উল্লাস, ২৯২; উল্লষ, ২৯১।
[১১] পায়, তরু (ঐ), ২৯২, ২৯১।
[১২] দিয়া, ২৯১; দেই, ২৯২।
[১৩] এই দুই পংক্তি তরুতে নাই।
[১৪] অধিক, তরু।
[১৫] আনন্দে, পসং।
[১৬] ঘসিতে, ২৯২, ২৯১।
[১৭] তায়, ঐ। [১৮] লাগাছে, ২৯২।
[১৯] পায়, ২৯১, ২৯২।
[২০-২০] *নিরখি নিরখি অবিরাম*, তরু।
[২১] উপরে, ২৯২, ২৯১।
[২২-২২] আপনার নাম, তরু।
[২৩-২৩] তবেত শুনিয়া, ২৯২, ২৯১।
[২৪-২৪] দেখে চরণ দুখানি, ২৯২; দেখে দুই চরণ খানি, ২৯১।
[২৫] তাহার, পসং। [২৬] হেঠে, ২৯১।

২৭-২৭ দেখে শ্যাম, ২৯১।

২৮-২৮ তবে দেখি নিজ মনে, চাহে নাপিতানী পানে, বোলে তুমি কহ আপন নাম, ২৯২, ২৯১।

২৯ এই ৪ পঙ্‌ক্তির পরিবর্ত্তে তরুতে আছে—দেখি সুবদনী কহে, কি নাম লেখিলা ওহে, পরিচয় দেহ আপনার।

৩০-৩০ নাপিতানী কহে ধনি, শ্যাম নাম ধরি আমি, বসতি এ তোমার নগরে, তরু।

৩১-৩১ চণ্ডিদাসেতে, ২৯১, ২৯২।

৩২ কয়, তরু, ২৯১, ২৯২।

৩৩-৩৩ এহ নাপিতানী নয়, ঐ।

৩৪ কামাইলা, তরু।

পদটি পদকল্পতরুতে পাঠান্তর ও ব্যাখ্যা সহ উদ্ধৃত হইয়াছে।

পঙ্‌—৮। নখরঞ্জনী—নরুন্ ইতি ভাষা।

৯। নখগুলি পরিষ্কৃত হইয়া চন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইল।

১২। পদকল্পতরুর টীকায় সতীশবাবু বলিয়াছেন, "শ্যামা" শব্দে নাপিতানীর নাম, অথবা "শ্যাম-বর্ণা" অর্থ সুসঙ্গত হয় না। কিন্তু শ্যামের শরীরের কোমলত্বের বর্ণনায় কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—"শিরীষ-কুসুম জিনিয়া কোমল," এবং "ননীর অধিক শরীর কোমল" ইত্যাদি (প্রথমখণ্ড, ১০৫ সং পদ)। অতএব ইহা দ্বারা শ্যামের চিরপ্রসিদ্ধ কোমলতার প্রতি লক্ষ্য করা যাইতে পারে। তুং—"নূতন-তমালকোমলাং অনেন শ্যামলতা ব্যজ্যতে" (পদ্যাবলী, ১০৯ শ্লোক ও তাহার টীকা)। তাহা হইলে অর্থ হয় "নাপিতানীর ছদ্মবেশে ননীর পুতুল শ্যাম (তাঁহার কোমল হস্তে) ঝামা মনের আনন্দে বুলাইতেছে।" ঝামা অর্থে" অতিদাহে পিণ্ডীভূত ইষ্টক", কিন্তু "ননীর পুতলি" ইহার বিশেষণ হইলে এখানে ঘর্ষণ করিবার তদ্বৎ বস্তু বিশেষ। পূর্ব্বে ফলবিশেষের কোমল আঁশও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত।

মনের আকুতে—মনের সাধে।

২১। হেটে—(সং-অধঃ, পালি-হেট্‌ঠা, সং—প্রা হেট্‌ঠং) অধঃদেশে, পদতলে।

---

[৫২০]

সুহিনী [১]

নাপিতানী বলে [২]—"শুনগো [৩] সই।
কামালুঁ [৪] ইহার [৪] বেতন কই ॥
কহ তুমি যাই [৫] রাইয়ের [৬] কাছে।
'বেতন লাগি [৭] সে বসিয়া [৭] আছে ॥'
যদি কহে [৮] তবে নিকটে যাই।
যে ধন [৯] দেন তা সাক্ষাতে [৯] পাই ॥"
শুনি [১০] সখি [১০] কহে রাইএর কাছে।
"নাপিতানী [১১] বসি আছয়ে নাছে [১১] ॥"
রাই [১২] কহে—"ডাকি [১২] আনহ তায়।
কতেক বেতন নাপিতানী [১৩] চায় ॥"
সখী [১৪] যাই তবে [১৪] ডাকয়ে—"আইস।"
রাই বলে—"ঐ [১৫] দুলিচায় [১৫] বৈস ॥"
বসিল দুখিনী নাপিতানী শ্যামা।
কহে যে [১৭] —"বেতন দেহত [১৭] রামা ॥"
"কতেক [১৮] বেতন [১৮] হইবে তোর।"
"আমার [১৯] বেতনের [১৯] নাহিক ওর ॥" [২০]
হাসিয়া কহয়ে [২১] সুন্দরী রাই।
"হেন [২২] নাপিতানী [২২] দেখিয়ে নাই ॥ [২৩]
এমতে [২৪] ধন যে করেছ [২৪] কত?"
সে [২৫] কহে—"ভুবনে [২৫] আছয়ে যত ॥
এক ধন আছে তোমার [২৬] ঠাঁই [২৬]।
সে ধন পাইলে ঘরকে [২৭] যাই ॥
হৃদয়ে [২৮] কনক-কলস আছে।
মণিময় হার তাহার কাছে ॥
তাহার পরশ-রতন দেহ।
দরিদ্র জনারে কিনিয়া লহ ॥ [২৮]
দয়া করি দেহ [২৯] দরিদ্র জনে।
চাইলে না দেয় [৩০] কৃপণ [৩১] জনে [৩১] ॥

কুচ [৩২] যুগ-গিরি মোর মনহিত।
ইহা দিয়া মোর করহ প্রীত ॥ [৩২]
আর যে বেতন দেহ [৩৩] আমার [৩৩]।
পরশ-রতন পাই [৩৪] তোমার [৩৪] ॥" [৩৫]
হাসিয়া কহয়ে [৩৬] সুন্দরী [৩৬] গোরী।
"ভালে নাপিতানী পরাণ [৩৭]-চোরী [৩৭] ॥
পরশ [৩৮]-রতন পাইবা বনে।
এখন চলহ নিজ ভবনে [৩৮] ॥"
চণ্ডীদাসে কহে—না কর লাজ।
নাপিতানী নহে, রসিক রাজ ॥

নী—৭৫ ; তরু—৬৩৮ ; বিপু ২৯১, ২৯২।

[১] বাদ, পুথিদ্বয়। [২] কহে, তরু।

[৩] সুনল, ২৯১, ২৯২।

[৪-৪] অনাথী জনের, তরু, ২৯১ ; অনাথীনী লোকের, পসং।

[৫] যেয়ে, পসং ; যাঞা, ২৯১।

[৬] রাইর, ২৯১, ২৯২।

[৭-৭] লাগিঞা নাপিতানী, ঐ।

[৮] কহ, ২৯২।

[৯-৯] দেহ তাহা সাক্ষাতে, ঐ; দেই সাক্ষাতে মাগিঞা, ২৯১।

[১০-১০] সখি যাই, ২৯১

[১১-১১] বেতন লাগিয়া নাপিতানী আইছে, তরু (পাঠা)।

[১২-১২] কহে বোলাইঞা, ২৯১ ; [০]তবে, পসং, তরু।

[১৩] আমায়, পসং ; আমারে, তরু ; খেরুনি, ২৯২।

[১৪-১৪] ক্ষেউরিনী বলিয়া, ২৯১ ; খেরুনি বলিয়া, ২৯২।

[১৫] ইহার পরের তিন পঙ্‌ক্তি পসং ও তরুতে নিম্নলিখিত প্রকারে আছে :—

আসিয়া রাইয়ের নিকটে বৈস।
আসি নাপিতানী কহয়ে তায়।
বেতন কেন না দেহ আমায় ॥

[১৬-১৬] এই স্থানেতে, ২৯২।

[১৭-১৭] মোর দেহ বেতন, ২৯১।

[১৮-১৮] রাই কহে কিবা, তরু।

[১৯-১৯] সে কহে বেতনে, তরু।

[২০] এই দুই পঙ্‌ক্তি বাদ, পসং।

[২১] বোলয়ে, ২৯২। [২২-২২] এমন ছখিনি, ঐ।

[২৩] এই দুই পঙ্‌ক্তি বাদ, ২৯১।

[২৪-২৪] এত করি ধন বান্ধ্যাছ, ২৯১।

[২৫-২৫] ভুবনেতে ধন, ২৯১, ২৯২।

[২৬-২৬] সুনেছি রাই, ২৯২ ; সুন্যাছি রাই, ২৯১।

[২৭] ঘরে সে, ২৯১ ; ঘরেতে, ২৯২।

[২৮-২৮] বাদ, ২৯১, ২৯২। [২৯] হেন, পসং।

[৩০] দেই ২৯১। [৩১-৩১] রূপনে ধনে, ঐ।

[৩২-৩২] বাদ, পসং। [৩৩-৩৩] দেহত মোর, ২৯২।

[৩৪-৩৪] পাইব তোর, ঐ।

[৩৫] এই ৬ পঙ্‌ক্তি তরুতে নাই।

[৩৬-৩৬] বলে সে রসবতি, ২৯১ ; [০]রসবতি, ২৯২।

[৩৭-৩৭] পরাণে ছুরি, পসং। [৩৮-৩৮] বাদ, ২৯১, ২৯২।

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি পাঠান্তর ও ব্যাখ্যার সহিত পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত রহিয়াছে।

পঙ্—৮। নাছে—প্রথম খণ্ডের ২৯ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

নাপিতানীরা সাধারণতঃ অপরাহ্নেই আসিয়া থাকে। নাপিতানীর ছদ্মবেশে আসিয়া কৃষ্ণও বোধ হয় রাধার মন্দিরে রাত্রি যাপন করিয়া থাকিবেন, কারণ মিলনেই গৌণরাসের পরিসমাপ্তি। এইরূপ কোন মিলন-রাত্রির অবসানে রাধা কৃষ্ণকে বিদায় দিতেছেন, এইরূপ বর্ণনা থাকাতে পরবর্ত্তী পদটি ইহার পরেই সন্নিবিষ্ট হইল।

---

[৫২১]

শ্রী [১]

রাধা [২] কহে [৩]—"শুন রসিক নাগর
পিরিতি বিষম বড়ি।
পিরিতি করিয়া [৪] বুঝিয়া [৫] সুঝিয়া [৫]
কেমনে পিরিতি [৬] ছাড়ি ॥

নিশি পোহাইল দিবস[৭] হইল[৭]
মন্দিরে চলিয়া[৮] যাও[৯]।
শাশুড়ী ননদী উঠিয়া[১০] বৈঠব[১১]
তুরিতে তাম্বুল খাও[১২]॥
চূড়ার বন্ধন এলায়ে[১৩] পড়িছে[১৪]
বাঁধহ যতন করি।
শ্রীমুখমণ্ডল মলিন হয়াছে[১৫]
আহা[১৬] মরি মরি মরি[১৬]॥"
হাসিয়া নাগর মুখে দিয়া[১৭] কর[১৭]
মুছিতে মুছিতে[১৮] কানু।
অতি প্রিয় তথা[১৯] পড়িছিল[২০] সে যে[২০]
লইল[২১] মোহন বেণু॥
নিজ[২২] পীত বাস পরিতে[২৩] পরিতে[২৩]
চলিল[২৪] নাগর রায়[২৪]।
হাসিয়া নাগর চতুর[২৫] শেখর[২৫]
রাধার পানেতে চায়॥
চণ্ডীদাসে[২৬] কহে[২৭] শ্যাম[২৮] চলি গেলে[২৮]
আর দশা উপজিল।
শুন[২৯] সুনাগর[২৯] কি হবে রাধার
ইহার উপায় বল॥

নী—৯২; বিপু ২৮৯, ২৯২, ২৯৫, ২৯৭, ২৩৯৪।
১ তথারাগ, ২৩৯৪; বাদ, ২৮৯, ২৯২, ২৯৫, ২৯৭।
২ রাই, ২৯২, ২৯৭। ৩ বলে, ২৮৯।
৪ করিয়ে, পসং; করিএ, ২৮৯।
৫-৫ মরিয়ে ঝুরিয়ে, পসং; মরিএ ঝুরিএ, ২৮৯; মরিয়ে ঝুরিঞা, ২৯২; মরিহে ঝুরিআ, ২৯৭।
৬ রহিব, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯২, ২৯৭; জাইব, ২৮৯।
৭-৭ সভাই জাগিল, ২৯৭। ৮ চলিএ, ২৮৯।
৯ জায়, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯৭; জাঅ, ২৮৯।
১০ উঠিএ, ২৮৯। ১১ বসিল, ২৮৯; বসিবে, ২৯৭।
১২ খায়, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯৭; খাঅ, ২৮৯।
১৩ অলুয়া, ২৩৯৪; এবায়্যা, ২৯৫; এল্যাঞা, ২৯২; আল্যাআ, ২৯৭।
১৪ পড়েছে, পসং, ২৯২; পড়্যাছে, ২৩৯৪, ২৯৫; পড়াছে, ২৯৭।
১৫ হয়েছে, পসং; হএছে, ২৮৯।
১৬-১৬ দেখিয়া আমরা মরি, ২৯২।
১৭-১৭ কর দিয়্যা, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯২ (°দিয়া); দিলা°, ২৯৭।
১৮ লাগিল, ২৩৯৪, ২৯৫।
১৯ তর, ২৮৯; তম, ২৯৭।
২০-২০ পড়েছিল°, পসং; আছিল সিজেতে, ২৮৯; পড়িলা সেজন, ২৯৭। ২১ লইলা, ২৯৭।
২২ নিল, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৮৯, ২৯২, ২৯৭।
২৩-২৩ তাহা পাসরিআ, ২৯৭।
২৪-২৪ নিল পরে শ্যাম রায়, ২৯৭; চলিলা°, ২৩৯৪। ২৯৫; চলিলে, ২৮৯।
২৫-২৫ রসিক সিথর, ২৯৭। ২৬ চণ্ডীদাস, পসং।
২৭ বলে, ২৮৯, ২৯২, ২৯৭।
২৮-২৮ °গেল, পসং; °গেলা, ২৩৯৪, ২৮৯, ২৯৫; শ্যামের গমন, ২৯৭।
২৯-২৯ শুনহে নাগর, ২৯৭।

টীকা

পঙ্—২২। আর দশা অর্থাৎ সম্ভোগের পর বিরহ দশা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কবি ইহার পরেই বিরহ বর্ণনা করিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ সকল পদ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এখানেও দেখা যাইতেছে যে, পালার আকারেই গৌণরাসের পদ রচিত হইয়াছিল।

দেয়াশিনী-বেশে মিলন

[৫২২]

বরাড়ী

দেয়াশিনী-বেশে সাজি বিনোদ রায় !
ধীরে ধীরে করি চলে হরিষ অন্তর ॥
গোকুল-নগরে এই শবদ উঠিল।
"একজন দেয়াশিনী ব্রজেতে আইল ॥"
তাহারে দেখিবার তরে লোকের গহন।
সব ব্রজবাসী চলে হরষিত মন ॥
প্রণমিল দেয়াশিনীর চরণকমলে।
বয়ান ভাসিল প্রেমে নয়ানের জলে ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসের মনে আনন্দ বাড়িল।
কোথা হইতে আইলে তুমি এ ব্রজমণ্ডল ॥

নী—৭৯।

পঙ্—৫। গহন—ভিড়।

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি এবং পরবর্ত্তী পদদ্বয় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। ৫২৪ সংখ্যক পদে যে লীলা বর্ণিত হইয়াছে তাহারই প্রারম্ভসূচক ঘটনা ৫২২ এবং ৫২৩ সংখ্যক পদে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু পদকল্পতরুতে ৫২৪ সংখ্যক পদটিই সঙ্কলিত রহিয়াছে (ঐ, ৬৪১ সং পদ দ্রষ্টব্য)। আবার ৫২৪ সংখ্যক পদের শেষের অংশ পাঠ করিয়াও বুঝা যায় যে, ইহার পরেও মিলনের পদ ছিল। অতএব সম্পূর্ণ পালাটি পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই তিনটি পদের সহিত °তরুর ২৪০ সংখ্যক পদের এবং বিদ্যাপতির ৫৩৪ সং পদের ভাবসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইহা টীকাতে প্রদর্শিত হইল।

পঙ্—৩-৪। তু°—"গোকুলে দেব দেয়াসিনি আওল
নগরহি ঐছে ফুকারি।"
(তরু, ২৪০ সং পদ)

৬। হরষিত মন —তু°—"ভকতি করি হরষিতে" (ঐ)।

৭। প্রণমিল ইত্যাদি—তু°—"যোগীচরণে পরণাম"
(বিদ্যাপতি, ৫৩৪ সং পদ)

পরবর্ত্তী ৫২৪ সংখ্যক পদের টীকা পাঠ করিলে বুঝা যায় যেন এক কবির আদর্শে অন্য কবির ভণিতাযুক্ত পদের সৃষ্টি হইয়াছে। কে কাহাকে অনুকরণ করিয়াছেন তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

---

[৫২৩]

শ্রীরাগ

"মথুরা-নগরে ধাম" কপটে বলয়ে শ্যাম—
"আইলাম এই বৃন্দাবনে।
মনে মনে বাঞ্ছা এই সকল তোমারে কই
শুন শুন বলি তোমা-স্থানে ॥
দেবী-আরাধনা করি ভিক্ষার লাগিয়া ফিরি
আর করি তীর্থেতে ভ্রমণ।
হই আমি তীর্থবাসী সদাই আনন্দে ভাসি
এই সত্য বলিহে বচন ॥
জিজ্ঞাসা করিলা যেই তাহাতে তোমারে কই
ব্রজ-মাঝে রব কিছু কাল।"
ইহা বলি দেয়াশিনী চলে পুনঃ একাকিনী
ঘন ঘন বাজাইয়া গাল ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে আনন্দিত হয়ে মনে
জিজ্ঞাসিল—"কোথা ভানুপুর।
দেখিব তাহার ধাম"— কপটে বলয়ে শ্যাম
রস লাগি রসিক চতুর ॥

নী—৮০।

পঙ্—১। মথুরা নগরে কৃষ্ণের জন্ম বলিয়া।

৫। দেবী—এক পক্ষে কোন ঐশী শক্তি, অপর পক্ষে রাধিকা, তু°—"রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট।" (চৈঃ চঃ, আদির চতুর্থে)

ভিক্ষা—দ্রব্য, বা রাধাপ্রেম, কারণ—"রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত" (ঐ)।

৭। তীর্থবাসী—একপক্ষে প্রয়াগাদি স্থাবর তীর্থে বাস করি, অপর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতাদি গুণ থাকাতে তিনি যে মানস তীর্থের অধিবাসী তাহারই ইঙ্গিত করিতেছেন। বিশেষতঃ প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণের জন্ম এবং "কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে" (চৈঃ চঃ, আদির চতুর্থে) বলিয়া কৃষ্ণকে "রাধারঙ্গপ্রসঙ্গ-বিধায়িতাব্রতবিলসিত" বলা যাইতে পারে।

---

[৫২৪]

সিন্ধুড়া [১]

দেয়াশিনী [২]-বেশে [২]   মহলে [৩] প্রবেশে [৩]
রাধিকা [৪] দেখিবার তরে।
সুরক্ত [৫] চন্দন   কপালে লেপন
কুণ্ডল কাণেতে পরে॥
সাজি [৬] ধরল বাম করে [৬]।
পিন্ধি [৭] রাঙ্গা ধুতি   সাজিল যুবতী [৭]
রুদ্রাক্ষ জপয়ে করে॥ ধ্রু [৮]॥
কহে [৯] "জয় দেবী   ব্রজপুর সেবী
গোকুল-রক্ষক নিতি [৯]।
গোপ [১০]-গোয়ালিনী [১০]   সুভগদায়িনী
পূজ [১১] দেবী [১১] ভগবতী॥"
আশীর্ব্বাদ শুনি   গোপের রমণী [১২]
আইলা [১৩] তাহার [১৪] কাছে।
জিজ্ঞাসা করয়ে   যত [১৫] মনে লয়ে [১৫]
গোপেরা [১৬] কেমন [১৬] আছে॥
"সবাকার জয়   শত্রু হবে [১৭] ক্ষয়
মনে ভয় না ভাবিবে।
তোমাদের পতি   সুন্দর সুমতি [১৮]
সবাকার [১৯] ভাল [১৯] হবে॥"
সঙ্গেতে [২০] কুটিলা   আসিয়া জটিলা
পড়িলা চরণে ধরি [২০]।
"আমার বধূর   পতির [২১] মঙ্গল
বর দেহ কৃপা করি [২১]।"
শুনি [২২] দেয়াশিনী   হরষিত বাণী
জটিলা সমুখে কয় [২২]।
"বর যে লইবে   ভালই [২৩] হইবে
নিকটে আসিতে [২৪] হয়॥"
জটিলা [২৫] যাইয়া   আনিল ধরিয়া
আপন বধূর হাতে।
বসিলা [২৬] হরষে [২৬]   দেয়াশিনী [২৭]-পাশে
ঘুচায়া বসন মাথে॥
দেখি [২৮] দেয়াশিনী   বলে শুভবাণী
"সব [২৯] সুলক্ষণযুতা [২৯]।
গন্ধর্ব্ব-পাবনী   জগদানন্দিনী [৩০]
রাধা নাম ভানু-সুতা॥"
ধরি [৩১] ধনী-হাতে [৩১]   মনের আকুতে
নিরখে বদন তার।
দেখিতে দেখিতে   আনন্দিত চিতে
মদন কৈল [৩২] বিকার [৩২]॥
সাজিটি খুলিয়া [৩৩]   ফুলটি লইয়া [৩৪]
বাঁধেন [৩৫] নাগরী [৩৫] চুলে।
"আনন্দে থাকিবে   সকলি [৩৬] পাইবে [৩৬]
কলঙ্ক নহিবে কুলে॥"
শুনিয়া সুন্দরী   কহে [৩৮] ধীরি ধীরি [৩৮]
"এ [৩৯] কথা কহবি [৩৯] মোয়।
আমার হৃদয়ে [৪০]   ব্যথাটী ঘুচয়ে
তবে সে জানিয়ে তোয়॥"

"একটি শপথি রাখহ[৪১] যুবতী
কহিতে বাসি যে ভয়।
পর-পতি সনে বেঁধেছ[৪২] পরাণে
ইহাই[৪৩] দেবতা কয়[৪৩] ॥"
হাসিয়া নাগরী, চাহে ফিরি ফিরি
"দেয়াশিনী ঘর কোথা।"
"আমার ঘর হয় যে নগর
বিরলে[৪৪] কহিব[৪৪] কথা ॥"
সঙ্কেত বুঝিয়া[৪৫] নয়ান ফিরাইয়া[৪৬]
তাক করে একদিঠে।
নিরখি বদন চিনিল তখন
শ্যাম নাগর[৪৭] টীটে ॥
ধীরি ধীরি করি বসন সম্বরি
মন্দিরে চলিলা লাজে।
চণ্ডীদাস কয় সুবুদ্ধি যে হয়
বেকত না করে কাজে ॥

নী—৮১; তরু—৬৪১; বিপু, ২৯১, ২৯২।

[১] বাদ, সকল পুথি।

[২-২] ধরি দেয়াঁসিনী বেশ, ২৯১, ২৯২।

[৩-৩] মহলেতে পরবেশ, ঐ। [৪] রাধিকারে, ঐ।

[৫] রকত, ২৯২; লাল, ২৯১।

[৬-৬] নাগর সাজি বাম করে ধরে, তরু; ফুল সাজি নিল বাম জে করে, ২৯২।

[৭-৭] পিঁধিয়া বিভূতি সাজল মুরতি, পসং; পিন্ধন তরতি সাজন মুরতি, ২৯২; পিন্ধিয়া তরতি সাজিল মূরতি, ২৯১। [৮] বাদ, পসং, ২৯২।

[৯-৯] জয় ২ গোপকুলরক্ষক দেবতি, ২৯২, ২৯১।

[১০-১০] এ গোপ গোপীনি, ২৯২; গোপ গোপিনী, ২৯১।

[১১-১১] পুজহ জে, ২৯২; পুজহ যয, ২৯১।

[১২] গোপিনী, ২৯২; গোয়ালিনী, ২৯১।

[১৩] বসিলা, ২৯১, ২৯২।

[১৪] দেয়াশিনী, তরু, পসং, ২৯১।

[১৫-১৫] মনে যত হয়ে, ২৯২, ২৯১

[১৬-১৬] বলে গোপ ভাল, পসং, তরু; গোপীরা কেমন, ২৯২। [১৭] হউ, ২৯২; জাউক, ২৯১।

[১৮] জেমতি, ২৯১, ২৯২।

[১৯-১৯] সবার ভাল জে, ঐ। [২০-২০] বাদ, ২৯১, ২৯২।

[২১-২১] বলত সুন্দর, দেবতা কি সব কয়, ঐ।

[২২-২২] বাদ, ঐ। [২৩] ভাল যে, ২৯২; ভাল সে, ২৯১।

[২৪] আনিতে, ২৯২।

[২৫] আপনে, ২৯২, ২৯১।

[২৬-২৬] আসিয়া হরিশে, ২৯২; আসীয়া বসিলা, ২৯১।

[২৭] বসো তার, ২৯২।

[২৮] আনন্দে, পসং, ২৯২, ২৯১।

[২৯-২৯] সুলক্ষণ দেখি মাতা, ২৯২; সুলক্ষণ দেখি এ মাতা, ২৯১। [৩০] জগততারিণী, পসং, ২৯১, ২৯২।

[৩১-৩১] দেয়াসি কৌতুকে, ২৯২; দেয়াসিনী কৌতুকে, ২৯১।

[৩২-৩২] করিল বিকার, তরু; করিল ফার, ২৯১, ২৯২।

[৩৩] আনিয়া, ২৯২, ২৯১। [৩৪] তুলিয়া, তরু।

[৩৫] বান্ধিল, ২৯২, ২৯১।

[৩৬] রাধার, ২৯২; নাগরীর, তরু।

[৩৭-৩৭] কুশল হইবে, ২৯২; মঙ্গল হইবে, ২৯১।

[৩৮-৩৮] বোলে ধিরি করি, ২৯২; বলে সরুবানী, ২৯১।

[৩৯-৩৯] এমতি না হউ, ২৯২; °নহুক, ২৯১।

[৪০] হিয়ার, পসং। [৪১] রাখিবে, ২৯২, ২৯১।

[৪২] বান্ধিয়া, ২৯২; বান্ধিএ, ২৯১।

[৪৩-৪৩] স্বরূপ কহবি মোয়, ২৯২; এ কথা কহিবে মোয়, ২৯১;

[৪৪-৪৪] কহিব বিরল, পসং, তরু।

[৪৫] শুনিয়া, ২৯২; করিয়া, ২৯১।

[৪৬] ফিরিয়া, পসং, ২৯২, ২৯১।

[৪৭] চিকণ, পসং, ২৯২।

টীকা

পঙ্—৫। সাজি—পুষ্পশয্যা।

৬। পিন্ধি রাঙ্গা ধুতি ইত্যাদি—তুং—"অরুণ বসন পরি, জটিল বেশ ধরি" (তরু, ২৪০ সং পদ)।

৮-১১। যে ভগবতী ব্রজগোকুল রক্ষা করেন, এবং গোপগোপীদিগকে সৌভাগ্য দান করেন তাঁহার উদ্দেশে জয় গান করিয়া তাঁহার পূজার ব্যবস্থা দেওয়া হইল।

২০। সঙ্গেতে কুটিলা, আসিয়া জটিলা। তু°—"শুনি ধনি জটিলা তুরিতে চলি আওল" (তরু, ২৪০ সং পদ)।

২২। আমার বধূর পতির মঙ্গল—এই ঘটনার পূর্ব্বে আছে—

ললিতা কহত অমঙ্গল শুনল
সতী পতিভয় অবগাঢ়ি।
শুনি কহে জটিলা ঘটল কি অকুশল
(বিদ্যাপতি, ৫৩৪ সং পদ)।

তু°—"হামারি বধুর রিতি, হেরি জনু আনমতি"
(তরু, ২৪০ সং পদ)।

"কিয়ে অকুশল কহ মোয়" (বিদ্যাপতি, ঐ)।

৩০। দেয়াশিনী পাশে—তু°—"সুধামুখি নিয়ড়হি" (তরু, ঐ)।

৩২। বলে শুভবাণী—তু°—"কুশল করব বনদেব" (বিদ্যাপতি, ঐ)।

৩৪। জগদানন্দিনী—কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া।

৩৬। ধরি ধনীর হাতে—"বহুরিক পাণি ধরি" (বিদ্যাপতি, ঐ)। আকুতে—আকুলতা বা আগ্রহের সহিত।

৩৭। নিরখে বদন তার—তু°—"এক দিঠি হেরই বয়ান" (তরু, ঐ)।

৪৬-৪৭। আমার হৃদয়ের ব্যথা কিরূপে ঘুচিবে, ইহা যদি বলিতে পার, তবে তোমার ক্ষমতা আছে বুঝিব।

৫০-৫১। পরপতি সনে ইত্যাদি—তু°—"কহ তব অতনু দেব ইথে পাওল। হৃদি যাহা পৈঠল কাল।" (তরু, ঐ)।

৫৫। বিরলে কহিব কথা—তু°—"নিরজনে সোই মন্ত্রে যব ঝারিয়ে। তব ইহ হোয়ব ভাল।" (তরু, ঐ)।

ইহার পরে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাধা সঙ্কেত বুঝিয়া মন্দিরে চলিয়া গেলেন, এবং পদশেষে কবি বলিয়াছেন—"সুবুদ্ধি যে হয়, বেকত না করে কাজে।" অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ইহার পরে নির্জ্জনে উভয়ের মিলনের বর্ণনার পদ ছিল, নতুবা এই পালাটি অসম্পূর্ণই রহিয়া যায়। পদকল্পতরুতে এবং বিদ্যাপতির পদে বিরলে ঐরূপ মিলন বর্ণিত আছে। পরবর্ত্তী পদে বিলাসান্তে প্রভাতে বিদায়ের কথা রহিয়াছে বলিয়া ঐ পদটি ইহার পরেই স্থাপিত হইল। দেয়াশিনী-বেশে মিলনের এই পদগুলি সন্দেহজনক।

---

[৫২৫]

কামোদ [১]

"পদউধ [২] কাক কোকিলের [৩] ডাক [৩]
শুনিয়ে [৪] যামিনী [৫]-শেষে [৬]।
তুরিতে [৭] নাগর গেলা নিজ ঘর [৮]
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশে [৯]॥
আমি [১০] সে [১০] অলসে [১১] ঠেসিয়া [১২] বালিসে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
বসন [১৩] ভূষণ [১৪] হ'য়াছে [১৪] বদল [১৫]
তখন [১৬] উঠিয়া দেখি॥
ঘরে মোর বাদী শাশুড়ী ননদী
মিছা তোলে পরিবাদ [১৭]।
না জানি [১৮] এখন [১৯] হইবে কেমন [২০]
বড় দেখি পরমাদ॥"
চণ্ডীদাস বানি [২১] শুন [২২] বিনোদিনী [২২]
তুমি [২৩] বড়ুয়ার বহু।
শ্যামের মোহন মায়ার কারণ
লখিতে নারিবে কেহু॥

নী—৯০,৯১; বিপু—২৯১, ২৯২, ২৯৭

[১] বাদ, সকল পুথি। ২৯২ পুথিতে এইস্থানে "রসালস" লিখিত আছে।

[২] পদআধ, ২৯২, ২৯৭।

[৩]-[৩] কোকিলারে ডাক, ২৯২; কোকি[ল] করে রব, ২৯৭।

[৫] জাগিয়ে, পসং ; জাগিলে ২৯১, ২৯২ ।

[৬] রজনি, ২৯৭ । [৭] শেষ, পসং, ২৯১, ২৯৭ ।

[৭] উঠিয়া, ২৯৭ । [৮] ঘরে, পসং ।

[৯] কেশ, পসং, ২৯১, ২৯৭ ।

[১০-১০] অবশ, পসং ; আসিয়া, ২৯২ ।

[১১] আলিসে, পসং ; ২৯১, ২৯৭ ।

[১২] ঠেসনা, পসং ; ঠেকিয়া, ২৯২ ।

[১৩-১৩] আমারি বসন, ২৯৭ ।

[১৪] হইআ, ২৯১ ; হল্য, ২৯২ ; হয়েছে, পসং ।

[১৫] তরতম, ২৯২ । [১৬] এখনি, ২৯১, ২৯৭ ।

[১৭] অপবাদ, ২৯৭ । [১৮] জানিলে, পসং, ২৯৭ ।

[১৯] কথন, ২৯১ ; কেমন, ২৯৭ ।

[২০] এখন, ২৯৭ ।

[২১] কহে, পসং ; কয়, ২৯১ ; বলে, ২৯৭ ।

[২২-২২] শুনলো সুন্দরী, পসং ।

[২৩] তুমি যে, পসং, ২৯১ ।

পঙ্—১। পদউধ—পদায়ুধ, পদ হইয়াছে আয়ুধ যাহাদের, অর্থাৎ যাহারা পদ শিকারার্থে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে। পক্ষিবিশেষ। কেহ কেহ কুক্কুট, দৈয়াল অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু পল্লীগ্রামে কোড়ল পাখী রাত্রে প্রহরে প্রহরে অতি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া থাকে। মৎস্যাদি ধরিবার জন্য ইহারা পদই ব্যবহার করে। তাহাদিগকেও লক্ষ্য করা হইতে পারে।

এই পদটি পাঠ করিয়া বোধ হয় যে, কৃষ্ণ চলিয়া গেলে পর রাধা কোন সখীকে লক্ষ্য করিয়া এই উক্তি করিতেছেন। নীলরতনবাবু ইহাকে "কুঞ্জভঙ্গ" পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু পদের ভাবে বুঝা যায় যে, এই সকল ঘটনা রাধার বাড়ীতেই হইয়াছিল। কুঞ্জভঙ্গের অন্যান্য পদও এই জাতীয়। নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে এই পদের অনুরূপ নিম্নোদ্ধৃত পদটি ইহার পরেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—

ধানশী

প্রভাত কালের কাক কোকিল ডাকিল
দেখিয়া রজনী-শেষ।
উঠিয়া নাগর তুরিতে গেল যে
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ ॥
সই, তোরে সে বলি সে কথা।
সে বঁধু কালিয়া না গেল বলিয়া
মরমে রহল ব্যথা ॥
রহিয়া আলিসে ঠেসনা বালিসে
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি।
বসনে বসনে বদল হয়েছে
এখন উঠিয়া দেখি ॥
ঘরে মোর বাদী শাশুড়ী ননদী
মিছা করে পরিবাদ।
ইহাতে এমন করিব কেমন
কি হৈল পরমাদ ॥
চণ্ডীদাস কহে মনের আহ্লাদে
শুনহে রসিক জন।
সদা জ্বালা যার তবে সে তাহার
মিলয়ে পীরিতি ধন ॥

দ্রষ্টব্য :—ইহাদের একটি অপরটির রূপান্তর মাত্র।

বণিকিনী-বেশে মিলন

[৫২৬]

সিন্ধুড়া [১]

নাগর আপনি হৈলা বণিকিনী [২]
কৌতুক করিব [৩] মনে।
চুয়া যে চন্দন আমলা [৪] বর্ত্তন [৫]
যতন করিয়া আনে ॥
কেশর [৬] যাবক [৬] কস্তুরী দ্রাবক [৭]
আনিল বেণার জড়।
সোন্ধা [৮] সুকুঙ্কুম [৮] কর্পূর চন্দন [৯]
আনিল মুথা-শিকড় [১০] ॥
থালিতে [১১] করিয়া আনিল ভরিয়া [১২]
উপরে বসন দিয়া।
মিছামিছি করি ফেরে বাড়ী বাড়ী [১৩]
ভানুর [১৪] দুয়ারে [১৪] গিয়া [১৫] ॥
"চুয়া [১৬] কে [১৬] লইবে" ফুকরি কহয়ে
আইল [১৭] দাসী যে তবে।
"মোদের [১৮] মহলে আসি [১৯] দেহ", বলে—
"অনেক লইতে [২০] হবে ॥"
থালিতে [২১] ধরিয়া আসিল [২২] লইয়া [২৩]
যেখানে নাগরী বসি।
চুয়া যে [২৪] চন্দন [২৪] করয়ে [২৫] রচন [২৬]
বেণ্যানী মনেতে খুসি ॥
"চন্দন চুবক লইবে কতেক
জানিতে চাহি যে আমি।"
"সকলি লইব বেতন যে [২৭] দিব
যতেক চাহিবে [২৮] তুমি ॥"
আমলকী হাতে দিল রাই [২৯] মাথে
ঘসিতে লাগিল কেশ।
ঘসিতে ঘসিতে শ্রম হৈল [৩০] তাতে [৩০]
নাগরী পাইল ক্লেশ ॥
সুমধুর বাণী কহে [৩১] সে [৩১] বেণ্যানী [৩২]
"আমিত [৩৩] ঘসিয়ে [৩৩] ভালে।
মোরে বল [৩৪] সখি খানিক [৩৫] আমলকী
মাথায়ে দিয়ে ত চুলে ॥"
বলিয়া [৩৬] বেণ্যানী বসিল আপনি [৩৬]
চুয়া মাথাবার [৩৭] তরে।
চুল যে ছাড়িয়া হাত নামাইয়া
মাথায় কুচের [৩৮] পরে ॥
পরশে নাগরী হইলা আগরী
পড়িলা [৩৯] বেণ্যানী কোড়ে।
নিঁদ [৪০] যে আইল অতি [৪১] সুখ হইল [৪১]
সব শ্রম গেল দূরে ॥
বেণ্যানী যে [৪২] বলে "হইল [৪৩] যে বেলে
যাইতে চাহিয়ে ঘরে।"
উঠিয়া নাগরী বসন সম্বরি
বলে [৪৪]—"কি [৪৪] লাগিবে মোরে ॥"
বট আনিবারে [৪৫] কহিলা সখীরে
শুনিয়ে [৪৬] নাগররাজে।
কহে [৪৭]—"না লইব আর ধন নিব [৪৭]
না কহি তোমারে [৪৮] লাজে ॥"
"কহ নাহি [৪৯] কেনে যেবা [৫০] আছে মনে
শুনিতে চাহি যে আমি [৫১]। [৫২]
থাকিলে পাইবে নহিলে যাইবে
থির [৫৩] হৈয়া কহ তুমি [৫৩] ॥"

"হিয়ার[৫৩] ভিতরে রেখেছ যতনে
বড়ই ধন যে সেহ[৫৪]।
কৃপা[৫৫] যে করিয়া[৫৫] বাস[৫৬] উঘারিয়া[৫৬]
সে[৫৭] ধন আমারে দেহ[৫৭]॥"
তখন নাগরী বুঝিল চাতুরী
হাসিল আপন মনে।
গন্ধের[৫৮] বেতন হইল এমন
জীবনে[৫৯] যৌবনে[৫৯] টানে॥
"কর সমাধান বুঝিলাম কান[৬০]
আর না বলিহ মোরে।
এতেক যে[৬১] গুণে মারহ[৬২] প্রাণে[৬২]
কেবা[৬৩] শিখাইল তোরে[৬৩]॥
কেবা[৬৪] পরনারী মনে আশা করি[৬৪]
মরয়ে[৬৫] আপন মনে।
কোথা বা হয়েছে কোথা বা পেয়েছে
না[৬৬] দেখি যে কোন[৬৬] স্থানে॥"
চণ্ডীদাসে কয় — কত ঠাঁই হয়
যাহাতে যাহাতে বনে।
যৌবনের ধনে কেবা মানা[৬৭] মানে
সোঁপিয়ে আপন[৬৮] প্রাণে॥

নী—৮২ ; তরু—৬৪২ ; বিপু—২৯২।

[১] বাদ, ২৯২। [২] বেন্যানি, ২৯২।
[৩] করিয়া, পসং।
[৪] আমলকী, তরু ; অমলা; পসং।
[৫] বণ্টন, পসং। [৬-৬] কেশ মাজিবার, ২৯২।
[৭] সৌরভ, ঐ। [৮-৮] সৌগন্ধা সখিনি, ঐ
[৯] বাখনি, ঐ। [১০] মোথার জড়, ঐ।
[১১] থারিতে, ঐ। [১২] পুরিয়া, ঐ।
[১৩] ঘরাঘরি, ঐ।
[১৪-১৪] বৈসে ভানুদ্বারে, পসং ; °দুয়ার, তরু।
[১৫] দিয়া, তরু। [১৬-১৬] চুবক, তরু; °জে, ২৯২।
[১৭] আইলা, পসং। [১৮] আমার, ২৯২।
[১৯] আনি, পসং। [২০] নিতে যে, তরু।
[২১] ধারি যে, ২৯২।
[২২] আইলা, তরু ; জতন, ২৯২।
[২৩] করিয়া, ২৯২। [২৪-২৪] সুচন্দন, তরু।
[২৫] করহ, তরু, ২৯২। [২৬] লেপন, ২৯২।
[২৭] সে, তরু, পসং। [২৮] আনহ, ঐ।
[২৯] যে, তরু ; [illegible], পসং।
[৩০-৩০] যে হইল, তরু, পসং।
[৩১-৩১] বোলয়ে, ২৯২।
[৩২] ইহার পর ৪ পঙ্‌ক্তি তরুতে নাই।
[৩৩-৩৩] আমি যে মাথায়ে, পসং।
[৩৪] জদি, ২৯২। [৩৫] আমি, ঐ।
[৩৬] ডাকিয়া আনিল, বেন্যানি বসিল, ২৯২।
[৩৭] মাখিবার, তরু।
[৩৮] হৃদয়, তরু ; বুকের, ২৯২।
[৩৯] পড়িয়া, তরু। [৪০] নিন্দ, তরু, ২৯২।
[৪১-৪১] সুখ জে পাইল, ২৯২।
[৪২] বাদ, তরু, পসং। [৪৩] গেল, ঐ।
[৪৪-৪৪] কতেক, ২৯২। [৪৫] জে আনিতে, ঐ।
[৪৬] হাসিলা, ঐ।
[৪৭-৪৭] ইহা জে না হয়ে, আর যে চাহিয়ে, ঐ।
[৪৮] তোমার, তরু, ২৯২। [৪৯] না, তরু, পসং।
[৫০] কি, ঐ। [৫১] কি সে, ২৯২।
[৫২] ইহার পরে ৪ পঙ্‌ক্তি ২৯২ পুথিতে নাই।
[৫৩-৫৩] নিশ্চয় কহিল বাণী, পসং।
[৫৪-৫৪] বেন্যানী কহয়ে, হিয়ার ভিতরে, বড় ধন আছে সেহ, তরু।
[৫৫-৫৫] মোরে কৃপা করি, ২৯২।
[৫৬-৫৬] বসন উখারি, ঐ।
[৫৭-৫৭] সেই ধন মোরে দে, ঐ।
[৫৮] আমলকি, ২৯২।
[৫৯-৫৯] জীবন যৌবন, তরু, পসং।
[৬০] কাম, ২৯২। [৬১] বাদ, তরু, পসং।
[৬২-৬২] রাখহ, পসং ; বাচহ কেমনে, ২৯২।
[৬৩-৬৩] ধন্দ সে লাগিল মোরে, ২৯২।
[৬৪-৬৪] পরের নারী, আশা যে করি, তরু, পসং।

[৬৫] ফিরয়ে, পসং।

[৬৬-৬৬] দেখেছ কোন বা, ২৯২।

[৬৭] বা, তরু, পসং। [৬৮] সোঁপে, পসং।

[৬৯] যে প্রাণে, ঐ ; সে প্রাণে, তরু।

পদটি পদকল্পতরুতে বিভিন্ন পাঠান্তরের সহিত উদ্ধৃত হইয়াছে।

পঙ্—৩। চুয়া—ধুনা চোয়ান সুগন্ধ নির্য্যাস। আমলা—আমলকী। বর্ত্তন—উদ্বর্ত্তন, বাটা, যাহা পেষণ করা হইয়াছে।

৫। কেশর—কেশরাজ, কেশরঞ্জন, কেশ রঞ্জিত করে বলিয়া। যাবক—অলক্তক, আল্‌তা। দ্রাবক—নির্য্যাস।

৬। বেণা—(সং—বীরণ) প্রসিদ্ধ তৃণবিশেষ। জড়—(সং—জটা) শিকড়, মূল।

৭। সোন্ধা—সুগন্ধ।

৮। মুথা—(সং—মুস্তক) প্রসিদ্ধ তৃণবিশেষ।

৯। থালি—স্থালী, বিস্তৃতমুখ পাত্রবিশেষ।

২১। চুবক—চুয়া।

৩৭। আগরী—আকুলাইত, বিবশ।

৪৫। বট—কড়ি।

৫৫। উঘারিয়া—উদ্ঘাটিত করিয়া, খুলিয়া। পরবর্ত্তী অংশের টীকা পদকল্পতরুতে দ্রষ্টব্য।

---

[৫২৭]

বিভাষ [১]

শ্যাম কহে "শুন, রাই[২] বিনোদিনি,
তুলিয়া[৩] বদন[৩] চাহ।
হরস[৪] বদন[৪] যাই[৫] নিরখিয়া,[৬]
আমারে বিদায়[৭] দেহ[৭]॥"
এ বোল শুনিয়া[৮] বৃকভানুসুতা[৯]
শোকেতে[১০] আকুল[১০] অঙ্গ।
"আর কি এমন[১১] হইব[১২] সুদিন[১২]
করিব রসের রঙ্গ॥"
গদ গদ বোলে প্রেমে[১৩] ছল ছলে[১৩]
কহে বিনোদিনী রাধে[১৪]।
"কি[১৫] আর বলিব[১৫] তোমার চরণে
বিধাতা[১৬] লাগিল বাদে[১৬]॥
পলকে[১৭] প্রলয় না হেরিলে নয়[১৭]
কি[১৮] বলিব মুখে বাণী[১৮]।
বলহ আমারে কি বোল বলিব
কহিতে নাহিক জানি॥
তোমা হেন ধন অমূল্য[১৯] রতন[১৯]
সদাই বেড়িয়া থাকি।
তাহে যেতে চাহ— নিঠুর[২০] বচন[২০]
শুনহ কমলআঁখি॥"
তুরিতে গমন করিলা তখন
শ্যাম সুনাগর রায়।
ঐছন পিরিতি— করে[২১] গতাগতি—
দীন[২২] চণ্ডীদাসে গায়॥

নী—৯৩ ; বিপু, ২৮৯, ২৯২, ২৯৫, ২৯৭, ২৩৯৪।

[১] বাদ, ২৮৯, ২৯৭ ; রাগ, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪।

[২] রাধা, ২৩৯৪, ২৯৭

[৩-৩] তুলিএ বদন, ২৮৯ ; তুলিয়া বদনে, পসং ; বদন তুলিয়া, ২৯৭ ; মোর নিবেদন, ২৯২, ২৯৫

[৪-৪] সরস বদনে, পসং ; °বদনে, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪, ২৯৭

[৫] হাসি, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪, পসং ; সুহাসী, ২৯৭

[৬] নিরখিএ, ২৮৯, ২৩৯৪

[৭-৭] জাইতে কহ, ২৮৯

[৮] সুনিএ, ২৮৯ ; শুনিতে, পসং ; বলিতে, ২৯৫, ২৩৯৪

[৯] বৃসভানু°, ২৮৯ ; °সুতে, ২৯৫, ২৩৯৪

[১০-১০] পুলক স্বেদ, পসং ; পুলকে বিচ্ছেদ, ২৮৯, ২৯২ ; পুলকে প্রমদ, ২৯৫, ২৩৯৪

[১১] সুজন, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪, পসং ; তোমার, ২৯৭

[১২-১২] শুনিব বচন, ২৯২, পসং ; সুনব°, ২৯৫, ২৩৯৪ ; শুনিব গান, ২৯৭

১৩-১৩ প্রেম শোকানলে, ২৯৭ ; অতি প্রেম ছলে, পসং, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪

১৪ রাধা, পসং, ২৯৫, ২৩৯৪

১৫-১৫ কি বলিব আমি, পসং, ২৮৯, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪

১৬-১৬ সকলি হইল বাধা, পসং, ২৯৫, ২৩৯৪, ২৯২ (°বাধে) ; সকলি গোচর আছে ২৮৯

১৭-১৭ মুখে না নিঃস্বরে তোমারে বলিতে, পসং, ২৯২ (°জাইতে) এবং ২৯৫ ও ২৩৯৪ ; মুখে নাহি স্বরে তোমারে জাইতে, ২৯৭

১৮-১৮ °বল বানি, ২৮৯ ; °আমি বাণী, পসং ; কি বোল বলিব আমি, ২৯২ ; কি বল্যা বলিব আমি, ২৯৭

১৯-১৯ ছাড়িব কেমনে, ২৯৭

২০-২০ কি হবে উপায়, ২৮৯ ; নিজ বশ নহ, পসং ; হেন কথা কহ, ২৯৫, ২৩৯৪ ; নিজবাস ঘর, ২৯৭

২১ করি, পসং, ২৯৫, ২৩৯৪

২২ দ্বিজ, পসং, ২৯২, ২৯৭

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, সম্ভোগের পর শ্রীকৃষ্ণ রাধার নিকট হইতে বিদায় লইতেছেন। শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে কবি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এইরূপ যাতায়াত বর্ণনা করিয়া তিনি পদ রচনা করিয়াছিলেন। অতএব সঙ্কেত, সম্ভোগ ও বিদায় বর্ণনা করিয়া যে গৌণ-রাসের পালা রচিত হইয়াছিল, তাহাও বুঝা যাইতেছে। ইহা লক্ষ্য করিয়া আমরা সম্ভোগের পরে এক একটি বিদায়ের পদ স্থাপন করিয়াছি।

বাজিকর-বেশে মিলন

[৫২৮]

তুড়ি[১]

বন্ধুর[২] পিরিতি কুহকের রীতি
সকলি মিছাই রঙ্গ।
দড়াদড়ি লয়ে[৩] গ্রামেতে ফিরয়ে[৪]
হরিণী[৫] করিয়া[৬] সঙ্গ ॥

সই, কানু বড়[৭] জানে[৭] বাজি।
বাঁশ[৮] বংশী ধরি[৮] মদন সঙ্গে করি[৯]
ঢোলক ঢালক সাজি ॥ ধ্রু[১০]

মদন-ঢুলিয়া[১১] বেড়ায়[১২] ফিরিয়া[১২]
যুবতী শাহির করে।
দুইটি গুটিয়া[১৩] ফেলয়ে[১৪] লুফিয়া[১৪]
বুকের উপরে ধরে[১৫] ॥

ধীরে ধীরে যায় ভঙ্গী করে চায়[১৬]
রঙ্গ দেখে সব লোকে।
দড়া[১৭] দড়ি পায় ঝাট উঠে তায়[১৭]
থাকি থাকি দেই ঝোকে ॥[১৮]

পুরাটি আনিয়া ডিমটি খুলিয়া
দেখায় যাহাকে তাকে।
উড়াইয়া দিয়া পুরাটি ঝারিয়া
ঝুলির ভিতরে রাখে ॥

মুকুতা[১৯] প্রবাল উগারে সকল
আর বহুমূল্য হীরা।
একবার আসি উগারয়ে বাঁশী[২০]
নাচিয়া বেড়ায় ফিরা ॥

কতক্ষণ বই বাঁশ[২১] হাতে লই
যুবতী হিয়ায় গাড়ে[২২]।
জাঙ্গে জাঙ্গ[২৩] দিয়া পায়েতে ছাঁদিয়া
বাঁশের[২৪] উপরে চড়ে[২৪] ॥

উঠিয়া[২৫] উপরে ঝুলিয়া সে[২৬] পড়ে[২৬]
চুমুয়ে[২৭] যুবতী-মুখে।
মুখে মুখ দিয়া নেয়[২৮] গুয়া থুঁয়া[২৮]
ঘুরিয়া বেড়ায়[২৯] সুখে ॥

এ[৩০] মদ-মদন[৩০] জানিয়া তখন[৩১]
তারে[৩২] ডাকে আঁখি ঠারে।
মোর[৩৩] মনহিত[৩৪] নহে কদাচিত
ফুকরি[৩৫] ডাকয়ে[৩৫] তারে ॥

লোকে নহে রাজি কেমন এ[৩৭] বাজি[৩৭]
রমণী ভুলাবার তরে।
চণ্ডীদাসে[৩৮] কহে[৩৯] বাজি মিছা নহে[৪০]
রঙ্গ কে বুঝিতে পারে ॥

নী—৭২ ; বিপু—২৯১, ২৯২।

[১] বাদ, ২৯১, ২৯২ ; ২৯২ সং পুথিতে প্রথমতঃ "অথ সম্ভোগ" তৎপর "বাজিকর" লিখিয়া পদটি আরম্ভ করা হইয়াছে।

[২] কান্থর, পসং

[৩] লঞা, ২৯১ ; লইয়া, ২৯২

[৪] চড়িঞা, ২৯১ ; চড়িয়া, ২৯২, চড়িয়ে, পসং

[৫] ফিরয়ে, পসং

[৬] করিয়ে, পসং ; লইয়া, ২৯২

[৭-৭] জানে বড়, ২৯২

[৮-৮] বাঁশ বংশীধারী, পসং (পাঠান্তর)

[৯] চড়ি, ২৯১

[১০] বাদ, পসং, ২৯১

[১১] ঘুরিয়া, পসং (পাঠান্তর)

[১২-১২] বেড়াএ ফিরিআ, ২৯১ ; ফিরয়ে বাজায়া, ২৯২

[১৩] গুটিকা, পসং ; সে গুয়া, ২৯২

[১৪-১৪] ফেলাএ লুটিআ, ২৯১ ; লুকিয়া ফেলায়ে, পসং

[১৫] ইহার পরের আট পঙ্ক্তি ২৯১ পুথিতে নাই

[১৬] তায়, পসং

[১৭-১৭] দাড়ায়ে পায়ে, উঠয়ে তাহে, পসং

[১৮] ইহার পর চারি পঙ্ক্তি ২৯২ পুথিতে নাই মসটিয়া মাটী, লাগায় নিন্দাটি, সুত বাহির করে নাকে, পসং (পাঠান্তর)

[১৯] দন্ত, ২৯১ ; এ দন্ত, ২৯২

[২০] রাশি, পসং

[২১] বাঁশি, ২৯১

[২২] পাড়ে, পসং (পাঠান্তর)

[২৩] জাঙ্গে, পসং

[২৪-২৪] রাইএর আঙ্গিনায় পড়ে, পসং

[২৫] বাশের, পসং ; চড়িয়া, ২৯১, পসং (পাঠান্তর)

[২৬] পড়য়ে, পসং, ঐ (পাঠান্তর), ২৯১

[২৭] হেলিয়া, পসং ; চুম্বই, ঐ (পাঠান্তর) ; ছোড়এ, ২৯১

[২৮-২৮] নেছে গুয়া দিয়া, পসং ; পান গুয়া নিয়া, ঐ (পাঠান্তর) ; লয়ে গুয়া দিয়া, ২৯২

[২৯] বুলয়ে, পসং

[৩০-৩০] এ * * এখানে কদন, ২৯১ ; তখনে°, ২৯২

[৩১] কদন, পসং ; মদন. ২৯১

[৩২] তাকে, ২৯২ ; ডাকএ, ২৯১

[৩৩] আমার, ২৯১

[৩৪] মনোহিত, পসং ; মোনহিত, ২৯১

[৩৫] ফুকারী, পসং ; ফুকর‍্যা, ২৯১

[৩৬] বলএ, ২৯১

[৩৭-৩৭] করহ° ২৯১ ; সে°, ২৯২

[৩৮] চণ্ডীদাস, পসং

[৩৯] কয়, পসং, ২৯১

[৪০] নয়, পসং, ২৯১

টীকা

পঙ্—৬। মদন সঙ্গে করি—কৃষ্ণের রূপে সকলে মোহিত হয় বলিয়া, যেহেতু তিনি "সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ।" অথবা মদন নামক ঢুলী।

১৬-১৯। সং—পুটক হইতে পুরা, আবরণ দ্বারা মোড়া দ্রব্য। ডিম—অভ্যন্তরস্থ ডিম্বাকৃতি বস্তুবিশেষ। উড়াইয়া দিয়া—হস্তকৌশলে অদৃশ্য করিয়া।

---

[৫২৯]

কামোদ[১]

নামিয়া[২] আসিয়া বসিল[৩] হাসিয়া[৪]
কহে[৫] যে- "বেতন দেও[৬]।"
বেতনের কালে হাত দিয়া[৭] গালে[৮]
সকল যুবতী কয় ॥

"সই,[৯] বাজিকরে[১০] নিবে কি[১১]।
যত কিছু দিয়ে কিছুই[১২] না লয়ে[১২]
বলে[১৩]—"আমার যোগ্য[১৩] কি ॥ ধ্রু[১৪]॥
এই[১৫] মনে করি[১৫] দেহ কুচগিরি
আর[১৬] তব মুখ[১৬]-সুধা।
আর এক হয় মোর মনে লয়
তাহা মোরে[১৭] দেহ[১৭] জুদা ॥"
সুন্দরীর[১৮] গণে[১৮] বুঝিল[১৯] মরমে[১৯]—
"ইহার গ্রাহক তুমি।
টাটের টাটানি খেতের মিঠানি
সকলি জানি[২০] যে আমি ॥"
চণ্ডীদাসে কয়— তবে যে[২১] না হয়
জানি[২২] এ চতুরপণা[২৩]।
বুঝিলে[২৪] না বুঝে[২৫] কহিলে না সুঝে[২৬]
তাহারে বলি[২৭] যে কাণা ॥

নী-৭৩; বিপু—২৯১, ২৯২

[১] বাদ, ২৯১, ২৯২
[২] নামিল, ২৯২
[৩] বলিল, ২৯১
[৪] আসিয়া, পসং
[৫] বলে, ২৯১
[৬] দায়, পসং
[৭] দেয়, ২৯২
[৮] গলে, ২৯১
[৯] হেগো, ২৯১
[১০] বাজিকর, পসং
[১১] সে কি, ২৯১
[১২-১২] কিছু নাহি লয়ে, ২৯২; °নিয়ে, পসং
[১৩-১৩] আমার জোগান, ২৯১; বলে মোর,° পসং
[১৪] বাদ, পসং, ২৯১
[১৫-১৫] মুঞি মনে°, ২৯২; কোমল করে, ১৯১
[১৬-১৬] দোশর মুখের, ২৯১, ২৯২
[১৭-১৭] দিবে পাছে, ২৯১
[১৮-১৮] যুবতিগণে, ২৯১; সুন্দরীগণে, পসং
[১৯-১৯] বুঝিআ মনে, ২৯১; °মনে, পসং
[২০] বুঝিনু, ২৯১
[২১] কি, ২৯১; কে, পসং
[২২] বুঝি, ২৯১
[২৩] মনা, ২৯২
[২৪] বুঝালে, পসং; শুনালে, ২৯১
[২৫] শুনে, ২৯১
[২৬] বুলে, ঐ
[২৭-২৭] কহি, ২৯২; বলিব, ২৯১

পঙ্‌—১-২। অভিনয়শেষে কৃষ্ণ বাঁশ হইতে নামিয়া পুরস্কার চাহিলেন।

১১। জুদা—(আ°—জিয়াদ) জিয়াদা, অতিরিক্ত।

মালিনী বেশে মিলন

[৫৩০]

সুহিনী

একদিন মনে রভস-কাজ।
মালিনী হইলা[১] রসিকরাজ ॥
ফুল-মালা গাঁথি ঝুলাই[২] হাতে।
"কে নিবে কে নিবে"—ফুকরে[৩] পথে ॥
তুরিতে আইলা ভানুর বাড়ী।
রাই কহে- "কত লইবে কড়ি ॥"
মালিনী[৪] লইয়া নিভৃতে বসি।
মালা মূল করে ঈষৎ হাসি ॥
মালিনী কহয়ে—"সাজাই আগে।
পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে ॥"
এত কহি মালা পরায় গলে।
বদন চুম্বন করিল[৫] ছলে ॥
বুঝিয়া নাগরা ধরিলা[৬] করে।
"এত টাটপণা আসিয়া ঘরে ॥"
নাগর কহয়ে—"নহি যে পর।"
চণ্ডীদাস কহে—কি কর ডর ॥

নী-৭৬; তরু—৬৩৯

[১] হৈলা, পসং
[২] ঝুলায়ে, পসং

[৩] ফুকারে, পসং

[৪] মাল্যানী, তরু ; এইরূপ পূর্ব্বে এবং পরেও

[৫] করয়ে, তরু

[৬] ধরিল, পসং

দ্রষ্টব্য :—এই পালার এই একটি মাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্কেত, এবং পরবর্ত্তী সম্ভোগ ও বিদায়ের পদ পাওয়া যায় নাই।

চিকিৎসকরূপে মিলন

[৫৩১]

ভাটিয়ারা [১]

"গোকুল-নগরে ফিরি [২] ঘরে ঘরে
বেড়াই চিকিৎসা [৩] করি।
যে [৪] রোগ যাহার দেখি একবার
ভাল যে করিতে পারি [৪] ॥
শিরে শিরশূল পিরিতে [৫] বাউল
জ্বর জ্বালা [৫] যে রোগীর।
আঁখি নাহি মেলে অন্তরে [৬] যে জ্বলে [৬]
তাহারে পিয়াই নীর [৭] ॥
কে [৮] বলয়ে কান্ত [৮] ধন্বন্তরি।
নাহি জানে বিধি হেন [৯] মহৌষধি [৯]
পিয়াইলে যায় জ্বরি ॥" ধ্রু ॥ [১০]
একজন তথা শুনিয়া [১১] সে [১১] কথা
কহিল রাধার [১২] কাছে।—
"ঔষধি খাও 'ভাল যে হও
বট [১৩] দিও [১৩] তবে পাছে ॥"
পরের মুখে শুনিয়া সুখে
হরষিত হৈল মন।
বলে যে—"যাইয়া আনহ ডাকিয়া [১৪]
দেখি সে [১৫] কেমন জন ॥"
এ [১৬] কথা শুনিয়া বাহির হইয়া
বলে সেই সখী ধাই [১৬]।
"আমাদের ঘরে রোগী আছে জ্বরে
দেখ একবার যাই ॥"
শুনিয়া [১৭] নাগরে ভাসিলা সাগরে
আপন মনেতে খুসি [১৭]।
"এই বাড়ী হৈতে আসি [১৮] যে [১৮] তুরিতে
এখানে [১৯] থাকহ [১৯] বসি ॥"
সাজ যে সাজিতে চলিলা তুরিতে [২০]
বেজার [২১] হইয়া মনে [২১]।
চণ্ডীদাসে [২২] কয় ধাতুজ্ঞান হয়
তবে সে চিকিৎসা জানে [২২] ॥

নী-৭৭ ; তরু-৬৪৪ ; বিপু-২৯২

[১] বাদ, ২৯২ ; কিন্তু এই পুথিতে এই পদের পূর্ব্বে "চিকিৎসক রূপ" লিখিত আছে

[২] প্রতি, তরু [৩] চিকিছা, তরু

[৪-৪] থাকে রোগিগণ, জার জে বেদন, সব রোগ ভাল করি, ২৯২

[৫-৫] পীরিতির জ্বর, হয়ে থাকে, পসং, তরু

[৬-৬] বচন না চলে, তরু ("আঁখি নাহি মেলে" ইহার পূর্ব্বে সন্নিবিষ্ট)

[৭] ইহার পরে ১১ পঙ্‌ক্তি তরুতে নাই

[৮] কেবল একান্ত, পসং, তরু (পাঠান্তর)

[৯-৯] এমন ঔষধি, পসং ; এমন°, তরু (ঐ)

[১০] বাদ, পসং, তরু (ঐ)

[১১-১১] সুনিল যে, ২৯২ ; শুনিলে এ, তরু (ঐ)

[১২] রাধিকা, ২৯২ ; রাইর, তরু (ঐ)

[১৩-১৩] দিহ তাহে, তরু (ঐ) ; বা দিহ, ২৯২। এই ২ পঙ্‌ক্তি নীতে পূর্ব্বে আছে

[১৪] ধাইয়া, পসং, তরু (ঐ) [১৫] জে, ২৯২

১৬-১৬ বাহির হইয়া বোলএ চাহিয়া কেমনে গেলারে ভাই, তরু (ঐ), ২৯২ (°কোথা কে গেলে হে ভাই); °কহে এক সখী,° তরু

১৭-১৭ বাদ, তরু

১৮-১৮ আসিছি, তরু; আসিএ, তরু (ঐ)

১৯-১৯ এইখানে রহ, ২৯২, তরু (ঐ); কহে হেথা থাক, তরু

২০ নিভৃতে, তরু

২১-২১ ব্যাজ যে হইলা,° পসং; হইবে°, তরু (ঐ); মনের হরিষে ভাসি, তরু; চণ্ডীদাস কহে হাসি, তরু (বট)

২২-২২ বাদ, তরু। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তরুতে "আপন বসন ঘুচাঞা তখন" ইত্যাদি পরবর্ত্তী পদটী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

পঙ্—৯-১০। কান্ত—প্রিয়। ধন্বন্তরি সর্ব্বরোগহর বলিয়া রোগীর প্রিয়। অতএব "কান্ত" শব্দ ধন্বন্তরির বিশেষণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে অর্থ হয়—ধন্বন্তরি যে সর্ব্বরোগহর (অতএব রোগীর প্রিয়) তাহা কে বলে অর্থাৎ তাহা সত্য নহে, কারণ কি মহৌষধ খাওয়াইলে এই প্রেমজ্বর দূরীভূত হয় এইরূপ ব্যবস্থা তিনি অবগত নহেন। এখানে "বিধি" অর্থে ব্যবস্থা। "কেবল একান্ত ধন্বন্তরি" পাঠ গ্রহণ করিলে এই অর্থ করা যাইতে পারে—"আমি নিশ্চয়ই ধন্বন্তরিতুল্য চিকিৎসক, অতএব সর্ব্বরোগহর। স্বয়ং বিধাতাও জানেন না, কি ঔষধ খাওয়াইলে এই প্রেমজ্বর দূরীভূত হয়, কিন্তু আমি জানি।" এখানে বিধি অর্থে বিধাতা, একান্ত নিশ্চিতার্থে। রাধার বিরহদশা বর্ণনা করিয়া এক সখী কৃষ্ণকে বলিতেছেন—"আমি তোমাকে ধন্বন্তরি বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি, যাহাতে প্রিয়সখীর রোগ উপশম হয় এমত কোন মহৌষধ প্রদান কর" (উজ্জ্বল°, ২৪১ পৃঃ)।

১৫। বট=কড়ি, মূল্য। অন্যত্র—

"বটের ভিখারী হও, বহুমূল্য নিতে চাও"

২৬-২৭। ইহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

২৮-৩১। বেজার=বিমর্ষ। এখনও পূর্ব্ববঙ্গে এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে চিন্তাযুক্ত অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কি রকম বেশ পরিধান করিয়া কি ভাবে রাধার সম্মুখীন হইতে হইবে তাহাই ভাবনার বিষয়। এইজন্য ভণিতায় চণ্ডীদাস নায়ককে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, বায়ু, পিত্ত, কফ ইত্যাদি ধাতু জ্ঞান না থাকিলে চিকিৎসা করা যায় না। ব্যাজ যে হইবে মনে—এই পাঠ গ্রহণ করিলে অর্থ হয়—পাছে গৌণ হয়, এই ভয়ে শীঘ্র সাজিতে চলিলেন।

---

[৫৩২]

ভাটিয়ারী [১]

আপন বসন [২] ঘুচাই [৩] তখন
লেপয়ে [৪] কেশর [৫] মাটী।
তকল্লবি [৬] ছান্দে বসন পিন্ধে
রঙ্গে [৭] যে [৭] চলয়ে হাটি॥
মনোহর [৮] ঝুলি কান্ধে।
তাহার ভিতর শিকড় নিকর [৯]
যতন করিয়া বান্ধে॥ ধ্রু [১০]॥
ঘুচাইয়া লাজে চিকিৎসক [১১] সাজে [১২]
বসিলা রোগীর কাছে।
ঘুচাই [১৩] বসন [illegible]
"রোগ যে ইহার [illegible]
বাম হাতে ধরি অঙ্গুলি [১৪] মুড়ি [১৪]
দেখে [১৫] ধাতু কিবা [১৫] বয়।
"পিরিতের [১৬] রসে জারিয়াছে বিষে [১৬]
পরাণ রহে না [১৭] রয়॥"
হাসিয়া নাগরী উঠে অঙ্গ মোড়ি—
"ভাল যে কহিলা বটে।
বল কি খাইলে হইব সবলে
বেয়াধি কেমনে [১৮] ছুটে [১৮]॥"

"ঔষধ যে [১৯] হয় মনে করি ভয়
এখনি [২০] খাওয়াইয়া যেতাম [২০]।
ভাল যে [২১] হইত জ্বর যে [২২] যাইত
যদি সে সময় পেতাম [২৩]॥"
তখন নাগরী বুঝিলা [২৪] চাতুরী
টীট সে [২৫] নাগররাজ।
বাশুলী [২৬] নিকটে [২৬] চণ্ডীদাস রটে
এমন [২৭] কাহার [২৭] কাজ॥ ১০৭৩॥

নী-৭৮ ; তরু-৬৪৪ ; বিপু-২৯২।
১ বাদ, তরু (পসং), ২৯২।
২ বরণ, পসং।
৩ ঘুচাঞা, তরু ; ঘুচান, পসং।
৪ লেপেন, পসং ; লেপন, ২৯২।
৫ কেশেতে, পসং।
৬ তকলুক, তরু (বট) ; মিছা সে, ২৯২।
৭-৭ সঙ্গে, তরু ; সঙ্গেতে, ২৯২।
৮ বড় মনোহর, ২৯২।
৯ মিকড়, পসং ; নিকড়, ২৯২।
১০ বাদ, পসং, ২৯২।
১১ চিকিছক, তরু (পসং) ; চিকিছ্ছার, তরু (বট)।
১২ কাজে, তরু (বট)।
১৩ ঘুচায়ে, পসং ; ঘুচাঞা, তরু।
১৪-১৪ মোড়িয়া অঙ্গুলি, ২৯২ ; °মোড়ি, পসং।
১৫-১৫ ধাতু সে কেমনে, ২৯২।
১৬-১৬ পিরিতি বিষে, জারাছে ইহারে, তরু (পসং) ; পিরীতির বিষে, জেরেছে ইহারে, তরু (বট) ; পিরিতির বিষে, ইহারে জারিছে, ২৯২।
১৭ কিনা, তরু (বট), ২৯২।
১৮-১৮ কিসে বা টুটে, পসং।
১৯ বাদ, তরু (পসং) ; সে, ২৯২।
২০-২০ এখনে জাল সে হয়ে, ২৯২ ; °যাইতাম, তরু (পসং)
২১ সে, পসং। ২২ সে, তরু (বট), ২৯২।
২৩ পাইতাম, তরু, পসং ; পাইয়ে, ২৯২।
২৪ বুঝিল, পসং, ২৯২।
২৫ বাদ, তরু, পসং।
২৬-২৬ বাসুলির তটে, ২৯২।
২৭-২৭ নহিলে যেমন, ২৯২।

টীকা

পঙ্-২। কেশর মাটী—"কুঙ্কুম-সংযুক্ত রেরি মাটী", তরু।
৩। তকল্লবি ছন্দে—আড়ম্বরপূর্ণ ভঙ্গীতে, তরু।
৪। রঙ্গে—আনন্দের সহিত।
১৩। বায়ুপিত্তকফাদি ধাতুর গতি কিরূপ।

দ্রষ্টব্য :—উপরে দুইটি পদ তরুতে একই পদে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু অন্যত্র ইহাদিগকে পৃথক্ ভাবে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী পদে যে ভণিতা রহিয়াছে তাহা তরুতে নাই। যদি দুইটি পৃথক্ পদের সমবায়ে তরুর পদটি গঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সংগ্রহকার প্রথম পদের ভণিতাটি বাদ দিয়াছেন। আর যদি একটি পদ হইতে পরবর্ত্তী কালে দুইটি পদের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথম পদের ভণিতাটি পরবর্ত্তী যোজনা মাত্র। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এই পদদ্বয়ের ভণিতায় গোলমাল রহিয়াছে। এই জন্যই দ্বিতীয় পদের ভণিতায় "বাশুলী"র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠান্তরে "বাসুলির তটে" আছে। ইহাও কৃত্রিমতার সাক্ষ্য প্রদান করে।

বাদিয়ার বেশে মিলন

[৫৩৩]

বরাড়ী [১]

বাদীয়ার বেশ ধরি বেড়ায় [২] সে বাড়ী বাড়ী [২]
উত্তরিলা [৩] ভানুর মহলে।
খুলি [৪] হাঁড়ীর [৪] ঢাকুনি বাহির করে সাপিনী
এক [৫] সাপ লইলেক [৫] গলে॥

বিষহরি বলি[৬] দেয়[৭] কর[৮]।
শুনিয়া যতেক বালা দেখিতে[৯] আইল খেলা[৯]
খেলাইছে মাল[১০] পুরন্দর ॥
সাপিনীরে দেয় থাবা[১১] নাগিনী[১২] যে হয় কোপা[১২]
দন্ত[১৩] করি উঠে ধরি[১৩] ফণা।
অঙ্গুলি মুড়িয়া যায় সাপিনী[১৪] দেখিতে পায়[১৪]
ছুঁয়ে[১৫] যায় বাদীয়ার[১৫] দাপনা ॥
খেলা দেখি গোপীগণ বড় আনন্দিত মন
কহে—"তুমি থাক কোন্ স্থানে[১৬]।"
"থাকি[১৭] বনের ভিতরে[১৭] নাগ দমন বলে মোরে
মোর নাম জানে সব[১৮] জনে ॥
বসন[১৯] ভিখের[১৯] তরে আইলুঁ[২০] তোমার[২০] ঘরে
কৃপা[২১] করি দেহত[২১] আপনি।
ছেঁড়া[২২] বস্ত্র নাহি লব[২৩] ভাল[২৪] একখানি পাব[২৪]
ভাল বেসে[২৫] দেহ অঙ্গের[২৫] খানি ॥"
"বটের[২৬] ভিখারী হও বহুমূল্য নিতে চাও
নহিলে শোভিতে[২৭] চায়[২৭] বটে।
বনে থাক সাপ ধর তেনা পরিধান কর
ফিরিয়া[২৮] বেড়াও নদীতটে ॥"
"তোমার[২৯] বস্ত্র শিরে ধরি আনন্দিত হব বড়ি[২৯]
মনে[৩০] মোর হবে বড়[৩০] সুখ।
তোমা[৩১] অঙ্গ পরশিতে সুখ হয় মোর চিতে[৩১]
তুমি যদি না বাসহ দুখ ॥"
"চুপ করি[৩২] থাক বেদে[৩৩] যা পাও তা লও সেধে[৩৪]
ভরমে ভরমে যাও[৩৫] ঘরে।"
"চুরি দারি নাহি করি ভিখ[৩৬] মাগি[৩৬] পেট ভরি
আমি ভয় করিব কাহারে ॥
তোমা লয়া[৩৭] করি ক্রীড়া মনে[৩৮] কেন দেহ[৩৮] পীড়া
সুখী কর এই[৩৯] দুখী[৩৯] জনে ॥"
দ্বিজ[৪০] চণ্ডীদাসে কহে[৪১] বাদীয়া যে[৪২] এহ নহে[৪২]
মনে[৪৩] বুঝে দেখহ আপনে[৪৩] ॥

১১

নী-৭০; তরু-৬৪৩; বিপু-২৯২।

[১] বাদ, ২৯২। [২-২] বেড়াইছে ঘড়াঘরি, ২৯২।

[৩] আইলেন, পসং, তরু।

[৪-৪] হাড়ি, পসং; খোলে সাপের, ২৯২।

[৫-৫] তুলিয়া লইল এক, পসং; লইয়া এক করিলেন, তরু।

[৬] বলিয়া, ২৯২। [৭] দেই, তরু।

[৮] বর, ২৯২। [৯-৯] দেখে আসি সাপ খেলা, ২৯২।

[১০] মনে, ২৯২। [১১] খোব, তরু; খোবা, ২৯২।

[১২-১২] সপিনীর বাড়ে কোপ, তরু; °হইয়া°, ২৯২।

[১৩-১৩] দণ্ড°, তরু; উঠে দণ্ড ধরিয়া জে, ২৯২।

[১৪-১৪] নাগিনা ফিরিয়া চায়, পসং, তরু।

[১৫-১৫] ছোবে তবে বাদিয়া, ২৯২; ছোয়ে যাই°, তরু।

[১৬] থানে, ২৯২।

[১৭-১৭] অরণ্যেতে থাকি ঘরে, ২৯২। [১৮] সর্ব্ব, ২৯২।

[১৯-১৯] বস্ত্র মাগিবার, তরু; °মাগিবার, পসং।

[২০-২০] আইনু°, পসং; °তোমাদের, তরু; আইল°, ২৯২।

[২১-২১] বস্ত্র দেহ আনিয়া, তরু; তুমি বস্ত্র দেহত, ২৯২।

[২২] ছিড়া, তরু। [২৩] নিব, ২৯২।

[২৪-২৪] ভাল সে সিরপা পাব, ২৯২।

[২৫-২৫] দেখি দেহ শ্রীঅঙ্গের, তরু।

[২৬] কড়ার, ২৯২।

[২৭-২৭] শোভিত নহে, তরু; °চাহে, ২৯২।

[২৮] সদাই, পসং, তরু।

[২৯-২৯] °শিরে করি°, ২৯২; বাস্থা কহে ধীরে ধীরে, তোমার বস্ত্র নিব শিরে, তরু।

[৩০-৩০] বহুত বাসিবে মনে, পসং; °মোর হয়°, ২৯২।

[৩১-৩১] তোমার সঙ্গ করিতে অভিলাষ হয় চিতে, তরু; তোমার সঙ্গ করিতে°, পসং।

[৩২] করে, পসং; কর্যা, তরু।

[৩৩] বাস্থা, তরু; বেস্থা, ২৯২।

[৩৪] সাধ্যা, তরু; সেধ্যা, ২৯২। [৩৫] যাহ, তরু।

[৩৬-৩৬] ভিক্ষা মেগে, পসং; °করি, ২৯২।

[৩৭] লয়ে, পসং; লৈয়া, তরু।

[৩৮-৩৮] তুমি কেন মান, তরু; °দাও, ২৯২।

৩৯-৩৯ এ দুখিয়া, তরু ; যে দুখিয়া, ২৯২।

৪০ চণ্ডিদাসেতে, ২৯২। ৪১ কয়, তরু, ২৯২।

৪২-৪২ সে ইহো নয়, ২৯২ ; এই নয়, তরু।

৪৩-৪৩ বুঝিয়া দেখহ আপন মনে, তরু।

টীকা

পঙ্-১১। দাপনা—জানুর উপরে উরুর পেশী (শব্দকোষ)।

১৪। নাগদমন—কালিয়নাগের দমনকারী বলিয়া, সাধারণ অর্থে—সর্প বশ করিবার দক্ষতাসম্পন্ন।

২০-২১। তুমি কড়ি ভিক্ষা করিয়া বেড়াও, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আমার বহুমূল্য বস্ত্রখানা প্রার্থনা করিতেছ! তুমি যদি বটের ভিখারী না হইতে তাহা হইলে তোমার ইহা শোভা পাইত বটে।

২২। তেনা—[সং-তন্ত্র (সূত্র), বা তীর্ণ (বিদীর্ণ) হইতে] ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড অর্থে।

২৯। ভরমে—সম্ভ্রমের সহিত। মানে মানে ঘরে যাও।

দ্রষ্টব্য :—পাঠান্তরে "দ্বিজ" ভণিতা নাই।

পসারীর বেশে

[৫৩৪]

বালা ধানশী [১]।

গোকুল-নগরে ইন্দ্রপূজা করে
দেখিতে [২] আইল যত [৩] নারী।
নগর ভিতরে কলরব [৪] করে [৪]
নাগর [৫] হইল [৫] পসারী॥
দোকান-দাকান মেলিলা [৬] তখন [৬]
দেখিয়া গাহকীগণ [৭]।
কহয়ে [৮] পশারী [৮]— "বহুদ্রব্য আছে
যে চাহে নিতে যে ধন॥
মুকুতা প্রবাল মণিময় [৯] মাল [৯]
পোতিক [১০] মাণিক [১০] যত।
বহুদিন হৈতে [১১] আনিল [১২] যতনে [১২]
তোমাদের [১৩] অভিমত [১৩]॥"
খস্তিকা পুতিয়া মুকুতা ঝুলায়া
কহে [১৪] গাহকিনী [১৪] আগে।
শুনি গাহকিনী আসিয়া আপনি
দোকান নিকটে লাগে॥
সুমধুর [১৫] বাণী বলে সে দোকানী
"কিসের লইবে ছড়া।
মুকুতার মাল লইবে যে ভাল
কড়ি যে লাগিবে বাড়া॥"
শুনি [১৬] নারীগণ [১৬] বলয়ে বচন [১৭]
"গাহকী নহি যে মোরা।"
"কিবা ভাগ্যে মেনে দেখেছ জনমে
এমন ধন যে তোরা॥"
যুবতী রসাল নিল এক মাল
দিল এক সখী গলে।
পরিমাণ হল আনন্দে [১৮] বসিল [১৮]—
"কতেক লইবে" বলে॥
আর একজনে সাধ করি মনে
লইল সোনার সূঁচ [১৯]।
লইয়া [২০] সে [২০] যায় বেতন না দেয়
পসারী ধরিল কুচ॥
ফেরা ফিরি করে কুচ নাহি ছাড়ে
কহে [২১]—"মূল্য দেহ [২১] মোর।"
সঘন [২২] বদন করয়ে চুম্বন
"এমতি কাজ সে তোর॥"

কাড়াকাড়ি ঘন[২৩] না মানে বারণ[২৩]
অরাজক হল পারা।
যাহার যে ধন[২৪] কাড়ি[২৫] সেই জন
রক্ষক হইবে কারা॥
ধোবিনী[২৬] সঙ্গতি চণ্ডীদাস-গীতি
রচিল আনন্দ বটে।
দোকান-দাকান হৈল সমাধান
সকলি গেল যে লুটে॥

নী-৭১ ; তরু-৬৪০ ; বিপু-২৯২

[১] বাদ, ২৯২। [২] দেখি, পসং, তরু।
[৩] যতেক, পসং ; বাদ, ২৯২।
[৪-৪] মহা কলরব, পসং, তরু।
[৫-৫] আনন্দে বসিল, ২৯২।
[৬-৬] মিলি ততক্ষণ, ২৯২। [৭] গাহকগণে, ঐ।
[৮-৮] আমার পশারে, ২৯২ ; °পসারে, তরু।
[৯-৯] তাহে গাথি মলে, ২৯২।
[১০-১০] পূতিকা মুকুর ঐ। [১১] মনে, পসং, তরু।
[১২-১২] এন্যাছি তরীতে, ২৯২।
[১৩-১৩] তোমার মনের মত, ঐ।
[১৪-১৪] কহয়ে গাহকী, পসং ; কয়', ২৯২।
[১৫] মধুরস, ২৯২। [১৬-১৬] যুবতীর গণে, ঐ।
[১৭] বচনে, ঐ। [১৮-১৮] আনন্দ বাড়িল, পসং, তরু।
[১৯] গোছ, ২৯২। [২০-২০] লই চলি, পসং, তরু।
[২১-২১] বেতন দেহ জে, ২৯২। [২২] ঘন জে, ঐ।
[২৩-২৩] করে, বসন না ছাড়ে, ঐ। [২৪] বন, পসং, তরু।
[২৫] কাটে, ঐ। [২৬] রজক, পসং ; রজকী, তরু।

টীকা

এই পদটী পরিষদের পদকল্পতরুতে বহু পাঠান্তরের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

পঙ্-৪। পসারী—দোকানদার।

৬। গাহকীগণ—গ্রাহক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বহুবচনে।

১০। পোতিক—ছোট মুক্তাকার বস্তুবিশেষ।

১৩। খন্তিকা—খনিত্র হইতে ক্ষুদ্রার্থে।

২৩-২৪।—তোমাদের সৌভাগ্যবশতঃ আজ এই সকল দ্রব্য দেখিতে পাইতেছ।

২৭। পরিমাণ হল—ওজন করা হইল।

রজকী ও ধোবানীর ভণিতাটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। দীন চণ্ডীদাসের পদে এইরূপ ভণিতার ধারা পাওয়া যায় না। এই পদটি অতিশয় সন্দেহজনক।

গ্রহবিপ্র-বেশে

[৫৩৫]

ধানশী

শুনিয়া মালার কথা রসিক সুজন।
গ্রহ-বিপ্রবেশে যান ভানুর ভবন॥
পাঁজি লয়ে কক্ষে করি ফিরে দ্বারে দ্বারে।
উপনীত রাই পাশে ভানুরাজপুরে॥
বিশাখা দেখিয়া তবে নিবাস জিজ্ঞাসে।
শ্যামল সুন্দর লহু লহু করি হাসে॥
বিপ্র কহে—"ঘর মোর হস্তিনানগর।
বিদেশে বেড়ায়ে খাই শুন হে উত্তর॥
প্রশ্ন দেখাবার তরে যে ডাকে আমারে।
তাহার বাড়ীতে যাই হরষ অন্তরে॥"
দ্বিজ চণ্ডিদাস বলে—এই গ্রহাচার্য্য।
প্রশ্নেতে পারগ বড় গণনাতে আর্য্য॥
তোমাদের মনেতে যে আছে সে বলিবে।
ইহারে জড়ায়ে ধর উত্তর পাইবে॥

দ্রষ্টব্য :—আদি-অন্তহীন এই পদটিও সন্দেহজনক

---

[৫৩৬]

…………উপাসনার স্থান।

রাধানাম দুই বর্ণ কেবল আমার মর্ম্ম

তুমি সে রূপসী অনুপাম ॥

তুমি নয়নের তারা তিলে কতবার হারা

কেবল পরাণ সমতুল।

দেখিলে জুড়ায় আঁখি নহে বা মরিয়া থাকি

তুমি সে আমার হৃ( ) মূল ॥

তুমি সে ভজন মোর কে জানে মহিমা তোর

এক মুখে কহিলে কি হয়।

তোমার তুলনা তুমি রমণীর শিরোমণি

দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস কয় ॥ ১০৭৭ ॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদ এবং পরবর্ত্তী পদদ্বয় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। ৫৩৮ সং পদে দেখা যাইতেছে যে রাধা এবং গোপীগণ বৃন্দাবনে যাইয়া রাত্রে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই পদে কৃষ্ণ রাধার প্রতি ভালবাসা জানাইয়াছেন, পরবর্ত্তী পদে উভয়ের মিলন বর্ণিত হইয়াছে, এবং তৎপরবর্ত্তী পদে রাধা ও গোপীগণ কৃষ্ণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রভাতে স্বস্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলিতে রাধিকার গৃহে কৃষ্ণের মিলন বর্ণিত হইয়াছে, অতএব চণ্ডীদাস যে গোণরাসে এই উভয় প্রকার মিলনই বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

---

[৫৩৭]

যতিশ্রী

বামেতে বসিলা রাই অতি অনুপাম।

নীলমণি বেড়ে যেন বিজুরির দাম ॥

কনকর শিল মাঝে নীলের দাপুনি।

মেঘ যেন উপি রহে যেমত দামিনী ॥

বৃন্দাবন আলো করে দুহার ছটাতে।

দেখিয়া সকল জন হইল মোহিতে ॥

বরজ রমণী তুলি কুসুম সুগন্ধ।

বাছিয়া বিছায় শেষে ঝরে মকরন্দ ॥

নিজ নিজ কুটির করয়ে ফুলসাজ।

মণি মন্দির শোভিছে তার মাঝ ॥

বিচিত্র পালঙ্ক পরে সোনার তুলিচা।

সুরঙ্গ পাটের তুলি সুরঙ্গ মালিচা ॥

কুসুম চন্দন আর আতর গুলাল।

মৃগমদ সৌরভ উঠে যার ভাল ॥

তথি পরি শুতলি পুতলী নব গুরি।

আনন্দ বেহার রসে কিশোর কিশোরী ॥

মাতল মদন রসে চতুর মুরারি।

মদন আলস ভরে পড়ে শ্রমবারি ॥

ঐছন করল কেলি শ্যাম মধুকর।

পঙ্কজ পাইল যেন পীরিতি ভ্রমর ॥

তৈছন কুসুম (—) কানু বসিয়া।

ব্রজবধূ-রসে মধু পিবই মাতিয়া ॥

……………… নাগর ময় কান।

ঐছন পীরিতি দীন চণ্ডীদাস গান ॥ ১০৭৮ ॥

---

[৫৩৮]

কানড়া সুই

ঐছন পীরিতি করিয়া এ রীতি

নাগর রসিকবরে।

হরষ বদনে কহল বচনে

প্রেমের পীরিতি শরে ॥

গুপথ পীরিতি	করে নিতি নিতি
কেহ সে নাহিক জানে।
মধুর মঞ্জরি	করে............
পুড়িয়া কার স্থানে ॥
"গেলা নিশাপতি	হইল বিহান
রহিতে উচিত নহে।
নব নব রামা	তেজি গৃহধামা
যাইতে উচিত হয়ে ॥
গেলা চান্দ স্থানে	হইল বিহানে
শুনহ নাগর কান।
হরষে বিদায়	কর যত্নরায়
ইহাতে না কর আন ॥"
সবারে [১] কহল	হরষ বদনে
চলিতে গৃহের মাঝ।
এথা গোচারণে	বালকের সনে
চলিলা নাগর রাজ ॥

নিজ নিজ গৃহ	করল পয়ান
যতেক ব্রজের রামা।
গুরুজন কেহ	নাহি জানে এহ
গুপথ রসের প্রেমা ॥
নিজ গৃহকাজে	চলয়ে সবাই
আপন গৃহের মাঝ।
কহে চণ্ডীদাস	না হয় বেকত
জানল কি রীতি কাজ ॥ ১০৭৯ ॥

১। সভারে—পুথির পাঠ।

দ্রষ্টব্য :—পরবর্ত্তী পদটি পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, গৌণরাসের পালা এইখানেই শেষ হইয়াছে। তৎপর মহারাস।

মহারাস

প্রবেশিকা

পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাস-ভণিতায় রাসলীলার মাত্র দুইটি পদ সংগৃহীত রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি "শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি", এবং অপরটি "রমণীমোহন, বিলসিতে মন" ইত্যাদি। ইহারা রাসের প্রারম্ভসূচক পদ মাত্র। চণ্ডীদাস-রচিত রাসের অন্যান্য পদ পাওয়া না গেলে এই ধারণা করা অসঙ্গত হইত না যে, চণ্ডীদাস রাসের ঐ দুইটি পদই রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে রাসের ১৩৪টি পদ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পদের সমবায়ে চণ্ডীদাস রাসের বৃহৎ পালা রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদাস ঐরূপ কোন পালা হইতে রাসের দুইটি মাত্র পদ সংগ্রহ করিয়া পদকল্পতরুতে স্থাপন করিয়াছিলেন কিনা ইহাই প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয়।

১৩০৫ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় নীলরতন বাবু একখানা প্রাচীন পুথি হইতে পালার আকারে রচিত রাসলীলার প্রায় ৭০টি পদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহার প্রথমেই "রমণীমোহন, রমণী মোহিতে" ইত্যাদি পদটি রহিয়াছে। তারপর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সংখ্যক পুথিতেও ঐ পালাটি পাওয়া যাইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পুথির পদের সহিত নীলরতনবাবু কর্ত্তৃক প্রকাশিত উক্ত পদগুলির পাঠের আশ্চর্য্যজনক সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়, এবং উভয় পুথিতেই প্রায় ৭০টি পদ সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে ৭০ সংখ্যক পদের পরে "তথা" লিখিয়া পুথিখানা অসম্পূর্ণ রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ঐ পুথির আদর্শ পুথিতে আরও পদ ছিল, কিন্তু নকলকারী কোন কারণবশতঃ তাহা লিখিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এই পুথিতেও রাসের বর্ণনা নীলরতনবাবুর পুথির ন্যায় "রমণীমোহন, রমণী মোহিতে" ইত্যাদি পদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখানে ইহাই দ্রষ্টব্য যে, পদকল্পতরুতে রাসের যে দুইটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা নীলরতন বাবুর আদর্শ পুথিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সংখ্যক পুথিতে নাই।

অপর পক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির ৩৭৬ সংখ্যক পত্রের ১০৮০ সংখ্যক পদে দেখা যায় যে, দীন চণ্ডীদাস গৌণরাসের পরে মহারাসের বর্ণনা আরম্ভ করিতেছেন (পরবর্ত্তী ৫৩৯ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)। তৎপর ঐ পুথির ৩৭৭ সংখ্যক পত্রটি পাওয়া যায় নাই। পরবর্ত্তী অর্থাৎ ৩৭৮ সংখ্যক পত্রে ১০৮২ সংখ্যায় চিহ্নিত একটি পদের শেষের অংশ পাওয়া যাইতেছে। অতএব উক্ত পুথির ৩৭৭ সংখ্যক পত্রে ১০৮০ সংখ্যক পদের শেষ অংশ, ১০৮১ সংখ্যক পদ, এবং ১০৮২ সংখ্যক পদের প্রথমাংশ ছিল।

আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে, উক্ত ১০৮২ সংখ্যক পদের শেষের অংশ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত "রমণীমোহন বিলসিতে মন" ইত্যাদি (উক্ত গ্রন্থের ১২৯২ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য) পদের শেষের অংশ মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিতে ইহার পূর্ব্বে মাত্র একটি পদ পাওয়া যাইতেছে না, আর পদকল্পতরুতেও ইহার পূর্ব্বেই (উক্ত গ্রন্থের ১২৯১ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য) "শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি" ইত্যাদি একটি মাত্র পদ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই ধারণা হয় যে, এই পদটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির ৩৭৭ সংখ্যক পত্রের ১০৮১ সংখ্যায় চিহ্নিত পদ ছিল, আর ইহারই পরবর্ত্তী পদটি "রমণীমোহন, বিলসিতে মন" ইত্যাদি রূপে আরম্ভ হইয়াছিল, এবং তাহারই শেষের অংশ ২৩৮৯ সং পুঁথিতে ১০৮২ সংখ্যায় চিহ্নিত রহিয়াছে। অতএব বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাসের রাসলীলার যে দুইটি পদ সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা যে দীন চণ্ডীদাস-রচিত এই কাব্যগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

এখন প্রশ্ন এই যে, নীলরতনবাবু ১৩০৫ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় যে পুথি হইতে রাসলীলার পদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন তাঁহার সেই আদর্শ পুথিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সংখ্যক পুথিতে পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত উক্ত পদ দুইটি পাওয়া যায় না কেন, এবং এই পুথিদ্বয়ে রাসলীলার প্রথম পদটি "রমণীমোহন, রমণী মোহিতে" ইত্যাদি রূপে আরম্ভ হইয়াছে কেন? প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় (১৮/০ পৃঃ দ্রষ্টব্য) আমরা বলিয়াছি যে, চণ্ডীদাস রাসলীলার দুইটি পালা রচনা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে যে তিনি রাসলীলার পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাত তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (গৌণরাস কহিল এবে কহি মহারাস ইত্যাদি, পরবর্ত্তী ৫৩৯ সং পদ দ্রষ্টব্য)। প্রথম খণ্ডের অনেকগুলি পদেও রাসলীলার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—

> কানন-নিকুঞ্জে করিলে কালিয়া
> কামিনী সহিতে রাস।
>
> ২৪৩ সং পদ
>
> উজাগর নিশি উদিত এ বাসি
> উপরে শুনি এ তান।
> উনমত হৈয়া আইল ধাইয়া
> উঠানি গোপীর প্রাণ॥
>
> ২৪৭ সং পদ
>
> রাস অনুরাগে রহত অন্তর
> রমণী এতেক সয়।
> রাস অনুরাগে যে জনা রহল
> তার কি পরাণ রয়॥
>
> ২৬৯ সং পদ

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই সকল উল্লেখের পূর্ব্বেই একবার রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছিল। অতএব দীন চণ্ডীদাস রচিত রাসের দুইটি পালার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে। এই দুইটি পালার প্রারম্ভ-সূচক পদগুলির সন্ধানও পাওয়া যাইতেছে। নীলরতনবাবুর আদর্শ পুথিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সংখ্যক পুথিতে রাস-লীলা "রমণীমোহন, রমণী মোহিতে" ইত্যাদি পদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব একটি পালার প্রারম্ভ যে এই পদ হইতে হইয়াছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে। আবার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির আলোচনায়

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, আর একটি পালা "শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি" ইত্যাদি পদ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। নীলরতনবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথি অথবা তাহার কোন অনুলিপি পান নাই, কাজেই পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত রাসের ঐ পদ দুইটি কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে ধারণা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। এইজন্য রাসলীলার পালায় পদকল্পতরুর ঐ দুইটি পদ প্রথমে স্থাপন করিয়া, নিজের আদর্শ পুথির প্রথম পদটি তৃতীয় স্থানে সন্নিবিষ্ট করত তিনি পদাবলী সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন (পরিষৎ-সংস্করণ দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার গ্রন্থে দুইটি পালার পদ একত্র সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে।

পদ-বর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেও এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনিতে উন্মত্ত হইয়া ব্রজগোপীরা বৃন্দাবনের দিকে কিরূপে ছুটিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা নী—৩৯৩ সংখ্যক পদে পাওয়া যায়, যথা—কেহ শিশু ফেলিয়া, কেহ বা রন্ধন পরিত্যাগ করিয়াই শ্যামের সহিত মিলিত হইতে চলিয়াছেন, ইত্যাদি। কিন্তু এই জাতীয় বর্ণনা পুনরায় নী—৪০২ সংখ্যক পদেও রহিয়াছে, যথা—"কেহ বা আছিল শিশু কোলে করি" ইত্যাদি। নী—৩৯৩ সংখ্যক পদের শেষ ভাগে দেখা যায় যে গোপীরা বৃন্দাবনে গিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ঐ পালাতে নী—৩৯৯-৪১১ সংখ্যক পদগুলির (যাহাতে গৃহে বসিয়া গোপীগণের কথোপকথন, সাজসজ্জাদি বর্ণিত হইয়াছে) কোনই স্থান নাই। অতএব নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে যে দুইটি পালার পদগুলি একত্র সংগৃহীত রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোধগম্য হয়।

এই যে দুইটি পালার পদ একত্র মুদ্রিত হইয়াছে ইহাদিগকে পৃথক্ করিবার কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা, ইহাই বিবেচ্য বিষয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির ১০৭৯ সংখ্যক পদে (এই গ্রন্থের ৫৩৯ সংখ্যক পদে) কবি বলিতেছেন—

গৌণরাস কহিল এবে কহি মহারাস
শুনহ শ্রবণ পাতি।
আগে কহিয়াছি পঞ্চ অধ্যায়ের
ব্রহ্ম রাত্রি হয় তথি॥

কবি এখানে স্পষ্টই বলিতেছেন যে, তিনি পূর্ব্বেই রাসের আর একটি পালা রচনা করিয়া-ছিলেন। অধিকন্তু ঐ পালা যে কি ভাবে রচিত হইয়াছিল, তাহারও সন্ধান তিনি এই উল্লেখে রাখিয়া গিয়াছেন। "পঞ্চ অধ্যায়ের" অর্থ রাস-পঞ্চাধ্যায়ের। ইহাতে দশমস্কন্ধের উনত্রিংশ হইতে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ভাগবত-বর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। ব্রহ্মরাত্রি শব্দটিও উক্ত ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের শেষ ভাগে পাওয়া যায়, যথা—"ব্রহ্মরাত্র উপাবৃতে" ইত্যাদি (ভা, ১০।৩৩।৩৮)।

অর্থাৎ—রাসলীলা করিতে করিতে যখন নিশার অবসান হইয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তকাল উপস্থিত হইল, তখন গোপীগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অতএব এই উল্লেখ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, দীন চণ্ডীদাস ভাগবত অনুসরণ করিয়া রাসের প্রারম্ভ হইতে গোপীগণের গৃহে গমন পর্য্যন্ত রাসলীলা প্রথম বা পূর্ব্ববর্ত্তী পালায় বর্ণনা করিয়া-ছিলেন। উক্ত পাঁচ অধ্যায়ে আছে রাসবিহারার্থ গোপীগণের আগমন, কৃষ্ণের সহিত উক্তি-প্রত্যুক্তি, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান, গোপীগণের বিলাপ, কৃষ্ণের

আবির্ভাব ও বিহার ইত্যাদি। এই সকল ঘটনা প্রথম পালায় বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া চণ্ডীদাস বলিতেছেন। প্রথম খণ্ডের একটি পদে রাস-লীলার উল্লেখ করিতে যাইয়া এক গোপী আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

কহিল তোমারে কাঁধে করিবারে
কোথারে চলিলা কালা।
কাতর পরাণ কালা কালা করি
কঠিন পাইল জ্বালা॥
২৪৩ সং পদ

এই ঘটনা ভাগবতের দশম স্কন্ধের ত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে (ঐ, ১০৩০৩২-৩৫)। অতএব এই উল্লেখ হইতেও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রথম খণ্ডেই ভাগবত অনুসরণ করিয়া রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছিল। সুতরাং ধরা যাইতে পারে যে, এতদতিরিক্ত যে সকল ঘটনা নীলরতনবাবু কর্তৃক সংগৃহীত রাসলীলায় বর্ণিত রহিয়াছে, তাহাই দ্বিতীয় পালার অন্তর্গত। রাসকালীন শ্রীরাধার মান, এবং তাঁহার কুঞ্জে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের মানভঞ্জন ইত্যাদি ঘটনা ভাগবতে নাই, অথচ নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের রাসলীলায় রহিয়াছে। সুতরাং এই সকল বিষয়ই যে দ্বিতীয় পালায় বর্ণিত হইয়াছিল, তাহা কবির উক্তি হইতেই বুঝা যায়। অবশ্যই উভয় পালাতেই শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদন, গোপীগণের অভিসার এবং উক্তি-প্রত্যুক্তি প্রভৃতি কতকগুলি মূল ঘটনা বর্ণিত থাকিবে।

ভাগবত-বহির্ভূত রাসকালীন রাধার এই মানের পরিকল্পনার মূল কোথায় সেই সম্বন্ধেও ধারণা করা যাইতে পারে। বেণী-সংহার নাটকের মঙ্গলাচরণে নিম্নোক্ত শ্লোকটি পাওয়া যায়—

কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎস্জ্য রাসে রসং
গচ্ছন্তীমনুগচ্ছতোঽশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্। ইত্যাদি

অর্থাৎ—কেলিকোপিত অশ্রু-কলুষিতমুখী শ্রীরাধা রাসবিষয়ে রস পরিত্যাগ করিয়া যমুনার পুলিন-সকলে গমন করিলে তদীয় পাদপ্রতিমায় পাদক্ষেপ করিয়া রোমাঞ্চিত ও দয়িতার প্রসন্নদৃষ্টি-দ্বারা অবলোকিত শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন। এই শ্লোকটি রূপগোস্বামী কর্তৃক সঙ্কলিত পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপীবেশ ধারণের উল্লেখও পদ্যাবলীর একটি শ্লোকে পাওয়া যায় (বহরমপুর সং, ২৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। গোপী-বেশ ধারণ করিয়া রাধার মানভঞ্জনের উল্লেখ উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি শ্লোকেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা,—"কেয়ং শ্যামা স্ফুরতি সরলে গোপকন্যা কিমর্থম্" ইত্যাদি। এই সকল আদর্শ অবলম্বনে দীন চণ্ডীদাস পরবর্তী রাসের পালা রচনা করিয়া থাকিবেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, দুইটি আদর্শ অবলম্বন করিয়া দীন চণ্ডীদাস রাসের দুইটি পালা রচনা করিয়াছিলেন। এখন এই দুইটি পালার প্রারম্ভ এবং বর্ণনায় বিষয়-সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে।

প্রথম পালা (ভাগবতের আদর্শে রচিত) প্রথম পদ—"রমণীমোহন, রমণী মোহিতে" ইত্যাদি। তৎপর রাসের প্রাথমিক ঘটনা বর্ণিত হইবার পরে (পরবর্তী পালার ভূমিকা দ্রষ্টব্য) ইহা ভাগবত-বর্ণিত গোপীকে কাঁধে করিবার প্রসঙ্গাদিতে চলিয়া গিয়াছে (৬৬০ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় পালা (প্রাচীন কাব্যাদি-বর্ণিত রাধার মানের আদর্শে রচিত)।

প্রথম পদ—"শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি" ইত্যাদি। ইহা পদকল্পতরুর ১২৯১ সংখ্যক পদ, নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের ৩৯২ সংখ্যক পদ, এবং দীন চণ্ডীদাস-রচিত বৃহৎ কাব্যের (বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথির) ১০৮১ সংখ্যক পদ।

দ্বিতীয় পদ—"রমণীমোহন, বিলসিতে মন" ইত্যাদি। (তরু—১২৯২; নী—'৯৩; ২৩৮৯ সং পুথির **১০৮২** সং পদ)।

তৃতীয় পদ—"কোন সখী করে, বেশের বন্ধনে" ইত্যাদি (২৩৮৯ সং পুথির ১০৮৩ সং পদ)

তৎপর ইহা রাধার মানের প্রসঙ্গে চলিয়া গিয়াছে।

এই সকল সূত্র অবলম্বন করিয়া এই দুইটি পালা পৃথক্‌ভাবে এখানে সন্নিবিষ্ট হইল।

দুইটি পালার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে জানা যাইতেছে বলিয়া একটি দীন চণ্ডীদাসের, এবং অন্যটি তথাকথিত দ্বিজ চণ্ডীদাসের রচিত এইরূপ ধারণা করা যায় কিনা তাহাও বিবেচ্য বিষয়। এইরূপ ধারণার প্রধান অন্তরায় দীন চণ্ডীদাসের উক্তি, যাহাতে কবি নিজেই বলিতেছেন যে, তিনি রাসের দুইটি পালা রচনা করিয়াছিলেন (এই গ্রন্থের ৫৩৯ সং পদ দ্রষ্টব্য)। তারপর "রমণীমোহন বিলসিতে মন" ইত্যাদি পদটি পদকল্পতরুতে দ্বিজ ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে, কিন্তু এই পদটিই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে দীন চণ্ডীদাসের কাব্যের অন্তর্ভূত রহিয়াছে। ইহার ৪৮ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত উভয় আদর্শে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে ইহার পরে আছে—

চমকিত হয়া উঠিল জাগিয়া
বসন খসিয়া পড়ে।
চণ্ডীদাস কহে ডাকাতিয়া বাঁশী
পাইয়া তাহার চাড়ে॥

এই চারি পঙ্‌ক্তির পরিবর্ত্তে পদকল্পতরুতে দ্বিজ ভণিতাসহ ৮ পঙ্‌ক্তি সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় (৫৪: সংখ্যক পদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে ইহা স্বস্থানে অধিষ্ঠিত আছে, কিন্তু তরুতে ইহা সঙ্কলিত পদ মাত্র, এবং ইহার মূল যে দীন চণ্ডীদাসের কাব্যে তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পদকল্পতরু সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বেই এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। এখানে দ্বিজ ভণিতা (এই জাতীয় অন্যান্য ভণিতার ন্যায়, প্রথম খণ্ডের ভূমিকা দ্রষ্টব্য) আরোপ মাত্র। তারপর নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে রাসের যে ১৩৪টি পদ রহিয়াছে তন্মধ্যে ৩৯৩, ৩৯৪, ৪২৬, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩৯, ৪৫৭, ৪৬৬, ৪৭৬, ৪৭৯, ৪৮০ এবং ৫০৪ সংখ্যক ১২টি পদে দ্বিজ ভণিতা পাওয়া যায়, আর ৪৬১, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৯০, ৫১১, ৫১২, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫২০, ৫২২, ৫২৩ এবং ৫২৫ সংখ্যক ১৩টি পদে দীন ভণিতা দৃষ্ট হয়। পালা হিসাবে দেখা যায় যে, প্রথম পালায় ৩৯৪ এবং ৪২৯ সংখ্যক পদে মাত্র দ্বিজ ভণিতা রহিয়াছে, কিন্তু ইহার শেষের অংশে, অর্থাৎ ৫১১, ৫১২, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫২০, ৫২২, ৫২৩ এবং ৫২৫ সংখ্যক পদে (অর্থাৎ প্রায় সর্ব্বত্রই) দীন ভণিতা পাওয়া যায়, কেবল মধ্যবর্ত্তী ৫০৪ সংখ্যক একটি মাত্র পদে দ্বিজ ভণিতা দৃষ্ট হয়। আর দ্বিতীয় পালায় ৩৯৩ সংখ্যক পদে আছে দীন (পরিবর্ত্তিত আকারে দ্বিজ), তৎপর ইহার ৪২৯, ৪৩০, ৪৩৯, ৪৫৭, ৪৬৬, ৪৭৬, ৪৭৯ এবং ৪৮০ সংখ্যক ৮টি পদে আছে দ্বিজ, কিন্তু ৪৬১, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৯০ সংখ্যক ৪টি পদে দীন

ভণিতা দৃষ্ট হয়, অথচ এই পালাটিরই প্রথম ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে দীন চণ্ডীদাসের কাব্যের অন্তর্ভূত রহিয়াছে। তারপর একই পালার অন্তর্গত ৪৬১ সংখ্যক পদে দীন, ৪৬৬ সংখ্যক পদে দ্বিজ, ৪৭৯, ৪৮০ সংখ্যক পদে দ্বিজ, এবং ৪৮৩, ৪৮৪ সংখ্যক পদে দীন ভণিতা থাকার কোনই কারণ নাই। এই পদগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া একটি পালার এক ঘটনা দীন চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছেন, আর পরবর্ত্তী ঘটনা দ্বিজ চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছেন, এইরূপ ধারণা নিতান্তই উদ্ভট বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দুই কবি মিলিয়া মিশিয়া পরামর্শ করিয়া একই পালা রচনা করেন নাই, কিন্তু একই পালাতে দুই প্রকার ভণিতা আরোপিত রহিয়াছে। দীন চণ্ডীদাস-রচিত বৃহৎ কাব্যের নিদর্শন, দুইটি পালা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কবির উক্তি, এবং ঐ দুই পালায় বর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ প্রভৃতি বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, দীন চণ্ডীদাসের পালাতেই স্থানে স্থানে দ্বিজ ভণিতা আরোপিত রহিয়াছে। এইরূপ আরোপের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত "রমণীমোহন, বিলসিতে মন" ইত্যাদি পদের আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডেও আমরা এইরূপ আরোপের অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি। অতএব এখানেও দ্বিজ চণ্ডীদাসের পৃথক্ অস্তিত্বের ধারণা করা যাইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ সপ্তমবর্ষ বয়সে কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় ইন্দ্রমখভঙ্গ, তৎপর শুক্লপ্রতিপদে গোবর্দ্ধন মহোৎসব, দ্বিতীয়ায় ভ্রাতৃদ্বিতীয়াভোজন, তৃতীয়া হইতে নবমী পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধন ধারণাদি লীলা করিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তী বৎসরে অর্থাৎ অষ্টম বর্ষ বয়সে আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাসোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল (ভা, ১০।২৯।১ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। "নৃত্যগীতচুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্ময়ী যা ক্রীড়া" তাহাই রাস নামে অভিহিত হয় (ভা, ১০।৩৩।২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহাকে মণ্ডলীনৃত্যও বলা যায়। রাসে শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলীরূপে অবস্থিত ব্রজসুন্দরীগণের দুই দুই জনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দুই পার্শ্বে দুই দুই জনের গলদেশ এরূপে আলিঙ্গন করিলেন যে, তাঁহারা প্রত্যেকে তাঁহাকে স্ব স্ব নিকটস্থ, এবং ইনিই আমাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, এইরূপ বোধ করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৩৩।৩)। এইরূপ মণ্ডলীবদ্ধ নৃত্য রাসের প্রকারভেদ মাত্র, কারণ ইহা ব্যতীতও বিবিধ প্রকারের রাস অনুষ্ঠিত হইতে পারে। গোবিন্দ-লীলামৃতে বর্ণিত হইয়াছে—"অরণ্যবিহার, মণ্ডলী-বন্ধনে ভ্রমণ ও নর্ত্তন, হল্লীসক (স্ত্রীগণের মণ্ডলীনৃত্য), যুগ্মনৃত্য, তাণ্ডব (পুরুষ-নৃত্য), লাস্য (স্ত্রী-নৃত্য), এবং একক নৃত্য, সখী-গণের রচিত প্রবন্ধ-গান, নৃত্য, রতি, পরিহাস ও জলকেলি ইত্যাদি বহুপ্রকার রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণ বিধান করিয়াছিলেন" (ঐ, ২২।৬-৭)। এই পালাটিতেও কবি প্রথমতঃ রাধার মান বর্ণনা করিয়া তৎপর "শ্রীমতীর চূড়া বাঁধিয়া বংশীগীত-শিক্ষা (৫৯২ সং পদ), বংশীবাদন (৫৯৬ সং পদ), নিধুবনে কিশোরী রাজা (৬০৩ সং পদ), রাধা-কৃষ্ণের মিলন (৬০৮ সং পদ), এবং নবকুঞ্জর-লীলা (৬২৫ সং পদ) ইত্যাদি নানাভাবে রাসের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। প্রথম পালায় (যাহা এই পালার পরে স্থাপিত হইল) তিনি ভাগবতের অনুকরণে রাসের বর্ণনা করিয়াছেন, আর এই পালাতে অন্যান্য বিবিধ প্রকার রাসের বর্ণনা রহিয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই পালাটি প্রথম পালার পরিশিষ্ট মাত্র।

দ্রষ্টব্য :—এই পালার পাঠান্তর ও টীকাতে যে সকল সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের ব্যাখ্যা :—

নী এবং পসং=নীলরতনবাবু কর্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী।

সা=১৩০৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত "চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী"।

বি=কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সংখ্যক পুঁথি।

তরু=সতীশচন্দ্র রায় কর্তৃক সম্পাদিত পদকল্পতরু।

উজ্জ্বলনীলমণি, গোবিন্দলীলামৃত, বিদগ্ধমাধব প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখে বহরমপুর সংস্করণ লক্ষিত হইয়াছে।

মহারাস

[৫৩৯]

সুহই সিন্ধুড়া

গৌণরাস কহিল এবে কহি মহারাস
  শুনহ শ্রবণ পাতি।
আগে কহিয়াছি পঞ্চ অধ্যায়ের
  ব্রহ্মরাত্রি হয় তথি॥

* * * * ১০৮০

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরবর্তী এক পত্র (২৩৮৯ সংখ্যক পুথির) পাওয়া যায় নাই। তাহাতে এই পদের অবশিষ্টাংশ, ১০৮১ সংখ্যক পদ, এবং ১০৮২ সংখ্যক পদের প্রথমাংশ ছিল। পরবর্তী পদদ্বয় পদকল্পতরু হইতে সংগ্রহ করিয়া ইহার পরে স্থাপন করা হইল। এই সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রবেশিকায় দ্রষ্টব্য।

---

[৫৪০]

ধানশী

শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি
  উজর[১] সকল বন।
মল্লিকা মালতী বিকসিত তথি
  মাতল ভ্রমরাগণ॥
তরুকুল-ডাল[২] ফুল ভরি ভাল[৩]
  সৌরভে[৪] পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা জগমনোলোভা
  ভুলিলা[৫] নাগর রায়॥
নিধুবনে আছে রতন-বেদিকা
  মণিমাণিকেতে বাঁধা।
ফটিকের তরু শোভিয়াছে চারু
  তাহাতে হীরার ছাঁদা॥
চারিপাশে সাজে প্রবাল মুকুতা
  গাঁথনি আঁটনি[৬] কত।
তাহাতে বেড়িয়া কুঞ্জ-কুটীর
  নিরমাণ শত শত॥
নেতের পতাকা উড়িছে উপরে
  কি তার কহিব শোভা।
অতি রম্যস্থল দেব[৭]-অগোচর
  কি কহিব তার আভা॥
মাণিকের ঘটা কিরণের ছটা
  এমতি মণ্ডপ-ঘর।
চণ্ডীদাস বলে[৮] অতি অপরূপ
  নাহিক্ তাহার[৯] পর॥ ১০৮১

নী-৩৯২ ; তরু-১২৯১

পাঠান্তর :—

১ উজোর, তরু ২ ডাল, ঐ

[৩] ডাল, ঐ
[৪] সৌরভ, ঐ
[৫] ভুলিল, নী
[৬] মাঠনি, তরু
[৭] বেদ, ঐ
[৮] বোলে, ঐ
[৯] যাহার, ঐ

টীকা

পঙ্-৩। মল্লিকা ইত্যাদি—তু-"রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ" (ভা, ১০।২৯।১), অর্থাৎ শরৎকালীন উৎফুল্ল মল্লিকায় সুশোভিত রজনী, ইত্যাদি।

৫-৬ তু°—"বনং কুসুমিতং রাকেশকর-রঞ্জিতং তরু-পল্লবশোভিতং" (ভা, ১০।২৯।২০)।

৯-১৬। বিলাস-কুঞ্জের এইরূপ বর্ণনা ভাগবতে নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতে রহিয়াছে, যথা গোবিন্দলীলামৃতে "নীলরক্তমণিবদ্ধকুট্টিমাঃ কেচিদিন্দুমণিজালবালকাঃ। নীলরক্তমণিজালবালকাঃ কেঽপি চন্দ্রমণিবদ্ধকুট্টিমাঃ॥" (ঐ, ১২শ সর্গ)।

ফটিকের তরু—তু°—"বৈদূর্য্যাভাঃ স্ফটিকমণিজৈঃ স্ফাটিকাঃ পদ্মরাগৈঃ।" (ঐ)

অর্থাৎ স্ফটিকবর্ণ বৃক্ষ পদ্মরাগমণি কুট্টিমবদ্ধ, ইত্যাদি।

শত শত কুঞ্জকুটীর—"সেই অষ্ট কুঞ্জের বহির্ভাগে ক্রমশঃ দ্বিগুণ সংখ্যক অর্থাৎ ষোড়শ, ও তাহার বহির্ভাগে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ দ্বাত্রিংশ, তদ্বহির্ভাগে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ চতুঃষষ্টি, তাহার বহির্ভাগে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ একশত অষ্টসংখ্যক কুঞ্জ বিদ্যমান রহিয়াছে।" (গোবিন্দলীলামৃত, ঐ)।

২২-২২। মাণিকের মণ্ডপ ঘর—তু°—"বিস্তীর্ণা রত্ন-চিত্রান্তা তদন্তঃকনকস্থলী।" অর্থাৎ সেই কনকস্থলীর মধ্যভাগে বিচিত্র মণিনির্ম্মিত মন্দির (ঐ)।

---

[৫৪]

কামোদ

রমণী-মোহন বিলসিতে মন
হইল মরমে পুনি।
গিয়া বৃন্দাবনে বসিলা যতনে
রমিতে বরজ-ধনী॥
মধুর মুরলী পূরে বনমালী
রাধা রাধা বলি[১] গান।
একাকী গভীর বনের ভিতর
বাজায় কতেক তান॥
অমিয়া-নিছন[২] বাজিছে সঘন
মধুর মুরলী-গীত।
অবিচল কুল— রমণী সকল
শুনিয়া হরল চিত॥
শ্রবণে যাইয়া রহল পশিয়া
বেকতে বাজিছে বাঁশী।
'আইস, আইস', বলি ডাকয়ে মুরলী
যেন ভেল সুখরাশি॥
আনন্দ-অবশ পুলক-মানস
সুকুমারী ধনী রাধে।
গৃহকর্ম্ম যত হৈল বিসরিত
সকল করিল বাধে॥
রাইয়ের অগ্রেতে যতেক রমণী
কহয়ে মধুর বাণী।
"ঐ[৩] ঐ[৩] শুন, কিবা বাজে তান
কেমন করিছে[৪] প্রাণী॥
সহিতে না পারি মুরলীর ধ্বনি
পশিল হিয়ার মাঝে।"
বরজ-তরণী হইল বাউরী
হরিল কুলের লাজে॥

কেহ[৫] পতিসনে আছিল শয়নে
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহ বা আছিল সখীর সহিত
কহিতে রভস-রঙ্গ॥
কেহ বা আছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
চুলাতে রাখি বেশালি।
ত্যজি আবর্ত্তন হই আনমন[৬]
ঐছন[৭] সে গেল চলি॥
কেহ শিশু লয়ে[৮] কোলেতে করিয়ে[৯]
দুগ্ধ করায়[১০] পান।
শিশু ফেলি ভূমে চলি গেল ভ্রমে
শুনি মুরলীর গান॥
কেহ বা আছিল শয়ন করিয়া
নয়নে আছিল নিঁদ[১১]।
যেন[১২]কেহ আসি চোরাই লইল
মানসে কাঁটিয়া সিঁদ[১৩]॥
কেহ বা আছিল রন্ধন করিতে
তেমতি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণমুখী হৈয়া মুরলী শুনিয়া
সব বিসরিত ভেল॥
সকল রমণী ধাইল অমনি
কেহ কাহা[১৪] নাহি মানে।
যমুনার কুলে কদম্বের মূলে
মিলল শ্যামের সনে॥
ব্রজনারীগণে[১৫] দেখিয়া তখনে[১৬]
হাসিয়া নাগর রায়।
রাস-বিলসন করিল[১৭] রচন
দ্বিজ চণ্ডীদাসে[১৮] গায়॥ [১০৮২]

নী-৩৯৩ ; তরু-১২৯২

১ করি, তরু। ২ নিছনি, নী।
৩-৩ ওই ওই, তরু। ৪ করয়ে, ঐ।
৫ কেহো, ঐ ; পরেও।
৬ আগুয়ান, নী।
৭ ঐছনে, তরু। ৮ লৈয়া, ঐ।
৯ করিয়া, ঐ। ১০ করায়ে, ঐ।
১১ নিন্দ, ঐ।
১২-২ যেমন চোরাই হরণ করিল, নী।
১৩ সিন্ধ, তরু। ১৪ কাহো, ঐ।
১৫ গণে, ঐ। ১৬ তখনে, ঐ।
১৭ করল, ঐ। ১৮ চণ্ডীদাস, নী।

দ্রষ্টব্য :—এই পদেরই শেষের অংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে ১০৮২ সংখ্যায় চিহ্নিত রহিয়াছে। নিম্নে ঐ পদটি উদ্ধৃত হইল।

টীকা

পঙ্-২। পুনি—পুনরায়; বোধ হয় এখানে রাস দ্বিতীয়বার বর্ণিত হইতেছে বলিয়া কবি এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

৪। রমিতে—তু°—"রন্তুং মনশ্চক্রে" (ভা ১০।২৯।১)।

৫। এখানে মুরলী দূতীর কার্য্য করিতেছে (৫৪৯ সং পদ দ্রষ্টব্য)।

২১-১৪। ভাগবতে আছে যে, গোপীগণ কেহ কাহাকে কিছু না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছিলেন (ঐ, ১০।২৯।৪)।

২৯-৪৮। ভাগবতে আছে—"কোন গোপী দোহন করাইতে ছিলেন, তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, কেহ দুগ্ধ আবর্ত্তন করিতেছিলেন, তাহা চুল্লীর উপর রাখিয়াই চলিলেন, কেহ রন্ধন করিতেছিলেন, তিনি পক্ব অন্ন না নামাইয়াই চলিলেন" ইত্যাদি (ঐ, ১০।২৯'৫)।

৪৯-৫৬। এই ৮ পঙ্ক্তি পরবর্তী যোজনা (নিম্নোদ্ধৃত পদের টীকা দ্রষ্টব্য)।

[৫৪১ ক]

সুই সিন্ধুড়া

.........ছিল সখীর সহিত
করিতে রসের রঙ্গ ॥
কেহো বা আছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
চুলাতে......... ।
তেজি আবর্ত্তন হইয়া বিমন
ঐছন গেল সে চলি ॥
কেহো বা আছিল শিশু কোলে করি
[মুখে] দিয়া তার স্তন ।
শিশু ফেলি ভূমে চলি গেলা ভ্রমে
বৃন্দাবন পানে মন ॥
কেহো বা আছিল রন্ধন করিতে
অমতি চলিয়া গেল ।
কৃষ্ণমুখী হয়া মুরুলী শুনিয়া
সব বিসরিত ভেল ॥
কেহো বা আছিল শয়ন করিয়া
নয়নে আছিল নিন্দ ।
যেন কেহু আসি চোরাই লইল
মানসে কাটিয়া সিন্ধ ॥
চমকিত হয়া উঠিল জাগিয়া
বসন খসিয়া পড়ে ।
চণ্ডীদাস কহে— ডাকাতিয়া বাঁশী
পাইয়া তাহার চাড়ে ॥ ১০৮২ ॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদের শেষ চারি পঙ্‌ক্তির স্থলে পদকল্পতরুতে এবং নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতাসহ (পূর্ব্ববর্ত্তী পদ দ্রষ্টব্য) আট পঙ্‌ক্তি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ইহা যে পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। ঐ ৮ পঙ্‌ক্তিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, "যমুনার কুলে কদম্বের মুলে" যাইয়া "সকল রমণী" শ্যামের সহিত মিলিত হইয়াছেন। যদি এই পদেই এইরূপ মিলনের বিষয় বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরবর্ত্তী পদে (৫৪২ সং পদ) গোপীগণের সাজসজ্জা করিবার বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে কেন ? ঐ বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, তখন তাঁহারা গৃহেই অবস্থিত ছিলেন, পরে ঐরূপ সাজসজ্জা করিয়া আসিয়া শ্যামের সহিত মিলিত হইয়াছেন (৫৪৬ সং পদ দ্রষ্টব্য)। অতএব চণ্ডীদাস এই পদেই মিলন বর্ণনা করিতে পারেন না, তাই তিনি শেষ চারি পঙ্‌ক্তিতে মিলনের কথা না বলিয়াই পদটি শেষ করিয়াছেন। কিন্তু যিনি তরুতে উদ্ধৃত পদটির শেষ ৮ পঙ্‌ক্তি রচনা করিয়াছেন, তিনি এতটা চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। অতএব ৫৪১ সংখ্যক পদের দ্বিজ ভণিতা যে পরবর্ত্তী যোজনা, তাহাও ধরা পড়িতেছে।

---

[৫৪২]

রাগ মঙ্গল

কোন সখী করে বেশের বন্ধনে
পদ আভরণ করে ।
করের কঙ্কণ নূপুর বলিয়া
আপন চরণে পরে ॥

কেহ পরে এক নয়ানে অঞ্জন
কুণ্ডল পরল এক ।
ভালের সিন্দুর চিবুকে পড়ল
দেখ হয় পরতেক ॥

গলে গজমতি হার মনোহর
পরিছে নিতম্ব মাঝে ।
বাহু আভরণ যে ছিল ভূষণ
তাহাই করেতে সাজে ॥

আপন বেশ পরিপাটি
করিয়া সকল জনে।
হরষ হইয়া রাধারে লইয়া
চলি যায় নিধুবনে ॥
সুস্বর শুনিয়া মুরুলির রব
অনুসর চলি যায়।
আস্য আস্য বলি সঙ্কেত বলিয়া
শ্রবণে শুনিতে পায় ॥
প্রেমভরে যত আহির রমণী
গলিছে নয়নধারা।
অঙ্গ প্রফুল্লিত গদগদ স্বরে
পাইয়া প্রেমরস-সারা ॥
"যা করে তা করু গৃহে গুরুজনা
নাহিক তাহার ভয়।
পরিবাদ-মালা গলায় পরেছি"—
রসময়ী ইহা কয় ॥
নিজ পতি তেজি চলি[ল] গোপিনী
নাহিক কিসের ভয়।
কৃষ্ণমুখী হয়া বৃন্দাবন-পুরে
চলি যায় অতিশয় ॥
রাই-মাঝে করি যায় যত গোপী
গাইছে কানুর গুণে।
বনে নানা জন্তু বৈসে ভয়ঙ্কর
কিছুই নাহিক মনে ॥
ঐছন চলল বরজ-রমণী
বৃন্দাবন পানে দিয়া।
চণ্ডীদাস কহে— উর্দ্ধমুখী সবে
যাইছে হরষ হয়া ॥ ১০৮৩

পঙ্‌—১-১২। ভাগবতে আছে—"কোন গোপী অঙ্গ-রাগ লেপন করিতেছিলেন, কেহ অঙ্গোদ্বর্ত্তনাদি কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন, কেহ লোচনে অঞ্জন দিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই গীত শুনিয়া সেই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, ব্যস্ততাহেতু তাঁহাদিগের বসন ও ভূষণ উর্দ্ধে এবং নীচে ধারণ-দ্বারা স্থানতঃ এবং স্বরূপতঃ বিপর্য্যস্ত প্রাপ্ত হইল" (ঐ, ১০।২৯।৬)

তু°—"করে তুলি পরে কেহ পদ-আভরণ।
কেহ পরে আধ নয়নে অঞ্জন ॥ (গোবিন্দদাস)

২৫-২৬। তু°—

"কি করিতে পারে, গুরু দুরুজন, হয় হউ অপযশ।
চল চল যাব, শ্যাম দরশনে, ইথে কি আনের বশ ॥"
(৬৩৪ সং পদ দ্রষ্টব্য)।

---

[৫৪৩]

সুই সিন্ধুড়া।

প্রবেশিল যত আহীর-রমণী
গভীর বনের মাঝে।
নিধুবনে বসি নাগর হরষি
নটবর বেশে সাজে ॥
চম্পকলতা তাহে আগে হয়া কহে
নাগর কাছেতে গিয়া।
কহেন সকল রাধার গমন
হরষিত কিছু হয়া ॥
কত দূরে রাই গমন মাধুরি
শুনি নাগর শুনি। ১০৮৪ ॥

* * * * * *

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরে ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথির ৬৯০ সংখ্যক পত্র পাওয়া যাইতেছে, তাহার প্রথম পদটি ১৮৬১ সংখ্যায় চিহ্নিত রহিয়াছে। অতএব মধ্যবর্ত্তী ১৮৬০—১০৮৪=৭৭৬টি পদ পাওয়া যাইতেছে না।

নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে রাসের ৫২৫—৩৯১ = ১৩৪টি পদ মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, (প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য) রাসলীলার দুইটি পালার পদ ইহাতে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। প্রবেশিকায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পালাটি প্রধানতঃ রাধার মান-বিষয়ক। তদনুসারে নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাস হইতে রাধার মান-বিষয়ক পালাটি বাছিয়া ইহার পরেই সন্নিবিষ্ট হইল। পরবর্ত্তী পদটির পূর্ব্বে "এই রজনীতে তোমরা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কেন বনে আসিয়াছ" শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ কোন উক্তি ছিল (পরবর্ত্তী ৬৪৫ সং পদ দ্রষ্টব্য)। পরবর্ত্তী ৫৪৬ সংখ্যক পদে এই মানের কারণ বিবৃত হইয়াছে, যথা—"তোমার বচন, কহিলে যখন, কেন বা আইলে বনে। সেই সে কারণে, অতি অভিমানে" ইত্যাদি। অতএব পরবর্ত্তী পদটির পূর্ব্বে ঐরূপ পদ ছিল, ইহা স্পষ্টই ধারণা করা যায়।

---

[৫৪৪]

রাগ—কানড়া

এ কথা শুনিয়া রাধা বিনোদিনী
বড়ই আকুল হৈয়া।
যা লাগি এতেক হল পরমাদ
রহল বিয়োগ পেয়া ॥
উপজল মান যেন বিষতুল
সে নব কিশোরী রাধা।
বিমুখ বিয়োগী হইলা কিশোরী
কম্পিত এ তনু আধা ॥
নয়ন কমল যেন রাতাপল
তেজিয়া আনের কাছ।
বৈঠল কিশোরী আপনা পাসরি
মাধবী-লতার [১] গাছ ॥
মাধবী-তলাতে [২] বসি এক ভিতে
অতি সে বিরস ভাবে।
শ্রীমুখ বিধুটি বড়ই মলিন [৩]
কিছু না বচন লবে ॥
বাম সে চরণে অঙ্গুলী সঘনে
ধরণী স্বভাবে খুঁটে।
নিশ্বাস হুতাশে তাহার বাতাসে
নাসা আভরণ ছুটে ॥
ঐছন মনের উঠিল আগুনি
সে ধনী কিশোরী রাই।
কাছে একজন ছিল গোপনারী [৪]
তাহারে উঠাল তাই ॥
"তুমি হেথা কেন কোন অভিমান
তুমি যাহ শ্যাম-পাশে।"
অতি সে বিমুখী রাধা চন্দ্রমুখী
কহেন এ চণ্ডীদাসে ॥

পাঠান্তর :—

১ মাধবীতলার, নী।
২ মাধুতলাতে, বি; মাধবীলতাতে, সা।
৩ ধরল ধুসর, বি। ৪ গোপীগণ, সা, বি।

টীকা

পঙ্—১৭-২০। ভাগবতে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া গোপীগণ চরণ-দ্বারা ভূমি বিলিখিত করিয়াছিলেন, এবং দুঃখের নিশ্বাসে তাঁহাদের অধর শুষ্ক হইয়াছিল (ঐ, ১০।২৯।২৬)। এখানে নানা-আভরণ খসিয়া পড়িবার কথা রহিয়াছে।

দ্রষ্টব্য :—শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া যে গোপীগণ বিষাদিত হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা ভাগবতের দশম স্কন্ধের

২৯শ অধ্যায়ে রহিয়াছে। আবার রাসের সময়ে যে রাধা মান করিয়া কুঞ্জে গিয়া বসিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ তাঁহার মান ভঞ্জন করিতে ঐ কুঞ্জে গমন করিয়াছিলেন, ইহাও বেণীসংহার নাটকের বন্দনা-শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে (প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য)। চণ্ডীদাস এই সকল প্রাচীন আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া রাধার মান-লীলা বর্ণনা করিয়া থাকিবেন।

পরস্পর অনুরক্ত নায়কনায়িকার মধ্যে একের ব্যবহারে অন্যের মনে ঈর্ষ্যা-বিক্ষোভাদির উদয় হইলে মানের উৎপত্তি হয়। কৃষ্ণের বংশীর আহ্বানে গোপীগণ স্বামিপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, অথচ সেই কৃষ্ণই তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন। ইহাতে প্রণয়ের অভাব অনুমান করিয়া গোপীগণের অভিমানের উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। আলঙ্কারিকগণ বলিয়া থাকেন যে, স্নেহ হইতে প্রণয় উৎপন্ন হইয়া কোন স্থানে মানত্ব প্রাপ্ত হয়, আবার কখনও স্নেহ হইতে মান উৎপন্ন হইয়া প্রণয়ত্ব লাভ করে। অতএব মানে প্রণয়েরই শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হয়। যেখানে প্রণয়, সেই স্থানেই মান, প্রণয় ব্যতীত মানের উৎপত্তি হয় না।

মানে নির্ব্বেদ, শঙ্কা, ক্রোধ, চপলতা, গর্ব্ব, অসূয়া, গ্লানি, চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারিভাব হয়। সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি প্রভৃতি-দ্বারা মানের উপশম হয়। বিবিধ মঙ্গলজনক উপায়-দ্বারাও যে মানের উপশমন দুঃসাধ্য, তাহাকে দুর্জ্জয় মান কহে। চণ্ডীদাস এখানে রাধার দুর্জ্জয় মান, তজ্জনিত রাধার অবস্থা অর্থাৎ সঞ্চারিভাব, এবং কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নানা উপায়ে তাহার উপশমন-চেষ্টা বর্ণনা করিয়াছেন।

মান

[৫৪৫]

রাগ সুই

রাধার চরিত দেখি সেই সখী
চলিলা রাধার কাছে।
সুধামুখী ধনী হয়েছে মানিনী
অতি কোপ মনে আছে॥

কহে [১] এক সখী "শুনহে বচন
যদি বা মানেতে রাধা [১]।
* * * * * *
* * * *॥

তবে কিবা সুখ উঠে কত [২] দুঃখ
সে ধনি তেজিয়া কিবা।
চল মোরা যাব রাধা মানাইব
করিয়া তাহার সেবা॥"

দুই চারি সখী রাই পাশে গিয়া
কহিতে লাগিল তায়।
"কেন অভিমান কিসের কারণ
এ দুখী হয়্যাছ কায়॥

শ্যাম সুনাগরে এ দেহ সঁপেছি
তার কিছু নাহি ভয়।
সে জন-বচনে অভিমান কেন
এ তোর উচিত নয়॥"

"শ্যাম-পরসঙ্গ না কহ আরতি
তোমরা তুরিতে গিয়া।
শ্যাম-সোহাগিনী যতেক গোপিনী
তোমরা সেবহ গিয়া॥

আমি না যাইব শ্যাম-সাধ গেল
কি বাসে রহল তোরা।"
চণ্ডীদাস দেখি মনের বিপথ
ধাইয়া চলিল ত্বরা॥

পাঠান্তর :—

১-১ বাদ, নী। ২ কিবা, সা, বি।

টীকা

পঙ্—১৫-১৮। আমরা যাবতীয় ভয় পরিত্যাগ করিয়া যে শ্যামকে দেহ সমর্পণ করিয়াছি, সেই প্রিয়তমের কথায় অভিমান করা উচিত নয়। তু°—কৃষ্ণকে নিজের উৎকৃষ্ট শরীর দান করিয়াছ, অতএব ঈষৎ অবলোকন-দানে কৃপণতা করিও না। (পদ্যাবলী, ১৯৯ শ্লোঃ)

১৯-২২। ইহা শুনিয়া রাধা বলিলেন—"শ্যামের প্রসঙ্গ এবং তাঁহার অনুরাগ-সম্বন্ধে আর আমার নিকট বলিও না, তোমরা শ্যাম-সোহাগিনী আছ, তোমরা গিয়া শ্যামের সেবা কর, আমি যাইব না।" আরতি—আর্ত্তি, অনুরাগ। তু°—"কো কহ আরতি ওর" (তরু, ৮৯ সং পদ)।

---

[৫৪৬]

রাগ—সুই

গেলা যত সখী বচন না শুনি
যুকতি করিছে কতি।
"রাই মানাইতে না পারিল মোরা
কি কব ইহার গতি॥"
চলে ব্রজনারী যেখানে গোপিনী
কহিতে লাগিল তায়।
"রাই মানাইতে না পারি বেকত
এ কথা কহিবে কায়॥"
হেথা শ্যামরায় রাধা না দেখিয়া
পুছে রসময় কান।
কহে এক সখী— "শুন সুনাগর,
রাধার হয়েছে মান॥
অনেক যতনে বুঝাইল রাধা
কহেন বিষয় আন॥"
"কেন বা মানিনী হয়েছে সে ধনী
কিসের কারণে বল॥"
কহে সুনাগরী "শুন প্রাণ হরি
মানেতে হয়েছে ঢল॥
তোমার বচন কহিলে যখন
কেন বা আইলে বনে।
সেই সে কারণে অতি অভিমানে"
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

টীকা

পঙ্—১৩-১৪। আমরা রাধাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়াছি, কিন্তু সে তাহার কোন উত্তর না দিয়া, অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। তু°—"বিরস বদন, আন ছলা করি, উত্তর না দেই কিছু" (পরবর্ত্তী ৫৫৮ সং পদ)।

১৯-২১। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের "কেন বা আইলে বনে" এই কথা শুনিয়া রাধা অভিমান করিয়াছেন। অতএব এই পালাটি যে শ্রীকৃষ্ণের ঐ উক্তির পরেই রাধার মানের বিষয় লইয়া রচিত হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। গীতগোবিন্দেও রাসকালীন রাধার মানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু জয়দেব লিখিয়াছেন যে, রাসে অন্যান্য গোপীর সঙ্গে কৃষ্ণকে বিহার করিতে দেখিয়া রাধা অভিমান করিয়াছিলেন (ঐ, ৩।৩)।

---

[৫৪৭]

ধানসী রাগ

নিকুঞ্জে বসিয়া নাগর রসিয়া
বড়ই হইলা দুখী।
রাধার পীরিতি মনে হয় তথি
হিয়াতে না হয় সুখী ॥
বাঁশী মুখে দিয়া ব্যথিত হইয়া
পূরত সুস্বর বাণী।
"রাধা রাধা বই আন নাহি কই
তুরিতে গমন ধ্বনি ॥"
এই বাঁশী কয় মধুরস প্রায়
ঘনে ঘনে কহে 'রাই'।
বাঁশীতে সকলি নিশান ব্যাকত
ভাবিয়া[১] অস্থির তাই[১] ॥
শুনি পশু পাখী পুলকিত মানে[২]
বনের হরিণী যত।
বাউল হইয়া মিলাইছে শিলা
শুনি সে মুরলী-গীত ॥
মান ভাঙ্গাইতে পূরিল মুরলী
রাধার না ঘুচে মান।
অতি সে কোপিত না হয় সরল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান ॥

পাঠান্তর :—

[১-১] ভরিয়া অমৃত তাই, সা, বি। [২] মনে, সা, বি।

দ্রষ্টব্য :—মানের উপশমন-সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণিতে লিখিত আছে—"দেশকালবলেনৈব মুরলীশ্রবণেন চ", (ঐ, ৯০৭ পৃঃ) অর্থাৎ দেশকালের বল-দ্বারা তথা মুরলী শ্রবণ-দ্বারাও মান লয় প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন-দ্বারা রাধার মান ভঙ্গের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন, ইহা এই পদে বর্ণিত হইয়াছে। পদ্যাবলীতে আছে—"মাধবীমণ্ডপে সুচতুর মাধব ভ্রমণ করিতে করিতে কর্ণ রসায়ন এবং গোপিকার মানরূপ মৎস্যের বড়িশ-সদৃশ বেণু-দ্বারা গান করিয়াছিলেন" (ঐ, ২৪৭ সং শ্লোক)।

---

[৫৪৮]

রাগ—সুই

রাই রাই নাম আর সব আন
চিবুকে মুরলী দিয়া।
রাধা নাম দুটি আঁখর জপিছে
কোথা সে রসের পিয়া ॥
খেণে রাধা-রূপ ধেয়ান করয়ে
অন্তরে ওরূপ দেখি।
খেণেক নিশ্বাসে অতি সে হুতাসে
রাধা নাম তাহে লিখি ॥
মুদিত নয়ন সদা রাধা নাম
পাইয়া আপন মনে।
তেজল সকল বেশ পরিপাটী
রহই একটি ধ্যানে ॥
করের অঙ্গুলি ধরি কত বেরি
জপয়ে রাধার নাম।
"এই তন্ত্র-মন্ত্র এই সুধারস"
সঘনে কহই শ্যাম ॥
মুগধ মুরারি রসের চাতুরী
আকুল হইয়া চিতে।
রাধা রাধা বিনে আন নাহি মনে
বসিলু কুঞ্জের ভিতে ॥
"কোথা রসময়ী দেহ দরশন
তো বিনে সকলি আন।
তুমি কুঞ্জেশ্বরী তুমি সে মাধুরী
তোর সদা করি গান ॥

তোমার কারণে বাঁশীটি বদনে
শুনি বা কেমন রতি।"

*　*　*　*

এই সে বাঁশীতে সঙ্কেত-নিশান
বাজই রসিক রায়।
তবু না ভাঙ্গল মান অভিমান
চণ্ডীদাস পুন গায়॥

টীকা

পঙ্—১৩-১৪। তু°—"সদা লই নাম, অতি অনুপাম
করে নিশিদিশি জপি॥"
(প্রথম খণ্ড, ৪১৮ সং পদ)
১৫-১৬। তু°—"মহা মন্ত্র করি করে কর ধরি
নিরবধি জপি কোটি॥
(ঐ, ৪২১ সং পদ)

---

[৫৪৯]

রাগ—করুণা

বাঁশী দূতিপনা[১] কতেক প্রকারে
বাজল রসের তান।
তবু না আওল[২] বৃষভানু-সুতা
রহল নিভৃত[৩] মান॥
বিনোদ নাগর হইলা কাতর[৪]
তেজিল সকল সুখ।
রাধা-পথ পানে চাহি ঘনে ঘনে
বাড়ল বিরহ-দুখ॥
খেণে কত বেরি উঠল মুরারি
সঘনে নিশ্বাস নাসা।
আলসে কাতর রসিক নাগর
না কহে[৫] একহি ভাষা॥
না জানি কোথারে পড়ল মাথার
পিঞ্ছ-মুকুট-চূড়া।
কোথা না পড়ল কটির ঘাগর
সে পীত বসন ধড়া॥
কোথা না পড়ল মণিময় হার
বলয়া বাহুর বালা।
কোথা না পড়ল চূড়ার বন্ধন
সে নব গুঞ্জার মালা॥
কোথা না পড়ল মধুর মুরলী
নূপুর পড়ল কতি।
নয়নে বহত বহুতর বারি
চণ্ডীদাস দুখমতি॥

পাঠান্তর :—

১ ঝাটপনা, সা; দুটি°, বি। ২ আইল, সা।
৩ নিভিত, বি। ৪ ফাঁপর, সা।
৫ করে, সা, বি।

পঙ্—১৪। পিঞ্ছ মুকুট—পিঞ্ছ অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছ-নির্ম্মিত মুকুট।

তু°—"বিছুরল পিঞ্ছ মুকুট পরিপাটি" (তরু—৯০ সং পদ)।

১৫-২২। ঠিক এই ভাবের বর্ণনাই পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০২ সং পদে রহিয়াছে।

তু°—"কতি না পড়ল, মধুর মুরলি, পিতধরা আর মাল॥
কতি না পড়ল, বসন ভূষণ, নানা মালতির বেড়া।
ইত্যাদি।

(পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০০ সং পদও দ্রষ্টব্য)।

২৩। তু°—"ঝর ঝর অনুখন এ দুই নয়ান" (তরু, ৮৭ সং পদ)।

দ্রষ্টব্য :—এখানে শ্রীকৃষ্ণের বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

পাঠান্তর :—

[১] মণি, সা, বি। [২] এখনি, সা। [৩] রাধে, সা, বি। [৪-৪] জাতাত রাধে, ঐ; যাতায়ত রাধা, নী। [৫] হরি, সা, বি।

টীকা

পঙ্—২। তু°—"প্রেম-অমিয়া-রসে লুবধ মুরারি" [তরু, ৪৫২ (পাঠা°), ঐ, ভূমিকা, ১৬৪ পৃঃ]।

৩। তু°—"মুরুছিত ধরণি লোটাই" (তরু, ৯১)।

১১। "আকুল অতি উতরোল। 'হা ধিক', 'হা ধিক' বোল॥" (তরু, ৯৬) এইভাবে 'রাধা' 'রাধা' বলিয়া তাঁহার শরীর অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে (যথা—"খিনতনু মদন-হুতাশে", তরু, ঐ)।

১৩। তোমার অনুপস্থিতির জন্য সব (রাসবিহার) পণ্ড হইল।

১৪। বোধ হয় "অব হিয়ে তুষ-দহ দাহ" (তরু, ৪৫৩) এইরূপ কোন অর্থ হইবে।

১৬। তু°—"নিঝরে ঝরয়ে দুটি আঁখি" (তরু, ৯৫)।

---

[৫৫০]

রাগ—সুই

খেণে রাধা-পথ পানে চাই।
মুগধ সে লুবধ মাধাই॥
কুঞ্জে লুঠত মহি[১] ঠাম।
রাধা রাধা নাম করি গান॥
কোথা রাধা সুকুমারী গৌরী।
হেরত নয়ন পসারি॥
পুনঃ মুদত দুই আঁখি।
ধনি মণি কতি নাহি দেখি॥
একলি[২] কুঞ্জ নিকুঞ্জে।
গান করত কত পুঞ্জে॥
"হা রাধা রাধা তনু আধ।
হেরইতে পুন ভেল সাধ॥
তো বিনু সব ভেল বাধা[৩]।
হৃদিপর যা[৪] তাত রাধা[৪]॥"
ঐছন কাতর মুরারি।
গদগদ নয়নক বারি॥
খেণে উঠে খেণে করে গান।
রাইক পথ পানে চান॥
চণ্ডীদাস কহে পুন বেরি।
আসি মিলব পুন গোরী[৫]।

দুর্জ্জয় মান

[৫৫১]

রাগ—শ্রী

এই পরমাদ ব্যথিত হইলা
নাগর রসিক রায়।
রাই ভাবে তনু পূরিত হইয়া
তাম্বুল নাহিক খায়॥

বিসরি [১] সকল পূরব পীরিতি
এবে ভেল অভিমান।
কহে সুনাগর চতুর শেখর—
"দূতী যাহ রাধা ঠাম॥
রাই মানাইয়া আনিবে যতনে
তবে সে জীয়ই কান।
তুরিত [২] গমন করহ এখন
ইহাতে না হয় আন॥
বড় অভিমানী রাই বিনোদিনী
বসিয়া মাধবী-মাঝ।
সঙ্কেতে মুরলী ডাকিল সুস্বরে
অনেক মানের কাজ।
তাহে যে গোপিনী গেছিল সেখানে
না ভাঙ্গে রাধার মান।
সেই গোপরামা পরাভব মানি
আয়ল আমার ঠান॥"
চণ্ডীদাস কহে— "শুন রসময়
রাধার বড়ই মান।
আন আনিবারে কেহ সে নারিব
পয়ান [৩] করহ কান॥"

পাঠান্তর :—

[১] বিসর, সা। [২] ত্বরিত, ঐ। [৩] শয়ান, ঐ।

দ্রষ্টব্য :—সাম, দান, ভেদাদি-দ্বারা যে মানের উপশম হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ভেদ-সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণিতে লিখিত হইয়াছে—"ভঙ্গী-দ্বারা আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করণ এবং সখী-কর্তৃক উপালম্ভ প্রয়োগ, এই দুই প্রকারে ভেদ দ্বিবিধ" (ঐ, মানপ্রকরণ দ্রষ্টব্য)। বংশীর দৌত্য ব্যর্থ হইল দেখিয়া কৃষ্ণ এখন সখী-দ্বারা উপালম্ভ প্রয়োগ করিতেছেন।

অথ শ্রীমতীর নিকট দূতীর গমন

[৫৫২]

রাগ—কামোদ

এ কথা শুনিয়া শ্যাম-মুখ চেয়্যা
দূতী এক কহে বাণী।
"রাই মানাইয়া এখনি আনিব
শুন হে নাগরমণি॥"

কহিছে নাগর চতুর শেখর—
"এখনি চলিয়া যাহ [১]।"
চলি এক মন দূতীর গমন
যেখানে আছয়ে সেহ [২]॥

সেইখানে গিয়া দিল দরশন
কহিতে লাগল তাই।
* * * * * *
* * * ॥

দূর হতে দেখি দূতীর গমন
করিল শ্রীমুখ বঙ্ক।
হেনকালে দূতী দাঁড়াই [৩] সম্মুখে
কহেন রসের রঙ্গ॥

দূতী বলে—"ভাল তোমার চরিত
বুঝিতে নারিল এ।
সে হেন নাগরে পরিহর [৪] ধনি,
যাহারে [৫] সঁপিল দে॥

যার লাগি তুমি পথের মাঝারে
সঘনে সঘনে চাও।
সে হেন বঁধুরে তেজি বহুদূরে
কত মেনে সুখ পাও॥

যাহার কারণে বেণীর বন্ধানে
দিনে কত বার কর।
কালিয়ার সাধে কাল জাদ খানি
ভাবে বেণী-পর ধর ॥”
চণ্ডীদাস কহে— শুন সুধামুখি,
কুঞ্জেতে আকুল কান।
তুরিত গমন বিলম্ব না কর
তেজহ [৬] দারুণ মান ॥

পাঠান্তর :—

[১] যাও, সা, বি। [২] রাই, ঐ।
[৩] দাণ্ডাই, বি। [৪] পরিহরি, সা।
[৫] তাহারে, ঐ। [৬] তেজল, ঐ।

টীকা

পঙ্—২৫-২৬। তু°—“বেণী করি পরি, নীল জাদ-খানি, কুন্তলে বাঁধিয়া রাখি।”

(প্রথম খণ্ড, ২৩৭ সং পদ)

দ্রষ্টব্য :—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধার যে গভীর ভালবাসা রহিয়াছে, তাহারই উল্লেখ করিয়া দূতী প্রথমে রাধার মান ভঞ্জনের চেষ্টা করিতেছেন।

---

[৫৫৩]

রাগ—গরা

“সে হেন রসিক [১] ফেলে [২] রবি তথা
মলিন শ্রীমুখ চাঁদ।
যেন সেই বিধু তাহে নাহি মধু
কেবল বিষের ফাঁদ ॥
বিষের কাছেতে অমিয়া ঢলকে
কেবল গরল সারা।
যে দেখি তোমার [৩] চরিত আবার [৩]
বিষম বিপাক ধারা ॥
হেন লয় মন শুনহ বচন,
এই সে বাসিএ ভাল।
সে হেন নাগর তোমার হুতাশে [৪]
বিরহে হয়্যাছে ঢল ॥
শীতল পঙ্কজ দল বিছাইয়া
শয়ন করিতে চায়।
বিরহ হুতাশে সেই দল জল
খেণে শুকাইছে গায় ॥
সে চুয়া-চন্দন মৃগমদ আদি
লেপন করিতে অঙ্গে।
তাহা খেণে খেণে গরল সমান
শুকাইল দেখ রঙ্গে ॥
কমল নয়ান মলিন বয়ান
সঘনে তোঁহারি ধ্যান।
রাধা রাধা বই আন নাহি কই
কিছুই নাহিক জ্ঞান ॥
তেজল অঙ্গের [৫] নানা আভরণ
ও নব মুকুট চূড়া।
অতি প্রিয় বাঁশী তাহা পড়ে কতি
আর সে পীতের ধড়া ॥
শুনহ সুন্দরী করহ গমন
বিলম্ব না কর রাধা।”
চণ্ডীদাস বলে— “তুমি নাহি গেলে
সকলি হইল বাধা ॥”

পাঠান্তর :—

[১] বেশের, সা, বি। [২] কেনে, ঐ।
[৩-৩] আমি তোমার চরিত, সা, বি।
[৪] হাবাশে, ঐ। [৫] নাসার, ঐ।

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এখানে রাধাপক্ষে মানের এবং কৃষ্ণপক্ষে বিরহের সঞ্চারী ভাব বিষাদাদি বর্ণিত হইতেছে।

পঙ্—১-২। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় রসিককে সেখানে ফেলিয়া তুমি এখানে বসিয়া রহিবে নাকি? বিষাদে তোমার মুখচন্দ্র যে মলিন হইয়া গিয়াছে!

তু°—"সেহেন নাগররাজে।
অভিমান কভু সাজে॥" ৫৫৪ সং পদ।

১৩-২০। তু°—"কে বোলে চন্দন চাঁদ অতি সুশীতল।
আন্ধার মনত ভাএ যেহেন গরল॥
নব কিশলয় ভৈল দহন সমান।"
কৃঃ কীঃ, ২৯৭ পৃঃ।

এবং "কিয়ে কিশলয় কিয়ে মলয় সমীরণ
জ্বলতহি চন্দন-পঙ্ক।"
(তরু, ২১৯)।

দ্রষ্টব্য :—শ্রীকৃষ্ণও যে রাধার বিরহে ব্যাকুল হইয়াছেন, এখানে দূতী তাহারই উল্লেখ করিয়া রাধার মনের প্রসন্নতা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

---

[৫৫৪]

রাগ—মালব

কি আর দেখহ রাই।
কানু তুয়া গুণ গাই॥
পড়িয়া নিকুঞ্জ-ঠাম।
কেবল তোমার নাম॥
তুয়া পথ কত বেঁড়ি।
হেম রতন হার তোরি॥
ডারল আভরণ ভার।
তাম্বুল দূরে করি ডার॥
হেম নূপুর করি দূর।
না কহি বরণ পূর॥ (?)
সে হেন নাগর রাজে।
অতি মান কভু সাজে॥
চণ্ডীদাস কহে ভালি।
তোঁহার ধেয়ান বনমালী॥

পঙ্—২। তুয়া—তোমার।
৩। ঠাম—স্থান, ধাম।
৭। ডারল—পরিত্যাগ করিল।

---

[৫৫৫]

রাগ—কামদ

"কি আর বিলম্বে কাজ।
তুরিতে গমন করহ[১] যতন
ভেটহ নাগররাজ॥
কিসের কারণে মানিনী হয়াছ
শুনহ কিশোরী গৌরী।
সে শ্যাম নাগর তারে পরিহরি
এ তোর মহিমা বড়ি॥
দেখিল যেমন শুনহ কারণ
নিদান দেখিল শ্যামে।
তোমার বেণীর পদ্ম পড়িছিল[২]
তাহাই ধরিয়া বামে॥
সেই পদ্ম ধরি নিজ করে করি
তা হাতে লইয়ে কান্দে।
এমনি দেখিল দেখাইব চল
বড়ই নিদান ছান্দে॥

তোমার ধেয়ানে যেন যোগীজনে
যেনমত ³ দেখিয়াছি।
তাহার কারণে আমি সে আসিয়ে
তোমা নিতে আসিয়াছি ॥
বাম করে ধরি করের অঙ্গুলী
জপই তোমার নাম।
মান তেয়াগিয়া তুরিতে যাইয়া
ভেটহ নাগর শ্যাম ॥”
চণ্ডীদাস বলে— “শুন শুন রাধে
বিলম্ব কেন বা কর।
শ্যাম-সম্ভাষণে কানুর মালাটী
যতন করিয়া পর ॥”

পাঠান্তর :—

¹ করহে, সা। ² পড়েছিল, ঐ।
³ জেমত, ঐ।

পঙ্—১৬-১৭। তু°—
“তোমার লাগিয়া, যেমন যোগিনী, ভজয়ে পরম পদ”
(পরবর্ত্তী, ৫৬০ সং পদ)।

২০-২১। ৫৪৮ সং পদ এবং টীকা দ্রষ্টব্য।

---

[৫৫৬]

রাগ—কানড়া

“এই দেখ ধনি চান্দ মুখ তুলি
কানুর সন্দেশ লহ।
তোমার লাগিয়া রজনী জাগিয়া
নিদান হইল সেহ ॥
এই লহ রাধা শ্যামের কুসুম
অতুল তাম্বুল-হার।
গলায় পরিলে মান দূরে যাবে
মুখ তোল একবার ॥
যে হরি তিলেক দেখিতে না পায়া,
হৃদয় ফাটিয়া মর।
সে জন কুঞ্জেতে একাকী বসিয়া
এখন এমত কর ॥
তুমি সুনাগরী প্রেমের আগরী
সে রস ছাড়িয়ে কেনে।
এত অভিমান কিসের কারণ
তিলেক না কর মনে ॥
মুখ তুলি চাহ নিদারুণ নহ
শুন বিনোদিনী রাধা।
সে হেন নাগরে পরিহর কেনে
সে রসে করহ বাধা ॥
অতি নিদারুণ দেখি নিকরুণ
না দেখি না শুনি কভু।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
তোমার বিরহে প্রভু ॥
পুরুষ-ভূষণ কমল-নয়ন
তুরিতে ভেটহ কানে।”
রাধারে বিনয় বচন কহিল
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥ ৪৪ ॥

দ্রষ্টব্য :—নায়কের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া মানভঞ্জনের রীতির উল্লেখ রসশাস্ত্রে রহিয়াছে (৫৫১ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য)। কৃষ্ণ যে পুরুষশ্রেষ্ঠ তাহার উল্লেখ করিয়া এখানে দূতী কৃষ্ণের প্রতি রাধার মন আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন। দানেও মান লয় প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণ-প্রেরিত উপহার প্রদান করিয়াও রাধার মন প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

---

[৫৫৭]

রাগ—কানড়া

"রাই, তুরিতে শ্যামেরে দেখ গিয়া।
যেন মরকত মণি ধূলায় লোটায়া॥
কোথা না পড়িল চূড়া মালতীর মালা।
কোথা না পড়িল সেই নূপুর[১] বলয়া[১]॥
কোথা না পড়িল পীত[২] ধড়ার অঞ্চল।
কোথা না পড়িল নব মুঞ্জরীর দল॥
নিকুঞ্জে পড়িয়া অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
রাধা রাধা বলি কান্দে উচ্চস্বর॥
মধুর মুরলী যার অতি প্রিয় সুধা।
সে কোথা পড়ল[৩] তার নাহিক[৪] সম্বাদা॥
অচেতন মুদিত নয়ন কলেবর।
রাধা বিনু বিকল হইলা বংশীধর॥
তোমার কারণে ধনি, তেজি সুখোল্লাস।
খেণে খেণে উঠে যেন বিরহ হুতাশ॥
মুখ তুলি কহ কথা শুন প্রেমমই।"
চণ্ডীদাস ব্যথিত শুনিয়া ইহা হই॥

পাঠান্তর :—

১-১ বরিহার জালা, সা, বি। ২ প্রিয়, সা, বি।
৩ বাড়িল, ঐ। ৪ সম্বোধা, সা।

দ্রষ্টব্য :—এখানে কৃষ্ণের বিরহাবস্থা আরও স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

[৫৫৮]

শ্রীরাগ

দূতীর বচন শুনি সুধামুখী
বয়ানে নাহিক বাণী।
হেঁট মাথে রহে ও চাঁদ বয়ান
তাহাতে অধিক মানী॥
একে ছিল মান তাহাতে বাঢ়ল
শতগুণ করি উঠে।
বিরহ-আগুণ নহে নিবারণ
সে যেন সঘনে ছুটে॥
বিরহ-আগুন নহে নিবারণ
নাহিক বচন ভাষা।
মনে অভিমানী রাই বিনোদিনী
সঘনে নিশ্বাস নাসা॥
বিরস বদন আন ছলা করি
উত্তর না দেই কিছু।
মাধবী-তলাতে বসি ধনি রাধে
নখেতে ধরণী সিছু॥
বঙ্কিম কটাক্ষে চাহে দূতী পানে
খেণেকে মুদিত আঁখি।
তা দেখি ব্যথিত মনে গুণি আর
চণ্ডীদাস তাহে সাখী॥ ৯৬॥

দ্রষ্টব্য :— কিন্তু সামদানাদি প্রয়োগেও রাধার মান সরলতা প্রাপ্ত হইল না। নির্ব্বেদ, ক্রোধ, গ্লানি, চিন্তা প্রভৃতি মানের সঞ্চারী ভাবগুলি এই একটি পদে বর্ণিত হইয়াছে।

১৩-১৪। সামাদি উপায় সকল শেষ হইলে তুষ্ণীম্ভূত হইয়া থাকাকেও কোন কোন পণ্ডিত অবজ্ঞা কহেন (উজ্জ্বলনীলমণি, মানপ্রকরণ)।

[৫৫৯]

রাগ—মালব

তবে কহে রাই দূতীর গোচরে—
"কেন বা আইলে ইথে।
কিসের কারণে তোমার গমন
কহ কহ শুনি তাথে॥"
কহে সেই সখী— "শুন চন্দ্রমুখি,
তোমারে আইল নিতে।
নিকুঞ্জে একলা বসিয়া নাগর
চাহিয়া তোমার পথে॥
কেন বা তা সনে মান অভিমান
যারে না দেখিলে মর।
সে হেন পীরিতি তেজিয়া আরতি
তাহারে গুমান কর॥
সে নব নাগর তেজিয়া বৈভব
তোমার ধেয়ান রাধা।
তুয়া গুণগান জপিতে জপিতে
সে শ্যাম হইল আধা॥
তুমি বিদগধ তুমি বৈদগধি
গুণের নাহিক সীমা।
চতুর নাগরী গুণের আগরী
মান পথে দেহ ক্ষেমা॥
জগজনে কয় রাধা ধীরময়
সকল গোচর আছে।
সে [১] বুঝে যে বুঝে [১] কহি তার মাঝে
কহিয়ে তোঁহার [২] কাছে।
তুমি শ্রেয়সমা তুমি কুলরামা
তুমি সে রসের নদী।
যার সব গুণ নিগূঢ় মরম
পঞ্চতত্ত্ব যার সিদ্ধি॥
আট গুণ গুণ তার পঁহু গুণ
এ নব যাহার গতি।"
চণ্ডীদাস কহে— রসতত্ত্ব লাগি
কুঞ্জেতে যাহার স্থিতি॥ ৩৭॥

পাঠান্তর :—

১-১ সমুঝে সমুঝে, নী। ২ তুয়ার, নী।

দ্রষ্টব্য :—এই পদে এবং পরবর্ত্তী পদত্রয়ে রাধার প্রশ্নের উত্তরে দূতী পুনরায় রাধাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

টীকা

পঙ্‌—১১। আরতি—আর্ত্তি, অনুরাগ।
১২। গুমান—অভিমান।
১৯। আগরী—অগ্রগণ্যা। তু°—
"মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী"
(উজ্জ্বলনী°, ১০০ পৃঃ)।

রাধার প্রধান পঁচিশটি গুণের উল্লেখ উজ্জ্বলনীলমণিতে দৃষ্ট হয় (ঐ, ১০৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

২১। ধীরময়—উক্ত ২৫ প্রকার গুণের মধ্যে রাধার অতিশয় ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যশালিনত্বের উল্লেখ রহিয়াছে।

২৫। শ্রেয়সমা—কল্যাণময়ী। কুলরামা—প্রিয়তমের প্রতি ঐকান্তিক প্রেমবতী।

২৮। পঞ্চতত্ত্ব—বৈষ্ণবমতে গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, দেবতত্ত্ব এবং ধ্যানতত্ত্ব। এখানে বোধ হয় কৃষ্ণতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্বাদি বুঝাইতেছে, যথা—

কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার।
চৈঃ চঃ, মধ্যের অষ্টমে

---

[৫৬০]

রাগ—গরা

"শুনহ সুন্দরী রাধা।
যে জন পরশে লাখ সুধানিধি
সে জনে কেন বা বাধা॥
তোমার লাগিয়া যেমন যোগিনী
ভজয়ে পরম পদ।
তেমত [১] যে শ্যাম তোমাতে ধেয়ান [১]
তারে কেন কর বধ[২]॥
রস রস পর আর রস পর
পাঁচ রস আট মিট।
বেদ গুণ গুণ গুণ রস পর
সায়র অমিয়া বিঠ॥
সে [৩] জন রসের সমুদ্র থাকিতে
পিয়াসে মরয়ে কেনে।
তুমি চাঁদ হয়া চকোর পাখীরে
রসটি না দেহ পানে [৪]॥
তুমি সে প্রেমের গাগরী থাকিতে
আন জন মরে শোষে।
এ কোন চরিত আচার বিচার
সেই সে আছয়ে আশে॥
চল চল রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী
নিকুঞ্জ-মন্দিরে চল।"
চণ্ডীদাস বলে— তুরিতে ভেটহ
সে শ্যাম ভাবেতে ঢল [৫]॥

পাঠান্তর :—

[১-১] তেন মত শ্যাম তোমার, নী।
[২] রদ, সা, বি। [৩] জে, সা, বি।
[৪] কেন, নী। [৫] চল, সা, বি।

টীকা

পঙ্‌—২-৩। তু°—"জেন কোটি চান্দ, উদয় করিল, রসের পশরা হাটে" (প্রথম খণ্ড, ১৬ সং পদ, এবং তাহার টীকা দ্রষ্টব্য)। কৃষ্ণের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া রাধার মন আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

৪-৭। তু°— তোমার ধেয়ানে যেন গোপীজনে, যেনমত দেখিয়াছি" (পূর্ব্ববর্ত্তী, ৫৫৫ সং পদ)।

---

[৫৬১]

রাগ—শ্রী

"তুমি বড় নিদয় নিদান।
উহারি কেবল ধেয়ান॥
সে জন ছাড়িয়া এখনে।
একলা বসিয়া কুঞ্জবনে॥
শুনহ সুন্দরি ধনি রাই।
খেণে খেণে বিরহে লোটাই॥
এত কিবা সহই পরাণ।
ঝাট করি দেখ গিয়া কান॥
কাহারে করহ ধনি রোষ।
সকল সে জন দোষ॥
তুমি সে নাগরী রামা।
চিতে দেহ ধনি, ক্ষেমা॥
চলহ নিকুঞ্জ মাঝ।
তেজহ আনহি কাজ॥"
চণ্ডীদাসে ভাল জান।
কহে দূতী কত অনুমান॥

পঙ্‌—১০। এখানে অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা হইতেছে।

---

[৫৬২]

রাগ—সুহা

"কালার জ্বালাটি বড় উপজল
বেশ কথা কিছু কয়া।
তাহে কেন রাধা সেই সুখ বাধা
চলহ বিমুখ চায়া॥
পরশ রতনে তেজহ সঘনে
রস কথা কিছু কয়।
হের দেখা দিয়া লহনা আসিয়া
এতন তাম্বুল লয়॥
মুখ-রস-মধু কত শত বিধু
উলটা কহত বোল।
উত্তর না দেহ পরমাদ এহ
শ্যামে কর গিয়া কোল॥
মুখ তুলি বল মানে আছ ঢল
এ কোন বিচারপনা।
একে নাম ধরি তরুর ছায়াতে
আছে হরি মনমনা॥
আমি আনু[১] নিতে[১] কিবা তোর রীতে
কহ কহ চন্দ্রমুখি।
কিবা কহ শুনি শুন বিনোদিনি
কহত বচন লখি॥
এত পরমাদ মান পরিহর[২]
সুন্দরী শ্যামের প্রিয়া।"
চণ্ডীদাস দেখি বেথিত হইয়া
বিরস পাওল হিয়া॥

পাঠান্তর :—

১-১ আহ্বানিতে, সা, বি।
২ পরিহরি, সর্ব্বত্র।

দ্রষ্টব্য :—এই পদটির নির্ভুল পাঠ উদ্ধৃত হয় নাই। নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে, ১৩০৫ সনের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সংখ্যক পুথিতে প্রায় একই পাঠ পাওয়া যাইতেছে।

পঙ্‌—১-২। "তোমরা কেন বনে আসিয়াছ" এই কথা বলিয়া শ্যাম এখন অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন, এইরূপ অর্থ হইতে পারে।

৮। তু°—"অতুল তাম্বুল-হার" (৫৫৬ সং পদ)। অতএব এতন—"অতুল" কি? পরবর্ত্তী ৫৬৮ সংখ্যক পদে আছে "এতিল তাম্বুল।"

১৫-১৬। তু°—

"বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতমপি ধাম।
লুঠতি ধরনীশয়নে বহু বিলপতি তব নাম॥"
গীতগোবিন্দ, ৫।৫

---

[৫৬৩]

রাগ—শ্রী

কহে ধনি রাধা "কেন তুমি হেথা
কি হেতু ইহার বল।
কেন বা আইলে কিসের কারণে
কে তোমা পাঠাইয়া দিল॥"
তবে কহে দূতী— "শুনহ আরতি
মোরে পাঠাইল শ্যাম।
সে হেন নাগর আমি সে আইল
ভাঙ্গিতে দারুণ[১] মান॥
সে হেন নাগরে পরিহরি ধনি
আছহ মাধবীতলে।
শ্যামের বিধাতা শুনি তার কথা
কহিতে পরাণ ঝুরে॥"

কহে ধনি রাধা— "শুন মোর কথা
জানিল তাহার চিত।
তা সনে কিসের মান অভিমান
জানিল তাহার রীত॥

পরের বেদনা পর কি জানয়ে
পর কি আনের বশ।
পরের পীরিতি আন্ধারে বসতি
কিবা সে জানয়ে রস॥

রসিক হইলে রস কি ছাড়য়ে
মুখর[২] চতুর জনা।
যত বড় তেঁহো রসের রসিক
সে সব গেলই জানা॥"

কহে চণ্ডীদাস— শুন হে সুন্দরী
তুরিতে গমন কর।
শ্যামের সন্দেশ হৃদয়ের মালা
যতন করিয়া পর॥৫১॥

পাঠান্তর :—

১ তোমার, নী।
২ সুদৃঢ়, সা, ধি।

দ্রষ্টব্য :—"মানপ্রাপ্তা নায়িকা তিন প্রকার হয়, যথা—ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা।" তন্মধ্যে—"যে নায়িকা সাপরাধ প্রিয়কে উপহাস সহ বক্রোক্তি প্রয়োগ করে, তাহাকে ধীরা কহা যায়।" (উজ্জ্বলনীলমণি, নায়িকা-ভেদপ্রকরণ)। এই পদে এবং পরবর্ত্তী পদদ্বয়ে রাধার এই সকল অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। রাধার এইরূপ প্রশ্ন পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৫৯ সংখ্যক পদেও পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে তদুত্তরে সখী কর্ত্তৃক সামদানাদির প্রয়োগ করা হইয়াছে। এখানে ইহার পুনরুল্লেখে বুঝা যায় যে, কবি যেন রাধার পরবর্ত্তী অবস্থাদি বর্ণনা করিবার ভূমিকাস্বরূপ ইহার পুনরুক্তি করিয়াছেন।

পঙ্—২৩-২৪। তু°—"কারণ অন্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মৈত্রী কেবল কার্য্যনিমিত্ত হয়, যাবৎ কার্য্য তাবৎ তাহার অনুকরণ, অতএব সেই মৈত্রী বাস্তবিক নহে" (ভা, ১০।৪৭।৫)।

---

[৫৬৪]

রাগ—কামদ

"দূতি, না কহ শ্যামের কথা।
কালা নাম দুটী আখর শুনিতে
হৃদয়ে বাড়য়ে ব্যথা॥
আমি না যাইব সে শ্যাম দেখিতে
পরশ কিসের লাগি।
শ্রবণে শুনিতে শ্যাম-পরসঙ্গ
অন্তরে উঠয়ে আগি॥
কিসের কারণে তা সনে মিলন
চলিয়া তুরিতে যাও।
তাহার মরম জানিল এখন
রহিল মাধবী-ছাও॥
তাহার কারণে সব তেয়াগিনু
কুলে জলাঞ্জলি[১] দিয়া।
তবু না পাইল সে নব নাগর
কেমন রসের পিয়া॥
কুল শীল ছিল সকলি মজিল
নিদানে কলঙ্ক সারা।
সুখের লাগিয়া পীরিতি করল
তাহার এমতি ধারা॥
সুখের আরতি করিল পীরিতি
সুখ গেল অতি দূরে।
সুখের সাগরে করহ পয়ান
মনোরথ পরিপূরে॥

পাড়ার পড়সী করে লোক হাসি
শুনিয়ে এসব কথা।
অন্তর-বেদন বুঝে কোন জন
কে জন বুঝিবে হেথা॥
কানুর পীরিতি দিল সমাধন
না কহ আমার কাছে।
কেবল বিষের রাশির সমান
হেন কেবা আর আছে॥
তুমি যাহ সখি কানুর সমাজে
আমি সে নাহিক যাব।"
চণ্ডীদাস বলে— বড় অভিমান
আমি শ্যামে যেয়ে কব॥

পাঠান্তর :—

১ তিলাঞ্জলি, নী, বি।

পঙ্—৫-৭। তাঁহার সহিত মিলিত হইবার কথা কি বলিতেছ! তাঁহার প্রসঙ্গ শুনিলেও আমার অন্তর জ্বলিয়া উঠে।

২২-২৩। তুমি সেই (কৃষ্ণরূপ) সুখসাগরে গমন করিয়া মনোরথ পূর্ণ কর।

---

[৫৬৫]

রাগ— কানড়া

"বেরি বেরি দূতি বচন সরস
কত সে আর শুনব।
যথা না শুনব শ্যাম নাম সুধা
সেখানে চলিয়া যাব॥
তবে ত দারুণ ব্যথা উপজল
তবে সে ভালই হব।
বেরি বেরি দূতি বচন সরস
এ কথা না শুনি তব॥"
শ্রবণে না শুনি কহে আন বাণী,
কথা সে মনে না বাসি[১]।

* * * *

"শুনগো সজনী যে জন গরল
যায় সে বিষের লাগি॥
জানিয়া শুনিয়া বিষ হাতে লয়া
খাইনু করম ভাগি॥
যে খায় গরল বিষে ঢল ঢল
তখনি মরিয়া যায়।
আমি সে ভুখিল কাল কালবিষ
ঝাড়িলে রহে সে গায়॥
কারে কি বলিব বলিতে না পারি
গুপথে গুমরি গেহা।
কালিয়া বরণ দেখিতে সুজন
করিতে রসের লেহা॥
ভাবিতে গুণিতে মরিয়ে ঝুরিয়ে
শুনগো সজনী সখি।
হেন[২] মনে লয় পরাণ সংশয়
[২]নিদানে মরণ দেখি[২]॥
যেন সে জলের বিম্বুক উপজে
তেমতি কানুর প্রীত।
এবে সে জানল সে জন-লালস"
চণ্ডীদাস কহে হিত॥৫৩॥

পাঠান্তর :—

১ বাসি, নী।
২-২ বাদ, ঐ।

পঙ্‌—১-২। দূতি, তুমি পুনঃ পুনঃ আমাকে যে সকল মধুর বাক্য বলিতেছ, তাহা আর আমার শুনিতে ইচ্ছা করে না।

---

[৫৬৬]

রাগ—কানড়া

"কালা হৈল ঘর আন কৈল পর
কালা সে করিল সারা।
কালার ধেয়ান আন নাহি মন
কালিয়া আঁখির তারা॥

পরাণ অধিক হিয়ার মানস
কালিয়া স্বপন দেখি।
গমনে কালিয়া জপেতে কালিয়া
নয়নে কালিয়া দেখি॥

গগনে চাহিতে সেখানে কালিয়া
ভোজনে কালিয়া কানু।
ভ্রূদ্বয় মুদিলে সেখানে কালিয়া
কালিয়া হইল তনু॥

শুন হে সজনি, কহিতে আগুনি
উঠয়ে কালার জ্বালা।
সে জন বিমুখ বিরাগ বচনে
পরাণ হইল সারা॥

তা সনে কিসের আরতি পীরিতি
সুচারু রসের লেহা।
যাহার কারণে সব তেয়াগিনু
পরিহরি নিজ গেহা॥

কুজন সুজন তার কিবা হয়
গরল অমিয়া নয়।
কুটিল হৃদয় সরল না হয়
কাজেতে বুঝিলে হয়॥"

কহে চণ্ডীদাসে এই অভিলাষে
আশ পাশ তুয়া কাছে।
তুমি সে তাহার সে জন তোমার
কোথা বা খুঁজিলে আছে॥

দ্রষ্টব্য :—এখানে রাধার দিব্যোন্মাদের মত অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। এই অবস্থা-বর্ণনায় চৈতন্যদেব সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"দিব্যোন্মাদ ঐছে হয়, কি ইহা বিস্ময়। অধিরূঢ়ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয়॥" ইহাতে "যাহা তাহা দেখে সর্ব্বত্র মুরলিবদন।" এবং "আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি, রহে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে।" (চৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যের চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশে।)

টীকা

পঙ্‌—১-২। কালাকে আশ্রয় করিয়া আমি পতি-বান্ধবাদি পরিত্যাগ করিয়াছি।

১৫-১৬। "বনে কেন আসিয়াছ" কৃষ্ণের এই বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

১৯-২০। তু°—"আমরা তাঁহার নিমিত্ত পতিপুত্রাদি এবং ইহলোক ও পরলোক পরিত্যাগ করিয়াছি" (ভা, ১০।৪৭।৯৪)।

২১-২৪। কুজন কখনও সুজন হয় না, গরলও অমৃত হয় না। লোকের কুটিলতা ও সরলতা তাহার কার্য্যদ্বারা বুঝা যায়।

---

[৫৬৭]

রাগ—মালব

দূতী কহে—"শুন আমার বচন"
করিয়ে আদরপণা।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
অতি সে সুজন জনা॥
তোমার লাগিয়া রজনী জাগিয়া
সে হরি কাতর হয়।
দিয়া দরশন কর পরশন
আমার মনেতে লয়॥"
"এক্ষণে ছাড়িয়া যাহত চলিয়া
দুগুণ উঠয়ে দুখ।
তাহার সনেতে কিবা পরিচয়
এ লেহা রসের সুখ॥
জানিল তাহার যত বড় তেঁহো
কালিয়া বিসের রাশি।
কুলের ধরম সরম ভরম
সকল হইল হাসি॥
সে দেশে যাইব যথা না শুনিব
কালিয়া বরণ নাম।
সেই দেশ যাব শুনহ সজনি
রহব সেই সে ঠাম॥"
অনেক যতন করিল সঘন
রাধার না ঘুচে মান।
কাষ্ঠের পুতুলি রহে দাণ্ডাইয়া
মনেতে ভাবয়ে আন॥
মান না ভাঙ্গিতে পারল সজনী
চলিল শ্যামের পাশে।
দূতী গেল যথা নাগর-শেখর
কহেন এ চণ্ডীদাসে॥

কৃষ্ণের নিকট দূতীর পুনরাগমন

[৫৬৮]

রাগ—সোয়ারি

"মাধবী-তলাতে রহে এক ভিতে
সে হেন সুন্দরী রাই।
মানে মনরিত এ তার চরিত
অনেক বুঝাল তাই॥

তোমার কুসুম- হার মনোহর
দূরেতে ডারিয়া দিল।
এ তিলতাম্বুল কিছু না ছোয়ল
ক্রোধেতে কুপিত ভেল॥

অনেক প্রবন্ধ প্রকার করিয়া
বুঝাইল রাই-পাশ।
হেট মাথে রহে বচন না কহে
মুখেতে নাহিক ভাষ॥

যে দেখি দারুণ মান উপজল
এ মান ভাঙ্গিতে গাঢ়া।
আপনে যাইবে মান ভাঙ্গাইতে
বুঝল এমন ধারা॥

আপনি গমন করহ এখন
তবে সে আসিবে রাধা।
নহে বা এ মান আন কোন জনে
নারিবে করিতে বাধা॥"

দূতীর বচন শুনি সুনাগর
বড়ই হইলা দুখী।
এ কথা উচিত জানিল বেকত
চণ্ডীদাস আছে সাখী॥

টীকা

পঙ্—১। মাধবীতলার কথা ৫৪৪, ৫৫৮, ৫৬০ সংখ্যক পদে রহিয়াছে। ৭। তিল-তাম্বুল সম্বন্ধে উক্তি ৫৫৬, ৫৬২ সংখ্যক পদে রহিয়াছে।

এই পদে মানের এক অধ্যায় শেষ হইয়া গেল বলিয়া কবি এখানে দূতীর কথায় পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়ের সার সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, এই সকল রচনা একই পরিকল্পনার বিষয়ীভূত।

শ্রীমতী কি করিতেছেন

[৫৬৯]

মাধবীতলাতে দূতী পাঠাইয়া
বসিয়া চিবুকে হাত।
আকুল সঘনে নিশ্বাস হুতাশে
কাঁহা না বোলই বাত॥
এক নব রামা আছে রাধা-কাছে
তা সনে না কহে বোল।
মাধবীতলাতে এক পিক বসি
কহত পঞ্চম বোল॥
চাহিয়া দেখিল মাধবী উপরে
রসময়ী ধনী রাই।
কালার বরণ দেখি সুনাগরী
হেরিয়া দেখিল তাই॥
করতালি দিয়া দিল উড়াইয়া
পিকেরে কহিছে কিছু।
"কি কারণে বসি ডাকহ সুস্বরে
তেই সে দিলাঙ নিছু॥
যাহ শ্যাম-পাশ নিকুঞ্জ-বিলাস
এখানে কিসের বাণী।"
এই অনুরাগ রাগের আর্ত্তিক
কহেন কিশোরী ধনী॥
"উড়ি যাহ ঝাট ছাড়িয়া নিকট
এ ডাল ছাড়িয়া জা।"
চণ্ডীদাস কহে— পিক চলি গেল
কহিতে বলিতে রা॥

টীকা

পঙ্‌-১। মাধবীতলাতে—মাধবীতলা হইতে।
১৬। নিছু—নিছুনি হইতে বালাই অর্থে কি?
১৭। নিকুঞ্জ-বিলাস—নিকুঞ্জে বিলাস করে যে, পিক।

দ্রষ্টব্য:—পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৬৬ সংখ্যক পদে রাধার যে দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই পদ এবং পরবর্ত্তী পদত্রয় রচিত হইয়াছে। উজ্জ্বল-নীলমণিতে রাধার বিরহোন্মাদ অবস্থা বর্ণনায় উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—"রাধা চেতনাচেতন বস্তুতে তোমার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন" (ঐ, ৯২৬ পৃঃ)। রাসের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করিলেও গোপীগণ বৃক্ষাদির নিকটে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। (ভা, ১০।৩০। ৪-১৩।) এই পদে পিকের, ৫৭০ সং পদে ময়ূরের, এবং পরবর্ত্তী পদদ্বয়ে ভ্রমরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সং পুথিতে এই পদের পূর্ব্বে "অথ স্বয়ং দূতী" লিখিত রহিয়াছে। ইহা কবির উক্তি কিনা বুঝা যাইতেছে না, কারণ ১৩০৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় রাসলীলার যে পালা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে ইহার উল্লেখ নাই। বিদগ্ধমাধবে আছে—"এই মহামানময়ী শ্রীরাধা বৃন্দাবনস্থ সমস্ত প্রাণীকেই আপনার দূতী করিয়া মানিতেছেন" (ঐ বহরমপুর সং, ৩২৭ পৃঃ)। বোধ হয় এইরূপ কারণেই এই পদগুলিকে "স্বয়ং দূতী" পর্য্যায়ে স্থাপন করা হইয়াছে।

---

[৫৭০]

রাগ—জয়শ্রী

ময়ূর ময়ূরী নাচে ফিরি ফিরি
আসিয়া মাধবীতলে।
দেখিয়া কুপিত হইল বেকত
তারে ধনী কিছু বলে॥
"হেথা কেন তোরা নাচ হয়া ভোরা
দিতে সে শোচনা সারা।
ঝাট করি[১] যাও যেখানে রসিক
নাগর-শেখর তোরা[২]॥
নিকুঞ্জ-ভবনে যাহ সেইখানে
এখানে নাচহ কেনে।
হেথা কিবা সুখ সুখের বিচার
ভাবিয়া দেখহ মনে॥
তুমি না ধরিতে শ্যামল বরণ
তবে সে হইত ভাল।
কালিয়া বরণ দেখি মোর মন
অনল উঠিয়া গেল॥
কালা আছে যথা তোরা যাহ তথা
এখানে কিসের কাজ।
কালিয়া বরণে বরণ মিশাহ
যেখানে রসিকরাজ॥"
কোপে সুধামুখী করতালি দিয়া
ময়ূর উড়ায়ে দিল।
চণ্ডীদাস বলে— অপার মানেতে
সে ধনী হইল ঢল॥

পাঠান্তর :—

১ চলি, নী।

২ তারা, সা, বি।

টীকা

পঙ্‌—৫। ভোরা—বিভোর, বিহ্বল

৬। তু°—"তোমারে দেখিএ, বাড়ল বিষাদ, বিয়োগ উঠল দুনু" (৫৭২ সং পদ)।

---

[৫৭১]

রাগ—কাফী

মাধবী[১] লতায়[১] ফুলের সৌরভে
যতেক ভ্রমরা তারা।
মকরন্দ-পানে মুগধ হইয়া
মাতিল সে রসে ভোরা॥
তা দেখি কিশোরী বিধুমুখী গৌরী
কহিতে লাগিল তায়।
"তুমি সে কালার বরণ ধরিয়া
কেন বা ধরিলে কায়॥
এখানেহ তুমি ফুলে ভ্রমি ভ্রমি
ভ্রমহ কিসের লাগি।
মোরে দিতে চাহ বিরহ-বেদনা
উঠাতে দারুণ আগি॥
তোমার চরিত আছে বিয়াপিত
সে শ্যাম-অঙ্গের মালে।
মধু খেয়্যা খেয়্যা রসেতে পূরিয়া
আইলে মাধবী-ডালে॥
একে মরি জ্বালা আছি যে একলা
তাহে দেখা দিলে ভালে।
অতি সে বিষাদ বাঢ়য়ে দ্বিগুণ"
চণ্ডীদাস কিছু বলে॥

পাঠান্তর :—

১-১ মাধবিতলায়, নী

দ্রষ্টব্য :—ভাগবতেও বর্ণিত আছে যে, উদ্ধব ব্রজে আগমন করিলে গোপীগণ একটি ভ্রমর দেখিয়া বা ভ্রমরচ্ছলে

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরহোক্তি করিয়াছিলেন (ঐ, ১০।৪৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

টীকা

পঙ্—১৩-১৬। তু°—ভ্রমর যেমন মধুপান করিয়া কুসুম পরিত্যাগ করে, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন (ভা, ১০।৪৭।১১)। তুমিও সেইরূপ কৃষ্ণের কুসুম-মালিকায় মধুপান করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। বিয়াপিত—ব্যাপ্ত, প্রসিদ্ধ।

---

[৫৭২]

রাগ—তুড়ী

"শুনহ হে ভ্রমর কেন বা ঝঙ্কার
তোমার কালিয়া তনু।
তোমারে দেখিয়ে বাঢ়ল বিষাদ
বিয়োগ উঠল দুনু॥
ঝাট চলি যাও কেন দুখ দাও
চমকে আমার হিয়া।
যাহ বৃন্দাবনে নিকুঞ্জ-ভবনে
যথায় রসের পিয়া॥
সেইখানে গিয়া ফুলে মধু খেয়্যা
থাকহ যেখানে কানু।
হেথা কেনে তুমি মধুর লালসে
তোমার কালিয়া তনু॥
কালিয়া বরণ দেখি মোর মন
দ্বিগুণ জ্বলিয়া যায়।
মনের বেদনা বুঝে কোন জনা
এ কথা কহিব কায়॥"
এ কথা শ্রবণে শুনি মধুকর
তখনি চলিয়া গেল।
কোথাও না দেখি মেলি দুটী আঁখি
তবে সে ধৈরজ ভেল॥
নীল কাল জাদ ফেলিল ছিনিয়া
কিছু না রাখল ভালে।
অঙ্গের কাঁচলী ফেলে দূর করি
নীলের উড়নী দূরে॥
কাল আভরণ ফেলিয়া তখন
পরল ধবল বাস।
হিয়ার কাঁচলী পরল ধবল
কহেন এ চণ্ডীদাস॥

টীকা

পঙ্—৭-৮। তু°—"এক্ষণে যাহারা তাহার সখী তাহাদের অগ্রে গিয়া তৎপ্রসঙ্গ গান কর" (ভা, ১০। ৪৭।১২)

---

[৫৭৩]

তথা রাগ

নয়ন-কাজল মুছিয়া ডারল
কাল আভরণ যত।
সখী এক সঙ্গে কহে কিছু রঙ্গে
কহিছে রাধার মত॥
"শুন সুধামুখি, আমার বচন
তেজহ দারুণ মান।
যে দেখি তোমার অভিমান অতি
পাছেতে তেজহ প্রাণ॥
ধৈরজ ধরহ শুনহ সুন্দরি,
এতেক কেন বা মান।
সরম ভরম দূরে তেয়াগিয়া
কোপিত কহত আন॥

যদি আছ তুমি বিরস বদনে
শুনহ সুন্দরী রাই।
কেন বা অঙ্গের ভূষণ সকল
তেজিয়ে তেজিলে তাই ॥
তুমি সুনাগরী রসের আগরী
তেজহ দারুণ মান।"
সখীর বচনে কমল নয়নী
ঈষৎ কটাক্ষে চান ॥
"শুন গো সজনি, কালিয়া বরণ
দেখিয়ে উঠয়ে তাপ।"
চণ্ডীদাস কহে— হেন মনে হয়
মানসে দারুণ পাপ ॥

দ্রষ্টব্য :—শ্রীরাধার অবস্থা-বর্ণনা এইখানে শেষ হইল। পরবর্ত্তী পদে দূতী ও কৃষ্ণের কথোপকথন আরম্ভ হইয়াছে।

---

[৫৭৪]

শ্রীরাগ

কহে যদুমণি "শুনহ সজনি,
রাধা আনিবারে গেলে।
কি শুনি বচন কহ কহ দেখি"
সঘনে সঘনে বলে ॥
সখী কহে তায় "শুন শ্যামরায়,
রাধার বড়ই রোষ।
তুমি গেলে যদি তার মান ঘুচে
আমার কি আছে দোষ ॥"

সখীর বচনে কমল-নয়ন
আপনি সাজত কান।
বেশ সে সুবেশ অতি মনোহর
ভাঙ্গিতে রাধার মান ॥
বাঁধল কুন্তল লোটন সুন্দর
বেড়িয়া মালতী-দাম।
তাহার পাশেতে মুকুতার মালা
শোভে অতি অনুপাম ॥
নানা আভরণ কঙ্কণ ভূষণ
নিবিড় কিঙ্কিণী-জাল।
নীল বসনের ওড়নী সুন্দর
করে বীণাযন্ত্র ভাল ॥
এক সখী সঙ্গে চলে বেশ ধরি
কেবল একহি রামা।
চলত নাগর বেশ মনোহর
সেই সে মাধুরী-ধামা ॥
নারী-বেশ ধরি চতুর মুরারি
মাধবীতলাতে যায়।
কিবা অদভুত দেখিয়া বেকত
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥

দ্রষ্টব্য :—শ্রীকৃষ্ণের নারী-বেশ-ধারণের বর্ণনা প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও পাওয়া যায়। উদ্ধবসন্দেশে আছে—

"কেয়ং শ্যামা স্ফুরতি সরলে গোপকন্যা কিমর্থং" ইত্যাদি।

অর্থাৎ—শ্রীরাধা মানিনী হইয়াছিলেন, কোন ক্রমেই মান ভঙ্গ হয় না, একারণ আমি নারীবেশ ধারণ করিয়া গমন করিলে শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন, এই শ্যামবর্ণা স্ত্রীলোকটি কে? ইত্যাদি। এই শ্লোকটি উজ্জ্বল-নীলমণিতেও উদ্ধৃত রহিয়াছে (বহরমপুর সং, ৯৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

---

[৫৭৫]

রাগ—তুরী

মন্দ মন্দ গতি চলন চাতুরী
কুঞ্জর-গমনে চলি।
যেমন কুঞ্জর চলন সুন্দর
এ দুই চলন ভালি ॥

মদন-মোহন নবঘন শ্যাম
ফিরাএ আপন বেশ।
কান্ধে লই বীণা নবঘন শ্যাম
পরিমলে ভুলে দেশ ॥

চলিতে চরণে বাজয়ে সুতানে
বাজন নূপুর পায়।
ফুলের সৌরভে অলিকুল যত
যূথে যূথে সব ধায় ॥

দূরে হতে রাই দেখি নব রামা
বিস্মিত হইলা চিতে।
"কোন নব রামা কান্ধে যন্ত্র করি
আমারে আইল নিতে ॥"

এই অনুমান করে দুইজন
রাধা বলে —"হের দেখ।"
রাধার বচনে দেখে সখী তুলি
চন্দ্রবদনী মুখ ॥

হেনই সময় আসিয়ে মিলল
সেই সে মাধবীতলে।
নব পরিচয় চণ্ডীদাস তথা
হাসিয়া হাসিয়া বলে ॥

———

[৫৭৬]

রাগ—সুই

"দেখি নব রামা তুমি কোন জনা
কহ কহ দেখি মোরে।
কেন বা এখানে তোমার গমন
কহ কহ"—বলে তারে ॥

সখী কহে তাথে— "শুনহ সুন্দরি,
গেছিল কানন-কুঞ্জে।
যথা রসময় ব্রজ রামাগণ
আছয়ে কতেক পুঞ্জে ॥

মোরে বোলাইয়া গেছিল লইয়া
আমি সে বটি যে যতি।
কিছু তাল মান করিয়াছি গান
যে ছিল আপন[১] শক্তি ॥

গৌরী নট আর কেদার সুন্দর
পূরবী সিন্ধুড়া আড়া কৌ[২]।
শ্যাম নট আর মাধবী[৩] মঙ্গল[৩]
হিল্লোল মঙ্গলা দৌ[৪] ॥

পাহিড়া দীপক আর বেলাবলি
সুরট মল্লার রাগ।
গাইতে প্রবন্ধে প্রকার করুণে
তাহার মরমে লাগ ॥

এ রাগ শুনিতে বিনোদ নাগর
মোহিত হইলা গীতে।
পুনঃ পুনঃ কহে 'ইহার উপর
আর কিছু শুনি চিতে ॥'

তবে কৈল গান যে ছিল সুতান
তাহাই করিল গান।
রাধাকৃষ্ণ নাম অতি অনুপাম
বীণাতে উঠিল তান ॥

এ তান শুনিয়া নাগর রসিয়া
হরষ হইল বড়ি।
এই সে গানের মধুর শুনিয়া
আমারে না দিল ছাড়ি॥
'রহ রহ ধনি, আর গান শুনি
কহত প্রথম নাম।
শুনিতে মধুর ও দুটি আখর
রাধানাম অনুপাম॥'
কানুর পীরিতি যে দেখিল রীতি
এ কথা কহিব কত।
রাধা নামে কত অমিয়া পাওল
রস উপজিল যত॥"
"গাও গাও ধনি"— কহে গুণমণি—
"রাধা নাম কর গান।
ঐ রস বই আন না শুনিব
এ বড় মধুর তান॥
আলাপে রাগিণী রাগের উরণি
রাধা বলি যেন বাজ।
তোমার ও গানে মোর মনে হানে
যেমতি হৃদয়ে বাজ॥"
চণ্ডীদাসে বলে— এই গীতে মোহ
রসে ভেল অতি ভোর।
মুগধ মাধব বহু বিদগধ
সুখের নাহিক ওর॥

পাঠান্তর :—

১ আমার—নী
২ ডাকো, নী; ড়াকো, বি
৩-৩ কানড়া মাধবী, নী
দো, নী

টীকা

পঙ্—১৩-১৮। রাসের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ যে বিবিধ রাগ-রাগিণী গান করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা গোবিন্দলীলামৃতে রহিয়াছে, যথা—

কেদার কামোদক ভৈরবাদীন্।
গান্ধার দেশাগ বসন্তকাংশ্চ॥ ইত্যাদি।
(ঐ, ১৩৩৬—৭ পৃঃ)।

দ্রষ্টব্য :—উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে—"হেতুজনিত মান সামভেদাদি প্রয়োগে উপশম প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে ভেদ দুই প্রকার,—আপনি আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করা এবং সখীদ্বারা উপালম্ভ প্রয়োগ (ঐ, মানপ্রকরণ দ্রষ্টব্য)। এখানে এবং পরবর্ত্তী কয়েকটি পদে শ্রীকৃষ্ণ ছদ্মবেশে আসিয়া রাধার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ব্যাখ্যা করাতে প্রকৃতপক্ষে নিজের মাহাত্ম্যই প্রকাশ করিতেছেন, এবং সখীরূপেও রাধাকে উপালম্ভ প্রয়োগ করিতেছেন। অতএব এই পদগুলি মানোপশমনের ভেদ-পর্য্যায়ের অন্তর্গত।

---

[৫৭৮]

রাগ—সুই

"শুন ধনী রাই, তান কিছু গাই
রাগেতে রাগিণী মেলা।
গাইতে গাইতে মুগধ হইলা
নন্দের নন্দন কালা॥
পুনঃ কহে শ্যাম 'অতি অনুপাম
শুনিতে মধুর ধ্বনি।
রাধা রাধা বলি ডাকিছে বীণাটি
মুগধ হইল শুনি॥'

এই রস তান অনেক সন্ধান
শুনিল রসিক শ্যাম।
অতি বড় সুখী সুখেতে মোহিত
গাইতে রাধার নাম ॥
ভাবে গদ্‌গদ অতি সে আমোদ
সে হেন রসিক কান।
রাধা নাম বিনে আন নাহি জানে
শ্রবণে শুনল গান ॥
নয়ন-কমল যেন ঢল ঢল
লোরেতে কমল-আঁখি।
যেমন ঘনের বরিখে শ্রাবণে
তেমতি ধরণ দেখি ॥
রাধা রাধা রাধা আন সব বাধা
কেবল রাধার ধ্যান।
রাধা-নাম-গানে কমল-নয়নে
কিছুই নাহিক আন ॥
এই সব রস শুনিয়া অবশ
রসিক নাগর কান।
সে নব নাগর রসের সাগর
শ্রবণে শুনয়ে গান ॥
যখন বাজায় রাই-নাম-সুধা
কান্দিয়া আকুল শ্যাম।
হইয়া মুগধ অতি সে আমোদ
দিল মুকুতার দাম ॥
দেখ দেখ ধনি, আমার উরসে
এই মুকুতার মালা।
সে নব নাগর গুণের সাগর
রাধা-নামে বড় ভোলা ॥
এই সব রসে তার মন তোষে
বীণাতে করিল গান।
বিকল কিসে বা না জানি কেন ॥
কিসের কারণে ধ্যান ॥

কুঞ্জে একাকিনী করেতে বাঁশীটি
ধরিয়া নাগর রায়।
তোমারে কিছুই তান শোনাইতে
আইল মাধবী-ছায় ॥”
চণ্ডীদাস দেখি— অতি অপরূপ
অপার দোঁহার লীলা।
কে ইহা জানিবে নিগূঢ় মরম
দোঁহে দুঁহু রসমেলা ॥

---

[৫৭৮]

রাগ—কেদারা

“শুন শুন রাধা” কহে সেই ধনী —
“শুনহ রসের গান।
তোমারে এ গান শ্রবণ করাতে
আইল মাধবী-স্থান ॥
মুখ তুলি চাহ রসের প্রেয়সী
গাই যে একটি রাগ।
শ্রবণ পরশি এ গান শুনিতে
কতি যাব অনুরাগ ॥”
এ কথা শুনিয়া কহে সুধামুখী
“শুনহ সুন্দরী রামা।
কর কিছু গান শুনি কিছু তান
নবীন নাগরী শ্যামা ॥”
বীণাতে কেদার রাগ আলাপন
গাওই মুগধ রসে।
রাধাকৃষ্ণ নাম উঠে অনুপাম
শুনিতে শ্রবণ পাশে ॥

এ চারি আখর বাজল মধুর
বীণাতে কহত—'রাই।
কেন বা মানিনী হয়াছ সে শ্যামে'
মধুর মধুর গাই ॥
"সে হেন নাগরে পরিহরি রাধে
কি সুখে আছয়ে বসি।
মলিন হইল সে মুখমণ্ডল
ঝলকে সে মুখশশী ॥
মানে মন ভুনু দেখি ক্ষীণ তনু
তেজি [২] আভরণ ভার।
বচন কহিছ তাথে নাহি রস
এত বা কিসের ভার ॥
সে হেন নাগরে বিরস বদনে
আছয়ে মাধবী-তলে।"
বীণা-গীত-তানে বুঝায় সঘনে
দীন চণ্ডীদাস বলে ॥

পাঠান্তর :—

[১] গুণী, নী।
[২] জোতি, সা, বি।

---

[৫৭৯]

সুহই

"তেজহ দারুন মান।
চলহ নিকুঞ্জ-ধাম ॥
সে হেন রসিক রায়।
তাম্বুল নাহিক খায় ॥
তুমি সে নিদয় বড়ি।
কেমনে আছহ ছাড়ি ॥
এ রসে কেন বা ভঙ্গ।
মিলহ তাকর সঙ্গ ॥
কোপ পরিহরি ধনি।
তুমি সে রমণী-মণি ॥
এ রস সুখের সার।
এমতি অমিয়া ভার ॥
রসের নাগরী তোরা।
পিও সুধাকর ধারা ॥
যাহার সমুখে বারি।
পিয়াসে কেন সে পুড়ি
যেমন চাতক পাখী।
সুধাকর তেন সাখী ॥
যেমন শফরী মীনে।
নাহি জীয়ে জল বিনে ॥
এমতি তুমি সে গতি।
তাহা কর হেন রীতি ॥
তেজহ বিরস মান।"
চণ্ডীদাস গুণগান ॥

টীকা

পঙ্—৮। তাকর—তাহার।

---

[৫৮০]

কানড়া

রাধা বলে—"শুন আমার বচন
করহ কিছুই গান।
তোমার বীণাটি অপরূপ বাজে
আর কিছু শুনি তান ॥

গাও গাও রামা মধুর বচন
শুনিতে বড়ই সুখ।
কোথা না শুনিল হেনক বাজন
দূরে যায় অতি দুঃখ ॥
নবরামা শুন কোথা তোর ঘর
কেমনে আইলা তুমি।
কিবা তোর নাম বলহ আমারে
অতি মধুরস বাণী ॥”
“বসতি গোকুলে আমরা গোয়ালে
মোর নাম বটে শ্যামা।
গুণী গুণী জানি সবাই আদরে
শুন রসবতী রামা ॥
মোরে বোলাইয়া গেছিল লইয়া
নন্দের নন্দন কান।
সেখানে এ গুণ কিছু সে গাইল
কিছুই রসের তান ॥
সেখান হইতে আইল হেথায়
দেখিয়া দুঃখিত কান।
সে হেন নাগরে ভেটহ সুন্দরি,
তেজিয়া বিষম মান ॥”
চণ্ডীদাস কহে— অতি বড় মোহে
সুন্দরী কিশোরী রাই।
ইহার কোপের বিপাক বিষম
ভাঙ্গিতে নারিল কই ॥

---

[৩৮১]

রাগ কাফি

“গুণী, না কহ কানুর কথা।
শুনিতে মরমে সেইখানে হানে
উঠত দারুণ ব্যথা ॥
মনের আগুন বাঢ়ল দ্বিগুণ
নিভাইতে যদি সাধ।
যে জানে বেদনা মরমে পশিনু
তনুখানি হল আধ ॥
এ বড়ি বিষম বাঁশীটী বেঁধল
বুকে বাজি পীঠে পার।
টানিলে যতনে বাহির না হয়
এ দুখে জীব কি আর ॥
দারুণ শেল যে নহে নিবারণ
আর সে বিরহ-আগি।
এ দুই যাহার অন্তরে পৈশল
কি ছার জিবার লাগি ॥
কাননে অনল কেহ না নিভায়
আপনি নিভায় সেই।
হৃদয়-অনল কেবা নিভাইব
বিষম আগুন এই ॥
কাহারে কহিব এসব বিচার
মরম জানয়ে কে।”
চণ্ডীদাস কহে— যে জানে মরম
সে জন বেথিত দে ॥

টীকা

পঙ্‌—৮৯। তু°—
“সই, পশিল বিষম বাঁশী।
বাহির করিতে যতন করিনু
মরমে রহিল পশি।” (নী, ১২৪ পৃঃ)

এবং “বুকে খেয়েছি শ্যামের শেল
পীঠে হৈল পার।” (ঐ, ১২৫ পৃঃ)

১৭-২০। তু°—
“বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেন কুম্ভারের পণী ॥”
(কৃঃ কী, ২৯৪ পৃঃ)

---

[৫৮২]

রাগ শ্রী

"শুন নব রামা ওই পরসঙ্গ
না কহ আমার কাছে।
আন কথা কহ এ যন্ত্র বাজাহ
ও বোল কি বোল আছে॥
যে জন কুজন সে নহে সরল
গাও গাও কিছু শুনি।"
এ কথা শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া
বীণা কাঁধে নিল গুণী॥
গাইতে লাগিল হিল্লোল নায়ক
রাগিণী ভুঞ্জায় তায়।
মধুর মধুর তাল মান রাগ
সে স্বর মধুর প্রায়॥
প্রথম রাগেতে রাগিণী ডুবায়ে
গাওল প্রিয়ার নাম।
দুতীর আখরে রাধা নাম উঠে
শুনিতে মধুর তান॥
এই দুটি নাম বাজে অনুপাম
মুগধ হইল রাধা।
কটাক্ষে মিলনে অমিয়া বরিখে
কত কত বহে সুধা॥
"শুন শ্যামা সখি, গাও আর দেখি
শুনিয়ে শ্রবণ ভরি।
গাও গাও পুনঃ রসাল রচন
শুনহ শ্যামরু গৌরী॥"
রাধা কানু বলি বীণাটি বাজয়ে
শুনিতে আনন্দ বড়ি।
হার মনোহর মুকুতার মাল
দিছেন হিয়ার তোড়ি॥
"আগে আসি লহ গাইলে মধুর
তুরিতে দিয়াছি হার।"
চণ্ডীদাস কহে— কিবা সে অদ্ভুত
সুখের নাহিক পার॥

---

[৫৮৩]

মগন হইলা গীতের আলাপে
সে ধনী কিশোরী রাই।
"আগে আইস শ্যামা হেদে নব রামা
তোমারে মরম কই॥"
দু বাহু পসারি রাই সুনাগরী
গুণীরে করিল কোড়।
শ্যামের অঙ্গের পরশ পাইয়া
মনোরথ ভেল ভোর॥
অঙ্গের সৌরভ পরশ সুগন্ধ
পাইতে কিশোরী গোরী।
হাসি রসপর কটাক্ষ চাহিতে
জানিল সুরস প্যারী॥
কপট মুরারি করিয়া চাতুরী
মান লয়া প্রিয়া মোর।
দূরে গেল মান সরস বচন
সুখের নাহিক ওর॥
জানিল কপট নারী-বেশ ধরি
ভাঙ্গিতে দারুণ মান।
অতি ভেল সুখ দূরে গেল দুখ
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান॥

দ্রষ্টব্য :—মান উপশমনের চিহ্ন বাষ্পমোক্ষণ ও হাস্যাদি (উজ্জ্বলনীলমণি, ৮৯৫ পৃঃ)। কবিও রাধার হাস্যে তাঁহার মানের উপশমন বর্ণনা করিয়াছেন।

---

[৫৮৪]

বিহাগড়া

কানুর পীরিতি পাইয়া পরশ
মানেতে মোহিত ছিল।
হাসি নাসা পর অঙ্গুলি ভেজায়ে
ও নব নাগরী দিল॥
"কে জানে এমন তোমার ধরণ
কপট আগুন ইথে।
বহুদিন মান কপট অন্তরে
ভাঙ্গল কপট চিতে॥"
"আর কিবা আছে মান অভিমান
চলহ নিকুঞ্জ বনে।
করহ বেশের পরিপাটী যত
চলহ সখীর সনে॥"
শ্যাম সুনাগর চতুর শেখর
চলিল নিকুঞ্জ-ধামে।
হেথা সুধামুখী বেশ পরিপাটী
করে সে মনের সনে॥
চলল কিশোরী শ্যাম দরশনে
বদনে মধুর হাসি।
সঙ্গে সহচরী মন্থর গমন
চাতুরী বদনশশী॥
যেমন চিত্রের পুতলি চলিছে
ও চাঁদবদনী রাধা।
নীল-লোচনী আধেক ওড়নী
বচন কহত আধা॥
শ্রীঅঙ্গ চলিতে গদ্‌গদ ভেল
বচন চপল আধ।
চলিতে মধুর বাজয়ে পঞ্চম
মধুর মধুর নাদ॥
সুগন্ধ মলয় চন্দন কস্তুরী
অগুরু সৌরভ পায়।
মত্ত অলিগণ কুসুম কোকিল
এ সব সঘনে ধায়॥
বিচিত্র দুসারি সুগন্ধ কুসুম
বিছাই বনের পথে।
নবীন কিশোরী সুখে পদ দুটি
আরোপিয়া যায় তাতে॥
চণ্ডীদাস কহে— শ্যাম-দরশনে
চলিছেন ধনী রাধা।
কতি গেল মান বিরস বদন
আন কাজ গেল বাধা॥

---

[৫৮৫]

শ্রী

রাই অভিসার করু।
বেশ ভূষা কর চারু॥
হংস-গমনী রাধা
চলে পদ আধা আধা॥
ঈষৎ হাসিয়া গোরী।
গমন করত ভারি॥
প্রবেশ করল বনে।
জয় জয় গোপীগণে॥
বাম করে লই গন্ধ।
দক্ষিণ করে কুসুম সুগন্ধ॥
মিলল নিকুঞ্জ-মাঝ।
হেরয়ে নাগররাজ॥

শ্যাম-বামে বৈঠল রাই।
শোভা বর্ণনে না পাই॥
চন্দন সুগন্ধ সুচারি।
দেওল সুকুমারী গোরী॥
শ্রীঅঙ্গে লেপন ভাল।
গলে দিল মালতীর মাল॥
চণ্ডীদাস গুণ গান।
রাধা শ্যাম অনুপাম॥

---

[৫৮৬]

শ্রী

দেখ দুই রূপ অতি রসকূপ
সুখের নাহিক সীমা।
দেখিতে দেখিতে হইল মোহিত
যতেজ ব্রজের রামা॥
শ্যাম মরকত রাই সে দামিনী
এ দুই লখিতে নয়ে।
এ কিএ জলদ এ কিরে কাঞ্চন
মোর মনে হেন লয়ে॥
এ কিএ অতসী এ কিরে চম্পক
কি দেখ বরণ-শোভা।
যেমন জলদ সোণার বিজুরী
তেমতি দেখয়ে আভা॥
এ দুই বরণ নহে নিরূপণ
দেখিতে নয়ান দুটি।
আঁখি পিছলয়ে হেন রূপ হয়ে
কি ছার বিধুর কুটি॥

অপরূপ রূপ রূপ মনোহর
দোঁহে দোঁহা ভাল মিলে।
বিহরত সেই মুখর চতুর
বিহরত দোঁহে ভালে॥
নবীন নাগরী এ রস নাগর
রূপে করিয়াছে আলা।
চণ্ডীদাস কহে— কিবা সে আনন্দ
কলপতরুর তলা॥

টীকা

পঙ্—৫-১২। এই প্রকার বর্ণনার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩ এবং ১৪৩ সং পদ ও তাহাদের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৬। তু°—"জেন কোটি চান্দ, উদয় করিল, রসের পশরা-হাটে" (প্রথমখণ্ড, ১৩ সং পদ)।

[৫৮৭]

কামোদ

রাধা শ্যামরূপ দেখিয়া মোহিত
নব নব বরনারী।
কি হেন আনন্দ রস পরিপাটী
রূপ অপরূপ ভালি॥
বিহি সে রসিয়া কেমনে পশিয়া
গড়ল কেমন ছাঁদে।
কত সুধা দিয়া গড়ল এ দেহা
মুখানি বন্ধান বাঁধে॥
দুহু রূপ দেখি নয়নিয়া পাখী
চঞ্চল তাহার মন।
হেন করে মন চাঁদের ভরমে
সুধারস পিতে কন॥

এ বর-নাগরী রসের গাগরী
নাগর রসের সিন্ধু।
দোঁহার রূপেতে আলো বৃন্দাবন
কৈল মুখ কোটী ইন্দু॥
দুঁহু রূপ হেরি বরজ-নাগরী
মোহিত হইল সবে।
চণ্ডীদাস কহে— দোঁহার চরণ
শরণ মাগয়ে সবে॥

টীকা

পঙ্—৯-১২। রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ দেখিয়া চন্দ্র-ভ্রমে নয়নরূপ চকোর পাখীর মন-সুধা পান করিবার জন্য চঞ্চল হইয়াছে।

---

[৫৮৮]

কামোদ

সই, হের আসি দেখ'সিয়া।
নবীন নাগরী নাগরের কোলে
আছে আরোপিত হৈয়া॥
লখিতে লখিতে আঁখির পুতলি
সে অঙ্গে নাহিক থাকে।
বড় অপরূপ কিবা রসকূপ
অমিয়া বরিখে লাখে॥
দেখ না চাহিয়া দুঁহু রূপখানি
এমতি না দেখি কতি।
বহু দিন থাকি গোকুল-নগরে
না শুনি না দেখি রতি॥
যেমন নাগর নাগরী তেমন
দুঁহো শোভিয়াছে ভাল।
নব বৃন্দাবন যত উপবন
সকলি করিল আলো॥
যত গোপনারী নাগর হেরিয়া
সুখের নাহিক ওর।
চণ্ডীদাস দেখি আনন্দে মোহিত
বিনোদিনী শ্যাম-কোড়॥

টীকা

পঙ্—১-৩। তু—"মেঘের উপরে চাঁদ ফলিয়াছে, হের না আসিয়া দেখ।" (প্রথমখণ্ড, ১৪৩ সং পদ), এবং "দুই তনু একই দেহে" (ঐ, ১৪৪ সং পদ)।

৪-৫। তু—"দেখি অদভুত, নয়নে না ধরে" (ঐ, ১৪৪ সং পদ)।

১৪-১৫। তু—"আজু যুগল-কিশোর। কালিন্দীকূলে উজোর॥"

মিলনের পর সেবা

[৫৮৯]

কল্যাণ

যত গোপনারী চন্দন অগোর
লেপিছে দোঁহার গায়।
কোন কোন জন শ্রীঅঙ্গ চাহিয়া
করিছে পাখার বায়॥
কোন কোন জনে গাঁথি ফুলদামে
দিয়াছে শ্যামের গলে।
কোন কোন গোপী শ্রীঅঙ্গ নেহালে
চামর ঢুলায় ভালে॥
কোন কোন গোপী নিজ সেবালকে
সেবন করিছে গাঢ়া।
এ অষ্ট রমণী কুলের কামিনী
সকলি হইয়া ছাড়া॥

অষ্ট অষ্ট সখী গুণের আর্ত্তিক
মোক্ষ সক্ষ অষ্ট লিখি।
এ কুঞ্জ-কুটীর কুটীর ভিতর
বেকত আছয়ে সখী॥
কোন কোন রস রসেতে বেকত
রসিক নাগর রায়।
এ রস চাতুরী কে জন বুঝিব
চণ্ডীদাস গুণ গায়॥

টীকা

পঙ্—১-৮। প্রেমলীলা ও বিহারাদির বিস্তারকারিণীকে সখী বলে (উজ্জ্বলনীলমণি, ৩০৫ পৃঃ)। ইহাদের সপ্তদশ প্রকার কার্য্যের মধ্যে "সেবনং ব্যজনাদিভিঃ" অর্থাৎ চামরাদি দ্বারা সেবনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (ঐ, ৩৬৫ পৃঃ)। কবি এখানে এই জাতীয় বিবিধ প্রকার সেবার উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগবতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসের সময়ে গোপীগণ ভগবানের কর এবং চরণ সম্মর্দ্দনদ্বারা সেবা করিয়াছিলেন (ঐ, ১০।৩২।১৪)। গোবিন্দলীলামৃতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই সময়ে ললিতাবিশাখা তাম্বুল, শ্রীরূপ ও রতিমঞ্জরী পাদসম্বাহন, এবং অন্যান্য সখীগণ চামর-ব্যজনাদি সেবা করিয়াছিলেন (ঐ, ১৩৯৬ পৃঃ)।

৯-১২। তুঃ—

"রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লবপুষ্পপাতা॥
কৃষ্ণপ্রেমামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥"

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যের অষ্টমে)

সখীগণ আত্মতৃপ্তি অপেক্ষা সেবাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া অত্যন্ত যত্নের সহিত রাধাকৃষ্ণের পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন।

এই ধারণা যে চৈতন্যপরবর্ত্তীযুগের তাহাতে সন্দেহ নাই। সকলি—"নিজ কুল ধর্ম্মাদি"। হইয়া ছাড়া—পরিত্যাগ করিয়া।

১৩-১৪। সৌভাগ্যাধিক্য-প্রযুক্ত রাধা আদি অষ্ট যূথেশ্বরী প্রধানা বলিয়া সম্মত (উজ্জ্বলনীলমণি, ৯৭ পৃঃ)। ইহাদের প্রত্যেকের শত শত যূথ, ও এক এক যূথে লক্ষ লক্ষ বরাঙ্গনা আছে, তন্মধ্যে ললিতাদি সখীগণ যূথেশ্বরীর যোগ্যা হইলেও তাঁহাদের রাধাদিভাবের প্রতি লালসা-প্রযুক্ত সখ্যবিষয়ে রুচি হয় (ঐ)। এখানে "মোক্ষ" শব্দে বোধ হয় "মুখ্য" অর্থে যূথেশ্বরীগণকে বুঝাইতেছে, আর "সক্ষ" শব্দে "সখ্য" অর্থে ললিতাদি সখীগণকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রধানা অষ্ট সখীর উল্লেখে বুঝা যায় যে কবি চৈতন্য-পরবর্ত্তীযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

১৫-১৬। তুঃ—

"রাধাকৃষ্ণলীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্যবাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখীভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি॥
রাধাসাধ্যকুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়। ইত্যাদি

(চৈঃ চঃ, মধ্যের অষ্টমে)

রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবার অধিকার একমাত্র সখীগণেরই আছে।

অথ বৃন্দাবন-শোভা

[৫৯০]

সুহই

এইরূপে নব নাগর রসিক
করিতে রসের লীলা।
গুপত পীরিতি করিতে আরতি
রচিল নাগর কালা॥
নানা বৃক্ষগণ করে সুশোভন
বিকসি কুসুম তারা।
ফুলকুল তারা তরুকুলে যত
মকরন্দ ঝরে সারা॥

ময়ূর ময়ূরী চাতক চাতকী
হংসিনী হংস যে জোড়ে।
বেড়িয়া রতন মন্দির সুন্দর
কলরব বড় করে ॥
ভ্রমরা ভ্রমরী কুসুমে গুঞ্জরি
সুধা-পানে ভেল ভোরা।
যমুনার যত জলচর কত
জোড়ে জোড়ে ফিরে তারা ॥
কমল-নলিনী বিকসিত যত
তা'পরে ভ্রমরা-গান।
শুনিতে মধুর ঝঙ্কার-শবদ
কি দেখি সুন্দর তান ॥
নানা জন্তু ফিরে উপবন-ধারে
আরোপি চামর যত।
হরিণী হরিণ দেখিতে শোভন
বানর বানরী কত ॥
দেখিতে দেখিতে ও নব-নাগরী
মোহিত হইলা চিতে।
চণ্ডীদাস কহে— কি শোভা আনন্দ
দু আঁখি মজিল তাতে ॥

টীকা

পরবর্ত্তী ৬৩০ সংখ্যক পদ এবং তাহার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

---

[৫৯১]

রাধা কহে—"শুন শ্যাম সুনাগর,
কহিতে বাসি যে লাজ।
এক নিবেদন আছে রাঙ্গা পায়ে
অধিক আছয়ে কাজ ॥"
কহেন চতুর নাগর-শেখর
"কহ কহ ধনী রাধা।
যাহাই বলিবে তাহাই করিব
ইহা না করিব বাধা ॥"
হাসি বিনোদিনী কহে আধবাণী
"শুনিতে আছয়ে সাধ।
তোমার চূড়াটি মোরে বাঁধি দেহ
করহ বাঁশীর নাদ ॥
চূড়া বাঁশী দেহ মুরলি শিখাহ
এই মোর মনে হয়।
সাধ আছে মনে যদি পূর কামে
হেন মোর মনে লয় ॥"
হাসিয়া নাগর রসিয়া কহিলা
চাহিয়া রাধার পানে।
"হের এস, ধনী, কুলের রমণী
শিখাব বাঁশীর গানে ॥"
নাগর বসিলা তরুর তলাতে
বনাইতে রাধার চূড়া।
চণ্ডীদাস বলে— অপরূপ দেখি
নাগরী আগরি বাড়া ॥

মহারাসে শ্রীমতীর চূড়া বাঁধিয়া বংশী-গীত-শিক্ষা

[৫৯২]

শ্রী

বেশ বনাইছে শ্যাম।
রাই বাম করে দিয়াছে মুকুরে
চূড়া বাঁধি অনুপাম ॥

মুকুতার মালে বেড়িয়া বসনে
মাঝারে প্রবাল-পাঁতি।
তাহার উপরে কুন্দের কলিকা
কি তার দেখিলা ভাতি॥
তার পরিমল পেয়ে অলিকুল
ধাইয়া পড়িছে তায়।
তাহার উপরে মাণিক গাঁথুনি
দেখি মন মুরছায়॥
নব নব নব বরিহ-শিখর
দেওলি চূড়ার'পরে।
নয়ন-অঞ্জন আতি সুশোভন
আকর্ণ পূরিত ধরে॥
সিথার সিন্দূর মুছিয়া তিলক
দিল সে রাধার ভালে।
মৃগ-মদবিন্দু চন্দনের বিন্দু
শোভিত সুন্দর সরে॥
মলয় চন্দন অঙ্গে সুলেপন
অগোর কস্তূরী সনে।
নীল সে নিচোলে পরিলা গোচরে
পীত ধড়া পরিধানে॥
সোণার ঘাঘর ঘঙ্করি দেওলি
নূপুর দেওত পায়।
রসিক নাগর বেশ বনাইয়া
শ্রীমুখ নেহালে তায়॥
চণ্ডীদাস বলে— দেখ কুতূহলে
কিরূপ সাজল রাই।
রসিয়া নাগরী দেখ মনোহারী
ও রূপ হেরয়ে তাই॥

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এখানে আর এক প্রকার রাসলীলার সূচনা হইতেছে।

পঙ্—১-১১। কাপড়ের উপরে মুক্তার মালা, তাহার মাঝে মাঝে প্রবাল, তাহার উপরে কুন্দের কলিকা, এবং তদুপরি মাণিক্য দিয়া চূড়া বাঁধা হইয়াছে। তু°—"বিনোদ চূড়াটি ঝলমল করে, বেড়িয়া কুসুম-দাম" ইত্যাদি (প্রথম খণ্ড, ১০৬ সং পদ) এবং "বনফুলে চূড়া বাঁধে, কিবা ছলে নাট" (ঐ, ৩১৮ সং পদ)।

১২। বিরিহ-শিখর—ময়ূরপুচ্ছ।
২২। নিচোল —আচ্ছাদন বস্ত্র।
২৪। স্বর্ণনির্ম্মিত ঘণ্টিকা দ্বারা কিঙ্কিণী করা হইল।

———

[৫৯৩]

গড়া

রাধারূপ অতি দেখিয়া মুরতি
বিকল হইল তারা।
কোথা হৈতে এত রূপ লয়েছিল
এমনি মাধুরী-ধারা॥
যেমন নাগরী তেমন নাগর
এ দুই একৈক প্রাণ।
আপনার চূড়া তেমতি বান্ধিল
ইথে সে নাহিক আন॥
রাই বামকরে নাগর-শেখরে
ধরিয়া লইল কুঞ্জে।
"বস ধনী রাধা, মুরলী শিখাব
এই সে কুটীর-কুঞ্জে॥"
হরষ-বদনী ও মৃগনয়নী
কহেন হাসিয়া রসে।
"দেহ করে বাঁশী" ধনী কহে হাসি
"বৈঠহ আমার পাশে॥

যেমত বাজাও মধুর মুরলী
তেমতি শিখাও মোরে।
শিখালে মুরলী যা চাহ তা দিব
অধীন হইব তোরে॥
নহ খলপণা খলের স্বভাব
শিখাহ মুরলী-গুণে।"
হাসিরসপানে শিখাবে যতনে
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

টীকা

পঙ্‌—১২। জ্ঞানদাস-কৃত "মুরলী-লীলার" পদগুলি তুলনীয়। পদ-আরোহণ—তু°—"চরণে চরণ রাখ" (বৈ-প-ল, ২২০ পৃঃ)।

১৪। আঙ্গুলি ঘুরাহ রাধা—তু°—(অঙ্গুলি) "ধর দেখি রন্ধ্র মাঝে মাঝে" (ঐ)।

১৬। চূড়া বাঁধ ইত্যাদি—তু°—"চূড়া বান্ধ আউলায়্যা কবরী" (ঐ)। পরবর্ত্তী পদটিও দ্রষ্টব্য।

---

[৫৯৪]

গড়া

রসিক নাগর বলে—"শুন বিনোদিনি।
তোমারে শিখাব বাঁশী আমি ভালে জানি॥"
রাধা কহে—"কুটিল ছাড়িতে যদি পার।
তবে গুণ শিখাইবে শুন বংশীধর॥"
কানু বলে—"কুটিল যে জানিলে কেমনে।
ধর বাঁশী," কহে হাসি, "শিখাই যতনে॥"
রাই কহে—"বিনোদ নাগর রসময়।
ভালমতে শিখিতে আমার মনে হয়॥"
করেতে মুরলী দিলা হাসিয়া হাসিয়া।
মনের হরিষে বাঁশী শিখায় রসিয়া॥
কানু কহে—"শুন ধনী আমার বচন।
ত্রিভঙ্গ হইয়া থাক পদ-আরোহণ॥
চরণে চরণ বেড়, দাণ্ডাহ ভঙ্গিমে।
আঙ্গুলি ঘুরাহ রাধা"—বলে ঘনশ্যামে॥
কহে চণ্ডীদাস—বড় অপরূপ বাণী।
চূড়া বাঁধি মুরলী শিখয়ে বিনোদিনী॥

---

[৫৯৫]

কামোদ

নাগর চতুর-মণি।
কহেন একটি বাণী॥
"শুন, শুন, সুকুমারী রাধে।
দাণ্ডাইতে শিখ আগে॥
তবে সে ভালই লাগে।
তবে বাঁশী শিখাইব সাধে॥
ধরহ আমার বেশ।
আরহ চরণ-শেষ॥

পদের উপরে দেহ পদ।
ত্রিভঙ্গ হইয়া রও বাঁশী সনে কথা কও
বাঁশী বাও হইয়া আমোদ॥"
শুনিয়া আনন্দ বড়ি সে নব-কিশোরী গোরী
ত্রিভঙ্গিম ভঙ্গিম সুঠাম।
ধরিয়া রাধার করে নাগর রসিকবরে
অঙ্গুলি ঘুরাইতে শিখান॥

রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে অঙ্গুলি শিখাইছে বনমালী—
"দেহ ফুঁক সুকুমারী রাধা।
বাজাহ মধুর তান মন্দ মন্দ কর গান
তিলেক নাহিক কর বাধা॥"
হাসি কহে বিনোদিনী—"এবে কি শিখিতে জানি
অলপে অলপে যদি পারি।"
কহেন রসিক-রাজ— "ভালে সে পাইবে লাজ"
চণ্ডীদাস যায় বলিহারি॥

দ্রষ্টব্য :—একই পদে দুই প্রকার ছন্দ লক্ষনীয়।

বংশীবাদন

[৫৯৬]

কেদার

"অঙ্গুলি ঘুরিয়া রাই মুরলী মধুর পূর
শুনি যেন শ্রবণ পূরিয়া।
দেহ ফুঁক ধীরে ধীরে অঙ্গুলি নাড়হ রাধে"
তাহে শ্যাম দিছে দেখাইয়া॥
"রাই, হের দেখ চেয়ে মোর পানে।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে 'ও' রা-ধ্বনি করের অঙ্গুলি ঢাক
প্রথম রন্ধ্রেতে কর গান॥"
এ বোল শুনিয়া রাই শ্যাম-মুখপানে চাই
ফুঁক দিল সব রসগান।
না উঠে কোনই গান ফাঁক ফুঁক পড়ে যেন
হাসি কানু না যায় ধরণ॥
পুনঃ কহে সুনাগর— "শুনহ নাগরী গৌরি
নহিল নহিল এ না গান।
পুনঃ দেহ দৃঢ় ফুঁক বাড়ুক অনেক সুখ
পুনঃ ধনী, পূরহ সন্ধান॥"

কানুর বচন শুনি বৃষভানু-নন্দিনী
কহে রাই বিনয়-বচনে।
"প্রথম মুরলী-শিক্ষা কেবল লয়েছি দীক্ষা"
দ্বিজ চণ্ডীদাস কিছু ভণে॥

দ্রষ্টব্য :—এই বংশীবাদনও রাসলীলার প্রকারভেদ মাত্র।

---

[৫৯৭]

ধানশী

পুনরপি রাই মুরলী বাজাই
উঠিল একটি ধ্বনি।
প্রথম সন্ধান উঠিল সঘন
"কৃষ্ণ, কৃষ্ণ"—উঠে বাণী॥
কহে শ্যাম পর "বাজে অপস্বর
না উঠল রাধা নাম।
আগে গাহ ধনী, রাধা নাম শুনি
তবে সুধা অনুপাম॥"
তবে হাসি ধনী, রাজার নন্দিনী
কহিছে কানুর কাছে।
"মুরলী শিখিতে বড় সাধ আছে
শিখাহ যে আর আছে॥
তুমি গুণমণি গুণের সাগর
আমি সে অবলাজনে।
মুরলী শিখালে যাহা চাহ দিব"
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

টীকা

পঙ্—৫। অপস্বর—"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ধ্বনি উঠিয়াছে বলিয়া। রাধার পক্ষে "কৃষ্ণ" নাম বাজানই স্বাভাবিক বটে, কিন্তু কৃষ্ণের বাঁশী "রাধা নামে সাধা" বলিয়া এখানে "অপস্বর" বলা হইয়াছে।

---

[৫৯৮]

আহীর

"শুনহে নাগর গুণমণি।
এক রন্ধ্রে দুজনাতে বাজাহ ভালই মতে
যেমন মধুর উঠে ধ্বনি॥"

শুনিয়া রাধার বাণী হাসিল সে গুণমণি
মধুর বাঁশীতে দিল ফুঁক।
"রাধা-কৃষ্ণ"—দুটি নাম ধ্বনি উঠে অনুপাম
শুনিতে মধুর অতি সুখ॥

এক রন্ধ্রে দুই জনে বায়ে বাঁশী ঘনে ঘনে
মৃত তরু মুঞ্জরিতে চাহে।
যমুনার যত নীর কূলে পড়ে সু-ধীর
গান শুনি পরাণ মিলায়ে॥

রাই কহে—"শুন হরি এই সে বিনতি করি
ভাল মতে মুরলী শিখাও।
কোন্ রন্ধ্রে কোন্ কয় ফুঁক দিলে কিবা হয়
কোন্ রন্ধ্রে কোন্ রস গায়॥

দশাঙ্গুলি করে হয় সপ্তাঙ্গুলি পরিচয়
কোন্ অঙ্গুলি কিবা বোল।"
শ্যাম কহে—"শুন রাই যে হেতু শুনহ তাই
বাঁশী কিবা পরিচয় ছল॥

কাননে মধুর বলে কোন্ খানে কোন্ দিলে
আগে আছে ভাগবতে লেখা।
পূরবে সে এককালে মধুকরি আনি ছলে
তিন জনা আনি দিল দেখা॥

সেই তিন বসি তথা কহিতে কানন-কথা
সেই মধু গাগরিতে ছিল।
তিন জন অভিপ্রায় ঢালে মধু তথায়
সকল ঢালিয়া তায় দিল॥

মধুবনে সেই মধু ঢালি দিল কোন বিধু
সেই মধু উপজিল কায়।
হইয়া নারীর কায় দিব্য স্নিগ্ধ রূপ পায়
সেই রামা হইল রস ছায়॥

তবে তার শুন কথা কোন কর্ম্ম সখী হেথা
বড় পুণ্যবতী সেই নারী।
দিল তার পরিচয় মনে মনে কথা কয়"
চণ্ডীদাস বলে বলিহারী॥

টীকা

পঙ্—১৪-১৫। তু—"কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে আমার নাম॥" ইত্যাদি। (জ্ঞানদাস, বৈ-প-ল, ২২০ পৃঃ)।

১৬-১৭। হাতে দশটি অঙ্গুলি রহিয়াছে, তন্মধ্যে সাতটি অঙ্গুলি বাঁশী বাজাইতে ব্যবহৃত হয়, ইহাদের কোন্ অঙ্গুলিতে কি স্বর বাজে তাহা বল।

২০-২১। ভাগবতের ১০।২৯।৩ শ্লোকের "বনঞ্চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্" ইত্যাদির ব্যাখ্যায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"কলং ককারলকারং। বামদৃশামিতি চতুর্থঃ স্বরঃ। তয়া সহ পঞ্চদশস্বরং কামবীজং জগৌ" অর্থাৎ কল পদে ক, ল, বামদৃক্ পদে ঈ, এবং মনঃ পদে চন্দ্রবিন্দু, এই সমষ্টিতে কামবীজ ক্লীং সহ শ্রীকৃষ্ণের স্বস্বরূপভূত মহামন্মথমন্ত্র গান করিলেন। বৈষ্ণবতোষিণী টীকাতেও—"অত্র শ্লেষেণ কামবীজং জগাবিতি রহস্যং" বলা হইয়াছে। বোধ হয় কবি ঐ শ্লোক এবং তাহার টীকার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন।

২২-২৩। এইরূপ একটি আখ্যায়িকা পরবর্ত্তী ৬১০-১১ সংখ্যক পদদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে।

[৫৯৯]

সূহই

আট রন্ধ্রে আট গুণের মহিমা
পাঁচ রস করে গান।
এ রাগ-রাগিণী প্রথম আঁখর
কনিষ্ঠ আঙ্গুলি তান॥
তানে মধু আছে অঙ্গুলির কাছে
অতি সে সুস্বর বটে।
রাই-করে ধরি রসিক মুরারি
গানের মাধুরী উঠে॥
"গাও গাও কিছু মধুর মধুর
কালিয়া আঁখর শুনি।"
প্রেমরসে রাধা আবেশ হইয়া
কহেন একটি বাণী॥
রাধা-শ্যাম বলি বাজয়ে মুরলি
যমুনা উজান ধরে।
খগ মৃগ পাখী তুসারি কাননে
বাঁশীটি শুনিয়া ঝুরে॥
একবার রাই বাঁশী ফুঁক দিল
পুনঃ ফুঁক দেয় শ্যাম।
মধুর মধুর এ রাগ-রাগিণী
বাজাই অনুহিপাম॥
রাধা নাম ক্ষেপে শ্যাম নাম ক্ষেপে
যেমন রসের বাঁশী।
চণ্ডীদাস কহে— দুঁহু সে রসিক
মরমে মরমে পশি॥

[৬০০]

কামোদ

দুঁহু বাহে মধুর মুরলী।
অপরূপ দুঁহু রসকেলি॥
এক রন্ধ্রে দুজনে বাজায়।
রাধাকৃষ্ণ নাম উঠে তায়॥
রাই কহে—"শুন নাগর কান।
পূরল মনের অভিমান॥
সাধ ছিল শিখিতে মুরলী।
তাহাও শিখালে বনমালী॥"
কানু কহে—"আর কি শিখিবে।
নিশ্চয় কহিবে তুমি এবে॥"
হাসি ধনী ধরণে না যায়।
দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস গায়॥

[৬০১]

গড়া

"হেদে হে মুরলীধর না বাস আপন পর
হাসিয়া কহ না এক বোল।
যে ছিল মনের সিদ্ধি (?) তাহাই পূরালে বিধি
মুরলী শিখিল রামভূর॥ (?)
আর এক শুন কান আকুল রমণী-প্রাণ
আপনি বাজাহ নিজ বাঁশী।
শুনি গোপ সুনাগরী শুনিতে আনন্দ বড়ি
ঘুষে যেন হেন নিশি দিশি॥

মধুর মধুর ধ্বনি গাও দেখি গুণমণি
নিজ মুখে শুনিতে মধুর।
কি জানি কি গাও গুণে বিষ ভরি মুখ খনে(?)
শুনিলে দংশয়ে হিয়া মোর॥

যেই ভুজঙ্গগণ করিলেই দংশন
চেতন গেয়ান নাহি থাকে।
তেমতি তোমার বাঁশী কুল লেই হাসি হাসি
দংশন করয়ে আসি বুকে॥

কভু বাঁশী প্রেমধারা কখন ভুজঙ্গ পারা
গরল সমান কভু হয়ে।
কেন বা এমন হয় এ অবলা প্রাণ লয়"
দীন চণ্ডীদাস ইহা কয়ে॥

টীকা

পঙ্—১৭। তু°—"শ্রীকৃষ্ণের বংশীকা কর্ত্তৃক দংশিত হইয়াছেন" (বিদগ্ধমাধব, ৬৯ পৃঃ)।

১৮। প্রেমধারা—যেহেতু ইহা "শব্দামৃতপ্রবাহ উদ্গিরণ করে" (ঐ, ৬৬ পৃঃ)। ভুজঙ্গ পারা—কারণ হৃদয়ে দংশন করে। গরল সমান—যেহেতু ইহা অভিলাষের তীব্র জ্বালা উৎপাদন করে।

---

[৬০২]

গড়া

হাসিয়া নাগর চতুর-শেখর
রাধারে কিছুই বলে।—
"কহিল সকল তোমার গোচর
বাঁশীর বচন-ছলে॥

কখন কখন বাজয়ে কেমন
কখন মধুর সম।
কখন কখন গরল সমান
গাইতে হইয়ে ভ্রম॥

কোন অভিলাষে বাজয়ে কেমন
না জানি ইহার রীত।
মধুর মধুর বাজয়ে সুস্বর
কত আনন্দের গীত॥

বাঁশী পরবশ নহে নিজ বশ
কখন হয়নি ভাল।
বাঁশীর চরিত বুঝিতে না পারি
তুমি বা কি আর বল॥

তুমি কি জানিবে মধুর মুরলী
নহে পরিচয় তায়।
বাঁশী আগে কর বশীভূত পনা
তবে কিবা রস হয়॥

যখন না ছিল পরিচিত রাধা
এবে হল জানাশুনা।"
চণ্ডীদাস বলে— আমি জানি ভালে
যে দেহ দুকুলে হানা॥

নিধুবনে কিশোরী রাজা

[৬০৩]

শ্রী

সব গোপীগণে কমল-নয়ানে
কহিল একটি বাণী।
"হেন শুন আসি,"— কহে হাসি হাসি
এক মনে অনুমানি॥

কহে গোপীগণ হরষ বদন
কহেন নাগর রায়।
"কি হেতু হৃদয় করল নাগর
কহ না শুনিতে তায়॥"
"মনের বেদনা মরমের খেলা
কহিল সবার কাছে।
এক অভিলাষ মনের মানস
ইহাই কহিতে আছে।"
"কহ না বিচারি,"— কহিল নাগরী
চাহিয়া নাগর-পানে।
কহিতে লাগিলা রসের রসিক
উগারল যেবা মনে॥
"এই বৃন্দাবনে রতন-আসনে
রাধারে করিব রাজা।
রমণী-মাঝারে জয় জয় দিয়া
বাঁধিয়া রাখিব ধ্বজা॥
সবার মাঝারে ছত্র দণ্ড দিব
ধরিয়া আড়ানি মাথে।"
চণ্ডীদাস বলে— অদভুত লীলা
ইহা বা বুঝিবে কতে॥

টীকা

পঙ্—১-২। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিলেন।

৪। আমার মনে এক বাসনার উদয় হইয়াছে।

৭-৮। তোমার হৃদয়ে কি বাসনার উদয় হইয়াছে তাহা বল।

১১-১২। আমি আর সকল কথাই তোমাদিগকে বলিয়াছি, কিন্তু মনের একটি বাসনা সম্বন্ধে এখনও বলা হয় নাই।

১৬। উগারল—উদিত হইল।

দ্রষ্টব্য :—২৩শ পঙ্ক্তির "অদভুত লীলা"য় আর এক প্রকার রাসের সূচনা হইতেছে।

---

[৬০৪]

শ্রী

এ বোল শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া
কহেন গোপের নারী।
"বড় অদভুত শুনিল বেকত
ইহা পরমাদ বড়ি॥"
ভাল ভাল বলি বলে গোপীগণ
"যাহাই করিবে তুমি।
সেই সত্য ফল সেই সে সুদিন
কি আর বলিব আমি॥"
কেহ বলে—"শুন নাগর মোহন
না দেখি না শুনি কানে।
রাধারে রাজত্ব দিবে সে বেকত
দেখি যে মনের সনে॥"
আনন্দ অথির হইয়া নাগরী
কহেন কানুর পাশে।
রাধা পাঠাইয়া সকল গোপিনী
বদনে বসনে হাসে॥
অপরূপ লীলা কিবা সে সৃজিলা
রসিক নাগর কান।
এমন আনন্দ রসের লহরী
চণ্ডীদাস গুণ গান॥

---

[৬০৫]

কাফি

কেহ কেহ গোপী যমুনার নীরে
তুলল পঙ্কজফুল।
কোন গোপী তুলে নানা সে কুসুম
সুষম মৃণাল ফুল॥

কোন গোপী তুলে চাঁপা নাগেশ্বর
মল্লিকা মাধবী লতা।
কানড়া কুসুম ধাতকী সুষম
তুলল ঝামরু পাতা॥
কুন্দ করবী আমলি সুন্দর
চম্পক কেতকী বেলি।
কিবা মনোহর তুলল গোলাপ
তাহে সুন্দর চামেলী॥
নানা জাতি ফুল তুলল সুন্দর
নাগরী গোপের রামা।
কেহ করে ডালি গাঁথে বনমালা
নিকুঞ্জ সহরে জানা॥
নিকুঞ্জ-বেদিকা বেড়িয়া রোপল
সুন্দর কদলীদল।
সুবর্ণের ঘটে বারি সে পূরল
আমশাখা তার পর॥
কোন ব্রজনারী এ তৈল-হলুদি
বিবিধ সৌরভ করি।
নানা গন্ধ আদি আছিল যে বিধি
বসাইল আসন 'পরি॥
সহস্রধারা করি তাহা বারি ঢারি
স্নান করাইল গৌরী।
নানা বেদ-ধ্বনি করিয়া গোপিনী
সবাই মগন কেলি॥
জয় জয় ধ্বনি যতেক গোপিনী
দেওলি নিকুঞ্জ-মাঝে।
বিনোদ নাগর অভিষেক করে
শঙ্খ ঘণ্টা যোড়া বাজে॥
স্নান সমাধি রাধারে লইয়া
করত বেশের শোভা।
বিনোদ পাগুড়ি বিনোদ বন্ধান
বান্ধল আনন্দ লোভা॥

তাহে আরোপিত মাণিকের ঝুরি
দেওল পাগুড়ি পাছে।
তনু-আচ্ছাদন নীল তনুত্রাণ
অতি সে রঙ্গিম কাছে॥
তাহে সে বান্ধল নেতের পটুকা
বেড়ল ভালই তাথে।
চণ্ডীদাস অতি দেখিয়া মূরতি
যৈছন চাঁদের মতে॥

---

[৬০৬]

মালব

অসীম সুসর সাজল সুন্দর
নবীন কিশোরী গোরী।
মঙ্গল-বচন যত ব্রজজনা
কুঞ্জেতে লইল সরি॥
রত্ন-সিংহাসনে বসাই যতনে
উজল করল রাধা।
হুলাহুলি দিয়া যত গোপীগণ
আনন্দে নাহিক বাধা॥
কেহ শিরে দেই দূর্ব্বাদল আনি
কেহ সে দিছেন ধান।
কেহ কেহ ফেঁকে শিরের দুপাশে
গুবাক সুগন্ধ পান॥
নানা ফল পুষ্প দধি মীন ঘট
রাখল সম্মুখে ধরি।
রতন প্রদীপ জ্বালল দুসারি
হেম ঘটে থাপি বারি॥

মলয়-চন্দন মৃগমদ ঘন
অগোর কস্তূরী চুয়া।
নিকুঞ্জ-মাঝারে কুটীর-ভিতরে
ডারল গোপিনী লয়া॥
সুগন্ধ কুসুম বিছাই চৌদিকে
অতি সে সৌরভ বাসি।
মধু-লোভে অলি লাখ লাখ কোটী
তাহাতে উড়িয়া বসি॥
নানা বাদ্য বাজে তাল মান রসে
মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি বীণা।
শঙ্খ করতাল মদন-ভেউর
রবাব খঞ্জরি পিনা॥
পাখোয়াজ বাজে কাহাল রসাল
বেণুর শবদ রসে।
বাঁশী করতাল এ সব মণ্ডল
ঘণ্টা কলরব শেষে॥
এই সব যন্ত্র বাজয়ে সুতন্ত্র
জয় জয় উঠে ধ্বনি।
মঙ্গল সুচার বেদ সে বিধান
করল যতেক ধনী॥
বৈঠল কিশোরী আসন উপরি
রাজ-আভরণ সাজে।
জয় জয় দিল গোপিনী-মণ্ডল
রাধিকা করল মাঝে॥
ময়ুর ধরিল আড়ানি শিরেতে
ময়ুরী ধরিল তা।
ফেকন ধরিয়া রাই শিরে দিয়া
এই দুই রহল তথা॥
রাজভাট ডাকে কোকিলা কোকিল
ডাহুকি ডাহুক বলে।
ভ্রমর-ঝঙ্কারে শানাই শবদ
তাহা সে গাইল ভালে॥
চণ্ডীদাস বলে— অপরূপ লীলা
কুঞ্জে রাধা ভেল রাজা।
রমণী-মাঝারে রমণী-মোহন
বাঁধিয়া দিল যে ধ্বজা॥

টীকা

পঙ্‌—৪। সরি—সংস্কার করিয়া।
১১। ফেঁকে—নিক্ষেপ করে।
২০। ডারল—নিক্ষেপ করিল, ঢালিল।
২৭। মদন-ভেউর—কামোদ্দীপক ভেউর (বংশী বিশেষ)।
৪১। আড়ানি—আবরণ।

---

[৬০৭]

মঙ্গল

নিকুঞ্জ-সহর সব গোপীগণ
সাজাইল সারি-সারি।
দুদিকে কুটীর আয়ারি বান্ধল
রসিক চতুর ধারী॥
বাজার দুসারি যত ব্রজনারী
সহরে বৈঠল তারা।
চিত্রা দেবী ভেল রাজ কারবার
ঐছন সবার ধারা॥
সহর-কোটাল হইল রসাল
এ নব-নাগর কান।
রাজকর সাধে রসিক নাগর
মনে ভেল অনুপাম॥

কোটাল প্রহরী রসিক নাগরী
সাধয়ে রসের দান।
* * * * * *
* * * * * ॥
রাজার দোহাই দোসারি ফিরাই
ফিরিয়া চলত তাই।
করহ চৌদল ফিরাই সুন্দর
রচহ উপায় এই ॥
এ নব নাগরী চৌদল করল
রাধা চড়াইল তায়।
লইয়া সহরে ফিরায় সুন্দরী
দীন চণ্ডীদাস গায় ॥

---

[৬০৮]

কেদার

সহর ফিরায়ে ধনী রমণীর শিরোমণি
লীলাবতী চামর ঢুলায়।
চম্পাবতী আদি নারী এ নব অষ্ট নারী
সেবা করে মনে অভিপ্রায় ॥
ফিরাইল বিনোদিনী নব নব গোপিনী
সবে লয়ে গেল সেই কুঞ্জে।
এই লীলা রচে কান আইল সে কুঞ্জধাম
দেখ ইহা সব নবপুঞ্জে ॥
করিতে রাসের রস মদনে হইয়ে বশ
রচিলা নাগরবর কান।
কহেন রসিক রায়— "মোর মনে হেন ভায়
বিন্ধল মদন-শর বাণ ॥"

পুনঃ ধনী করে বেশ বাঁধল চাঁচর কেশ
বেণীর বন্ধান করে ছাঁদে।
নব মল্লিকার মাল বেড়িয়া কনকজাল
মানিক কোঁপনি দিয়া বাঁধে ॥
সিঁথায় সিন্দুর শোভা যেমন রবির আভা
তাহে শোভে চন্দনের বিন্দু।
মেঘ হইতে যেন শশী আসিয়া যেমন বসি
কত ঘটা ছটা কোটী ইন্দু ॥
অধর রাতুল দেখি হিঙ্গুল কিসে বা লখি
নাসার বেশর ঝলমল।
কাঁচুলি সে অনুপাম বেড়িয়া মুকুতাদাম
অনুপাম কি তার সুন্দর ॥
নানা আভরণ সাজে কিঙ্কিণী সুচারু বাজে
চরণে নূপুর করে ধ্বনি।
কি আনন্দ দেখি তায় মনমথ মুরছায়
চণ্ডীদাস যাইছে নিছনি ॥

দ্রষ্টব্য :—"করিতে রাসের রস" (পঙ্—৯) উক্তিতে বুঝা যায় যে, কবি ইহাও রাসের অঙ্গীভূত করিয়াছেন।

টীকা

পঙ্—৯-১০। এই পালাটিতে রাধাকৃষ্ণের মিলনে রাসের পরিকল্পনা রহিয়াছে। পরবর্তী পালাতে ভাগবতের অনুকরণে নৃত্যগীতাদি সহ রাস অনুষ্ঠিত হইয়াছে, বস্তুতঃ ঐ পালাটি রাসপঞ্চাধ্যায় অনুসরণ করিয়াই রচিত হইয়াছিল। কবি নিজেও ইহা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন (৫৩৯ সং পদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই পালাতে রাধার মান, বংশীবাদন, নিধুবনে কিশোরী রাজা ইত্যাদি বিষয়ে কবি নানাপ্রকার নূতনত্বের সমাবেশ করিয়াছেন। রাসের এই নূতনত্বও লক্ষণীয় বিষয়।

১৩-১৪। এখন রাধা "রাজবেশ" পরিত্যাগ করিয়া মিলনের বেশে সজ্জিত হইতেছেন।

---

[৬০৯]

কেদার

শ্যাম-বামে বৈঠল কিশোরী।
মেঘে যেন মিশয়ে বিজুরি॥
সোনার কমলে মধুকর।
তেমতি সাঙ্গল কলেবর॥
দুঁহু রূপ না যায় কথন।
কোটী কোটী মুরছে মদন॥
সহচরী কুঞ্জ-নিকেতনে।
কেহ করে চামর ব্যজনে॥
কেহ চন্দন দিছে গায়।
কেহ চুয়া চন্দন যোগায়॥
কেহ করে পাখা মন্দ বায়।
চণ্ডীদাস দুঁহু গুণ গায়॥

যুগল-রূপ

[৬১০]

মঙ্গল

দেখ দেখ সখি চাহিয়া দু আঁখি
কিশোর-কিশোরী-শোভা।
যেমন ঘনেতে বিজুরি বেঢ়ল
কি দেখি বরণ-আভা॥
সখীগণ কহে— "হেন মনে লয়ে
মেঘ আসি কিবা নামে।
গগন হইতে আসি আচম্বিতে
কলপ-তরুর ঠামে॥"
কোন সখী কহে— "এই ঘন নহে
ও দেখি শ্যামের দেহা।
বিজরি বলিয়া দেখিলে ভালিয়া
ওরূপ কিশোরী সেহা॥
যার অপরূপ দেখিনু স্বরূপ
কহিলে কি জানি কি হয়।
দুহু অনুপাম বেশের আভাতে
বৃন্দাবন শোভাময়॥
এক তরুবর কালিয়া বরণ
আর তরুবর গোরা।
বড় অদভুত কি হেতু ইহার
বিচারি কহ না তোরা॥"
সখীর বচনে আর সখী তাহে
চাহিল বনের পানে।
দেখিল বেকত আধ সে গউর
আধ সে কালিয়া সনে॥
এক সখী ছিল চেতন গোয়ালী
বিচারি কহিছে তায়।
"এ কথা কহিতে কাহার শকতি
কে না পরতীত যায়॥
রসের সায়র রূপের দরিয়া
তাহে আছে এক সুধা।
সেই সুধা আনি বিহি সে রাখিল
বেকত করিয়া জুদা॥
আর কূপ মাঝে সে ছিল অমিয়া
লইল যতন করি।
সেই দুই সুধা বিহি সে আনন্দে
রাখল একক ধরি॥"
চণ্ডীদাস কহে— অপার চাতুরী
কে জন বুঝিবে ইহা।
বিহি সে রসিয়া তাহাতে পশিয়া
গড়ল দোঁহার দেহা॥

টীকা

পঙ্‌—৫-৮। তু°—"বড় অদভুত দেখি যে বেকত, মেঘ নামে আচম্বিতে" (প্রথম খণ্ড, ১১৮ সং পদ, এবং ১৪৩ সং পদ)।

২৯-৩৬। এই পদে এবং পরবর্ত্তী পদে রূপ, রস ও সুধা লইয়া বিধাতা কর্ত্তৃক রাধাকৃষ্ণের দেহ গঠনের বর্ণনা করা হইয়াছে।

---

[৬১১]

সুহই

"দুই সুধা লয়ে বিহি গেল ধেয়ে
গড়ল মূরতি দুই।
কুন্দন সুন্দর অতি মনোহর
মূরতি হইল সেই ॥
যখন গড়ল প্রথম পৃথক্
নিরমাণ কৈল দেহা।
সম্মুখে আছিল রূপের সুধায়ে
পড়িল কাজর রেহা ॥
সেই সুধা লয়ে গড়ল মূরতি
কালিয়া হইল শ্যাম।
আর সুধা ছিল আন ঘটে পূরি
তার কহি পরমাণ ॥
তবে সেই বিহি গড়ল মূরতি
অনেক যতন করি।
চামস করকলা (?) পড়ল তাহাতে
তাহাতে হইল গৌরী ॥
বিহি নিরমিয়া চলল সেখানে
যেখানে রসের নদী।
সেই নদীজল ধোয়াল সুন্দর
মাজল বেকত সিধি ॥
কোনখানে কৈল সেই সে সম্পদ্
এ তিন ভুবনে ধাতা।"
চণ্ডীদাস বলে— এই দুই মূরতি
কে জানে এ সুখ-কথা ॥

---

[৬১২]

ধানশী

এক এক দেহ দেহের গণন
এ দেহ আছয়ে বহু।
নব নব শত সহস্র পূরিত
অনন্ত সমন্দ কহু ॥
কোন অঙ্গ কোন করত সেবন
সহস্র পুটকে ছটা।
ইন্দু বিন্দু বিন্দু বিষহ আভাষ (?)
বৈগ সে সব ঘটা ॥
সাত পুট ঘাট সারল্য শব্দক
চিহ্ন চিহ্ন অতিশয়।
এক এক দেহ দেহ ভিন্ন নহে
দেহে রসভার হয় ॥
কোন সে স্বভাবে কিসে কোন রতি
রতির আর্ত্তিক কত।
কোন সে প্রধানে কোন সে বেকত
কোন সে মোক্ষক যত ॥
চারি চারি চারি অঙ্গ অঙ্গ বহু
এ অঙ্গ কে রতি পায়।
চণ্ডীদাস কহে— কোন কোন জন
কেহ সে খুঁজিয়া পায় ॥

---

[৬১৩]

এই সব তত্ত্ব কহিল বেকত
ইহা কে কহিতে পারে।
ছায়ার মুকুর দেহ সে দেখহ
এ কথা দেখিবে ছলে ॥
কালার ছটায়ে কালারূপ ধরে
এ সব তরুর কুলে।
গৌর দেহেতে গৌর বরণ
ধরিয়াছে অবহেলে ॥
সখীর বচন হাসিয়া সঘন
সকলি গৌর দেখি।
আপনার দেহ দেখল গৌর
দেখল সকল সখী ॥
নিকুঞ্জ-ভুবন সেই ত গৌর
গৌর কালিয়া কানু।
সকল গৌর দেখল বেকত
গৌর আপন তনু ॥
সকল গৌর দেখিয়ে সখিনী
মনেতে লাগল ধন্দ।
চণ্ডীদাস কহে— ও নব নাগর
গৌর হইল কৃষ্ণ ॥

দ্রষ্টব্য :—এখানে চৈতন্যাবতারের আভাস রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

---

[৬১৪]

সুহই

তৈখনে দেখল আর অপরূপ
তমাল তরুর গাছে
সে গাছে কতেক চাঁদ ফলিয়াছে
দেখি অদভুত সাজে ॥
কোথা হতে এল এত শশধর
অরুণ সেখানে কেনে।
ময়ূর ফণীতে একত্র দেখিয়ে
কি হেতু ইহার সনে ॥"
সখীর বচন শুনিয়া তখন
কহেন কোন বা সখী।
"ও নব তমাল ও নব কিশোরী
তাহাতে বেড়িয়া থাকি ॥
ফুলে ফুলে এক দেখ পরতেক
ভুজঙ্গ না হয় এই।
ভুজঙ্গ সমান রাধার বেণী সে
দোলনা হইছে ওই ॥
বিধু যত দেখ ও নখ-চন্দ্রক
উপমা গণিব কিসে।"
দুঁহু দুঁহু ওই লখিতে লখই
কহেন এ চণ্ডীদাসে ॥

টীকা

প্রথমখণ্ডের ১৪৩ সং পদ এবং তাহার টীকা দ্রষ্টব্য।

---

[৬১৫]

কল্যাণ

সকল গোপিনী মোহিত হইল
দেখিয়া দোঁহার রূপ।
ক্ষেণে ক্ষেণে সুখ আনন্দ বাড়িছে
প্রেমের রসের কূপ ॥

হের দেখ দেখি নয়ান ভরিয়া
কি শোভা আনন্দ বড়ি।
এ দুটি নয়ান তা পানে না রহে
পিছলি পড়য়ে ছড়ি॥
কোন সে বিধাতা রূপ নিরমিল
এমন রসের সার।
ও রূপ-লহরী দেখিতে কি দেখি
কেবল অমিয়া ধার॥
এত দিন বসি গোকুল-নগরে
না দেখি এমন জনা।
নিকুঞ্জে শোভল এত রূপ যেন
কেবল কালিয়া সোনা॥
ভাবের আবেশে ও নব নাগরী
সুখের নাহিক সীমা।
চণ্ডীদাস বলে দোঁহার রূপেতে
মোহিত ব্রজের রামা॥

---

[৬১৬]

কামোদ

রাই শ্যাম একই পরাণ।
হেরি নাগর ধরণে না যান॥
শ্যাম-অঙ্গেতে অঙ্গ হেলাইয়া।
বাহু বাহু আছয়ে বেড়িয়া॥
সোনায় সোহাগা যেন মিলে।
তেমতি নাগরী নাগর-কোলে॥
এক অঙ্গ দুহু নহে ভিন।
চণ্ডীদাস দেখি নিশিদিন॥

---

[৬১৭]

কামোদ

দেখ অপরূপ' সিয়া।
ধরণী উপরে এ চারু পঙ্কজ
দেখ যে নয়ানে চায়া॥
পঙ্কজ উপরে বিশ শশধর
চাঁদের উপরে গজ।
এ চারি গজের উপরে যুগল
কেশরী শোভিত রাজ॥
কেশরী উপরে এ দুই সায়র
সায়র উপরে গিরি।
গিরির উপরে এ দুই তমাল
চারু শাখা তাহে ধরি॥
তাহে এক শুন একটি তমাল
নবঘন সম দেখি।
একটি তমাল সোনার বরণ
শুন গো মরম সখী॥
তাহে ফলিয়াছে অরুণ-বরণ
এ চারু উত্তম ফল।
ফলের ভিতরে ফুল ফুটিয়াছে
নাহি তার শাখা দল॥
তাহার উপরে কিরের বসতি
তা পরে চকোর চারি।
তা পরে চাঁদের এ দুই বৈসত
পিতেই তাহার বারি॥
তাহার উপরে বিধু সে অরুণ
তা পরে ময়ুর অহি।
চণ্ডীদাসে দেখি মোহিত মানল
এ কথা জানিবা কহি॥

টীকা

পঙ্‌—২। পঙ্কজ—পদকোকনদ।
৪। বিশ শশধর—রাধাকৃষ্ণের বিংশ পদনখচন্দ্র।
৫। গজ—গজশুণ্ডাকৃতি উরু চতুষ্টয়।
৭। কেশরী-শোভিত—সিংহের ন্যায় সরু কটিদেশ।
৮। সায়র—নাভী-সরোবর।
৯। গিরি—নিতম্বদেশ।
১০। তমাল—দেহতরু।
১১। চারু শাখা—চার হাত।
১৩। কৃষ্ণের বর্ণ।
১৪। রাধার বর্ণ।
২৬ ১৭। অরুণ-বরণ ফল—বাঁধুলীর ন্যায় ওষ্ঠ চতুষ্টয়।
১৮-১৯। কুন্দ কলিকার ন্যায় দন্তরাজি।
২০। কির—কীরের চঞ্চুর ন্যায় নাসিকা।
২১। চকোর চারি—তৃষিত চারি চক্ষু।
২২। চাঁদের এ দুই—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ললাটদ্বয়।
২৪। বিধু ও অরুণ—চন্দন ও সিন্দূরের ফোঁটা।
২৫। ময়ূর অহি—কৃষ্ণের ময়ূরপুচ্ছ এবং রাধার সর্পাকৃতি শিরোভূষণ।

এইরূপ বর্ণনা প্রথম খণ্ডের ১৪৩ সং পদেও আছে।

---

[৬১৮]

সুহই-মঙ্গল

দেখ নব কিশোর কিশোরী।
ও নব নাগরী দেখ নাগরের কোলে গো
অঙ্গে অঙ্গে আছয়ে পসারি॥
নবঘন যেন শ্যাম রাই সে চম্পকদাম
দুঁহু তনু এ দুই সমান।
মত্ত করিবর কাছে যেমন কুরঙ্গ রাজে
মত্ত ভৃঙ্গ কুসুম সুঠাম॥
শিখিপুচ্ছ উড়ে বায় এক বেণী শোভা পায়
এক কপালে শশধর ধরে।
আর কপাল-মাঝে কিবা সে অরুণ সাজে
নীল পীত বসন সুন্দরে॥
বলয়া বাহুটি টার আর বৈসে মতিহার
বেশর সে আভরণ সারা।
এ মণি-মঞ্জরী পায় তাহে সে পঞ্চম গায়
আর পদে নূপুর বিকারা॥
দুঁহু সে মধুর হাসি অমিয়া বরিখে রাশি
বৃন্দাবন কি শোভা আনন্দে।
চণ্ডীদাস বলে ভাল দুঁহু রূপে করে আলো
গোপীগণ মোহিত সানন্দে॥

---

[৬১৯]

সুহই-মঙ্গল

এ নব নাগর গুণের সাগর
রাধার বদন হেরি।
হাসি রসে রসে অমিয়া বরিষে
বামে শোভিয়াছে গৌরী॥
দেখ দেখ রূপ' সিয়া।
কোন বিধি এত রূপ নিরমিল
কে জানে কি সুধা দিয়া॥
এত রূপখানি কেমনে গড়ল
ধন্য সে রসিয়া জনে।
কোন বিধি এত রূপ নিরমিল
কুন্দল মনের সনে॥

শুভক্ষণ দিনে অমিয়ার সনে
মুখেতে দিয়াছে ঢালি।
চণ্ডীদাস কহে তুঁহু রূপখানি
হিয়াতে রাখিয়া ভালি॥

---

[৬২০]

সুহই-মঙ্গল

"শুন গো মরম সই, কি রূপ দেখিনু ওই
* বেশ কি দিব তুলনা।
হেন মোর মনে লয় কি আর কুলের ভয়
মনে রহে বড়ই ঘোষণা॥
হেন মনে করি সাধ যদি নহে পরমাদ
গুরুজনে কতহুঁ ডরাই।
হিয়া ফাড়ি যথা তনু রাখিতে কালিয়া কানু
সেইখানে করিতাম ঠাঁই॥
নারীজন্ম করে বিধি নহে এই গুণনিধি
নিশি দিশি রাখিমু সম্মুখে।
যেখানে মরম-স্থান রাখিতাম সেইখান
না পাইয়া শেল রহে বুকে॥
শাশুড়ী ননদী পাপ তারা দেয় বড় তাপ
উচ কথা না পাই কহিতে।"
চণ্ডীদাস কহে তায় হেন মোর মনে ভায়
এ কথা না গেল মোর চিতে॥

দ্রষ্টব্য:—মিলনের পরবর্ত্তী রাধার এইরূপ উক্তি দানলীলার (প্রথমখণ্ড, ১৪৫-৭ সং পদে) পালাতেও রহিয়াছে।

টীকা

পঙ্—৭-৮। তু°—"এ বুক চিরিয়া যেখানে হৃদয়, সেখানে তোমারে থুব।" (জ্ঞানদাস)।

---

[৬২১]

রসিক নাগর চতুর শেখর
করিতে রসের রঙ্গ।
মনমথ যেন কুঞ্জর ছুটল
রমণী মোহিতে সঙ্গ॥
ধৈরজ না মানে আন নাহি শুনে
মত্ত চিত্ত ভেল তায়।
নাগরী সকল দেখিয়া বিকল
কটাক্ষ লহরে চায়॥
ঈষৎ হাসিয়া নাগর রসিয়া
করিতে রমণ-কেলি।
যেমন কুসুম দেখিয়া সুষম
লোভিত হইলা অলি॥
যেন করিবর করিণী দেখিয়া
ধৈরজ নাহিক মানে।
মত্ত মৃগ যেন মৃগিনী দেখিয়া
ছুটিয়া বুলয়ে বনে॥
তৈছন লুবধ মাধব মুগধ
মোহিতে তরুণীগণে।
অতি রাসলীলা নাগর রচিলা
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

টীকা

পঙ্—১৩-১৪। তু°—জিম জিম করিণা করিণিরে রিসঅ" (চর্য্যা, ৯)।

১৯২০। এখানে আর এক প্রকার রাসলীলার অবতারণা করা হইয়াছে। ভাগবতে যে রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অনুকরণে কবি প্রথম পালাটি রচনা করিয়াছিলেন (পরবর্ত্তী পালা দ্রষ্টব্য), কিন্তু এই দ্বিতীয় পালায় "নিধুবনে কিশোরী রাজা", (৬০৩ সং পদ), "রাধা-কৃষ্ণের মিলন", (৬০৮ সং পদ), এবং "নব কুঞ্জর-লীলা"

(৬২৫ সং পদ) প্রভৃতিতে কবি বিবিধ নূতন ধরণের রাসের পরিকল্পনা করিয়াছেন। (প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য।)

---

[৬২২]

বিহাগড়া

নিকুঞ্জ-শোভিত কি রস-কেলি
এ মণিমণ্ডপ করিয়া মেলি
রতন-মণ্ডিত পরেশ দোল
স্তম্ভ সুচারু গড়ল ভাল
রতন মন্দিরে শোভিতে।
ঝঝর ঝলকে এ চারু পাশ
মুকুতা দুসারি গাঁথনি সার
গন্ধ মল্লিকা যাতি সুবাস
কুঞ্জ-কুটীরে চৌদিকে ভাল
সুগন্ধে আমোদে মোহিতে।
চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গান
চকোর চকোরী পাওত তান
হংস হংসী কর জোড়েতে ফিরত
নিকুঞ্জ মাঝে মাঝে ঘুরি
মণ্ডলগণ সারিতে।
ময়ূর ময়ূরী সরস ভাল
কোকিল ডাহুকা ডাকে রসাল
শারী শুক পিক ডাকত সার
জয় জয় কৃষ্ণ মোহিতে॥
হরিণ হরিণী সারস পাখা
ভূলোক গগন ফেরত আঁখি
যৈছে দিক উপর রেখি
সুচারু গমন করত কেলি
হেরি নয়ন মোহিতে।
চামর চামরু কুঞ্জর-রাজ
দেওত নিকুঞ্জ-মন্দির মাঝ
তাহাতে সাজল [নাগর] রাজ
তাহার বামে নারী গৌরী
হেরি চণ্ডীদাস গাইতে॥

---

[৬২৩]

বিহাগড়া

ফুটল ফুল মাধবী যাতি
পারুল কিংশুক ধাবক ভাতি
কেতকী কুন্দ কদম্ব পাঁতি
ধরণী-লম্বিত রসাল ফুল
বরণ কুসুম-কাননে।
কেয়া আমলকী পলাস ফুল
ফুটল মল্লিকা দুসারি কুল
করবী গুলাল সৌরভ-পূর
গন্ধে আমোদ কাননকুঞ্জ
মধুকর-কর শোভনে॥
বাঘনখি আর কুবল আদি
ফুটল ফুল সব সমাধি
চণ্ডীদাস গুণ গাওত সাধি
অপরূপ রূপ কাননে।
গাওত কতেক তান মান
হেরি মূরতি রসের প্রাণ
অতি মগন এ পাঁচবাণ
রসিক নাগর শোভনে॥

---

[৬২৪]

কামোদ

যন্ত্র তন্ত্র তাল মান
অখল রমণী করত গান
মগন হইয়া গাওয়ে বাওয়ে
বরজ রমণী ধনী।
ঝাঝরি গান মৃদঙ্গ তান
ররাব ঠমকি তান মান
মুরজ কেরি ভেরী বায়
দৃমি দৃমি ঘন বাজনি ॥
বীণা বেণু সব মণ্ডলী গায়
পাখোয়াজ সব কি গতি বায়
সুন্দরী পিনাক মধুর গাওনি।
চণ্ডীদাস দেখি মগন তায়
গোপীর মণ্ডলী কি শোভা পায়
আনন্দ বড়ি সে রসের সার
ফেরি ফেরি মগন চিত
বিসখ বিহ্বল কামিনী ॥

দ্রষ্টব্যঃ—এই সকল পদের অস্পষ্টতা বোধ হয় পরবর্ত্তী পুথিলেখকগণের অসতর্কতায় হইয়াছে।

[৬২৫]

ধানশী

নাগর নাগরী প্রেমের গাগরী
এ দুই গমনসরে।
ধরিয়া নাগরী নাগরের কর
নিকুঞ্জ মাঝারে ফিরে ॥
এ নরকুঞ্জর আকার সুন্দর
দেখিয়া নাগররাজ।
এক শত নারী কুঞ্জর-আকার
আসিয়া মিলিল মাঝ ॥
তা দেখি নন্দের নন্দন-আনন্দ
চরিয়া কুঞ্জর 'পরে।
রাধা শ্যাম তাই চড়ল তাহাই
বিহার করই তারে ॥
কুঞ্জর-কামিনী বরজ-রমণী
ফিরই যে কুঞ্জে কুঞ্জে।
এই রস-কেলি করে দুই জনে
সকল কাননপুঞ্জে ॥
চণ্ডীদাস দেখি আনন্দ-মগন
সুখের নাহিক ওর।
নাগর নাগরী প্রেমের লহরী
মনমথে হল ভোর ॥

দ্রষ্টব্য :—এখানেও আর এক প্রকার "রস-কেলি" (পৃ—১৫) বা রাসলীলার সূচনা হইতেছে।

[৬২৬]

কেদার

দেখ দেখ অপরূপ।
এ নর-কুঞ্জর শোভিছে সুন্দর
বড় আনন্দের কূপ ॥
নিকুঞ্জ-ভবনে বিলাসি সঘনে
লহরী মদন ভাতি।
মদন দংশল হিয়ার মাঝার
হেরিয়া ধবল রাতি ॥

যখন মোহিত গোপিনী মোহিতে
তেজিয়া কুঞ্জের বাস।
বিহ্বল মদন ধানুকী ধনুক
ছাড়িয়া নাগর-পাশ ॥
পরের রমণী নিশিতে গমন
জানিয়া নাগর রায়।
* * * * * *
* * * * * ॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের ৫০৯ সংখ্যক পদ। ইহার পাদটীকায় নীলরতন বাবু লিখিয়াছেন—"এখান হইতে মূল পুথির ৮টি পাতা নাই। * * * ৪০টা পদ বাদ গিয়াছে।" অতএব এই পালাটির পরিসমাপ্তি কিরূপে হইয়াছিল, তাহা জানা যাইতেছে না। ইহার পরে রাসের প্রথম পালাটি সন্নিবিষ্ট হইল।

এইরূপ কুঞ্জরলীলার ছবি ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে মুদ্রিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস এই লীলার প্রবর্ত্তক হইলে, ইহা তাঁহার সময়সম্বন্ধে ধারণা করিবার পক্ষে সাহায্য করিতে পারে। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

রাসলীলা

ভাগবতের অনুকরণে রচিত

প্রথম পালা

প্রবেশিকা

নীলরতন বাবু তাঁহার চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৫০৯ সংখ্যক পদের (পূর্ব্ববর্ত্তী ৬২৬ সং পদ দ্রষ্টব্য) পাদটীকায় লিখিয়াছেন—"পরবর্ত্তী (অর্থাৎ তাঁহার গ্রন্থের ৫১০ সং পদ, এবং এই গ্রন্থের ৬৬০ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য) পদ পড়িয়া বুঝা যাইতেছে যে, কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনমধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, পথে ক্লান্তি বোধ হওয়ায় তিনি তাঁহাকে কাঁধে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। তাঁহার অহঙ্কার হইয়াছে বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহসা অদৃশ্য হন।"

এই ঘটনাটি ভাগবতেও বর্ণিত রহিয়াছে (ঐ, ১০।৩০।৩১-৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৩৯ সংখ্যক পদে দীন চণ্ডীদাস বলিয়াছেন যে, তিনি ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় অনুসরণ করিয়া একটি পালা পূর্ব্বেই রচনা করিয়াছিলেন। গোপীকে কাঁধে করিবার প্রসঙ্গও রাসপঞ্চাধ্যায়ের অন্তর্গত। অতএব এখানে দীন চণ্ডীদাস-রচিত রাসলীলার প্রথম পালাটির ঘটনাবিশেষের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। তারপর নীলরতন বাবু ১৩০৫ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় রাসলীলার যে পালা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার প্রথম পদটি "রমণীমোহন, রমণী মোহিতে" ইত্যাদি রূপে আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সংখ্যক পুথিতেও ঐ পালাটি ঐ পদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব চণ্ডীদাসরচিত রাসের একটি পালা যে এইরূপে আরম্ভ হইয়াছিল তাহাও বুঝা যাইতেছে। [অন্য একটি (অর্থাৎ গৌণরাসের পরে রচিত) পালা যে, "শারদপূর্ণিমা, নিরমল রাতি" ইত্যাদি ক্রমে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী পালার প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য)]। সুতরাং প্রথম পালার প্রারম্ভ ও তদন্তর্গত ঘটনাবিশেষের পদও পাওয়া যাইতেছে। এইজন্য চণ্ডীদাসের উক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরবর্ত্তী পদগুলি এখানে সন্নিবিষ্ট হইল। এই পালাটি প্রকৃত পক্ষে প্রথমখণ্ডে অক্রূরাগমনের পূর্ব্বে বসিবে (১৯৩ সংখ্যক পদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

দীন চণ্ডীদাস প্রধানতঃ ভাগবত অনুসরণ করিয়া এই পালাটি রচনা করিলেও মধ্যে মধ্যে কিছু নূতনত্বের সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী ৬৬৫-৬ সং পদদ্বয় পড়িয়া বুঝা যায় যে, রাসের শেষভাগে কাঁধে লইবার জন্য রাধা কৃষ্ণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাধা গর্ব্বিত হইয়াছেন দেখিয়া কৃষ্ণ এক গোপীকে লইয়া রাস হইতে অন্তর্হিত হন। বনমধ্যে সেই গোপীও কৃষ্ণের কাঁধে

উঠিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন, তখন কৃষ্ণ তাঁহার নিকট হইতেও অন্তর্হিত হন। এদিকে রাধার সহিত অন্যান্য গোপীগণ কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে করিতে বনমধ্যে পরিত্যক্তা ঐ গোপীর সহিত মিলিত হন, এবং তাঁহার নিকট সকল ঘটনা অবগত হইয়া সকলেই কৃষ্ণের জন্য আক্ষেপ করিতে থাকেন। তৎপর কৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় রাসের অনুষ্ঠান করেন, এবং পরে রাস-শেষে যে যাহার গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ইহাই এই পালার বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু সম্পূর্ণ পালাটি পাওয়া যাইতেছে না। পরবর্ত্তী ৬২৭ সং পদ হইতে ৬৪৪ সং পদ পর্য্যন্ত রাসের জন্য কৃষ্ণের সাজসজ্জা, বংশীবাদন ও গোপীগণের আগমন বর্ণিত হইয়াছে। তৎপর ৬৪৫ সং পদে কৃষ্ণ গোপীগণের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন। এই পদ হইতে আরম্ভ করিয়া ৬৫৯ সং পদ পর্য্যন্ত রাধা ও গোপীগণের আক্ষেপ বর্ণিত হইয়াছে। ৬৬০ সং পদেই গোপীর কাঁধে উঠিবার প্রসঙ্গ রহিয়াছে। অতএব এই দুই পদের মধ্যে রাসের অনুষ্ঠান এবং রাধার কাঁধে চড়িবার অনুরোধ প্রভৃতি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছিল। ঐ সকল পদ পাওয়া যাইতেছে না। ইহা ব্যতীত এই পালার প্রারম্ভের এবং পরিসমাপ্তির পদগুলি পাওয়া গিয়াছে।

---

[৬২৭]

রমণীমোহন রমণী মোহিতে
সে দিনে করল বেশ।
চূড়ার টালনি কিবা সে বাঁধনি
বিচিত্র সুচারু কেশ ॥

মণি হেম মালে বেড়িয়া দুধারে
তাহাতে মুকুতার মাল।
প্রবাল গাঁথিয়া তাহে থরি দিয়া
দেখনা শোভিছে ভাল ॥

নব নব ফুলে মল্লিকার মালে
ভ্রমরা ধাওল কোটী।
পরিমল-আশে উড়ি বৈশে তাহে
কিবা তাহে পরিপাটী ॥

দুকানে শোভিত কদম্বের ফুল
কি শোভা কহিব তায়।
ময়ুর-শিখণ্ড ঝলমল করে
তাহা[১] সে উড়িছে বায় ॥

নাগর-বরণ যেন নবঘন
অঞ্জন গণিয়ে কিসে।
ভাঙ-ধনুবাণে কামের কামানে
রমণী হানয়ে জিসে ॥

মন্দ মন্দ হাসি করে লয়া[২] বাঁশী
মৃগমদ মাখা গায়।
সোণার বরণ নানা আভরণ
রতন নূপুর পায় ॥

রমণী-রমণ করিতে যতন
নাগর-শেখর রায়।
এমন মূরতি শুখের আরতি
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥

পাঠান্তর :—

[১] তাহে, সা ; নী। [২] লয়ে, ঐ।

দ্রষ্টব্য :—এই পদের বর্ণনা প্রথমখণ্ডের ১৯৪ সং পদের অনুরূপ।

পঙ—১৯-২০। কামদেবের ধনুর সহিত ভ্রূর উপমা (নৈষধচরিত, ৭।২৫-২৮)।

কৃষ্ণের রূপমাধুরী

[৬২৮]

রাগ—কানড়া

মোহন মূরতি কান।
অবলা কি রহে প্রাণ ॥
চূড়ায় ময়ূরের পাখা।
তাহে ইন্দ্রধনু দেখা ॥
তা দেখি রমণী জিয়ে।
নব মধু যেন পিয়ে ॥
হাসির হিল্লোলে তারা।
অমিয়া বরিখে ধারা ॥
নবীন চাতক যেন।
ঘনরস পিয়ে ঘন ॥

চাহনি চঞ্চল শরে।
তারা কি রহিবে ঘরে॥
নব নব বেশখানি।
রহিবে কোন বা ধনী॥
মুরলী অপার গান।
পাষাণ গলিয়া যান॥
সে নব চলন-গতি।
মদন মোহিত তথি॥
চণ্ডীদাস রূপ হেরি।
মূর্চ্ছিত ধরণী পড়ি॥

---

[৬২৯]

রাগ—সুই

বেশ সে সুবেশ অতি মনোহর
মোহিতে অবলাগণে।
নানা আভরণ করিল শোভন
জননী নাহিক জানে॥
নিভৃতে উঠিয়া নাগর-শেখর
তেজিয়া আনহি কাজ।
চলিলা সত্বরে বাঁশী লয়া করে
নানাবেশ ফুল-সাজ॥
চলিতে গমন মদমত্ত[১] হাতী
অঙ্কুশ নাহিক মানে।
মদন-বেদন উপজে তখন
আপন পর কি জানে॥
মনসিজ-শরে বিন্ধিল[২] ধানুকী
আর কি চেতন রহে।
নিবারণ নহে মরমবেদন
মনহি মাঝারে রহে।
বরজ-রমণী রমণ-কারণ
চলিলা গভীর বনে।
এই রস-তত্ত্ব সঙ্কেত বেকত
কেহত নাহিক জানে॥
প্রবেশ করিল বৃন্দাবন-মাঝে
দেখিয়া নিভৃত স্থান।
রতন-বেদিকা অতি সুশোভিত
বৈঠল নাগর কান॥
চণ্ডীদাস কহে— অপরূপ রাস-
বিহার করল কানু।
রস-সুখ-রতি[৩] করিতে পীরিতি
সুধুই রসের তনু॥

পাঠান্তর :—

১। ময়মত্ত, সা ; বি।
২। দুইবার আছে, ঐ।
৩। অতি, নী।

টীকা

পঙ্‌—৪-৮। শ্রীকৃষ্ণের এইভাবে গমনের বিবরণ ভাগবতে নাই, কিন্তু গোবিন্দলীলামৃতে আছে—"শ্রীকৃষ্ণ দাসগণকে বহির্ভাগে স্থাপনপূর্ব্বক পুরদ্বারকে শৃঙ্খলাদি দ্বারা বদ্ধ করিয়া খিড়কীর দ্বার দিয়া নির্গত হইলেন। (ঐ, ২১।১০৩)।

১৭। রমণ-কারণ—তু°—"রন্তুং মনশ্চাক্র" (ভা, ১০।২৯।১)।

---

[৬৩০]

রাগ—জয়শ্রী

যমুনার তট অতি রম্য স্থল
রতন-বেদিকা তায়।
নানা তরুবর পুষ্প বিকশিত
নানা পক্ষী[১] গুণ[১] গায়॥

তরুগণ যত ফুল ভরে[১] তারা
লম্বিত ধরণী-তলে।
মধু ঝরে কত দেখহ বেকত
মধুকর ভ্রমে ডালে॥
ময়ূর ময়ূরী নাচে ফিরি ফিরি
ফেকম[৩] ধরিয়া তারা।
চাতক চাতকী ডাহুক ডাহুকী
হংস জোড়ে ডাকে তারা॥
যমুনার নীরে জলচর চরে
শফরী ফিরিছে তায়।
নানা পুষ্প ফুটে পঙ্কজ দুসারী
মধুকর মধু খায়॥
চণ্ডীদাস কহে— কিবা সুখময়ে
নিভৃত সুচারু বনে।
সেখানে একাকী বৈঠল নাগর
একথা কেহ না জানে॥

পাঠান্তর—

১-১। পক্ষগণ, নী
২। ফুলে, বি
৩। ফেকন, বি; পেকন, সা

টীকা

পঙ্‌—১-৪। তু°—"যমুনার তীরের উপরিস্থ চম্পক, অশোক, কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা নিকুঞ্জসমূহ পরিবেষ্টিত" (গোবিন্দলীলামৃত, ২১শ সর্গ, ৮৩ শ্লোক)।

পুষ্পবিকশিত–তু°—"তাহার বহির্ভাগ চতুর্দ্দিকে পুষ্প-বাটীসমন্বিত ও সুবিস্তৃত উদ্যানে পরিবৃত" (ঐ, ৭৭ শ্লোক)।

নানা পক্ষী ইত্যাদি—তু°—"কপোত, ময়ূর, চকোরাদি পক্ষিগণের রব ও বিহার দ্বারা শ্রবণ ও নেত্রকে হরণ করিতেছে", (ঐ, ৬৬।৬৭ শ্লোক)।

৫-৬। তু°—"তাহার বহির্ভাগ ফলভরে বিনত বৃক্ষ-গণের উপবন দ্বারা বেষ্টিত" (ঐ, ৭৮ শ্লোক)

৯-১২। তু°—"হংস, সারস, কাদম্ব প্রভৃতি পক্ষি-গণের বিলাস-ধ্বনিতে জল ও তীরদেশ সর্ব্বদা প্রতিধ্বনিত হইতেছে" (ঐ, ৮৯ শ্লোক)

১৩-১৪। তু°—"জলে ঝষ, শাল প্রভৃতি মৎস্য চরিতেছে (ঐ, ৭৫।৬ শ্লোক)।

১৫। তু—"যমুনা ফুল্ল, সরস, ও শোভন মধুকরযুক্ত কহ্লার, কোকনদ প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা সুশোভিত" (ঐ, ৮৮ শ্লোক)।

| ৬৩১ |

রাগ—কাফি

নিভৃত নিকুঞ্জে কুঞ্জ-কুটীর
মণিমাণিকের স্তম্ভ।
রতন-জড়িত পরশ-পাথর
অতি অনুপাম রঙ্গ॥
উপরে জড়িত হেম মরকত
মুকুর কিসে বা গণি।
চারিপাশে শোভে মুকুতা প্রবাল
গাঁথিয়া মাণিক মণি॥
ঝালর ঝলকে অতি মনোহর
ঐছন কুটীর শোভে।
পুষ্পের সৌরভে দশদিক মোহে
মধুকর ধায় লোভে॥
নেতের পতাকা উড়ে অনুপাম
কুটীর উপরে দিয়া।
শত শত কোটী এ কুঞ্জ-কুটীর
সকল তাহার ছায়া॥
বৈঠল নাগর চতুর-শেখর
চতুর নাগর কান।
এমন আনন্দ দেখিয়া সে কুঞ্জ
চণ্ডীদাস গুণ গান॥

টীকা

পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৪০ সং পদ ও তাহার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

---

[৬৩২]

তথা

টল টল টল অতি নিরমল [১]
শরৎ-পূর্ণিমার শশী।
নটবর কানু মুরলী-বদনে
সদনে [২] কুটীরে বসি॥
কলরব করু যত পক্ষিগণ
ময়ূর ময়ূরী নাচে [৩]।
ভ্রমর ভ্রমরী ঝঙ্কার[৪]-শবদে
ডাহুক ডাকিছে সাধে॥
মদন-বেদন নন্দের নন্দন
করিতে রসের লীলা।
নিভৃতে বসিয়া নাগর রসিয়া
কামেতে হইয়া ভোলা॥
বদনে ভূষণ মুরলী-বদন
বাজয়ে কতেক তান [৫]।
সঙ্কেত নিশান বাজে আন তান
ছুটল পঞ্চম গান॥
প্রিয় রাধা বলি ডাকিছে মুরলী
শুনিল শ্রবণে যবে।
যত গোপনারী আন নহে কিছু
কাননে চলল তবে॥
বিহ্বল মরমে হিয়া আনচান
কহিতে কাহারে নারে।
মনের বেদন নাহি জানে আন
শুনি মন হিয়া ঝুরে॥
শুনিতে মুরলী যেমত পাগলী
বনের হরিণী প্রায়।
ব্যাধ-বাণ খেয়ে ঘাউল [৬] হইয়া
চারি [৭] দিকে যেন চায়॥
চণ্ডীদাস বলে— ব্রজাঙ্গনা-চিত
আকুল হইয়া গেল।
নাহি আন কথা পাই হিয়া-ব্যথা
কি বুদ্ধি করিব বল॥ ৬॥

পাঠান্তর :—

[১] মনোহর, সা। [২] সদলে, বি।
[৩] নাদে, বি ; নী। [৪] ঝঙ্করু, নী।
[৫] তাল, বি। [৬] ধাওল, সা ; নী।
[৭] চারু, বি।

পঙ্‌—২৭-২৮। তু°—"বিষাইল কাণ্ডের ঘায় যেহেন হরিণী" (কৃঃ কীঃ ৩৯২ পৃঃ)।

---

[৬৩৩]

রাগ-ধানসী

"শুনগো মরম সখি।
এই শুন শুন মধুর মুরলী
ডাকয়ে কমলআঁখি॥
ধৈরজ না ধরে প্রাণ কেমন করে
ইহার উপায় বল।
আর কিয়ে জীব গোপের রমণী
বৃন্দাবনে যাব চল॥"
এই অনুমান করে গোপীগণ
শুনি সে বাঁশীর গীত।
"শুধু তনু দেখ এই তনু মোর
তথায় আছয়ে চিত॥"
মুগধ রমণী কুলের কামিনী
না জানে আপন পথ।
যেনক চাঁদের রসের পরশ
চকোর অনুহি রথ॥

সে জন পাইলে চাঁদের সুধাটি
সুখের নাহিক ওর।
"কতক্ষণে মোরা ভেটিব নাগর
পাবহ তাকর কোর॥
যেন মেঘরস তাহাতে আবেশ
চাতক না পায় বারি।
সে জন পিয়ারে না পাই আবেশে
সে জন হতাশে মরি॥
জলের আবেশে চাতক ঝুরয়ে
তেমনি আমরা হই।
তবে সে জিয়ই অথির রমণী
জলদ-গতিক সেই॥"
চণ্ডীদাস বলে— চলহ নিকুঞ্জে
ভেটিতে নাগর কান।
ঐ শুন বাঁশী বাজে এই নিশি
ত্বরিতে চলিয়া যান॥

টীকা

পঙ্‌—১০-১১। এখানে আমাব দেহটাই পড়িয়া রহিয়াছে, চিত্ত কৃষ্ণের উদ্দেশে চলিয়া গিয়াছে।

১৩। যেহেতু তাঁহারা পাগলিনী-প্রায় হইয়াছেন।

১৭। ওর—সীমা।

১৯। তাকর—তাহার

২০। মেঘরস—বৃষ্টির জল।

---

[৬৩৪]

শ্রীরাগ

"কি করিতে পারে গুরু দুরুজনে
হয় হউ অপযশ।
চল চল যাব শ্যাম-দরশনে,
ইথে কি আনের বশ॥
যা বিনে না জীয়ে আঁখির পলকে
তিলে কত যুগ মানি।
সে জন ডাকিছে[১] মুরলী সঙ্কেতে
তুরিতে[২] গমন মানি॥"
কেহ বলে—"শুন আমার বচন
রহিতে উচিত নহে।
চল চল চল যাব বৃন্দাবনে
মোর মনে[৩] হেন লয়ে॥"
কোন গোপী ছিল গৃহ পরিবারে
করিতে গৃহের কাজ।
গৃহ-কাজ ত্যজি চলিলা তখনি
যেমত আছিল সাজ॥
কোন গোপী ছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
তেজিল দুগ্ধের খুরি।
আবেশে দুগ্ধেতে ঢালিয়া দিয়াছে
গাগরি ভরিয়া বারি॥
চলিলা তুরিতে সব তেয়াগিয়া
দুগ্ধ আবর্ত্তন ছাড়ি।
বৃন্দাবন-মুখে তখনি চলিলা
রহিল তেমতি[৪] পড়ি॥
কোন গোপী ছিল রন্ধন করিতে
শুধুই হাঁড়িতে জাল।
আনহি ব্যঞ্জনে আনহি দেওল
আনহি হাঁড়িতে ঝাল॥
রন্ধন উপেখি চলে সেই সখি
শ্রবণে শুনিয়া বাঁশী।
চণ্ডীদাস কহে আবেশে গমন
হয়[৫] হউ কুল[৬] হাসি॥

পাঠান্তর :—
১ ডাকিতে, সা, বি ২ ত্বরিতে, সা
৩ মন, সা; মোনে, বি ৪ তেমত, সা
৫-৬ হইবে উথল, সা; হইবে উকুল, বি

টীকা

দ্রষ্টব্য :—পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৪১-২ সংখ্যক পদদ্বয় তুলনীয়।

পঙ্—১। তু°—"স্বামী কুপ্যতি কুপ্যন্তাং পরিজনা নিন্দন্তি নিন্দন্তু" ইত্যাদি (পদ্যাবলী, ১৭৭ সং শ্লোক)।

২৭-২৮। তু°—"আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ" ইত্যাদি (কৃঃ কী, ৩০৬ পৃঃ)।

---

[৬৩৫]

রাগ তথা

কেহ বা আছিল শিশু কোলে করি
পিয়াইতে ছিল স্তন।
দুগ্ধপোষ্য বালা ভূমে ফেলি গেলা
ঐছন তাহার মন ॥
চলিলা গমন সেই বৃন্দাবন
কান্দিতে লাগিল শিশু।
তেমতি চলিল সব পরিহরি
চেতনা নাহিক কিছু ॥
কোন জন ছিল পতির শয়নে
ঘুমে অচেতন হয়া।
হেন বেলে শুনি মুরলির ধ্বনি
উঠিল চেতনা পায়া ॥
বিচিত্র বসনে মুখানি মুছিয়া
চলল পতিরে ত্যজি।
পতি-কোল সেই ত্যজিলা তখনি
চলল বনেতে সাজি ॥
কোন গোপী ছিল কোন আরম্ভণে
ত্যজিয়া তখনি চলে।
রসের আবেশে কিছু নাহি জানে
কারে কিছু নাহি বলে ॥
কোন জন ছিল বেদনে দুঃখিত
অঙ্গেতে আছিল দোষ।
শুনি বংশী-গীত অঙ্গ পুলকিত
সব দূরে গেল শোষ ॥
চণ্ডীদাস বলে কিবা সে দেখউ
অপার অখল রামা।
তেই সে প্রেমেতে বন্ধন সবাই
গোপের রমণীজনা ॥

টীকা

পঙ্—১-৪। তু°—"পয়োপানে শিশু ছাড়ি সেও গোপী ধায়" (গোবিন্দদাস)।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৪১ সংখ্যক পদ ও তাহার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। এই সকল বর্ণনা দুই পালাতেই প্রায় একরূপ।

---

[৬৩৬]

রাগ—কানড়া

ঐছন রমণী মুরলী শুনিয়া
আকুল হইয়া চিতে।
নিজ বেশ করে মনের সহিত
শুনিয়া মুরলী-গীতে ॥
রসের আবেশে পদ-আভরণ
কেহ[১] বা পরিল[১] গলে।
গলা-আভরণ কোন ব্রজরামা
পরিছে চরণে ভালে ॥
বাহুর ভূষণ কনক কঙ্কণ
পরিল হৃদয়-মাঝে।
হিয়ার ভূষণ পরিছে যতন
কটিতে ভূষণ সাজে ॥

কেহ বা পরিল একই[২] কুণ্ডল
শোভই একই কানে।
ঐছন চলিল বরজ-রমণী
ধৈরজ নাহিক[৩] মানে॥
এক করে পরে কনক-কঙ্কণ
সিন্দূর পরল ভালে।
কোন জন পরে নয়নে অঞ্জন
একহিঁ নয়ন চালে॥
নানা আভরণ পরে কোন্ খানে
তাহা সে নাহিক জানে।
আবেশে রমণী গমন করল
সেই বৃন্দাবন পানে॥
কেহ নব রামা বসন ভূষণ
উলট করিয়া পরে।
চণ্ডীদাস কহে— আহার-রমণী
চলিয়া যাইতে নারে॥

পাঠান্তর :—

১-১ কেহুবা পড়িল, বি ২ একহি, নী
৩ না হিয়, ব্রি ; না হিঅ, সা

টীকা

পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৪২ সংখ্যক পদ ও তাহার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

---

[৬৩৭]

কামোদ—রাগ।

এক গোপী ছিল পতির শয়নে
ত্যজিয়া যাইতে তারে।
তার পতি ইহা জানিল শয়নে
তাহারে ধরিয়া[১] বলে॥

"এত নিশি বল কোথারে গমন
সরম নাহিক তোর।
লোকে অপযশ কুযশ কাহিনী
কুলেতে নাহিক ডর॥
বড় বিপরীত দেখি তোর রীত
এ নিশি কোথারে যাবে।
কুলটা হইলি কলঙ্ক রাখিলি
মারি দুখ যায় তবে॥
ত্যজিয়া আমারে যাই কোথাকারে
এ বড় বিষম দেখি।"
বহুত গঞ্জনা শুনি নিঃশবদে
রহিল কমলমুখী॥
যখন তাহার ঘুমাইল পতি
তখন ত্যজিয়া গেল॥
রসের আবেশে চলিল সুন্দরী
কিছুই নাহি গুনিল[২]॥
ভয় পরিহরি চলিল সুন্দরী
যেখানে নাগর কান।
চণ্ডীদাস ভণে কিছুই না মানে
এমনি বাঁশীর তান॥

পাঠান্তর :—

১ ধরিল, নী। ২ শুনিল, নী

টীকা

পঙ্—২১-২৪। তু°—"যা করে তা করু, গৃহে গুরুজনা, নাহিক তাহার ভয়।" ইত্যাদি (৫৪২ সং পদ)।

---

[৬৩৮]

কামোদ।

আর এক গোপী যাইতে বাহিরে
দেখিল তাহার পতি।
তাহারে রুষিয়া কহিছে গর্জ্জিয়া—
"নিশীথে যাইবে কতি ॥
একে ঘোর রাতি তাহাতে স্ত্রী জাতি
ভয় নাহিক মনে।
নাহি লাজ ভয় কুলের কলঙ্ক
কি করি যাইবি বনে ॥"
অনেক গঞ্জিয়া তাহারে ধরিয়া
লইয়া থুইল ঘরে।

* * * *

দ্রষ্টব্য :—পদটি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

---

[৬৩৯]

শ্রীরাগ।

এই মত সব গোপেরি রমণী
চলিল নাগরী রামা।
রাই পাশে গিয়া চলিল ধাইয়া
সঙ্কেত [১] বনহি ধামা [১] ॥
"চল চল ধনি রাই প্রেমমণি
চল চল যাব বনে।"
রসের আবেশে কহে নব রামা
কহিছে ধনীর স্থানে ॥
ইথে ধ্বনি আসি রাধার শ্রবণে
পশিল যতনে তাই।
তরল কথন রমণী-অন্তর
কহেন সুন্দরী রাই ॥

"পুনঃ শুন শুন ডাকে ঘন ঘন
মধুর মুরলী তান।
শুনিতে চমকে মুরলী ধমকে
চিতে নাহি কিছু আন ॥"
রাধার আরতি সে হেন পীরিতি
তথায় আছয়ে মন।
বৃন্দাবন যেতে রসের [২] আবেশে
কহিছে সকল জন ॥
সুখময়ী রাধা বেশ বনাইল
বন্ধন করিল জাল।
নানা ফুলদাম বেড়ি অনুপাম
দিয়া মুকুতার মাল ॥
দুসারি মাণিক তার পাশে পাশে
প্রবাল গাঁথিয়া মাল।
কনক চম্পক কবরী বেঢ়ল
ভ্রমরা গুঞ্জরে ভাল ॥
সিথায় সিন্দূর তার মাঝে মাঝে
দিয়াছে চন্দন-ফোঁটা।
যেন শশধর চৌদিকে বেঢ়ল
কি তার কহিব ঘটা ॥
নাসায় বেসর অতি মনোহর
হাসিতে মুকুতা খসে।
কনক কাঁচুলি তার পরিপাটী
মুকুতা গাঁথনি পাশে ॥
ঘাঘর কিঙ্কিণী বাজে রিণি রিণি
পিঠেতে দুলিছে ঝাঁপা।
তাহার মাঝারে গাঁথি থরে থরে
সুবাস কনক চাঁপা ॥
নীল উরণী ভুবন মোহিনী
সোনার নূপুর পায়।
চলিতে চরণে পঞ্চম বাজয়ে
হংসগমনে যায় ॥

চণ্ডীদাস বলে বিনোদিনী রাধা
রূপে করিয়াছে আলো।
দেখিতে নয়ন পিছলিয়া পড়ে
দেখিতে যাইবে চল ॥

পাঠান্তর :—

১-১ বনহি ধায়া, সা, বি বেশের, ঐ
৩ যাজই, ঐ

দ্রষ্টব্য :—এই পদের অনুরূপ বর্ণনা পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৯২ সংখ্যক পদেও রহিয়াছে।

---

[৬৪০]

রাগ—কামোদ।

দেখ সখি অপরূপ মনোহর।
এ ভব সংসার মাঝে হেন কভু নাহি দেখি
বেশে যেন করে ঢল ঢল ॥
মাঝে রসবতী রাধা ব্রজজন হয়ে বাধা
পাছে দেখি ধরিয়া রহায়।
ভয়েতে আকুল হৈয়া ত্বরিতে রাধারে লৈয়া
বৃন্দাবন মুখে সব ধায় ॥
মন্দ মন্দ গতি চলে রাই কহে কুতূহলে—
"আজ বড় আনন্দ অপার।
সেরূপ আনন্দ নিধি আজু সে মিলাব বিধি
দেখিব চরণ দুটী তার
ভাসিব আনন্দ-রসে পূরিব যতেক আশে
তবে হয় কামনা পূর্ণিত।"
চণ্ডীদাস কহে তাথে একা হেথা যদুনাথে
রাধা নামে বাঁশী গায় গীত ॥

অভিসারানুরাগ

[৬৪১]

রাগ—সুই

শ্যাম-মন্ত্রমালা বিনোদিনী রাধা
জপিতে জপিতে যায়।
রসের আবেশে আনন্দ-হিল্লোলে
তরল নয়নে চায় ॥
অপার অপার বন্ধু বিদগধ
সুন্দরী সে ধনী রাই।
শ্যাম-দরশনে চলিলা ধেয়ানে
শুধু শ্যাম-গুণ গাই ॥
মন্দ মন্দ গতি চলন মাধুরী
যেমন সোনার লতা।
কিবা সে তড়িৎ চলিল ত্বরিত
কি কব তাহার কথা।
চৌদিকে গোপিনী মাঝে বিনোদিনী
চলে সে আনন্দ-রসে।
কেহ কোন যেন সম্পদ্ পাইয়া
সুখের সায়রে ভাসে ॥
পথে যেতে কহে রাধা বিনোদিনী
"কত দূরে বৃন্দাবন।
কহ কহ দেখি কোন খানে আছে
রমণী জনার ধন ॥"
"আগে হেরি দেখ দু আঁখি চাহিয়া
এই উপবন মাঝে।
এখানে বসিয়া নাগর আছেন
দেখহ কোন বা কাজে ॥"

চণ্ডীদাস কহে— গোপিনীর বোলে
চাহিয়া দেখিলা রাই।
ঘন ঘন রব মুরলী শবদ
তাহাই শুনিতে পাই॥

[৬৪২]

রাগ—কানড়া।

রাধার আরতি পীরিতি দেখিয়া
কহেন কোন বা সখি।—
"আজি সে তোমারে মিলব সুদিন
কমল-নয়ান আঁখি॥"
প্রেম-অশ্রুজলে আঁখি ঢল ঢল
হৃদয় পুলক মানি।
প্রেমের হুতাশে কহিছে নিকশে
কহেন রমণী ধনী॥
"কেমনে এ বনে যাইব সঘনে
পাছে কোন দশা হয়।
এই দুঃখ উঠে মরম-বেদন
মোর মনে হেন লয়॥
শ্যাম হেন ধন অমূল্য রতন
হৃদয়ে পরিয়াছি।
এ দেহ তাহারে মনের মানসে
যতনে লইয়াছি॥"
শ্যাম-পরসঙ্গ কহিতে কহিতে
চলে রসময়ী রাধা।
প্রেমের তরঙ্গে কহে আন বোল
নিগূঢ় আছয়ে বাঁধা॥

গোপীগণ বলে হাসিরস রসে—
"চলহ তুরিত করি।
কাননে কালিয়া নিভৃতে বসিয়া
করেতে মুরলী ধরি॥
ঐছন ঐছন মধুর মুরলী
এস এস বলি ডাকে।"
চণ্ডীদাস কহে— তুরিত গমনে
এস বৃন্দাবন-মুখে॥

অথ রূপাভিসার

[৬৪৩]

রাগশ্রী।

চলল গমন হংস যেমন
বিজুরীতে যেন উয়ল ভুবন
লাখ চাঁদ লাজে মলিন হইল
ও চাঁদ-বদন হেরিয়া।
সরল ভালে সিন্দূরবিন্দু
তাহে বেঢ়ল কতেক ইন্দু
কুসুম সুষম মুকুতা-মাল
লোটন ঘোটন বান্ধিয়া॥
বিম্ব অধর উপমা জোর
হিঙ্গুল-মণ্ডিত অতি সে ঘোর
দশন কুন্দ যেমন কলিকা
কিবা সে তাহার পাঁতিয়া
হাসিতে অমিয়া বরিখে ভাল
নাসা-কির পর বেসর আর
মুকুতা নিশ্বাসে দুলিছে ভাল
দেখহ বেকত ভালিয়া॥

চণ্ডীদাস দেখি অথির চিত
অঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ রীত
রস ভরে ধনী সুন্দরী রাই
চলল মরমে মাতিয়া॥

পাঠান্তর :—

১ নাসিকার পর, নী।

---

[৬৪৪]

রাগ কানড়া।

রাধার আবেশে গমন মন্থর
চলিল আবেশ হৈয়া।
শ্যাম মন্ত্র-মালা জপিতে জপিতে
প্রবেশ করল গিয়া॥
উপবন-মাঝে প্রবেশ করিল
সুখময়ী ধনী রাই।
প্রেম-রস-ভরে আধ আধ বোল
কহিছে সঘনে তাই॥
এক সখী গিয়া সেখানে যাইয়া
কহিছে রাধার পাশে।—
"কি আর বিলম্ব করিছ তোমরা
চলহ তুরিত বেশে॥
নাগর-শেখর একলা আছয়ে
চলহ তুরিত করি।"
গিয়া বৃন্দাবনে দিল দরশন
চণ্ডীদাস কহে ভালি॥

---

[৬৪৫]

রাগ—সুই।

কানু কহে—"শুন আমার বচন
যতেক গোপের নারী।
নিশি নিদারুণ কিসের কারণ
জগতে এ সব বৈরী॥
অবলার কুল অতি নিরমল
ছুঁইতে কুলের নাশ।
তাহার কারণে কহিল সঘনে
যাইতে আপন বাস॥"
রাধা কহে তাহে— "শুন যদুনাথে,
আর কি কুলের ভয়।
এক দিন জাতি কুল শীল পাঁতি
দিয়েছি ওদুটি পায়॥
আর কি কুলের গৌরব-সূচনা
আর কি জেতের ডর।
তোমার পীরিতে এ দেহ সঁপেছি
এখন কি কর ছল॥
কেবল গোপীর নয়ন-অঞ্জন
হিয়ার পুতলি তুমি।
তাহে কর হেন কেন তুয়া মন
এবে সে জানিলু আমি॥
ভাল তুমি বট ব্রজের জীবন
এমতি তোমার কাজ।"
চণ্ডীদাস বলে— এ নহে উচিত
শুন হে নাগর-রাজ॥

দ্রষ্টব্য :- এই ঘটনা ভাগবতেও বর্ণিত রহিয়াছে।

টীকা

পং—২-৭। তু°—"এই রজনী ঘোররূপা এবং এখানে ভয়ঙ্কর প্রাণিসকল ভ্রমণ করিতেছে, শীঘ্র ব্রজে ফিরিয়া যা'ও" (ভা, ১০।২৯।১৮)।

১১-১২। তু—"আমরা সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আপনার পদসেবা করিতেছি" ভা, ১০।২৯।২৭)।

১৬। তু-"এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা আপনার উচিত হয় না" (ঐ)।

---

[৬৪৬]

শ্রীরাগ।

কানুর বচন শুনি গোপীগণ
কহিতে লাগিলা তাথে।—
"আমরা পরের রমণী হইয়া
বজর পড়িল মাথে॥
পরের পীরিতি আগে না গণিয়া
যে জন পীরিতি করে।
আপনার হাতে বিষ ধরি খায়
পরিণামে হেন করে॥
ছায়ার আকার ছায়াতে মিলাএ [১]
জলের বিম্বুকি প্রায়।
যেন নিশিকালে নিশার স্বপন
তেমত পীরিতি ভায়॥
যেমন বাদিয়া কাঠের পুতলি
নাচায় যতন করি।
দেখিতে মিছাই সকল ছায়াটা
বাজীকরে করে কেলি॥
তেমতি তোমার পীরিতি জানিলু
শুনহে নাগর রায়।
পরের পরাণ হরিয়া যতনে
ভাসাইলে দরিয়ায়॥
মুখে কতজন [২] সরল [৩] বচন
হিয়াতে কুটিল সারা।
তখনি এমন না জানি কখন
এমন তোমার ধারা॥"

চণ্ডীদাস বলে— "শুন বিনোদিনি,
কে বলে পীরিতি ভাল।
পীরিতি-গরলে এ দেহ জারল
অন্তর হইল কাল॥"

পাঠান্তর :—
[১] মিশায়, নী। [২] কত যতন, ঐ। [৩] সরস, ঐ

পীরিতের প্রতি আক্ষেপ

[৬৪৭]

সুহই সিন্ধুড়া।

"সে নারী মরুক জলে ঝাঁপ দিয়া
যে করে পরের প্রেম।
পরিণামে পায় অতি পরাভব
যেমত পঙ্কজ হেম॥
তাহে কি বলিব সকল জানহ
যার লাগি যেবা জিয়ে।
সে কেনে নিদয়া নিঠুর হইয়া
এতেক যাতনা দিয়ে॥
তোমার মুরলী ডাকিল সুস্বরে
আইল ধাইয়া বনে।
তাহে হেন কর ওহে বাঁশীধর
ফিরিয়া না চাহ কেনে॥
তোমা হেন নিধি মিলাইল বিধি
পুন তা হইল বাধা।
এ সব বচন কহিতে কহিতে
শোকেতে মরিবে রাধা॥
তোমার কারণে এ ঘর দুয়ার
বেঁধেছি অনেক দুখে।
তাহা ভাঙ্গাইতে এ নহে মহিমা
আর সে বলিব কাকে॥"

চণ্ডীদাস দেখি বড়ই ব্যথিত
মুখে নাহি সরে বাণী।
চিত বেয়াকুল হইল আকুল
যতেক ব্রজের ধনী ॥

দ্রষ্টব্য :—এখানে প্রকৃত পক্ষে প্রেমবৈচিত্ত্য বর্ণিত হইতেছে। প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ প্রিয় ব্যক্তির সন্নিধানে অবস্থিত হইয়াও তৎসহ বিচ্ছেদ-ভয়ে যে পীড়ার অনুভব হয়, তাহার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য (উজ্জ্বলনীলমণি)। প্রেম-বৈচিত্ত্যে নানাপ্রকার আক্ষেপই বর্ণিত হইয়া থাকে। এই পদের প্রারম্ভেও পুঁথিতে "পীরিতের প্রতি আক্ষেপ" লিখিত রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, নিজের প্রতি আক্ষেপ প্রভৃতি অষ্ট প্রকার আক্ষেপ প্রেম-বৈচিত্ত্যের বিষয়ীভূত।

টীকা

পঙ্—৯-১০। কারণ শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর সঙ্গীতে তাঁহাদের কামাগ্নি উদ্দীপিত হইয়াছিল। ঐ বেণুগীতে পুরুষেরাও স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়, স্ত্রীলোকের ত কথাই নাই (ভা, ১০।২৯।৩২, ৩৭)।

১৬-১৯। গৃহব্যাপারে রত গোপীগণের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ হরণ করিয়াছিলেন, তদবধি আর তাঁহাদের গৃহকার্য্যে রতি ছিল না (ভা, ১০।২৯।৩১, ৩৩), এখন সেই প্রেম প্রত্যাখ্যান করা শ্রীকৃষ্ণের উচিত নয়, ইহাই বক্তব্য।

---

[৬৪৮]

রাগ—সুই—সিন্ধুড়া।

"বঁধু, আর কি ঘরের সাধ।
হাদে গো সজনী কহ মোরে বাণী
এ সুখে হইল বাদ ॥
যে জন ব্যথিত সে জন নৈরাশ
মনে না পূরল সাধ।"
* * * * * *
* * * * ॥

কাষ্ঠের পুতলি রহে সারি সারি
চাহিয়া নাগর-পানে।
যেন সে চান্দের রসের লাগিয়া
চকোর থাকয়ে ধ্যানে ॥
তেমত নাগরী রসের গাগরী
মুগধ তাহাতে বড়ি [১]।
যেন বা কো [২] আশে [২] ধনের লালসে
তৈছন গোপের নারী ॥
যেন মেঘবর চাতক অবশ
করিতে রসের পান।
শফরী-জীবন যেন জল বিন
সে জন কুলেতে জান ॥
* * * * * *
* * * * ।
সুধা মাখে যেন করে [৩] আনচান
চণ্ডীদাস কহে তবে ॥

পাঠান্তর :—

[১] করি, সা; কিতি, বি। [২-২] ক আশে, নী; কো আসে, বি। [৩] করি, সা।

টীকা

পঙ্—৮-৯। তু—"রাধা-চাতকী বরং আহার না করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, তথাচ কৃষ্ণমেঘমুক্ত অমৃতবর্ষণ ব্যতীত অন্য জীবনোপায় কল্পনা করিবে না" (উজ্জ্বল-নীলমণি, রাধাপ্রকরণ, ১২১ পৃঃ)।

---

[৬৪৯]

কামোদ।

"শুন হে কমলআঁখি।
এ দেহ [১] সেখানে পরাণ এখানে
শুধু দেহ আছে সাখী ॥

সকল তেজিয়া শরণ লয়েছি
ও দুটী কমল পায়।
ঠেলিয়া না ফেল ওহে বাঁশীধর
যে তোর উচিত হয়।
তিলেক না দেখি ও মুখমণ্ডল
মরমে না শুনে আন।
দেখিলে জুড়ায় এ পাপ পরাণ
ধড়ে আসি রহে প্রাণ॥
যেমন ঘরের দীপ নিভাইলে
অন্ধকার হেন বাসি।
তেন মত তুমি লোচন সভার
হেনক আমরা বাসি॥
সকল ছাড়িয়া যে লয়[১] শরণ
তাহারে এমতি কর।
তুমি সে পুরুষ- ভূষণ শকতি
বাঞ্ছা-সিদ্ধি নাম ধর॥"
চণ্ডীদাসে বলে শুন গোপনারী
কি শুনি দারুণ বাণী।
সরস বচনে সিচহ যতনে
যতেক কুলের নারী॥

পাঠান্তর :—

[১] বড়, সা ; বি। [২] জন, সা।

টীকা

পঙ্‌—২-৩। অর্থাৎ গুণময় পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিন্ময় দেহে তাঁহারা কৃষ্ণসঙ্গ প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহাদের ভৌতিক দেহ কৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিতির সাক্ষ্য মাত্র।

৪-৫। তোমার চরণ সেবা করিব, এই আশা করিয়া আমরা গৃহপরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার পাদমূল প্রাপ্ত হইয়াছি (ভা, ১০।২৯।৩৫)।

৬। আমরা যে আশালতাকে ধারণ করিয়াছি, তাহা ছেদন করিও না (ভা, ১০।২৯।৩০)।

১৮। যেহেতু তুমি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ। তু'—"পুরুষভূষণ" (ভা, ১০।২৯।৩৫)।

শ্রীমতীর করুণা-দৈন্য-উক্তি

[৬৫০]

তথা রাগ।

"শুনহে নাগর রায়।
কি বলিব রাঙ্গা পায়॥
আমরা কুলের ঝি।
তোমারে বলিব কি॥
যে ভজে তোমার পায়।
সে জন তোমারে ধ্যায়॥
আন কি জানিএ মোরা।
তুমি নয়নের তারা॥
যে বল সে বল মোরে।
ছাড়িতে নারিব তোরে॥
তোমার মুরলী শুনি।
ধাইয়া আইলুঁ আমি॥
শুন হে পুরুষ-ভূষণ।
তুয়া মুখে এমন বচন॥
কি বলিব আমরা অবলা।
আমি হই দাসীপণ সারা॥"
চণ্ডীদাস কিছু গুণ গায়।
অদভুত শুনি যে হেথায়॥

টীকা

পঙ্‌—১৩। তু'—"পুরুষভূষণ" (ভা. ১০।২৯।৩৫)।
১৬। তু'—"ভবাম দাস্যং" (ঐ, ১০।২৯।৩৬)।

---

[৬৫১]

তথা রাগ।

"শুন হে নাগর রায়।
তোমার উচিত এই[১] লএ চিত[১]
এ কথা কহিব কায়॥
তোমার কারণে সব তেয়াগিনু
কুলেতে দিয়েছি ডোর।
অবলা অখলে হেন করিবারে
এ নহে উচিত তোর॥

আমরা স্বপনে আন নাহি জানি
কেবল দুখানি পায়।
এতেক বেদন তোমার কারণ
শুন হে নাগর রায়॥

সকল তেজিলুঁ তভু না পাইলুঁ
হৃদয় কঠিন বড়ি।
হাসিয়া হাসিয়া বঙ্কিম চাহিয়া
এবে কেনে কর ডেড়ি॥

তুমি প্রেমমণি[২] পরম বাখানি
ছুঁইলে রতন হয়।
রাঙ্গের সমান ইথে নাহি আন
এমন গতিক নয়॥

বহু রত্ন ধন অমূল্য রতন
যাহার নাহিক মূল।
এ ধন লাগিয়া পাইয়া আমরা
না পাইয়া কোন কুল॥"

চণ্ডীদাস বলে— আমি জানি ভালে
কালার পীরিতি লেঠা।
যেমন জানিবে সরোরুহ-ফুল
তাহার অঙ্গের কাঁটা॥

পাঠান্তর :—

[১-১] এ নহে উচিত, নী ; এ নয় উচিত, সা।
[২] প্রাণমণি, নী।

টীকা

পঙ্—১৪। তু—"হসিতাবলোকং" (ভা, ১০।২৯।৩৮)।

---

[৬৫২]

রাগ—কানড়া।

"তুমি বিদগধ সুখের সম্পদ্
আমার সুখের ঘর।
যে জন শরণ লইল চরণে
তাহারে বাসহ পর॥
দেখি বল নাথ এ ভব সংসারে
আর কি আছয়ে মোরা।
এ গোপী-জনার হৃদয়-মানস
কেবল আঁখির তারা॥
গৃহপতি ত্যজে হা হা মরি লাজে
শুন হে নাগর রায়।
এ সব না জানি মনে নাহি গণি
সকলি গোচর পায়॥
শীতল চরণ যে লয় শরণ
তাহারে এমনি রোষ।
অবলা-বচনে কত খেণে খেণে
কত শত হয় দোষ॥
প্রাণপতি তুমি কি বলিব আমি
আনের অনেক আছে।
আমার কেবল তুমি সে নয়ন
দাঁড়াব কাহার কাছে॥"

চণ্ডীদাস বলে— শুন সুনাগর
ইহাতে নাহিক আন।
সব তেয়াগিয়া তোমার লাগিয়া
তুমি সে সভার প্রাণ ॥

টীকা

পঙ্‌—৫-৮। তু°—"ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনু, আর কেহ নাহি মোর" (প্রথমখণ্ড, ৩৯৯ সং পদ)।

৯-১২। তু°—"গুরু গরবিত, তারা বলে কত, সে সব গৌরব বাসি" (ঐ, ৩৯৭ সং পদ)।

১৫-১৬। তু°—"অবলা জনার, দোষ না লইবে, তিলে কত হয় দোষ" (ঐ, ৩৯৫ সং পদ)।

১৭-২০। তু°—"আনের অনেক, আছে আনজন, রাধার কেবল তুমি" (ঐ, ৩৯৪ সং পদ)।

---

[৬৫৩]

শ্রীরাগ।

"তুমি বিদগধ রায়।
বলিতে কি জানি কি আর বলিব
সকলি গোচর পায় ॥

যে বল সে বল মোরে নাগর-শেখর।
পর কৈল আপন আপন কৈল পর ॥
মনের আগুন কত উঠে অনিবার।
কাহারে কহিব ইহা আচার বিচার ॥
এমন ব্যথিত নাই[১] আপনা বলিতে।
আন কথা কহিলে করএ[২] অন্য চিতে[২]
আকাশে পাতিয়া ফাঁদ পাপ ননদিনী।
মিছামিছি বলে সদা শ্যাম-কলঙ্কিনী ॥
তোমার কলঙ্ক হেম-মালা করি গলে
মিছাই ঘোষণা পাপ ননদিনী বলে ॥
ঘরে হৈল পরিবাদ লোকের গঞ্জনা।
তাহাতে নিষ্ঠুর তুমি এবে গেল জানা ॥
পরের পরাণ হরি হাসিতে হাসিতে।
বিলোকনে প্রেম দিয়া করিলে পীরিতে ॥
তোমার পীরিতি গোপী তেজিয়া সকল।
দাণ্ডাইতে নারি মোরা হইল বিকল ॥"
চণ্ডীদাস গোপীর দেখিয়া প্রিয় বাণী।
হরষে পরসমণি পরিবে এখনি ॥

পাঠান্তর :—
১ পাই, নী, সা। ২-২ কহয়ে অনুচিতে, নী।

টীকা

পঙ্‌—১৩। তু°—"বঁধু, কি আর বলিব আমি। যে মোর ভরম, ধরম করম, সকলি জানহ তুমি" (প্রঃ খঃ, ৪০১ সং পদ)।

৫। তু°—"আপন যে জন, তারে কৈল পর, পরেরে করিল ঘর" (ঐ, ২৩৯ সং পদ)।

৯-১১। তু°—"যদি বা কখন, কান্দি কোন ছলে, শাশুড়ী ননদী তারা। বলে—'শ্যাম লাগি, কান্দে কলঙ্কিনী' এমতি তাহার ধারা ॥"

(ঐ, ৩৯৬ সং পদ)।

---

[৬৫৪]

রাগ—কাফি

নয়ন তরল বহে প্রেমবারি
অথির কুলের বালা।
খেনে খেনে উঠে বিরহ আগুন
দুগুণ হইল জ্বালা ॥

মলয়-চন্দন মৃগমদ যত
অঙ্গেতে আছিল মাখা।
হৃদয়-কাঁচুলি তিতিল সকল
তাহা নাহি গেল রাখা॥
প্রেমে ঢল ঢল যেমন বাউল
বনের হরিণী তারা।
ব্যাধ-বাণ খায়্যা হইয়া ঘাউল[১]
চারিদিকে চাহি[২] সারা॥
ক্ষীণ গোপীগণে চাহে[৩] চারিপাশে[৩]
বিরহ বেদনা পায়্যা।
কাষ্ঠ-সম যেন চিত্রের পুতলি
সারি সারি দাণ্ডাইয়া॥
"কি শুনি কি শুনি বিষম শঙ্কট
হৃদয়ে হইল বেথা।
আর কি জীবন শঙ্কট হইল
কি আর দেখহ হেথা[৪]॥
যাহার লাগিয়া এত পরমাদ
এমত তাহার রীত।
চল গিয়া জলে পৈস[৫] কুতূহলে
মরিব এ নহে' চিত॥
কি আর পরাণ রাখিব আমরা
কি শুনি দারুণ বোল।
যার লাগি এত বিষম বিবাদ
নয়নে বহিছে লোর॥"
এই অনুমান করে গোপীগণ
কহত ইহার বাণী।
নাগর-বচন বিষের সমান
এবে সে ইহাই জানি॥
চণ্ডীদাস কহে শুনহ গোপিনী
এই মোর মনে লয়।
ভকতি-আদরে সরস বচনে
বিনতি করহ পায়॥

পাঠান্তর :—

[১] ধাওল, নী [২] নাহি, ঐ
[৩] [৩] চাহি চারি পানে, ঐ [৪] সেথা সা; বি।
[৫] প্রেম, সা।

টীকা

পঙ্‌—১-৮। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া বদন অবনত করিয়া তুষ্ণীভূত হইয়া রহিলেন, অশ্রুতে কুচকুঙ্কুম প্রক্ষালিত করিতে লাগিলেন, এবং অশ্রু নয়নের কজ্জলকে হরণ করিল (ভা, ১০।২৯।২৬)।

৯-১২। তু'—"তেমন বাউল, হরিণীর প্রায় যে জন চৌদিকে চায়" (প্রেঃ খঃ, ২৩২ সং পদ)।

১৫-১৬। তু' "কাষ্ঠের পুতলি, রহে দাঁড়াইয়া, চিত্তের কায়ার প্রায়" (ঐ)

---

[৬৫৫]

রাগ—জয়শ্রী

"তুমি বঁধু ব্রজের জীবন।
জাতি কুল করি আরোপণ[১]॥
তুমি নহ নিঠুরাই পনা।
কেনে দেহ বিরহ-বেদনা॥
যে ভজে তোমার দুটী পায়।
তারে নাথ হেন না জুয়ায়॥
গৃহ-পরিবার পরিহরি।
তোমারে ভজিল ব্রজনারী॥
দেখ নাথ মনে বিচারিয়া।
যত দুখ তোমার লাগিয়া॥
শাশুড়ী খুরের অতি ধার।
খরতর তাহার বিচার॥

কান্দিতে না পারি তব লাগি।
তবু বলে শ্যামের সোহাগী॥
ঘরে পরে তোমার বিবাদ।
বাহির হইয়া[২] যাইতে সাধ[২]॥"
চণ্ডীদাস দেখিয়া দুঃখিত।
শ্যামে কহিতে অনুচিত॥

পাঠান্তর :—

[১] করিয়া রোপণ, নী, সা।
[২-২] হইও সাধে বাদ, সা, বি।

টীকা

পঙ্—২। তু°—"জাতিকুলশীল, সকল মজিল, ও রাঙ্গা চরণতলে" (প্রঃ খঃ, ২৪০ সং পদ)।

১০। তু°—"তোমার কারণে, এত পরমাদ, শুনহে মুরলিধর" (ঐ, ২৩৯ সং পদ)।

১৩-১৪। পূর্ব্ববর্ত্তী পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

---

[৬৫৬]

রাগ- ধানসী

রাধা কহে—"শুন আমার বচন
নিশ্চয় করিয়া কও।
কেনে হেন চিত করিলে বেকত
এত নিদারুণ নও॥
তোমা হেন ধন পরম কারণ
পাইল অনেক সাধে।
বিহি দিয়া পুনঃ করিল এমন
কি আর বলিবে রাধে॥
যে দেখি তোমার আচার বিচার
কুটিল অন্তর বড়ি।
সরল যে জন নাহি তার কোন
কুটিল কুটক ছাড়ি॥
ভুজঙ্গে আনিয়া কলসে পূরিয়া
যতনে তাহাকে পুষে।
কোন কোন দিনে সেই বাদিয়ারে
দংশয়ে আপন রোষে॥
ভুজঙ্গ সমান তেন তুয়া মন
তোঁহার চলন বাঁকা।
তোমার অন্তর সেই সে সোসর
এ দুই তুলনা একা॥
যেন মুখে আছে অমিয়া কলসী
হৃদয়ে বিষের রাশি।
অন্তর কুটিল মুখে মধুপর
আমরা এমন বাসি।
যে ছিল তা হল তাহাই করিল
নিরমল যেবা ছিল।
তাহে দিয়া কালি ঠাকুরালী ভালি
কলঙ্ক উঠিল ভাল॥"
চণ্ডীদাস কহে শুন বলি রাধা
ঐছন কানুর লেহা।
অমিয়া সেচনে সরল বচনে
সঁপহ আপন দেহা॥

টীকা

পঙ্—১১-১২। তু—"এমতি পীরিতি, জানহ আরতি, সরল যাহার চিত" (প্রঃ খঃ, ২৩৯ সং পদ)।

২৩-২৪। তু—"উপরে মধুর, দেখি মনোহর, অন্তরে আছয়ে গাঢ়" (ঐ)।

২৭-২৮। তু°—"কুলে দিলে কালী, করিলে কুলটী, কলঙ্ক হইল সারা" (ঐ, ২৪৩ সং পদ)।

---

[৬৫৭]

রাগ—পূরবী

বঁধুর আদর দেখি অনাদর
কহেন কাহিনী যতি।
"তুমি সুনাগর গুণের সাগর
কি জানি তোমার রীতি॥
হাসি রসাইয়া কুল ভাঙ্গাইয়া[১]
নিদানে এমনি কর।
এ নহে উচিত তোর অনুচিত
কালিয়া-বরণ-ধর॥
কালিয়া বরণ ধরয়ে যে জন
বড়ই কঠিন সেহ।
তা সনে পীরিতি না জানি এ গতি
এবে হে জানিল এহ॥
তখন প্রথম পীরিতি করিলে
দেখাইলে[২] আকাশের চাঁদ।
কত মুখে হাসি বচন সেচন
ইবে সে পাতিলে ফাঁদ॥
হৃদয় যাকর কালিয়া-বরণ
সে মেনে কঠিন বড়ি।
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিলে[৩]
এবে সে হইল গাঢ়ি॥
আমরা হইএ কুলের বৌহারি
কি বলিতে মোরা পারি।
তাহার উচিত করিলা বেকত
শুন হে প্রাণের হরি॥"
চণ্ডীদাস কহে— "শুন বিনোদিনি
সকল স্বপন সম।
কানুর ঐছন পীরিতি কেবল
কেন বা করিহ ভ্রম॥"

পাঠান্তর :—

ভাসাইয়া, সা। [২] দেখি, সা, বি।
[৩] করিতে, ঐ

টীকা

পঙ্—৫-৬। তু'—"হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া নিদানে ডারিলে জলে" (প্রঃ খঃ, ২৪০ সং পদ)।

১৩-১৪। তু'—"তখন আনিয়া চাঁদ করে দিলা, অনেক কহিলা মোরে" (ঐ)।

১৭। যাকর -যাহার। তু'—"কালিয়া বরণ, ধরয়ে যে জন, সে জন কঠিন বড়" (ঐ, ৩৫২ সং পদ)। ৬৭০ সং পদও তুলনীয়।

---

[৬৫৮]

তথা রাগ

"বঁধু, তুমি বড় কঠিন পরাণ।
ইবে মোরা জানি অনুমান॥
কেনে তুমি বিরস বদন।"
কহে যত গোপ[১]-সখীগণ॥
"ওহে তুমি বিদগধ রায়।
মো সভারে হেন না জুয়ায়॥
স্ত্রী-বধ-পাতকী ভয় লাগে[২]।
মরিব সকলে[৩] তব আগে[৩]॥
দাণ্ডাইয়া দেখহ আপনে।
হয় নয় বুঝ নিজ মনে॥
একে একে ব্রজের রমণী।
হেঁট মাথে খুঁটএ ধরণী॥
পাসরিলে সে সব পীরিতি।
পরিণামে হেন কর গতি॥

তুয়া বিনে আর কেবা আছে।
আমরা দাঁড়াব কার কাছে ॥”
চণ্ডীদাস কহে হেন ভালি।
সুখে রসে কর রাসকেলি ॥

পাঠান্তর :—

১। গোপী, নী
২। পাবে, ঐ, বি, সা।
৩-৩। তোমার নিজ ভাবে, ঐ।

টীকা

পঙ—৭। তু°—“স্ত্রী-বধ-পাতকী, ভয় না গণহ, শুনহ কমল আঁখি” (প্রঃ খঃ, ২৪১ সং পদ)।

৮-১০। তু°—“আঁখি আড় হলে, এখনি মরিব, এখানে দাঁড়ায়ে দেখ। হয় নয় এই, দেখ তবে যাই, ক্ষণেক দাঁড়ায়ে থাক ॥” (ঐ, ২৪০ সং পদ)।

১২। তু°—“কেবল চরণ দ্বারা ভূমি বিলিখিত করিতে লাগিলেন” (ভা, ১০।২০।২৬)।

---

[৬৫৯]

শ্রী

১যেদিন হইতে তোমার সহিতে
পহিলে হয়েছে দেখা।
সে সব বচন রয়েছে ঘোষণ
যেমত শেলেরই রেখা ॥
শপথি করিয়া পীরিতি করিলে
তাহা বা রাখিলে কই।
কে আছে ব্যথিত কাহারে কহিব
যে দুখে আমরা রই ॥
আপনি বলিলে আপনি কহিলে
আবার এমত কর।
আমরা হইলে মরিয়া যাইতাম
পুরুষ বলিয়া সার ॥
একটি বচন করি নিবেদন
শুনহে নাগর রায়।
সে দিন যাইয়া কি কাজ লাগিয়া
ধরেছিলে দুটি পায় ॥
দোসর বচন করি নিবেদন
শুনহে নন্দের সুত।
সে দিন যাইয়া কি কাজ লাগিয়া
দশনে ধরিলে কুট ॥
তেসর বচন করি নিবেদন
দাঁড়ায়ে শুনহে তুমি।
এ জনমের মত ফিরে চাও তুমি
বিদায় হয়ে যাই আমি ॥”
এ কথা শুনিয়া রসিক নাগর
ভাসিল নয়ানের জলে।
রসিক নাগর হইল কাতর
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে ॥

দ্রষ্টব্য :—নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে ইহার পরবর্ত্তী ৪২৭ সংখ্যক পদে শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া রাধার “মান উপজল” বলিয়া লিখিত আছে। ইহা রাসের দ্বিতীয় পালার বর্ণনীয় বিষয়। (৫৪৪ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)। ঐ পদ হইতে আরম্ভ করিয়া নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের ৫০৯ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত ৮৩টি পদে এই মানের অভিনয় এবং ভাগবতাতিরিক্ত অন্যান্য লীলা ধারাবাহিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ঐ পদগুলি যে দ্বিতীয় পালার অন্তর্গত তাহাও বুঝা যাইতেছে। এজন্য ঐ পালাতেই ইহাদিগকে স্থাপন করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী পদে (অর্থাৎ নীলরতন বাবুর ৫১০ সংখ্যক পদে) গোপীকে কাঁধে লইবার প্রসঙ্গ আছে। ইহা পঞ্চাধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার অন্তর্গত বলিয়া

ঐ পদ হইতে আরম্ভ করিয়া অবশিষ্ট পালাটি ইহার পরেই স্থাপন করা হইয়াছে। এই কাঁধে লইবার ঘটনাটি যে প্রথম পালায় বর্ণিত হইয়াছিল, তাহারও উল্লেখ প্রথমখণ্ডের পদে রহিয়াছে, যথা—

কহিল তোমারে কাঁধে করিবারে
কোথারে চলিলা কালা।
কাতর পরাণ কালা কালা করি
কঠিন পাইল জ্বালা॥
(প্রথমখণ্ড, ২৪৩ সং পদ)।

অতএব ইহার পূর্ব্বেই যে রাসের এই ঘটনা একবার বর্ণিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি পদ পাওয়া যাইতেছে না।

পঙ্—১-৬। তু°—"যে দিন মাধবীতরুছায়। কি বোল বলিলে যদুরায়॥ তখন করিলে তুমি পণ। এবে কয় এখন এমন॥ (প্রঃ খঃ, ২৩৪ সং পদ)। এই পরিকল্পনাট দীন চণ্ডীদাসের নিজস্ব। প্রথমখণ্ডের অনেক পদেই ইহার উল্লেখ আছে (ঐ ভূমিকা, ২॥০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অতএব এই সকল রচনা যে একই কবির কল্পনাপ্রসূত তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

[৬৬০]

"* * * আগল শ্রম অতিভরে
বিকল হইল প্রাণ॥
রাস-জাগরণে অলস সঘনে
আঁখি ঢুলু ঢুলু করে।
আর আমি মেনে চলিতে না পারি
শুনহ নাগর রে॥
তবে সে যাইতে পারি এ কাননে
যদি কাঁধে করি লহ।
তবে সে যাইতে পারি বনভিতে
আগে এ কবুল কহ॥"

হাসি কহে কিছু রসময় কান
"ইহার এমন রীত।
রাধার যেমত দশা উপজল
তেমতি ইহার চিত॥"
"ভাল ভাল," বলি কহে বনমালী—
"তোমারে লইব কাঁধে।
বড় নহে এই তার পরিণাম"
কহিলা শ্যামরু চাঁদে॥
সরস বচন পেয়ে সেই গোপী
উঠিয়া বসন বাঁধে।
"হের আসি," কহে "আর কিবা মোহে
মোরে আসি লহ কাঁধে॥"
সুঘড় শেখর জানিল অন্তর
ইহার এমন দশা।
মদ-অহঙ্কার হইল ইহার
পাওল বিষম দশা॥
হাসি গুণমণি কহে এক বাণী
"তুমি কি চড়িবে কাঁধে।"
চণ্ডীদাস কয়— বিপাক পড়িল
সে গোপী পড়ল ধন্দে॥

দ্রষ্টব্য:—ভাগবতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ এক গোপীকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন (ঐ, ১০।২৯।৪৩, ১০।৩০।৩০)। কিন্তু ভাগবতকার কোন গোপীর নাম উল্লেখ করেন নাই, অথচ ১০।২৯।৪৩ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় ঐ গোপীকে রাধা বলা হইয়াছে। ইহার সহিত দীন চণ্ডীদাসের পরিকল্পনার বিভিন্নতা লক্ষিত হইবে। তিনি কৃষ্ণপ্রিয়া সেই গোপীকে রাধা বলেন নাই, অন্য কোন রমণী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (পরবর্ত্তী ৬৬৩ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)। বোধ হয় রাধাকে প্রধানা নায়িকা করিয়া তাঁহার বিপ্রলব্ধ-দশা বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যে কবি নূতনত্বের অবতারণা করিয়া থাকিবেন।

টীকা

পঙ্ ১-১০। কৃষ্ণকান্তা সেই গোপী বনপ্রদেশে উপনীত হইয়া সগর্ব্বে কহিয়াছিলেন—"হে প্রিয়তম, আমি আর চলিতে পারি না, তোমার যথায় ইচ্ছা আমাকে লইয়া চল" (ভা, ১০৷৩০৷৩১)।

১৫-১৬। কৃষ্ণ কহিলেন—"তবে আমার স্কন্ধে আরোহণ কর" (ঐ, ১০৷৩০৷৩২)।

---

[৬৬১]

শ্রী।

"শুন গুণমণি কহি এক বাণী
কাঁধেতে করহ মোরে।
তবে সে এ পথে পারিয়ে চলিতে
নিশ্চয় কহিয়ে তোরে॥"
"আইস ধনী রামা কাঁধে করি তোমা"
সেখানে বসিলা হরি।
শ্যামের সরস বচন পাইয়া
দাঁড়াইল গোপনারী॥
বসন নিবিড় করিয়া বাঁধল
সেই যে চড়ব কাঁধে।
হেন বেলে তথি চলি গেলা কতি
সে নব গোকুল-চাঁদে॥
সেই নব-নারী কাষ্ঠের পুতলি
দাঁড়ায়ে চেতন হরি।
যেমন আকাশে বজর ভাঙ্গিয়া
পড়ল শিরের 'পরি॥
কান্দয়ে করুণে পড়িয়া কাননে
ধূলায়ে ধূসর তনু।
যেমন হরিণী বিকল হইয়া
কাননে বেড়ায় পুনু॥
অচেতন সরে রোদন বেদন
হারায়ে পরাণ-পতি।
"কোথা গেল নাথ ছাড়ি মোর সাথ
তোমারে না দেখি কতি॥"
সেই নব-রামা শ্যামেরে খুঁজিয়া
একাকী কাননে পড়ি।
মুখে নাহি বাণী যেন অনাথিনী
শিরে করাঘাত পাড়ি॥
যেন সে ধবলি সোনার পুতলি
পড়িয়া কানন-বনে।
বিকল হইয়া মূরছা খাইয়ে
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥

টীকা

পঙ্—৫। তু°—কৃষ্ণ প্রেয়সীকে কহিলেন—"তবে আমার স্কন্ধে আরোহণ কর" (ভা, ১০৷৩০৷৩২)।

৯-১২। তু°—"সেই গোপী স্কন্ধারোহণে উদ্যতা হইবামাত্র ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন" (ভা, ঐ)।

১৭-১৮। তু°—"তখন সেই গোপী বিশেষরূপে অনুতাপ করিতে লাগিলেন" (ভা, ঐ)।

২৩-২৪। তু°—"হা নাথ, হা প্রিয়তম! কোথায় রহিলে!" (ভা, ১০৷৩০৷৩৩)।

---

[৬৬২]

কেদার।

"ওহে নাথ কি করিয়া গেলে।
বজর পাড়িয়ে মোর ভালে॥
আমি সে করল কোন কাজ।
পরিহরি সতীপণা লাজ॥

আগু পাছু কিছু না গুণিনু।
ছার মুখে কি বোল বুলিনু॥
তুমি পতি পুরুষরতনে।
ইহা না জানিল পরিণামে॥
অপরাধ ক্ষম এইবার।
শুন নাথ মহিমা তোমার॥
অবলা কি জানে গুণরাশি।
আমি তোমার চরণের দাসী॥
আপনার গুণে কর দয়া।
লইয়াছি তুয়া পদ-ছায়া॥”
দীন হীন চণ্ডীদাস বলে।
কানু খুঁজিবারে ধনী চলে॥

টীকা

পঙ্‌—১২। তু°—“আমরা তোমার বিনা মূল্যের দাসী (ভা, ১০।৩১।২)।

১৩। তু°—“কৃপা করিয়া একবার দর্শন দাও” (ভা, ১০।৩১।১)।

---

[৬৬৩]

শ্রী।

হেথা রাধা বিনোদিনী রমণীর শিরোমণি
কাঁদিতে কাঁদিতে সেই পথে।
প্রিয় সহচরী সনে চলে সখী অন্বেষণে
বড়ই হইল অনুরথে॥
বিরহে আকুল ধনী আর যত গোপিনী
সেই বনে প্রবেশিল গিয়া।
দেখিল চরণচিহ্ন বিহি পদ আছে শূন্য
তার কাছে কাছে আরসিয়া॥
“রমণীর পদ আছে সে পদের কাছে কাছে
ঐ দেখ নয়ন চাহিয়া।
এই দেখ গুণমণি আনিয়া বা কোন ধনী
বেশ কৈল হরষ হইয়া॥
তার চিহ্ন দেখ আরে সিন্দূর দেওল তারে
পত্রে মথি পরাইল ভালে।
সেই পত্র ঐ দেখ কাজলের আছে রেখ
সুবেশ করল কুতূহলে॥
চন্দন দিয়াছে অঙ্গে তার চিহ্ন দেখ রঙ্গে
এই দেখ তাহার নিশান।”
নয়ন আগুন হয়ে বদনে বসন লয়ে
অতি বড় উঠি গেল মান॥
“তুলিয়া বনের ফুলে বেশ বনাইল ভালে
এই দেখ কুসুম তুলিয়া।
এই বৃক্ষ-লতা ধরি কুসুম ভাঙ্গল হরি
তার চিহ্ন দেখ না আসিয়া॥
তা দেখিয়া অনুরাগী বিরহ উঠিল আগি
কোন রামা এল কৃষ্ণ লয়ে।”
চণ্ডীদাস কহে জানি সঙ্গে লয়ে গোপধনী
তবে কানু গেছেন ছাড়িয়ে॥

টীকা

পঙ্‌—৩-৪। তু°—গোপীগণ এক বন হইতে অন্য বনে গমন করতঃ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন” (ভা, ১০৩০।৪)।

৭। তু°—“তাঁহারা বনের এক প্রদেশে সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন” (ভা, ১০।৩০।২১)।

৯-১০। তু°—“তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের অগ্রেই এক রমণীর পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলেন” (১০।৩০।২২)।

২১-২২। তু°—“কৃষ্ণ এখানে পুষ্পাদি দ্বারা আপনার কামিনীর কেশ-প্রসাধন করিয়াছিলেন” (ভা, ১০।৩০।২৯)।

২৫। তু°—"এই সকল পদচিহ্ন আমাদের অতিশয় দুঃখ জন্মাইতেছে" (ভা, ১০।৩০।২৬)।

---

[৬৬৪]

কানড়া।

অতি সে আকুল দেখিয়া বিকল
সে নব কিশোরী রাই।
অতি দুরন্তর মানেতে মোহিত
কিছু না বোলয়ে তাই॥
"সে কোন কামিনী কুলের রমণী
কেমন তাহার কাজ।
সবারে তেজিয়া বঁধুরে লইয়া
বিহরে বনের মাঝ॥
একে বিরহিণী বিয়োগ-বিরাগে
তাহে ভেল অতি বিরাগী।
যে আছে মরমে তাহা সে করিব
যদি বা পাইয়ে লাগি॥
সে এত ব্যথিত এ সব থাকিতে
সে হইল এতেক ভাল।
এই অনুরাগে রাগিনী অন্তরে
বিয়োগ উঠিয়া গেল॥"
সেই পথে চলি যায় সবে মিলি
রাধার সঙ্গেতে দেখা।
সেই গোপনারী মূর্চ্ছিত হইয়া
পড়িয়া আছিল একা॥
চণ্ডীদাস বলে-- শুন বিনোদিনি
ইহার ঐছন দশা।
নিষ্ঠুর বচন কহিতে ইহার
পাইলা পরভাষা (?)॥

টীকা

পঙ্—৫-৮। তু°—"এই রমণী গোপীদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া একা নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা পান করিয়াছে" (ভা, ১০।৩০।২৬)।

১৭-২০। তু°—"পরে তাঁহারা প্রিয়বিশ্লেষে বিমোহিতা ঐ অবলাকে অবলোকন করিলেন" (ভা, ১০।৩০।৩৪)।

---

[৬৬৫]

কানড়া

"সখি, এমন তোমারে কেন দেখি।
একলা গহন বনে পড়িয়া আছহ কেনে
আভরণ সকল উপেখি।"
রাধা আগে কহে বাণী "কি আর পুছহ তুমি
কহিতে বহুত হয়ে লাজ।
মুই অভাগিনী নারী বচন-চাতুরী করি
করিলাঙ আপনি অকাজ॥
বৃন্দাবন-রাসরসে জাগি সব গোপী শেষে
উজাগর নিশিশেষে এই।
রাধার বাসনা সাধে কানুর চরিতে কাঁধে
তোমারে তেজিয়া গেল সেই॥
আমারে লইয়া শ্যাম আইলা সে বনধাম
আগে সে কহিল ফলভাষা।
ভাঙ্গি মোর অহঙ্কার সুখ গেল ছারখার
আমার হইল হেন দশা॥
তোমার ভাঙ্গিতে মান তেজি গেল কোন স্থান
সেই মত একাকিনী বনে।"
শুনি সুধামুখী রাধা হৃদয়ে পাইল বাথা
দীন চণ্ডীদাস ইহা ভণে॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদের ১০-১১ পঙ্‌ক্তিতে দেখা যায় যে, রাসের সময়ে রাধাও কৃষ্ণের কাঁধে চড়িতে চাহিয়াছিলেন। যদি এই পাঠই ঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, রাসের সময়ে কৃষ্ণের অন্তর্হিত হইবার কারণ স্বরূপ কবি ৬৬০ সংখ্যক পদের পূর্ব্বে এইরূপ কোন ঘটনা বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে রাসের এই পালাটি এইভাবে রচিত হইয়াছিল—কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপীগণের আগমন, উক্তি-প্রত্যুক্তি, রাসের আরম্ভ, এবং রাসের শেষভাগে রাধার কাঁধে চড়িবার প্রবৃত্তি, ও এক গোপীকে লইয়া কৃষ্ণের অন্তর্হিত হওয়া। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের ৫০৯ সংখ্যক পদের পাদটীকায় (এই গ্রন্থের ৬২৬ সংখ্যক পদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য) তিনি লিখিয়াছেন যে, পরবর্ত্তী প্রায় ৪০টি পদ পাওয়া যায় নাই। ঐ পদের পরে নবকুঞ্জরলীলার পরিসমাপ্তি এবং তৎপর রাধার কাঁধে চড়িবার প্রবৃত্তি প্রভৃতি এই পালার অন্তর্ভূত ঘটনাগুলি বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যাইতেছে। পরবর্ত্তী পদ দ্রষ্টব্য।

---

[৬৬৬]

এ কথা শুনিয়া বিনোদিনী।
অধিক হইলা বিরহিণী॥
"কি আর করিব সখি বল।
কানু বড় নিদয় হইল॥
বনে বনে খুঁজিতে মাধাই।
তার দরশন নাহি পাই॥
তেজব কঠিন পরাণ।
সে পহুঁ করল নিদান॥
জানল দোহে ভেল বাম।
আমরা কি পাওব কান॥
যার লাগি তেজহ গেহ।
তছু পদে সোপনু দেহ॥
গুরুজন পরিজন-আশ।
দূরে ডারনু অভিলাষ॥
কুবচন করিল ভূষণ।
অপথ সপথ কৈল পণ॥
পাড়ার পড়সি দিল ডোর।
সে কানু করল নিজ কোর॥
নিশ্চয় তেজল গুণমণি।
অনুরাগে যতেক গোপিনী॥"
দীন চণ্ডীদাস বলে তায়।
এখনি মিলব যদুরায়॥

টীকা

পঙ্‌—১-২। তু —"ঐ গোপীর কথা শুনিয়া অন্যান্য গোপী পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন" (ভা, ১০।৩০।৩৪)।

৯। রাধার এই উক্তি হইতেও বুঝা যায় যে, তিনি এবং অন্য এক গোপী উভয়েই কৃষ্ণের কাঁধে চড়িতে চাহিয়াছিলেন, এবং এজন্য কৃষ্ণ উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।

১৭। ২৩৯ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

---

[৬৬৭]

কামোদ

"শুন গো সজনি সই কি বুদ্ধি করিব।
কালিমা কানুর লাগি আনলে পশিব॥
যাহার লাগিয়ে হল এত পরমাদ।
সে জন করিল সুখ-সম্পদেতে বাদ॥
সকল গোপিনী বলে "আর কিবা দেখ।
সে শ্যাম নৈরাশ হল কি আর উপেখ॥
যে জন করিত দয়া সে হল নিঠুর।
তেজিয়া বিমুখ ভেল, কৈল অতিদূর॥

যমুনাতে গিয়ে চল মরিব ডুবিয়া।
এ ছার জীবন কেন থাকিয়ে ধরিয়া ॥"
দীন চণ্ডীদাস বলে এত পরমাদ।
এখনি মিলব কানু মিটিবেক সাধ ॥

দ্রষ্টব্য :—ভাগবতেও বর্ণিত আছে যে, গোপীগণ আক্ষেপ করিতে করিতে যমুনাপুলিনে আগমন করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৩০।৩৭)।

---

[৬৬৮]

কানড়া

"শুনহ সজনি আর কি দেখহ
মরণ হইল সারা।
যাইয়া যমুনা মরিব সজনি
এ শুন আমার ধারা ॥"

এই মনে ঠানি সকল গোপিনী
যাইয়া যমুনাকূলে।
সব গোপীগণ হেন কৈল মন
ঝাঁপ দিতে সেই জলে ॥

বুঝিল নিশ্চয় সেই যতুরায়
স্ত্রী-বধ-পাতকী ভয়ে।
আসি দেখা দিল সেই সে নাগর
বচন মধুর কয়ে ॥

দেখিয়া নাগর গুণের সাগর
নবীন ব্রজের রামা।
চণ্ডীদাস বলে নাগরী সকল
উঠলি উথল প্রেমা ॥

দ্রষ্টব্য :—ভাগবতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, গোপীগণের আক্ষেপ শুনিয়া কৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় দর্শন দিয়াছিলেন (ভা, ১০।৩২।২)।

---

[৬৬৯]

সুহই

নাগর পাইয়া নাগরীসকল
সুখের নাহিক ওর।
যেন বা কে ধন পাইয়া তেমন
বঁধুয়া করিল কোর ॥
নয়নের তারা খসিয়া গেছিল
আসিয়া বসিল পুনঃ।
জল ছাড়া হয়ে শফরী বিকল
সে জল পাইল হেন ॥
যেমন চাঁদের রসের বিহনে
চকোর অবশ হয়ে।
রস পেয়ে যেন পরাণে জিয়ল
তেন সে শ্যামেরে পেয়ে ॥
যেন মেঘরস লাগিয়া চাতক
পিয়াসে পিউ সে পিউ।
রস-আলাপনে চাতক বাঁচল
এ রস না জানে কেউ ॥
পাইয়া নাগর নাগরী সকল
কহিতে লাগিল তায়ে।
এমন পীরিতি নাহি দেখি কতি
চণ্ডীদাস গুণ গায়ে ॥

টীকা

পঙ্—২। ভাগবতেও বর্ণিত আছে যে কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া গোপীগণ অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন (ভা, ১০।৩২।২-৮)।

৫-১৬। ভাগবতে এই হর্ষ মুমুক্ষু ব্যক্তির ঈশ্বর প্রাপ্তির ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে (ঐ, ১০৷৩২৷৮), কিন্তু চণ্ডীদাস এখানে কবিজনোচিত সহজ উপমা দ্বারা বুঝাইয়াছেন।

---

[৬৭০]

ধানশী।

"বঁধু, ভাল সে বটহ তুমি।
এক অপরাধ জনম অবধি
করিয়া আছিল আমি॥
সেই অপরাধ বিষম বিবাদ
করিলা নাগর রায়।
আমরা অবলা অখলা কি জানি
সকল গোচর পায়॥
কালিয়া যে জন কঠিন সে জন
এবে সে জানিল দঢ়।
কালার সঙ্গেতে যে করে পীরিতি
পরিণামে হয়ে আর॥
যখন না ছিল তোমার মিলন
তখন আছিল ভাল।
হাসিয়া হাসিয়া জাতি কুল নিয়া
নিদানে আনল জ্বাল॥
পরের পরাণ হরিতে তোমার
তিলেক নাহিক দয়া।
পরবশ তুমি কি বলিব আমি
যেমন কায়ার ছায়া॥
যেমন জলের বিম্বুক সম্মুখে
দেখিয়া মিলায়ে যায়।
তোমার পীরিতি দেখিতে তেমন"
দীন চণ্ডীদাস গায়॥

টীকা

পঙ্‌—২-৫। জন্মাবধি আমি তোমার প্রেমে পাগলিনী, (তু°-নী-৩১৪ সং পদ) ইহাই আমার স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা, এখন দেখিতেছি তোমাদ্বারা বিষম অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। অথবা তোমার কাঁধে চড়িতে চাওয়া ব্যতীত জন্মাবধি আমি তোমার নিকট আর কোন অপরাধ করি নাই, তুমি তাহাই অবলম্বন করিয়া বিষম অনর্থের সৃষ্টি করিলে।

৮-৯। ৬৫৭ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪-১৫। ঐ

১৮। তু°—"যে জন পরের বশ, সে কি জানে আন রস (৩০৩ সং পদ)।

---

[৬৭১]

ধানশী।

"ভাল হইল বঁধু তোমার পীরিতি
নিশির স্বপন যেন।
কহিতে কহিতে দেখিতে দেখিতে
সে সব মিছাই মেন॥
আমরা অবলা অখলা রমণী
তিলে কতবার ভুলি।
দোষ গুণ আদি কিসের অবধি
ধরিয়াছ বনমালী॥
ভাল সে তোমার চরিত বেভার
এবে সে জানিলু কানু।
নিজ বশ নহ পরবশ হও
তোমারি স্বপন-তনু॥
তুমি দয়া কর দয়ার সাগর
কলপতরুর গাছে।
শীতল দেখিয়া ও দুটি পঙ্কজ
শরণ লইয়াছি কাছে॥

এ নহে তোমার মহিমা করিতে
অবলা জনার দুখ।
এড়িয়া কাননে গেলা কোন স্থানে
কত না হইল দুখ॥"
চণ্ডীদাস বলে-- যে হল সে হল
এখন পাইলা কান।
পরশ-রতন করিয়া ভূষণ
হৃদয়ে করহ স্থান॥

---

[৬৭২]

সিন্ধুড়া

"হেদে হে কমল-কান কা সনে করহ মান
দোষ গুণ কিছুই না লও।
পরবশ রস প্রেম এবে সে জানিল হেম
অমিয়া সেচনে কথা কও॥
তোমার অমৃত-বাণী কত বোল পেয়ে জানি
হাসি পরকিত সুধাময়।
এমন রতন ধন পাইয়া অবলা জন
কোথা ছিল হেন মনে লয়॥
তোমার কারণে হরি গৃহকাজ পরিহরি
গুরু গরবিত যত জনে।
তোমার কলঙ্ক-মালা হৃদয়ে পরেছি কালা
লইলাঙ করিয়া চন্দনে॥
যে বল সে বল কানু তোমারে সঁপিনু তনু
মো সবা ছাড়িবে জানি পাছে।
দেখ দেখি ত্রিভুবনে কেবা আছে তোমা বিনে
আর সে দাঁড়াব কার কাছে॥
যে কর উচিত কাজ শুন হে নাগররাজ
পর ভাব না করিহ মনে।
ব্রজনারী-মনস্কাম কে পূরাবে ওহে শ্যাম,"
দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস ভণে॥

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এই সময়ে গোপীগণ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কেহ ভজনকারীকে অনুরূপ ভজনা করে, কেহ ভজনার অপেক্ষা না করিয়াই ভজনা করে, আবার কেহ ভজনকারী কি অভজনকারী কাহাকেও ভজনা করে না, ইহার কারণ কি ?" (ভা, ১০।৩২।১৫)। এই পদে গোপীগণও বলিতেছেন যে, তাঁহারা কৃষ্ণের জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি তিনি তাঁহাদিগকে এইরূপ দুঃখ দিতেছেন কেন ?

পঙ্‌—৬। পরকিত—প্রকৃত।

১৫-১৬। তু°—"একুলে ওকুলে, গোকুলে দুকুলে, আর কেবা মোর আছে" (প্রঃ খঃ ৩৯৯ সং পদ)।

---

[৬৭৩]

সিন্ধুড়া।

৮ "কি আর বলিব পায়।
শুন হে নাগর রায়॥
তার' কি পরাণ এড়ি।
কাননে রহিলা ছাড়ি॥
আমরা অবলা নারী।
দোষগুণ নাহি ধরি॥
তুমি সে পরাণ-বন্ধু।
কেবল করুণাসিন্ধু॥"

দীন চণ্ডীদাস কয়।
সুধারস তুমি ময় ॥

১৩। তু°—"এই সকল বিবেচনা করিয়া তোমরাও আমার প্রতি দোষারোপ করিওনা" (ভা, ১০।৩২।২০)।

---

[৬৭৪]

সিন্ধুড়া।

শুনিয়া রাধার বিনয়-বচন
কহিতে লাগিলা তায়।
"তোমার পীরিতে এ দেহ সঁপেছি
এ কথা কহিব কায় ॥
তোমা না দেখিয়া আঁখির পলক
যদি বা নাহিক দেখি।
দেখিলে জুড়াই না দেখিলে মরি
শুন শশধরমুখি ॥"
হাসিয়া হাসিয়া নাগর রসিয়া
তুষিতে লাগল তায়।
রসাল বচনে করিয়া সেচনে
কটাক্ষ নয়নে চায় ॥
"যা হল তা হল মনে না ভাবিহ
শুনহ সুন্দরী রাধা।
তোমার মরমে আমার মরমে
সদাই আছয়ে বাঁধা ॥"
রমণীমাঝারে তুষিয়া নাগর
চাহিয়া সবার পানে।
এমন পীরিতি কোথাও না দেখি
চণ্ডীদাস রস ভণে ॥

টীকা

পঙ্—৯-১২। কৃষ্ণ যে মধুর বাক্যে গোপীগণকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন, ইহা ভাগবতেও বর্ণিত হইয়াছে (ঐ, ১০।৩২।১৫-২১)।

---

[৬৭৫]

পূরবী।

দেখিলা নাগর নাগরী সকল
দিয়া সে রসের ভারা।
যেমন কুসুম মধুর সরসে
অলিকুল পিয়ে তারা ॥
খতে খতে খতে লাখ শত শত
রমণী একেক রয়।
কানু সে লুবধ ভ্রমর যেমন
মধুপানে অতিশয় ॥
মধুরসে মাতি যেন মত্ত হাতী
অঙ্কুশ নাহিক মানে।
সবারে তুষিয়া নাগর রসিয়া
করুণ বাঁশীর গানে ॥
মধুর সুস্বরে বাঁশী বাজাইয়া
নাগর চতুর রায়।
গুপত পীরিতি বাঁশীর আরতি
এ কথা না জানে মায় ॥
নিজ নিজ গৃহে গেলা গোপীগণ
না জানে গৃহের পতি।
যেমন যে ছিল তেমন পৈশল
ঐছন আরতি গতি ॥
যদুনাথ গেলা নন্দের মহলে
শুতলি মায়ের কোলে।
জননী না জানে এ রস-বেভার
দীন চণ্ডীদাস বলে ॥

টীকা

দ্রষ্টব্য :—প্রথমখণ্ডের অন্তর্গত "অক্রূরাগমন" পালার প্রথম পদটি এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে—

নিশি গেল দূর প্রভাত হইল
উঠল শ্যামরু চন্দ্র। (ঐ, ১৯৩ সং পদ)

এখানে যে কোন বিশেষ রাত্রির প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমাদের বিশ্বাস এই উল্লেখে রাসলীলার রাত্রির কথাই বলা হইয়াছে। তাহা হইলে এই পালাটি অক্রূরাগমনের পূর্ব্বে সন্নিবিষ্ট ছিল। ভাগবতেও রাসের কিছু পরেই অক্রূরাগমন বর্ণিত হইয়াছে।

পঙ্‌—৫-৮। ভাগবতেও আছে যে, রাসস্থলে যত সংখ্যক গোপী ছিলেন, কৃষ্ণ আপনাকে তত সংখ্যক করিয়াছিলেন (ঐ, ১০।৩৩।২০), এবং এইরূপে একাকী শ্রীকৃষ্ণ সকলের সহিত বিহার করিয়াছিলেন (ঐ, ১০।৩৩।৩)।

১৮-২০। ভাগবতে আছে যে, ব্রজবাসিগণ ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া স্ব স্ব পত্নীদিগকে আপনাদের পার্শ্বেই অবস্থিত মনে করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৩৩।৩৭)। অন্যত্র—অভিসারাদিকালে যোগমায়া-কল্পিত তাদৃক্‌ গোপীমূর্ত্তি গৃহান্তর্ব্বর্ত্তিনী দেখিয়া গোপগণের এইরূপ বোধ হইত যে, আমার পত্নী আমার গৃহে আছে (উজ্জ্বলনীলমণি), অতএব রাসান্তে যখন তাঁহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন মায়াকল্পিত স্ত্রীমূর্ত্তি সকল অন্তর্হিত হইল, আর গোপীরা তৎপরিবর্ত্তে গৃহে অধিষ্ঠিত হইলেন বলিয়া তাঁহাদের পতিগণ রাসের ব্যাপার জানিতে পারিলেন না (ভাগবতের উক্ত শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। গোবিন্দলীলামৃতেও বর্ণিত আছে যে, রজনী-বিলাসের পরে রাধা ও কৃষ্ণ গুরুজনদিগের গৃহদ্বারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে নিজালয়ে আগমন করত স্ব স্ব শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন (ঐ, ১।১১৫)।

পূর্ব্বরাগ

প্রবেশিকা

নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের প্রথমভাগেই পূর্ব্ব রাগের পদগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কৃষ্ণ গাভী অন্বেষণকালে বৃষভানুপুরে যাইয়া রাধাকে দেখিয়া আসিয়াছেন, এবং তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া সখা সুবলের নিকট সেই ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন, এইভাবে পূর্ব্বরাগের পালাটির আরম্ভ হইয়াছে। তৎপর সুবল বাজীকর-বেশে বৃষভানুপুরে যাইয়া রাধাকে যমুনা-স্নানের ব্যবস্থা দিয়া আসিলেন। রাধা যমুনায় স্নান করিতে আসিলে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু উভয়ের মিলন হইল না। তৎপর কবি বলিয়াছেন—

নহিল পরশ কেবল দরশ
মানস-ভিতরে থুই।
সূর্য্যপূজাছলে আনি মিলাইব
তবে সে পরশ হব। ইত্যাদি।
(পরবর্ত্তী ৭১৩ সং পদ)।

এইখানেই নীলরতন বাবু কর্ত্তৃক সংগৃহীত পালা শেষ হইয়াছে, অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইহার পরে উভয়ের মিলন-বিষয়ক যে পালা কবি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যাইতেছে, তাহা নীলরতন বাবু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে সূর্য্যপূজাছলে উভয়ের মিলনের একটি পালা দীন চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে, এবং কবি যে পূর্ব্বরাগের নিশানা দিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন ইহাতে তাহারও উল্লেখ রহিয়াছে (১৩৩৪ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬-১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পালার এই অংশ নীলরতন বাবু কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রথমাংশের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ ও সুবলের উক্তি প্রত্যুক্তি লইয়া রচিত হইয়াছে, এবং ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণ যে হঠাৎ রাধাকে দেখিয়াছিলেন (প্রথমাংশের প্রারম্ভের পদটি দ্রষ্টব্য) তাহারও উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

হেদে হে সুবল সখা, আচম্বিতে দিল দেখা
চিত্রের পুতলী হেন বাসি।
(ঐ, ৭ পৃষ্ঠার ১৮৬২ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)।

তৎপর মিলনের পরে শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন—

তোমা হইতে মিলি রাধা অনেক যতনে।
(ঐ, ৯ পৃঃ)।

এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী পদটিতেও রাধা কর্ত্তৃক সূর্য্যপূজার উল্লেখ রহিয়াছে। সখীগণের প্রশ্নে রাধা বলিতেছেন—

পূজল নৈবেদ্য সুগন্ধ ফুলে। ইত্যাদি।

অতএব পূজার ছলে আনিয়া রাধাকে কৃষ্ণের সহিত

মিলিত করাইবেন বলিয়া পালার প্রথমাংশে কবি যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা এইরূপে এইস্থানে সংঘটিত হইল দেখা যাইতেছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে যে পালাটির আরম্ভ হইয়াছে, তাহার শেষের অংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে পাওয়া যাইতেছে (ইহার বিস্তৃত আলোচনা ১৩৩৬ সালের "প্রবাসী" পত্রের ৬৩০-৬৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। অতএব এই দুইটি পালা একত্রিত করিয়া এই গ্রন্থমধ্যে স্থাপিত হইল।

পূর্ব্বরাগের পদবিন্যাস। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে রাধার রূপ বর্ণনার পদগুলি একস্থানে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের কতকগুলিতে রাধাকে আঙ্গিনায় দেখার প্রসঙ্গ আছে, আর কতকগুলিতে স্নানের ঘাটে দেখার উল্লেখ রহিয়াছে। এজন্য তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইল। পূর্ব্ব-বর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, পূর্ব্বরাগের পালাটি দীন চণ্ডীদাস এইভাবে রচনা করিয়াছিলেন—প্রথমতঃ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সুবলের নিকট রাধাকে আঙ্গিনায় দেখার ঘটনা বর্ণন, তৎপরে আঙ্গিনায় দেখার উল্লেখ করা রাধার রূপ বর্ণনা, সুবলের সান্ত্বনা দান, বৃষভানুপুরে গমন এবং রাধাকে যমুনা-স্নানের ব্যবস্থা দান, রাধার স্নান করিতে আগমন, রাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ, স্নানকালীন কৃষ্ণকে দেখার উল্লেখ করা রাধার পূর্ব্ব-রাগের পদ, স্নানকালীন রাধাকে দেখার উল্লেখ করা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধার রূপ বর্ণনার পদ, সুবলের সান্ত্বনা, এবং পুনরায় বৃষভানুপুরে যাইয়া সূর্য্যপূজা-ছলে রাধাকে আনিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত করান। পালার মধ্যে পদগুলি এই পর্য্যায়েই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই পালাতে শতাধিক পদ ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে। তন্মধ্যে পালার প্রথমাংশে নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ পর্য্যায়ে ৬৯টি পদ মুদ্রিত হইয়াছে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে প্রাপ্ত শেষের অংশে ১৮৬১ হইতে ১৯০৬ সংখ্যা চিহ্নিত (১৩৩৪ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬-১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ৪৬টি পদের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে যে সকল পদ মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটি সন্দেহজনক হইলেও, পূর্ব্বরাগের পালাতে যে শতাধিক পদ ছিল তাহা ধারণা করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বরাগের বর্ণনায় কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদের সমাবেশ রহিয়াছে। অনেকে কবিত্বের মোহে ইহাদিগকে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার অন্তর্ভূত করিতে চাহেন। আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তের কোনই কারণ খুঁজিয়া পাই না। এই সকল উৎকৃষ্ট পদ রাধাকে আঙ্গিনায় দেখার, এবং স্নানের ঘাটে দেখার প্রসঙ্গ লইয়া রচিত হইয়াছে। এই আখ্যায়িকা দীন চণ্ডীদাসের কল্পনার বিষয়ীভূত, অতএব এখানে বড়ু চণ্ডীদাসকে টানিয়া আনা সম্পূর্ণই অপ্রাসঙ্গিক। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল বড়ায়ের মুখে রাধার রূপগুণের বর্ণনা শুনিয়া, ইহাতে আঙ্গিনায় দেখার, বা স্নানের ঘাটে দেখার প্রসঙ্গ নাই। অতএব এইজাতীয় পদ বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

পূর্ব্বরাগ কাহাকে বলে? উজ্জ্বলনীলমণি-কার লিখিয়াছেন

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥
(ঐ, ৮৩৮ পৃঃ)।

সাহিত্য-দর্পণে আছে—

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাঽপি মিথঃ সংরূঢ়রাগয়োঃ।
দশাবিশেষো যোঽপ্রাপ্তৌ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥
শ্রবনস্তু ভবেত্তত্র দূতবন্দীসখীমুখাৎ।
ইন্দ্রজালে চ চিত্রে চ সাক্ষাৎ স্বপ্নে চ দর্শনম্॥
(৩য় পরিঃ)।

দশরূপে আছে—

সাক্ষাৎপ্রতিকৃতিস্বপ্নচ্ছায়ামায়াসু দর্শনম্। ইত্যাদি।
(৪র্থ পরিঃ)।

মিলনের পূর্ব্বে দর্শন বা শ্রবণ দ্বারা নায়কনায়িকার মনে মিলনের যে অভিলাষ জাগরিত হয় তাহাই পূর্ব্বরাগ। দূত, ভাট বা সখীর মুখে গুণকীর্ত্তন শুনার নাম শ্রবণ, এবং ইন্দ্রজালে, চিত্রে, স্বপ্নে বা সাক্ষাৎ দর্শনের নাম দর্শন। কবি যে ভাবে পূর্ব্ব-রাগের পালাটি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থ অনুসরণ করিয়া ইহাতে ঘটনার সমাবেশ করিয়াছিলেন। বৃষভানুপুরে রাধাকে সাক্ষাৎ দর্শনে কৃষ্ণের পূর্ব্ব-রাগের উদয় হইল, সুবলের অভিনয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতি দেখিয়া রাধার পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল, তারপর নাম শ্রবণেও তিনি বিমোহিত হইলেন (রাধার পক্ষে শ্রবণ ও দর্শন উভয়ই সংঘটিত হইল). তৎপর যমুনা-স্নানে আসিয়া পুনরায় উভয়ের সাক্ষাৎ দর্শন হইল, কিন্তু সাবধানী কবি বলিয়া দিলেন—

নহিল পরশ কেবল দরশ
মানস ভিতরে দুই।

এখানে উজ্জ্বলনীলমণির উদ্ধৃত "সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং" কথাটি অবলম্বন করিয়া যে পালা-রচনা করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ঘটনার দিক দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায় যে, এখানেই মিলন সংঘটিত হইলে পূর্ব্বরাগের পালা শেষ হইয়া যাইত, এবং রাধার পূর্ব্বরাগ বিশদভাবে বর্ণিত হইত না। অতএব কবি রাধাকে স্নানের ঘাটে দেখার পরে কৃষ্ণের অভিলাষ এবং রাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়া পরে সূর্য্যপূজাচ্ছলে আনিয়া তাঁহাদের মিলন সংঘটিত করাইয়াছেন। এই পালাতে সাক্ষাৎ দর্শন, ইন্দ্রজালে দর্শন, চিত্রে দর্শন প্রভৃতি অনেক ঘটনাই বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বরাগ-সম্বন্ধীয় অন্যান্য আলোচনা পরবর্ত্তী পদগুলির পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বরাগ

[৬৭৬]

রাগ বরাড়ি

একদিন গোচারণে সকল সখা সনে
বসি এক তরুয়ার ছায়।
নন্দের নন্দন হরি কহে কিছু মৌন ধরি
সুবল সখার পানে চায় ॥
"সখা হে, কহ দেখি কি করি উপায়।
হিয়া করে কেন মত সহিতে না পারি এত
নিরন্তর জ্বলিছে হিয়ায় ॥
হৃদয়ের কথা জান আমার বচন শুন
কহ দেখি আমার মরম।
মরম-ব্যথিত তুমি কি আর বলিব আমি
নয়ানে হইয়াছে এক ভ্রম ॥
অপুর্ব্ব সে অকস্মাতে দেখিল নয়ন-ভিতে
পূর্ব্বাপর যা দেখিল ভাই।
শুন সখা মন দিয়া যেমন করিছে হিয়া
শ্রবণ-পরশ কিছু কই ॥
পূর্ব্বাপর যে দেখিল তাহা কিছু রাগ হৈল
সেইরূপ পূর্ব্বরাগ হ'ল।
পূর্ব্বরাগ-আগি হেন জ্বলিয়া উঠিছে যেন
ইহার উপায় কিছু বল ॥
সেই হইতে তনু মোর মরমে হয়েছে ভোর
তনু মন সব হৈল ঢল।
* * * * * *
* * * * ॥

আচম্বিতে পরদিনে ধবলী চলিলা বনে
গেল বৃকভানুপুর দিয়া।
দেখিল ধবলী নাই খুঁজিল অনেক ঠাঁই
অনুসারে চলিল পাঁজিয়া ॥
দেখি সে খুরের চিহ্ন রহি যাই ভিন্ন ভিন্ন
পদ-অনুসারে গেল চলি।
বৃকভানুপুর-বনে আনের ধেনুর সনে
ধবলী মিলিয়া গেল ভালি ॥
তাঁহা যে দেখিল ভাই অকথ্য কথন এই
কহিতে উঠয়ে মনে রাগি।
ছায়া সম তা দেখিল বাহির হইয়া গেল
বৃকভানু-মহলেতে উগি ॥
মহল ছাড়িয়া আসি সঙ্গে সহচরী দাসী
কনক গাগরি লই কাঁখে।
ধনীর রূপের ছটা কোটি চাঁদ জিনি ঘটা
কত সুধা বরিখয়ে মুখে ॥
স্বপ্ন সম দেখি তারে ছায়ার সমান পুরে
মোর অঙ্গে আভা আসি বাজে।"
চণ্ডীদাস কহে তাথে শুন প্রভু যদুনাথে
এ কথা বুঝিবে আন কাজে।

টীকা

দ্রষ্টব্য :—চণ্ডীদাস এই পালাতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ আগে বর্ণনা করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণকার লিখিয়াছেন—

"আদৌ রাগঃ স্ত্রিয়ো বাচ্যঃ পশ্চাৎ পুংসস্তদিঙ্গিতৈঃ।" কিন্তু উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে—

"অপি মাধবরাগস্য প্রাথম্যে সম্ভবত্যপি।
আদৌ রাগে মৃগাক্ষীণাং প্রোক্তা স্যাচ্চারুতাধিকা॥"
(ঐ, ৮৪০ পৃঃ)

ইহার টীকায় বলা হইয়াছে—"নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া" অলঙ্কারকৌস্তুভের এই বচনানুসারে যদিচ বয়ঃসন্ধির প্রারম্ভে ভাবের প্রথম বিক্রিয়াস্তরই স্ত্রীপুরুষের পরস্পর অন্বেষণ সম্ভব হয়, তথাপি লজ্জাধৈর্য্য-কুলাচারাদি দ্বারা আবৃতা স্ত্রীর পুরুষের প্রতি সহসা পূর্ব্বরাগ প্রকট হয় না, কিন্তু পুরুষের ধৈর্য্যলজ্জাদি আবরক না হওয়াতে প্রায় পুরুষ কর্ত্তৃকই স্ত্রীলোকের অন্বেষণ সম্ভবপর হয়। তবে যে স্ত্রীলোকের পূর্ব্বরাগ আগে বর্ণনা করিবার কথা বলা হইয়া থাকে, তাহা কেবলমাত্র রমণীর পূর্ব্বরাগে চারুতার আধিক্য হেতু (উজ্জ্বলনীলমণি, ৮৪৪ পৃঃ)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য করিলে নায়কের পূর্ব্বরাগই আগে বর্ণনা করা উচিত, কিন্তু রসাধিক্য হেতু নায়িকার পূর্ব্বরাগ আগে বর্ণনা করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। চণ্ডীদাস বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই পালাতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ আগে বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে কবি "উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

পঙ্—৪। পূর্ব্বরাগ বর্ণনায় সুবলের উল্লেখ উজ্জ্বল-নীলমণির একটি শ্লোকেও রহিয়াছে। রত্যুদ্ভবের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, উপমা, স্বভাব ইত্যাদি কারণে রতির আবির্ভাব হয়" (ঐ, ৬৫৩ পৃঃ)। তন্মধ্যে অভিযোগের অন্তর্গত স্বাভিযোগের দৃষ্টান্তে শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন—"যমুনাতটে চঞ্চলনয়না যে রমণী আমার চিত্ত হরণ করিয়াছে, সে কে?" (ঐ, ৬৫৫ পৃঃ)

১২। অকস্মাৎ দর্শন ও অকস্মাৎ শ্রবণ পূর্ব্বরাগের কারণ বটে। এই সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে—"কোন কোন পণ্ডিত পূর্ব্বরাগ বিষয়ে প্রথম নয়নপ্রীতি, তৎপর যথাক্রমে আসক্তি, সঙ্কল্প, নিদ্রাচ্ছেদ, কৃশতা, বিষয়নিবৃত্তি, লজ্জাবিনাশ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু এই দশ দশা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন (ঐ, ৮৬৮ পৃঃ)। এখানে প্রথমেই নয়ন-প্রীতির বর্ণনা করা হইয়াছে।

১৬-১৭। কবি এখানে নিজেই পূর্ব্বরাগ ব্যাখ্যা করিতেছেন:—পূর্ব্বে রূপ দেখিয়া যে রাগের উদয় হইয়াছে তাহাই পূর্ব্বরাগ। তু°—"রূপ লাবণ্য যার দেখি জন্মে ক্ষোভ। প্রাপ্তি কারণে সদা চিত্তে হয় লোভ॥ পূর্ব্বরাগের ঘর এই সদা চিন্ত মনে।" (রসসার, ১৩ পৃঃ)।

২২। এই পদে দুই দিনের সাক্ষাৎ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম দিন অকস্মাৎ দর্শন, পরের দিন ধেনু-অন্বেষণে সাক্ষাৎ। ইহার পরে সুবলের নিকট এই সকল ঘটনা বর্ণিত হইতেছে।

২৫। পাঁজিয়া - পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া।

শেষ ৪ পঙ্‌ক্তি: প্রবেশিকায় উদ্ধৃত দশরূপের "স্বপ্ন-ছায়ামায়াসু দর্শনম্" এই সূত্রের আদর্শে ইহা রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অথবা আবেগের আধিক্য হেতু যেমন কৃষ্ণকে দর্শনান্তর রাধা বলিয়াছিলেন—"আমি এই রূপ স্বপ্নে দেখিলাম, কি জাগরণে দেখিলাম, কি রাত্রে দৃষ্ট হইল, কি দিনে প্রত্যক্ষ হইল, তাহা কিছুই জানিতে পারি নাই।" (বিদগ্ধমাধব, ৮২ পৃঃ)।

---

[৬৭৭]

কানড়া

"মগন করিয়া গেল সে চলিয়া
সোনার পুতলি কায়া।
তাহে নীল শাড়ী ভেদিয়া আঁচল
রূপ অনুপম ছায়া॥
বসন ভেদিয়া রূপ উঠে গিয়া
যেমন তড়িৎ দেখি।
লখিতে নারিনু কেমন বন্ধন
লখিয়া নাহিক লখি॥

কি আর কহিব নয়ান চঞ্চল
নানা আভরণ গায়।
নানা পরিপাটী রসের সৌরভে
লাখ লাখ অলি ধায়॥
চলিল যখন দেখিল তখন
গমন হংসিনী প্রায়।
আপন গেয়ানে না দেখি নয়ানে
এমত রূপের কায়॥
সোনার নূপুর বাজয়ে মধুর
পঞ্চম শবদ করে।
চলিয়া যাইতে সে মন্দগামিনী
হেলিয়া হেলিয়া পড়ে॥
যেমত কেশরী নিতম্ব মাঝারি
ঘটের মুটকে পাই।
ঐছন দেখিনু মধুর মূরতি
আপন নয়ানে চাই॥
হাসিতে অমিয়া পড়ে কত শত
দেখিলাম নয়ান-কোণে।
যেমত দেখিনু রাজার কুমারী”
দ্বিজ চণ্ডিদাস ভণে॥

শেষ দুই পঙ্‌ক্তি :—রাধাকে এখানে রাজার কুমারী বলা হইয়াছে। ললিতমাধব নাটকের প্রথম দুই অঙ্কে রাধার জন্ম-সম্বন্ধীয় এই বিবরণ পাওয়া যায়—রাধা বিন্ধ্য পর্ব্বতের দুহিতা, শৈশবে রাক্ষস কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া বিদর্ভরাজ কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা হন। পরে বৃষভানু গোপের প্রতি তাঁহার লালনপালনের ভার অর্পিত হয়। এই গোপাদিগের রাজা ছিলেন নন্দ, বৃষভানু তাঁহার অধীনস্থ প্রতিপত্তিশালী গোপ হইলে, তাঁহার "রাজা" এই সম্মানসূচক উপাধি থাকা বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ বিদর্ভরাজ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হওয়াতে রাধাকে রাজার কুমারীও বলা যাইতে পারে। আর এক দিক দিয়াও রাধার এই আখ্যার সার্থকতা লক্ষিত হইতে পারে। উজ্জ্বলনীলমণিতে রত্যুদ্ভবের কারণসমূহের মধ্যে "সম্বন্ধের" উল্লেখ রহিয়াছে। কুল, রূপ, সৌশীল্য প্রভৃতি সমগ্রত্বের গৌরবকে সম্বন্ধ বলা হয় (ঐ, ৬৬৩ পৃঃ)। রাজকুমারীর কুলগৌরবের সহিত তাঁহার রূপগুণাদির ধারণা যুগপৎ মনে উদিত হইয়া থাকে। এই পদেও কবি রাধার তড়িতের ন্যায় বর্ণ, চঞ্চল লোচন, অমৃতময় হাসি, হংসিনীর ন্যায় গমন এবং নানা প্রকার বেশ-পারিপাট্যের বর্ণনা করিয়া এক অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তদুপরি তিনি রাজার কুমারী। তাঁহার রূপগুণ তাঁহার বংশ-গরিমার উপযুক্তই বটে। এই জন্যই তিনি জগৎ-মোহন কৃষ্ণেরও মোহিনী হইতে পারিয়াছেন।

দ্বিজ ভণিতা :—এই পদের এবং পরবর্ত্তী কয়েকটি পদের দ্বিজ ভণিতা সম্বন্ধে আলোচনা এই খণ্ডের ভূমিকায় এবং প্রথমখণ্ডের ভূমিকার ২৮৶-৩৲ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

[৬৭৮]

সুহই

"দেখিয়া মূরতি রূপের আকৃতি
মরমে লাগিল তাই।
যেই সে দেখিল তখন হইতে
কিছু না সম্বিত পাই॥

ধবলী লইয়া আইনু চলিয়া
শুনত সুবল সখা।
সেই নব রামা আর পুন বেরি
কখন হইবে দেখা॥

কহিল মরম তোমার গোচর
শুন হে সুবল তুমি।
মরম-বেদন জানে কোন্ জন
বিকল হইল আমি॥

সেই কথা মোর মনে পড়ি গেল
কহিব কাহার আগে।
কালি হতে মন কেমন করিছে
হৃদয়-ভিতরে জাগে॥
শুইতে না হয় নিঁদের আলিস
ক্ষুধা তৃষ্ণা গেল দূরে।
নিরবধি হৃদে সেই সে ভাবনা
থাকি থাকি মন ঝুরে॥
কি হল অন্তরে হিয়া জর জর
বিঁধল সন্ধান শরে।
জর-জর কৈল পরাণ-পুতলি
মন-মত্ত-হাতীবরে॥"
চণ্ডীদাসে বলে— "শুনহ রসিক
নাগর চতুর কান।
হইবে দরশ করিবে পরশ
ইহাতে নাহিক আন॥"

দ্রষ্টব্য:—পূর্ব্বরাগে লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, প্রভৃতি দশা উপস্থিত হয়। কবি এখন কৃষ্ণের এই সকল অবস্থার বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন।

শেষ পঙ্‌ক্তিদ্বয়:—এখানে কবি এই আখ্যায়িকার সূত্র-বিন্যাস করিয়াছেন। প্রথমতঃ সুবলের দৌত্যে রাধা যমুনাস্নানে আসিলে কৃষ্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে, পরে সূর্য্যপূজা-ছলে তাঁহাদের মিলন হইবে। পরবর্ত্তী পালাটিও এই ভাবেই রচিত হইয়াছে। অতএব সমগ্র পালাটি যে একই কবির কল্পনাপ্রসূত তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

[৬৭৯]

তুড়ি[১]

"তড়িৎ[২]-বরণী[২] হরিণী-নয়নী
দেখিনু[৩] আঙ্গিনা-মাঝে।
কি[৪] জানি কি[৪] দিয়া অমিয়া[৫] ছানিয়া
গড়িল কোন[৬] বা[৬] রাজে॥
সই[৭], কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে পশি[৮] গেল[৮] চিতে
বড়ই রসের কূপ॥
সোনার কটোরি কুচযুগ-গিরি
কণক মন্দির লাগে।
তাহার উপর চূড়াটি বনালে[৯]
হিয়ার[১০] অবর[১০] ভাগে॥
এমন[১১] কারিগর বনাইলে ঘর
দেখিতে না পানু[১২] তারে।
দেখিতে পাইতুঁ[১৩] শিরোপা যে[১৪] দিতুঁ[১৪]
এমতি[১৫] মন যে করে॥
ঐছন[১৬] মন্দিরে শয়ন যে[১৭] করে[১৭]
কেমন[১৮] নাগর সে[১৯]।
হৃদয়ে আছিল বেকত হইল
দেখিতে পাইনু[২০] দে[২১]॥
হিয়ার মালা যৌবন[২২]-ডালা
পশারী-পশার[২৩] যেন।
চাঁদ যে কাটিয়া চাকা[২৪] যে গড়িয়া[২৪]
তাহাতে বৈসাল হেন[২৫]॥
অধরের[২৬] সুধা পড়িছেক[২৭] জুদা
দশন মুকুতা-শশী।
মোর মনে হয় এমতি করয়
তাহাতে যাইয়া পশি॥"

চণ্ডীদাস কয়— ও[২৮] কথা কি[২৯] হয়[২৯]
মরম কহিলে বটে।
আর কার কাছে কহ যদি পাছে
তবে সে কুৎসা[৩০] রটে[৩০] ॥

নী-৮, বিপু, ২৯২, ২৩৮৯

১ বাদ, সকল পুথি।
২-২ তরুণী বরণী, নী (পাঃ), ২৯২, ২৩৮৯।
৩ পেখিনু, ২৯২; দেখিঞা, ২৩৮৯।
৪-৪ কিবা সে, নী; না জানি, ২৩৮৯।
৫-৫ ছানিঞা গড়িল, সে দেহ কোনো, ২৩৮৯।
৬ জে, ২৯২, ২৩৮৯।
৭ সই, সকল পাঠে।
৮-৮ পসিল জে, ২৯২; সামাইল, ২৩৮৯।
৯ বনায়ল, ২৩৮৯; বনাইলে, ২৯২।
১০-১০ সে আর অধিক, নী, ২৯২।
১১ কে এমন, নী।
১২ পাইল, ২৯২; পাল্য, ২৩৮৯।
১৩ পাইথু, ২৯২।
১৪-১৪ করিথু, ২৯২, ২৩৮৯।
১৫ এমনি, ২৩৮৯। ১৬ এই জে, ২৯২, ২৩৮৯
১৭-১৭ করয়ে, নী। ১৮ সে যেনে, নী, ২৯২।
১৯ কে, নী, ২৯২। ২০ পাইল, ২৯২।
২১ সে, নী। ২২ জোবনের, ২৩৮৯।
২৩ পশারল, নী, ২৯২।
২৪ কাটা জে করিয়া, ২৯২।
২৫ তেন, ২৯২, ২৩৮৯। ২৬ অধর, নী, ২৯২।
২৭ পাড়ছে, নী, ২৯২।
২৮ ই, ২৩৮৯। ২৯-২৯ সহয়, ২৯২।
৩০-৩০ কুচ্ছা ঘটে, ২৯২।

দ্রষ্টব্য :—এই পদ হইতে ৬৮৪ সং পদ পর্য্যন্ত ৬টি পদে রাধার রূপ বর্ণনা চলিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ ৬৭৮ সং পদের পরে ৬৮৫ সং পদ পাঠ করিলেও আখ্যায়িকার ক্রম ভঙ্গ হয় না, বরং ঐ দুইটি পদেই পালার সংযোজক সূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে, মধ্যবর্ত্তী এই ৬টি পদ গল্পাংশসম্ভূত কুসুম মাত্র, ইহাদিগকে অতিরিক্ত যোজনা বলিয়া ধরিয়া লইলেও উপাখ্যান-ভাগের কোনই ক্ষতি হয় না। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩টি পদেও রাধার রূপ বর্ণনা রহিয়াছে, আবার এই ৬টি পদেও সেই বিষয় পৃথক্‌ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বিশেষতঃ এই সকল পদে একই বিষয়ের পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য এই সকল পদের প্রকৃত রচয়িতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। মূল আখ্যায়িকার বক্তা কৃষ্ণ এবং শ্রোতা সুবল, কিন্তু এই ৬টি পদই সখী সম্বোধনে রচিত দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও বর্ণনার বিষয় চণ্ডীদাসের মূল আখ্যায়িকা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। মূলে "সুবল" ছিল, পরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা ধরিয়া লইলে অবশ্যই কতকটা সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় কিন্তু সকল পুথিতেই "সই বা সখী" শব্দ ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা এই সিদ্ধান্তের অনুকূল নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পূর্ব্বরাগেও এই আখ্যায়িকার স্থান নাই। যে ভাবেই এই পদগুলির উদ্ভব হইয়া থাকুক না কেন, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, পূর্ব্বরাগের এই পালা রচিত হইবার পরে ইহাদের জন্ম হইয়াছে। কবিত্বে শ্রেষ্ঠস্থানীয় বলিয়া পাঠকগণের উপভোগের জন্য এই পদগুলি এখানে সন্নিবিষ্ট হইল।

টীকা

পঙ্—১। তড়িৎ-বরণী—তু' —"কনকনিকস সম তনু-কান্তি-লীলা" (কৃঃ কীঃ, ৫৯ পৃঃ)।

৩-৪। রাজে—রাজ (প্রধান, শ্রেষ্ঠ) মিস্ত্রী, এই অর্থে রাজমিস্ত্রী হইতে। তু'—বিধাতা চন্দ্রমণ্ডল হইতে সারাংশ গ্রহণ করিয়া মুখ নির্ম্মাণ করিয়াছেন (নৈষধঃ, ২২৫)।

৭। সকল পাঠেই "সই" রহিয়াছে, কিন্তু পালাটিতে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ সুবলের নিকট এই কথা বলিতেছেন, অতএব এই পদটি চণ্ডীদাসের রচিত হইলে "সখা" বা "সুবল" জাতীয় কোন শব্দ থাকা উচিত ছিল। পদ-কল্পতরুতে "সাক্ষাদর্শন", "অপরাহ্নে দর্শন" প্রভৃতি পর্য্যায়ে

বিভিন্ন কবির রচিত শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের অনেকগুলি পদ সংগৃহীত রহিয়াছে (ঐ, ১৯২-২১১ সং পদ দ্রষ্টব্য)। ইহাদের অধিকাংশই "সজনি" বা "সই" সম্বোধনে রচিত। তন্মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণের পদও রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা সকলেই এক একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া বিচ্ছিন্ন পদাবলী রচনা করিয়াছেন, চণ্ডীদাসের ন্যায় আখ্যায়িকামূলক পালাগানের আকারে বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন নাই। অতএব তাঁহারা ইচ্ছামত "সজনি" বা "সখী" সম্বোধনে পদ রচনা করিতে পারেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের পদে "সুবল" স্থানে "সজনি" বা "সখী" সম্বোধনে মূল আখ্যায়িকার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না, সুতরাং এই সকল পদ সন্দেহজনক।

৮-১১। কুচদ্বয় গুরুত্বে গিরিতুল্য, এবং আকৃতি ও বর্ণে সোনার বাটির ন্যায়, দেখিলেই স্বর্ণমন্দিরের ন্যায় বোধ হয়, আবার ইহার উপরিস্থ বৃন্ত দেখিয়া মনে হয় যেন স্তনমন্দিরের উপর, হৃদয়ের অপর দিকে, চূড়া বাঁধা হইয়াছে। অবর—অপর। লাগে—বোধ হয়। তু'— "কুচ উলট কটোরে" (কৃঃ কীঃ, ৯১ পৃঃ)।

১২-১৩। তু'—"কোণ বিশ্বকর্ম্মে নির্ম্মিল তুঙ্গ তন" (কৃঃ কীঃ, ৬৫ পৃঃ)। অথবা—যেমন নৈষধচরিতে, তিন জন ইহাতে সৃষ্টির দক্ষতা দেখাইয়াছেন—প্রথমতঃ বিধাতা, তৎপর যৌবন, অবশেষে কামদেব (ঐ, ৭।১০৭)।

১৬-১৯। রাধার অন্তর্নিহিত গুপ্ত মন্মথ যেন স্তনরূপ মন্দির-দেহে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তু' "স্ফূর্তি রতি-পতিঃ গুর্জ্জরীণাং স্তনেষু।" দে—দেহ।

২০-২৩। বক্ষোপরে হার লম্বমান রহিয়াছে, এবং সেখানে যৌবন-লক্ষণ স্তনদ্বয়ও বিরাজিত, ইহাদের সম্মিলনে যে শোভা হইয়াছে, তাহা সুসজ্জিত বিপণির পণ্যসম্ভারের ন্যায়। বোধ হয় যেন কেহ চাঁদ কাটিয়া চক্রাকারে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে।

মন্তব্য :—এই জাতীয় পদরচনায় কবির মৌলিকত্ব বড় বেশী নাই, কারণ রূপ বর্ণনায় এই প্রকার উপমাদি প্রয়োগ করাই কবিগণের চিরপ্রসিদ্ধ রীতি। সংস্কৃত কাব্যাদি হইতে উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়া যথাসম্ভব পরবর্ত্তী পদগুলিতেও ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাঙ্গালা কাগজ পত্র" হইতে সঙ্কলিত করিয়া একটি পদ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ওকি অপরূপ দেখি ধনি।
পিষ্ঠেতে লম্বিত ধরনি সম্বিত
কিম্বা ফনি কিম্বা বেণী॥
অলকা-বেষ্টিত কনকে রচিত
শিতি কিম্বা সৌদামিনি।
তার অধদেসে অন্ধকারো নাসে
সিন্দূর কি দিনমনি॥
খঞ্জন যুগল নয়ান চঞ্চল
কি সফরি অনুমানি।
কিবা বিধুবর কি মুখ সুন্দর
কিছুই না জানি॥
কিবা কামকুঞ্জ কি তড়িতপুঞ্জ
কিবা হয় তনুখানি।
কি কুচ কি গিরি বুঝিতে না পারি
কি কোক বিহিন পানি॥
কি মৃনাল-দণ্ড কিবা করি-সুণ্ড
কিবা বাহুর সুবলনি।
ত্রিবলি ত্রিগুন কি কাম সোপান
কিবা নাভি তরঙ্গনি॥
কিবা কোটিদেস কিবা পয়ু ইয
মধ্যে সোভিছে কিঙ্কনি।
কিবা রম্ভা তরু কিবা যুগ্ম উরু
কিবা মরাল চলনি॥
লালচন্দ্র কহে এ বেসে কোথায়
চল্যাছ লো বিনোদিনি।
নন্দলাল ভনে চায়্যা আমা পানে
হাস্যা কথা কহ সুনি॥
[সা-প-প, ১৩২৯ সন, ১২৪ পৃঃ।]

লালচন্দ্র বিখ্যাত কবি নহেন, অথচ রূপ বর্ণনায় তিনি যে সকল উপমাদি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও পাওয়া যায়, এবং চণ্ডীদাসের অনেক পদেও ইহার প্রতিধ্বনি মিলিয়া থাকে, কিন্তু বিশেষত্ব এই যে প্রচলিত পদাবলীতে ভাষা অনেক সুললিত হইয়াছে। অতএব মৌলিকত্ব বেশী না থাকিলেও এই সকল পদ রচনায় যে পাণ্ডিত্য ও রচনা-কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

[৬৮০]

শ্রীগান্ধার [১]

বদন সুন্দর যেন শশধর
উদিত গগনে হয়।
ছটার [২] ঝলকে পরাণ চমকে
তিমির পাইল ভয়॥
নয়ান-চাহনি বিষের ধায়নি
তিখিন তিখিন শর।
দেখিয়া অন্তর উপজিল [৩] জ্বর [৩]
মদন পাইল ডর [৪]॥
সই, [৫] কে বলে [৬] কুচযুগ বেল [৭]।
সোনার গুলি শোভিছে [৮] ভালি
যুবা [৯] বধিবার [৯] শেল॥ ধ্রু [১০]
আজানুলম্বিত করিকর [১১] মত [১১]
কনক ভুজ [১২] যে সাজে।
হেরিয়া মদন [১৩] গেল সে [১৪] সদন
মুখ না তুলিছে [১৫] লাজে॥
মাঝা [১৬] খিন তার সিংহের আকার [১৬]
নিতম্ব [১৭] বিমান চাকে [১৭]।
চরণ কমলে ভ্রমরা বুলয়ে [১৮]
চৌদিকে [১৯] বেড়িয়া ঝাঁকে [২০]॥
পদযুগ [২১]-রাজে [২১] যাবক যে [২২] সাজে
মিহির-শোভিত [২৩] জনু।
চণ্ডীদাসে কয় কি জানি কি হয়
দেখিতে নারিলু [২৪] তনু॥

নী-৯ ; বিপু, ২৯২, ২৯৭।
১ বাদ, ২৯২, ২৯৭।
২ চুলের, ২৯২।
৩-৩ উপজল ডর, ২৯২।
৪ এই চারি পঙ্‌ক্তি বাদ, ২৯৭।
৫ সখি, ২৯৭। ৬ কহ, ঐ। ৭ ভাল, ঐ।
৮ শোভয়ে, ২৯২ ; সোভএ, ২৯৭।
৯-৯ যুবক ধরিবার, নী ; জুবক বধের, ২৯২।
১০ বাদ, নী, ২৯৭।
১১-১১ করিবর শুণ্ডিত, নী, ২৯২।
১২ চুড়ি, ২৯২, ২৯৭।
১৩ বদন, ২৯৭। ১৪ জে, ২৯২, ২৯৭।
১৫ তুলিল, নী।
১৬-১৬ মাজা যে ডম্বরু, সিংহিনী আকার, নী ; মাঝ অতি খিন, কেশরি জেমন, ২৯৭।
১৭-১৭ চাক, নী ; বিমান জেমন চাক, ২৯৭।
১৮ দোলয়ে, নী ; দোলএ, ২৯৭।
১৯ চুদিগে, ২৯৭। ২০ ঝাঁক, নী, ২৯৭।
২১-২১ অঙ্গুলির মাঝে, নী, ২৯২।
২২ বাদ, নী। ২৩ সহিত, ২৯৭।
২৪ নারিনু, নী, ২৯২।

টীকা

পঙ্‌—১-৪। তু°—"পূর্ণিমাতিথির মুখরূপ চন্দ্রকে জয় করিয়া ইহার মুখখানি নিজের গর্ব্ব পূর্ণ করিয়াছে, (নৈষধ-চরিত, ৭।৫৩), এবং "ইহা সম্মুখের ও পার্শ্বের অন্ধকার সরাইয়া দিয়াছে" (ঐ, ৭।২১)। তু°—"ষোলকলা সংপূন্ন চন্দ্রবদন" (কৃঃ কীঃ, ৬৯ পৃঃ) এবং "মুখশশী-ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ার" (তরু, ২০৭ সং পদ)।

৫ তু°—"কালকূট বিষহরি জানল কটাক্ষ" (কৃঃ কীঃ, ৬৯ পৃঃ)।

৬। তু°—"অর্জ্জুনের বাণ জিনী তাহার সন্ধানে" (কৃঃ কীঃ, ৯৯ পৃঃ) এবং "নয়ন কটাক্ষে বিষম বিশিখে, পরাণ বিন্ধিতে ধায়" (তরু, ১৫২ সংপদ)।

৭। তু° –"তৈখনে মরমে মদনজ্বর উপজল" (তরু, ১৯৬ সং পদ)।

৮। যেহেতু ইহা ঐন্দ্রজালিক অর্থাৎ সম্মোহন বিদ্যায় পারদর্শী পুষ্পশর কন্দর্পেরও মোহনকারী হইয়াছে। তু°—"ইন্দ্রজালিক, কুসুম সায়ক, কুহকি ভেলি বরনারী" (তরু, পদ সং ৫৭)।

১০ ১১। তু°—"দময়ন্তীর দুইটি নাসিকা যেন নলের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত কাম ও রতি দেবীর দুইটি বন্দুকের নাল" (নৈষধচরিত, ২।২৮)। আবার—মদনের গুলিকার উল্লেখ (ঐ, ৩।১২৭)।

১৪-১৫। নিজের পাশ ভ্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া মদন বাহুদ্বয়কে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন।

১৭। তু°—"কামদেব জগজ্জয়ের জন্য নিতম্বরূপ চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন" (নৈষধচরিত, ৭।৮৮)।

২০-২১। তু°—"পাদপদ্ম প্রবাল অপেক্ষাও অধিক রক্তবর্ণ" (নৈষধচরিত, ৭।৯৯)।

---

[৬৮১]

তুড়ি[১]

নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরি
চমকি চলিয়ে[২] গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী সকল[৩] কামিনী[৩]
ততহি উদিত ভেল॥

সই[৪], জনমিয়ে[৫] দেখি নাই হেন নারী[৫]।
রঙ্গিম ভঙ্গিম ঘন সে[৬] চাহনি[৬]
গলে[৭] যে[৭] মোতিম হারি॥
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাওয়ে
ঝঙ্কার[৮] করয়ে তাই[৮]।
অঙ্গের বসন ঘুচায়ে[৯] কখন
সঘনে ঝাঁপয়ে তাই[১০]॥
মনের সহিতে মনের কৌতুকে
সখার কাছেতে[১১] যাই[১১]।
হাসির চাহনি দেখালে কামিনী
পরাণ হারালুঁ ভাই॥
চলন ভঙ্গিম[১২] অতি সুরঙ্গিম[১৩]
হংস[১৪]-গতি জিনি থোর[১৪]।
অঙ্গুলির আগে চাঁদ যে ঝলকে
পড়িছে উথলি[১৫] জোর॥
চাহে যাহা পানে বধয়ে পরাণে
দারুণ দাহন[১৬] তার।
হিয়ার ভিতরে কাটিয়া পাঁজরে
বিন্ধিয়া[১৭] করল পার[১৭]।
জর জর হিয়া রহিল পড়িয়া
চেতন হরিল[১৮] মোর।
চণ্ডীদাসে কয়[১৯] ব্যাধি কিছু নয়
দেখিয়া হইলা[১৯] ভোর॥

নী—৪; বিপ্, ২৯২, ২৯৭।
১ বাদ, ২৯২, ২৯৭। ২ চাহিয়ে, নী।
৩-৩ জতেক রমণী, ২৯৭। ৪ বাদ, ২৯৭।
৫-৫ জনমি দেখি নাঞি হেন জে নারি, ২৯২; কভু না দেখি যে এমন নারি, ২৯৭।
৬-৬ সে চাহন, নী; যে°, ২৯২।
৭-৭ °সে, নী; গলায়, ২৯৭।
৮-৮ °যাই, নী; ঝঙ্কারে বেড়িআ রাই, ২৯৭।

৯ খসায়, ২৯৭।

১০ এই দুই পঙক্তি ২৯২ পুথিতে নাই।

১১-১১ সঙ্গেতে রাই, ২৯২।

১২ ভঙ্গি, ২৯২ ; সুভঙ্গি, ২৯৭।

১৩ সুরঙ্গি, ২৯২, ২৯৭।

১৪-১৪ চাপটিলে জীবন মোর, নী ; ঠাহরে পরান মোর, ২৯৭।

১৫ উছলি, ২৯৭।

১৬ দরশি, নী ; দেহসি, ২৯৭।

১৭-১৭ বিঁধিলে বাণ যে জার, নী, ২৯২।

১৮ নাহিক, নী ; নহিল, ২৯২।

১৯-১৯ কহে, ব্যাধি সমাধি নহে, দেখিয়া হইলাম, নী ; কহে, বেয়াধি সমাধি নহে, দেখিয়া হইল, ২৯২।

টীকা

পঙ্‌ ৪। "সঙ্গের সহচরী কামিনীগণের মধ্যে উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, রমণী বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া সখীগণের সহিত মিলিত হইলেন" (নী—৪ পৃঃ)। তুঃ—"মেঘমাল সঞে তড়িত-লতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল" (তরু, পদ সং—১৯৫)।

১৭। হংসের গমনভঙ্গী অপেক্ষাও অধিকতর ধীর-মন্থর। তুঃ—"মত্ত রাজহংস জিনী চলএ বিলম্বে" (কৃঃ কাঃ, ১২ পৃঃ)।

---

[৬৮২]

গান্ধার [১]।

পথে জড়াজড়ি দেখিলুঁ [২] নাগরা
সখার সহিতে যায়।
সকল অঙ্গ মদন-তরঙ্গ [৩]
হসিত [৪] বদনে [৫] চায় ॥
সই [৬], কে বল [৭] মোহিনী সেহ [৮]।
বিধি [৯] পাই [১০] সহায় এমতি [১১] হয় [১১]
তা সনে করিয়ে লেহ [১২] ॥ ধ্রু [১৩] ॥
নীল মুকুতার [১৪] হার [১৫] মনোহর [১৫]
শোভিত দেখি যে [১৬] গলে [১৭]।
যেন তারাগণ উদিত গগন
চাঁদেরে [১৮] বেড়িয়া জ্বলে [১৯] ॥ [২০]
কুচ যে [২১] মণ্ডলী কনক কটোরি [২২]
বনালে [২৩] কেমন ধাতা।
হাসির [২৪] যে রাশি মনের যে খুসি
দান যে করিছে দাতা [২৪] ॥
চণ্ডীদাসে [২৫] কয় [২৬] মনে [২৭] করি ভয় [২৭]
কি দান [২৮] মাগিবা তায়।
যে ধন মাগয়ে [২৯] তাহা না পাইয়ে [৩০]
অপযশ রহি [৩১] যায় [৩১] ॥ [৩২]

নী—৫ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৭ ; তরু, ১৯৮।

১ শ্রীগান্ধার, ২৯১, ২৯২ ; তুড়ী, তরু ; বাদ, ২৯৭।

২ দেখিনু, নী, ২৯১, ২৯২ ; নবিন, ২৯৭।

৩ রঙ্গ, তরু। ৪ ঈষৎ, ২৯৭।

৫ নয়নে, ২৯৭। ৬ সখি, ২৯৭।

৭ কেমন, নী ; বলে, ২৯৭।

৮ সে, নী, ২৯১, ২৯৭।

৯ যদি, নী, তরু, ২৯১, ২৯৭।

১০ বাদ, ২৯২ ; সে, ২৯৭।

১১-১১ এমনি, নী ; অনুমতি দেয়, ২৯৭।

১২ নেহ, তরু ; লে, নী, ২৯১, ২৯৭।

১৩ বাদ, নী, ২৯৭।

১৪ মুকুতা, তরু ; যে তার, ২৯১।

১৫-১৫ হার লম্বিত, নী ; হার বেকতা, তরু ; মুকুতা হার, ২৯১।

১৬ দেখিলুঁ, তরু ; দেখিলু, ২৯১।

১৭ ভাল, নী, তরু, ২৯১।

১৮ চান্দে, তরু ; চান্দ, ২৯১ ; চান্দকে, ২৯২।

১৯ জাল, নী, তরু, ২৯১, ২৯২।

২০ ইহার পর ৪ পঙ্‌ক্তি ২৯৭ পুথিতে নাই।

২১ এ, তরু।

২২ পুথলি, ২৯১ ; পুতলি, ২৯২।

২৩ বনাল্যো, তরু ; বনাঞাছে, ২৯১ ; বনাইল, ২৯২।

২৪-২৪ হাসির রাশি, মনের খুসি, দান করে যদি দাতা, নী, তরু ; হাসিয়ে রাশি, মনের খোসি, দান করিছে দাতা, ২৯১ ; হাসিয়ে জে রাসি—ধাতা, ২৯২।

২৫ চণ্ডীদাস, নী, তরু, ২৯২।

২৬ কহে, নী, তরু।

২৭-২৭ দান যদি নহে, নী ; যদি দান হয়ে, তরু ; দান সে হয়, ২৯১ ; মনেতে কি হয়, ২৯২।

২৮ ২৯১ পুথির পাঠ, অন্যত্র "জানি"।

২৯ মাগিবে, ২৯২, ২৯৭। ৩০ পাইবে, ঐ।

৩১-৩১ বাড়িয়া জায়, ২৯২ ; পাছে রয়, ২৯৭।

৩২ এই দুই পঙক্তি তরুতে আছে—ছটার ঝলকে, পরাণ চমকে, তিমিরে লাগয়ে ভয়।

টীকা

দ্রষ্টব্য :—পূর্ব্বরাগের প্রথম পদটিতে (৬৭৬ সং পদ দ্রষ্টব্য) আছে—"মহল ছাড়িয়া আসি, সঙ্গে সহচরী দাসী" ইত্যাদি। বোধ হয় ইহা হইতেই 'সখীর সহিত পথে জড়াজড়ি করিয়া যায়' এই পরিকল্পনার উৎপত্তি হইয়াছে। °তরুতে এই পদের সহিত বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবি-রচিত কয়েকটি পথে দেখার পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে। ইহাদের ভাবসাদৃশ্য তুলনীয়।

পঙ্‌—৩-৪। তু—"রাধার ভ্রূযুগলই ধনু, কটাক্ষই বাণ, বাহুদ্বয় নাগপাশ ইত্যাদি, অতএব শ্রীরাধিকার শরীর কন্দর্পরাজের সুবিশাল অস্ত্রশালার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে।" (গোবিন্দলীলামৃত, ৫।৭৩-৪)।

অন্যত্র—"শরীরে কামদেব ও যৌবন বয়স ইহারা দুইজনে সাঁতার দিতেছে" (নৈষধচরিত, ২।৩১)।

৫। তু°—"কাহাঁ রমণি ও কে উহ জান" (তরু, পদ সং ১৯৩)।

৬। আমার সৌভাগ্যবশতঃ ভগবান সহায় হইলে।

৮-১১। ব্যাখ্যার জন্য °তরু ১৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। অথবা গলদেশে মণিমুক্তাগঠিত হারের দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হইতেছে, এবং তদুপরি মুখরূপ চন্দ্রমণ্ডলটির উদয় হইয়াছে (নৈষধচরিত, ৭।৭৬-৭), দেখিলে মনে হয় যেন চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া তারকারাজি শোভা পাইতেছে।

১৪-১৫। শ্রীরাধিকা যেন হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া চলিয়াছেন। হাসি দান করিবার পরিকল্পনা নৈষধচরিতেও রহিয়াছে, যথা—দময়ন্তী তাঁহার হাসির সহস্রভাগের এক ভাগও যদি দান করেন, ইত্যাদি (ঐ, ৭।৪৩)।

---

[৬৮৩]

তুড়ি [১]।

বেলি অসকালে [২] দেখিলুঁ [৩] যে [৪] ভালে
পথেতে [৫] যাইতে [৬] সে।
জুড়াল [৭] কেবল [৮] নয়ন [৯] যুগল [১০]
চিনিতে নারিলু [১১] কে ॥

সই [১২], রূপ [১৩] কে [১৪] চাহিতে [১৫] পারে।
সে [১৬] অঙ্গের আভা বসন-শোভা
পাসরিতে [১৭] নারি [১৭] তারে ॥ধ্রু [১৮]॥

বাম অঙ্গুলিতে মুকুর [১৯] সহিতে
কনক কটোরি [২০] হাতে।
সিঁথায় সিন্দূর নয়ানে কাজর
মুকুতা শোভিত নথে [২১] ॥ [২২]

নীল [২৩] যে [২৪] শাড়ী মোহনকারী [২৫]
উছলিত [২৬] দেখি [২৭] পাশ।
কি আর পরাণে, সঁপিলুঁ [২৮] চরণে [২৮]
সদা [২৯] করি অভিলাষ [২৯] ॥

কুচযুগ-গিরি কনক[৩০] কটোরি
শোভিত[৩১] হিয়ার মাঝে।
ধীরে[৩২] ধীরে[৩২] যায়[৩৩] চমকিয়া[৩৪] চায়[৩৫]
ঘন[৩৬] না চাহে লোকলাজে[৩৬] ॥
কিবা সে ভঙ্গিমা কি দিব উপমা[৩৭]
চলন মন্থর[৩৮] গতি।
কোন ভাগ্যবানে পাইয়াছে[৩৯] দানে
ভজিয়া[৪০] সে উমাপতি[৪০] ॥
চণ্ডীদাসে কয় মূরতি[৪১] সে[৪২] নয়[৪২]
বধিতে নাগর জনে।
অমিয়া ছানিয়া[৪৩] যতন করিয়া
গঠিল[৪৪] বুঝি[৪৪] অনুমানে ॥

নী-[১] ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৬, ২৯৭, ২৩৮৯ ; তরু, ২০২।

[১] বাদ, সকল পুথি। [২] যবসানকালে, ২৯৬।

[৩] দেখিনু, নী, ২৯২ ; দেখিলাম, ২৯৬ ; দেখিল, ২৯৭।

[৪] সে, ২৯২, ২৯৭ ; বাদ, নী, ২৯১, ২৯৬।

[৫] পথে জে, ২৩৮৯, ২৯১ (°যে), ২৯২, ২৯৬।

[৬] যাইতেছে, ২৯১ ; আইসে, ২৯৭, ২৯২ ; জাইছে, ২৯৬।

[৭] জুড়ায়, তরু ; যুড়ালা, ২৯১ ; জুড়াইল, ২৯২ ; য়ুড়াইল, ২৯৬, ২৯৭।

[৮] সকল, ২৯১, ২৯২, ২৯৭ ; মোর, ২৯৬।

[৯] নয়ান, ২৯১, ২৯৬ ; নআন, ২৯৭।

[১০] এই পঙক্তিটী ২৩৮৯ পুথিতে আছে—"নয়ানজুগল করিল সিতল"।

[১১] নারিনু, নী, ২৯২, ২৯৬, ২৯৭।

[১২] সখি, ২৯৭। [১৩] সেরূপ, নী।

[১৪] কেবা বা, ২৩৮৯ ; কেবা, ২৯২, ২৯৬।

[১৫] চাহিবারে, ২৯১, ২৯২।

[১৬] বাদ, তরু, ২৯১, ২৯২, ২৯৬, ২৯৭, নী।

[১৭-১৭] চিনিতে না পারি, ২৯২।

[১৮] বাদ, নী, ২৯৬, ২৯৭, ২৩৮৯।

[১৯] মদিরা, ২৯১।

[২০] কঙ্কন, ২৩৮৯ ; টৌড়র, ২৯১, ২৯২ ; কোটর, ২৯৬।

[২১] মাথে, তরু ; নখে, ২৯১ ; নাসাতে, ২৯৬।

[২২] এই ৪ পঙক্তি বাদ, ২৯৭।

[২৩] নিলমনি, ২৩৮৯ ; পরি নিল, ২৯৭।

[২৪] বাদ, নী, তরু, ২৩৮৯, ২৯৭।

[২৫-২৫] মোহন কবরি, ২৯৭।

[২৬] উছলিতে, নী, তরু, ২৯১, ২৯২ ; উচলিতে, ২৯৬ ; উলটিতে, ২৯৭।

[২৭] দেখিলুঁ, ২৯১ ; দেখিনু, ২৯২, ২৯৬ ; দেখিলু, ২৯৭।

[২৮-২৮] বিধির করনে, ২৩৮৯ ; সঁপিনু°, নী ; সোঁপিলুঁ°, তরু, ২৯১ ; সোপিল°, ২৯২ ; সোপলো,° ২৯৬ ; সোপিব°, ২৯৭।

[২৯-২৯] দাস করি মনে আশ, নী, তরু, ২৯২, ২৯৬ ; দাস করএ য়াস, ২৩৮৯ ; হইব তাহার দাস, ২৯৭।

[৩০] কনয়া, ২৯৬। [৩১] শোভিছে, ২৯৭।

[৩২-৩২] ধীরি ২, ২৩৮৯ ; ধিরি ২, ২৯১, ২৯২, ২৯৬ ; মন্দ ২, ২৯৭।

[৩৩] চায়, নী ; জাই, ২৩৮৯, ২৯২, ২৯৬ ; যাই, ২৯১।

[৩৪] চমকিত, ২৯১ ; সচকিত, ২৯২ ; সুচকিত, ২৯৬ ; ইসত ২, ২৯৭।

[৩৫] যায়, নী ; চাই, ২৩৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৬।

[৩৬-৩৬] বেকত লোকের মাঝে, ২৩৮৯ ; °চাই°, ২৯১ ; °নাহি লোক°, ২৯২ ; °চাহ°, ২৯৬।

[৩৭] ইহার পরে ২৯৬ পুথির পাতা নাই।

[৩৮] কুঞ্জর, ২৯৭।

[৩৯] পাঞাছে কি, তরু ; পালা কোন, ২৩৮৯, ২৯১, ২৯৭ ; পাইয়া কোন, ২৯২।

[৪০-৪০] সেবিআ উমা পার্ব্বতি, ২৯৭।

[৪১] যুবতি, ২৩৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৭।

[৪২-৪২] এ নয়, তরু।

[৪৩] আনিয়া, ২৯২, ২৯৭ ; আনিঞা, ২৯১।

[৪৪-৪৪] গড়িল কি, ২৩৮৯ ; গঢ়িল সে, তরু ; গঢ়ল°, ২৯১ ; গড়িল বিধি, ২৯৭।

টীকা

দ্রষ্টব্য :—পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৭৬ সং পদে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ রাধাকে একবার হঠাৎ দর্শন করিয়াছিলেন, তৎপর দাসীর সহিত জল আনিতে যাইতে দেখিয়াছিলেন। ইহা অপরাহ্নে হইয়াছিল কিনা তাহার কোন উল্লেখ ঐ পদে নাই, কিন্তু পদকল্পতরুতে "অপরাহ্নে দর্শন" পর্য্যায়ে তিনটি পদ সঙ্কলিত দেখিতে পাওয়া যায় (ঐ, ২০১-২০৩ সং পদ দ্রষ্টব্য), আবার ২১৪ সং পদেও "বেলি অবসান কালে" দর্শনের উক্তি রহিয়াছে। এই সকল পদের পরিকল্পনায় কে কাহার নিকট ঋণী তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

পঙ্—৩। তু°—"হেরইতে ভৈগেলুঁ ভোর" (তরু, ১৯২ সং পদ)।

১৩-১৫। তু°—"তে ভেল বেকত পয়োধর-শোভা। কনক-কমল হেরি কাহে না লোভা" (ঐ, ১৯৩)।

১৮-১৯। তু°—"মুখে হেরি সুন্দরি, ভরমহি চঞ্চল, চকিত চমকি চলি যাই" (ঐ, ১৯৯)।

---

[৬৮৪]

আশাবরি [১]।

রমণীর [২] মণি [২] পেখিলু [৩] আপনি [৪]
ভূষণ [৫]-শোভিত [৬]-গায় [৭]।
দেখিতে [৮] দেখিতে [৮] বিজুরি [৯] ঝলকে [৯]
ধৈরজ [১০] ধরা না যায় [১০] ॥
সই [১১], চাহনি মোহিনী [১২] ঘোর [১৩]।
মরমে [১৪] লাগিল [১৪] হেরিয়া [১৫] বুঝিল [১৫]
রূপের নাহিক ওর [১৬] ॥ ধ্রু [১৭] ॥
বদন-চান্দ [১৮] কামের ফান্দ [১৯]
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে [২০]।
কেশের আগ চুম্বয়ে জাগ [২১]
ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে [২২] ।[২৩]
বসন খসয়ে [২৪] আঙ্গুলে [২৫] চাপয়ে [২৬]
কর [১] সে করছে [২৭] থুয়া [২৮]।
দেখিয়া লোভয়ে মদন ক্ষোভয়ে [২৯]
কেমনে ধরিব হিয়া ॥
জলের কান্ধারে কেশের আন্ধারে [৩০]
সাপিনী লাগয়ে [৩১] মোয় [৩২]
কেমনে কামিনী আছয়ে আপনি
এমন সাপিনী [৩৩] থোয় [৩৪] ॥
দশনের [৩৫] কাঁতি মুকুতার [৩৬] পাঁতি
হাসিতে [৩৭] উগারে [৩৭] শশী।
পরাণ পুতলি হইল পাগলী
মরমে [৩৮] রহিল [৩৮] পশি ॥
শুধু [৩৯] যে হিয়া রহিল [৪০] পড়িয়া
বস্তু [৪১] যে চলিল [৪১] তায়।
চণ্ডীদাসে কয় ফিরি দেখা হয়
তবে সে পরাণ পায় [৪২] ॥

নী—৬ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৭, ২৩৮৯ ; তরু, ২০৩।

[১] বাদ, ২৯১, ২৯২, ২৯৭, ২৩৮৯।

[২-২] রমনের রমনি, ২৯১ ; রমনে রমনি, ২৯২, ২৩৮৯ ; মোহন রমনি, ২৯৭।

[৩] পেখিনু, নী, ২৯১, ২৯২।

[৪] অমনি, ২৯১ ; আপুনি, ২৯৭ ; কামিনি, ২৩৮৯।

[৫] অভরণ, ২৯১, ২৯২, ২৯৭।

[৬] সহিতে, নী, তরু ; সহিত, ২৯১, ২৯২।

[৭] এই পঙক্তিটি ২৩৮৯ পুথিতে আছে—নানা অভরণ গায়

[৮-৮] হেরিতে ২, ২৯৭।

[৯-৯] বিযুরিময়, ২৯১ ; বিজুরিময়, ২৯২, ২৯৭

১০-১০ ধৈরযে ধৈরয নয়, নী ; ধৈরজে°, তরু, ২৯১ ; ধৈরজ ধৈরজ নয়, ২৯৭ ; ধৈরজ ধরিল নয়, ২৩৮৯।

১১ বাদ, ২৯৭।

১২ মোহনি, তরু, ২৯৭, ২৩৮৯ ; মোহন, ২৯১।

১৩ থোরি, ২৯১ ; থোর, নী, তরু, ২৯২, ২৯৭।

১৪-১৪ মরম বান্ধলুঁ, তরু।

১৫-১৫ °ভুলিলু, তরু ; আরজে বুলিল, ২৯২ ; হেরি জে°, ২৩৮৯।

১৬ ওরি, ২৯১ ; য়োর, ২৯৭।

১৭ বাদ, নী, ২৯২, ২৯৭, ২৩৮৯।

১৮ ছাঁদ, নী। ১৯ ফাঁদ, ঐ।

২০ কাঁদে, ঐ।

২১ চাগ, নী ; চাগ, তরু, ৪১৪৪ ; ঠাগ, ২৩৮৯ ; ভাগ, ৫৪২১।

২২ বাঁধে, নী।

২৩ এই দুই পঙক্তি ২৯২ পুথিতে নাই ; প্রথম পঙ্‌ক্তিটি ২৯৭ পুথিতে এই ভাবে আছে—কেসের আগঙ্‌চুম্ব চাতক নিরম্ব।

২৪। খসায়, ২৯৭।

২৫ অঙ্গুলি, নী, তরু, ২৯৭। ২৬ চাপায়, ২৯৭।

২৭-২৭ °করচে, নী ; কড়ছে করছি, ২৯১, ২৯২ ; করচে ২, ২৯৭ ; কড়চে কড়চ, ২৩৮৯ ; কড়ছে কড়ছে, ৫৪২১।

২৮ থুইয়া, নী, তরু।

২৯ ক্ষেপয়ে, ২৯৭।

৩০ আঁধারে, নী ; ২৩৮৯ পুথিতে জলের সহিত "আন্ধারে" ও কেশের সহিত "কান্ধারে" আছে।

৩১ লাগিল, নী, ২৯১ ; নাশিল, ৫৪২১।

৩২। মোয়ী, ২৯১ ; মোই, ২৯২ ; মুঞো, ২৯৭ ; মএ, ৫৪২১ ;

৩৩। নাগিনী, নী।

৩৪। থোই, ২৯১ ; থুই, ২৯২, ২৯৭।

৩৫। দশন, তরু, ২৯১, ২৯২, ২৯৭।

৩৬। মুকুতা, তরু, ২৯১, ২৯২, ২৯৭।

৩৭-৩৭। হাস উগারয়ে, তরু।

৩৮-৩৮। °লাগিল, নী ; °রহল, তরু ; মনে যে লাগিল, ২৯১ ; মনে জে রহিল, ২৯২ ; মনে তারহল, ২৩৮৯।

৩৯। শূন, তরু।

৪০। রহল, তরু।

৪১-৪১। বস্ত রহল, তরু ; পরাণ নিল, ২৯৭।

৪২। রয়, নী, তরু।

টীকা

পঙ্‌—৩৪। নায়িকার রূপ, অথবা অলঙ্কারের অন্তর্গত রত্নের জ্যোতি বিদ্যুতের ন্যায় ঝিকমিক করিতেছে, তাহা দেখিয়া আমি ধৈর্য্য হারাইয়াছি। (তু°—নৈষধচরিত, ৭।১৯ ; কুমারসম্ভব, ১।৩৮)।

৮। যেহেতু তাঁহার দুইটি ভ্রূ যেন কামদেবের ধনু, নাসিকা যেন গুলি নিক্ষেপ করিবার বন্দুকের নাল, এবং নয়নে যেন কামদেবের বাণ সংস্থাপিত রহিয়াছে, ইত্যাদি (নৈষধচরিত, ২।২৮, ৭।২৭ ইত্যাদি)।

৯। ইহা লাবণ্য-জলপ্রবাহ উৎপাদন করিয়াছে বলিয়া (ঐ, ৭।১১) এইরূপ বোধ হয়। তু°—"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি, অবনী বহিয়া যায়" (তরু, ১৫২ সং পদ)।

১০। জাগ—সং জত্ত্ব শব্দজ। কেশ লম্বিত হইয়া জানু পর্য্যন্ত পড়িয়াছে।

১৩। "কটিতে হস্ত রাখিয়া অঙ্গুলি চাপিতেছেন" (তরু, টীকা)। কটি-কক্ষ হইতে কড়ছ কি ? (ঐ)।

১৬-১৭। রাধার মুখে লাবণ্যরূপ জল উছলিয়া পড়িতেছে এবং তাহাতে শৈবালরূপ কৃষ্ণবর্ণ কুন্তলও বিরাজিত। তন্মধ্যে কালসর্পরূপ ভ্রূযুগল শোভা পাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। তু°—"লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল" (কৃঃ কীঃ, ১৯৫ পৃঃ), এবং—"ভ্রূহি কাল শাপে, যুগল তাহাত, শোভএ নিচল হোই" (ঐ, ৭৩ পৃঃ)।

২০। মুক্তার পঙ্‌ক্তির ন্যায় দন্তের কান্তি (কুমারসম্ভব, ১।৪৪)।

২১। যেহেতু শুভ্রদশনকান্তিসুশোভিত তাঁহার মধুর হাস্য (ঐ)।

[৬৮৫]

সুহই।

এ বোল শুনিয়া সুবল সাঙ্গাত
কহেন উত্তর বোল।
"ইহার বচন জানিয়ে সকলি
করিব এখন ওর।"
কহেন সুবল সখা।
"তোমার চরিত করিব বেকত
তা সনে করাব দেখা॥
তোমার মরম বুঝিনু করম
শুন রসময় কান।
তা সনে মিলন করাব যতনে
ইহাতে নাহিক আন॥
তোমার মরম আমি ভালে জানি
শুনহ মরম সখা।
বুঝিব চরিত জানিব বেকত
তোমারে করাব দেখা।
ভাল সে জানিল মনের গুমান
আমি সে করিব ভাই।"
সুবলের বোলে অতি কুতূহলে
আনন্দ হইল তাই॥
নর্ম্মসখাগণ বসি পঞ্চজন
সুবল ত্রিবিট তথা।
এ মধুমঙ্গল বিদূষক দল
কহেন মরম কথা॥
এ পীঠমদন তেঁই সে সুজন
কহিতে লাগিল তায়।
সুবল বচন মর্ম্মত বেকতা (?)
কহন নাহিক যায়॥
কমল-নয়ন কহেন বচন
"শুনহ বচন মোর।"
চণ্ডীদাস যায়, অতি সে ত্বরায়
বৃকভানুপুর ওর॥

টীকা

পঙ্—৪। ওর—সীমা, সমাধান।

১২। সুবল নর্ম্মসখা বলিয়া।

২০। উজ্জ্বলনীলমণির সহায়ভেদ প্রকরণে পাঁচ প্রকার সহায়ের উল্লেখ রহিয়াছে—যথা—চেটক, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ্দ এবং প্রিয়নর্ম্মসখ (ঐ, ৪৯ পৃঃ)।

২২। বিদগ্ধমাধব নাটকে মধুমঙ্গল নামক বিদূষকের উল্লেখ রহিয়াছে।

২৪। আদর্শে "এপিঠ মদন" আছে। ইহা পীঠমর্দ্দ হইবে বলিয়া বোধ হয়। পরবর্ত্তী ৬৯০ সং পদ দ্রষ্টব্য।

---

[৬৮৬]

কানাড়া।

"শুন প্রাণসখা আমি সে জানিয়ে
অনেক টোনার খেলা।
তাহাই খেলিতে যাইব ত্বরিতে
শুন পরাণের কালা।"
কহে তব তায় সেই যদুরায়
"কিবা সে খেলিবে ভাই।
দেখি তাহা আমি আপন নয়ানে
তবে সে প্রতীত যাই॥
সখাহে সুবল, এইখানে খেল
কোন্ সে করিবে টোনা।
যদি মনে লাগে এই হিয়া জাগে
তবে সে যাইবে জানা॥"

"বৈঠহ আনন্দে তরু আশানন্দে
আমি সে ধরিব ছলা।"
কান্নুর গোচরে সুবল সাঙ্গাত
করিতে লাগিল খেলা ॥
আগে সে ধরিল আবেশ করিল
পূর্ব্ব অবতার-লীলা।
শ্রীরাম ধানুকী সহিতে জানকী
করিতে লাগিল খেলা ॥
তাহাই ছাড়িয়া শিশুপাল হয়
দন্তবক্র আদি করি।
এই সব খেলা করেন সুবল
দেখেন প্রাণের হরি ॥
তাহা ছাড়ি পুন ধরেন তখন
নৃসিংহরূপের কায়া।
হাতে অস্ত্র টাঙ্গী প্রচণ্ড মুরতি
চণ্ডীদাস দেখে চায়া ॥
তাহা ছাড়ি সখা আর দিল দেখা
কূর্ম্মের আকৃতি অতি।
বরাহ বামন আদি আর যত
* অবতার তথি ॥
তাহা দেখাইল ভাই সে সুবল
"দেখহ কালিয়া শ্যাম।
এ সব মুরতি তাহার পিরীতি
কহত আমার ঠাম ॥"
বরাহ মুরতি দেখায়ে আকৃতি
দেখিতে সুবল সখা।
সকল মুরতি দেখি জনে জনে
আর কোন্ আছে দেখা ॥
চণ্ডীদাস বলে মনেতে না লাগে
যতেক দেখিল খেলা।
চাহি সখা পানে কমলনয়ানে
"আর কোন্ আছে লীলা?"

টীকা

পঙ্-২২। দন্তবক্র—শিশুপালের ভ্রাতা।

---

[৬৮৭]

ধাবড়ী।

ছাড়িয়া সে তনু দেখাইল জনু
ধরি হলধর-রূপ।
কাঁধেতে লাঙ্গল দেখি তাহা ভাল
বড়ই রসের কূপ ॥
তেজি সেই কায়া আর ধরে মায়া
ধরিলা মৎস্যের তনু।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বিরাজিত
মুরতি হইলা তনু ॥

[৬৮৮]

বরাড়ী।

পুন সে ধরিল অতি মনোহর
এ নব মুরতি বেশ।
পরিধান নীল বসন ভূষণ
অতি সুচাঁচর কেশ ॥
নব সে নলিন ভুবন-মোহন
চিত্রের পুতলি যৈছে।
কনক মঞ্জরি সুচারু গঠন
বেকত দেখিল তৈছে ॥

সোণার প্রতিমা বিজুরি-উজোর
নয়ান-ভঙ্গিমা তায়।
কণক কটোরি বদরি সমান
দেখি মন মূরছায় ॥
নীল শাড়ী তাহে ওড়নী ভঙ্গীমা
চাহনি কটাক্ষে বাঁকে।
মদন কম্পিত হইল বেকত
সেই সে মূরতি দেখে ॥
মধুর মূরতি দেখি যদুপতি
হরষ পাইল তার।
"পূরবে দেখিল যেমন মূরতি
সেই মত অভিপ্রায় ॥
মনমত্তহাতী ধরিতে না পারি
মরমে লাগিল তাহা।"
এই অনুমানে করি নিরীক্ষণে
পুলক মানিল দেহা
কহেন সুবল "কেন দেখাইনু
মনেতে লাগিল তাহা।
কহ কহ ভাই, প্রাণ কানাই,
এই সে কেমন দেহা ॥"
ছাড়িয়া মূরতি সুবল আকৃতি
হইল যেমত সখা।
নন্দের নন্দন মোহিত মানল
চণ্ডীদাস দেখে একা ॥

টীকা

দ্রষ্টব্য: —সুবল এখন রাধার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। সুবলের সহিত রাধার রূপসাদৃশ্য ছিল, ইহা অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তীকালে সুবল-মিলন পালা রচিত হইয়াছিল।

পঙ্-৫-৬। নববিকসিত নলিনীর ন্যায়, অথবা চিত্রাঙ্কিত মনোহর মূর্ত্তির ন্যায় (নী, ১৪ পৃঃ)।

৭। কনক মঞ্জরি—তু°—"অমলা তড়িতদণ্ড হেম মঞ্জরি, জিনি অতি সুন্দর দেহা" (তরু, ২৭১ সং পদ)। গঠন-পারিপাট্যে রাধাকে কনক মঞ্জরির ন্যায় বোধ হয়। আদর্শে "মঞ্জির" আছে। তু°—"কেতকীকলিকা-কম্পকলেবরদ্যুতি" (বিদগ্ধমাধব, ১০৯ পৃঃ)।

১৯-২০। পূর্ব্বে সাক্ষাতে আমি রাধাকে যেরূপ দেখিয়াছি, সুবল সেইরূপ মূর্ত্তিই ধারণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

---

[৬৮৯]

জয়শ্রী।

"শুন শুন ভেয়া নন্দ-দুলালিয়া
যে দেখিল হেন খেলি।
দেখাইনু এত মনেতে লাগিল
কহ দেখি বনমালী ?"
কহে নন্দসুত তায়ে — "আমার মরম-ভেয়ে,
যে দেখিনু বৃকভানুপুরে।
তাহাতে ইহাতে খেদ নাহি কিছু বর্ণভেদ
পশি পুন রহিল অন্তরে ॥
সেই যেন কমলিনী দেখিল তেমতি খানি
শুন ভাই সুবল সাঙ্গাত।
ও জন যতন করি দেখাহ আমারে বেরি
কেমনে ইহারে দেখি সাত ॥
শুন সখা মর্ম্ম-বোল অন্তর হইল ভোল
এই সেই দেখিনু সাক্ষাত।
কেমন উপায় মিলি সেই সে চন্দ্রিকা বালি
শুন শুন মরম সাঙ্গাত ॥"
সুবল কহেন তাহে — "আমি মিলাওব তোহে
ইহাতে অন্যথা নাহি কিছু।
গিয়া বৃকভানুপুরে খেলাইব কুতুহলে
মোহিত করিব তাহে পিছু ॥

যাব পঞ্চ শিশু সনে সবে হইয়া একমনে
খেলিব বিনোদ খেলা অতি।
মায়া-ছলে মুগ্ধ করি মোহন মূরতি ধরি
অনায়াসে দেখাব যুবতী॥
এই যমুনার তটে বৈস ভাই সুনিকটে
চম্পকের বন অনুপাম।”
চণ্ডীদাস সুখ চিতে দেখে তাহা একভিতে
গভরেত বংশীগুণ গান॥

টীকা

দ্রষ্টব্য :—পঙ্—১৩-১৬ নীতে নাই।

পঙ্—৩। আমি যাহা দেখাইয়াছি তাহা তোমার মনে ধরিয়াছে কি?

৫। মরম ভেয়ে—নর্ম্মসখা।

১২। সাত—সাক্ষাতে।

---

[৬৯০]

কানড়া।

ধরি অনুপম বাজিকর যেন
খেলার কতেক তানে।
সুবল ত্রিবিট এ পীঠ-মদন
মধুমঙ্গলের সনে॥
কহে বিদূষক— “শুন হে সুবল,
নানা যন্ত্র লেহ সঙ্গে।
তবে যে খেলিব নানামত খেলা
গাইব নাচিব রঙ্গে।”
নানা যন্ত্র নিলা নানা সে প্রতিমা
কাঠের পুতলি লৈয়া।
আর যত নিল মধুর মধুর
বাদিয়া বাদির ছায়া॥
নানা বেশ ধরি যেন বাজিকর
নাচায় পুতলি কায়া।
বহু মন্ত্র তন্ত্র যার নাহি অন্ত
কতেক জানায় মায়া॥
চলে পঞ্চজন হয়ে একমন
বৃকভানুপুর যায়।
পথে যায় তথি খেলে খেলা অতি
চণ্ডীদাস সুখী তায়॥

---

[৬৯১]

বরাড়ী।

বৃকভানুপুরে গিয়া কুতূহলে
সুবল এ চারি-জনে।
রাজার দুয়ারে এ গান বাজন
করেন আনন্দ মনে॥
কেহ গায় অতি কেহ বায় তথি
আনন্দ কৌতুক মনে।
বৃকভানুরাজা শুনি সুললিত
অতি সে মধুর গানে॥
রাজা কহে—“কোন্ গুণীর গমন
জান একজন দ্বারে।
নেহত খবর আনত গোচর”
ভেজিয়া দিল সে চরে॥
গিয়া একজন বুঝল কারণ—
কেন বা আইলে তোরা।
কোন দেশে ঘর কহত সত্বর
কি বটে তোদের ধারা॥

রাজা বৃকভানু পাঠাইল পুনু
লইতে তোদের তরে।
'কোন্ জন মোর দুয়ারে প্রবেশি
গায়ন বাজন করে''?
কহে বাজিকর— "শুনহ উত্তর
বিদেশে মোদের ঘর।
গুণিজন হই আইনু হেথায়
লহ আমাদের সর॥
এই সে লালসে হইল মানসে
আইল পঞ্চম বালা।
রাজার গোচর" কহে বাজিকর—
"দেখাব বাজির খেলা॥
কিছু গুণগ্রাম করিব সন্ধান
খেলিতে বাজির খেলা।
এই সে কারণে আইল যতনে
এ পঞ্চ করিয়া মেলা॥"
"ভাল ভাল" —বলি আইল সে চর
কহিল রাজার পাশে।
চণ্ডীদাস কহে— শুন মহারাজ,
বড় গুণিজন সে॥

---

[৬৯২]

বরাড়ি

চরকে পুছিল বৃকভানু রাজা—
"কোন্ গুণী এই বটে।
কেন বা আইল কোন্ প্রয়োজন
কহত বচন ফুটে॥"
করযোড় করি কহে বরাবরি—
"শুনহ নৃপতি তুমি।
বিদেশ হইতে পঞ্চ বাজিকর
আইল বালক গুণী॥
বাজির পুতলি অনেক আছয়ে
নানা যন্ত্র দেখি তথি।
বহু গুণ জানে গায়ন নাচন
শুন মহানরপতি॥"
কহে গুণিজন— "শুনহ রাজন্,
খেলিব কিছুই খেলা।"
"ভাল, ভাল" বলি বৃকভানু রাজা
ত্বরায়ে বাহির হৈলা॥
বাহির দুয়ারে বিচিত্র বিছানা
পাড়িল সকল জনে।
তাহে বৃকভানু বৈঠল হরিষে
ডাকি আনি গুণিজনে॥
নৃপে আজ্ঞা দিল মহল আটনে
রাণীবর্গ আদি করি।
ঝরকা উপরে বসিলা হরিষে
সব সহচরী মিলি॥
রাধার জননী কৃত্তিকা মোহিনী
বৈঠল ঝরকাপরে।
বিনোদিনী রাধা সুন্দরী অগাধা
বৈঠল মায়ের কোড়ে॥
ললিতা সুন্দরী অনঙ্গমঞ্জরী
বৈঠল রাধার পাশে।
শত সহচরী চামর ঢুলায়
পাখা ঝুলে প্রতি আশে॥
নানা সেবা করে প্রতি সহচরী
আনন্দ কৌতুক বড়ি।
কনক-ঝারিতে বারি পূরি করি
থরে থরে সব এড়ি॥

তাম্বূল বাটাতে রেখেছে ত্বরিতে
কর্পূর মিশান করি।
চণ্ডীদাস বলে নানা উপহার
আনি থোয় সারি সারি ॥

টীকা

পঙ্—২১। মহল-আটনে—অবরোধে।

২৩। ঝরকা—জাল-গবাক্ষ।

২৫। কৃত্তিকা—রাধা যে কীর্ত্তিদার কন্যা তাহার উল্লেখ উজ্জ্বলনীলমণিতে রহিয়াছে (ঐ. ১৩১ পৃঃ)। ভবিষ্যপুরাণেও রাধার জন্মবৃত্তান্তে কীর্ত্তিদাকে রাধার মাতা বলা হইয়াছে।

---

[৬৯৩]

বিহাগড়া।

রাই কহে তবে কৃত্তিকার আগে
"এ কি এ দেখিতে দেখি।"
কহেন জননী— "শুন বিনোদিনি,
বাজিকর ওই পেখি ॥
কোন্ দেশ হতে এই পঞ্চ শিশু
এই সে করিবে বাজি।
তোমার পিতার আবেশ হইল
বাজিয়ার দেখিতে বাজি ॥
তথির কারণে বাহির দুয়ারে
বসিল তোমার পিতা।
বাজিকর আগে দেখহ চাহিয়া
এমত না দেখি কোথা ॥"
রাজা আজ্ঞা দিল গুণী পঞ্চজনে
"কি গুণ জানহ তোরা।
খেলহ আনন্দে মর্নের কৌতুকে
কেমন বাজির ধারা ॥"
"শুন মহারাজ, কি গুণ খেলিব
কহ না উত্তর বাণী।
এই পঞ্চজনে গুণ গুণ ভেদ
অনেক খেলিতে জানি ॥
অবধান কর বৃকভানু রাজা,
খেলাতে করহ মন।"
চণ্ডীদাস বলে রাজার গোচর
খেলায় সে পঞ্চজন ॥

---

[৬৯৪]

ধানশ্রী।

আগে খেলে গুণী দশ অবতার
দেখহ নয়ানে চাই।
খেলে নানা খেলা সেই পঞ্চবালা
এক দিঠে দেখে তাই ॥
মৎস্য অবতার চারি ভুজধর
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম।
তারপর আর দেখায়ে গোচর
কূর্ম্মরাজ অনুসঙ্গ ॥
তারপর আর হইল সত্বর
বরাহ আকৃতি কায়া।
আনন্দে মগন অন্তর হইল
দেখিয়ে বাজির ছায়া ॥
নৃসিংহ-মূরতি হইল আকৃতি
প্রবল প্রতাপ বড়ি।
হিরণ্যকশিপু জানুতে ধরিয়ে
বিদারল নখে চিঁড়ি ॥

নখেতে ছেদিল হৃদয়-ভিতর
টানিল একুশ নাড়ী।
হুহু হুহু স্বরে কম্পিত ধরণী
দীঘল নিশ্বাস ছাড়ি॥
তবে সে হইল বামন-মূরতি
ত্রিপদ হইল কায়া।
বলিরে লইল পাতাল-ভুবনে
দেখায়ে এ সব মায়া।
তারপর হয় শ্রীরাম-মূরতি
কাঁধেতে ধনুক শর।
সঙ্গেতে মৈথিলী জনক-নন্দিনী
দেখি অতি মনোহর॥
তা দেখি রাজার মনে অতি সুখ
এ বড়ি মূরতি সুখ।
দেখিতে দেখিতে আন নহে চিতে
দূরে গেল অতি দুখ॥
পুন তা ত্যজিল আবেশ হইল
ভৃগুরাম অবতার।
প্রবল প্রতাপে বসুমতী কাঁপে
মাথায় জটার ভার॥
অতি খরশাণ টাঙ্গার বাখান
নিঃক্ষেত্রি করিল যাতে।
চণ্ডীদাস বলে অতি কুতূহলে
দেখি সুখ লাগে তাতে॥

টীকা

পং—১৩-২০। ভু°-নৃসিংহাবতারে তিনি ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটী এবং ভীষণরূপে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে উরুদেশে রাখিয়া নখদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। (ভা, ২।৭।১৪)।

[৬৯৫]

শ্রীনটরাগ।

পুন বলরাম রোহিণী-নন্দন
ধরিল ধবল কায়া।
হল কাঁধে করি আনন্দে মগন
করিল বাজির ছায়া॥
পুন তা ত্যজিয়া বৌদ্ধ-অবতার
হইল মূরতি তিন।
জগন্নাথ আর ভগ্নী সহোদরা
সুভদ্রা তাহাতে চিন॥
বলরাম পুন হইল তখন
দেখে বৃকভানু রাজে।
দেখিয়া মুরতি পরম পীরিতি
পাওল সে সভামাঝে॥
পুন তা ত্যজিয়া কল্কি-অবতার
ধরেন মূরতি কায়া।
অশ্বের উপরে ধরি দুইকরে
সংহার অনুপ ছায়া॥
নানা অবতার করিল সত্বর
দেখিয়া মোহিত মন।
দশ অবতার ভেদ দেখাইল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান॥

টীকা

পং—৫৮। এখানে বুদ্ধাবতারের বর্ণনা লক্ষণীয়। বুদ্ধদেব তিন মূর্ত্তিতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিলেন, এই উক্তিতে বুঝা যায়, পুরীধামের বিগ্রহ যে বুদ্ধ-মূর্ত্তির রূপান্তর মাত্র তাহা কবি জ্ঞাত ছিলেন।

[৬৯৬]

কানাড়া।

আর খেলে খেলা বাজিকর-বালা
দেখায় পাণ্ডব-বংশ।
ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির ভীম সহোদর
অর্জ্জুন ধরিল অংশ॥

নকুল আকৃতি ধরিলা মূরতি
সহদেব রূপ প্রায়।
দেখিতে রাজার চিত মন হরে
নয়নে দেখিল তায়॥

ত্যজি আনরূপ ধরিল তখনি
শিশুপাল-রূপ হয়।
সূর্য্যবংশকুল ভগীরথগণ
অজ আদি করি নয়॥

নানা রাজকুল নানা অবতার
দেখিলা অনেক খেলা।
কহেন রাজন্— "আর কিবা জান
কহ বাজিকরবালা॥"

"আর খেলা আছে বৃকভানু-রাজে
কহি যে তোমার কাছে।
একমন করি হেরহ রাজন্,
খেলি এ সভার মাঝে॥"

চণ্ডীদাস বলে— পুন সে ধরিল
নন্দ উপনন্দ যত।
যশোদা রোহিণী বরজ-রমণী
তাহা দেখাইল কত॥

[৬৯৭]

সিন্ধুড়া।

তবে সে হইল শ্রীদাম সুদাম
স্তোককৃষ্ণ বলরাম।
অর্জ্জুন সুবল অংশসেন কোকিল
বসন্ত, প্রধান রাম॥
কিঙ্কিণী ঝঙ্কার অতি মনোহর
ধবল বালক-মূর্ত্তি।
করে কোন গুণ গুণের আখ্যান
করে হয়ে নানা শক্তি॥
দেখিয়া মূরতি বিলক্ষণ জ্যোতি
নানা সে বন্ধান বেশে।
অনুপ সুন্দর মূরতি কিশোর
বিনোদ বন্ধান কেশে॥
নানা সে কুসুম গাঁথিয়ে সুষম
বিনোদ বন্ধান চূড়া।
হেরম্ব-অনুজ তলে আরোপিত
ভবজ অনুজ গাড়া॥
সে রূপ ছাড়িয়া মদনমোহন
মূরতি কৈশোর হয়।
চণ্ডীদাস বলে বৃকভানু-বালা
দেখি পাছে মুরছায়॥

টীকা

পঙ্—১-৪। এই সকল গোপবালকের নাম সুহৃৎ, সখা প্রভৃতি ক্রমে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে (ঐ, ৭২১-৩০ পৃ:)। অংশসেন—অংশু এবং ভদ্রসেন কি? সুবল, অর্জ্জুন ও বসন্ত প্রিয়নর্ম্ম বয়স্য। প্রধান রাম—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলরাম।

৫-৬। এখন বলরামের রূপবর্ণনা চলিতেছে। বলরামের বর্ণ শ্বেত, এবং তাঁহার কিঙ্কিণীর মনোহর শব্দ

হইতেছে। তু°—"কটিতে কিঙ্কিণী বাজে রুণু ঝুনু গান" (বৈ-প-ল, ২৬২ পৃঃ)।

১৫-১৬। পরবর্ত্তী ৭১৭ সং পদে (নী—৫৬ সং পদ) অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে। হেরম্বের অনুজ কার্ত্তিকেয়, তাঁহার তলে (বাহনরূপে) আরোপিত ময়ুর, লক্ষণায় ময়ূরপুচ্ছ গাড়া প্রোথিত। তু°—যুগলরূপ বর্ণনায় জ্ঞানদাসের পদে —"তাপর ময়ূর অহি" (বৈ-প-ল, ১৯৭ পৃঃ) এবং বলরামের রূপ-বর্ণনায়—"টলমল শিখিদল তায়" (ঐ, ৯৭ পৃঃ)। ভবজ অনুজ বোধ হয় হেরম্ব-অনুজের বিশেষণ। কিন্তু পাঠ সন্দেহজনক। পরবর্ত্তী ৭১৭ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

---

[৬৯৮]

সিন্ধুড়া

তাহে অপরূপ কৃষ্ণ-অবতার
হইল সুবল সখা।
অতি অনুপম যেন নবঘন
জলদ সমান দেখা॥
যেমত অঞ্জন ললিত রঞ্জন
কিবা অতসীর ফুল।
যেন কুবলয় -দল সরোরুহ
যেমত কানড় ফুল॥
কোন রূপ হেন নহে নিরুপম
দেখিয়াছি বহু রূপ।
বিবিধ বন্ধান করিয়া সন্ধান
গড়ল রসের কূপ॥
চরণ যেমত যাবক নিন্দিয়া
হিঙ্গুল দলিয়া যৈছে।
তাহতে অধিক বিম্বফল সম
লখিতে না পারে কৈছে॥
তাহাতে রঞ্জিত দশ নখ-চাঁদ
চরণে শোভিত ভাল।
তাহার শোভাতে দশদিক শোভা
সকল করেছে আলো॥
কনক কিঙ্কিণী কলহংস জিনি
পীতের বসন সাজে।
এ চুয়া চন্দন অঙ্গে সুলেপন
মৃগমদ আদি রাজে॥
বনমালা গলে কিবা শোভা করে
শোভিত কৌস্তুভ তায়।
যমুনাতে যেন চাঁদ ঝলমল
দেখিতে তেমতি প্রায়॥
শিখা মনোহর অধিক সুন্দর
শিরে পুচ্ছ শোভে তায়।
শ্রবণে মকর কুণ্ডল দোলয়ে
যেমতি রবির প্রায়॥
অধর বান্ধুলি সুন্দর উপমা
দশন দাড়িম্ব-বীজে।
ভালে সে শোভিত চন্দনের চাঁদ
তাহে গোরোচনা সাজে॥
নয়ন-কমল অতি নিরমল
তাহে কাজরের রেখা।
যমুনা-কিনারে মেঘের ধারাটি
অধিক দিয়াছে দেখা॥
নবগ্রহ বেড়ি তাহার উপরে
মুকুতা দুসারি সাজে।
প্রবাল মাণিক মণির মালায়
বেড়িয়া তাহার মাঝে॥
বিচিত্র চামর কেশের আটুনি
বান্ধিয়া বিনোদ চূড়া।
নানা সে কুসুম অতি সে সুষম
তাহে মালা দিয়ে বেড়া

তাপরে ময়ূর— শিখণ্ড আরোপি
করেতে মোহন বাঁশী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কটাক্ষ চাহনি
অমিয়া মধুর হাসি ॥
দেখিয়া সে রূপ মদন মূরছে
কুলের কামিনী যত।
মুনির মানস জপ-তপ ছাড়ি
ও রূপ দেখিয়া কত ॥
বৃকভানুপুরে নাগর নাগরী
পড়িছে মূরছা খাই।
ঢলিয়া পড়িল বৃকভানু রাজা
দ্বিজ চণ্ডীদাস গাই ॥

টীকা

পঙ্—৩-৪। তু° "অভিনব জলধর অঙ্গ" (বৈ-প-ল, ৩০৭ পৃঃ)।

৫। তু°—"অঞ্জন-গঞ্জন, জগজনরঞ্জন" (ঐ ৩০৬ পৃঃ)।

৬। তু°—"সুন্দর শ্যামর দে॥ নব কুবলয়দল, কিয়ে অতসীফুল, নীল মুকুর মণি আভা" (ঐ, ১৯৬ পৃঃ)।

৭। তু°—"কুবলয় কন্দর কুসুম কলেবর" (ঐ, ৩০৬ পৃঃ)।

৮। তু°—"কানড় কুসুম জিনি, শ্যামের বদনখানি" (নী—৬৪ সং পদ)

১১-১২। তু°—"এ বড় কারিকরে কুঁদিলে তাঁহারে, প্রতি অঙ্গে মদনের শরে" (নী—৫৯ সং পদ)।

১৩-১৬। তু°—"তরুণ অরুণ রুচি পদ অরবিন্দ" (বৈ-প-ল, ৩০৫ পৃঃ)। সাধারণতঃ ওষ্ঠ বিম্বফলের সহিতই উপমিত হয়, কিন্তু এখানে বর্ণসাদৃশ্যে রক্তবর্ণ চরণের সহিত বিম্বফলের তুলনা করা হইয়াছে।

১৭-১৮। তু°—"নখচন্দ্রছটা ঝলকে অনুপাম" (ঐ, ৩১১ পৃঃ)।

২১। তু°—"তাহে কলহংস কি নূপুর জাগ" (ঐ, ৩০৫ পৃঃ)।

২৬-২৮—কৃষ্ণের নবনীরদ বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি শোভা পাইতেছে। দেখিলে মনে হয় যেন কাল যমুনার জলে প্রতিফলিত চন্দ্র ঝিকমিক করিতেছে।

---

[৬১৯]

সিন্ধুড়া।

রূপ দেখি মোহিত হইল কত জনা।
নগরে চাতরে সব পড়িল ঘোষণা ॥
"রূপবতী কুলবতী ছাড়ে নিজ পতি।
জনমিয়া হেন রূপ নাহি দেখি কতি ॥"
বৃকভানুপুরে যত পুরবাসিগণ।
মুগধ হইয়া রহে দেখিয়া সুঠান ॥
"এ বড় বিষম বাজি কখন না দেখি।
কি আনন্দ দেখিয়া মজিল যেন আঁখি ॥"
লাগিল মোহ-নিগড়া রহে এক চিতে।
তটস্থ হইয়া রহে কেহ কোন ভিতে ॥
মদন-মূরতি দেখি রাজা বৃকভানু।
গদগদ সর্ব্ব ভেল পুলকিত তনু ॥
সম্বিত পাইয়া রাজা বলে ধীরে ধীরে।
"দেখিল নয়ান ভরি রূপ সুমধুরে ॥
প্রাণ কাঁদে চাহিতে মধুর মূরতি দেখি।"
চণ্ডীদাস রহে তথা সে রূপ উপেখি ॥

টীকা

পঙ্—৯-১০। কাহারও মন মোহাবিষ্ট হইল, আবার কেহ বা স্তব্ধীভূত হইয়া রহিল।

[৭০০]

কানড়া।

ঝরকা উপরে কৃত্তিকা সুন্দরী
তা সনে সুন্দরী রাধা।
দেখিতে সে খেলা মন ভেল ভোলা
সকলি মানিল বাধা॥

হৃদয়-ভিতরে পশি গেল রূপ
ধৈরজ নাহিক রহি।
"এমন মুরতি এ মহীমণ্ডলে
কভু ত নাহিক হয়ে॥

হেন রূপ সখি, কোথা না আছিল
কে হেন আনিল নিধি।
কেমন করিয়া এমন বরণ
বসিয়া গড়িল বিধি॥"

হৃদয়-মাঝারে পশিল ও রূপ
* বিদগধি রাই।
মানস পূরিয়া সবল হৃদয়ে
মগন হইল তাই॥

কহিতে না পারে মরম-বেদন
মনের পোড়নি ভেল।
হৃদয়-ভিতর তরল অন্তর
জর জর হৈয়া গেল॥

দেখিতে দেখিতে ভুলিল নাগরী
মুদল নয়ান ছুটি।
রসের আবেশে ঠেকিল সুন্দরী
কুলের ভরম টুটি।

"এই সে পুরুষ- রতনে যতনে
যদি বা মিলয়ে মোরে।
তোমারে কি দিয়া তুষিব হরিষে
কিনিয়া লইবে মোরে॥

জনমে জনমে তোমারে তুষিব
ঘোষিব তোমার গুণে।"
এ বোল বলিয়া পড়িল ঢলিয়া
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

---

[৭০১]

কানড়া।

এ কথা জননী কিছুই না জানে
সঙ্গের সঙ্গতি গুণে।
গোপত আখ্যান ইহা কে জানিবে
কেহ সে নাহিক জানে॥

মূর্চ্ছিত কিশোরী আপনা পাসরি
পড়ল ধরণী-মাঝে।
যেমত সোনার পুতলি পড়ল
অবনীমণ্ডল-মাঝে॥

কাঞ্চন-বরণী সুবলমোহিনী
দামিনী চমকে যেন।
অগেয়ান হৈয়া সুধী নাহি রহে
পড়িল কিশোরী তেন॥

বিস্মিত হইলা ললিতা সুন্দরী
অনঙ্গমঞ্জরী কহে।
"আচম্বিতে হেন রাই অচেতন
কেন বা এমন হয়ে॥

এই মাত্র খেলা দেখিতে দেখিতে
এমন কেন বা হল।
কি হেতু ইহার বুঝিতে নারিয়ে
সবাই হইল ভোল॥"

কৃত্তিকা কহেন— "রাধা কেন হেন
মুদিয়া নয়ন দুই।
চেতন নাহিক কাঠের পুতলি
পড়িয়া রহল রাই॥"
কান্দিয়া বিকল মায়ের অন্তর
কহেন সবার আগে।
"এ কি পরমাদ বিষম বিষাদ
বালিকা দেখিয়া লাগে॥
এক সহচরী আন ডাক দিয়া
কহত রাজার আগে।
আচম্বিতে রাই পড়িল অথাই"
চণ্ডীদাস যায় লগে॥

টীকা

পঙ্‌—২। সখীগণের কৌশলে।
৯। পরবর্ত্তী ৭০৯ সং পদ দ্রষ্টব্য।
১৩-১৪। অনঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি সখীর নাম চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে হইয়াছে।

---

[৭০২]

নটনারায়ণ।

গিয়া একজনে কহে কাণে কাণে
বৃকভানু রাজা কাছে।
"অপরূপ এক অন্তঃপুরে দেখ
অদ্ভুত কথা আছে॥
আচম্বিতে হেদে ঝরকা উপরে
কৃত্তিকা বৈঠল তায়।
সঙ্গে সহচরী রাধিকা সুন্দরী
বসিলা মায়ের ঠায়॥
দেখিতে লাগিলা বাজিকর-ছায়া
তোমার নন্দিনী রাধা।
আচম্বিতে কেন মূরছা খাইয়া
সে তনু হয়াছে আধা॥
তুরিতে গমন করহ রাজন
বিলম্বে নাহিক কাজ।"
এ কথা শুনিয়া বৃকভানু-মাথে
পড়িল আকাশ-বাজ॥
যেমত আছিল সভাতে বসিয়া
তেমতি উঠিয়া গেলা।
বিয়োগ অন্তরে গেলা অন্তঃপুরে
দেখিতে আপন বালা॥
"কি হৈল, কি হৈল," বলে বৃকভানু
"আচম্বিতে কিবা শুনি।
আন কোন জন দেখাহ এখন
কে কহে কেমন বাণী॥
কোন দেবঘাত দেবের নির্ম্মিত
কোন বা দেবের বায়।
আনহ চেতনী কোন বা গোপিনী
দেখাহ তুরিত তায়॥"
চণ্ডীদাস কহে— "শুন মহারাজ,
আনিয়া চেতনী কেহ।
নাটিকা ধরিয়া দেখহ বুঝিয়া
নিবিষ্ট করিয়া দেহ॥"

টীকা

পঙ্‌—১। বাজিকর-ছায়া—সুবলের বহুরূপী খেলা।
১৯। বিয়োগ—বিষাদিত।
২৫-২৬। কোন দেবতা কর্ত্তৃক পীড়িত হইতেছে কিনা, অথবা কোন অপদেবতার বাতাস গায়ে লাগিয়াছে

কিনা, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য চেতনসম্পাদনশক্তিশালিনী কোন গোপ-রমণীকে আনিয়া দেখাও।

৩১। নাটিকা—নাড়ী।

---

[৭০৩]

কামোদ।

সহচরী ধায় আনিতে চেতনী
আনি আহীরিণী এক।
দেখিয়া নাটিকা করে কর ধরি
বুঝিলা যে পরতেক॥
"নহে জ্বর-জ্বালা দেব অপঘাত
কোন বা বায়ুর জোর।
বুঝিতে নারিল কি হেতু ইহার
মনেতে হইল ভোর॥
বুঝিতে নারিল নাটিকা চঞ্চল
না হয় এ জ্বর-জ্বালা।
নহে দেবঘাত নহে সান্নিপাত
নহে উপদেব-খেলা॥
নাটিকা ভিতরে কিছু না পাওল
শুন বৃকভানু-রাজে।
দেখি তন্ত্র মন্ত্র ঝাড়িয়ে সুতন্ত্র
বসিয়া ঘরের মাঝে॥"
আনি স্বর্ণ-ঝারি তাহা করে ধরি
পড়ে মন্ত্র বারে বার।
ঝাড়ি অনিবার তন্ত্র করি সার
চৈতন্য না হয় তার॥
তার পর গলে বান্ধি কুতূহলে
ঔষধি বান্ধিল রামা।
নহে নিবারণ দ্বিগুণ বাড়ল
তাহে কিছু নহে ক্ষমা॥
অনেক প্রকার প্রবন্ধ করিল
তাহাতে না হয় ভাল।
আর কোন মন্ত্র ঝাড়িয়ে সুতন্ত্র
কাণে শুনাইলে ভাল॥
জ্বালিয়া অনল তাহে পুণা দিল
মায়ের নির্ম্মিত বাণ।
উপদেব হ'ত তখনি ছাড়িত
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান॥

টীকা

পং—১৪। ক্ষমা—উপশম।

৩০। বাণ—অভিচারাদি মন্ত্রপ্রয়োগ।

---

[৭০৪]

সুহই।

"হেদে গো চেতনী বুড়া আহীরিণী
ঝাড়হ লতার ছলে।
কি জানি দংশিল আসি কোন ঘাতে
জানি বিষ করে বলে॥
দেহ পানীপড়া কর নাড়া ঝাড়া
যদি বা ছুঁইল অঙ্গ।
বান্ধহ ধরণী শুন গোয়ালিনী
তিলেক না কর ভঙ্গ॥

ঝাড়হ চৌসাপা বলি ধর্ম্মবাপা
চন্দ্র সূর্য্য করি মেলা।
নিদান বিধান পানীসার আন
ঝাড়হ আমার বালা॥"
তথাপি না হয়ে তিলেক চেতন
তৈছন রহল রাই।
পানীসার জলে নাহি বিষ জ্বালে
নাহি সংবরণ পাই॥
নানা সে উপায় ঝাড়িল সবাই
না হয় কণ্ঠহি বোল।
মুদিত নয়ান বয়ান বচন
মরমে আছয়ে ভোর॥
কোন সহচরী চামর ঢুলায়
শীতল বলিয়া গায়।
সরোরুহ দল আনি বিছাওল
রাই শুতাওল তায়॥
মলয় চন্দন করয়ে লেপন
শীতল হইবে বলি।
অঙ্গে উঠে জ্বালা শুকাইছে ত্বরা
গরল সমান ভেলি॥
বহু তন্ত্র মন্ত্র করিল বন্ধন
চেতন নাহিক মানি।
এ কথা কেহ যে জানিতে না পারে
চণ্ডীদাস কিছু জানি॥

টীকা

পঙ-২। লতার—সাপের। সর্পে দংশন করিয়াছে মনে করিয়া।

৩। ঘাতে—"সুযুগে"।

৭। ধরণী—ডোর।

৮। ক্ষণমাত্রও খুলিয়া দিও না।

৯-১০। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাঙ্গালা কাগজপত্র" হইতে সঙ্কলন করিয়া সাপের বিষ দূর করিবার একটি মন্ত্র ১৩২৯ সনের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে আছে "চৌসাপার বিষ ডাইনে বায় চল।" চতুষ্পদ হইতে চৌসাপা হইলে, তক্ষকজাতীয় বিষধর সর্প (যাহার চারি পা) ইহা দ্বারা বুঝাইতে পারে। উক্ত সাপের মন্ত্রে অনেক দেবতারও উল্লেখ আছে।

১১। পানীসার—সর্পদংশনের চিকিৎসায় রোগীর মাথায় জলধারা দিবার ব্যবস্থা আছে। ইহাকে পানীসার নিদান বা শেষ চিকিৎসা বলা হয়। "জালে—জারে, জীর্ণ হয়, নষ্ট হয়।"

২০। অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া আছে।

২১-২২। তু°—গীতগোবিন্দ, ৪।২-৪।

এবং—

"কে বোলে চন্দন চাঁদ অতি সুশীতল।
আন্ধার মনত ভায়ে যেহেন গরল॥
নব কিশলয় ভৈল দহন সমান।
—(কৃঃ কীঃ, ২৯৭ পৃঃ)।

---

[৭০৫]

ধানশী।

কহে বাজিকর— "খেলিল বিস্তর
রাজা গেল অন্তঃপুরে।
গুণীর সম্মান না করিয়া কেন
ত্বরিতে চলিলা ঘরে॥"
এই সব কথা কহে বাজিকর
সভার মাঝারে বসি।
গুণীর গোচরে কহিল সত্বরে
এক সহচরী দাসী॥

"শুন বাজিকর কহিল সত্বর
দেখিতে তোমার খেলা।
অন্তঃপুরে বড় বিষম হইল
এক বৃকভানু-বালা॥

তার নাম রাধা সুন্দরী আগাধা
ভুবনমোহিনী রূপে।
তুলনা নাহিক তাহার সুবেশ
দেখিতে চলিলা ভূপে॥"

দাসীর বচন শুনিয়া শুধায়
যত বাজিকর বালা।
"কিরূপ দেখিলে নয়ান গোচরে
কাহার হইল খেলা॥"

"কোন দেব বটে নিশাচর ফুটে
যোগিনী ডাকিনী হয়।"
"কাহার পরশ বুঝিলে কি হেতু
কেমনে দেখিল ভয়॥"

"আনিয়া চেতনী এক গোয়ালিনী
ধরিল নাটীর টান।
নহে দেবঘাত আনের নির্ঘাত
না পাইল কিছু জ্ঞান॥"

চণ্ডীদাস বলে— দেখিল যেমত
বড়ই দেবের খেলা।
যেমতি দেখিল উঠিল তৈছন
অন্তর-ভিতরে জ্বালা॥

টীকা

পঙ্‌— ২৬। নাটীর—নাড়ীর।
২৮। কিছুই বুঝিতে পারিল না।

---

[৭০৬]

ধানশী

এ কথা শুনিয়া সহচরী-আগে
কহে বাজিকর-রায়।
"আমি কিছু জানি তন্ত্র মন্ত্র যত
দেবঘাত আছে গায়॥"
সহচরী দাসী কহিতে লাগিল
"শুন বাজিকর তোরা।
যদি বা পারহ ভাল করিবারে
পাবে খাসা জামাজোড়া॥

বহু রত্ন পাবে রাজার গোচরে
কতক রজত দান।"
কহে বাজিকর— "অনেক জানিয়ে
সন্ধান বিধান আন॥"

"ভাল ভাল", বলি দাসী গেলা চলি
কহিতে রাজার কাছে।
করযোড় করি করিছে গোহারী
"এক নিবেদন আছে॥

যেই বাজিকর তোমার দুয়ারে
খেলায় নাটের ছায়া।
সেই জন কহে— 'বহু মন্ত্র জানি
নাটীকা দেখিতে কায়া॥

সেই কোন দেব দেখিয়া অন্তরে
ভয় সে মানিল চিতে।
সেই সে নির্ঘাত দেব অপঘাত
পাইল ঝরকা হৈতে॥

তাহারে দেখিলে ভাল করি দিব
ইহাতে নাহিক আন।
রাজার গোচরে বোলহ আমারে
কহিনু তোমার স্থান'॥"

শুনি বৃকভানু পুলকিত তনু
"আনত সেই সে গুণী।
করুক গেয়ান যে হয় বিধান
তারে ডাক দিয়া আনি॥"
গিয়া সেই দাসী বাহিরে প্রবেশি
ডাকিয়া আনিল তারে।
অতি কুতুহলে সুবল চলিল
লয়ে গেল অন্তঃপুরে॥
গিয়া সে সুবল রাধার গোচরে
ধরিল তাহার নাড়ী।
নানা সেই তন্ত্র মন্ত্র আরোপিয়া
প্রকার প্রবন্ধে ঝাড়ি॥
চণ্ডীদাস কহে— শুনহে সুবল
আর আছে কিছু দোয।
বীজমন্ত্র কহ শ্রবণ ভিতরে
তবে হবে পরিতোষ॥

[৭০৭]

ধানশী

গিয়া সেই গুণী প্রকার করিল
সুমন্ত্র কহিল কাণে।
কৃষ্ণ-মন্ত্র জপ করিতে লাগিল
শুনায় রাধার স্থানে॥
"সেই কৃষ্ণ দেহ দেখিলে যে, তেঁহ
হয়েন রসিকরাজ।
সে পহু নাগর সুগড় মুরতি
বসতি গোকুল-মাঝ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ দেহ।
এই কুড়ি বর্ণ ভেদ জানাইল
পরম স্বরূপ সেহ॥
সেই কৃষ্ণ হয় পরম রতন
সেই কৃষ্ণ প্রাণপতি।
সেই কৃষ্ণ হয় ব্রজের জীবন
গোকুলে গোপীর পতি॥
সেই কৃষ্ণ হয় অখিল শকতি
এই কৃষ্ণ রূপে দেহা।
এই কৃষ্ণ হয় গোকুল-জীবন
যেই জন রাখে লেহা॥"
যবে প্রবেশিল 'কৃষ্ণ' নাম কাণে
তখনি হইল ভাল।
আঁখি দুই মেলি করেতে কচালি
দুঃখ অতিদূরে গেল॥
চণ্ডীদাস বলে চেতন হইল
সেই বৃকভানু-বালা।
অঙ্গ মোড়া দিয়া উঠিল চাহিয়া
দূরে গেল যত জ্বালা॥

[৭০৮]

কামোদ

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥ ধ্রু॥

না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে[২] পাইব, সই[২], তারে ॥
নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো।
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো।
যুবতি-ধরম কৈছে রয় ॥
পাশরিতে করি মনে পাশরা না যায় গো।
কি করিব কি হবে উপায়।"
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায় ॥

নী—৫৭; নচ—৫৩ পৃঃ; তরু, ১৪৯। পদটি বিবিধ পাঠান্তরের সহিত এই সকল গ্রন্থে উদ্ধৃত রহিয়াছে।

১-১ সজনী কেন বা—পাঠা'
২-২ কেমনে বা পাসরিব, ঐ।

প্রবেশিকা

দ্রষ্টব্য :—পূর্ব্ববর্ত্তী পদটির পাদটীকায় নীলরতনবাবু লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণ নাম কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রাধিকার চেতন হইল, এবং তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"সখি, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।" ইত্যাদি।

ইহাতে বুঝা যায় যে, নীলরতন বাবুর আদর্শ পুথিতে এই পদটি ইহার পরেই সন্নিবিষ্ট ছিল, কিন্তু রাধার পূর্ব্বরাগের পদগুলি তিনি পরে একসঙ্গে মুদ্রিত করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় এই পদটি সেইস্থানে স্থাপিত হইয়াছে। এই পদটি অবলম্বন করিয়া নীলরতনবাবু নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন, এবং অনেক টীকাকার আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করিতেও বিরত হন নাই। কিন্তু পদটি যে পূর্ব্বরাগের তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দর্শন ও শ্রবণের দ্বারা পূর্ব্বরাগের উদয় হয় (প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য)। কবি অলঙ্কারশাস্ত্রের এই বিধি অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বরাগের পালাটি রচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ চিত্রপট দর্শনে এবং পরে কৃষ্ণ নাম শ্রবণে রাধার পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল, কবি এইভাবেই আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন, অতএব এই পদে কোন গূঢ় অর্থের সন্ধান করিতে যাওয়া সঙ্গত কিনা ইহাই বিবেচ্য বিষয়। আবার ইহাও দেখা যায় যে, এই পদটির রচনায় চণ্ডীদাসের মৌলিকত্বও বড় বেশী নাই, কারণ অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধি অনুসরণ করিয়া রূপগোস্বামী কৃষ্ণনাম শ্রবণে রাধার পূর্ব্বরাগ-উন্মেষের বর্ণনা বহুপূর্ব্বেই করিয়া গিয়াছেন। বিদগ্ধমাধবের অনেক স্থলে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, যথা—"যখন শ্রীরাধা কথাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ করেন, তখনি রোমাঞ্চিতা হইয়া কোন এক রমণীয়ভাব প্রাপ্ত হন" (ঐ, ২৯ পৃঃ)। অন্যত্র—"সখি! এক ব্যক্তির কৃষ্ণ এই দুই অক্ষর নাম কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া আমার মতি বিলোপ করিতেছে" (ঐ, ৮৯ পৃঃ)। আবার—"সখি, কৃষ্ণ নাম উপস্থিত হইলেও আমাদের প্রিয়সখী ক্ষুব্ধ হইয়া থাকেন" (ঐ, ৪০৭ পৃঃ) ইত্যাদি। কিন্তু বিদগ্ধমাধবের "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং" (ঐ, ২৯ পৃঃ) ইত্যাদি শ্লোকের প্রভাবও আলোচ্য পদটিতে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। অনেক স্থলে যে ভাব-সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহাও পরবর্ত্তী টীকাতে প্রদর্শিত হইল।

টীকা

পং—১-৩। তুঃ—"সখি, 'কৃষ্ণ' এই দুই অক্ষর নাম কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া আমার মতি বিলোপ করিতেছে" (বিদগ্ধমাধব, ৮৯ পৃঃ)। অথবা—"কৃষ্ণ এই বর্ণ দুইটি মনোমধ্যে আবির্ভূত হইয়া আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারকে পরাজিত করে" (ঐ, ২৯-৩০ পৃঃ)।

৪। তুঃ—"নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী" (ঐ, ৩০ পৃঃ)। অর্থাৎ—কত অমৃত দ্বারা "কৃষ্ণ" এই বর্ণদ্বয় নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা জানি না। শ্যাম-নামে—শ্যামের নাম "কৃষ্ণ", তাহাতে। পূর্ব্ববর্ত্তী পদে দেখা যায় যে, সুবল "কৃষ্ণ" এই নামই রাধাকে শুনাইয়াছিলেন,

অতএব সর্ব্বত্রই "শ্যাম-নাম" ষষ্ঠীতৎপুরুষবদ্ধ পদ-রূপেই গ্রহণ করা উচিত। তু°—"কেমন অমিয়া দিয়া, কে জানি গড়িল ইহা, কৃষ্ণ এই দু আঁখর করি" (যদুনন্দনদাস-কৃত অনুবাদ)। অন্যত্র—"'কৃষ্ণ' এই দুই অক্ষরের কি মধুরতা।" (বিদগ্ধমাধব, ৬৩ পৃঃ)।

৫। তু°—"কৃষ্ণ এই বর্ণ দুইটি যদি তুণ্ডে অর্থাৎ বদনমধ্যে নৃত্য করে, তাহা হইলে বহু বহু তুণ্ডের নিমিত্ত রতি বিস্তার করে" (ঐ, ২৯ পৃঃ)।

৬। তু°—"মনোমধ্যে আবির্ভূত হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপারকে পরাজিত অর্থাৎ দেহ অবশ করিয়া দেয়" (ঐ, ৩০ পৃঃ)।

৭। তু°—"অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়" (যদুনন্দন দাস-কৃত অনুবাদ)। অতএব পাঠান্তরের "কেমনে বা পাসরিব তারে" পাঠ সুসঙ্গত নহে।

৮-১১। কৃষ্ণ নামের প্রভাবেই আমার এইরূপ দশা উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার অঙ্গের স্পর্শ পাইলে আমার কি অবস্থা হইত তাহা বলিতে পারি না। তু°—"যাহার নাম মাত্রেই সুন্দরীদিগের চিত্তকে এইরূপ বিমোহিত করিতেছে, না জানি সে কিরূপ সুন্দর।" (বিদগ্ধ°, ৬৩ পৃঃ)। যেখানে তিনি বাস করেন, সেই স্থানের রমণীরা তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়া, তাহাদের যুবতী-ধর্ম্ম কিরূপে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, তাহাই ভাবিতেছি। কোন প্রকার দার্শনিক ব্যাখ্যা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তু°—"হেরি কুলবতী, ছাড়ে নিজপতি, তেজি লাজ ভয় মান" (নী—৫৮)।

১৪-১৫। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের "বিশাল বক্ষঃস্থল কুলস্ত্রী-দিগের ধৈর্য্য-নদী রোধ করিতে সুপণ্ডিত, মুখচন্দ্র কুলধর্ম্ম নষ্ট করে, লোচনভঙ্গী কুলস্ত্রীদিগের সমুদায় ধর্ম্ম গ্রাস করে" (বিদগ্ধমাধব, ১৩৯-৪০ পৃঃ)। অথবা—শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব মাধুরী দেখিয়া "যাচিয়া যৌবন দিতে কুলবতী ধায়" (জ্ঞানদাসের পদে, বৈ-প-ল, ২০৫ পৃঃ)।

---

[৭০৯]

সুহই

চাহে চারি পাশে কুরঙ্গ-নয়ানে
দেখিল সুবল সখা।
যেমত তড়িৎ দামিনী চমকে
তৈছন পাইল দেখা॥
সুবল মুদিল সে দুটি নয়ান
চাহিতে নাহিক পারে।
রূপের ছটায় নয়ন বারিল
দেখি অতি মনোহরে॥
দেখিয়া নয়ন ভরিলা তখন
সেই বাজিকর শিশু।
কহিতে লাগিলা বৃকভানু রাজা
গুণীরে ডাকিয়া কিছু॥
"তুমি আসি মোর নন্দিনী জিয়ালে
কি দিব তোমারে দান।
আপন হৃদয়— ভিতরে আনিয়া
যবে দিয়ে তোরে প্রাণ॥"
তবে কহে শিশু— "শুন মহারাজা,
গুণীর একাজ হয়ে।
পর-উপকার বড়ই দুর্লভ
সকল জনেতে কয়ে॥
পর-হিংসা সম নাহিক পাতক
এ তিন ভুবন লোকে।
ধিক রহু তার জীবন অসার
কি আর বলিব তাকে॥
যদি কোন ছলে করে উপকার
যেমত বন্ধুর প্রায়।
ইহ লোক তরে উহ লোক তরে"
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

[৭১০]

কানাড়া

এ বোল শুনিয়া বৃকভানু রাজা
মগন হইলা চিতে।
"তোমারে কি দিয়া আমি সে তুষিব
কি তোবে আছয়ে দিতে॥
পরাণ কাড়িয়া দিই তোমা হাতে
তবু সে শোধন নয়।
কোন্ বস্তু দিয়া তোমা সুখী করি
হেন মোর মনে হয়॥"
করেতে ধরিয়া বাহির হইলা
সেই শিশু লই সঙ্গে।
নানা রত্ন আদি কনকের মালা
দিল হরষিত রঙ্গে॥
মণি-মাণিকের মালা অতি শোভা
দিল সে এ পঞ্চজনে।
মকর-কুণ্ডল দোহারিয়া দিল
অতি আনন্দিত মনে॥
সোনার পদক অতি মনোহর
তাহে তাড়বালা শোভে।
বিচিত্র বসন সোনায় জড়িত
দিল মহারাজ তবে॥
বহুত কাঞ্চন রজত পূরিয়া
যুতে যুতে দিল যত।
হরষ বদনে তুষি পঞ্চজনে
আদর করিল কত॥
চণ্ডীদাস তাই দেখে দাঁড়াইয়া
বৃকভানু ধরি করে।
আদর করিয়া ভক্ষোর সামগ্রী
কত আনি দিল তারে॥

---

[৭১১]

শ্রীনট

কহে পঞ্চজন— "শুনহ রাজন,
এক নিবেদন আছে।
তোমার নন্দিনী সঙ্গে একজন
নিরবধি থাকে কাছে॥
দেবের নিঘাত হৈয়াছিল অঙ্গে
এবে জানি কোন দোষ।
যমুনাতে স্নান করাহ যতনে
ঘুচুক দেবের রোষ॥
এক তীর্থ হয় পতিত-পাবনী
করিলে তাহাতে স্নান।
সব দোষ ঘুচে তবে অন্ন রুচে
ইহাতে নাহিক আন॥"
তবে সহচরী এক সঙ্গে দিল
যমুনা-সিনান লাগি।
চলে সহচরী রসের নাগরী
রসময় ধনা আগি॥
চলিতে গমন মন্থর সুচারু
ভুবন করেছে আলা।
সেই পঞ্চশিশু বৃন্দাবন-বনে
আগে সে চলিয়া গেলা॥
যথা নটবর নাগর শেখর
চতুরের চূড়ামণি।
সেইখানে গিয়া বলিল, দেখিয়া
রহিল সুবল জানি॥
চণ্ডীদাস বলে— শুন হে সুবল,
গমন করিল রাই।
সহচরী সনে যমুনা-সিনানে
দেখিল পথেতে চাই॥

টীকা

পঙ্—৩-৪। কোন অদৃশ্য দেবতা সর্ব্বদা তোমার কন্যার সঙ্গে রহিয়াছে।

৫। নির্ঘাত—আঘাত, আক্রমণ, প্রকোপ।

৬। এখনও বোধ হয় কোন দোষ রহিয়াছে।

৯। যমুনাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

---

[৭১২]

বরাড়ী

যমুনা নিকট যথা বংশীবট
অতি সে সুন্দর থল।
নানা পক্ষিগণ তরুগণ তাতে
ধরে নানা ফুল ফল॥
নানা পুষ্প ফুটে পরিমল উঠে
কেতকি চামেলি কুন্দ।
নাগেশ্বর আদি নানা সে কুসুম
চাঁপা পারুলির গন্ধ॥
গুলাল দুলাল ঝাঁটি গজকুন্দ
কিংশুক আমলা কত।
কদম্ব দোসারি শোভা অতি বড়
লাখে লাখে ফুল যত॥
হংস হংসিনী চক্রবাক অতি
চকোর চকোরী ডাকে।
কতেক চামরী ভ্রমরা ভ্রমরী
গুঞ্জরিছে লাখে লাখে॥
তরুলতা আর লবঙ্গ লতায়ে
বেষ্টিত মাধবী-তরু।
সেইখানে নব নাগর কালিয়া
মোহন মুরতি ধরু॥
সেহেন মূরতি জলধর অতি
হেলিয়া মাধবী-তলা।
চূড়ার টালনি বঙ্কিম চাহনি
ভুবন করেছে আলা॥
বিনোদিয়া চূড়া মালতিয়া বেড়া
ময়ূর-শিখণ্ড উড়ে।
ভালে সে চন্দন চাঁদ বিরাজিত
কে হেন বাঁধিল চূড়ে॥
নাসিকার আগে মাণিকের চুলি
গজমতি তাহে দোলে।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম ভঙ্গিমা হইয়া
দাঁড়ায়ে মাধবীতলে॥
গলে বনমালা কিবা করে আলা
দোলই হিয়ার মাঝে।
অলিকুল মত্ত লাখে লাখে কত
সতত তাহে বিরাজে॥
পীত পরিধান বিনোদ বন্ধান
চরণে নূপুর বায়।
পঞ্চধ্বনি শুনি মগন মেদিনী
মধুর মুরলী গায়॥
চণ্ডীদাস কহে অনুপ অপার
সুখের নাহিক ওর।
এবে সে এ বেশে যুবতী ভুলিল
মরমে হইল ভোর॥

টীকা

পঙ্—১। বংশীবট নামক সুবৃহৎ বটবৃক্ষ-চিহ্নিত স্থান (গোবিন্দলীলামৃত, ২১।২৬)। গোবিন্দলীলামৃতের ২১শ সর্গে এই স্থানের বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে।

এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ২০৫-৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

---

[৭১৩]

সিন্ধুড়া

পথের মাঝেতে আছেন সুবল
হেনই সময়ে রাই।
সহচরী সনে ত্বরিতে মিলিল
যমুনা-সিনানে যাই॥
কহেন সুবল— "অপরূপ আগে
স্থল জল সেই দিকে।
যে রূপ ছায়াতে দেখিয়ে মূর্চ্ছিত
সহজ মুরতি আগে॥
এ পথে গমন না কর বিলম্ব
আগে দেখ নটরায়।"
হংস-গমনী রাজার নন্দিনী
প্রবেশ করল তায়॥
সহচরী রহে পথের মাঝারে
সুবল সঙ্গেতে তথা।
দেখিয়া নাগর নাগরীর মুখ
মূরছিত ভেল তথা॥
অবশ পরশ নয়ান নয়ান
হেরিয়া নাগরী পানে।
নাগরী নাগরে হৃদয়ের পরে
বাঁধিল সে দুই জনে॥
কেবল দরশ হইল হরস
নয়ানে নয়ানে খেলা।
বচনে মিলিন হইল যতন
হৃদয় ভিতরে মেলা॥
বৃকভানুসুতা চরণ হইতে
নিরীক্ষণ করে চূড়া।
মনের মানসে আপনার চিতে
হৃদয়ে বাঁধল গাঢ়া॥

মনে মনে বন- ফুল তুলি রাধে
পূজল চরণ দুই।
নহিল পরশ কেবল দরশ
মানস ভিতরে থুই॥
সূর্য্য-পূজাছলে আনি মিলাইব
তবে সে পরশ হব।
ললিতা বিশাখা সব সখী সঙ্গে
আনিয়া মিলায়া দিব॥
এ কথা অনেক বিচার করিতে
রসের চাতুর্য্য বড়ি।
সুগড় হইলে এ সব জানিলে
বুঝিব চাতুরী তারি॥
চণ্ডীদাস বলে এ সব জানিলে
চাতুরী রসের সার।
রসিক হইলে জানিতে পারয়ে
কিবা সে কি রসধার॥

টীকা

পং—৬। স্থল জল—থই জল, "জানুদঘ্নজল" অর্থাৎ জানুপরিমিত জল (গোবিন্দলীলামৃত, ২১।২৭)।

৭। যাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তুমি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলে তিনি ঐদিকে রহিয়াছেন।

১৭-২০। স্পর্শ হইল না, কিন্তু চক্ষে দেখিয়া উভয়ে উভয়কে উপভোগ করিলেন।

২১-২২। কেবল দর্শন হইল, স্পর্শন হইল না। এই স্থানে ঐরূপ মিলন হইলে পূর্ব্বরাগের পালা শেষ হইয়া যায় বলিয়া কবি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। (প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য)।

৩৩-৩৬। সূর্য্য-পূজা ছলে আনিয়া উভয়ের মিলন সংঘটন করাইবেন, কবি এই কথা বলিতেছেন। ইহা পরবর্ত্তী পালার সূত্ররূপে বলা হইয়াছে। (প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

[৭১৪]

ধানশী[১]

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া
ঘরে আইল বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া[২] কাঁদিয়া[২]
ধেয়ায় শ্যামরূপখানি ॥

বাম[৩] করোপর রাখিয়া[৪] কপোল[৪]
মহাযোগিনার পারা।
ও দুটি নয়ানে বহিছে সঘনে
শ্রাবণ মেঘেরি[৫] ধারা ॥

হেন কালে তথা আইল ললিতা
রাই দেখিবার[৬] তরে।
সে দশা দেখিয়া বেথিত হইয়া
তুলি[৭] বসাইল কোরে[৭] ॥

নিজ বাস দিয়া মুখানি[৮] মুছায়া[৮]
কহিছে[৯] মধুর বাণী।
"আজু কেন ধনি হয়েছ এমনি
কি[১০] হেতু কহনা[১০] শুনি ॥

সব[১১]দিন[১১]সুখে হাসি বিনে[১২] মুখে
কখন[১৩] না দেখি[১৩] আন।
আজু[১৪] কেন বল কাঁদিয়া ব্যাকুল
কেমন করিছে প্রাণ ॥

চাঁচর চিকুর কিছু না সম্বর
কেনে হৈলে অগেয়ান[১৪]।"
চণ্ডীদাস কহে বেজেঁছে হৃদয়ে[১৫]
শ্যামের[১৬] পিরীতি-বাণ ॥

নী—৪৫ ; নচ—১৪০ পৃঃ ; বিপু, ২৮৯।

১ বাদ, ২৮৯ ২-২ কান্দি ২, ঐ।
৩ নিজ, নী। ৪-৪ ধরিয়া কপাল, ২৮৯।
৫ মেঘের, ২৮৯। ৬ ভেটিবার, ঐ।
৭-৭ তুলিলা লইয়া করে, নী।
৮-৮ মুছিয়া পুছয়ে, ঐ।
৯ মধুর, ঐ।
১০-১০ কহবা কি লাগি, ঐ।
১১-১১ আজনম, ঐ। ১২ বিধু, ঐ।
১৩-১৩ কভু না হেরিয়ে, ঐ।
১৪-১৪ বাদ, ২৮৯।
১৫ মরমে, ঐ। ১৬ কানুর, ঐ।

টীকা

রাধা যমুনায় স্নান করিতে যাইয়া কৃষ্ণকে দেখিয়া আসিয়াছেন, তখন তাঁহার যে অবস্থা হইয়াছে তাহা এই পদে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী আখ্যায়িকার সহিত ইহার সামঞ্জস্য রহিয়াছে বলিয়া পদটি প্রথমেই স্থাপিত হইল।

পঙ্‌—৫-৬। দুষ্মন্তের চিন্তায় নিমগ্না শকুন্তলার চিত্রের অনুরূপ। তু°—"বামহস্তের উপর বদন ন্যস্ত করিয়া চিত্রার্পিতার ন্যায় শকুন্তলা ভর্ত্তৃচিন্তায় নিমগ্না রহিয়াছে" (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ৪র্থ অঙ্ক)।

৭-৮। তু°—রাধার প্রতি বিশাখার উক্তি—"তোমার নয়নযুগল হইতে অশ্রুবিন্দু সকল পতিত হইয়া ভূমিকে পঙ্কিল করিতেছে।" (বিদগ্ধমাধব, ৬৯ পৃঃ)।

১৫-১৬। ললিতা বিশাখা সখীর উল্লেখ পূর্ব্ববর্ত্তী ৭১৩ সং পদে রহিয়াছে। বিদগ্ধমাধব নাটকেও রাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণনায় ললিতা আসিয়া রাধাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"সখি, তোমার অঙ্গ বিবশ কেন?" (ঐ, ৬৬ পৃঃ)।

দ্রষ্টব্য :—নচ'র পাঠান্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানা পুথি হইতে জ্ঞানদাসের ভণিতাসহ এই পদের অনুরূপ একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

৭১৭]

ধানশী

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার[১]
তিলে[২] তিলে[২] আসি[৩] যাও[৪]।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চাও[৫] ॥
রাই[৬], এমন কেনে বা হৈলে[৭]।
গুরু দুরুজনে ভয়[৮] নাহি মনে[৮]
কোথা বা কি দেবে পাইলে ॥
সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল
সংবরণ নাহি কর[৯]।
বসি থাকি থাকি উঠ[১০]যে[১০] চমকি
ভূষণ[১১] খসাঞা[১২] পর[১৩] ॥
রাজার ঝিয়ারী[১৪] বয়সে কিশোরী
তাহে কুলবধূ[১৫] বালা।
কিবা অভিলাষে বাঢ়ায়্যে লালসে
বুঝিতে[১৬] নারি এ ছলা[১৬] ॥
তোমার চরিত অতি বিপরীত
হাত বাড়াইলা চাঁদে।
চণ্ডীদাস ভণে করি অনুমানে[১৭]
ঠেকিলে কালিয়া[১৮] ফাঁদে ॥

নী-৪৬; নচ-৪৭ পৃঃ; তরু, ২৯; বিপু, ২৯২, ২৯৭ ইত্যাদি।

১ দশবার, ২৯২
২-২ নিত্য নিত্য, ২৯৭
৩ আস্য, ২৯৭; আসে, নী
৪ যায়, তরু, নী
৫ চায়, ঐ
৬ সই, ২৯৭
৭ হৈল, তরু, ২৯২; হইল, নী
৮-৮ ভয় না মানিল, নী; নাহি মন, তরু; না মানিলে, ২৯৭।
৯ করে, তরু, নী, ২৯২
১০-১০ উঠসি, নচ ১১ বসন, ২৯৭
১২ খসাইঞা, ঐ। ১৩ পরে, তরু, নী।
১৪ কুমারী, তরু। ১৫ কুলবতী, নী।
১৬-১৬ না বুঝি তাহার, তরু।
১৭ অনুনয়, নী। ১৮ বন্ধুর, ২৯৭; কালার, ২৯২

পদটি নী, নচ এবং তরুতে বিভিন্ন পাঠান্তরের সহিত উদ্ধৃত রহিয়াছে।

টীকা

দ্রষ্টব্য:—এই পদটির প্রথম অংশ উজ্জ্বলনীলমণির নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি অবলম্বনে রচিত হইয়াছে, শেষের অংশেও বিদগ্ধমাধব নাটকে বর্ণিত পৌর্ণমাসী প্রভৃতির উক্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ নচ গ্রন্থের ৫০ পৃষ্ঠায় যে পাঠান্তর উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে আছে—"রাধা বিনোদিনী, নবানুরাগিনী, শ্যাম-প্রেম জাগে যারে। তা দেখি সখিনী, আকুল হইঞা, কহে পূর্ণমাসী তারে॥" ইহাতেও স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বিদগ্ধমাধব নাটক হইতে কবি ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা নামক টীকাতেও আছে—"ললিতা শ্রীরাধামাহ।" তরুতেও "রাধার প্রতি সখীর উক্তি" রূপে এই পদের পাঠান্তর উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব রাধাকেই বলা হইতেছে, এইভাবেই পদের পাঠ গৃহীত হইল। ইহাতে পূর্ব্বরাগে ঔৎসুক্য, চপলতা, ঘূর্ণা প্রভৃতি লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।

পঙ্-১-৪। তু—"ত্বমুদবসিতান্নিষ্ক্রামন্তী পুনঃ প্রবিশন্ত্যসৌ ঝটিতি ঘটিকামধ্যে বারাঙ্শতং ব্রজসীমনি।" ইত্যাদি।

(উজ্জ্বলনীলমণি, ৮৪৬ পৃঃ)

অর্থাৎ—"তুমি কেন ঘটিকার মধ্যে শতবার গৃহ হইতে নির্গত হইয়া ব্রজসীমায় গমন করতঃ তথা হইতে পুনরাগমন করিতেছ, কেনই বা গুরুতর ত্রাসহেতু নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কদম্বকাননের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ?"

(ঐ)।

৫। তু°—"অকারণে তোমার অঙ্গ বিবশ কেন?"
(বিদগ্ধমাধব, ৬৬ পৃঃ)

৬-৭। "স্বামী মোর দুরুবার, গোআল বিশাল, প্রতিবোল ননন্দ বাছে" (কৃঃ কীঃ, ৩৪৪ পৃঃ)। এইরূপ দুর্ব্বার স্বামী, এবং ননন্দাদি দুর্জ্জনদিগকেও তুমি ভয় করিতেছ না, তুমি কি কোন দেবতা প্রাপ্ত হইয়াছ? তু°—"যাঁহার পদ লক্ষ্মী সেবা করেন, তুমি কি সেই অসুলভ বস্তুতে অভিলাষ করিতেছ?" (বিদগ্ধমাধব, ১৭৮ পৃঃ)।

অথবা—"রাধার চিত্ত ভূমিতে কোন্ নবীন গ্রহ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও জানিতে পারিতেছি না।"
(ঐ, ৯৬-৭ পৃঃ)।

৮-১১। পদকল্পতরুর ২৪ পৃষ্ঠায় যে পাঠান্তর উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে এই চারি পঙ্‌ক্তি নাই। মূলরচনায় ইহা ছিল কি না সন্দেহজনক।

সদাই চঞ্চল—বারবার ঘরের বাহিরে যাতায়াত করিতেছেন বলিয়া।

১২-১৫। তুমি রাজার ঝিয়ারী—"বিশুদ্ধ কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ" (বিদগ্ধমাধব, ১০২ পৃঃ), এবং বয়সে কিশোরী, যেহেতু "এযাবৎ তোমার মতি রসিকতা সমূহে পটীয়সী হয় নাই, শরীরে বাল্যচাঞ্চল্যই রহিয়াছে, তথাপি তুমি মনে ক্ষোভ বিস্তার করিতেছ কেন?"
(ঐ, ৯৩ পৃঃ)।

১৬-১৭। তু°—"তুমি গগনচর চন্দ্রকে দুই হস্তে গ্রহণ করিতে কুতকিনী হইও না" (ঐ, ১৭৯ পৃঃ)।

১৯। তু°—"এই কোমলাঙ্গী কুরঙ্গী প্রথমে জালে নিপতিত হইলেন" (ঐ, ৬৫ পৃঃ)।

---

[৭১৬]

: সিন্ধুড়া

আগো[১], রাধার কি হৈল[২] অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে[৩] একলে
না শুনে কাহারো[৪] কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান-তারা॥
বিরক্তি[৫] আচরে[৬] রাঙ্গা বাস পরে
মহা[৭] যোগিনীর[৭] পারা॥
আউলাইয়া[৮] বেণী খুলয়ে[৯] গাঁথনি
দেখয়ে আপন[১০] চুলি।
হসিত[১১] বদনে[১২] চাহে মেঘপানে[১৩]
কি কহে[১৪] দুহাত তুলি॥
এক দিঠে[১৫] করি ময়ূর-ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাসে কয় নব পরিচয়
কালিয়া বন্ধুর সনে॥

নী ৪৭; নচ-৫০ পৃঃ; তরু, ৩০; বিপু, ২৯২, ২৯৭ ইত্যাদি।

১ কেবল নী-তে আছে। ২ হলো, নী। ৩ থাকই, ঐ। ৪ কাহার, ঐ। ৫ বিরতি, তরু, নী, ২৯২। ৬ আহারে, ঐ। ৭-৭ যেমত যোগিনী, তরু; যেন°, নী। ৮ এলাইয়া, নী। ৯ ফুলয়ে, তরু। ১০ খসাঞা, ঐ। ১১ সুহাস, ২৯৭। ১২ বয়ানে, নী। ১৩ চন্দ্র°, ২৯৭; নচ ১৪ চাহে, ২৯২, ২৯৭। ১৫ দিঠি, ২৯৭।

পদটি বিবিধ পাঠান্তরের সহিত তরু ও নচ'তে উদ্ধৃত রহিয়াছে।

দ্রষ্টব্য :—পদটি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, কোন সখী কাহারও নিকটে রাধার অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। দীন চণ্ডীদাসের রচনার ধারা অনুসরণ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এইরূপ পদ তাঁহা দ্বারা রচিত হইলে ইহার পূর্ব্বে সখীদের কথোপকথনমূলক কোন ঘটনা তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সংগ্রহকারগণের কৃপায় পদটি পূর্ব্বাপর সম্বন্ধবিহীন অবস্থায় আমাদের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে। অতএব পালা হইতে বিচ্ছিন্ন পদটির রচয়িতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারেনা। বিশেষতঃ বিদগ্ধমাধবাদি গ্রন্থের ভাব-সাদৃশ্য যে পদটিতে রহিয়াছে তাহাও পাদটীকায় প্রদর্শিত হইল। এই অনুকরণ অপরের পক্ষেও দুঃসাধ্য নহে, কিন্তু পদটি চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া এখানে সন্নিবিষ্ট হইল।

টীকা

পং—১-৭। উজ্জ্বলনীলমণিতে পদ্যাবলীর নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত রহিয়াছে :—

আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা
নাসাগ্রে নয়নং যদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ।
মৌনঞ্চেদমিদঞ্চ শূন্যমখিলং যদ্বিশ্বমাভাতি তে
তদ্ব্রূয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিম্বা বিয়োগিন্যসি॥
(ঐ, ৬২১ পৃঃ ; তুঃ—পদ্যাবলী, ২৩৯ শ্লোঃ)।

অর্থাৎ—পূর্ব্বরাগবতী শ্রীরাধাকে বিশাখা বলিতেছেন—"রাধে, তোমার আহারে বিরতি হইল কেন? সমস্ত বিষয়েই তোমাকে নিবৃত্ত দেখিতেছি! তোমার নাসাগ্রে নয়ন, মনের একতান, মৌনাবলম্বন প্রভৃতিতে তোমার নিকট এই বিশ্ব শূন্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে ; অতএব সখি! তুমি যোগিনী কি বিয়োগিনী তাহা সত্য করিয়া বল।" নচ'তে বলা হইয়াছে—"পদটি এই শ্লোকেরই আধারের উপর রচিত বলিয়া মনে হয়।" পদের প্রথমাংশে এই শ্লোকের প্রভাব লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু অন্যত্রও ইহার ভাবসাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা—

৬-৭। তুঃ—"তদবধি চিরচিন্তাচক্রশক্তা বিরক্তিং
মম মতিরুপভোগে যোগিনীব প্রযাতি॥
(বিদগ্ধমাধব, ১০৭ পৃঃ)।

অর্থাৎ—"আমার মতি চিরকালের নিমিত্ত চিন্তাচক্রে আসক্ত হইয়া যোগিনীর ন্যায় উপভোগ বিষয়ে বিরক্তি লাভ করিয়াছে।"

রাঙ্গা বাস পরে—রাধার বসনের বর্ণ নীল, কিন্তু যোগিনীর অনুকরণে, অথবা অনুরাগব্যঞ্জক বলিয়া এখানে রাঙ্গা বাসের উল্লেখ রহিয়াছে।

৮-৯। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণসাদৃশ্যের জন্য।

১০-১১। তুঃ—"যদি দৈবাৎ অসিতবর্ণ নবজলধর দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উৎকণ্ঠিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ আলিঙ্গন নিমিত্ত পক্ষদ্বয় ইচ্ছা করেন।" (বিদগ্ধমাধব, ১৯১ পৃঃ)।

১২-১৫। তুঃ—"শ্রীরাধা অগ্রে ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া সহসা উৎকম্প অবলম্বন করে। ইহা মুকুন্দের নবানুরাগ সমূহেরই ঔদ্ধত্য (ঐ ৯৬-৯৭ পৃঃ)।

---

[৭১৭]

গান্ধার[১]

সই[২], কি[৩] আজু[৪] দেখিলুঁ[৫] রঙ্গ।
আজু[৬] গিয়াছিলুঁ[৬] যমুনা-সিনানে[৬]
দুই চারি সখী[৭]-সঙ্গ॥
একে[৮] কাল[৮] দেহ,— বসন ভূষণ—
চূড়াটি টালিয়া[৯] বামে।
হিরণ্য[১০] জম্বুজ[১০] তাহে[১১] আরোপিত
বেড়িয়া কুসুম-দামে[১১]॥
তার মাঝে[১২] দিয়া[১৩] ময়ূরের পাখা
হেলিছে দুলিছে বায়।
যেমন[১৪] রবির সুতার তরঙ্গ
লহরী তেমতি প্রায়[১৪]॥

ভালে[১৫] শশধর মলয়[১৬] চন্দন
তার মাঝে গোরোচনা।
তাহার সৌরভ[১৭] পেয়ে[১৮] অলিকুল[১৯]
করে[২০] আসি[২০] আনাগোনা॥
নাসা খগ জিনি কিবা[২১] কির গণি[২১]
এ[২২] দুটি[২২] লখিলে নয়।
আকর্ণ[২৩] পূরিত এ[২৪] দুটি লোচন[২৪]
চঞ্চল[২৫] শোভিত[২৬] হয়[২৭]॥
কটাক্ষ মিশালে হাসির হিল্লোলে
অমিয়া বরিখে[২৮] রাশি।
দেখিয়া সে রূপ হেন মনে করি
সদা থাকি দিবা[২৯] নিশি[২৯]॥[৩০]
গলে[৩১] বনমালা[৩১] কিবা[৩২] করে আলা[৩২]
যমুনা দুকূল ভরি।
পীতবাস অতি কাঞ্চন[৩৩] মূরতি
করেতে মুরলী ধরি॥
এত দিন বসি গোকুল-নগরে
না দেখি না শুনি কাণে।
এমন মূরতি গড়ে কোন বিধি
দীন[৩৪] চণ্ডীদাসে[৩৪] ভণে॥

নী-৫৬; বিপ্র, ২৮৯, ২৯৫, ২৯৭, ৩৪০, ২৩৯৪, ৩৮১২ ইত্যাদি।

১ রাগ সারদ, ২৯৫; বাদ, ২৮৯, ২৯৭, ২৩৯৪, ৩৪০, ৩৮১২।

২ সখি, ২৮৯, ২৯৭; মাই, ৩৮১২; বাদ, ৩৪০।

৩-৩ আজু কি, ২৮৯; কি আর, ২৯৭।

৪ দেখিল, নী; দেখিনু, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪; পেখিলু, ৩৮১২।

৫-৫ °গিয়াছিলাম, ২৮৯; °গিয়াছিনু, ২৯৫, ২৩৯৪।

৬-৬ যমুনার কুলে, নী। এই পঙ্‌ক্তিটী ২৯৭ পুথিতে এইভাবে আছে—"জমুনা সিনানে, গিআছিলাম আমি।"

৭ জন, নী।

৮-৮ এক কালা, নী; °কালা, ৩৮১২।

৯ বেন্দাছে, ২৮৯; টালনি, ২৯৭; টালিএ, ২৩৯৪।

১০-১০ হেরম্ব অনুজ, নী, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪; হেরমু অনুজ, ২৯৭; হেরম্ব জনুজ, ৩৪০; হিরণ্যজনুতা (জ?) র, ৩৮১২।

১১-১১ বাদ, ৩৮১২। ১২ মাঝ, নী।

১৩ বাদ, ৩৮১২।

১৪-১৪ জেন রবিসুতা তরঙ্গ লহরী তেমতি দেখিয়ে প্রায়, ৩৮১২।

১৫ তাহে, নী, ২৯৫, ২৯৭, ২৩৯৪; তাতে, ৩৮১২; তাথে, ৩৪০।

১৬ মলয়া, ২৯৭।

১৭ সৌরভে, ২৮৯।

১৮ পেয়া, ২৮৯; পায়্যা, ২৯৫, ৩৮১২; পাইআ, ২৯৭; পায়্যা, ২৩৯৪।

১৯ অলিগণ, ২৮৯; অলিরাজ, ২৯৭।

২০-২০ কত করে, ২৮৯, ৩৮১২, ৩৪০; তাহে করে, ২৯৫, ২৩৯৪;

২১-২১ বাদ, নী; °করিগনি, ২৮৯; °কিরগুনি, ২৯৭।

২২-২২ এই দুই, নী, ২৯৭; দুই, ২৮৯, ৩৮১২; ও দুই, ৩৪০।

২৩ শ্রীকণ্ঠ, ২৯৭।

২৪-২৪ সে দুই নআন, ২৮৯; সে°, নী, ২৯৫, ২৩৯৪; এই দুই°, ৩৮১২; ওদুটি°, ৩৪০।

২৫ চঞ্চলে, নী।

২৬ সভিত, ২৮৯, ২৩৯৪।

২৭ তায়, নী।

২৮ বরিসে, ২৮৯।

২৯-২৯ নিশি দিশি, নী, ৩৪০।

৩০ এই চারি পঙ্‌ক্তি ২৯৭ পুথিতে নাই।

৩১-৩১ গলার মালা, ৩৪০।

৩২-৩২ করিছে আলা, ঐ।

৩৩ মোহন, ৩৮১২।

৩৪-৩৪ দ্বিজ চণ্ডীদাস, নী, ২৯৭; দ্বিজ°, ৩৮১২।

দ্রষ্টব্য :—পূর্ব্ববর্ত্তী ৭১১ সংখ্যক পদে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাধা মাত্র একজন সখী সঙ্গে করিয়া যমুনা-স্নানে গিয়াছিলেন, কিন্তু এই পদে "দুইচারি" সখীর উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতে মূল আখ্যায়িকার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না, অথচ পদটি রাধার স্নানের প্রসঙ্গ লইয়াই রচিত হইয়াছে, এবং চণ্ডীদাসের মূল রচনার ভাব ও বর্ণনা ইহাতে অনুকৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় এইজন্য পদটি সন্দেহজনক ও পরবর্ত্তী রচনা বলিয়াই বোধ হয়। রাধা অন্য কোন সখীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতেছেন, এইভাবে পদটি রচিত হইয়াছে। দীন চণ্ডীদাসের রচনায় এইরূপ কোন আখ্যায়িকা আমরা ইহার পূর্ব্বে পাই নাই। তাহার অভাবে বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় এই পদটিকে স্বস্থানে আরোপিত করা সম্ভবপর নহে।

পঙ্-৪। এখানে শ্যামের একটা মোটামুটি রূপবর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।—তাঁহার দেহ কাল, এবং বসনভূষণে সজ্জিত। "একে কাল দেহ", এবং "বসনভূষণ", এই উভয়ই ন্যূনপদ বাক্য, পদবিন্যাসে দ্রুত রূপবর্ণনার প্রয়াস সূচিত করে। কিন্তু ৫ম পঙ্ক্তিতে চূড়ার প্রসঙ্গে উপস্থিত হইয়াই কবি রাধাকে অপেক্ষাকৃত সংযতভাবে রূপবর্ণনায় প্রবৃত্ত করিয়াছেন। হঠাৎ কোন দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইলে পর, তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইবার কালে, প্রথমতঃ যেরূপ গোলমাল হইয়া যায়, চতুর্থ পঙ্ক্তিতে ঠিক সেই ভাবটি পরিস্ফুট হইয়াছে। কাল—অর্থাৎ নবজলধর-বর্ণ।

৬-৭। নী'তে আছে "হেরম্ব অনুজ"। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৯৭ সং পদেও "হেরম্ব অনুজ তলে আরোপিত" রহিয়াছে (নী-২৯ সং পদ দ্রষ্টব্য)। ইহা সহজবোধ্য নহে। কিন্তু পাঠান্তরে "হিরণ্যজম্বুজ" পাওয়া যাইতেছে। হিরণ্য (স্বর্ণ) হইতে জম্বু (উৎপত্তি) যাহার (অর্থাৎ সোনার গুটিকা)—হিরণ্যজম্বু। এই প্রকার গুটিকা গ্রথিত করিয়া জাত (প্রস্তুত) মালা বিশেষকে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯৪ সং পদে (নী-৫২৭ সং পদ) শ্রীকৃষ্ণের চূড়ার বর্ণনায় আছে—"সোনার দুথরি, মালা দিয়া ফেরি, মাণিক খোপনি সাজে।" অতএব শ্রীকৃষ্ণের চূড়াতে যে দুই স্তর সোনার মালা ছিল, এই বর্ণনা চণ্ডীদাসের অন্যান্য পদেও পাওয়া যাইতেছে। আবার হেরম্ব অনুজ অর্থে কার্ত্তিকেয়, এবং লক্ষণায় ময়ূরপুচ্ছের কল্পনাও এই স্থানে করা যায় না, কারণ পরবর্ত্তী ৮ম পঙ্ক্তিতেই ময়ূরপুচ্ছের কথা রহিয়াছে। অতএব হিরণ্যজম্বুজ পাঠই গৃহীত হইল।

১০-১১। রবিসূতা যমুনার তরঙ্গের ন্যায় ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে।

১২-১৩। তু°—"কপালে মলয় চন্দন তিলক, তাহে গোরোচনা ফোঁটা" (প্রথম খণ্ড, ১৯৪ সং পদ)।

১৬। নাসিকা গরুড় অথবা টীয়াপাখীর চঞ্চুর ন্যায়। তু°—"নাসা সে সুন্দর, জেমত কিরের চঞ্চু" (১৬ সং পদ)।

---

[৭১৮]

কামোদ[১]

বরণ দেখিলু[২] শ্যাম জিনিয়াত[৩] কোটী কাম
বদন জিতল কোটী শশী।
ভাঙ ধনু-ভঙ্গী-ঠাম নয়ান-কোণে পূরে বাণ
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি ॥

সই, এমন সুন্দর বরকান।

হেরিয়া[৪] সে মুরতি সতী ছাড়ে নিজ পতি
তেয়াগিয়া[৫] লাজ ভয় মান ॥ধ্রু°॥

এ বড় কারিগরে[৭] কুঁদিলে[৮] তাহারে
প্রতি অঙ্গে[৯] মদনের শরে।
যুবতী-ধরম ধৈর্য্য-ভুজঙ্গম
দলন[১০] করিবার তরে ॥

অতি সুশোভিত বক্ষ বিস্তারিত
দেখিলু[১১] দর্পণাকার।
তাহার উপরে[১২] মালা বিরাজিত[১৩]
কি দিব উপমা তার ॥

নাভির উপরে লোম[১৪]-লতাবলী
সাপিনী আকার শোভা।
উরুর[১৫] বলনি রাম[১৬] কদলী[১৬]
তমাল[১৭] জিনিয়া[১৭] আভা॥
চরণ-নখরে[১৮] বিধু বিরাজিত[১৮]
মণির[১৯] মঞ্জীর[১৯] তায়।
চণ্ডীদাসের[২০] হিয়া সেরূপ দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া ধায়॥

নী—৫৯ ; তরু, ১৫৩ ; বিপু—৩৩৪৮

[১] বাদ, ৩৩৪৮
[২] দেখিনু, নী ; দেখিল, ৩৩৪৮
[৩] জিনিয়া জে, ৩৩৪৮ [৪] হেরি, নী
[৫] তেজিয়া, ৩৩৪৮ [৬] বাদ, নী, ৩৩৪৮
[৭] কারিকরে, নী [৮] কুন্দিলে, তরু
[৯] অঙ্গ, ৩৩৪৮ [১০] দমন, নী, তরু
[১১] দেখিনু, নী, ৩৩৪৮ [১২] উপর, ৩৩৪৮
[১৩] মনোহর, ঐ [১৪] রোম, ঐ
[১৫] ভুরুর, নী
[১৬-১৬] কামধনু জিনি, নী ; [১৬]কদলিনী, ৩৩৪৮
[১৭-১৭] ইন্দ্র ধনুকের, নী
[১৮-১৮] নখ কোণ, জাবক রঞ্জিত যেন, ৩৩৪৮
[১৯-১৯] মণিময় নুপুর, ঐ
[২০] চণ্ডীদাস, নী

টীকা

দ্রষ্টব্য :—শ্রীরাধা কোন সখীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতেছেন, এইভাবে পদটি রচিত হইয়াছে। পদটি দীন চণ্ডীদাসের রচিত হইলে ইহার পূর্ব্বে এইরূপ কোন আখ্যায়িকা নিশ্চয়ই সন্নিবিষ্ট ছিল। সেই আখ্যায়িকা হইতে সংগৃহীত বর্ণনাত্মক এই পদটি সংগ্রহ-গ্রন্থের সাহায্যে প্রচারিত হইয়া থাকিবে, অথবা রাধার পূর্ব্বরাগের এইরূপ পদ বিদগ্ধমাধবাদি গ্রন্থের প্রভাবাধীনেও রচিত হইতে পারে।

পঙ্—১। কোটী কাম—তু°—"কন্দর্পকোটিললিতং বপুরাদধানঃ" (পদ্যাবলী, ৯১ পৃঃ)।

২। তু°—"পূর্ণিমাতিথির চন্দ্রকে জয় করিয়া ইহার মুখখানি নিজের গর্ব্ব পূর্ণ করিয়াছে" (নৈষধ, ৭।৫৩)।

৩। তু°—"ভ্রূ দুইটি রতিদেবী ও কামদেবের দুইখানি ধনু" (ঐ, ২।২৮)। অন্যত্র—"কামানসদৃশ শোভে ভ্রূহি যুগল (কৃঃ কীঃ, ৬ পৃঃ)।

৫-৭। যেহেতু—"তাঁহার বক্ষঃস্থল কুলস্ত্রীদিগের ধৈর্য্য নদী রোধ করে, মুখচন্দ্র কুলধর্ম্ম সঙ্কোচ করে, বাহু লজ্জা বিনাশ করে, এবং লোচনভঙ্গীরূপ ভুজঙ্গ কুলস্ত্রীদিগের সমুদায় ধর্ম্ম গ্রাস করে" (বিদগ্ধমাধব, ১৩৯-৪০ পৃঃ)।

১০-১১। তু°—"এষ স্থৈর্য্যভুজঙ্গসজ্জদমনাসঙ্গে বিহঙ্গেশ্বরা" (ঐ, ৭১ পৃঃ)। উপমার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

১৬-১৭। তু°—"নাভি-সরোবরে লোম-ভুজঙ্গিনী" (তরু, ২১ সং পদ)।

---

[৭১৯]

কামোদ[১]

যাইতে[২] দেখিলু[৩] শ্যামে কি করিবে[৪] কোটী কামে
ভাঙ[৫]-ভঙ্গিম সুঠাম।
ও[৬]চাঁদ বদনে চাহে যাহা[৭] পানে
সে ছাড়ে কুল অভিমান॥

সই, এমন সুন্দর কান।
হেরি[৮] কুলবতী[৮] ছাড়ে নিজপতি
তেজি[৯] লাজ ভয় মান[১০]। ধ্রু[১১]॥

অতি সুশোভিত[১২] বক্ষঃ বিস্তারিত
দেখি যে[১৩] দর্পণাকার[১৪]।
তাহার উপরে[১৫] মাল[১৫] শোভিয়াছে ভাল
উপজে[১৬] মদন-বিকার[১৬] ॥
নাভির[১৭] উপরে[১৭] জনু তমাল জিনিয়া তনু
দলিত[১৮] অঞ্জন[১৮] জিনি[১৯] আভা।
বড় কারিকর[২০] কুঁদিয়াছে ভাল[২০]
রাম কদলি জিনি[২১] শোভা ॥
চরণ[২২] নখের শোভা যে চান্দের[২২]
মণিময় নূপুর পায়[২৩]।
চণ্ডীদাসের হিয়া ওরূপ[২৪] দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া ধায় ॥

নী—৫৮ ; বিপু—২৯২, ২৯৭

১ বাদ, ২৯২, ২৯৭ ২ সখি জাইতে, ২৯৭
৩ দেখিল, নী, ২৯২ ৪ করে তার, ২৯৭
৫ ভাঙর, ২৯২, ২৯৭ ৬ বাদ, নী ; সে, ২৯৭
৭ জার, ২৯৭ ৮-৮ হেরিআ যুবতি, ঐ
৯ তেজিয়া, ২৯২
১০ সান, ২৯২ ; আন, ২৯৭
১১ বাদ, নী, ২৯৭ ১২ সে শোভিত, নী
১৩ সে, নী ; এ, ২৯৭
১৪ দর্পন আকার, ২৯২ ; দর্পন কোর, ২৯৭
১৫-১৫ তাহাপর মাল, শোভিয়াছে ভাল, ২৯৭ ; উপর, মণিময় হার, ২৯২
১৬-১৬ উপজিছে°, ২৯২ ; ধৈরজ না রহে মোর, ২৯৭
১৭-১৭ নাভিপর, ২৯৭
১৮-১৮ দলিতাঞ্জন, ২৯২ ১৯ বাদ, ২৯৭
২০-২০ কারিগরে, উরে কুন্দিআছে, ২৯৭ ; কারিকর উরে, কুঁদিয়াছে ভালে তারে, ২৯২
২১ বাদ, নী, ২৯৭
২২-২২ চরণ-নখর-কোণে, রঞ্জিত শোভিত মেনে, নী, ২৯৭
২৩ তায়, ২৯২, নী। ২৪ সে, ২৯২, ২৯৭

দ্রষ্টব্য :—এই পদটিকে নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে ৫৮ সংখ্যায় চিহ্নিত করিয়া পৃথক্ পদরূপে স্থাপন করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী পদটিরই প্রকারভেদ মাত্র।

---

[৭২০]

ধানশী[১]

সই গো, কিবা সে শ্যামের ছবি[২]।
কোটী মদন জনু নিন্দিত[৩] শ্যাম[৩] তনু
উদয়[৪] হৈয়াছে শশী রবি[৪] ॥
কিবা[৫] অপরূপ[৫] অমিয়া[৬] স্বরূপ[৬]
নয়ন[৭] জুড়ায় চাঞা[৮]।
হেন[৯] মনে লয়[৯] নহে[১০] কুল ভয়[১০]
কোলে করি গিয়া[১১] ধাঞা[১১] ॥
তরল[১২] মুরলী[১৩] করিল পাগলী
রহিতে না[১৪] দিল[১৪] ঘরে।
সবারে বলিয়া[১৫] বিদায় লইব[১৫]
কি[১৭] মোর[১৭] সোদর[১৮] পরে[১৮] ॥
ধরম করম দূরে তেয়াগিলুঁ[১৯]
মরণে[২০] লাগিল যে।
চণ্ডাদাসে[২১] ভণে[২২] আপন[২৩] পরাণে[২৩]
বুঝিয়া করিবে সে[২৪] ॥

নী—৬০ ; বিপু—২৯২, ২৯৭

১ বাদ, ২৯২, ২৯৭
২-২ শ্যামের বরণছটার কিবা ছবি, নী, (শ্যামের কিরণ°) ২৯২ ; (শ্যামের বদন°) নী (পাঠান্তর)।
৩-৩ জিনিয়া শ্যামের, ২৯২ ; নিন্দিয়া°, নী।

৪-৪ উদইছে যেন রবি শশী, নী; উদয়িছে যেন°, ২৯২।

৫-৫ কিবা সে শ্যামের রূপ, নী, ২৯২ (সেই কিবা°)

৬-৬ সুধাময় রসকূপ, নী; বাদ, ২৯২

৭ নয়ান, ২৯২, ২৯৭

৮ যাহা চেয়ে, নী।

৯-৯ হেন মোর মনে হয়, নী; হেন মনে হয়, ২৯২

১০-১০ যদি লোকভয় নয়, নী; করি লোক ভয় নয়, ২৯২

১১-১১ জাঞা ধাঞা, ২৯২; যেয়ে ধেয়ে, নী।

১২ তরুণ, নী; এমন, ২৯৭

১৩ মুরতি, ২৯৭

১৪-১৪ নারিলুঁ, ২৯২, ২৯৭

১৫ কহিয়া, ২৯২, ২৯৭

১৬ হইয়া, ২৯২; হইব, ২৯৭

১৭-১৭ কি কবে, ২৯২; কি করে, নী।

১৮ দোসর, ২৯২; সহদর, ২৯৭

১৯ তেয়াগিল নী   ২০ মনেতে, ২৯২, ২৯৭

২১ চণ্ডীদাস, নী   ২২ কয়, ২৯৭

২৩-২৩ আপনার মনে, ২৯৭

২৪ জে, ২৯২

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এই পদটিও সখীর প্রতি রাধার উক্তি। এইজাতীয় পদের আখ্যায়িকা সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী পদের পাদটীকায় আলোচনা করা হইয়াছে। পদটির প্রথমভাগে দীর্ঘ ত্রিপদী এবং শেষের অংশে লঘু ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধারণতঃ একই পদ এইরূপ দুই প্রকার ছন্দে রচিত হইতে দেখিলে নানাপ্রকার সন্দেহের উদয় হইয়া থাকে। তারপর পদবর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ইহার প্রথম অংশে রাধা কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহার রূপ বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু ইহার পরেই বংশীধ্বনি শ্রবণের কথা রহিয়াছে। দীন চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগের পালা যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল, এইরূপ কোন আখ্যায়িকা পাওয়া যায় না। অতএব পদটি চণ্ডীদাসের রচিত কি না সে সম্বন্ধে নানা প্রকার সন্দেহের কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পঙ্—৮-১১। তু°—"গুরুজনের গঞ্জনা, অযশ, গৃহস্বামীর কঠিন ব্যবহার, মুরারির মুরলী এ সমস্ত একেবারে বিস্মরণ করাইয়া দিল" (পদ্যাবলী, ১৭৩ শ্লোক)।

---

[৭২১]

কামোদ[১]

"জলদ-বরণ[২] কানু   দলিত-অঞ্জন তনু[৩]
উদয়[৪] হয়াছে[৫] সুধাময়।
নয়ন-চকোর মোর   পিতে[৬] করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ[৭] নাহি সয়[৭] ॥

সই, কি[৮] পেখলু যমুনার কূলে[৯]।
ভালে সে গোকুল[৮] —নাগরী[৯] পাগল[১০]
সকল লোকেতে বলে ॥[১১]॥ ধ্রু

কিবা সে চাহনি   ভুবন-ভুলানী[১২]
দোলনী[১৩] গলার মাল।
মধুর[১৪] ছলে[১৪]   ভ্রমরা বুলে[১৫]
বেড়িয়া তঁহি[১৬] রসাল ॥

দুইটি[১৭] লোচন   মদনের বাণ
চাহিয়া[১৮] পরাণে[১৯] হানে।
পশিয়া মরমে   ঘুচায় ধরমে
পরাণ[২০] সহিতে টানে ॥"

চণ্ডীদাসে কয়   ভুবনে না হয়
এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল   সেই সে ভুলিল
কি[২১] তার কুলবিচার[২১] ॥

নী—৬১ ; বিপু—২৯২, ২৯৭, ৩৩৪৮

১ বাদ, সকল পুথি ২ কিবা সে বরন, ৩৩৪৮

৩ জনু, নী (পাঠা)

৪-৪ উদইছে, নী, ২৯২ ; উগারিছে, ২৯৭

৫ চিত, ৩৩৪৮

৬-৬ লখিল নাহি হয়, ২৯২, ২৯৭, ৩৩৪৮

৭-৭ দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে, নী, ২৯২ ; দেখিলুঁ জাইতে জলে, ২৯৭

৮ গোকুলনারী, নী

৯ হইয়াছে, নী ; হয়্যাছে, ২৯২

১০ পাগলী, নী ১১ বাদ, নী, ২৯৭, ৩৩৪৮

১২ ভুলনী, না, ২৯২ ; মোহনি, ৩৩৪৮

১৩ শোভিত, নী

১৪-১৪ °লোভে, নী ; কিবা মধুলোভে, ২৯২ ; মধুর লোভএ, ২৯৭

১৫ বুলয়ে, ২৯২, ২৯৭ ; ভুলে, ৩৩৪৮

১৬ গাওএ, ৩৩৪৮ ১৭ সে ছুই, ঐ।

১৮ দেখিতে, নী, ২৯২ ১৯ পরাণ, নী।

২০ অন্তর, ২৯৭

২১-২১ কুলে তিলাঞ্জলি তার, ২৯৭ ; কুল জে ছার, ৩৩৪৮

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এই পদটিও সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি, কিন্তু এইরূপ রূপবর্ণনায় নূতনত্ব কিছুই নাই, সর্ব্বত্রই কবিগণের চিরাচরিত রীতিই অনুসৃত হইয়াছে, এবং ইহাতে একই কথার পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

পঙ্‌-১। তু°—"নবজলধর, করে ঢল ঢল, বরণ অঞ্জন সম" (প্রথমখণ্ড, ১৬ সং পদ, ও তাহার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

২। তু —"কোন কোটি চান্দ, উদয় করিল, রসের পশরা হাটে" (ঐ)।

৩-৪। তু°—হেরি শ্যামরূপ, নয়ন ভরিয়া, আঁখির নিমিখ নয়" (ঐ, ১০৫ সং পদ) ইত্যাদি।

---

[৭২২]

কামোদ[১]

সুধা ছানিয়া কেবা ও[২] সুধা ঢেলেছে রে[২]
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন বসাইল[৩] রে
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা॥

থেহা নিঙ্গাড়িয়া কেবা মুখ বনাইল রে[৪]
জবা ছানিয়া[৫] কৈল গণ্ড[৫]।[৬]
বিম্বফল যিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে
ভুজ জিনিয়া করিশুণ্ড॥

কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র মাখিয়া কেবা সারদ্র বনাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর॥

বিস্তারি পাষাণে কেবা রতন বসাইল রে
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দাম কুসুমে কেবা সুষমা করেছে রে
এমতি তনুর দেখি আভা॥

অদলি[৭] উপাড়ি[৭] কেবা কদলি রোপিল রে
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইল রে
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ॥

নী—৬২ ; নচ—৫৮ পৃঃ ; বিপু, ২৯২, ৩৩৪৮, ৫১১২

১ বাদ, ২৯২, ৩৩৪৮

২ °গো, নী, ২৯২ ; সুধা ঢালিয়াছেরে, ৩৩৪৮, ৫১১২

৩ আনিল, নী, ২৯২, ৫১১২ ; বৈশাইয়াছে, ৩৩৪৮

৪-৪ মু'খানি বনা'ল রে, নী

৫-৫ নিঙ্গড়িয়া°, নী ; ছানি গড়ল অধর, ৩৩৪৮

৬ পরবর্ত্তী অংশ নিম্নলিখিত পুথিত্রয়ে এইভাবে আছে :—

কম্বু জিনিয়া কেবা গ্রিবা বনাইল রে
ঐছন দেখি শ্যামকণ্ঠ ॥
অর্গল জিনিঞা কেবা ভুজ বনাইল রে
ঐছন দেখি যে উরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইল রে
চণ্ডিদাস দেখে জুগে জুগ ॥

২৯২ পুথি।

অর্গল জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইলে রে
কোকিল জিনিয়া কৈল স্বর ॥
* * * * * বনাইল রে
কমল জিনিয়া পদ্ম কর।
আরদ্র মথিয়া কেবা সারদ্র বনাইলে রে
ঐছ * * * ॥

৩৩৪৮ পুথি।

অর্গল জিনিঞা কেবা কণ্ঠ বনাইলে রে
ঐছন দেখি উরুযুগে।
অঙ্গুলি উপরে কেবা দপণ বসাঞাছে রে
চণ্ডিদাসে দেখে যুগে যুগে ॥

৫১১২ সং পুথি।

মন্তব্য :—শেষ ১৪ পঙ্ক্তির স্থানে এই সকল পুথিতে ৬ ও ৪ পঙ্ক্তি সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

৭-৭। আদলি উপরে, নী, নচ, ২৯২ প্রভৃতি সকল আদর্শে। গৃহীত পাঠ শ্রীমান্ মৃণাল সর্ব্বাধিকারী কর্তৃক সংগৃহীত পুথি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এই পদের অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব কিছুই নাই, কারণ কতকগুলি চিরপ্রসিদ্ধ উপমার সাহায্যে ইহা রচিত হইয়াছে। পদটিতে বক্তা ও শ্রোতার সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন উল্লেখ না থাকিলেও ইহা রাধার উক্তিরূপেই গৃহীত হইয়া আসিতেছে। পাঠান্তরের বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া ইহার আদি রূপ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

পঙ্—১-২। তু°—"কিবা সে শ্যামের রূপ, সুধাময় রসকূপ" (নী, ৬০ সং পদ)।

এবং—তু°—"অমিয়া ছানিয়া যতন করিয়া, গঢ়িল সে অনুমানে" (তরু, ২০২ সং পদ)।

৩। গঠন-পারিপাট্য ও চঞ্চলতার সাদৃশ্যহেতু খঞ্জনের সহিত চক্ষুর উপমা দেওয়া হয়। একপ্রকার খঞ্জন কৃষ্ণবর্ণ, বুক সাদা (শব্দকোষ)। দময়ন্তীর রূপ বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মা কলাগাছের পাঁচ ছয় খানা পাট ফেলাইয়া দিয়া, সে স্থানের সাদা ভাগ নিয়া, তারা দুইটির দুই ধার যেন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আর নীলোৎপলের পাঁচ ছয়টা পাতা ফেলাইয়া দিয়া, সে স্থানের নীল ভাগ নিয়া, যেন তারা দুইটি গঠন করিয়াছেন" (ঐ, ৭।৬১)। অতএব চক্ষুতে খঞ্জনের ন্যায়, সাদা ও কালার সমন্বয় রহিয়াছে। এই রূপসাদৃশ্যে কৃষ্ণের চক্ষু দেখিয়া মনে হয় যেন কেহ কজ্জলাধিক কৃষ্ণবর্ণ খঞ্জন পাখী বসাইয়া রাখিয়াছেন।

৪-৫। তু°—"চন্দ্রমণ্ডল হইতে সারাংশ গ্রহণ করিয়া বিধাতা মুখ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন" (নৈষধচরিত, ২।২৫)। নিঙ্গড়ান—"যন্ত্রেণ ইক্ষুদণ্ডাদিকং নিষ্পীড্য তৎসাররূপং রসাধিকং" বাহির করন। চন্দ্রের সুধার নির্য্যাস দ্বারা যেন মুখ নির্ম্মিত হইয়াছে।

১১-১২। হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রের প্রভাযুক্ত পীতাম্বর। তু°—"হারিদ্রনিভপ্রভেয়ম্" (নৈষধচ, ৭।১৩)।

১৩-১৪। তু°—"যাঁহার তনুদ্বারা মরকত কান্তিসমূহের মনোহরতা বিস্তৃত হয়" (বিদগ্ধমাধব, ৮০ পৃঃ)।

১৫-১৬। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি দেখিয়া মনে হয় যেন কেহ তাহা কুসুমের সমাবেশে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। তু°—"সগর শরীর, কুসুম তুঅ সিরজল" (উমাপতি-কৃত পারিজাত হরণ, ২১ পৃঃ)।

১৭। অদলি অর্থাৎ দল বা পত্ররহিত। উপড়—অধোমুখ (শব্দকোষ)। উপাড়ি—অধোমুখ করিয়া। পত্রহীন কদলীবৃক্ষ যেন কেহ অধোমুখ করিয়া রোপণ

করিয়াছে। তু°—"উরু শোভে বিপরীত রাম-কদলী" (কৃঃ কীঃ, ৪৮ পৃঃ)। নৈষধচরিতে পত্রহীন অবনতমস্তক কদলীর সহিত উরুর উপমা দেওয়া হইয়াছে (ঐ, ৭।৯২-৯৩)। অথবা—উপাড়ি—উৎপাটিত করিয়া। অদল= পত্রশূন্য বৃক্ষ (বিশ্বকোষ); তু°—অপত=পত্রহীন (বিদ্যাপতি, ৭২০ সং পদ)। কদল=রম্ভাতরু, স্ত্রীলিঙ্গে—কদলী (জ্ঞানেন্দ্র), ইহার বিশেষণ বলিয়া অদলী (=পুথিতে অদলি)। কে রম্ভাতরু উৎপাটিত করিয়া রোপণ করিয়াছে।

নী—৫০; নচ—৪৬ পৃঃ; তরু—১৩৪

[1] করুণা রাগ, তরু। [2] হইলা, ঐ। [3] বাউলি, তরু (পাঠা°)। [4] দেখিয়া, নী। [5] সে, তরু। [6] রাখিলে, ঐ। [7] বাদ, নী। [8-8] কালিয়া প্রেমের, ঐ।

পদটি বিবিধ পাঠান্তরের সহিত তরু এবং নচ'তে মুদ্রিত হইয়াছে। এইরূপ আর একটি পদ পাঠান্তরের সহিত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

---

[৭২৩]

ধানশী[1]

সোনার নাতিনী এমন যে কেনি
হইলি[2] বাউরি[3] পারা।
সদাই রোদন বিরস বদন
না বুঝি কেমন ধারা॥

যমুনা যাইতে কদম্ব-তলাতে
দেখিলে[4] যে[5] কোন জনে।
যুবতী-জনার ধরম-নাশক
বসি থাকে সেইখানে॥

সে জন পড়ে তোর মনে।
সতীর কুলের কলঙ্ক রাখিলি[6]
চাহিয়া তাহার পানে॥ধ্রু[7]॥

একে কুলনারী কুল আছে বৈরী
তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে চণ্ডীদাসে কুলশীল নাশে
কালিয়ার[8] প্রেম[8]-মধু॥

[৭২৩ক]

কামোদ[1]

সোনার[2] নাতিনা কেন আইস যাও পুনঃ পুনঃ[2]
না[3] বুঝি তোমার অভিপ্রায়[3]।
সদাই কাঁদনা দেখি অঝরে[4] ঝুরয়ে আঁখি
জাতি কুল সব পাছে যায়॥

যমুনার জলে যাও কদমতল[5]-পানে[6] চাও
না জানি দেখিলা[7] কোন জনে।
শ্যামল[8] বরণ তনু উপমা নাহিক জনু[8]
সে জন পড়িছে বুঝি মনে॥

ঘরে আসি নাহি[9] খাও[9] সদাই তাহারে[10] চাও[10]
বুঝিল[11] তোমার মন[12]-কথা।
একথা[13] শুনিলে ঘরে কি বোল বলিবে[14] তোরে
বাড়িয়া ভাঙ্গিবে তোর মাথা॥

একে তুমি কুলনারী কুল আছে তোর[15] বৈরী
আর তাহে বড়ুয়ার[16] বধূ[16]।
কহে বড়ু[17] চণ্ডীদাসে কুলশীল সব ভাসে
লাগিল[18] কালিয়া-প্রেম-মধু[18]॥

নী—৪৯ ; নচ—১ পৃঃ ; বিপু, ২৯২, ২৯৭, ৫১১২, ৫৪২০, ৫৪২১

১ বাদ, সকল পুথিতে

২-২ নাতি নাকি য়েসে জায়, বিরলে দেখিলে তায়, ২৯২

৩-৩ না বুঝি যে তোমার আশয়, ২৯২

৪ অঝরু, নী ; অঝুরে, ২৯৭

৫ কদম্বতলার, ২৯২, ২৯৭ ৬ পাশে, নী।

৭ দেখিলে, ২৯৭ ; দেখিল, ২৯২

৮-৮ "বরণ হিরণ পিন্ধন বসি থাকে যখন তখন, নী ; শ্যামের বরণ পিতবসন বস্তা থাকে জখন, ২৯৭ ; নী ও নচ'র মিলিত পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে।

৯-৯ মন জায়, ২৯৭

১০-১০ তার পানে চায়, ২৯৭

১১ বুঝিলাম, নী ; বুঝিলাও, ২৯৭

১২ মনের, নী, ২৯৭

১৩ এখনি, নী ; এখন, ২৯৭ ১৪ বুলিবে, ২৯২

১৫ তোমার, নী, ২৯৭ ১৬-১৬ রাজার ঝি, ২৯৭

১৭ এই, ২৯৭, ৫১১২ ; বাদ, ৫৪২০, ৫৪২১

১৮-১৮ এখন করিবে আর কি, ২৯৭

টীকা

"সোণার নাতিনী" সম্বোধনে পদদ্বয় রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে বড়াইর উক্তি রূপে ধরিয়া লইবার কোনই কারণ নাই, এবং ইহাও বলা যাইতে পারে না যে, এই পদদ্বয়ে "ভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিরোধী কিছুই নাই।" শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে "নাতিনী" ও "পরাণ-নাতিনী" আখ্যায় বহুবার বড়ায়ি রাধাকে সম্বোধন করিলেও, এই পদদ্বয়ের ভাব সম্পূর্ণই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হয় নাই। কৃষ্ণের প্রেম-নিবেদন শুনিয়া রাধা বড়াইকে অপমানিত করিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন, আর এই পদদ্বয়ে দেখা যায় যে, কৃষ্ণকে দেখিয়া আসিয়া রাধা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জন্য পাগলিনী হইয়াছেন! এই দুই ভাবের সামঞ্জস্য থাকা ত দূরের কথা, পদদ্বয়ের ভাব যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পূর্ণ বিরোধী ইহা বুঝাইবার জন্য কোন টীকাকারের প্রয়োজন আছে বলিয়াও আমাদের মনে হয় না। প্রথম পদটি পদ-কল্পতরুতে মুখরার উক্তিরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। বিদগ্ধ-মাধব নাটকে মুখরার উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি ছিলেন' যশোদার ধাত্রী, এবং রাধা ছিলেন তাঁহার "অপ্পণো ণত্তিনী" (ঐ, ২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব নাতিনী সম্বোধনে রচিত পদ মুখরার উক্তিরূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে, এবং এজন্য বড়াইকে টানিয়া আনিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। বিদগ্ধমাধবে রাধা ও কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ বর্ণনায় মুখরা, নান্দীমুখী, পৌর্ণমাসী প্রভৃতির উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

পৌর্ণমাসীর প্রশ্নের উত্তরে মুখরার উক্তি—"রাধা ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া উৎকম্প অবলম্বন করে, গুঞ্জাপুঞ্জ দর্শনমাত্রে সজল নেত্রে চিৎকার করিতে থাকে, অতএব তাহার চিত্তে কি নবীন গ্রহ প্রবেশ করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না" (বিদগ্ধমাধব, ৯৬-৭ পৃঃ)।

এবং—"তুমি কৃষ্ণকে দেখিয়া মুগ্ধ হও কেন ?" (ঐ, ১০৪ পৃঃ)।

অন্যত্র—"তুমি সচ্চরিত্রা, বিশুদ্ধকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং তোমার পতি অতিশয় প্রেমবান্, অতএব তুমি এমত দুঃসাহসিক বিষয়ে মতি করিতেছ কেন ?" (ঐ, ১০২ পৃঃ)।

কিন্তু দ্বিতীয় পদটিতে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা রহিয়াছে। এই ভণিতাও সন্দেহজনক, কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১১২, ৫৪২০, ৫৪২১, সং পুথিতে এবং 'নচ'র একটি পাঠান্তরেও বড়ু ভণিতা দৃষ্ট হয় না। ইহাতে বুঝা যায় যে, এক সময়ে এই পদটি বড়ু বিহীন ভণিতায় চলিয়া আসিতেছিল। পদ-বর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, কারণ যমুনাতে গিয়া কৃষ্ণকে দেখিয়া আসিয়া রাধার পূর্ব্ব-রাগের উদয় হইয়াছিল, এইরূপ আখ্যায়িকা যখন কৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই, তখন এই পদটিও বড়ু চণ্ডীদাসকে আরোপ করা যায় না। অতএব ভণিতার বড়ু শব্দটি

অতিশয় সন্দেহজনক। আবার প্রথম ও দ্বিতীয় পদটি তুলনা করিলে দেখা যায় যে, একটির আদর্শে অপরটি রচিত হইয়াছে। প্রথম পদের লঘু ত্রিপদীর প্রত্যেক চরণে দুই দুইটি অক্ষর যোগ করিয়া দ্বিতীয় পদটি রচিত হইতে পারে। উভয় পদের শেষ চারি পঙ্‌ক্তি মিলাইয়া দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বোধগম্য হয়। পদকল্পতরুতে যখন প্রথম পদটিই উদ্ধৃত রহিয়াছে, তখন ইহারই প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া আমরা দ্বিতীয় পদটিকে নানাদিক্‌ দিয়া বিচার করিয়াই প্রথম পদের আদর্শে রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি। ১৩৩৬ সালের প্রবাসী পত্রের ৬৩৪-৫ পৃষ্ঠায় আমরা এই দুইটি পদ লইয়া আলোচনা করিয়াও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম।

---

[৭২৪]

তিরোতা[১]

হাম[২] সে অবলা হৃদয়[৩] অখলা[৩]
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে[৪] লিখিয়া[৪]
বিশাখা দেখাল আনি॥
হরি, হরি, এমন কেনে বা হ'ল।
বিষম বাড়ব অনল মাঝারে[৫]
আমারে ডারিয়া[৬] দিল[৬]॥
বয়সে কিশোর অতি[৭] মনোহর
অতি সুমধুর [৮] রূপ।
নয়ন যুগল করয়ে শীতল
অমিয়া[৯] রসের[১০] কূপ॥
নিজ পরিজন সে জন[১১] আপন
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে
বুক বিদরিয়া মরি॥
চাহি ছাড়াইতে না[১২] পারি ছাড়িতে[১২]
এখন করিব কি।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম-নবরসে
ঠেকিলা রাজার ঝি॥

নী—৫৫ ; তরু, ১৪৩ ; বিপু, ২৯২, ২৯৭
১ সুহই, তরু (পাঠা°) ; বাদ, ২৯২, ২৯৭
২ আমি, তরু (পাঠা°), ২৯২, ২৯৭
৩-৩ হৃদয়ে, তরু ; যখন হৃদয়, ২৯২ ; অখল হিদয়া, ২৯৭
৪-৪ পটেতে°, তরু ; লেখি চিত্রপটে, ২৯২, ২৯৭
৫ শিখায়, ২৯২, ২৯৭
৬-৬ ফেলিয়া গেল, ২৯২ ; পেলিআ দিল, ২৯৭
৭ রূপ, নী, ২৯২ ; বেশ, তরু
৮ সে মধুর, তরু (পাঠা°)
৯ বড়ই, নী, তরু
১০ সুধার, ২৯২
১১ হেন, তরু ; নহে, নী
১২-১২ ছাড়া নহে চিতে, তরু, নী ("নাহি°) ; ছাড়া না জায় চিতে, ২৯৭

টীকা

এই পদটি বিদগ্ধমাধবের নিম্নলিখিত শ্লোক অবলম্বনে রচিত হইয়াছে :—

শিশিরয়দৃশৌ দৃষ্ট্বা দিব্যকিশোরমিতীক্ষিতেঃ
পরিজনগিরাং বিশ্রম্ভাত্তং বিলাসফলকাঙ্কিতঃ।
শিব শিব কথং জানীমস্তামবক্রধিয়ো বয়ং
নিবিড়বড়বাবহ্নিজ্বালাকলাপবিকাশিনং॥
(ঐ, বহরমপুর সং, ১০৫ পৃঃ)

পৌর্ণমাসী বিশাখাকে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া রাধাকে দেখাইতে বলিয়াছিলেন। ঐ চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রাধার যে অবস্থা হইয়াছে তাহা রাধা

নিজেই উক্ত শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন—"আমাকে পরিবারবর্গে উপদেশ দিয়াছিল যে, রাধে, যদি চিত্রপটে নেত্র নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমার অন্তরতাপ দূরীভূত হইবে, আমিও তাহাদের এই বাক্যে বিশ্বাসহেতু যখন চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন কৃষ্ণের লোচনদ্বয় অতিশয় শীতল, এবং মূর্তি নবকৈশোর লক্ষিত হইয়াছিল। শিব শিব। আমরা সরলবুদ্ধি, ঐ পট যে নিবিড় জ্বালাসমূহ প্রকাশ করিবে, তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিব।" এই পদটি উজ্জ্বলনীলমণিতে চিত্রপটে দর্শনের দৃষ্টান্তরূপেও উদ্ধৃত হইয়াছে (ঐ, ৮৩৯ পৃঃ)।

দীন চণ্ডীদাসের এই পালাতে রাধাকে পট দেখান হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা বিশাখা দেখান নাই, সুবল দেখাইয়াছিলেন। অতএব এই পদটি যে এই পালার অন্তর্ভুক্ত নহে, অন্য স্থান হইতে আহরিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

নী—৫১ ; নচ—১৫৪ পৃঃ; বিপু, ২৯২, ২৯৭। তু°—. তরু, ১১৮ সং পদ

১ বাদ, ২৯২, ২৯৭
২-২ রোঝা ওঝা, নী ; য়োঝা রোঝা, ২৯৭
৩ আনি, ২৯৭
৪ পেয়েছে কি, নী ; পাইআছে কোন, ২৯৭
৫ কাঁপি, নী
৬-৬ কানাই কোঙর চিকণ, নী ; কালা কোঙর হিরণ কিরণ, ২৯২
৭-৭ মুরুছিত হইয়া, ২৯৭
৮-৮ কান্দে ধরি, ২৯২, ২৯৭
৯-৯ ধরিয়া মাএর, ২৯৭
১০ সভে, ২৯২
১১-১১ বাদ, ২৯২, ২৯৭
১২-১২ ঘুচিবে জাইবে অঙ্গের মলা, ২৯২
১৩-১৩ চণ্ডিদাসেতে কয়, ২৯২, ২৯৭
১৪-১৪ জাইবেক ভূত, ২৯২ ; জাবেক ভূতা, ২৯৭
১৫-১৫ শ্যাম চিকন কালা সে নন্দের ঘরের সুত, ২৯২ ; স্যাম চিকনিয়া সেই নন্দের ঘরের পুতা, ২৯৭

[৭২৫]

ধানশী[১]

"ওঝা[২] বেজা[২] আন[৩] গিয়া পাইয়াছে[৪] ভূতা।
কাঁপি ঝাঁপি[৫] উঠে ঐ বৃকভানু সুতা॥"
কালা[৬] কানুর বরণ চিকণ[৬] যবে পড়ে মনে।
মুরছি[৭] পড়িয়া[৭] ধনী[৮] কাঁদে[৮] ভূম খানে॥
রক্ষা অক্ষা মন্ত্র পড়ে ধরি[৯] ধনীর[৯] চুলে।
কেহ[১০] বলে—"আনি দেহ কালার গলার ফুলে॥
কালিয়া[১১] কোঙর থাকে কদম্বের ডালে।
বালিকা দেখিয়া পাইয়াছে শিশুকালে[১১]॥
চেতন পাইয়া তবে উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত ঘুচিবেক[১২] যাবে অঙ্গের জ্বালা[১২]॥
চণ্ডীদাস[১৩] কহে[১৩]—"সবে[১৪] যারে কহ ভূত[১৪]।
সে[১৫] শ্যাম কালিয়া চিকণ নন্দঘোষের পূত[১৫]॥"

টীকা

পদটি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, কেহ রাধার অবস্থা বর্ণনা করিয়া এই উক্তি করিতেছেন। রাধার এইরূপ দরদিগণের সন্ধান করিতে গেলে প্রথমে সখীগণের কথাই আমাদের মনে উদিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও সম্ভবপর। নচ'তে উদ্ধৃত এই পদের একটি পাঠান্তরে দেখা যায় যে, পদটি "পূর্ণমাসী কহে যদি রাধা ভাল হবে" ইত্যাদিক্রমে আরম্ভ হইয়াছে। বিদগ্ধমাধব নাটকে রাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণনায় পৌর্ণমাসীর উল্লেখ রহিয়াছে। আবার পদকল্পতরুতে এই পদের আংশিক সাদৃশ্যযুক্ত একটী পদ বংশীবদনের ভূমিকায় উদ্ধৃত আছে (ঐ, ১১৮ সং পদ)। ইহার টীকায় সম্পাদক সতীশবাবু লিখিয়াছেন—"এই পদের ন্যায় কিয়দংশ ত্রিপদী ও বাকী অংশ পয়ার ছন্দে রচিত পদ পদাবলী-সাহিত্যে বিরল।" কিন্তু সম্পূর্ণ ত্রিপদী

ছন্দে রচিত এই পদের অনুরূপ আর একটি পদ চণ্ডীদাসের ভণিতায় নী'তে এবং পদকল্পতরুতেই সঙ্কলিত রহিয়াছে (ঐ, ১৩৫ সং পদ। এই পদটি নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল)। এইরূপ নানাপ্রকার বৈষম্যের দরুণ এই পদের আদি রূপ এবং ইহার রচয়িতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। পদটি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, ইহাতে পূর্ব্বরাগের অন্তর্গত ব্যাধিদশা বর্ণিত হইয়াছে। "যাহা অভীষ্টের অলাভহেতু শরীরের পাণ্ডুতা বৈবর্ণ্য, এবং উত্তাপজনক হয়, তাহাকে ব্যাধি বলে। ইহাতে শীত, স্পৃহা, মোহ, নিশ্বাস, পতনাদি হইয়া থাকে" (উজ্জ্বলনীলমণি, ৮৫৩ পৃঃ)। এই পদের ইহাই বিশিষ্টতা।

---

[৭২৬]

ধানশী

কালিয়া বরণ হিরণ পিন্ধন
যখন পড়য়ে মনে।
মূরছি পড়িয়া কাঁপয়ে ধরিয়া
সব সখী জনে জনে॥
কেহ বলে মাই ওঝারে ঝাড়াই
রাইয়েরে পেয়েছে ভূতা।
কাঁপি কাঁপি উঠে কহিলে না টুটে
সে যে বৃকভানু সুতা॥
রক্ষা-মন্ত্র পড়ে নিজ চুলে ঝাড়ে
কেহ বা কহয়ে ছলে।
"নিশ্চয় কহি যে আনি দাও এবে
কালার গলার ফুলে॥
পাইলে সে ফুল চেতন পাইয়া
তবে উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত আদি ঘুচিয়া যাইবে
যাইবে অঙ্গের জ্বালা॥"

কহে চণ্ডীদাসে আন উপদেশে
কুলের বৈরী যে কালা।
দেখাও যতনে পাইবে চেতনে
ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা॥

দ্রষ্টব্য:—এই পদটি নীর ৫২ এবং পদকল্পতরুর ১৩৫ সং পদ। তরুতে ইহা বিভিন্ন পাঠান্তরের সহিত উদ্ধৃত হইয়াছে। ৭২৫ সং পদের সহিত ইহার যে ভাব-সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা ঐ পদের পাদটীকায় উল্লেখ করা হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী পদ দ্রষ্টব্য)। একই পদের এইরূপ বিভিন্ন প্রকার অভিব্যক্তি কৃত্রিমতার পরিচায়ক মাত্র।

---

[৭২৭]

শ্রীরাগ[১]

"এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইলুঁ[২] পুন[৩]॥
না বান্ধে[৪] চিকুর না পরে চীর।
না খায়[৫] আহার না পীয়ে নীর[৬]॥
দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল[৭] ব্যাধি।
যত তত করি না হয়ে[৮] সুধী॥
সোনার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম॥
না চিনে মানুষ[৯] নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলি রহিছে[১০] চাই॥
তুলা খানি[১১] দিলুঁ[১২] নাসিকামাঝে।
তবে সে বুঝিলুঁ[১৩] শোয়াস আছে॥
আছয়ে শ্বাস[১৪] না বহে[১৫] জীব।
বিলম্ব না কর[১৬], আমার দিব॥"
চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা।
কেবল মরমে ঔষধ[১৭] রাধা॥

নী—৬৯ ; নচ—৬২ পৃঃ ; তরু, ৯৮

১ মুহই, তরু (পাঠা)। ২ আইমু, নী।

৩ পুনঃ, ঐ। ৪ বাঁধে, ঐ।

৫ খায়ে, তরু।

৬ এই দুই পঙ্‌ক্তি তরুতে পরবর্ত্তী দুই পঙ্‌ক্তির পরে আছে।

৭ বাড়ল, নী। ৮ নহিয়ে, ঐ।

৯ মামুখ, তরু। ১০ রৈয়াছে, তরু।

১১ টুকী, তরু (পাঠা)। ১২ দিলে, নী।

১৩ বুঝিমু, ঐ। ১৪ শোয়াস, তরু।

১৫ রহে, তরু ১৬ সহে, তরু।

১৭ ঔখধ, নী ; ঔখদ, তরু।

টীকা

দ্রষ্টব্য :—ইহা কোন দূতীর উক্তি। শ্রীকৃষ্ণের নিদান-অবস্থা দেখিয়া আসিয়া কেহ রাধার নিকট তাহ বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আখ্যায়িকায় এইরূপ ঘটনার সমাবেশ নাই, এবং দীন চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগের পালা যতটা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতেও সখীগণের এইরূপ দৌত্যের আভাস পাওয়া যায় না। তথাপি এই পদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উজ্জলনীলমণিতে পূর্ব্বরাগ বর্ণনার শেষভাগে লিখিত আছে—নায়িকার পূর্ব্বরাগ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে সেইরূপ ক্রমে শ্রীকৃষ্ণেরও পূর্ব্বরাগ জানিতে হইবে (ঐ, ৮৬৯ পৃঃ)। পূর্ব্বরাগের অন্তর্গত "মূর্চ্ছা" বা "মোহ" অবস্থার বর্ণনাই এই পদে রহিয়াছে। পদমধ্যেও "নিদান" অবস্থার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী পদে রাধার যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ অবস্থার বর্ণনাই এই পদে এবং পরবর্ত্তী পদটিতে পাওয়া যায়।

গীতগোবিন্দের পঞ্চম সর্গে শ্রীকৃষ্ণের বিরহাবস্থা এক সখী কর্ত্তৃক রাধার নিকট বর্ণিত হইয়াছে। তাহার সহিত এই পদের কিছু ভাবসাদৃশ্য লক্ষিত হয়, যথা—

পঙ্‌—১-৪। তু°—

"সখি হে সীদতি তব বিরহে বনমালী" (৫।২)।

৮। তু°—"বহু বিলপতি তব নাম" (৫।৫)।

১৪। তু°—"ন কুরু নিতম্বিনি গমন বিলম্বনম্" (৫।৮)।

---

[৭২৮]

তিরোতা ধানশী

সে যে নাগর গুণের ধাম।
জপয়ে তোহারি নাম॥
শুনিতে তোহারি বাত।
পুলকে ভরয়ে গাত॥
অবনত করি শির।
লোচনে ঝরয়ে নীর॥
যদি বা পুছয়ে বাণী।
উলট করয়ে পানি॥
কহিয়ে তাহারি রীতে।
আন না বুঝিবি চিতে॥
ধৈরয নাহিক তায়।
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥

নী—৬৮ ; তরু, ৯৪।

টীকা

দ্রষ্টব্য :—পদটি তরুতে ব্যাখ্যা ও পাঠান্তরের সহিত উদ্ধৃত রহিয়াছে। এই পদসম্বন্ধীয় মন্তব্য পূর্ব্ববর্ত্তী পদের পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

পঙ্‌-২। তু°—"জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরম্" (গীত-গোবিন্দ, ৫।৭)।

১১। তু°—"সীদতি তব বিরহে বনমালী" (ঐ, ৫।২)।

১২। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এই আখ্যায়িকার স্থান নাই, অতএব বড়ু-ভণিতা সন্দেহজনক।

---

[৭২৯]

গান্ধার[১]

"নাতি[২] নাকি[২] আস[৩] যাও রাধা সনে কথা কও
শুনিয়াছিলাম[৪] পরের[৫] মুখে।
মনে করি কোন দিনে দেখা হবে নাতি[৬] সনে
ভাল হ'ল দেখিলাম[৭] তোকে ॥
চেটো[৮] নেটো[৮] যায় জলে তারে[৯] নাকি[১০] ধর ছলে[১১]
এমন[১২] তোমার নাকি[১৩] রীত।
যারে[১৪] তুমি ধর ছলে[১৫] সেই আসি[১৬] মোরে বলে
নহিলে না হথু[১৭] পরতীত[১৮] ॥
সুজন কখন নও[১৯] পর-নারী নিতে চাও[২০]
এমনি[২১] তোমার অভিলাষ।
আমি[২২] শুনিলাম ভালে যদি শুনে তার কুলে
শুনিলে হইবে অপভাষ ॥
নিশ্বাস ফোঁপাশ ছাড় আছাড় খাইয়া পড়
বুঝিলাম তোমার[২৩] মনের কথা।
নহে কেনে[২৪] ঘাটে মাঠে তোর[২৫] অপযশ রটে[২৬]
শুনিতে পাই[২৭] এসব কথা ॥
আমার কথাটি শুন না করিহ ইহা পুনঃ
না[২৮] মজে নন্দের কুলগারি।"
দ্বিজ[২৯] চণ্ডীদাসে[২৯] কয় ও কথা কি[৩০] মনে লয়[৩০]
নাগরী[৩১]-যৌবন[৩২] হৈল বৈরী ॥

নী—৬৫ ; বিপু, ২৯২, ২৯৭ ইত্যাদি।

১ বাদ, ২৯২, ২৯৭
২-২ নিতি নিতি, নী ; নিত্য নাকি, ২৯৭
৩ আসি, নী ; যেস, ২৯২ ; আস্য, ২৯৭
৪ সুনিলাঙ, ২৯২, ২৯৭
৫ পরেরি, ২৯২ ; লোকের, ২৯৭
৬ তার, নী, ২৯৭ ৭ দেখিলাঙ, ২৯৭
৮-৮ চেটা লেটা, ২৯২ ; মেঞা ছেল্যা, ২৯৭
৯ তার, নী, ২৯২ ১০ তুমি, ২৯৭
১১ চুলে, নী, ২৯২ ১২ এমত, নী।
১৩ কোন, নী ; কেনে, ২৯৭
১৪ যার, নী, ২৯২ ; তারে, ২৯৭
১৫ চুলে, নী, ২৯২
১৬ এসে, নী ; আস্যা, ২৯৭
১৭ নহিতাম, নী ; হইত, ২৯৭
১৮ বিপরিত, ২৯৭ ১৯ নহ, ঐ।
২০ চাহ, ঐ।
২১ এমন, ২৯২ ; এমতি, ২৯৭
২২ আসিত, নী, ২৯২ ২৩ তোর, ২৯৭
২৪ কেহ, নী ২৫ তোমার, ২৯২
২৬ ঘটে, ২৯৭ ২৭ পাইলুঁ, ২৯৭
২৮ জেন নাহি, ২৯৭
২৯-২৯ চণ্ডিদাসেতে, ২৯২ ; চণ্ডিদাসে, ২৯৭
৩০-৩০ কেমনে হয়, ২৯৭
৩১ নাগরীর, নী, ২৯৭
৩২ পীরিতি, নী, ২৯২

দ্রষ্টব্য :—নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে এই পদটি রাধার পূর্ব্বরাগ পর্য্যায়ে স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু পদটি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, কেহ শ্রীকৃষ্ণের দৌরাত্ম্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে শাসন করিতেছে, রাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণনা এই পদের উদ্দেশ্য নয়। পাঠান্তরে ভণিতায় দ্বিজ শব্দ পাওয়া যায় না। পূর্ব্বাপর সম্বন্ধবিহীন বিচ্ছিন্ন এই পদটি সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে।

পরবর্ত্তী অংশের প্রবেশিকা

রাধাকে আঙ্গিনায় দেখার উল্লেখ করা রূপ-বর্ণনার পদ এই পালার প্রথমাংশে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তৎপর সুবলের পরামর্শে রাধা যমুনায় স্নান করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পরবর্ত্তী পদগুলিতে রাধাকে স্নানের ঘাটে দেখার উল্লেখ রহিয়াছে, এজন্য আখ্যায়িকার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, তাহাদিগকে ইহার পরেই স্থাপিত করা হইল। এই সকল পদেও রাধার রূপবর্ণনা রহিয়াছে, এবং তাহাতে একই কথারই পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পদগুলিতে কবিত্ব এবং রচনা কৌশলের নিদর্শন বর্ত্তমান থাকিলেও, ইহাদের রচয়িতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা পদগুলির পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

---

[৭৩০]

শ্রীগান্ধার[১]

"একে সে[২] সুন্দরী কনক পুতলি
খঞ্জন লোচন[৩] তার।
বদন-কমলে[৪] ভ্রমরা গুঞ্জরে[৫]
তিমির কেশের ভার[৬]॥
সই[৭], নবীন কলিকা[৮] সে।
দৈবে উপজিল দেখিতে পাইল[৯]
কাহারে[১০] সুধাব কে[১০]॥
নয়ন[১১] উজরে[১১] পরাণ জুড়য়ে[১২]
ধৈরয ঘুচা'ল[১৩] মোর[১৩]।
সঙ্গে কেহো[১৪] নাই শুন ওরে[১৫] ভাই
মদনে[১৬] করিল ভোর[১৬]॥
কিবা[১৭] দন্ত দ্বিজ[১৮] দাড়িম্বের[১৯] বীজ
ওষ্ঠ বিম্বক[২০] শোভা।
দেখিয়া ওরূপে[২১] মদন কুলুপে[২২]
মনেতে[২৩] হইল লোভা॥
গলার[২৪] যে[২৫] মাল শোভিয়াছে[২৬] ভাল
তাম্বুল বদনে তার।
চর্ব্বিত চর্ব্বনে পড়িছে বদনে
বহিছে পিঙ্গল[২৭] ধার॥"
চণ্ডীদাসে[২৮] বলে[২৯] গিয়াছিল[৩০] জলে
আইল আপন ঘরে।
রাজার ঝিয়ারি সুন্দরী[৩১] নাগরী
তুমি কি করিবে তারে॥

নী—১০; বিপু, ২৯২, ২৯৭, ৫১১২, ৫৪২০, ৫৪২১

১ বাদ, ২৯২, ২৯৭ ২ যে, নী
৩ নআন, ২৯৭ ৪ কোমলে, ২৯৭
৫ বুলয়ে, নী, ২৯২ ৬ ধার, নী, ২৯২
৭ সখি, ২৯৭; সই, ২৯২
৮ বালিকা, নী, ২৯২ ৯ না পাইল, নী
১০-১০ সুমতি না দিল কে, নী; সুমতি না দিল সে, ২৯২
১১-১১ নয়নে নয়নে, ২৯৭; নজরে ২, ২৯২
১২ ছুটয়ে, নী, ২৯২
১৩-১৩ উঠাল যে, নী; ঘুচাইল যে, ২৯২; উড়াইল, ২৯৭
১৪ কেহ, নী। ১৫ কহি, নী; রহে, ২৯২
১৬-১৬ কাহারে সুধাব কে, নী, ২৯২
১৭ বাদ, নী, এই পঙ্‌ক্তি এবং পরবর্ত্তী ৩ পঙ্‌ক্তি ২৯৭ পুথিতে নাই।
১৮ চিজ, ২৯২ ১৯ দাড়িম্ব, নী
২০ বিম্বুক, ২৯২
২১ যুবকে, নী; উলফে, ২৯২, ২৯৭; গৃহীত পাঠ ৫১১২ পুথি হইতে।
২২ কোপে, নী। ২৩ মনজে, ২৯২
২৪ গলায়, নী। ২৫ বাদ, নী, ২৯২
২৬ শোভিত, নী; শুভিছে, ২৯২
২৭ পিঙ্গল, ২৯৭ ২৮ চণ্ডীদাস, নী
২৯ বোলে, ২৯২ ৩০ গিআছিলে, ২৯৭
৩১ সুন্দর, ২৯৭

টীকা

পঙ্—১-৪। এখানে কতকগুলি চিরপ্রসিদ্ধ উপমার সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাধা স্বর্ণ-প্রতিমার ন্যায় সুন্দরী (তু°—"দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচিঃ" অর্থাৎ—রাধার অঙ্গকান্তি স্বর্ণেরও কষ্টদশা উপস্থিত করিয়াছে (উজ্জ্বলনী°, ১০৭ পৃঃ), তাঁহার লোচন খঞ্জনের ন্যায়, কমলভ্রমে বদনের চতুর্দ্দিকে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে, (কারণ, "তাঁহার বদনকমল চঞ্চল", ঐ, ১০৩ পৃঃ) এবং পুঞ্জীভূত অন্ধকারের ন্যায় তাঁহার কেশদাম।

৫। পদটি চণ্ডীদাসের রচিত হইলে "সই" সম্বোধন থাকিতে পারে না।

৬। যেন কোন দৈবশক্তিপ্রভাবে উদ্ভূত হইয়া আমার নেত্রপথবর্ত্তী হইয়াছে। কারণ—"বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি" অর্থাৎ—রাধার তুল্য মধুরাকৃতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না (উজ্জ্বলনী°, ১০৭ পৃঃ)।

৭। চণ্ডীদাসের এই পালাতে কৃষ্ণ ইতিপূর্ব্বেই একাধিকবার রাধাকে দেখিয়াছেন, অতএব তিনি যে রাধাকে চিনেন না, এইরূপ উক্তি সম্পূর্ণই অপ্রাসঙ্গিক। অথবা—এই মূর্ত্তি অপূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অতএব কাহার নিকট ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিব।

৮-৯। উজ্জ্বল নয়ন দেখিয়া আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইল, এবং আমি অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছি।

১০। এই পালাতে রাধা সখীর সঙ্গে যমুনায় স্নান করিতে আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু একাই স্নানের ঘাটে গিয়াছিলেন বলিয়া সঙ্গে কেহ নাই ইহা বলা যাইতে পারে।

১৪-১৫। রূপ দেখিয়া মদনও আবদ্ধ বা স্তম্ভিত হইয়া থাকে। কুলুপে=কুলুফে, বদ্ধ হয় (জ্ঞানেন্দ্র)। দেখিয়া যুবকে মদন কোপে, অথবা—দেখিয়া উলফে, মদন কুলুফে, ইত্যাদি পাঠের উদ্ভব লিপিকরগণের অসতর্কতা নিবন্ধন হইয়াছে।

১৬-১৯। রাধার দ্বাদশ আভরণ, এবং ষোড়শ শৃঙ্গারের মধ্যে গলদেশে নক্ষত্রতুল্য হার, ও মুখকমলে তাম্বুলের উল্লেখ রহিয়াছে। (উজ্জ্বলনী, ১০৪ পৃঃ)।

---

[৭৩১]

তুড়ি[১]

চম্পক-বরণী বয়সে তরুণী
হাসিতে অমিয়া ধারা।
সুচিত্র[২] বেণী দুলিছে জনি[২]
কপিলা-চামর-পারা॥

সখি, যাইতে দেখিলুঁ[৩] ঘাটে[৪]।
জগত-মোহিনী হরিণ-নয়নী
ভানুর ঝিয়ারি[৫] বটে॥

হিয়া জর জর খসিল[৬] পাঁজর
এমতি করিল বটে।
চলল[৭] কামিনী[৭] বঙ্কিম চাহনি
বিঁধিল পরাণ-তটে[৮]॥

না পাই সমাধি কি হৈল বেয়াধি
মরম কহিব কারে।
চণ্ডীদাসে কয় ব্যাধি কিছু[৯] নয়[৯]
যবে[১০] সে পাইবে[১০] তারে॥

নী—১১; বিপু—২৯২, ২৯৭ ইত্যাদি।

১ বাদ, ২৯২, ২৯৭
২-২ শুচিত্র জানিয়া, দুলিছে কবরি, ২৯৭
৩ দেখিনু, নী।
৪ বাটে, ২৯২, ২৯৭
৫ দুলারি, ২৯২; দুয়ারি, ২৯৭
৬-৬ পাজর খসল, ২৯২; °অন্তর, ২৯৭
৭-৭ গজেন্দ্রগামিনি, ২৯২; হংসগমনি, ২৯৭
৮ বটে, ২৯২, ২৯৭
৯-৯ সমাধি হয়, ২৯২, নী।
১০-১০ পাইবে যবে, নী। বিরলে পাইলে, ২৯২

দ্রষ্টব্য:—এই পদটিও সখী সম্বোধনে রচিত। পদমধ্যে রাধাকে বৃষভানু-দুহিতা বলা হইয়াছে, এবং বর্ণনাও বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত।

---

[৭৩২]

তুড়ি[১]

থির বিজুরি সম[২] যে[২] গৌরী
পেখিলুঁ[৩] ঘাটের কূলে।
কানড় ছান্দে কবরী বান্ধে
নবমল্লিকার মালে॥

সই[৪], মরম কহিলুঁ[৫] তোরে।
আড় নয়নে[৬] ঈষৎ হাসিয়া
বিকল[৭] করিল[৮] মোরে॥ ধ্রু[৯]॥
ফুলের গেঁড়ুয়া[১০] লুফিয়া[১১] ধরয়ে[১১]
সঘনে দেখায় পাশ।
উচ[১২] কুচযুগ[১৩]— বসন ঘুচায়ে[১৪]
মুচকি মুচকি হাস॥
চরণ[১৫]-কমলে[১৬] মল্লতোড়ল[১৭]
সুন্দর[১৮] যাবক[১৮]-রেখা।
কহে চণ্ডীদাস[১৯]— হৃদয়ে[২০] উল্লাস[২০]
পালটি[২১] হইবে দেখা॥

নী, ১২; তরু, ২০৫; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৬ ইত্যাদি।

[১] বাদ, ২৯১, ২৯২, ২৯৬, ২৯৭

[২-২] বরণ, নী, তরু; জিনিঞা, ২৯১; সম, ২৯৬, ২৯৭

[৩] পেখিনু, নী; পেখিলু, তরু, ২৯১, ২৯৬; দেখিলু, ২৯৭

[৪] আলো সই, ২৯২; আগো সই, ২৯৬; সখি, ২৯৭

[৫] কহিয়ে, নী, ২৯১

[৬] নয়নে, তরু, ২৯১, ২৯৬, ২৯৭

[৭] আকুল, তরু, ২৯১

[৮] করিলে, তরু; করল, নী।

[৯] বাদ, ২৯১, ২৯৬, ২৯৭, নী।

[১০] গেরুয়া, নী।

[১১-১১] ধরএ লুফিয়া, ২৯৭ [১২] উচল, ২৯৬

[১৩] কুচযুগে, ২৯১; কুচে, ২৯২, ২৯৬; কুচের, ২৯৭

[১৪] ঘুচে, ২৯১, ২৯২, ২৯৬; খসায়, ২৯৭

[১৫] রাতুল, ২৯১

[১৬] চরণে, ২৯১; যুগলে, ২৯২, ২৯৬

[১৭] °তোড়র, ২৯১, ২৯২, ২৯৬, ২৯৭

[১৮-১৮] তাহে জাবকের, ২৯১; সুরঙ্গ°, ২৯৭

[১৯] চণ্ডীদাসে, তরু, ২৯১, ২৯৭

[২০-২০] হৃদয়-উল্লাসে, তরু; সে হেন সুন্দরী, ২৯১। বাশুলি আদেশে, তরু (পাঠা°)।

[২১] পুন কি, ২৯১, ২৯৭

দ্রষ্টব্য :—পদটি রসকল্পবল্লী গ্রন্থে গোপালদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে (নচ, ১৫৮-৬০ পৃঃ)। পূর্ব্বরাগের এই পালাতে দীন চণ্ডীদাস রাধাকে প্রেমময়ী করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু সাধারণ নায়িকার ন্যায় এইরূপ চঞ্চলতার ছাপ তাঁহাতে নাই। নচ'র পাঠান্তরে এই পদের পূর্ব্বে রসকল্পবল্লী হইতে যে পদাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার ভাবসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। অতএব পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ বিচার করিয়া এই পরিকল্পনা এবং পদটিও গোপালদাসের বলিয়া মনে হইতেছে। যমুনায় স্নান করিতে আসিয়া রাধার সহিত কৃষ্ণের যে ভাবে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা পূর্ব্ববর্ত্তী একটি পদে রহিয়াছে (৭১৩ সং পদ)। তাহাতে এমন কথা নাই যে, যমুনার ঘাটে বসিয়া রাধা চুল বাঁধিয়াছিলেন, এবং মল বাজাইয়া ফুলের গোলক লইয়া খেলা করিয়াছিলেন। অতএব এই পালাতে যে এই পদের স্থান নাই, তাহাও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

টীকা

পঙ্—১। অচঞ্চল বিদ্যুতের ন্যায় গৌরবর্ণা।

৩। কানড় কবরী—কানড় পুষ্পাকৃতি, অথবা কানড় সাপের কুণ্ডলাকৃতি, অথবা কর্ণাট দেশে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আবদ্ধ খোঁপা।

৮। গেঁড়ুয়া—সং কন্দুক হইতে, গোলাকৃতি পুষ্পগুচ্ছ

---

[৭৩৩]

: ধানশী[১]।

"সুবল,[২] সে[৩] ধনী কে কহ[৪] বটে।
গোরোচনা গোরী নবীনা কিশোরী
নাহিতে দেখিলুঁ[৫] ঘাটে॥

"শুনহে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা॥
অঙ্গের বসন করেছে আসন
এলায়ে দিয়াছে বেণী।
উচ কুচমূলে হেম হার দোলে
সুমেরু-শিখর জিনি[৭]॥
সিনিয়া[৮] উঠিতে নিতম্ব তটীতে[৯]
পড়েছে[১০] চিকুররাশি।
কাঁদিয়ে[১১] আঁধার কনক[১২] চাঁদার
শরণ লইল আসি॥
কিবা সে দু'গুলি শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশিকলা।
সাঁঝেতে[১৩] উদয় যেন[১৪] সুধাময়
দেখিয়ে হইলুঁ[১৫] ভোলা।
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া[১৬] নহে থির[১৬]
মনমথ জ্বরে ভোর॥"
কহে[১৭] চণ্ডীদাসে বাশুলী-আদেশে[১৭]
শুনহে নাগর[১৮] চন্দা[১৮]।
সে[১৯] যে বৃকভানু[১৯] রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা॥

নী—১৩; নচ—১৬০-৪ পৃঃ; তরু, ২১০; বিপু, ২৩৯০

১ বেলাবলী, তরু; তিরোথা ধানশী, ঐ (পাঠা)।
২ সজনি, তরু; স্বজনি, নী।
৩ ও, তরু, নী।
৪ বাদ, ২৩৯০
৫ দেখিনু, নী; লেখিলাম, ২৩৯০
৬ ইহার পর ৮ পঙ্‌ক্তি ২৩৯০ পুথিতে নাই।
৭ জানি, তরু
৮ নাহিয়া, ২৩৯০
৯ নিকটে, ২৩৯০
১০ এলয়্যাছে, ২৩৯০
১১ কালিয়্যা, ২৩৯০
১২ কলঙ্ক, নী
১৩ মাজিতে, তরু।
১৪ শুধু, তরু, নী।
১৫ হইনু, হইলাম, ২৩৯০
১৬-১৬ অঙ্গ জরজর, ২৩৯০
১৭-১৭ কহে জগন্নাথ, সখিগণ সাথ, ২৩৯০
১৮-১৮ গোকুল চান্দা, ২৩৯০
১৯-১৯ সে বড় রঙ্গিনী, ২৩৯০

টীকা

দ্রষ্টব্য:—পদটির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা সুবল-সম্বোধনে রচিত হইয়াছে, এবং ইহার ভণিতায় বাশুলীর উল্লেখ রহিয়াছে। ১৩৩৬ সালের প্রবাসী-পত্রে এই পদ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা লিখিয়াছিলাম—"রাধা যমুনাতে স্নান করিতে আসিয়াছেন, সেই কথা কৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন। কৃষ্ণ-সুবলঘটিত রাধার স্নানের আখ্যায়িকাটি দীন চণ্ডীদাসের কল্পনার বিষয়ীভূত। বাশুলী-সেবক চণ্ডীদাস তাহা অবলম্বনে পদরচনা করিয়াছেন, ইহা যে রাম না হইতে রামায়ণ রচনার মত বোধ হয়। আবার দেখুন, বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা সাগরের ঘরে পদুমার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বৃষভানু-নন্দিনী যে রাধা, একথা বড়ু চণ্ডীদাস প্রচার করেন নাই, অথচ এখানে ভণিতার মধ্যে তাহাও প্রচারিত হইয়াছে।" (ঐ, ৬৩৪ পৃঃ)। যমুনায় স্নান করিবার কালে যে, রাধাকে দেখিয়া কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল, এইরূপ আখ্যায়িকাও বড়ু চণ্ডীদাস রচনা করেন নাই, এবং সুবল-সখার নামও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পাওয়া যায় না। অতএব ভণিতায় বাশুলীর উল্লেখ থাকিলেও বড়ু চণ্ডীদাসকে এই পদের রচয়িতা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

তারপর ভণিতাটিও বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রবাসী পত্রের উক্ত প্রবন্ধে আমরাই প্রথমে সন্ধান দেই, যে পদটি জগন্নাথের ভণিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৯০ সং পুথিতে পাওয়া যাইতেছে (ঐ, ৬৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। নচ'র একটি পাঠান্তরেও জগন্নাথ দাসের ভণিতা মিলিতেছে। (ঐ, ১৬৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহা ব্যতীত পদকল্পতরুর অনেক পাঠান্তরে লোচনদাসের ভণিতা পাওয়া যায় (ঐ, ১৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। জগন্নাথ দাসের আর একটি পদও দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় চলিয়া যাইতেছে (পদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড, ১১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য), এবং ইনি "সুবল-মিলন" নামক পালাও রচনা করিয়াছিলেন। অতএব এই পদের রচয়িতা-সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কিন্তু পদটি যে দীন চণ্ডীদাসের নহে, এই বিষয়ে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই। পূর্ব্বরাগের এই পালাতে চণ্ডীদাস রাধার যমুনা-স্নানের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন (৭১৩ সং পদ দ্রষ্টব্য)। তাহাতে এমন ধারণাও করা যায় না যে, রাধা ঘাটে বসিয়া চুল বাঁধিয়াছিলেন, বা নীল শাড়ী নিঙ্ড়াইতে নিঙ্ড়াইতে কৃষ্ণের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। এই সকল পদ পরবর্ত্তী কবিদিগের উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত। ব্যাখ্যার জন্য পদকল্পতরু ১৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

---

[৭৩৪]

কামোদ।

সখিগণ সঙ্গে যায় কত রঙ্গে
যমুনা-সিনান করি।
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাবয়ে
ঝঙ্কার করয়ে ফিরি॥

নানা আভরণ মণির কিরণ
সহজে মলিন লাগে।
নবীন কিশোরী বরণ বিজুরি
সদাই মনেতে জাগে॥
সই, সে নব রমণী কে।
চকিতে হেরিয়া জ্বলত এ হিয়া
ধরিতে নারি এ দে॥
পুন না হেরিলে না রহে জীবন
তোমারে কহিনু দড়।
কহে চণ্ডীদাস পূরাহ লালস
নাগর আতুর বড়॥

টীকা

দ্রষ্টব্য:—পদটি পদকল্পতরুতে নাই, এবং কোন পুথিতেও আমরা প্রাপ্ত হই নাই, কিন্তু ইহা চণ্ডীদাসের ভণিতায় না-তে মুদ্রিত হইয়াছে। পূর্ব্বরাগের এই পালাতে দীন চণ্ডীদাস একজন সখী-সঙ্গে রাধাকে যমুনা-স্নানে পাঠাইয়াছেন (২১১ সং পদ দ্রষ্টব্য), কিন্তু এই পদের প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই "সখীগণের" উল্লেখ রহিয়াছে, এবং পদমধ্যে আছে—"সই, সে নব রমণী কে?" অর্থাৎ কৃষ্ণ যেন রাধাকে চিনেন না, তাই কোন সখীকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিন্তু পালার প্রারম্ভেই সুবল কৃষ্ণকে রাধার পরিচয় দিয়া দিয়াছেন, অতএব এই জাতীয় উক্তি সামঞ্জস্য-বর্জ্জিত। পদটি পূর্ব্বে এই পালার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, পরবর্ত্তী কালে সংযোজিত হইয়াছে।

পঙ্—১-২। তু°—"সহচরি মেলি, চললি বররঙ্গিণি, কালিন্দি করই সিনান" (তরু, ২০৪ সং পদ)।

৩। তু°—"বদন-কমলে, ভ্রমরা বুলয়ে" (নী—১০ সং পদ)।

৫-৮। নায়িকার রূপে যেন অলঙ্কারের মণি-মাণিক্যাদির বর্ণ মলিন করিয়া দিয়াছে।

---

[৭৩৫]

তুড়ি

কনক বরণ কিয়ে দরপণ
নিছনি লই[১] যে[১] তার।
কপালে[২] ললিত[৩] চাঁদ সুশোভিত[৪]
সিন্দূর[৫] অরুণ-ফার[৬] ॥
সই, কিবা সে মুখের হাসি।
হিয়ার[৭] ভিতরে কাটিয়া পাঁজরে
মরমে রহল পশি ॥ ধ্রু ॥
হিয়ার[৭] উপর মণিময় হার
গগনমণ্ডল হেরু[৮]।
কুচযুগ গিরি কনয়া[৯] কঠোরি[৯]
উলটি[১০] পড়য়ে মেরু[১১] ॥
উরু[১২] যে লম্বিত কাম যে স্তম্ভিত[১২]
হেরিয়ে[১৩] নিতম্বে তার[১৩]।
যেন[১৪] বনফুল হেরি যে দুকুল[১৪]
জলদ-সোঙরি[১৫]-ধার ॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী-আদেশে[১৬]
হেরিয়া নয়ান[১৭]-কোণে।
জনম সফলে যমুনার[১৮] কুলে[১৮]
মিলায়ল[১৯] কোন জনে[১৯] ॥

নী—১৫ ; তরু, ২০৬ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৬, ২৯৭, ২৩৮৯

১-১। না দিয়ে, ২৯১, ২৯২ ; জাইত্র, ২৯৭ ; লইঞা, ২৩৮৯ ; দিয়ে যে, নী, তরু।

২। কপল, ২৯২ ; কপোল, ২৯১, ২৯৬

৩। লোলিত, ২৯১, ২৯২, ২৯৬

৪। শোভিত, নী ; যে শোভিত, তরু, ২৯২

৫। সুন্দর, নী, তরু, ২৯১, ২৯৬

৬। আর, নী, তরু ; ভার, ২৩৮৯

৭। গলার, নী, তরু, ২৯১, ২৯২

৮। হেরি, ২৯১

৯-৯। কনক গাগরি, নী, তরু, ২৯২, ২৯৬

১০। উলসি, ২৯১ ১১। সুমেরি, ২৯১

১২-১২। গুরু যে উরুতে লম্বিত কেশ, নী ; উরজে উরুতে লম্বিত কেশ, তরু ; °সম্বিত, ২৯১

১৩-১৩। হেরি যে সুন্দর ভার, নী ; হেরিয়ে সুন্দর তার, তরু, ২৯১, ২৯৬ ; হেরি যে লম্বিত তার, ২৯২, ২৩৮৯

১৪-১৪। বহিয়া দুকূল, বরণের ফুল, নী ; চরণের ফুল, হেরি যে দুকূল, তরু ; চরণ যুগল, হেরিয়া দুকূল, ২৯১ ; চরণ কুল, হেরি দুকুল, ২৯২

১৫। শোভিত, নী, তরু।

১৬। আভাসে, ২৩৮৯

১৭। নখের, নী, তরু, ২৯১, ২৯২, ২৯৬, ২৯৭

১৮-১৮। বিহি আনি দিল, নী ; পায়া পুণ্যফলে, সকল পুথি।

১৯-১৯। এমন কোন বা জনে, নী।

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এই পদটিও সখী-সম্বোধনে রচিত হইয়াছে, অতএব এই পালাতে ইহার স্থান নাই।

পঙ্‌-১-২। সুমার্জ্জিত গৌরবর্ণা নায়িকার অবয়বে স্বর্ণ-মুকুর-সাদৃশ্য অনুভূত হয়, ইহার নিছনি বা বালাই লইতে বাসনা জন্মে।

৩-৪। কপালে চন্দনবিন্দু চন্দ্রবৎ, এবং সিন্দুর-ফোঁটা অরুণের আকৃতিবিশিষ্ট। ফার=বিস্তার। তু°—বি-স্ফর ধাতু হইতে বিস্ফার=বিস্তার।

১১। তু°—"পালটি বৈঠায়ল কনক কটোরা" (তরু, ২০৯ সং পদ)। সুমেরুর সহিত উপমা—তু°—"সুমেরু-শিখর জিনি" (৭৩৩ সং পদ)।

১২-১৩। "কবিকর ধারা" (৭৩৬ সং পদ) নায়িকার উরুদ্বয় দীর্ঘায়ত ; কামদেব নিজের রথচক্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নায়িকার নিতম্বচক্র দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছেন।

১৪-১৫। নায়িকার ওড়নায় এমন নিপুণতার সহিত পুষ্পাদি খচিত আছে যে, দেখিলেই মনে হয় যেন

বনফুল সকল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, অথবা—ইহা তদ্বৎ নির্ম্মল এবং রমণীয়, আর ঐ ওড়নার পাড় এমন গাঢ় নীলবর্ণ যে, দেখিলেই জলদবর্ণের কথা মনে করাইয়া দেয়।

---

[৭৩৬]

তুড়ি।

"কাঞ্চন-বরণী কে বটে সে ধনী
ধীরে ধীরে চলি যায়।
হাসির ঠমকে চপলা চমকে
নীল শাড়ী শোভে গায়॥
দেখিতে বদন মোহিত মদন
নাসাতে দুলিছে দুল।
সুবিশাল আঁখি মানস ভাবিয়া
ছুটিছে মরালকুল॥
আঁখি-তারা দুটি বিরলে বসিয়া
সৃজন করেছে বিধি।
নীল পদ্ম ভাবি লুবধ ভ্রমরা
ছুটিতেছে নিরবধি॥
কিবা দন্ত-ভাঁতি মুকুতার পাঁতি
জিনিয়া কুন্দক কুঁড়ি।
সীঁতায় সিন্দূর জিনিয়া অরুণ
কানে কর্ণবালা ঢেঁড়ি॥
শ্রীফল-যুগল যিনি কুচযুগ
পাতলা কাঁচলি তাহে।
তাহার উপর মণিময় হার
উপমা কহিব কাহে॥
কেশরী-জিনি কৃশ মাঝাখানি
মুঠে করি যায় ধরা।
গজ-কুম্ভ জিনি নিতম্ব বলনি
উরু করি-কর পারা॥
চরণ-যুগল জিনিয়া কমল
আলতা রঞ্জিত তায়।
মবু মন তাহে কাহে না ভুলব
মদন মরছা পায়॥
কাহার নন্দিনী কাহার রমণী
গোকুলে এমন কে।
কোন্ পুণ্যফলে বল বল সখা
সে রামা পাইল সে॥"
চণ্ডীদাস বলে— "ভেব না ভেব না
ওহে শ্যাম গুণমণি।
তুমি যে তাহার সরবস ধন
তোমারি আছে সে ধনী॥"

টীকা

পঙ্—৭-৮। নায়িকার সুবিস্তৃত চক্ষুর উপরে রাজহংসাকৃতি অলকাবলী দুলিতেছে, অথবা তদ্রূপ চিত্রপুষ্পাদি রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, যেন মরালগণ মানসসরোবর ভ্রমে তাহাতে ক্রীড়া করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

৯-১২। তু'—"ব্রহ্মা নীলোৎপলের পাঁচ ছয়টা পাতা ফেলিয়া দিয়া সে স্থানের নীলভাগ নিয়া নয়নযুগলের তারা দুইটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন" (নৈষধ, ৭।৩১)।

---

[৭৩৭]

* * * *
" স্থির মান ভাই আপন চিত্ত॥
তাহারে মিলাব তোমার সঙ্গ।
তবে মোর নাম……রঙ্গ॥"
একথা শুনিতে হরষ কানু।
পুলক হইল সকল তনু॥
" তাহারে হেরিতে ভৈগেলুঁ ভোর।
সুখের অবধি নাহিক ওর॥

তৈখনে পড়িল অঙ্গের ধড়া।
বিথার হইল মাথার চূড়া॥
নূপুর পড়িল ধরণীতলে।
এসব বচন কহিল তোরে॥"
চণ্ডীদাস বলে চরণতলে।
সুবল ইহার জানিল মূলে॥ ১৮৬১॥

দ্রষ্টব্য:—ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথির ১৮৬১ সং পদ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাধার রূপ বর্ণনার পরে সুবলের উক্তি রহিয়াছে।

---

[৭৩৮]

ধানশী

"হেদে হে সুবল সখা আচম্বিতে দিল দেখা
চিত্রের পুতলি হেন বাসি।
কিবা সে অঙ্গের ভঙ্গী কনক পুতলি রঙ্গী
মন্দ মধুর কৈল হাসি॥
সে কথা পড়িল মনে আমার মরমে জানে
কুটিল নয়ন কর বাঁকা।
দেখিতে তাহার রঙ্গ অবশ করিল অঙ্গ
শুন ভাই মরমের সখা॥
সে হইতে তনু মোর মদনে হইল ভোর
প্রাণ মোর স্থির নাহি মানে।
তোমারে কহিল এহ বিচার করিয়া কহ
বেদনা কহিল তোর স্থানে॥"
হাসিয়া সুবল কয়— "শুন তুয়া রসময়,
রসিক নাগরী দিব আনি।
তবে সে আমার নাম সুবল বলিয়া গান (?)
নিসন্দে জানিহ তুমি॥"
কালিয়া নাগর কহে— "সকলি কহিল তোহে
মরম সরম সব কথা।
বুঝিয়া যে কর তুমি কি আর বলিব আমি
বড়ই হইল হিয়ার বেথা॥"
"ভাল, ভাল," বলি কহে অতি স্নেহ প্রেমমোহে
"চল ভাই নিজ ঘরে যাই।"
সুবল সংহতি যাই নন্দের মন্দিরে আই
দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস গাই॥ ১৮৬২॥

---

[৭৩৯]

তুড়ি রাগ

কহেন সুবল তবে মধুর বচন।
"ইহার বিচার ভাই কহিব এখন॥"
নিভৃতে বসিল গিয়া কৃষ্ণের সঙ্গতি।
সুবল কহেন—"কিছু শুন যদুপতি॥
বৃখভানুপুরে যাব একটি বিচার।"
মনে মনে কহি বাক্য রচিলা সুসার॥
"যাইব তথায় যদি শুন বনমালী।
ইহার বচন কিছু নিবেদন করি॥
ধরিব কনহু ছলা, হব পাটদার।
তবে বৃখভানুপুরে করিয়া সুসার॥
নানা অবতার লিখ মৎস্য কূর্ম্ম আদি।
বরাহ নৃসিংহরূপ এই বিবিধ॥
লিখিব বাউন.........তি রাম।
ভৃগুরাম বলরাম লিখিব অনুপাম॥
শ্রীনন্দ যশোদা লিখি তরুলতা।
নানামত জীব হাথে লিখিয়ে সর্ব্বথা॥
পশ্চাতে লিখিয়ে রূপ নবঘন শ্যাম।
চতুর মুরলী ধরি বেশ অনুপাম॥

সেই চিত্রপট দেখাইব সভা শেষে।
পট দেখি মুগধ হরষ হয় যিসে ॥
এই তন্ত্র মন্ত্র করিব *সাই রাধা।
ইহাতে অন্যথা নহে না করিব বাধা ॥"
দীন চণ্ডীদাস বলে অনুমানি।
চিত্রপট দেখি যেন লাগয়ে মোহিনী ॥১৮৬৩॥

টীকা

দ্রষ্টব্য :—পালার প্রথমভাগে সুবল বাজিকর বেশে গিয়াছিলেন, এখন পুনরায় পাটদার (পটকার, পটুয়া) হইয়া যাইতেছেন।

পঙ্—১৩। বাউন—বামন

---

[৭৪০]

শ্রীনট

"ভাল, ভাল," বলি নাগর-শেখর
সুবল পানেতে চায়।
"লিখ চিত্রপট হইয়া নিকট
মোর মনে হেন ভায় ॥"
আনিয়া কাগত পট করি যুত
যাহার উপমা নহে।
আনি তুলিকাঠি লিখিতে লাগল
অতি সে সুবল মোহে ॥
নানা অবতার মৎস্য কূর্ম্ম আদি
নানা তরু জীব করি।
নানা পক্ষিগণ লিখিল তৈখন
তাহা কি কহিতে পারি ॥
মৎস্য কূর্ম্ম আর নৃসিংহ অবতার
বরাহ মূরতি সারা।
বামন শ্রীরাম আর ভৃগুরাম
রোহিণী-নন্দন পারা ॥
তিন রাম রূপ লিখিলা স্বরূপ
শ্রীনন্দ যশোদা আদি।
তরুলতা যত লিখিলা বেকত
আর সে যমুনা নদী ॥
নানা পক্ষিগণ লেখিলা তৈছন
নানা জীব করি মেলা।
চণ্ডীদাস বলে অতি অপরূপ
আনন্দ রসের খেলা ॥১৮৬৪॥

দ্রষ্টব্য :—পূর্ব্বে বেশ ধারণ করিয়া এইসকল মূর্ত্তি রাধাকে দেখাইয়াছিলেন, এখন চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া দেখাইবেন।

---

[৭৪১]

ধানশ্রী

তবে আর পট লিখিলা নিকট
নব ঘন শ্যামরূপ।
দেখিতে কি দেখি পিছলিয়ে আঁখি
আনন্দ রসের কূপ ॥
জলদ-বরণ যেন নব ঘন
চরণে নপুর দিল।
নখচন্দ্র দশ যেন শশধর
অতি সে উজর ভেল ॥
রতন নপুর চরণ উপর
সোনার বসন সাজে।
কটি মাঝে কিবা ঘাঘর কিঙ্কিণি
কলহংস পারা বাজে ॥

সুনাভি গভীর অতি সে মধুর
কুন্দ কন্দর শোভা।
কুঞ্জর সোসর কুম্ভ পরিসর
তৈছন দেখিতে আভা॥
তাথে সুলেপন মলয় চন্দন
মৃগমদ তাথে সাজে।
সুগন্ধ পাইয়া অলিকুল যত
তাহাতে আসিয়া মজে॥
সুবাহু গঠন সুবল-মোহন
বলয়া বিরাজে ভাল।
কর দুটি যেন হিঙ্গুল সমান
দশ চান্দ শোভে তার॥
……পদক করে ঢল ঢল
বনমালা শোভে তায়।
শ্রবণে মকর কুণ্ডলে শোভিত
যেন দীন………॥১৮৬৫॥

দ্রষ্টব্য:—শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ রূপবর্ণনা পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক পদেই রহিয়াছে।

ইহার পরে ৩৭টি পদ পাওয়া যায় নাই। এই সকল পদে সুবলের পটুয়া হইয়া বৃষভানুপুরে গমন, এবং রাধাকে সূর্য্যপূজাছলে বৃন্দাবনে আনিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলন সংঘটন করান প্রভৃতি ঘটনা বিবৃত হইয়াছিল। ইহার পরে মিলনের পরবর্ত্তী ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

---

[৭৪২]

… … দোহে সে পুলক
অতি সে আনন্দ পায়ে॥
চলল সুন্দরী যেথা সহচরী
সুবল যেখানে আছে।
নবোঢ়া মিলন হইল তখন
মিলি বিনোদিনী কাছে॥
সুবল জানল সকল মরম
চিত্তের আনন্দ বড়ি।
চণ্ডীদাস তাথে আনন্দ অপার
সুবল চরণে পড়ি॥১৯০৩॥

---

[৭৪৩]

শ্রীরাগ

চলল যমুনা-সিনান আশে।
সহচরিগণ রাধারে পুছে॥
"দেখিলে বনের দেবতা কৈছে।
কেমন বরণ ভূষণ তৈছে॥
কেমন মূরতি কহ না রাধে।
কত সুখ কৈলে মনের সাধে॥
কেমন দেবতা কোন বা স্থান।
কেমন মূরতি কি তার নাম॥"
রাধা কহে তবে সভার আগে।
"শুনহ শ্রবণে ঐছন রাগে॥
পূজল নৈবেদ্য সুগন্ধ ফুলে।
তিঁহ সে থাকেন বটের মূলে॥
… … …মুরতি কায়া।
দেখিতে না পাই কনহুঁ ছায়া॥
যখন পূজল নৈবেদ্য ফুলে।
… … …ঘনে বুলে॥
শব্দ শুনিতে কাঁপল দেহ।
না দেখি মুরতি শব্দ এহ॥
… … …দেখি রূপ।
উঠিল লহরি ভয়ের কূপ॥
তরাসে এ অঙ্গ শৈবাল ফুলে।
… … …যেমন টলে॥

…   …মোর অঙ্গ তৈছন হয়।
বড়ই অন্তরে লাগল ভয় ॥
বন…   …   …কানে।
নাহিক মূরতি কহিল মনে ॥”
কহে রসবতি সুন্দরী রাধা।
“পূজল সেখানে করিয়া সাধা ॥
একেলা গেলড়ি দেবের স্থানে।
তোমরা এখানে রহিলে কেনে ॥”
কহে সহচরী রাধার পাশে।
“কহিলা সুবল আমার কাছে ॥
আন জন গেলে দেবের ক্রোধ।
আমরা পাই সে মনের বোধ ॥
তেই সে না গেলুঁ তোমার সাথে।
আমরা রহিলুঁ এই সে পথে ॥”
হাসি রসবতি নবীন রাই।
দীন চণ্ডীদাস এগুণ গাই ॥১৯০৪॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদ পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, রাধা সখীগণের সঙ্গেই আসিয়াছিলেন, কিন্তু সুবলের চক্রান্তে একেলা পূজার জন্য বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

---

[৭৪৪]

তুড়ি রাগ

সহচরী বলে-“ভালে শুন নবরামা।
না দেখ মূরতি রতি বনচারী নামা ॥”
একথা শুনিয়া রাধা হাসিতে লাগল।
“বনচারী দেবে কতি দেখিতে না পাল্য ॥”
চলিলা যমুনা স্নানে সহচরী সনে।
স্নান করি রসবতী চলিলা ভবনে ॥
নিজ নিকেতনে গৌরী করিল পয়ান।
ভাবিতে লাগিল সেই রূপের আখ্যান ॥
নাগর বটের মূলে আছয়ে বসিয়া।
নবঘন পথ চাহি সুবল লাগিয়া ॥
হেনক সময়ে আসি সুবল মিলিল।
চিত্রপট কথা সকল কহিতে লাগিল ॥
নাগর হরষ বড় সুবলের বোলে।
আনন্দে সুবল লয়া করিলেন কোলে ॥
“তোমা হইতে মিলি রাধা অনেক যতনে।
বহুমূল্য হেম মণি দিলে তুমি দানে ॥
হে…মনি রত্ন কত খুজিলে সে পাই।
প্রাণ সমতুল বস্তু দিলে মোর ঠাঁই ॥
কিনিলে আমার মন প্রেমডোর দিয়া।
ইহাকে অধিক কিবা সুখী হইল পায়্যা ॥”
চণ্ডীদাস কহে কিছু করিয়া বিনয়।
পূর্ব্বরাগ সখা-উক্তি এই রস কয় ॥১৯০৫॥

---

[৭৪৫]

রাগ কাফি

কহিতে লাগিল তবে রাজা পরীক্ষিত।
“কহ কহ মুনিবর, আকর্ষিল চিত।
প্রেমরস কথা শুনি অমৃতের ধারা।
কোন্ প্রয়োজন উক্তি কহ মুনি সারা ॥”
“ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা নৈমিষারণ্যেতে।
গরুড়পুরাণ কথা শুনিলে তুরিতে ॥
ষাটি সহস্র মুনি শুনি কহে খগরাজ।
অষ্টাদশ পুরাণ কথা দেখি পাখ-মাঝ ॥
বিস্মিত হইলা ব্যাস দেখি পক্ষরাজ।
অষ্টাদশ পুরাণ লেখা পাখের সমাজ ॥

গরুড় পুরাণ কথা আর বৈবর্ত্ত।
বিষ্ণুপুরাণ কথা আর শ্রীভাগবত॥
চারিপুরাণ ঘাটি সখা-উক্তি হয়ে।
পূর্ব্বরাগ নবোঢ়ার কথা কহিলে নিশ্চয়ে॥
সুবল-মিলন আর পূর্ব্ব কথা শুনি।
নানা মত পুরাণ কথা রসতত্ত্ব আনি॥
শ্রীভাগবতে আছে সখার গণন।
রাধিকার নামতত্ত্ব পরম কথন॥
বিস্তার না কৈল ব্যাস রাখিলা গোপনে।
সাঁটিয়া সকল গ্রন্থ লেখিল যতনে॥"
এ ষট সম্বাদ কথা [অ] পূর্ব্ব কথন।
পিক সনে শুক পক্ষ কহেন বচন॥
পিক কহে—"শুনিলাও পূর্ব্বরাগ কথা।
সখা-উক্তি নবোঢ়ারস রতিগুণ-গাথা॥
আর কিছু কহ শুক শুনিয়ে শ্রবণে।
অমৃত-বচন-কথা শুনি একমনে॥"
শুক কহে—"শুন পিক আর এক শ্রেণি।
যুগল-মধুর-রস অমিয়ার কণি॥
*　　*　　*　　*
দীন চণ্ডীদাস কহে সমুদ্রের কণি॥১৯০৬॥

টীকা

দ্রষ্টব্য:—এইখানে পূর্ব্বরাগের পালা শেষ হইয়াছে। ইহার পরে যুগলমধুররসের বর্ণনা আরম্ভ হইবে।

পঙ্‌-১। পালার মধ্যে পরীক্ষিতের উল্লেখ পূর্ব্ববর্ত্তী ৬২ সং পদেও রহিয়াছে।

১৭-১৮। ভাগবতে সখাগণের কথা আছে, কিন্তু রাধিকার নাম নাই। কবি বলিতেছেন যে, ব্যাসদেব ইহা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-টীকাকারগণ ভাগবতের অনেক শ্লোকের ব্যাখ্যায় রাধার নামের উল্লেখ করিয়াছেন। কবি এখানে তাহারই ইঙ্গিত করিয়া থাকিবেন।

পূর্ব্বরাগের পরিশিষ্ট

দ্রষ্টব্য :—নী-তে শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ পর্য্যায়ে ৪৫ হইতে ৬৯ সংখ্যক ২৫টি পদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ১৮টি পদ পূর্ব্বেই এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ৭টি পদ এখানে সন্নিবিষ্ট হইল।

[৭৪৬]

বালা ধানশী

এ সখি সুন্দরি, কহ কহ মোয়।
কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ অবশ হোয়॥
অধর কাঁপয়ে তুয়া ছল ছল আঁখি।
কাঁপিয়া উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি॥
মৌন করিয়া তুমি কি ভাবিছ মনে।
এক দিঠি করি রহ কিসের কারণে॥
বড়ু চণ্ডীদাস কহে বুঝিলাম নিশ্চয়।
পশিল শ্রবণে বাঁশী অতত্ত্ব সে হয়॥

নী, ৪৮।

টীকা

পং—১-২। তু°—"প্রিয়সখি! অকারণে তোমার অঙ্গ বিবশ কেন?" (বিদগ্ধমাধব, ৬৬ পৃঃ।)

৩-৪। তু°—"তোমার লোচনযুগল হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইতেছে, তোমার নিশ্বাস স্তনাবরণ-বস্ত্রকে নৃত্য করাইতেছে, এবং রোমাঞ্চপুঞ্জ তোমার মূর্ত্তিকে কণ্টকিত করিতেছে।" (ঐ, ৬৯-৭০ পৃঃ।)

৭-৮। তু°—"নিশ্চয় ইনি শ্রীকৃষ্ণের বংশীকা কর্ত্তৃক দংশিতা হইয়াছেন।" (ঐ, ৬৯ পৃঃ।) অতত্ত্ব—মূলে আছে "তা নূণং" (সং—তন্নূনং), ইহারই বাঙ্গালা "অতএব, নিশ্চয়।" এইজন্য নচ-ধৃত পাঠ "অতএ" হইতে পারে (ঐ, ৫৩ পৃঃ)। "এতত্ত্ব" পাঠও সম্ভবপর।

দ্রষ্টব্য :—বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছে এই পরিকল্পনা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-বহির্ভূত। অতএব এই পদটি বড়ু চণ্ডীদাসকে আরোপ করা যায় না। বিশেষতঃ উদ্ধৃত টীকা পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, পদটি বিদগ্ধমাধব নাটকের ভাব লইয়া রচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে এইরূপে কতকগুলি পদে যে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা আরোপিত হইয়াছে, ইহা তাঁহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

---

[৭৪৭]

তুড়ি

অঙ্গ পুলকিত মরম সহিত
অঝরে নয়ন ঝরে।
বুঝি অনুমানি কালারূপখানি
তোমারে করিয়া ভোরে॥
দেখি নানা দশা অঙ্গ যে বিবশা
না হত এমন ভারে।
সে বড় নাগর গুণের সাগর
কিবা না করিতে পারে॥

শুন শুন রাই কহি তব ঠাঁই
ভাল না দেখি যে তোরে।
সতী কুলবতী তুয়া যে খেয়াতি
আছয় গোকুলপুরে॥
ইহাতে এখন দেখি যে কেমন
নাহি লাজ গুরুতরে।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম-নবরসে
বুঝিলে বুঝিতে নারে॥

নী, ৫৩।

টীকা

পঙ্—১-২। পূর্ব্ববর্ত্তী পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩-৪। তু°—"বোধ হয় মাধবমাধুর্য্য তোমার শ্রবণের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে।" (বিদগ্ধমাধব, ৭০ পৃঃ।)

৯। বিদগ্ধমাধবে পৌর্ণমাসী এই ভাবেই রাধাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যথা—"বাছা! কিছু জিজ্ঞাসা করি।" (ঐ, ১০২ পৃঃ।)

১০। তু°—"এমত দুঃসাহস-বিষয়ে মতি করিতেছ কেন?" (ঐ)

১১-১২। তু°—"গোকুলমধ্যে সুচরিত্রা বলিয়া তোমার কথা প্রসিদ্ধ আছে।" (ঐ)

১৩-১৪। তু°—"তুমি কি বন্ধুজনের সমীপে লজ্জিত হইবে না?" (ঐ)

দ্রষ্টব্য :—এই পদেও বিদগ্ধমাধব নাটকের ভাবসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

---

[৭৪৮]

সুহই

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া[১] ফেলি কি মাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে প্রাণে॥[২]

সখি হে, নিশ্চয় করিয়া[৩] কহি তোরে।
হাহা কুলাঙ্গনা-মন গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ
যাহে হেন দশা হৈল মোরে॥ ধ্রু।

শুনিয়া ললিতা কহে— "অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলী-ধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলা তুমি বিমোহনে
রহ নিজ চিত্তে ধরি থেহ।[৪]"

রাই কহে—"কেবা হেন[৫] মুরলী বাজায় যেন[৬]
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে সব তনু
প্রতি[৭] তনু শীতল করিয়া।[৭]

অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায় আমার মতি
বিচারিতে[৮] না পাইয়ে[৮] ওর॥"

নী—৬৩; তরু, ১৪২

১ ছিনিয়া, নী ২ মনে, ঐ ৩ কহিয়া, ঐ
৪ স্নেহ, তরু ৫ কেন, নী ৬ হেন, ঐ
৭-৭ শীতল করিয়া মোর হিয়া, ঐ
৮-৮ চণ্ডীদাস ভাবি না পায়, ঐ।

দ্রষ্টব্য :—বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধার পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছিল, এই পরিকল্পনা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই, দীন চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগের পালাতেও নাই, অথচ

বিদগ্ধমাধবে রহিয়াছে। যদুনন্দন দাসের অনুবাদেও তাঁহার ভণিতায় পদটি পাওয়া যাইতেছে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পরবর্ত্তীকালে ইহাতে চণ্ডীদাসের ভণিতা আরোপিত হইয়াছে। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তরুর ভূমিকায় ইহার নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন (ঐ, ১০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

টীকা

পঙ্—১-৪। কদম্বের বন হইতে অকস্মাৎ একটি শব্দ উত্থিত হইয়া আমার কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে. তদ্দ্বারা আমি এক অনির্ব্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। (বিদগ্ধমাধব, ৬৭ পৃঃ।)

৬-৭। এই শব্দ যুবতীগণের ধৈর্য্যরূপ ভুজঙ্গসঙ্গদমন বিষয়ে গরুড়-সদৃশ। (ঐ, ৭১ পৃঃ।)

৮-৯। ললিতা বলিলেন—সখি! ইহা অন্য কোন শব্দ নহে, মুরলীর শব্দ। (ঐ, ৬৭ পৃঃ।)

১৪-১৭। সখি! এ হিম নয়, কিন্তু হিমের ন্যায় কম্পিত করিতেছে; এ তাপ নয়, কিন্তু উষ্ণতা ধারণ করিতেছে। (ঐ, ৬৮ পৃঃ।)

---

[৭৪৯]

কামোদ

স্বজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজকুলনন্দন হরিল আমার মন
ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরুমূলে ॥
গোকুলনগর মাঝে আর যে রমণী আছে
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা ॥
মল্লিকাচম্পকদামে চূড়ার টালনি বামে
তাহে শোভে ময়ূরের পাখে।
আশে পাশে চলে ধেয়ে সুন্দর সৌরভ নিয়ে
অলি উড়ে পড়ে লাখে লাখে।
সে শিরে চূড়ার ঠাম কেবল যৈছন কাম
নানা ছাঁদে বাঁধে পাক মোড়া।
সে শিরে বেনানিজালে নব গুঞ্জামণিমালে
চঞ্চল চাঁদপরে পারা ॥
পায়ের উপরে থুয়ে পা কদম্ব-হেলন গা
গলে দোলে মালতীর মালা।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় না হইল পরিচয়
রসের নাগর বড় কালা ॥

নী, ৫৭।

---

[৭৫০]

সুহই

না যাইও যমুনার জলে তরুয়া কদম্বমূলে
চিকণ কালা করিয়াছে থানা।
নবজলধর রূপ মুনির মন মোহে গো
তেঁই জলে যেতে করি মানা ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ভাতি রহিয়া মদন জিতি
চাঁদ জিতি মলয়জ ভালে।
ভুবনবিজয়ী মালা মেঘে সৌদামিনী কলা
শোভা করে শ্যামচাঁদের গলে ॥
নয়ানকটাক্ষ ছাঁদে হিয়ার ভিতরে হানে
আর তাহে মুরলীর তান।
শুনিয়া মুরলার গান ধৈরজ না ধরে প্রাণ
নিরখিলে হারাবি পরাণ ॥
কানড়া কুসুম যিনি শ্যামের বদনখানি
হেরিবে নয়ানের কোণে যে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে চাহিয়া গোবিন্দপানে
পরাণে বাঁচিবে সখি কে ॥

নী, ৬৪।

---

[৭৫১]

বিভাষ

সেই কোন বিধি আনি সুধানিধি
থুইল রাধিকা নামে।
শুনিতে যে বাণী অবশ তখনি
মুরছি পড়ল হামে ॥
সই, কি আর বলিব আমি।
সে তিন আঁখর কৈল জর জর
হইল অন্তরগামী ॥
সব কলেবর কাঁপে থর থর
ধরণ না যায় চিত।
কি করি কি করি বুঝিতে না পারি
শুনহ পরাণ-মিত।
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
সেই যে নবীন বালা।
তার দরশনে বাড়িল দ্বিগুণে
পরশে ঘুচব জ্বালা ॥

নী, ৬৬।

দ্রষ্টব্য :—এই পদটির ৫ম পঙ্ক্তিতে "সই" এবং ১১শ পঙ্ক্তিতে "পরাণমিত" সম্বোধন রহিয়াছে বলিয়া পাঠ সন্দেহজনক। পদটি বড়ু চণ্ডীদাসের কল্পনার বহির্ভূত।

---

[৭৫২]

সুহই

হেদে লো সুন্দরি প্রেমের আগরি
শুনহ নাগর-কথা।
নিকুঞ্জে আসিয়া তোহারি লাগিয়া
কাঁদিয়ে আকুল তথা ॥
রাই রাই করি ফুকারি ফুকারি
পড়ই ভূমির তলে।
ধরি মোর করে কহয়ে কাতরে
কেমনে সে ধনী মিলে ॥
রাই, অতএ আইনু আমি।
কানুর পিরিতি যতেক আরতি
যাইলে জানিবা তুমি ॥
প্রেম-অমিয়া বাড়াও উহারে
তোহারে কে করে বাধা।
চণ্ডীদাস কহে রাখি কুলশীল
পূরাহ মনের সাধা ॥

নী, ৬৭।

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এই পদে জয়দেবের গীতগোবিন্দের কয়েকটি শ্লোকের ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে।

পঙ্—১-৬। তু°—"মনোহর বাস-ভবন পরিত্যাগ করিয়া তিনি এখন বনবাস আশ্রয় করিয়াছেন, আর ভূমিশয্যায় লুণ্ঠিত হইতেছেন, এবং সর্ব্বদা তোমার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক পরিতাপ করিতেছেন।" (গীতগোবিন্দ, ৫।৫।)

৭-৮। তু°—"হে প্রিয়সখি! তুমি শ্রীমতী-সমীপে গমন করিয়া আমার অনুনয় জ্ঞাপন কর, এবং তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস।" (ঐ, ৫।১।)

শ্রীকৃষ্ণের সখী-সম্বোধনে রচিত পদগুলি গীতগোবিন্দের প্রভাবজাত, কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও দীন চণ্ডীদাসের পূর্ব্ব-রাগের পালায় এই পরিকল্পনা নাই, কিন্তু গীতগোবিন্দে রহিয়াছে।

যুগলমধুররস

প্রথম পল্লব

প্রবেশিকা

পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৪৫ সং পদে দেখা যায় যে, কবি "যুগলমধুররসের" বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, আর তাহার পরবর্ত্তী পদটিও "অথ বিপ্রলম্ভ" পরিচয়ে আরম্ভ হইয়াছে (৭৫৩ সং পদ দ্রষ্টব্য)। এইভাবে বিপ্রলম্ভের উল্লেখে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, কবি যুগলমধুররসের একটিকে বিপ্রলম্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা হইলে এই যুগলের অপরটি কি? রসশাস্ত্রে মধুররসকে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ভেদে দ্বিবিধ বলা হইয়াছে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কবি এখন বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ পর্য্যায়ে মধুররসের বর্ণনা আরম্ভ করিতেছেন। যুগলের (অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের) মধুররস, এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও বিপ্রলম্ভ এবং সম্ভোগই লক্ষিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বিপ্রলম্ভ, যথা—

যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে॥
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ॥
(উজ্জ্বলনীলমণি, ৮৩৫ পৃঃ।)

অর্থাৎ—"নায়কনায়িকাদ্বয়ের অযুক্ত এবং যুক্ত সময়ে পরস্পর অভিমত আলিঙ্গনচুম্বনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব প্রকটিত হয়, তাহাকে বিপ্রলম্ভ বলে। ইহা সম্ভোগের পুষ্টিকারক।" বিপ্রলম্ভ কেবল যে সম্ভোগপোষক তাহা নহে, ইহা "নিরবধিচমৎকারসমর্পকত্বেন সম্ভোগপুঞ্জময় এব।" অতএব সম্ভোগ অপেক্ষা বিপ্রলম্ভে আনন্দোল্লাসাদি অধিকতর অনুভূত হইয়া থাকে। এই জন্যই বলা হইয়া থাকে—

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥
(পদ্যাবলী, ২৪০ সং শ্লোক।)

উজ্জ্বলনীলমণিতে পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস ও প্রেমবৈচিত্ত্য ভেদে বিপ্রলম্ভ চারি প্রকার বলা হইয়াছে, যথা—

পূর্ব্বরাগস্তথা মানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যমিত্যপি।
প্রবাসশ্চেতি কথিতা বিপ্রলম্ভশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
(ঐ, ৮৩৭ পৃঃ।)

কিন্তু সাহিত্যদর্পণে প্রেমবৈচিত্ত্যের পরিবর্ত্তে "করুণের" উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

স চ পূর্ব্বরাগ-মান-প্রবাস-করুণাত্মকশ্চতুর্দ্ধা স্যাৎ।
(ঐ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।)

সকল প্রাচীন রসশাস্ত্রেই করুণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, প্রেমবৈচিত্ত্যের নাম পাওয়া যায় না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, করুণের স্থানে প্রেমবৈচিত্ত্যের

পরিকল্পনা বৈষ্ণবগণ করিয়াছেন। শৃঙ্গারবীর-করুণাদি ভেদে যে নয় প্রকার (মতান্তরে আট ও দশ) কাব্যরস নির্দ্দেশিত হয়, তদন্তর্গত করুণের সহিত বিপ্রলম্ভের করুণের পার্থক্য রহিয়াছে। করুণবিপ্রলম্ভ সম্বন্ধে বলা হয়—

যূনোরেকতরস্মিন্ গতবতি লোকান্তরং পুনর্লভ্যে।
বিমনায়তে যদৈকস্তদা ভবেৎ করুণবিপ্রলম্ভাখ্যঃ॥
(সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিঃ।)

অর্থাৎ—নায়ক-নায়িকার মধ্যে একজনের মৃত্যু হইলে তাহার জন্য অপরের আক্ষেপে করুণবিপ্রলম্ভ হয়, যদি ঐ মৃত ব্যক্তি পরে পুনর্জীবিত হয়, নতুবা করুণ কাব্যরস হয় মাত্র। অতএব রূপ-গোস্বামী কেবল যে করুণবিপ্রলম্ভের স্থানে প্রেম-বৈচিত্ত্যশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নহে, এই নূতন শব্দটি তিনি বিশিষ্টার্থেও প্রয়োগ করিয়াছেন, কারণ উজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার নিম্নলিখিত প্রকার সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়—

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥
(ঐ, ৯১২ পৃঃ।)

অর্থাৎ—প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ প্রিয়ব্যক্তির সন্নিধানে অবস্থিত হইয়াও বিচ্ছেদভয়ে যে পীড়ার অনুভব হয়, তাহার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য। ইহাতে নায়কনায়িকার মৃত্যু বা পুনর্জ্জীবিত হওয়ার কোন কথাই নাই। অতএব প্রেমবৈচিত্ত্যের এই নূতন পরিকল্পনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিজস্বই বলিতে হইবে। পরবর্ত্তী কালে এই প্রেমবৈচিত্ত্যের আক্ষেপ এবং করুণবিপ্রলম্ভের আক্ষেপ হইতে আক্ষেপানুরাগের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। উজ্জ্বলনীলমণির বহরমপুর সংস্করণের শেষ-ভাগে চতুঃষষ্টিরসবিবৃতিতে প্রেমবৈচিত্ত্যের প্রকার-ভেদে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, সখীর প্রতি, নিজের প্রতি প্রভৃতি আট রকমের আক্ষেপের উল্লেখ রহিয়াছে। আবার পদকল্পতরুর তৃতীয় শাখার একাদশপল্লবে আক্ষেপানুরাগ-ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—"স এব নানাবিধো যথা—

কৃষ্ণঞ্চ মুরলীঞ্চৈবমাত্মানঞ্চ সখীন্ প্রতি।
দূত্যাং ধাতরি কন্দর্পে তথা গুরুগণাদিষু।"

অতএব প্রেমবৈচিত্ত্য এবং আক্ষেপানুরাগ যে পরবর্ত্তী কালে অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৮৯ সংখ্যক পুথির ১৯০৬ সং পদে (পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৪? সং পদ দ্রষ্টব্য) যুগলমধুররস বর্ণনার প্রসঙ্গ রহিয়াছে। তৎপরে "অথ বিপ্রলম্ভ, উল্লাস" পরিচয়ে ১৯০৭ সং পদ (পরবর্ত্তী ৭৫৩ সং পদ দ্রষ্টব্য) আরম্ভ হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, ইহা বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত প্রেমবৈচিত্ত্যের পদ (পরবর্ত্তী পদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। ইহার পরে প্রায় ৯২টি পদ পাওয়া যাইতেছে না। তৎপরে ১৯৯৯ হইতে ২০০২ সংখ্যক যে চারিটি পদ পাওয়া যাইতেছে তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, ইহারা আক্ষেপানুরাগের পদ (পরবর্ত্তী ৭৫৪-৭?৭ সং পদ দ্রষ্টব্য)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দীন চণ্ডীদাসের বৃহৎ কাব্যগ্রন্থে প্রেমবৈচিত্ত্য এবং আক্ষেপানুরাগেরই শতাধিক পদ ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে নীলরতনবাবুর সম্পাদকতায় চণ্ডীদাসের যে পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ২৫০-৩৯১ সং পদ পর্য্যন্ত ১৪২টি পদ আক্ষেপানুরাগ-পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই

পদগুলি "নায়ক-সম্বোধনে" (অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ), "সখী-সম্বোধনে" (অর্থাৎ সখীর প্রতি আক্ষেপ), বংশীর প্রতি আক্ষেপ, পিরীতির প্রতি আক্ষেপ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়-বিভাগে সজ্জীভূত রহিয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি পদ সন্দেহজনক এবং অন্য কবির রচিত হইলেও যথোচিত পাদ-টীকার সহিত তাহাদিগকে এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইল। তরুতে আক্ষেপানুরাগ পর্য্যায়ে ৭৯৯ হইতে ৯৯২ সংখ্যক ১৭৪টি পদ রহিয়াছে, তন্মধ্যে ৬৩টি পদে চণ্ডীদাস ভণিতা পাওয়া যায়। সমগ্র তরুতে চণ্ডীদাস ভণিতার পদ ১১৮টি মাত্র। অতএব ইহার অর্দ্ধাধিক পদই আক্ষেপানুরাগের পর্য্যায়ভুক্ত।

এই অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, এখানে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পালাগান রচনার সুযোগ নাই। কবি এক একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পদ রচনা করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভণিতার গোলমাল প্রধানতঃ এই স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ধারাবাহিক পালাগানে অন্য কবির পদ সন্নিবিষ্ট করা সকল সময়ে সম্ভবপর হয় না, কিন্তু বিচ্ছিন্ন পদ-সমষ্টিতে ইহা সহজেই করা যাইতে পারে। আক্ষেপানুরাগের পদাবলীতেও এই জন্য বড়ু আদি, কবি প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত চণ্ডীদাসের পদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী সংগ্রহকারগণ কোথা হইতে পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা লিখিয়া রাখিয়া গেলে, চণ্ডীদাসসমস্যা এইরূপ জটিলাকার ধারণ করিত না।

কিন্তু ভণিতা যে ভাবেই থাকুক না কেন, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, বড়ু চণ্ডীদাস কখনও প্রেমবৈচিত্ত্য বা আক্ষেপানুরাগের নিশানা দিয়া পদ রচনা করিতে পারেন না, কারণ ঐ শব্দ দুইটি পরবর্ত্তীকালে সৃষ্ট এবং ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব এই অধ্যায়ে বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতার পদ পাইলে তাহা বিচার করিয়া গ্রহণ করা উচিত। প্রধানতঃ দুই কারণে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ এই অধ্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে। প্রথমতঃ দীন চণ্ডীদাস বড়ু চণ্ডীদাসের অনুকরণে পদ রচনা করিতে পারেন, কিন্তু তাহা অনুকরণই, বড়ু চণ্ডীদাসের পদ নহে। অতএব ভাবসাদৃশ্য দেখিলেই তাহা বড়ু চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত নয়, যেমন এই গ্রন্থের ৪৬৩ সং পদকে বিদ্যাপতির পদ বলা যায় না, তাঁহার অনুকরণ মাত্র বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ পরবর্ত্তী সংগ্রহকারগণের দ্বারা বড়ু চণ্ডীদাসের পদ এই অধ্যায়ের অন্তর্ভূত হইতে পারে, যেমন "প্রথম প্রহর নিশি" ইত্যাদি পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে সংগৃহীত হইয়া নী-তে ২০১ সং পদরূপে স্থাপিত হইয়াছে। অতএব বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতার পদ অনুকরণজাত, না সঙ্কলিত তাহা বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করা উচিত।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০ সংখ্যক পদে (প্রথম খণ্ড, ৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) কবি মধুররস সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "এ কথা অনেক কহিব বিস্তারে" ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে তিনি নানাভাবেই এই রস বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম খণ্ডে দানলীলা ও নৌকালীলায় প্রসঙ্গতঃ সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে, তৎপরে অক্রূরাগমনের পর শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলেন, তখন গোপীগণের আক্ষেপে বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত প্রবাস বর্ণিত হইয়াছিল, ইহার পরে ভাবসম্মিলনে পুনরায় সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে। তারপর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগেই বিপ্রলম্ভের পালা আরম্ভ হইয়াছে, তৎপরে গৌণরাসে সম্ভোগ, এবং রাসে

মান ও মিলন, তৎপরে একটি সম্পূর্ণ পালাতে কবি পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত পূর্ব্বরাগ, মান ও প্রবাস ইতিপূর্ব্বে নানাভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। এখন এই পালাতে প্রেমবৈচিত্ত্য এবং আক্ষেপানুরাগ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইল। যুগলমধুররস-সম্বন্ধে তিনি আর যাহা বলিয়াছেন তাহা পরবর্ত্তী দুই পল্লবে সন্নিবিষ্ট হইল।

[৭৫৩]

সুই রাগ

একদিন বসি নাগর রসিয়া
বসিয়া চাঁপার বনে।
কহে বিনোদিনী হরষবদনী
চাহিয়া পিয়ার পানে ॥
"আজ সে তোমার বেশ বনায়ব
বসিয়া চাঁপার বনে।
তবে সে পূরব মনোরথ কাম
শুনহ নাগর কানে ॥"
তুলি বনফুল হার বনাওল
তুলব সুন্দরী রাই।
চন্দনের চাঁদ ভালে পরা(ইল)
পিঁয়ার বদনে চাই ॥
পুন শশধর কিবা সে শোভন
চাচর কুন্তল আটি।
পটুয়ার ডোরী ......দোফেরী
বান্ধল সে পরিপাটি ॥
নানা ফুলদাম বেরি অনুপাম
এ গজমুকুতা ছড়া।
তুসারি মালি ... ...
... ... ॥১৯০৭॥

টীকা

উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে—"রূঢ়ভাবে (যে মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাবসকল উদ্দীপ্ত হয়, ঐ, ৭৬৭ পৃঃ) বিপ্রলম্ভ সম্বন্ধীয় সম্ভোগ উৎপন্ন হয়, এই সম্ভোগ নির্ভর আনন্দরাশির পরম অবধি পর্য্যন্ত জানিতে হইবে। এইভাবে বিরহ হইলে তজ্জন্য দ্বিগুণ পীড়া হয়," ইত্যাদি (ঐ, ৯৪৯ পৃঃ)।

কবি নিজেও পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৭০ সং পদে বলিয়াছেন—

"হরস হইয়া বিরস বদন
বিরহ হইল তবে।"

এই পদটির শেষের অংশ পাওয়া যায় নাই। পদটি পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, রাধা কৃষ্ণকে সাজাইতেছিলেন, তাহার পরে বোধ হয় "প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ প্রিয় ব্যক্তির সন্নিধানে অবস্থিত হইয়াও বিচ্ছেদ-ভয়ে" রাধা পীড়া অনুভব করিয়াছিলেন (প্রেমবৈচিত্ত্যের সংজ্ঞা, ঐ, ৯১২ পৃঃ), যেমন নিম্নোদ্ধৃত পদগুলিতে রহিয়াছে—

"রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর ॥"
(তরু, ৭৬৬ সং পদ।)

অথবা—

"কানুক কোরে কলাবতি কাতর।
কহত কানু পরদেশ ॥"
(ঐ, ৭৭০ সং পদ।)

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি দীন চণ্ডীদাস-রচিত বৃহৎ কাব্য-গ্রন্থের ১৯০৭ সং পদ। তৎপরে প্রায় ৯২টি পদ পাওয়া যাইতেছে না। পরবর্ত্তী পদটি উক্ত গ্রন্থের ১৯৯৯ সং পদ।

[৭৫৪]

… শেষ নিশি দ্বিতীয় প্রহরে
দেখিল স্বপনে এই।
দেখিতে দেখিতে ঘুম দূরে গেল
কাতরে চলিল সেই॥
তেজিল শয়ন কচালি নয়ন
বৈঠল শেজের মাঝ।
ননদীর ভয়ে বাহির না হই
বুঝিল আপন কাজ॥
সেই হতে মোর হিয়া জর জর
পরাণ হইল সারা।
বল বল দেখি কেমন উপায়
করিমু কেমন ধারা॥
মোর মন সেই এমত হইল
যেমন বাউল প্রায়।
পুন কর জুড়ি কহেন বচন
দীন চণ্ডীদাস তায়॥১৯৯৯॥

মন্তব্য:—এই পদে গৌণ-সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে। স্বপ্নশেষে যে বিরহাবস্থা তাহাই বিপ্রলম্ভের বিষয়ীভূত বলিয়া পদটি এখানে সন্নিবিষ্ট হইল। সম্ভোগস্মৃতির অন্যান্য পদ তৃতীয় পল্লবে দ্রষ্টব্য।

---

[৭৫৫]

রাগ সুই সিন্ধুড়া

কহিমু কাহার আগে।
তুমি সে বেথিত তথির কারণে
কহিল তোমার লগে॥
যে দিন দেখল কদম্বের তলে
চাহিয়া অকাজ কইনু।
সেই দিন হতে অঙ্গ জর জর
না জানি কি ফল পানু॥
গৃহপতিজনে বিষ সম দেখি
লোকের বচন রুঠা।
বুক দুরু দুরু কেমন করয়ে
এ বড়ি বিষম লেঠা॥
জাতি কুল শীল আর কিবা রয়
বেক … … … …।
… … … … করে কানাকানি
তুলয়ে দারুণ রব॥
… … … … … … … …
… … … …।
শ্যাম বিহনে জীবন না রহে
এ অঙ্গ হইল ঢল॥
সজ … … … … … … …
ঐছন পীরিতি লেহা।
কানুর পীরিতি যে জন করিল
তাহার পুড়য়ে দেহা॥২০০০॥

মন্তব্য:—এই পদে রাধার সখী-সম্বোধনে আক্ষেপোক্তি বর্ণিত হইয়াছে।

---

[৭৫৬]

শ্রীনট

কাহারে কহিব মরম কথা।
উগারিতে নারি হিয়ার বেথা।
যে হয় ব্যথিত তাহারে কই।
মরম-বেদনা কহিল এই॥

ঘরে পরে হল্য কলঙ্ক সারা।
তনু তেয়াগিব এমতি ধারা॥
কেন বা চাহিল কালিয়া পানে।
হিয়া জর জর মরম স্থানে॥
কে এত সহিব বিষম তাপ।
জলে গিয়া দিব দারুণ ঝাঁপ॥
ননদী-বচনে কুশের কাঁটা।
চণ্ডীদাস কহে বিষম লেঠা॥২০০১॥

টীকা

মন্তব্য:—এই পদে রাধার নিজের প্রতি আক্ষেপোক্তি বর্ণিত হইয়াছে।

পঙ্-১-২। তু°—

"কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম-বেদনা
সদাই চমকে চিত॥
(নী—৩৫৮ সং পদ।)

৫। তু°—"জগৎ-ভরি কলঙ্ক রহিল চিরদিন।"
(৭৬২ সং পদ।)

৭। তু°—

"কি কাজ করিনু আপনা খাইয়া
চাহিল শ্যামের পানে॥"
(৭৫৭ সং পদ।)

১১। তু°—

"ননদী বিষের কাঁটা বিষমাখা দেয় খোঁটা।"
(৭৬১ সং পদ।)

[৩৫৭]

কাফি কানাড়া

কি কাজ করিনু আপনা খাইয়া
চাহিল শ্যামের পানে।
এ ঘরে বসতি নহিল নহিল
এমতি হইল কেনে॥
যেমন বাউল হরিণী তরাসে
খাইলে ব্যাধের বাণ।
তেমত করিল অবলার প্রাণ
ইহাতে নাহিক আন॥
পরের পরাণ হরিতে নাগর
পাতয়ে কতেক ফান্দ।
কোন্ কুলবতী পীরিতি করিয়া
এ চিত্তে ধৈরজ বান্ধ॥২০০২॥

মন্তব্য:—এই পদেও রাধার নিজের প্রতি আক্ষেপোক্তি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কবি এখন আক্ষেপানুরাগ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথির পদ এইখানে শেষ হইল। ইহার পরে বিপ্রলম্ভের এই প্রথম পল্লবে নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাস হইতে আক্ষেপানুরাগের পদগুলি, দ্বিতীয় পল্লবে কলহান্তরিতা, বাসকসজ্জিতা প্রভৃতি অষ্টনায়িকা বর্ণনার পদগুলি, এবং তৃতীয় পল্লবে গৌণ-সম্ভোগের অন্তর্গত সম্ভোগ-স্মৃতির পদগুলি সন্নিবিষ্ট হইল।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ

প্রবেশিকা

পদকল্পতরুতে এই পর্য্যায়ে স্থাপিত ৭৯৯ হইতে ৮১৯ সংখ্যক ২১টি পদের মধ্যে ৬টি মাত্র (৮০১, ৮০৫, ৮১০, ৮১৪, ৮১৫, ৮১৬ সং পদ দ্রষ্টব্য) চণ্ডীদাস ভণিতার পদ উদ্ধৃত রহিয়াছে, কিন্তু নী-তে ২৫০ হইতে ২৫৯ সংখ্যক ১০টি পদ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে "ভাদরে দেখিনু নটচাঁদে" (নী—২৫০) পদটি তরুতে গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ পর্য্যায়ে ৮৬৮ সংখ্যক পদরূপে সঙ্কলিত রহিয়াছে। ইহা সেই পর্য্যায়েই সন্নিবিষ্ট হইল। অবশিষ্ট ৯টি পদের মধ্যে তরুতে উদ্ধৃত ৬টি পদই নী-তে মুদ্রিত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত তরুর ৭৫৫ সং পদটিও নী-তে এই পর্য্যায়ে সঙ্কলিত রহিয়াছে এবং দুইটি নূতন পদও ইহাতে যোগ করা হইয়াছে। এই সকল পদ এখানে সঙ্কলিত হইল।

চণ্ডীদাসের ভণিতায় প্রচলিত অন্যান্য পদের ভাবসাদৃশ্য যে এই সকল পদে রহিয়াছে তাহা পাদটীকায় প্রদর্শিত হইল। একই ভাবের পুনরাবৃত্তি করিয়া চণ্ডীদাস এই জাতীয় বিবিধ পদ রচনা করিয়াছিলেন কিনা, ইহাই বিবেচ্য বিষয়। নচ-র দুইটি নূতন পদ উদ্ধৃত করিয়া আমরা পাদটীকায় ইহাদেরও ভাবসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছি। এই ভাবের বহু পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যাইতেছে। ভানুসিংহের পদাবলীতে চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকিলে তাহাও চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যাইত। এইরূপে চণ্ডীদাসের পদাবলী যে কতটা পরিপুষ্ট হইয়াছে, নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

---

[৭৫৮]

শ্রীরাগ[১]

সকলি[২] আমার দোষ হে বন্ধু
সকলি আমার দোষ।[২]
না জানিয়া যদি করেছি[৩] পীরিতি
কাহারে করিব রোষ॥
সুধার সমুদ্র সমুখে[৪] দেখিয়া
খাইলুঁ[৫] আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইব এতেক দুখে॥
সো[৬] যদি জানিতাম[৭] অলপ ইঙ্গিতে
তবে কি এমন করি।
জাতি কুল শীল মজিল[৮] সকল[৮]
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি।
অনেক আশার ভরসা মরুক
দেখিতে করয়ে[৯] সাধ।
প্রথম পীরিতি তাহার নাহিক
ত্রিভাগ[১০]-আধের আধ॥
যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে
সেই[১১] যদি করে আনে।
চণ্ডীদাসে কহে এমনি পীরিতি
করয়ে সুজন সনে॥

নী, ২৫৭; তরু, ৮০১

[১] শ্রী, নী
[২-২] বন্ধু সকলি আমার দোষ, তরু
[৩] করাছি, তরু
[৪] সম্মুখে, নী

৫ আইনু, নী

৬ মো, তরু ৭ জানিতাঙ, ঐ

৮-৮ সকল মজিল, মজিল সকলি, তরু (পাঠা°)

৯ করিয়ে, তরু ১০ ত্রিভাগের, নী

১১ সেহ, তরু

টীকা

পঙ্—১৪। তু°—

"কাহারে করিব রোষ।
না জানি না দেখি সরল হইনু
সে পুনি আপন দোষ॥"
(নী—৩৪৭ সং পদ।)

৫-৮। তু°—

"অমৃত বলিয়া গরল ভখিনু
বিষেতে জারিল দে।"
(নী—২৫৩ সং পদ।)

৯-১০। তু°—

"মুই যদি জানিতু এত তবে কেন হব রত
না করিতু হেন সব কাজ।"
(নী—৩৭৮ সং পদ।)

১৩১৬। শ্যামের সহিত যখন প্রথম পিরীতি করি তখন প্রাণে অসীম আশা পোষণ করিয়াছিলাম, এখন সেই আশা পূর্ণ হওয়া ত দূরের কথা, একবার তাঁহাকে চক্ষে দেখিতেও পাই না। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, পিরীতির প্রথম অবস্থায় আকাঙ্ক্ষার যে তীব্রতা ছিল, এখন তাহার তিন-ভাগের অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেকও নাই।

---

[৭৫৯]

সুহই১

কি২ মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।২
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি॥৩
ঘর কৈনু৪ বাহির, বাহির কৈনু৫ ঘর।
পরকে৬ আপনা করি আপনি হনু পর।৬
কোন বিধি সিরজিল৭ সোতের৮ সেঁওলি।৮
এমন ব্যথিত৯ নাই ডাকে রাধা বলি॥১০
বঁধু১১ যদি তুমি মোরে১১ নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া১২ রও॥
চণ্ডীদাস১৩ কহে হিয়া শুনিতে যুড়ায়।
এমন পীরিতি আর না দেখি কোথায়॥১৩

নী, ২৫৪; তরু, ৮০৫; বিপু, ২৯২, ৪৫৫৯

১ বাদ, ২৯২

২-২ বন্ধু হে কি মোহিনি তুমি জান, ২৯২

৩ ২৯২ পুথিতে এই দুই পঙ্ক্তি পরবর্ত্তী দুই পঙ্ক্তির পরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

৪, ৫ কনু, ২৯২; কৈলুঁ, তরু (সর্ব্বত্র)

৬-৬ পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর, নী, তরু, (°কৈলুঁ°) ৭ সিরজিলে, তরু

৮-৮ সতের শিয়লি, ২৯২; °শেহলি, তরু

৯ বেথিত, তরু, ২৯২

১০ এই দুই পঙ্ক্তি তরুর পাঠান্তরে নাই

১১-১১ বন্ধু হে তুমি মোরে, ২৯২; বন্ধু তুমি যদি মোরে, তরু ১২ দাড়াইয়া, ২৯২

১৩-১৩ বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয়॥
নী, তরু (°চণ্ডীদাসে° °আপনা°)।

চণ্ডিদাস বলে এই বাসুলি কৃপায়।
এমন পিরিতি আমি না দেখি কোথায়॥
২৯২ এবং নী (পাঠা°)।

টীকা

দ্রষ্টব্য :—পদটি তরুতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপোক্তি রূপে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫৫৯ সং পুথিতে প্রোষিতভর্ত্তৃকা পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। নী ও তরুতে বাশুলীর উল্লেখ-যুক্ত দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা রহিয়াছে, কিন্তু নী-র পাঠান্তরে এবং ২৯২ সং পুথিতে "দ্বিজ" ভণিতা দৃষ্ট হয় না, এবং তরুর পাঠান্তরে বাশুলীরও উল্লেখ নাই। ইহা ব্যতীত নচ-র পাঠান্তরে এই পদের ভণিতায় রাঘবেন্দ্র, সৈয়দ মর্ত্তুজা, এবং ভবানন্দের (হরিবংশ দ্রষ্টব্য) নাম পাওয়া যাইতেছে। আবার, তরুর পাঠান্তরে দেখা যায় যে, ৭-৮ পঙ্‌ক্তিদ্বয় মাত্র একটি পুথিতে পাওয়া গিয়াছে, এবং ২৯২ পুথিতে ২-৩ পঙ্‌ক্তিদ্বয় ৩-৪ পঙক্তিদ্বয়ের পরে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। অতএব এই পদের ভণিতা এবং কলি-বিন্যাস-সম্বন্ধেও মত-বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এইজন্য ইহার রচয়িতা এবং পদের আদিরূপ-সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। ভণিতার দুই পঙ্‌ক্তি নচ-র পাঠান্তর হইতে সঙ্কলিত হইল।

পঙ্‌—১-২। তু°—

"ভুরু নাচাইয়ে মুচকি হাসিয়ে
অবলা ভুলালে কত।"
(প্রঃ খঃ, ৩৯১ সং পদ।)

৫-৬। তু°—

"আপন যে জন তারে কৈল পর
পরেরে করিল ঘর।"
(ঐ, ২৩৯ সং পদ।)

৭। বিধির বিধানে আমি স্রোতের শৈবালের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছি, আমাকে আপনার বলিবার কেহ নাই। তু°—"এ কুলে ও কূলে, গোকুলে দুকুলে, আর কেবা মোর আছে। রাধা বলি কেহ, শুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে॥" (ঐ, ৩৯৯ সং পদ।) পরবর্ত্তী ৭৬৫ সং পদের টীকাও দ্রষ্টব্য।

৯-১০। তু°—

"আঁখি আড় হলে এখনি মরিব
এখানে দাঁড়ায়ে দেখ।"
(ঐ, ২৪০ সং পদ

---

[৭৬০]

তুড়ি

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই॥
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিশ্চয়[১] জানিহ[২] মুই ভখিব[৩] গরলে॥
এছার পরাণে মোর[৪] কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চাঁদমুখ॥
খাইতে সোয়াস্তি[৫] নাই, নাহি টুটে ভুক।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না যুয়ায়।
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায়॥

নী, ২৫৪; তরু, ৮১০

[১] নিচয়, নী [২] জানিমু, ঐ
[৩] ভখিমু, তরু; ভুঞ্জিব, ঐ (পাঠা°)
[৪] আর, তরু [৫] সোয়াস্ত, ঐ

টীকা

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণকে রাধা "বন্ধু" বলিয়া সম্বোধন করেন নাই, এবং এইরূপ ভণিতাও তাহাতে ব্যবহৃত হয় নাই। অতএব এই পদটিকে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

পঙ্‌—২। তু°—

"রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে।"
(প্রঃ খঃ, ৩৯৯ সং পদ।)

৩। তু°—

"গুরুজন ঘরে গঞ্জয়ে আমারে।"
(৭৬৩ সং পদ।)

৭। তু°—

"আহার ভোজন কিছু না রুচয়ে।"
(প্রঃ খঃ, ৪৮০ সং পদ।)

[6-6] না করিথে, ২৯২

[7] মাঝারে থুতে, ঐ

[8] তোমায়, ঐ [9] হাম, নী, তরু

[10] কুলের রমণী, ২৯২

[11] ঘরে, নী, ২৯২ [12] পরমাদ, নী

[13-13] না যায় তমুত, তরু; তবুত না জানি, নী

[14] তার, ২৯২

[15-15] জীবন হেতু তোমার পিরিতি, ২৯২

[16] কবি, তরু

[17] এই শেষ দুই পঙ্‌ক্তির স্থানে ২৯২ পুথিতে আছে—"ধুবিনি চরণরজে, ধ্যান করি হিয়া মাঝে, চণ্ডীদাস করয়ে বিনতি।"

---

[৭৬১]

সিন্ধুড়া[1]

যখন পীরিতি কৈলা[2] আনি চাঁদ হাতে দিলা[3]
আপনি[4] করিতা মোর[4] বেশ।
আঁখি[5] আড় নাহি[6] কর[6] হিয়ার উপরে[7] ধর[7]
এবে তোমা[8] দেখিতে সন্দেশ॥
একে আমি[9] পরাধিনী তাহে কুল-কামিনী[10]
ঘরে[11] হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদে[12] প্রাণ তবু[13] নাহি জানে[13] আন
আর কত কহিব বিশেষ॥
ননদী বিষের কাঁটা বিষ-মাখা দেয়[14] খোঁটা
তাহে[15] তুমি এত নিদারুণ।[15]
দ্বিজ[16] চণ্ডীদাসে কয় কিবা তুমি কর ভয়
বন্ধু তোর নহে অকরুণ॥[17]

নী, ২৫১; তরু, ৮১৪; বিপু, ২৯২

[1] বাদ, ২৯২ [2] কৈলে, ঐ

[3] দিলে, ঐ [4-4] আপনে করিয়া দিথে, ঐ

[5] আঁখির, নী, তরু

টীকা

পঙ্‌-১। তু°—

"পহিলা পীরিতি যখন করিলে
হাতে আনি দিলা চাঁদ।"
(৩৫২ সং পদ।)

২-৪। তু°—

"দিয়া প্রেমরাশি, কত মধু ঢারি, সিঞ্চিয়া করল শাখা।
ডালে মূলে কাটি, পেলাএল দূরে, পুনই সে না পাই দেখা।"
(৪৮২ সং পদ।)

৫-৬। তু°—

"অনুখণ কোণে থাকি বসনে আপনা ঢাকি
দুয়ারের বাহিরে পরবাস।"
(তরু, ৮৩৯ সং পদ।)

৮। পরমাদে—প্রমাদে। তথাপি অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আমি একমনে তোমারই ধ্যান করি।

৯। তু°—"ননদী বচনে পাঁজরে বিঁধে ঘুণ।"
(নী, ৩৮৩ সং পদ।)

এবং— "ননদী বচনে কুশের কাঁটা।"
(৭৫৬ সং পদ।)

দ্রষ্টব্য:—নী-তে "দ্বিজ," তরুতে "কবি," এবং ২৯২ সং পুথিতে ধ্রুবনীচরণ ধ্যানকারী চণ্ডীদাস রহিয়াছে। এইরূপ পাঠ-বৈষম্যের দরুন এই পদের রচয়িতার সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে।

---

[৭৬২]

সুহই[১]

আরে[২] মোর আরে মোর[২] বিনোদ রায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলে পীরিতের[৩] দায়॥
ভাবিতে[৪] গণিতে মোর তনু হৈল ক্ষীণ[৪]।
জগৎ[৫] ভরি কলঙ্ক রহিল চিরদিন[৫]॥
তোমা[৬] সনে পীরিতি করি কিবা কাজ কৈনু।
মনু লাজে মিছা কাজে দগদগি হৈনু[৬]॥
না জানি অন্তরে মোর কিনা[৭] হৈল[৭] ব্যথা।
একে মরি মনোদুখে[৮] তাতে[৯] নানা কথা॥
শয়নে[১০] স্বপনে বঁধু সদা করি ভয়।
কাহার অধীন যেন তোর প্রেম নয়॥[১০]
ঘায়ে না মরিয়ে বন্ধু[১১] মরি মিছা[১২] দায়।[১২]
চণ্ডীদাসে[১৩] কহে[১৪] কার কথায়[১৫] কি[১৬] যায়॥

নী, ২৫৮; তরু, ৮১৫; বিপু, ২৯১, ২৯২

১ বাদ, ২৯১, ২৯২
২-২ আরে মোর, নী; হেদে হে, তরু
৩ পিরিতি, ২৯১
৪-৪ সই ভাবিতে গুণিতে তনু খীণ, ২৯১ ২৯২; °গুণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ, তরু
৫-৫ জগভরি কলঙ্ক রহিল কুদিন, ২৯১, তরু। ° এই চিন)
৬-৬ বাদ, ২৯১, ২৯২, তরু
৭-৭ হৈল কিনা, ২৯১; কি হৈল, নী
৮ মনের দুখে, ২৯১; মনদুখে, ২৯২
৯ আরে, নী; আর, ২৯২, তরু
১০-১০ বাদ, ২৯১, ২৯২, তরু
১১ বঁধু, নী; বাদ, ২৯১
১২-১২ হে রায়, ২৯১
১৩ চণ্ডীদাস, নী, ২৯২, তরু
১৪ কয়, ২৯১ ১৫ বোলে, ২৯২
১৬ কিবা, নী, ২৯২

দ্রষ্টব্য:—৫-৬ এবং ৯-১০ পঙ্‌ক্তি চারিটি ২৯১, ২৯২ সং পুথিতে এবং তরুতে পাওয়া যায় না।

---

[৭৬৩]

ভাটিয়ারী[১]

তুমিত[২] নাগর রসের[৩] সাগর
যেমত[৪] ভ্রমর-রীত।
আমি[৫] ত[৬] দুঃখিনী কুল[৬]কলঙ্কিনী
হইনু[৭] করিয়া[৭] প্রীত॥
গুরুজন ঘরে গঞ্জয়ে আমারে
তোমারে কহিব কত।
বিষম বেদনা[৮] কহিলে কি যায়[৮]
পরাণ[৯] সহিছে[১০] যত॥[১০]
অনেক সাধের পীরিতি বঁধু হে
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে পরাণে মরিব
এমতি সে[১১] মনে লয়॥[১১]
চণ্ডীদাস কহে[১২] পীরিতি[১৩] বিষম[১৩]
শুন[১৪] বড়ুয়ার বহু।
পীরিতি-বিচ্ছেদ হইলে মরণ[১৫]
এমতি না হউ কেহু॥[১৬]

নী, ২৫৯; তরু, ৮১৬; বিপু, ২৯১, ২৯২, ৩৩০০

১ বাদ, সকল পুথি ২ সে, ২৯১
৩ গুণের, ৩৩০০ ৪ যেমন, নী
৫-৫ আমরা, ২৯২, ২৯১, ৩৩০০
৬ হমু, ২৯২ ; হৈলুঁ, ২৯১ ; হইমু, ৩৩০০
৭-৭ করি তোমা সনে, ২৯২, ২৯১ ; করিঞা তোমার সনে, ৩৩০০ ; হইলুঁ°, তরু
৮-৮ বেদনে, না জায় পরানে, ২৯২
৯ পরানে, তরু, ২৯২, ২৯১
১০-১০ সহিব কত, ২৯১
১১-১১ মনে সে হয়, ২৯২ ; মনেতে লয়, ২৯১
১২ কয়, ২৯২, ২৯১, ৩৩০০
১৩-১৩ এমন না হয়, ২৯২ ; পিরিতি এমতি হয়, ২৯১ ; ৩৩০০ (°এমন°)
১৪ সুনলো, ২৯২ ; শুনহ, ২৯১
১৫ বিপদ, ২৯২, ২৯১, ৩৩০০ ১৬ কাহু, ঐ

টীকা

পঙ্‌—১-২। তু°—

"ভ্রমরা সমান আছে কতজন
মধুলোভে করে প্রীত।
মধু পান করি উড়িয়া পলায়
এমতি তাহার রীত॥"

(নী, ৭৮৩ সং পদ।)

৩-৪। তু°—"কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে।"

(প্রঃ খঃ, ৪০৫ সং পদ।)

৫-৬। তু°—

"গুরুর গঞ্জন মেঘের গর্জ্জন
কত না সহিব প্রাণে।"

(নী, ৩১৬ সং পদ।)

৭-৮। তু°—

"মনের বেদনা কহিতে কহিতে
দ্বিগুণ উঠয়ে দুখ।
যেমন দাড়িম্ব ফাটিয়া পড়য়ে
তেমতি করিছে বুক।"

(প্রঃ খঃ, ৩৯৬ সং পদ।)

৯-১২। তু°—

"আঁখি পালটিতে নহে পরতীত
থুইতে সোয়াস্তি নাই।"

(ঐ, ৩৯৩ সং পদ।)

এবং—

"তিলে আঁখি আড় করিতে না পারি
তবে যে মরি আমি।"

(ঐ, ৪০৭ সং পদ।)

---

[৭৬৪]

পটমঞ্জরী

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ-রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে[১] জল।
তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল॥
নিশি দিশি তোমায় বঁধু পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়া[২] রাখ স্থির করি॥

নী, ২৫২ ; তরু, ৭৫৫
১ ভরে, নী ২ হিয়ায়, তরু

টীকা

পঙ্‌—১। তু°—"তোমার চরণে, আমার পরাণে, বাধিল প্রেমের ফাঁসি।"

(প্রঃ খঃ, ৩৯৯ সং পদ।)

২। তু°—"ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনু, আর কেহ নাহি মোর।"

(ঐ)

৩। তু°—"শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে, কভু না
পাসরি তোমা।"
(ঐ, ৪০৭ সং পদ।)

৫-৮। তু°—

"সাধেতে বেড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥"
(নী, ২৯৬ সং পদ।)

পরসঙ্গে—প্রসঙ্গক্রমে। দরবয়ে—দ্রব হয়।

---

[৭৬৫]

ধানশী

যখন নাগর পীরিতি করিলা
সুখের না ছিল ওর।
সোতের সেওলা ভাসাইয়া কালা
কাটিলা প্রেমের ডোর॥
মুই ত অবলা অখলা হৃদয়
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া চিত্রেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখালে আনি॥
পীরিতি মুরতি কোথা তার স্থিতি
বিবরণ কহ মোরে।
পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
এত পরমাদ করে॥
পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
ভুবনে আনিল কে।
অমৃত বলিয়া গরল ভখিনু
বিষেতে জারিল দে॥
নদীর উপরে জলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে রসিকের বসতি
পীরিতি না জানে কেউ॥
চণ্ডীদাস কয় দুই এক হয়
তবে সে পীরিতি হয়।
(নতু) খলের পীরিতি তুষের অনল
ধিকি ধিকি যেন রয়॥

নী, ২৫৩।

টীকা

পঙ্—১-৪। তু°—
"প্রেম বাড়াইলে অমিয়া সিঞ্চনে
করিলে অনেক সুখ।
কে জানে এমন তোমার ধরম
পরিণামে দিলে দুখ॥"
(প্রঃ খঃ, ২৯২ সং পদ।)

আমাকে স্রোতের শেওলার ন্যায় আশ্রয়হীন করিয়া এখন প্রেম-বন্ধন ছিন্ন করিয়াছ; কারণ, তোমার জন্য আমি—

"জাতি কুল বলি দিলাম তিলাঞ্জলি
ছাড়িনু পতির আশ।
ধরম করম সরম ভরম
সকলি করিনু নাশ॥"
(নী, ৩৭৩ সং পদ।)

এইরূপে আমাকে আশ্রয়হীন করিয়া, এখন "নিদানে ডারিলে জলে" (প্রঃ খঃ, ২৪০ সং পদ)। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৫৯ সং পদের টীকাও দ্রষ্টব্য।

৫-৮। তু°—

"হাম সে অবলা হৃদয় অখলা
ভালমন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখালে আনি॥"
(নী, ৫৫ সং পদ।)

১৩-১৬। তু°—

"পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে॥"
(নী. ৩৩৪ সং পদ।)

১৭-২০। তু°—

"প্রেমের মাঝারে পুলকের স্থান
পুলক উপরে ধারা।"
(নী, ৭৮৮ সং পদ।)

অথবা—

"মৃত্তিকার উপরে জলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে পীরিতি বসতি
তাহা কি জানয়ে কেউ॥"
(নী, ৭৯৫ সং পদ।)

২১-২২। তু°—

"দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পীরিতি আশ।"
(নী, ৩৮৪ সং পদ।)

মন্তব্য :—এই পদটিতে যে চণ্ডীদাস-ভণিতায় প্রচলিত অন্যান্য পদের ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা উপরে টীকায় প্রদর্শিত হইল। অতএব এই পদটি চণ্ডীদাসের মূল রচনায় ছিল, না পরবর্ত্তী কালে অন্যান্য পদের ভাব লইয়া রচিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যাইতেছে না। এজন্য ইহাকে সন্দেহজনক পদপর্য্যায়ে স্থাপন করা যায়।

---

[৭৬৬]

কামোদ

বঁধু, কহিলে বাসিবে মনে দুখ।
যতেক রমণী ধনা বৈঠয়ে জগত মাঝে
না জানি দেখয়ে তুয়া মুখ॥
লোক মুখে জানিনু লখি আগে না দেখিনু
আমারে কুমতি দিল বিধি।
না বুঝিয়া করে কাজ তার মুণ্ডে পড়ে বাজ
দুখ রহে জনম অবধি॥
কেন হেন বেশ ধর পরের পরাণ হর
স্ত্রীবধে ভয় নাহি কর।
গগন-ইন্দু আনিয়া করে কর দর্শাইয়া
এবে কেন এমতি আচর॥
পীরিতি পরশে যার হিয়া নাহি দরবয়ে
সে কেন পীরিতি করে সাধ।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় মোর মনে হেন লয়
ভাঙ্গিলে গড়িতে পরমাদ॥

নী, ২৫৮ ; অন্যত্র পাওয়া যায় নাই।

টীকা

পঙ্—৩। তাহারা তোমার প্রতি চাহিলে কি বিপদে পতিত হইবে তাহা আগে বুঝিতে না পারিয়া তোমার মুখ দেখে।

৬-৭। তু°—

"আগুপাছু না গণিয়া যে ধনী করম খেয়া
প্রেম করে পরের পুরুষে।
পরিণামে পায় দুখ কখন নাহিক সুখ
অগম পাথারে পড়ে শেষে॥"
(প্রথম খণ্ড, ৩০৩ সং পদ।)

৯। তু°—"স্ত্রীবধ পাতকী, ভয় না গণহ"

(ঐ, ২৪১ সং পদ।)

১০। তু°—"হাতে চাঁদ দিল হাসি হাসি"

(ঐ, ৩০৩ সং পদ।)

১২। দরবয়ে—দ্রব হয়।

১৫। তু°—

"অনেক যতনে পীরিতি রতনে
ভাঙ্গিতে তিলেকে পারি।
গড়িতে বিষম অতিশয় শ্রম
শুনহ প্রাণের হরি॥"

(ঐ, ৩৯৮ সং পদ।)

---

[৭৬৭]

বন্ধু, চিত-নিবারণ তুমি।
কোন্ শুভদিনে দেখা তোমার সনে
পাশরিতে নারি আমি॥
ও চাঁদ-বদন না দেখি যখন
শুনহে প্রাণের হরি।
অনাথীর প্রাণ করে আনচান
দিনে কতবার মরি॥
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
তোমার তুলনা তুমি।
তুমি হেন শ্যাম মোরে হলে বাম
বড় অভাগিনী আমি॥
তখন করিলে যেমন পীরিতি
এখন এমতি কর।
অবলা হইলে পরমাদ হ'ত
পুরুষ হইয়া তর॥
চণ্ডীদাস ভণে কানুর চরণে
শুনহে প্রাণের হরি।
সকল ছাড়িয়া শরণ যে লয়
তাহার এমতি করি॥

টীকা

নচ—৮৭ পৃঃ।

পঙ্—১-৩। তু°—

"যেদিন হইতে, তোমার সহিতে, পহিলে হয়েছে দেখা।
সে সব বচন, রয়েছে ঘোষণ, যেমত শেলের রেখা॥"

(৬৫৯ সং পদ।)

৪-৭। তু°—

"তিলেক না দেখি, ও চাঁদবদন, মরমে মরিয়া থাকি।"

(প্রথম খণ্ড, ৩৯৫ সং পদ।)

৮-৯। তু°—"তোমা হেন ধন, অমূল্য রতন, তোমার তুলনা তুমি।"

(ঐ, ৩৯৪ সং পদ।)

১২-১৫। তু°—

"আপনি বলিলে, আপনি কহিলে
আবার এমত কর।
আমরা হইলে মরিয়া যাইতাম
পুরুষ বলিয়া সার॥"

(৬৫৯ সং পদ।)

মন্তব্য:—এই পদ এবং পরবর্ত্তী পদটি অন্যান্য পদের অস্থিমাংসে গঠিত বলিয়া বোধ হয়।

---

[৭৬৮]

বঁধু, ভিন না বাসিও তুমি।
পতি-গুরুজন এ ঘরকরণ
সকল ছাড়্যাছি আমি॥

আবাল হইতে　　আন নাহি চিতে
ওপদ কর‍্যাছি সার।
তুমি মোর ধন　　জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার॥

তোমার লাগিয়া　　চিত বেয়াকুল
পুন পুন যাই নাছে।
পথ পানে চাই　　দেখিতে না পাই
লোকে আস্যা দেখে পাছে॥

ঘরে গুরুজন　　বলে কুবচন
যেন দংশে কালসাপ।
চণ্ডীদাস কহে　　পীরিতি করিয়া
বড়ই পাইলা তাপ॥

নচ, ৮৬ পৃঃ : অপ্রঃ পঃ, ৫০ পৃঃ : বিপু, ২৮৯

দ্রষ্টব্য :—পদটি বিপু ২৮৯তেও পাওয়া গিয়াছে, যথা—

বন্ধু. ভিন না বাসিহ তুমি।
পতি গুরুজন　　এ ঘরকরন
সকল ছাড়িলেম আমি॥
সিসুকাল হোইতে　　আন নাহি চিতে
উ পদ করেছি সার।
তুমি ধনজন　　জিবন জোবন
তুমি সে গলার হার॥
সপনে সপনে　　ঘুম জাগরনে
কভু ছাড়া নাহি তোমা।
অবলার তুটি　　হয় কত কোটি
সকল করিবে খেমা॥
এক নিবেদন　　গলাএ বসন
দিয়া বলি শ্যাম রায়।
চণ্ডিদাস বলে　　অনুগত জন
না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়॥ ৪৪॥

টীকা

পঙ্-২-৩। তু—
"তাহার কারণে　　সব তেয়াগিনু
কুলে জলাঞ্জলি দিয়া।"
(৫৬৪ সং পদ।)

৪-৭। তু—
"শিশুকাল হৈতে　　আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার।
তুমি ধনজন　　জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার॥"
(প্রঃ খঃ, ৪০৭ সং পদ।)

১০-১১। তু—
"যার লাগি তুমি　　পথের মাঝারে
সঘনে সঘনে চাও।
(ঐ, ৫৫২ সং পদ।)

১২-১৩। তু —"গুরুজন-কুবচনে শেলের যে ঘায়।"
(নী, ৩৮৩ সং পদ।)

বংশীর প্রতি আক্ষেপ

[৭৬৯]

শ্রী[১]

সজনি লো সই।
তিলেক[২] দাঁড়াও　　খানিক শ্যামের
বাঁশীর কথাটি কই[৩]॥ ধ্রু॥
শ্যামের[৩] বাঁশীটি　　দুপুর‍্যা[৪] ডাকাতি
সরবস হরি নিল।
হিয়া দগদগি　　পরাণ-পাগলী[৫]
কেন বা এমতি কৈল॥

এমতি বেভার না বুঝি তাহার
পীরিতি যাহার[৬] সনে।
গোপত[৭] করিয়া কেন না রাখিলে
বেকত করিলে কেনে॥
দোষ পরিহর[৮] বাঁশীটি সম্বর
আমরা[৯] তোমার[৯] দাসী।
চণ্ডীদাস ভণে কহিছ[১০] কেমনে[১০]
কানু[১১]-সরবস বাঁশী[১২]

দ্রষ্টব্য :—তরুতে এই পর্য্যায়ে চণ্ডীদাসের যে পাচটি পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে তাহা প্রথমেই স্থাপিত হইল।

নী, ২৬১ ; তরু, ৮২৭ ; বিপু, ২৯২

[১] বাদ, ২৯২

[২-২] তিলেক দাড়াও সুনিয়া জাও, শ্যাম বন্ধুর কথা কই, ২৯২ : খানিক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই, তরু ; খানিক দাঁড়াও শ্যামের°, নী

[৩] কানুর, ২৯২

[৪] দুপুরে, নী

[৫] পুড়নি, তরু

[৬] তাহার, তরু, নী

[৭-৭] গোপত রাখিল কেন না বুলিল, ২৯২

[৮] পরিহরি, নী

[৯-৯] মো হয় তাকর, নী

[১০-১০] সম্বরহ মনে, ঐ

[১১] কালার, ঐ

[১২] সর্ব্ব শেষের ৮ পঙ্ক্তির পরিবর্ত্তে তরুতে এই পাঠ আছে :

খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
বধির করিল বাঁশী।
সব পরিহরি করিল বাউরী
মানয়ে যেমন দাসী॥
কুলের করম ধৈরজ ধরম
সরম মরম ফাঁসি।
চণ্ডীদাস কহে এই সে কারণে
কানু-সরবস বাঁশী।

নী-তে প্রায় ইহাই পাঠান্তররূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

টীকা

পঙ—[৪-৫] তু°—"কদম্বের বন হইতে উত্থিত বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমি কুলীনগৃহিণীগণের নিন্দনীয় কোন অনির্ব্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছি।"
(বিদগ্ধমাধব, ৬৭ পৃঃ।)

[৬-৭] তু°—"আমার হৃদয়ে কেন গুরুতর বেদনা উপস্থিত হইয়াছে।" (ঐ, ৭২ পৃঃ।)

[৮-১১] তু°—"গোপত বলিয়া কেন না বলিলে
এমত করিলে কেনে।
এমত ব্যাভার না বুঝি তাহার
পীরিতি যাহার সনে॥"
(নী, ৩০০ সং পদ।)

বোধহয় "রাধা, রাধা" বলিয়া বংশীর ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের গুপ্ত প্রেম প্রকাশের ভয়ে রাধা এই কথা বলিতেছেন।

তু°—"নিরমল কুলখানি, যতনে রেখেছি আমি, বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা" (নী, ৫৭ সং পদ।)

[১২] তু°—"বিষম বাঁশীর কথা কহনে না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।"
(৭৭৩ সং পদ।)

---

[৭৭০]

ধানশী[১]

কালা[২] গরলের জ্বালা[২] আর[৩] তাহে অবলা[৩]
তাহে[৪] মুই কুলের[৪] বৌহারি[৫]।
আরে[৬] মরমের[৬] ব্যথা কাহারে কহিব কথা
গুপতে[৭] যে[৮] গুমরিয়া[৮] মরি॥

সখি[৯] হে,[৯] বংশী দংশিল[১০] মোর কানে।
ডাকিয়া চেতন হরে পরাণ[১১] না রহে ধড়ে[১১]
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে[১২] ॥ ধ্রু ॥

মুরলী[১৩] সরল হয়ে বাঁকার মুখেতে রয়ে
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় সঙ্গদোষে কি না হয়
রাহু মুখে শশী মশী লাভ ॥[১৩]

নী, ২৬৭ ; তরু, ৮২৮ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ৩৩০০

১ বাদ, সকল পুথি
১-২ কালা হল্য গলার মালা, ২৯২
৩-৩ আর কি সহে অবলা, নী
৪-৪ আর তাহে কুলের, ২৯২
৫ বোহাবি, ২৯১ ; বহারি, ২৯২
৬-৬ অন্তরে মরম, তরু, নী, ২৯২ ; আর°, ৩৩০০
৭ গোপতে, তরু ; গোপথে, ২৯১, ৩৩০০
৮-৮ গুমরি, তরু, নী ; ফুকরি, ২৯১ ; গোমবিঞা, ৩৩০০
৯-৯ সই, ২৯১, ২৯২, ৩৩০০
১০ দংশিলে, তরু
১১-১১ প্রাণ নাহি রহে, ২৯১
১২ বাদ, ২৯১, ৩৩০০
১৩-১৩ এই চারি পঙ্‌ক্তির পরিবর্তে তরু, ২৯১, ২৯২, ৩৩০০ পুথিতে

"কালার লাগিয়া আমি হব বনবাসী" এই পদটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার একটি ত্রিপদী ও অপরটি পয়ার ছন্দে রচিত। একই পদে এইরূপ দুই ছন্দের সমাবেশ চণ্ডীদাসের পদাবলীতে সাধারণতঃ দেখা যায় না। নী-তে এই দুইটি পদ পৃথক্ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য :—যদি এই দুইটি পদ মূলে একই পদের অঙ্গীভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই পদের ভণিতা পরবর্তী কালে সংযোজিত হইয়াছে। পরবর্তী পদের টীকাও দ্রষ্টব্য।

---

[৭৭১]

[১] ধানশী[১]

কালার লাগিয়া হাম[২] হব বনবাসী।
কালা নিলে[৩] জাতিকুল প্রাণ[৪] নিলে[৪] বাঁশী ॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল।
সভারি[৫] সুলভ[৬] বাঁশী রাধার হৈল কাল ॥[৭]
অন্তরে[৮] অসার বাঁশী বাহিরে সরল।[৮]
পিবয়ে অধরসুধা উগারে গরল ॥
যে[৯] ঝাড়ের তরল বাঁশী ঝাড়ের লাগ পাঙ।[৯]
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে[১০] ভাসাঙ ॥[১১]
দ্বিজ[১১] চণ্ডীদাসে[১২] কহে[১৩] বংশী কি করিবে।[১৩]
সকলের[১৪] মূল কালা তারে না পারিবে।[১৪]

নী, ২৬৫ ; তরু, ৮২৮ ; বিপু ২৯১, ২৯২, ৩৩০০

১ বাদ, তরু এবং সকল পুথি
২ আমি, সকল পুথি
৩ নিল, ২৯১, ২৯২
৪-৪ পরাণে মাল, ২৯১ ; °নিল, ২৯২
৫ সংসারের, নী, ২৯১, ৩৩০০ ; সংসারে, ২৯২
৬ দুর্লভ, ২৯১, ২৯২, ৩৩০০
৭ ইহার পরে নী-তে আছে—

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে।
নিশি দিশি কাঁদি আমি হাসি লোকলাজে ॥
হাঁরে সখি কি দারুণ বাঁশী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া হনু শ্যামের দাসী ॥

অপর তিনখানা পুথিতে আছে—

আর যেই মোর মন নহে গৃহকাজে।
নিশিদিশি কাঁদি আমি হাসি লোকলাজে॥

—২৯২ সং পুথি।

আর মোন মোর না রহে গৃহকাজে।—৩৩০০ সং পুথি।

আর মোর মন নাহি রহে গৃহকাজে।—২৯১ সং পুথি, ইত্যাদি।

৮-৮ অন্তরে সরল বাঁশী বাহিরে প্রবল, নী; অন্তরে কঠিন০, ২৯২, ৩৩০০; অন্তরে বাহির০, ২৯১

৯-৯ জেনা দেশে বাঁশির ঘর সে না দেশে জাঙ, সকল পুথি। ০তার লাগি পাঙ, নী

১০ দহেতে, ৩৩০০

১১ পেলাঙ, ২৯১, ২৯২

১২-১২ চণ্ডি দাশেতে, ২৯১, ২৯২,; চণ্ডিদাষ, ৩৩০০

১৩-১৩ বলে বাঁশী আমার কি করে, নী; কহে বাঁশী কিবা করে, ২৯২, ৩৩০০; কহে বংশী কি কএ, ২৯১

১৪-১৪ আপন করম দোষ দোষ দিব কারে, নী এবং সকল পুথি

টীকা

দ্রষ্টব্য:—এই পদের দ্বিজ ভণিতা নী এবং উল্লিখিত তিনখানা পুথিতে নাই। নচ-র পাঠান্তরে দুইখানা পুথিতেও ইহা দৃষ্ট হয় না (ঐ, ৯৫ পৃঃ) এবং একখানা পুথিতে বড়ু চণ্ডীদাসেরও ভণিতা রহিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী পদের সহিত ইহার সংযোগ এবং নানা প্রকার পাঠান্তর দৃষ্টে এই পদটি সন্দেহজনক বলিয়াই মনে হয়।

পঙ্—৫-৬। তু০—বংশীর সদ্বংশে জন্ম, সর্ব্বদা কৃষ্ণের করে অবস্থিতি করে, এবং জাতিও সরলা, অথচ গোপী-মোহনকারী বিষম মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে।

(বিদগ্ধমাধব, ৩৩৪ পৃঃ।)

[৭৭২]

তুড়ি[১]

মুরলীর স্বরে রহিবে[২] কি ঘরে
গোকুল[৩]-যুবতীগণে।[৩]
আকুল[৪] হইয়া বাহির হইবে
না চাবে কুলের পানে॥[৪]
কি রঙ্গ-লীলা মিলায় শিলা
শুনিলে[৫] সে[৬] ধ্বনি[৬] কানে।
যমুনা পবন স্থগিত[৭] গমন[৮]
ভুবন মোহিত গানে॥
আনন্দ উদয় শুধু[৯] সুধাময়
ভেদিয়া অন্তরে টানে।
মরমে[১০] জ্বালা জায়ে কি অবলা
হানয়ে[১১] মদন-বাণে॥
কুলবতী-কুল করে[১২] নিরমূল
নিষেধ নাহিক মানে।
চণ্ডীদাসে ভণে রাখিও[১৩] মরমে
কি[১৪] মোহিনা কালা[১৪] জানে॥

নী, ২৬৪; তরু, ৮২৯; বিপু, ২৯২, ২৯৩, ৩৩০০

১ বাদ, ২৯২, ২৯৩ ৩৩০০

২ রহিব, সকল পুথি

৩-৩ গোকুলে আকুল প্রাণ, সকল পুথি

৪-৪ কালিয়া নাগর, অমিয়া সাগর, অমিয়া মুরলী তান, ঐ

৫ শুনিতে, তরু, ২৯২, ২৯৩, ৩৩০০

৬-৬ সুন্দর, ২৯২, ২৯৩, ৩৩০০

৭ থকিত, তরু; স্থকিত, ২৯২, ২৯৩, ৩৩০০

৮ গগন, ২৯২, ২৯৩

৯ সুখ, তরু, ৩৩০০

১০ রয়্যারয়্যা, ২৯২, ২৯৩, ৩৩০০

১১ হানিল, ২৯২, ৩৩০০ ; হানিলে, ২৯৩

১২ কৈল, তরু, ২৯২, ২৯৩

১৩ রাখিহ, তরু, ২৯২, ২৯৩ ; রাখিয়, ৩৩০০

১৪-১৪ কেমন মোহিনী, ২৯২, ২৯৩, ৩৩০০

টীকা

পঙ্-১—৪। তু°—"কর্ণকুহরে বংশীরব প্রবেশমাত্র গোকুলরমণীরা বারম্বার নিবারিত হইয়াও বনের দিকে ছুটিয়া যায়" (বিদগ্ধমাধব, ২২৩-৪ পৃঃ)।

৫-৮। তু°—"শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদ্য করাতে নদীসকলের জলরাশি স্তম্ভিত হইল, প্রস্তরচয় দ্রবীভূত হইল, স্থাবর সকল কম্পিত হইল, এবং জঙ্গমগণ স্থাবর-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইল।" (ঐ, ৪২ পৃঃ।)

৯-১০। তু° "অমৃত নিছিয়া পেলি সুমাধুর্য্য পদাবলী, কি জানি কেমন করে মনে।" যদুনন্দনদাস-কৃত অনুবাদ, বিদগ্ধমাধব, ৬৭ পৃঃ।)

১১-১২। তু°—"এই বংশীধ্বনি যুবতীগণের ধৈর্য্য ও লজ্জা, এবং সাধ্বীগণের গর্ব্ব নাশ করে (বিদগ্ধমাধবের একটি শ্লোকের ভাবার্থ, ঐ, ৭১ পৃঃ)।

১৩। বংশী যুবতীগণের মান ধন অপহরণ করে (ঐ, ৩৫২ পৃঃ)।

দ্রষ্টব্যঃ—এই পদটিতে বিদগ্ধমাধবের ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে।

---

[৭৭৩]

সুহই

বিষম বাঁশীর কথা কহনে[১] না যায়[১]।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয় ॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণী[২] যেন পড়য়ে সঙ্কটে ॥
হারে[৩] সই, শুনি যবে বাঁশীর নিশান।
গৃহ-কাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান ॥[৩]
সতী ভুলে নিজ পতি মুনি ভুলে মন।[৪]
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা ॥

নী. ২৬২ ; তরু, ৮৩০

১-১ কহিলে না হয়, তরু

২ হরিণ, নী

৩-৩ বাদ, তরু

৪ মৌন, নী

টীকা

পঙ্—১-৪। পূর্ব্ববর্ত্তী পদের ১-৪ পঙ্‌ক্তির টীকা দ্রষ্টব্য।

৫ ৬। তু°—"গৃহকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলে যে (মুরলীধ্বনি) করস্তম্ভ করাইয়া দেয়।" (বিদগ্ধমাধব ২৮৯ পৃঃ)।

৭। তু°—"রাত্রিতে পতিক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকিলে যে তথা হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসে।" (ঐ)। বিদগ্ধমাধবে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে নারদ, ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি বিমোহিত হইয়াছিলেন।

---

[৭৭৪]

বাঁশীর নিঃস্বান কাণে সান্ধাইল বিষস্বরে
এ অঙ্গ জ্বলিয়া গেল মোর।
কেবা করে প্রাণ দান সেচয়ে বা কোন জন
তবে যায় এ দুখের ওর ॥
সই, হিয়া মোর কেন কাঁপে।
নয়ানে ঝরয়ে নীর পরাণ না রহে স্থির
এ বাঁশীর মধুর আলাপে ॥

মিলাইছে শিলারাজি চকিত হইল শশী
মোর কাছে নাচিছে আসিয়া।
নারীর যৌবন ধন তাতে তার আছে মন
তেঁই পূরে হাসিয়া হাসিয়া॥
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে শবদ যায় আকাশে
মুণীন্দ্র মুরছি পড়ে যাতে।
সে ধ্বনি নারীর কাণে হানয়ে মরম স্থানে
কেমনে সে ধরিবেক চিতে॥

নী, ২৬৬।

---

[৭৭৫]

মরি মরি যাই শ্যামের বাঁশীয়া নাগরে।
কুল ছাড়া বাঁশীটি কলঙ্ক হৈল মোরে॥
নিতি নিতি ডাকে বাঁশী রইতে নারি ঘরে।
মরম সন্ধান দিয়ে হৃদয় বিদরে॥
যদি বা বাজাবে বাঁশী না হও ত্রিভঙ্গ।
কুলবতীর কুলবত্ব না করিহ ভঙ্গ॥
শাশুড়ী ক্ষুরের ধার ননদিনী জ্বালা।
মরমে মরমের ব্যথা নাহি জানে কালা॥
কালা কালা বলিয়া আসয়ে জগৎ-জনে।
চরণে শরণ নিল না বাসিল ভিনে॥
একে ত অবলা জাতি পরের অধীন।
* * * * *॥
নিরমল কুল ছিল তাহে দিনু কালি।
হাতে হাতে মাথে নিনু কলঙ্কের ডালি॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে শুন রাজার ঝি।
বাঁশীয়া দংশিল তোমায় আমি করিব কি॥

নী, ২৬৮।

---

[৭৭৬]

রাগ কানড়া[1]

সই, পশিল[2] বিষম বাঁশী।[3]
বাহির করিতে যতন করিনু[4]
মরমে[5] রহিল পশি॥
তেরছ[6] নয়ানে[6] বাণের সন্ধানে[7]
না[8] বাজে এমন[8] নয়।
বাজিলে[9] অন্তরে[10] আকুল করয়ে
যতনে পরাণ রয়॥
নাহি দিবা নিশি মন[11] যে[11] করিছে
এ কথা কহিব কায়।
মনের আগুন জ্বলিছে দ্বিগুণ[12]
কে না পরতীত যায়॥
আঁধুয়া[13] পুকুরে[13] যেন[14] মীন থাকে[14]
হাঁপায়ে[15] ধীবর জালে।
তেন আছি হাম[16] এ ঘরকরণে
গুরু জনা[17] যত বলে॥
ক্ষুরের উপরে রাধার[18] বসতি[18]
নাড়িতে কাটয়ে দেহ।[19]
আমার দুখের আচার বিচার
এ কথা বুঝিবে কেহ॥[20]
বণিক[21]-জনার[21] করাত যেমন
দুদিগে[22] কাটিয়া যায়।
তেমতি[23] আমার গুরুজনা কাটে
দীন[24] চণ্ডীদাসে[25] গায়॥[26]

নী, ২৬৯ ; বিপু, ২৮৯, ২৯২, ২৯৭, ২৩৯৪
[1] ২৯২ পুথির পাঠ ; বাদ, অন্যত্র
[2] পুরিল, ২৮৯, ২৯২, ২৯৭, ২৩৯৪
[3] গাসি, ২৮৯ ; গাঁসি, ২৯৭
[4] করিলাম, ২৮৯ ; করিনু, নী

৫ অন্তরে, ২৯৭

৬-৬ তোর নয়ানের, ২৯৭ ; °নয়ান, ২৩৯৪

৭ সন্ধান, ২৩৯৪

৮-৮ হানল যেমনি, ২৯২ ; °এমনি, নী

৯ বাজিল, ২৯২

১০ মরমে, ২৯৭

১১-১১ যেমন, নী, ২৮৯, ২৯২ ; এমন, ২৯৭

১২ দুগুণ, ২৯৭

১৩-১৩ পখুর ভিতরে, ২৮৯

১৪-১৪ মিন জেন থাকএ, ২৯৭

১৫ ঝাঁপয়ে, নী, ২৮৯, ২৯২, ২৩৯৪

১৬ আমি, ২৯৭, ২৩৯৪

১৭ জন, ২৩৯৪

১৮-১৮ বসতি রাধার, ২৮৯ ২৩৯৪ ; ধারের বসতি, ২৯২

১৯ দে, ২৮৯, ২৯৭, ২৩৯৪

২০ কে, ঐ

২১-২১ সঙ্খ বণিকের, ২৩৯৪

২২ দুদিক, নী

২৩ তেমন, ঐ

২৪ দ্বিজ, নী, ২৯৭ ; বড়ু, ২৯২

২৫ চণ্ডীদাস, নী

২৬ কয়, নী

দ্রষ্টব্য:—একই পদে দ্বিজ, দীন ও বড়ুভণিতা পাওয়া যাইতেছে। এই বিশেষণগুলি পরবর্তী কালে যে যথেচ্ছ ব্যবহৃত হইয়াছিল, ইহা তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করে।

টীকা

পঙ্‌—১-৩। তু°—

"এ বড়ি বিষম বাঁশীটি বেঁধল
বুকে বাজি পিঠে পার।
টানিলে যতনে বাহির না হয়
এ দুখে জীব কি আর॥"
(৫৮১ সং পদ।)

১০-১১। তু°—

"কাহারে কহিব মনের আগুন
জলিয়া জলিয়া উঠে।"
(নী, ৩২৭ সং পদ।)

১২-১৫। তু°—

"সরোবর মাঝে মীন যেন থাকে
উঠে অগ্নি দেখিবারে।
ধীবর কাল হাতে লয়ে জাল
তুরিতে ঝাঁপয়ে তারে॥"
(নী, ৩৪৩ সং পদ।)

অথবা—

"যেন বেড়াজালে সফরি সলিলে
তেমতি আমার ঘর।"
(প্রঃ খঃ, ১০৯ সং পদ।)

২০-২১। তু°—

"শঙ্খ বণিকের করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে।"
(নী, ২৮৮ সং পদ।)

নিজের প্রতি আক্ষেপ

[৭৭৭]

: গান্ধার:

ধিক রহুঁ[১] জীবনে পরাধীন[২] যেহ।[৩]
তাহার অধিক দুখ[৪] পরাধীন[৫] লেহ॥[৬]
এ[৭] পাপ কপালে বিহি[৮] এমতি লিখিল।[৯]
সুধার সায়র[১০] মোর[১০] গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিলুঁ তায়।
গরল[১১] ভরিয়া[১২] যেন[১৩] উঠিল হিয়ায়॥

শীতল বলিয়া যদি পাষাণ করি[১৪] কোলে।
পীরিতি[১৫]-অনল[১৬]-তাপে[১৭]
পাষাণ যে[১৭] গলে[১৭] ॥
ছায়া দেখি বসি যদি[১৮] তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু[১৯] লতাপাতা সনে ॥
যমুনার জলে গিয়া[২০] যদি[২১] দিই ঝাঁপ[২১]।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ ॥
অতএ[২২] এ ছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু মুই এ গরল-বিষে[২২] ॥
চণ্ডীদাস কহে দৈব-গতি নাহি জান।
দারুণ পীরিতি ইবে[২৩] বধয়ে[২৪] পরাণ ॥

নী, ৩৬৩; তরু, ৮৩৪; বিপু, ২৯২, ২৯৮, ইত্যাদি।

১ শ্রীরাগ, ২৯৮
২ রহু, নী, ২৯২, ২৯৮
৩-৩ যে পরাধীন জায়ে, নী, তরু (পরাধিনী°)
৪ ধিক, নী, তরু, ২৯২
৫-৫ °হয়ে, নী; পরবশ হয়ে, তরু
৬ বাদ, ২৯২ ৭ বিধি, ২৯৮
৮ করিল, ২৯২
৯ সাগরে, তরু; সায়রে, ২৯৮
১০ মোরে, তরু, ২৯২, ২৯৮
১১ গরলে, ২৯৮ ১২ ভেদিয়া, ২৯২
১৩ কেনে, তরু, ২৯৮; মোর, ২৯২
১৪ কৈলাম, তরু ১৫ এ দেহ, তরু
১৬-১৬ অনলে সে, ২৯২; আনল°, ২৯৮
১৭-১৭ সে জলে, নী; সে°, তরু
১৮ যাই, তরু ১৯ তনু, তরু
২০ জাঞা, ২৯৮; যদি, তরু
২১-২১ দিয়ে হাম ঝাঁপ, তরু
২২-২২ বাদ, ২৯২, ২৯৮
২৩ সেই, তরু; মোর, নী, ২৯২
২৪ বধিল, নী

টীকা

পঙ্—১। তু°—

"পরের অধিনী ঘুচিবে কখনি
এমতি করিবে ধাতা।"
(নী, ৩১৬ সং পদ।)

৪। তু°—

"অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।"
(নী, ৩১১ সং পদ।)

---

[৭৭৮]

গান্ধার[১]

যত নিবারিয়ে[২] চিতে[৩] নিবার[৪] না[৫] যায় রে।
আনপথে যাইতে[৬] সে কানু[৬]-পথে ধায়[৭] রে ॥
এ[৮] ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।[৮]
যার নাম না[৯] লইব তার নাম লয় রে ॥[৯]
এ ছার নাসিকা মুই যত[১০] করি[১০] বন্ধ।[১১]
তবুত দারুণ নাসা পায়[১২] শ্যাম[১৩]-গন্ধ ॥
সে না[১৪] কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ[১৫] শুনিতে আপনি যায় কান ॥
ধিক রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব ॥[১৬]
[১৭]চণ্ডীদাস বলে[১৭] রাই[১৮] ভাল ভাবে আছ।[১৯]
মনের মরম কথা কারে[২০] জানি পুছ ॥[২০]

নী, ৩৬৯; তরু, ৮৩৫; বিপু, ২৯২, ২৯৮

১ যথা রাগ, ২৯৮; বাদ, ২৯২
২ নেবারিয়ে, ২৯২; নিবারিতে, ২৯৮
৩ পায়, তরু; মনে, ২৯২; চাই, ২৯৮
৪ নেবারা, ২৯২; নিবারাত, ২৯৮
৫ নাহি, ২৯৮

৬-৬ চলিতে চায় আন, নী; জাইতে মন°, ২৯২; চলিতে পা আন, ২৯৮

৭ জায়, ২৯৮

৮-৮ বাদ, ২৯২; এ ছার বাষনা মোরে হইল কাল রে, ২৯৮

৯-৯ নাহি লই লয় তার নাম রে, তরু; না লই তার সদা নাম°, ২৯২

১০-১০ কত করু, নী

১১ এই এক পঙ্‌ক্তির স্থানে ২৯২ পুথিতে আছে—"এ পাপ নাসিকা আমি নাসা কৈলু বন্ধ;" এবং ২৯৮ পুথিতে আছে—"এ নাক নাশীকা মুঞী নাসা কৈল বন্ধ রে।"

১২ লয়, ২৯২ ১৩ তার, নী

১৪ বাদ, নী ১৫ পরসঙ্গে, ঐ

১৬ এই চারি পঙ্‌ক্তি বাদ, ২৯৮, ২৯২। ২৯২ পুথিতে একটি অতিরিক্ত পঙ্‌ক্তি আছে—"জারে না দেখিএ আখি তারে সদা দেখে রে," ইহা "এ পাপ নাসিকা" ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিটির পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে।

১৭-১৭ কহে চণ্ডীদাস, তরু; চণ্ডীদাষে কহে, ২৯৮

১৮ বাদ, ২৯৮ ১৯ আছুরে, ২৯৮

২০-২০ কাহে নাহি পুছরে, ২৯৮

টীকা

"আনুকূল্য সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন"—
ইহারই অভিব্যক্তি এই পদে রহিয়াছে।

পঙ্‌—১।

"আপনা আপনি মন বুঝাইতে
পরতীত নাহি হয়।"
(নী, ৩০১ সং পদ।)

৩-৪। তু°—

"আন কথা কহোঁ যদি গুরুর সম্মুখে।
ভরমে তখনি মোর শ্যাম আইসে মুখে॥"
(তরু, ৮৩৮ সং পদ।)

৭-৮। তু°—

"শ্যাম-পরসঙ্গ বিনে নাহি তায়
শ্রবণ তা পানে রয়।"
(নী, ৩২৮ সং পদ)।

---

[৭৭৯]

শ্রী১

কোন্ বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।
সদা পরাধিনী২ ঘরে রহে৩ একেশ্বরী॥৪
ধিক্ রহু হেন জন হয়ে৫ প্রেম করে।
বৃথা সে জীবন রাখে তখনি৬ না৭ মরে॥
বড় ডাকে৮ কথাটি কহিতে যে না পারে।
পর পুরুষেতে৯ রতি ঘটে কেন তারে॥
এ ছার জীবনের মুই ঘুচাইনু১০ আশ।
চণ্ডীদাস কহে কেন ভাবহ উদাস॥

নী, ৩৭০; তরু, ৮৩৭

১ পদটি অন্যত্র পাওয়া যায় নাই

২ পরাধীন, নী ৩ রহি, নী

৪ একাশ্বরী, তরু (পাঠা°)

৫ হৈয়া, তরু ৬ এখনি, তরু (পাঠা°)

৭ সে, নী ৮ ডাকি, তরু (পাঠা°)

৯ °পুরুষেত, পুরুষের, (ঐ)

১০ ঘুচাইলুঁ, তরু

টীকা

পঙ্‌—১-২। তু°—

"আন্ধার ঘরের কোনে থাকি একেশ্বরী।
কোন বিধি সিরজিল ছার কুলনারী॥
(তরু, ৮৩৮ সং পদ।)

৩। তু°—"তাহার অধীন দুখ পরাধীন লেহ।"
(৭৭৭ সং পদ।)

---

[৭৮০]

গান্ধার[১]

কেনে[২] বা পীরিতি কৈলুঁ[৩] শ্যাম[৪] বঁধুর[৪] সনে।
ভাবিতে রসের তনু জারিলেক ঘুণে॥
কত ঘর বাহির হইব দিবারাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পীরিতি॥
না রুচে ভোজন-পান কি মোর শয়নে।
বিষ মিশাইল যেন[৫] এ ঘরকরণে॥
ঘরে গুরু দুরুজন ননদিনী আগি।
দু[৬] আঁখি মুদিলে বলে কাঁদে কানু লাগি॥[৬]
আকাশ যুড়িয়া ফাঁদ, যেতে[৭] পথ[৮] নাই।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস মিলিবে এথাই॥

নী, ৩৫৩; বিপু, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০ ইত্যাদি।

১ যথারাগ, ২৯৮; বাদ, ২৯২, ৩৩০০
২ কেন, নী
৩ কৈলাম, নী; কল্যাম, ২৯২; ৩৩০০; কলু, ২৯৮
৪-৪ কালা কানুর, নী (পাঠান্তর), ২৯২, ৩৩০০
৫ মোর, নী
৬-৬ দুই আখি নিরবধি ঝুরে কানু লাগি, ২৯২; কান্দে শ্যাম লাগী, ২৯৮
৭ জাইতে, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০
৮ দেশ, ২৯৮

টীকা

পঙ্‌—১-২। তু°—
"কেন বা কানুর সনে পীরিতি করিলুঁ।
না ঘুচে দারুণ লেহা ঝুরিয়া মরিলুঁ॥"
(৭৮১ সং পদ।)

৩-৬। এই চারি পঙ্‌ক্তি দীন চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত ৭৮৩ সং পদের দুইটি কলির অনুরূপ, যথা—

"কত ঘর বাহির হইব দিবারাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পীরিতি॥
খাইতে না রুচে অন্ন, শুইতে না লয় মন।
বিষে মিশাইল যেন এ ঘর-করণ॥"

তু°—"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।"
(নী, ২৫৪ সং পদ।)

এবং—

"ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আসি যাও।"
(৭১৫ সং পদ, এবং তাহার টীকা দ্রষ্টব্য।)

৭-৮। তু°—
"যদি বা কখন, কাঁদি কোন ছলে, শাশুড়ী ননদী তারা।
বলে শ্যাম লাগি, কান্দে কলঙ্কিনী, এমতি তাহার ধারা॥"
(প্রঃ খঃ, ৩৯৬ সং পদ।)

৯। তু°—
"যেন বেড়াজালে সফরি সলিলে
তেমতি আমার ঘর।"
(প্রথমখণ্ড, ১০৯ সং পদ।)

---

[৭৮১]

সুহই[১]

কেন বা কানুর সনে পীরিতি করিলুঁ।[২]
না ঘুচে দারুণ লেহা[৩] ঝুরিয়া[৩] মরিলুঁ॥[৪]
আর[৫] জ্বালা সইতে নারি কত উঠে তাপ।[৬]
বচন[৭] নিঃসৃত নহে বুকে খাইল সাপ॥[৭]
জনম হৈতে কুল গেল, ধরম গেল[৮] দূরে।
নিশি দিন[৮] মোর মন কানু লাগি[৯] ঝুরে॥[১০]
নিষেধিলে নাহি মানে ধরম-বিচার।[১১]
বুঝিলুঁ[১২] পীরিতি[১৩] হয়[১৪] স্বতন্ত্র আচার॥[১৫]

[16]করম-দোষে জনমে মোর এই ফল ধরে ।[16]
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে ॥

নী, ৩৬১ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮, ইত্যাদি ।

[1] যথা রাগ, ২৯৮ ; বাদ ২৯২

[2] করিমু, নী ; করুলু, ২৯৮

[2-3] লেহ ঝুর্যা ২, ২৯৮

[4] মরিমু, নী ; মলু, ২৯৮

[5] ঘরের, ২৯২ ; ঘরে, ২৯৮

[6-6] বুকে খেলে°, নী ; বিষ মিশাইল জেন বুকে°, ২৯২ ; বচনে মিশাইল জেন বুকে , ২৯৮

[7] রহিল, ২৯৮

[8] দিশি, ২৯২

[9] গুণে, ২৯২

[10] এই পঙ্‌ক্তিটি ২৯৮ পুথিতে এই ভাবে আছে—
দিবা নিশি যোন মোর কানুর লাগিয়া ঝুরে

[11] বিচারে, ২৯৮

[12] বুঝিমু, নী

[13] পীরিতের, নী, ২৯৮

[14] নহে, ২৯২

[15] আচারে, ২৯৮

[16-16] করমের দোষেরে জনমে কিবা করে, নী ; করমের দোষ সব ধরমে কি করে, ২৯৮

টীকা

পঙ্—১-২। তু°—

"কেনে বা পীরিতি কৈলুঁ শ্যামবঁধুর সনে।
ভাবিতে রসের তনু জারিলেক ঘুণে।"

(৭৮০ সং পদ।)

৩। তু°—

"তুষের অনল যেন জলিছে হিয়ায়।"

(৭৮৩ সং পদ।)

৪। কারণ—

"বদন থাকিতে না পারি বলিতে
তেঁই সে অবলা নাম।"

এবং—

"অবলার যত দুঃখ প্রাণনাথ
সব থাকে মনে মনে।"

(প্রথমখণ্ড, ৪০০ সং পদ।)

৫। কারণ—

"শিশুকাল হৈতে আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার।"

(৪০৭ সং পদ।)

৬। তু°—

"নাহি জানি দিবানিশি মরিয়ে ঝুরিয়া।"

(৭৮৩ সং পদ।)

দ্রষ্টব্য :—জন্ম হইতে রাধা কৃষ্ণপ্রেমে বিভোরা, ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের পরিকল্পনার বহির্ভূত, এবং "পীরিতি" শব্দটিও কৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত হয় নাই, অতএব ভণিতায় "বড়ু চণ্ডীদাস" থাকিলেও এই পদ উক্ত কবি রচনা করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না

---

[৭৮২]

তুড়ি[1]

কি হৈল[2] কি হৈল[2] মোরে[3] কানুর[4] পীরিতি।
আঁখি ঝোরে পুলকেতে[5] প্রাণ কাঁদে নিতি ॥
শুইলে[6] সোয়াস্তি নাই[6] নিঁদ[7] গেল দূরে।
কানু[8] কানু করি প্রাণ[8] নিরবধি ঝুরে ॥ধ্রু[9]
নবীন পাউসের মীন মরণ না জানে।[10]
নব অনুরাগে চিত নিষেধ[11] না মানে ॥

এনা রস যে না জানে সে না আছে ভাল।
হৃদয়ে বিঁধিল[১২] মোর কানু-প্রেম-শেল ॥
নিগূঢ় পীরিতিখানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস[১৩] বড়[১৩] হইল[১৪] ফাঁফর ॥

নী, ৩৫৫; তরু, ৯২৬; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮, ইত্যাদি।

[১] যথা রাগ, ২৯৮; বাদ, অন্যত্র

[২-২] হল্য, ২৯১, ২৯২; হইল, ২৯৩, ২৯৮

[৩] মোর, নী

[৪] শ্যামের, ২৯৮

[৫] পুলকিত, ২৯১, ২৯২, ২৯৩; সদা মোর, ২৯৮

[৬-৬] সেই হইতে স্বপ্তী, ২৯৮

[৭] নিন্দ সকল পুথিতে

[৮] কানু লাগি প্রান মোর, ২৯৮

[৯] বাদ, ২৯১, ২৯৩, ২৯৮

[১০] শুনে, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮

[১১] নিশধ, ২৯১; ধৈরজ, নী (পাঠান্তর), ২৯৮

[১২] রহিল, নী (পাঠা); বিন্দিল, ২৯১; বিন্ধোল, ২৯২

[১৩-১৩] চণ্ডীদাস মার্ত্ত, ২৯১; চণ্ডীদাস কবি, নী; বড়ু চণ্ডীদাস, ২৯২, ২৯৩; চণ্ডীদাস তবে, ২৯৮

[১৪] পড়িলা, ২৯১; পড়িল, ২৯২, ২৯৮

টীকা

দ্রষ্টব্য :—প্রথমতঃ পীরিতি-গন্ধী পদ বড়ুচণ্ডীদাসের হইতে পারে না। তারপর এই পদের ভণিতাও সামঞ্জস্য-বর্জ্জিত। তরুতে "ইথে চণ্ডীদাস বড়", নী-তে "ইথে চণ্ডীদাস কবি", এবং পাঠান্তরে "কবি—বড়", ২৯১ সং পুথিতে "চণ্ডীদাস মার্ত্ত" (মাত্র), ২৯৮ সং পুথিতে "চণ্ডীদাস তবে", ২৯২ এবং ২৯৩ সং পুথিতে "বড়ু চণ্ডীদাস", নচ-র পাঠান্তরে "কহে চণ্ডীদাস ইথে," "দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে" ইত্যাদি (ঐ, ২০১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহা ব্যতীত পদটি যদুনাথদাস, জ্ঞানদাস এবং নরহরির ভণিতাতেও পাওয়া যাইতেছে (নচ, ২০১–৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই প্রকার পাঠবিভিন্নতার অন্তরালে প্রকৃত পদকর্ত্তার সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর নহে; তবে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পীরিতি-গন্ধী এই সকল পদ বড়ু চণ্ডীদাস রচনা করেন নাই। বোধ হয় "বড়" হইতে "বড়ু" ভণিতার উদ্ভব হইয়াছে।

এই পদটি তরুতে আক্ষেপানুরাগের শেষের অংশে "তত্রানুরাগঃ প্রকারান্তরং" পর্য্যায়ে সঙ্কলিত রহিয়াছে।

পঙ্—১। তু°—

"বিষম হইল কালা কানুর পীরিতি।"

(৭৮০ সং পদ।)

৩। তু°—

"খাইতে না রুচে অন্ন, শুইতে না লয় মন।"

(৭৮৩ সং পদ।)

৪। তু°—

"নিশিদিন মোর মন কানু লাগি ঝুরে।"

(৭৮১ সং পদ।)

৫। পাউস—সং-প্রাবৃষ হইতে, বর্ষাকাল (তরু, টীকা)। বর্ষাগমে নূতন জলে মাছ নির্ভয়ে বিচরণ করে।

৮। তু°—

"বুকে খেয়েছি, শ্যামের শেল
পিঠে হৈল পার।"

(নী, ২৭৩ সং পদ।)

---

[৭৮৩]

শ্রী[১]

কত ঘর বাহির হইব দিবারাতি।
বিষম হইল কালা[২] কানুর[২] পীরিতি ॥
খাইতে না[৩] রুচে[৩] অন্ন শুইতে[৪] না লয়[৪] মন।
বিষে[৫] মিশাইল[৬] যেন[৭] এ[৭] ঘরকরণ ॥

পাসরিতে চাহি মনে[৮] পাসরা না যায়।
তুষের অনল[৯] যেন জ্বলিছে হিয়ায়॥[১০]
হাসি[১১] হাসি শ্যাম[১১]-সনে[১২] পীরিতি করিয়া।
নাহি জানি[১৩] দিবানিশি[১৪] মরিয়ে[১৫] ঝুরিয়া॥
পীরিতি এমন জ্বালা[১৬] জানিব কেমনে।
তবে[১৭] কেনে পীরিতি করিব শ্যাম[১৭] সনে॥
পীরিতি গরলে[১৮] মোর হেন দশা[১৯] ভেল।[২০]
আছিল সোণার তনু[২১] কাল[২২] হৈয়া গেল॥[২২]
পীরিতি[২৩] বিচ্ছেদে পাপ পরাণ না রয়।[২৩]
এমতি[২৪] পীরিতি দীন[২৫] চণ্ডীদাসে কয়॥[২৬]

নী. ৩৬৬; বিপু, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭, ২৩৯৪ ইত্যাদি।

[১] বাদ, ২৮৯, ২৯১ ২৯২, ২৯৩, ২৯৭; রাগ বড়ারি. ২৩৯৪

[২-২] শ্যাম বন্ধুর, ২৯১, ২৯২, ২৯৩; °বন্ধুর, ২৩৯৪

[৩-৩] নারিয়ে, ২৯২

[৪-৪] খাইতে না লয়, ২৮৯; শুতে না লয়, ২৯৭; স্থির নহে, ২৩৯৪

[৫] বিষ, নী, ২৯২, ২৯৩; বিশ, ২৯১; বিস, ২৩৯৪

[৬] মিশাইলে, নী

[৭-৭] মোর ই, ২৯১

[৮] জদি, নী, ২৮৯, ২৯৭, ২৩৯৪

[৯] আনল, ২৮৯, ২৯২, ২৯৭, ২৩৯৪

[১০] এই দুই পঙ্‌ক্তি ২৯১, ২৯৩ পুথিতে নাই

[১১-১১] হাসিতে শ্যামের, নী; হাসিএ শ্যামের, ২৮৯; হাশিতে ২ শ্যাম, ২৯১; কি খেনে বন্ধুর, ২৯৭; হাসিতে ২, ২৩৯৪

[১২] সঙ্গে, ২৮৯, ২৯১; থল, ২৩৯৪

[১৩] যায়, নী

[১৪] ২৯৩ পুথিতে "নাহি জানি"র পূর্ব্বে "দিবানিশি" আছে। ২৯৭ পুথিতে আছে—দিবানিসি সদাই আমি মরিগে°।

[১৫] মরয়ে, নী; মরিগে, ২৯৭; মরিয়া, ২৩৯৪

[১৬] হবে, ২৮৯; বন্থা, ২৩৯৪

[১৭-১৭] °কেন বাড়াই লেহা কালিয়ার সনে, নী; °পীরিতি বাড়াব শ্যাম, ২৩৯৪, ২৮৯; জানিলে পীরিতি না করিতাঙ শ্যাম, ২৯১; °করিব বন্ধুর, ২৯৭

[১৮] আনলে, ২৮৯, ২৯৭

[১৯] গতি, নী, ২৮৯, ২৯১, ২৯৭

[২০] হল্য, ২৮৯, ২৩৯৪

[২১] দেহ, নী

[২২-২২] কালী-হআ গেল, ২৯৭; হৈয়া গেল কাল, নী, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৩

[২৩-২৩] তিলেক বিচ্ছেদ পাপ পরাণে না সহে, নী, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭; তিলেক বিচ্ছেদ পাপ°, ২৮৯

[২৪] এমন, নী, ২৮৯; বিষম, ২৯১, ২৯২, ২৯৩; এহেন, ২৯৭

[২৫] দ্বিজ, নী, ২৮৯, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭; বড়ু, ২৯১

[২৬] কহে, নী, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭

টীকা

দ্রষ্টব্য:—ভণিতা-পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই পদটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। নী এবং ২৮৯, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭ সং পুথিতে আছে "দ্বিজ"; ২৩৯৪, ৪৫৫৭, ৪২০২ সং পুথিতে "দীন" এবং ২৯১ সং পুথিতে "বড়ু" ভণিতা রহিয়াছে। ইহার জন্য কবি নিজে দায়ী নহেন, কারণ স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পরবর্ত্তী লেখক বা গায়কগণ-কর্ত্তৃক এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই জাতীয় নজির অবলম্বন করিয়া অনেকে বড়ু চণ্ডীদাসকে দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাসের সহিত অভিন্ন প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

পঙ্‌—১-৪। এই চারি পঙ্‌ক্তি ৭৮০ সং পদে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় (ঐ পদের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৫। তু°—

"পাসরিতে চাহি মনে পাসরা না যায় গো।"

(নী, ২৭৭ সং পদ)

৬। তু°—

"কাহারে কহিব মনের আগুন, জলিয়া জলিয়া উঠে।"

(নী, ৩২৭ সং পদ)

১২। তু°—

"পোড়া কড়ি সমান করিনু নিজ দেহা।"

(নী, ২৮৯ সং পদ)

---

[৭৮৪]

সুহই[১]

পীরিতি লাগিয়া দিলু[২] পরাণ নিছনি।
কানু বিনে[৩] দোসর দুকানে[৪] নাহি শুনি॥
কানুরূপ[৫] নিরখিয়া[৬] রতি[৭] নাহি ছুটে।
কি[৮] বোল বলিব আমি কত চিতে উঠে॥[৮]
মনোদুখে[৯] হৃদয়ে সদাই সোঙরিয়ে।
কানুপরসঙ্গ বিনে[১০] তিলেক না জীয়ে॥
যাহার লাগিয়া আমি কাঁদি দিবারাতি।
নিছিয়া লয়েছি তারে করিয়া [১১] খেয়াতি॥[১১]
আর যত অভিলাস [১২] দিলু[১৩] বঁধুর পায়।
বড়ু[১৪] চণ্ডীদাসে[১৪] কহে যেবা যারে ভায়॥

নী, ৩৬৭, বিপু, ২৯২, ২৯৮

১ তথা, ২৯৮; বাদ, ২৯২
২ দিনু, নী
৩ বিনু, ২৯২
৪ দুকুলে, ২৯৮
৫ রূপ, নী, ২৯৮
৬ দেখিঞা, ২৯৮
৭ জায় আরতি, ২৯৮; আরতি, নী
৮-৮ বোল কি বলিতে পারি যত উঠে চিতে, না; বল না কি করি সই চিতে জত উঠে, ২৯৮
৯ °দুখ, ২৯২
১০ বিনু, নী
১১-১১ কুলশীলজাতি, নী
১২ অভিমান, নী, ২৯২
১৩ দিনু, ঐ
১৪-১৪ চণ্ডিদাসেতে, ২৯২; চণ্ডীদাষ বড়ু, ২৯৮

দ্রষ্টব্য:—২৯২ পুথিতে পদের ভণিতায় "বড়ু" শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই।

---

[৭৮৫]

শ্রী[১]

কাহারে কহিব দুখ কে বুঝে[২] অন্তর।
যাহারে মরমী কহি[৩] সে বাসয়ে পর॥
আপনা[৪] বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
এতদিনে বুঝিনু[৫] সে ভাবিয়া অন্তরে॥
মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুন সেই জ্বালি দেয়[৬] মোরে॥
এতদিনে বুঝিলাম মনেতে[৭] ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাই[৮] আপনা[৯] বলিয়া॥
এ দেশে না রব একা যাব দূরদেশে।
সেই সে যুকতি[১০] কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে।

নী, ৩৭২ ; তরু, ৪৮১

১ পদটি অন্যত্র পাওয়া যায় নাই।
২ জানে, নী
৩ বাসি, তরু (পাঠা°)
৪ আপনার, তরু

৫ বুঝিলুঁ, তরু
৬ দেহ, ঐ (পাঠা°)
৭ মনেত, তরু
৮ নাহি, নাঞি, ঐ (পাঠা°)
৯ আপন, নী
১০ যুগতি, তরু

টীকা

পঙ্‌—১। তু°—

"কাহারে কহিব, মনের মরম, কেবা যাবে পরতীত।"
(নী, ৩৫৮ সং পদ)

অথবা—

"কাহারে কহিব, কেবা পতিয়াব, আমার যাতনা যত।"
(প্রথম খ° ৩৯৩ সং পদ)

২। কারণ—

"সুজন দেখিয়া, পীরিতি করিলুঁ, পরিণামে এত জ্বালা।"
(ঐ, ৩৯৫ সং পদ)

৩-৪, ৭-৮। তু°—

"ভাবিয়া দেখিনু, এ তিন ভুবনে, আপনা বলিব কায়।"
(ঐ, ৩৯৯ সং পদ)

৫-৬। তু°—

"মনের বেদনা, কহিতে কহিতে, দ্বিগুণ উঠয়ে দুখ।"
(ঐ, ৩৯৬ সং পদ)

৯। তু°—

"এ দেশে না রব সই, দূর দেশে যাব।"
(নী, ৩১০ সং পদ)

টীকা

দ্রষ্টব্য:—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধার যোগিনী হইবার কথা আছে বলিয়াই এই পদটিকে বড়ু চণ্ডীদাসে আরোপ করা যায় না। এই ভাব যদি বড়ু চণ্ডীদাসেরই নিজস্ব হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরবর্ত্তী যে কোন কবি তাহা অবলম্বন করিয়া পদ রচনা করিতে পারেন, এ জন্য দ্বিজ ভণিতা থাকা সত্ত্বেও বড়ুকে টানিয়া আনিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। উপরের টীকায় এই পদের প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির ভাব-সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, দ্বিজ স্থানে বড়ুর পরিকল্পনা সম্পূর্ণই অনাবশ্যক।

এই পদটি তরুতে সখীর প্রতি আক্ষেপ পর্য্যায়ে সঙ্কলিত রহিয়াছে।

---

[৭৮৬]

সুহই[১]

আনিল[২] অমিয়া-পানা দুধে মিশাইয়া।
লাগিল গরল যেন[৩] মিঠ তেয়াগিয়া॥
তিতায়[৪] তিতিল দেহ মিঠ হবে কেন।[৫]
জ্বলন্ত অনলে[৬] যেন পুড়িছে পরাণ॥[৭]
বাহিরে অনল[৮] জ্বলে দেখে সব লোকে।
অন্তর[৯] জ্বলিয়া[১০] উঠে তাপ লাগে বুকে॥
পাপ দেহের তাপ মোর[১১] ঘুচিবেক কিসে।
কানুর পরশে যাবে কহে[১২] চণ্ডীদাসে॥[১২]

নী, ৩৫৯; বিপ্‌, ২৯২, ২৯৮ ইত্যাদি

১ যথা রাগ, ২৯৮
২ আনিয়া, ২৯২, ২৯৮
৩ কেন, ২৯২; যাতে ২৯৮
৪ তিতায়ে, ২৯২
৫ কেনে, ২৯২
৬ আনলে, ২৯২
৭ পরাণে, ২৯২
৮ আনল, ২৯২, ২৯৮
৯ অন্তরে, ২৯৮
১০ পুড়িয়া, নী
১১ বাদ, ২৯২, ২৯৮
১২-১২ চণ্ডীদাসে ভাষে, ২৯৮

টীকা

পঙ্—১-৩। তু°—

"পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে।"

(নী, ৩৩৪ সং পদ)

পানা—সং—পানক হইতে, শর্করাদি মিশ্রিত পানীয় (শব্দকোষ), যেমন চিনিপানা, মিশ্রিপানা ইত্যাদি। দুগ্ধে মিশ্রিত অমৃতবৎ পানীয় আমার নিকট তিক্ত বোধ হইল।

৪। তু°—"কাহারে কহিব মনের আগুন
জলিয়া জলিয়া উঠে।"

(ঐ, ৩২৭ সং পদ)

৫-৬। তু°—

"বন পোড়ে বলে বনে আগুনি
দেখয়ে জগৎ লোকে।
এ বহ্নি বিষম শুনগো সজনি
জলে উঠে বিনি ফুকে॥"

(ঐ, ৩২৬ সং পদ)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে—

"বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী॥"

(ঐ, ২৯৪ পৃঃ)

এবং

"একেঁ দহদহ ঘসির আগুন
আরে কেনা জালে ফুকে।"

(ঐ, ৩৪৯ পৃঃ)

এইরূপ বিরহানলের পরিকল্পনা বিদগ্ধমাধবেও রহিয়াছে। যথা—"নিবিড়বড়বাবহ্নিজ্বালাকলাপবিকাশিনম্।"

এবং ইহারই অনুবাদে রাধার পূর্ব্বরাগ-বর্ণনায় চণ্ডীদাসের পদে—

"বিষম বাড়ব- অনল মাঝারে
আমারে ডারিয়া দিল।"

(পূর্ব্ববর্ত্তী, ৭২৪ সং পদ দ্রষ্টব্য)

এইপ্রকার ভাবসাদৃশ্য কবিগণের অভিন্নত্ব সূচিত করে না, কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী কবির ভাব অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী কবিগণ পদ রচনা করিতে পারেন। অতএব এইরূপ ভাবসাদৃশ্য দেখিয়াই পদটিকে বড়ু চণ্ডীদাসে আরোপ করিবার কোনই হেতু নাই।

---

[৭৮৭]

: পঠমঞ্জরী[১]

একে কাল হৈল মোর[২] নয়লি[৩] যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোর[৪] কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর[৫] যমুনার জল॥
আর কাল হৈল মোর রতন-ভূষণ।
আর কাল হৈল মোর[৬] গিরি গোবর্দ্ধন॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই[৭] শুনে[৮] যে[৮] কাহিনী॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে[৯] কহে না কহ এমন।
কারু[১০] কোন দোষ নাই সব[১১] এক জন॥

নী, ৩৬০ ; তরু, ৯৪৫

১ পটমঞ্জরী, নী ২ মোরে, তরু
৩ নহলি, তরু ৪ মোরে, তরু
৫ মোরে, তরু ৬ মোরে, তরু
৭ নাহি, তরু ৮-৮ শুনয়ে, নী

৯ চণ্ডীদাস, নী ১০ কার, নী
১১ সবে, তরু

টীকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০৯২ সং পুঁথি হইতে বটু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত নিম্নোদ্ধৃত পদটি আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলাম (ঐ, ১৩৩৯, তৃতীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য) :—

এক কাল হইল মোর জমুনার জল।
আর কাল হইল মোর কদম্বের তল ॥
আর কাল হইল মোরে পাসে বৃন্দাবন।
আর কাল হইল মোর নহলি জৌবন ॥
আর কাল হইল মোরে ভ্রমরার বোল।
আর কাল হইল মোরে কানু মাগে কোল ॥
ইত্যাদি।

এই পদের প্রথম চারি পঙ্‌ক্তির সহিত আলোচ্য পদটির প্রথম চারি পঙ্‌ক্তির সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া দ্বিজ ভণিতার এই সম্পূর্ণ পদটিকেই বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই গ্রন্থের ৪৬৩ সং পদে আছে—

"আজু নিজ দেহ দেহ করি মানি
আজু গেহা ভেল গেহা।
* * * *
আজু মলয়গিরি মন্দ পবন বহু
আকাশে উদিত হউ চন্দা।
অবহু মউরগণ নাদ সাধে করু
কোকিল কুহহু ধন্দা ॥" ইত্যাদি।

ইহার সহিত বিদ্যাপতির একটি পদের ভাব-সাদৃশ্য আছে বলিয়া এই পদটি বিদ্যাপতি রচনা করিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে না। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির অনুকরণে এই পদ রচনা করিয়াছেন। সেইরূপ বড়ু চণ্ডীদাসের যে কোন পদ পরবর্ত্তী কবিগণ-কর্ত্তৃক অনুকৃত হইতে পারে। আলোচ্য পদটিতেও এইরূপ অনুকরণের নিদর্শন রহিয়াছে মাত্র, কিন্তু সে জন্য সম্পূর্ণ পদটিকে বড়ু চণ্ডীদাসে আরোপ করা যায় না।

নচ-র পাঠান্তরে এই পদের ভণিতার দুই পঙ্‌ক্তির পরিবর্ত্তে নিম্নোদ্ধৃত দুই পঙ্‌ক্তি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে—

প্রাণ সই নিবেদন করি।
নিশ্চয় কহিলুঁ জলে প্রবেশিয়া মরি ॥

ইহার উল্লেখ করিয়া সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—"অনুমান হয়, মূল রচনায় এই পয়ারটিই ছিল, উপরে নী-ধৃত ও আমাদের পাঠে প্রদত্ত ভণিতার পয়ারটি পরবর্ত্তী কালের।" দ্বিজ ভণিতার উৎপত্তি যে পরবর্ত্তী কালে হইয়াছে ইহা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

---

[৭৮৮]

ধানশী[১]

কাহারে কহিব মনের মরম[২]
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা[৩]
সদাই[৪] চমকে[৫] চিত ॥
গুরুজন[৬] আগে দাঁড়াইতে[৭] নারি
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক্[৮] নেহারিতে
সব[৮] শ্যামময়[৮] দেখি ॥
সখীর সহিতে জলেরে যাইতে
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ঝলমল[৯]
তাহে কি পরাণ রয়।
কুলের ধরম[১০] রাখিতে নারিনু[১১]
কহিনু[১২] সবার[১৩] আগে[১৪]।
কহে চণ্ডীদাস শ্যাম সুনাগর[১৫]
সদাই হিয়ায়[১৬] জাগে ॥

নী, ৩৫৮; বিপু, ২৯২, ২৯৮ ইত্যাদি।

[1] যথারাগ, ২৯৮

[2] কথা, ২৯২

[3] বেদন, ২৯২

[4-4] সদা চমকয়ে, ২৯২

[5] গুরুজনা, ২৯৮

[6] ভাড়াইতে, ২৯২, ২৯৮

[7] দিগ, ২৯২, ২৯৮

[8-8] সকল শ্যাম, ২৯৮; শ্যামময় সব, ২৯২

[9] টলমল, ২৯২, ২৯৮

[10] ভরম, ২৯২

[11] নারিলু, ২৯৮

[12] কহিলু ২৯৮; কহিলাম, নী

[13] সভার, ২৯২, ২৯৮

[14] মাঝে, ২৯২, ২৯৮

[15] নাগর, ২৯৮

[16] হিয়ার মাঝারে, ২৯৮

টীকা

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২০১ সং পুথি হইতে সংগ্রহ করিয়া এই পদটি "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী"তে রামচন্দ্রের ভণিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। আবার ইহাকে জ্ঞানদাসের ভণিতাতেও পাওয়া যাইতেছে (নচ, ১৯০ পৃঃ)। অতএব এই পদের রচয়িতার সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে।

---

[৭৮৯]

শ্রী[1]

যাহার সহিত যাহার পীরিতি
সেই সে মরম জানে।
লোক-চরচায় ফিরিয়া না চায়[2]
সদাই অন্তরে টানে॥
গৃহ[3]-কর্ম্মে থাকি সদাই চমকি
গুমরে গুমরে মরি।[3]
নাহি হেন জন করে নিবারণ
যেমত চোরের নারী॥
ঘরে গুরুজনা[4] গঞ্জয়ে নানা[4]
তাহা বা[5] কাহারে[6] কই।[6]
মরণ সমান করে অপমান
বন্ধুর লাগিয়া[7] সই।[7]
কাহারে কহিব কেবা পীত্যাইব[8]
কে জানে মরম[9]-দুখ।
চণ্ডীদাসে[10] কয়[10] আশয়[11] ছাড়হ[11]
তবে সে পাইবে সুখ॥

নী, ৩৬২; বিপু ২৯৭।

[1] বাদ, ২৯৭ [2] চাই, নী

[3-3] গ্রহকাজ করিতে, গুমুরি আমার, ফুকুরি আ কান্দিতে নারি, ২৯৭

[4-4] গুরুজন বলে কুবচন, ২৯৭

[5] কি, ২৯৭

[6-6] কহিব কি, নী

[7-7] কারণ সে. ঐ

[8] নিবারিবে, নী

[9] মনের, ২৯৭

[10-10] চণ্ডীদাস কহে, নী

[11-11] করহ ঘোষণা, ঐ

টীকা

পঙ্—৮। তু—"চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে।"
নী-৩৪৬ সং পদ

৯-১০। "শাশুড়ীননদী গঞ্জে দিবারাতি
তাহা বা সহিব কত।"
নী, ২৯৮ সং পদ

[৭৯০]

· শ্রী[১]

কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
জনমে কি ফল পেলুঁ।[২]
হিয়া দগদগি পরাণ[৩] পোড়নি[৩]
মনের[৪] আগুনে মলুঁ॥[৪]
গোকুল-নগরে কেবা[৫] কি না করে[৫]
তাহে[৬] কি নিষেধ বাধা।[৬]
সতী[৭] কুলবতী সে সব যুবতী[৭]
শ্যাম[৮]-কলঙ্কিনী রাধা॥
এ ঘর দারুণ[৯] বিধি[১০] নিদারুণ
বসতি[১১] পরের বশে।
হেন করে[১২] মন[১২] হউক মরণ
কি[১৩] আর জীবনে যশে॥[১৩]
বাহির হইতে[১৪] লোক চরচাতে[১৫]
বিষ[১৬] মিশাইল[১৬] ঘরে।
পীরিতি করিয়া[১৭] জগতে[১৮] বৈরিয়া[১৮]
আপনা[১৯] বলিব কারে[২০]॥
রাধা[২১] বলি নাম কেহ নাহি লবে
এখনি এমনি মলে।[২১]
চণ্ডীদাস বলে সবারে পাইবে
বন্ধুয়া[২২] সদয়[২২] হলে॥

নী, ৩৬৫ ; বিপু, ২৮৯, ২৯৭, ২৩৯৪ ইত্যাদি।

১ রাগ কামদ, ২৩৯৪, ২৮৯, ২৯৭

২ পান্নু, নী, ২৩৯৪, ২৮৯

৩-৩ মনের আগুনে, ২৯৭ ; °পুড়নি, ২৩৯৪, ২৮৯

৪-৪ দ্বিগুন পুড়িয়া মলুঁ, ২৯৭ ; মনু, নী, ২৩৯৪, ২৮৯

৫-৫ কেবা না কি করে, ২৯৭

৬-৬ তাহারে নাহিক বাধা, ২৩৯৪ ; তাহে বা নিষেধ,° ২৮৯

৭-৭ সে সব যুবতি কুলবতি সতি, ২৩৯৪

৮ হাম, নী ; কানু, ২৯৭

৯ করণ, ২৩৯৪, ২৯৭

১০ বিহি, ২৯৭

১১ পীরিতি, নী, ২৩৯৪, ২৮৯

১২-১২ করি মনে, ২৮৯

১৩-১৩ আর যত অপযশে, নী ; কি ম্নার গোরব জসে, ২৩৯৪ ; কি ম্নার জিবনে ম্নাসে, ২৮৯ ; কি আর জস অবজসে, ২৯৭

১৪ বেড়াতে, নী, ২৮৯

১৫ পরতীতে, ২৮৯

১৬-১৬ বিষম হইল, নী ; বিস জে হইনু, ২৩৯৪

১৭ বলিয়া, নী, ২৮৯

১৮-১৮ যতেক বৈরী, নী ; জগতের বৈরী ২৮৯

১৯ আপন, নী

২০ এই চারি পঙ্‌ক্তি ২৯৭ পুথিতে নাই

২১-২১ রাধা মেনে কেহ, নাম নাহি লবে, এখানে অমনি মলে, নী ; রাধিকা বলিয়া, নাম নাহি ধরে, থুইলে এমতি মলো, ২৩৯৪ ; রাধা বলি নাম, কেহ নাই ধরে, ঐখনে আমনি মোল্যে, ২৮৯ ; রাধা বলি নাম, কেহ নাহি ধরে, এমনি এমনি মোলে, ২৯৭

২২-২২ বঁধু আপনার, নী, ২৮৯, ২৯৭

টীকা

পঙ্—৫-৮। তু°—

"কেবা না করয়ে প্রেম আমি সে কলঙ্কী।"
নী, ৩৫৪ সং পদ

৭৯৩ সং পদও দ্রষ্টব্য।

১৩-১৪। তু°—"বিষ মিশাইল যেন এ ঘর-করণে।"
৭৮০ সং পদ

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি কিছু রূপান্তরিত ভাবে নী, ৩৬৪ সং পদরূপে এবং তরুর ৯২০ সং পদরূপেও পাওয়া যাইতেছে। ঐ দুইটি পদ ইহার পরেই সন্নিবিষ্ট হইল।

[৭৯০ক]

সিন্ধুড়া

মুঞি মৈলুঁ মৈলুঁ মরিয়া গেলুঁ
ঠেকিলুঁ পীরিতি-রসে।
এ ঘর-করণ বিহি নিদারুণ
সকলি পরের বশে॥
কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
জনমে কি সুখ পাইলুঁ।
হিয়া দগদগি পরাণ পুড়নি
মনের আগুনে মৈলুঁ॥

তরু, ৯২০ সং পদ।

কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
জনমে কি সুখ পানু।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
মনের আগুনে মনু॥
মরিনু মরিনু মরিয়া গেনু
ঠেকিনু পীরিতি-রসে।
আর কেহ জানি এ রসে ভুলে না
ঠেকিলে জানিবে শেষে॥
এ ঘরকরণ বিহি নিদারুণ
বসতি পরের বশে।
মাগ এই বর মরণ সফল
কি আর এ সব আশে॥
এখনি জানিলে আর কি জানিবে
জানিবে পীরিতি শেষে।
অনেক যতনে পেয়েছি সে ধনে
তাহা জানে চণ্ডীদাসে॥

নী, ৩৬৪ সং পদ।

[৭৯১]

সুহই

জনম গেল পরদুখে কত বা সহিব।
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব॥
অন্তরে রহিল ব্যথা কুলে কি করিবে।
অনুরাগে কোন দিন গরল ভখিবে॥
মনেতে করেছি কুলে দিব তিলাঞ্জলি।
দেশান্তরী হব গুরুদিঠে দিয়া বালি॥
ছাড়িনু গৃহের সাধ কানুর লাগিয়া।
পাইনু উচিত ফল আগে না বুঝিয়া॥
অবলা কি জানে এমত হইবে পাছে।
তবে এমন প্রেম করিব কেন যেচে॥
ভাল মন্দ না জানিয়া সঁপেছি হে মন।
তেঁই সে অনলে পুড়ি যায় দেহ প্রাণ॥
চণ্ডীদাস কয় প্রেম হয় সুধাময়।
কপালক্রমে অমৃতেতে বিষ উপজয়॥

নী, ৩৮৯

টীকা

পঙ্—১। তু°—

"জনম গোয়ানু বিরহ বেদনে
তিলেক নাহিক সুখ।"

(৩৫১ সং পদ)

পঙ্—২। তু°—

"নিশি দিন মোর মন কানু লাগি ঝুরে।"

(৭৮১ সং পদ)

৫-৬। তু°—

"পাপিনি করিয়া বলি দাঁড়াইয়া
না রব এ পাপ ঘরে।

(নী, ৩১৬ সং পদ)

এবং —"ঘর দুয়ারে আগুন দিয়া যাব বঁধুর পাশে।"
(নী, ৩৭১ সং পদ)

৯-১০। তু°—

"কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইব এতেক দুখে ॥
সো যদি জানিতাম অলপ ইঙ্গিতে
তবে কি এমন করি।"
(৭৫৮ সং পদ)

দ্রষ্টব্য :—পদটি ভাবে ও ভাষায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক, কিন্তু এই পদের অনুরূপ ত্রিপদী ছন্দে রচিত আর একটি পদ ৩৫৭ সং পদরূপে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় নী-তে সঙ্কলিত রহিয়াছে (পরবর্ত্তী পদ দ্রষ্টব্য)। নচ-র দুইটি পাঠান্তরে ঐ পদে বড়ু ভণিতা দৃষ্ট হয় না, অতএব মূলে ঐ পদে বড়ু ভণিতা ছিল কি না সন্দেহজনক। "সোণার নাতিনী, এমন যে কেনি" ইত্যাদি পদটির ন্যায় এই পদেও পয়ারকে ত্রিপদীতে পরিণত করিয়া পরে "বড়ু" শব্দ সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

[৭৯১ক]

শ্রীগান্ধার[১]

জনম গোঁয়ানু দুঃখে কত না[২] সহিব[২] বুকে
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব !
অন্তরে রহিল বেথা কুলশীল গেল কোথা
কানু লাগি গরল ভখিব ॥

কুলে দিলুঁ[৩] তিলাঞ্জলি গুরুদিঠে দিলু[৪] বালি[৪]
কানু লাগি এমতি করিলুঁ।[৫]
ছাড়িলুঁ[৬] গৃহের সাধ কানু হৈল[৭] পরিবাদ
তাহার উচিত ফল পালুঁ ॥[৮]

অবলা কি[৯] জানে[৯] কিছু এমতি হইবে পিছু
তবে কি এমন প্রেম করে।
ভাল মন্দ নাহি জানে পরমুখে যেবা শুনে
তেঞি সে আনলে পুড়ে মরে ॥

বড়ু চণ্ডীদাসে কয় প্রেম কি আনল হয়
সুধুই যে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ এমতি দারুণ লেহ
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে ॥

নী, ৩৫৭ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০

[১] গান্ধার রাগ, ২৯৮ [২-২] সহিবেক ৩৩০০
[৩] দিল, ২৯২ [৪-৪] দিলাম ধূলী, ২৯৮
[৫] করিনু, ২৯২ [৬] ছাড়িল, ঐ
[৭] কৈল, ২৯৮, নী [৮] পানু, ২৯২
[৯-৯] না গণে, নী

সখীর প্রতি আক্ষেপ

[৭৯২]

তুড়ি[১]

কানড়[২] কুসুম জিনি কালিয়া বরণখানি
তিলেক নয়নে[৩] যার[৪] লাগে।
ছাড়য়ে[৫] সকল কাজ তেজে[৬] কুলভয় লাজ[৭]
মরয়ে[৮] কালিয়া অনুরাগে ॥

সই, আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন[৯]-কোণে না চাহিও[১০] তার[১১] পানে
কালিয়া বরণ যার দেখ ॥ধ্রু॥[১২]

আরতি[১৩] পীরিতি মনে   যে করে[১৩] কালিয়া সনে
কথন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া রভস[১৪]কালা[১৫]
মন-[১৬]সূতে গাঁথি[১৬]মালা[১৭]
ভাবিয়া[১৮] জপিয়া[১৯] প্রাণ গেল ॥

নিশিদিশি[২০] অনুখণ   প্রাণ করে উচাটন
বিরহ-অনলে[২১]জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন[২২] নয়   পরিণামে কিবা হয়
কি মোহিনী জানে কালা কানু ॥

দারুণ মুরলী[২৩]স্বর[২৪]   না মানে[২৫] আপন পর
মরম[২৬] ভেদিয়া[২৭] যার থাকে।
দ্বিজ[২৮] চণ্ডীদাসে[২৮]কয়   তনু মন তার নয়
যোগিনী হইবে[২৯] সেই[৩০] পাকে।

নী, ২৬০ ; তরু, ৭৯৫ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ইত্যাদি

১ বাদ, ২৯১, ২৯২, ২৯৩
২ কা [ন] ড়, ২৯১ ; কাল, ২৯২
৩ নয়ানে, নী ; ২৯১, ২৯৩
৪ যদি, নী, তরু, ২৯১
৫ ছাড়ায়, নী, ২৯২ ; তেজিয়া, তরু ; ছাড়ায়ে, ২৯৩
৬ তেজি, নী
৭ এই পদাংশ তরুতে—"জাতি কুলশীল লাজ" রূপে আছে
৮ মরিব, নী ; মরিবে, তরু, ২৯১
৯ নয়নে, নী, ২৯১, ২৯৩
১০ চাহিয়, ২৯২, ২৯৩ ; চাহ, ২৯১, তরু
১১ তাহার, ২৯১
১২ বাদ, নী, ২৯১, ২৯৩
১৩-১৩ পীরিতি আরতি মনে°, নী ; আরতি জে করে মনে নিঠুর, ২৯২, ২৯৩
১৪ ভুষণ, নী, ২৯১, ২৯২, ২৯৩
১৫ মালা, ২৯২, ২৯৩
১৬-১৬ মনেতে গাঁথিয়া, নী, তরু ; ২৯১ (গলাতে°)
১৭ গো, ২৯২, ২৯৩
১৮ জাগিয়া, নী ; জপিয়া, ২৯২, ২৯৩
১৯ জাগিয়া, তরু, (পাঠা°)
২০ নিশি দিন, ঐ
২১ আনলে, নী, ২৯১, ১৯২, ২৯৩
২২ ছাড়ান, ২৯১, ২৯২, ২৯৩
২৩ মদন, ২৯১
২৪ শর, ২৯২
২৫ জানে, ২৯১, ২৯২, ২৯৩
২৬ মরমে, নী, ২৯১
২৭ ভিজিয়া, ২৯১
২৮-২৮ চণ্ডিদাসেতে, ২৯১, ২৯২, ২৯৩
২৯ হইব, ২৯১, ২৯২, ২৯৩
৩০ ঐ, ২৯১, ২৯২ (য়ই), ২৯৩ (অই)

টীকা

পঙ্—১-৪। তু°—

"তাহার বরণ   কালিয়া দেখিয়া
ভুলল বরজ ধনী
কেবা কোথা দেখ   ভাল আছে কেবা
পরাণে লইল টানি ॥"

(৪৮৩ সং পদ)

৬-৯। কারণ—

"কালিয়া যে জন   কঠিন সে জন
এবে সে জানিল দর।
কালার সঙ্গেতে   যে করে পীরিতি
পরিণামে হয়ে আর ॥"

(৬৭০ সং পদ)

১৮। বিশ্ববিত্যালয়ের ২৯১, ২৯২, ২৯৩ সং পুথিতে ভণিতায় "দ্বিজ" নাই। নচ-র অনেক পাঠান্তরেও দ্বিজ ভণিতা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু একখানা পুথিতে "দ্বিজ শ্যামদাসের" ভণিতা পাওয়া যায়। অতএব এই ভণিতা সন্দেহজনক।

দ্রষ্টব্য:—তরুতে এই পদটি রূপানুরাগ পর্য্যায়ে, এবং নী-তে আক্ষেপানুরাগ পর্য্যায়ে সঙ্কলিত রহিয়াছে।

---

[৭৯৩]

সিন্ধুড়া[১]

(তোমরা[২] মোরে[২])
ডাকিয়া শুধাও[৩] না, প্রাণ আন[৪]-চান বাসি।
কেবা নাহি করে প্রেম আমি হলুঁ[৫] দোষী ॥ধ্রু॥[৬]

গোকুল-নগরে কেবা কি না করে
তাহে[৭] কি[৭] নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী
কানু-কলঙ্কিনী রাধা॥
বাহির[৮] হইতে[৯] লোক[১০] -চরচাতে[১০]
বিষ[১১] মিশাইল[১১] ঘরে।
পীরিতি[১২] করিয়া[১২] সব[১৩] হৈল[১৩] বৈরি
আপনা বলিব কারে॥
তোমরা[১৪] আমার[১৫] পরম[১৬] ব্যথিত
জীবনে মরণে সঙ্গ।
অনেক দোষের[১৭] দোষী[১৮] হলে[১৯] সে কি[১৯]
ছাড়য়ে[২০] আপন অঙ্গ॥
নন্দের নন্দন গোকুলের[২১] কানু[২১]
সবাই আপনা বলে।
মো[২২] পুনি ইছিয়া[২২] নিছিয়া[২৩] লইলুঁ[২৩]
আন[২৪] জনমের[২৪] ফলে॥
রাধা[২৫] বলি আর ডাকি না সুধাও[২৫]
এখনি[২৬] এখানে[২৬] মৈলে।
চণ্ডীদাসে বলে সকলি পাইবে
বঁধুয়া আপন হৈলে॥

নী, ২৭০; তরু, ৮৪৩; বিপু, ২৯১, ২৯২, ইত্যাদি।

[১] বাদ, সকল পুথি
[২-২] বাদ, সকল পুথি
[৩] শুধায়, ২৯১, ২৯২
[৪] ২৯২ পুথিতে এই শব্দের জন্য কতকটা স্থান বাদ রাখা হইয়াছে, বোধ হয় লেখক শব্দটি কি হইবে তাহা বুঝিতে পারেন নাই।
[৫] হৈলাম, নী, তরু; হলাম, ২৯১; হইলাম, ২৮৯
[৬] একমাত্র তরুতে আছে।
[৭-৭] তারে নাই, নী, ২৯২; তারে°, ২৯১
[৮] বাহিরে, নী, ২৯১, ২৯২, ২৯৮
[৯] বেড়াতে, নী
[১০-১০] লোকে চরচায়, তরু
[১১-১১] বচন মিশাল, ২৯২
[১২-১২] পীরিতি পীরিতি করি, নী, ২৯১, ২৯৮; °করি,; ২৯১
[১৩-১৩] জগতের, তরু, নী (পাঃ); জগৎ হৈল, নী জগৎ হইল, ২৯১, ২৯৮
[১৪] তুমি সে, ২৯১
[১৫] পরাণের, তরু, নী, ২৮৯
[১৬-১৬] বেথিত আছিলা, তরু; মরম°, নী, ২৯৮
[১৭] দোষ, নী
[১৮] দোষিনী, তরু, নী (পাঃ)
[১৯-১৯] হইলে, তরু, নী
[২০] কে ছাড়ে, তরু
[২১-২১] গোকুল কানাই, নী; °কান, তরু, ২৯১
[২২-২২] সো পুন°, নী; আপনি নিছনি, ২৯২
[২৩-২৩] লইয়া আপনি, ২৯২; লইল নিছিয়া, নী
[২৪-২৪] অনাদি জনম, তরু; অনেক জনম, ২৯৮
[২৫-২৫] রাধা বলি ডাকি, শুধাইতে নাই, নী, ২৯২, ২৯১; ২৯৮ (রাধা বলি কেহ°)
[২৬-২৬] এখনে এমানে, নী; এখনি এইখানে, ২৯১; এমনি জেমতি, ২৯২; এমতি এখানে, ২৯৮

টীকা

পঙ্—৩-৬। তু°—

"এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে॥"
(৭৫১ সং পদ)

৭৯০ সং পদও দ্রষ্টব্য।

৭-৮। বাহিরে লোকে আমার এই প্রেম লইয়া এমন আলোচনা করিতেছে যে আমার ঘরে থাকা কষ্টকর হইয়া পড়িল।

১৩-১৪। নিজের অঙ্গ বিবিধ প্রকারে রোগদুষ্ট হইলেও যেমন লোকে তাহা ত্যাগ করিতে চায় না, সেইরূপ এই প্রেম করিয়া আমি অপরাধী হইলেও তোমরা আমার ব্যথার ব্যথী জীবনমরণের সঙ্গিনী সখীগণ আমাকে ত্যাগ করিও না।

১৭-১৮। যে কানুকে সকলেই আপনা বলিয়া ভাবে, আমার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি বশতঃ আমি সেই কানুকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছি, অতএব আমাকে তোমরা দোষী করিতে পার না। অথবা, কানু বহুকান্তাপ্রিয়, এমন লোককে আমি পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফলে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছি, অতএব আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ কর, ছাড়িয়া যাইও না।

---

[৭৯৪]

সিন্ধুড়া

দেখিলে কলঙ্কিনীর[১] মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে॥[২]
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে[৩] দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥[৩]
কাল-মাণিকের মালা গাঁথি নিজ[৪] গলে।
কানু-গুণ-যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু-অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিব।[৫]
কানুর কলঙ্ক-ছাই অঙ্গেতে লেপিব॥
চণ্ডীদাসে কহে কেন হইলা উদাস।
মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে পাশ॥

নী, ২৭১ ; তরু, ৮৪৪

[১] কলঙ্কীর, নী
[২] হইবে, তরু
[৩-৩] তরুতে এই পঙ্‌ক্তিটি ৮ম পংক্তির স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং এই স্থানে—"এ দেশে না রব মুঞি যাব বারাইয়া" আছে।
[৪] নিব, তরু   [৫] পরিয়া, তরু

টীকা

ইহা রাধার আক্ষেপোক্তি। সখীরা রাধাকে কলঙ্কিনী বলিয়া তিরস্কার করিয়া কৃষ্ণকে ভুলিবার কথা বলিয়াছিল, তাহার উত্তরে রাধা সখীগণকে বলিতেছেন, "তোমরা যখন এইরূপ বলিতেছ, তখন এই কলঙ্কিনীর মুখ আর দেখিও না; তোমরা ফিরিয়া ঘরে যাও, আর আমি যোগিনী হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করি।"

---

[৭৯৫]

তুড়ি[১]

আগুনি[২] জ্বালিয়া[২] মরিব পুড়িয়া
কত নিবারিব মন।[৩]
গরল ভখিব[৪] এখনি[৫] মরিব
নতুবা লউক[৬] যম॥[৩]
সই, জ্বালহ আনল চিতা।
সীমন্তিনী[৭] আনিয়া কেশ[৮] যে বান্ধিয়া[৮]
সিন্দুর দেহ[৯] যে[৯] সীঁথা॥

তনু তেয়াগিয়া সতী যে হইয়া[১০]
সাধিব মনেতে[১১] যত।
মরিলে সে পতি আসিবে সংহতি
আমারে সেবিবে কত ॥
জানিবে[১২] তখন[১২] বিরহ-বেদন
পরের লাগয়ে যত।
তাপিত হইলে তাপ[১৩] সে জানিবে[১৩]
তাপ[১৪] যে লাগয়ে[১৪] কত ॥
বিনা যে বেদন[১৫] না হয়[১৬] চেতন[১৭]
দরদে[১৮] দরদী নয়।
পর[১৯] দরদের দরদী জানয়ে[১৯]
সেই সে সুজন হয় ॥
আপনি যে[২০] মরে কিবা[২১] করে পরে
দোস[২২] বলহে বা কেনে।
কাহার কারণ কে সহে মরণ
চণ্ডীদাস বলে[২৩] মনে ॥[২৪]

নী, ২৭২ ; বিপু, ২৮৯, ২৯২, ২৯৮

[১] বাদ, ২৮৯, ২৯২, ২৯৮

[২-২] গুরুজনে জড়িয়া, ২৯২

[৩] মনে, ২৮৯

[৪] ভখিয়া, ২৮৯ ; খাইব, ২৯২

[৫] আপনি, নী ; মু পুন, ২৯২ ; সো পুন, ২৯৮

[৬-৬] [*] ন্ধ শমনে, ২৮৯ ; নেউক, ২৯২ ; নেউক শমন, ২৯৮ ; শমন, নী

[৭-৭] সীমন্তিনী, নী ; সেমন্তি আনই, ২৯৮

[৮-৮] কেশ সে বান্ধাই, ২৯৮ ; কেশেতে বান্ধাহ, ২৮৯ ; কেশ বাঁধিয়া, নী

[৯-৯] দেহত, ২৮৯ ; দেয় সে, ২৯৮

[১০] হইব, নী, ২৮৯

[১১] মনের, নী, ২৮৯

[১২-১২] তখনি জানিবে, নী, ২৯৮

[১৩-১৩] এ তাপ যে জানে, ২৯২ ; জানয়ে, নী

[১৪-১৪] এ তপ করয়ে কত, ২৯২, হয় যে, নী

[১৫] বেদনে, নী, ২৯২, ২৯৮

[১৬] জানে, নী

[১৭] চেতনে, নী, ২৯৮, ২৯২

[১৮] দরদের, নী, ২৯৮

[১৯-১৯] পরের বেদন দরদি যে জন, ২৯২

[২০] বাদ, নী, ২৯৮

[২১] কি, নী, ২৯৮ ; কি করিব, ২৮৯

[২২-২২] সোদর নহে, নী, ২৯২

[২৩] ভণে, ২৯৮

[২৪] মেনে, নী ; মেন, ২৮৯, ২৯২

টীকা

দ্রষ্টব্য:—এই পদের ভাবসাদৃশ্য প্রথম খণ্ডের ২৩৬ সং পদে এবং ইহার পরিশিষ্টের ৭ সং পদেও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

---

[৭৯৬]

সই, কেমনে জীব গো আর।
বুকে খেয়েছি শ্যামের শেল
পিঠে হৈল পার ॥
মনু মনু মনু মনু গো সখি
কালিয়া বাঁশীর গানে।
সুজন দেখিয়া পীরিতি করিনু
এমতি হবে কে জানে ॥
সকল গোকুল হইল আকুল
শুনিয়া বাঁশীর কথা।
খলের সহিতে পীরিতি করিয়া
কি হ'ল অন্তরে ব্যথা ॥

স্থির হৈতে নারি প্রাণের সখি গো
বুকে খেয়েছি ঘা।
আঁখির জলেতে পথ নাহি দেখি
মুখে না বাহিরায় রা॥
পীরিতি রতন পীরিতি যতন
পীরিতি গলার হার।
শ্যাম বঁধুয়ার নিদারুণ বাঁশী
পরাণ বধিলে আমার॥
কে জানে কেমন পীরিতি এমন
পীরিতি কৈল সব নাশ।
গঞ্জে গুরুজন সেহ সুখমন
কহে দীন চণ্ডীদাস॥

নী, ২৭৩

টীকা

পঙ্—২-৩। তু°—
"পশিয়া সে শ্যাম-শেল বাহির না ভেল"।
নী, ২৭৫ সং পদ

---

[৭৯৭]

[১] ধানশী[১]

সজনি[২], না কহ ও সব কথা।
কালার[৩] পীরিতি[৪] যাহার[৫] অন্তরে[৫]
জনম অবধি[৬] ব্যথা॥
কালিন্দীর জল নয়ানে না হেরি
বয়ানে না বলি[৭] কালা।
তথাপি[৮] সে কালা অন্তরে জাগয়ে[৮]
কালা হৈল জপ-মালা॥

বঁধুর লাগিয়া যোগিনী হইয়া
কুণ্ডল পরিব কাণে।
সবার[৯] আগে বিদায় হইয়া
যাইব গহন-বনে॥[৯]
ঘরে[১০] গুরুজন[১০] বলে কুবচন,
না যাব লোকের[১১] পাড়া।
চণ্ডীদাসে কহে কানুর পীরিতি
জাতি কুল সব[১২] ছাড়া॥

নী, ২৭৪; তরু, ৯৩৩; বিপু, ২৯২, ২৯৩

১ বাদ, ২৯২, ২৯৩
২ সই, তরু
৩ কালিয়া, নী
৪ পীরিতি যার, ঐ
৫-৫ যাহারে লাগিল, তরু; মরমে লাগিয়াছে, নী; °মরমে, ২৯৩
৬ হইতে, তরু; অবধি তার, নী
৭ হেরি, নী
৮-৮ দিবস রজনী আন নাহি জানি, নী; রজনি দিবসে আন নাহি চিতে, ২৯২, ২৯৩; তভুত সে°, তরু
৯-৯ গুরুগরবিত বিদিত করিব, পরিবাদ জেন জানে, ২৯২, ২৯৩
১০-১০ গুরু পরিজন, নী, তরু
১১ সে লোক, তরু; ও ছার, ২৯২, ২৯৩
১২ শীল, তরু

---

[৭৯৮]

[১] সুহই[১]

সই, আর বা[২] সহিব[২] কত।
আপনা খাইনু[৩] ছাড়িতে নারিনু[৩]
হইতে নারিনু[৪] রত॥

ঝাঁপ যেই[৬] দিয়া[৭] জলেতে পশিয়া[৮]
যমুনায় থাকিব মরি।
গোঠেতে[৯] যাইতে ধেনু চরাইতে
সেখানে[১০] দেখিবে[১০] হরি॥
এখনি তখনি বচন[১১] দুখানি
পরিমাণ কিছু নয়।
কহিতে কহিতে সোণা সে বরিখে[১২]
রাঙ্গের তুলনা নয়॥
ধাউর[১৩] চতুর চোর[১৪] যে ছেছড়[১৪]
[১৫] সব যে মিছাই কয়।[১৫]
তাহার অধিক দ্বিগুণ চাতুরী
টীট ঢঙ্গেতে[১৬] কয়॥
এমতি[১৭] নাগর গুণের সাগর
এমতি বচন[১৮] তার।[১৮]
এমতি বচনে করিয়া প্রমাণে
কেবা[১৯] কোথা হৈল[১৯] পার॥
চণ্ডীদাসে কয় ক্রোধা[২০] যেবা হয়[২০]
সেই[২১] না এতেক[২১] কয়।
আপনাকে[২২] বুঝি মনেতে সমুঝি[২৩]
মনের মনেতে রয়॥

নী, ২৭৬ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮

১ যথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯২
২-২ আর যে কহিব, নী, ২৯৮
৩-৪-৫ °লু, ২৯৮
৬ যে, নী, ২৯৮
৭ দিব, ২৯৮
৮ পশিব, ২৯৮
৯ গোঠে জে, ২৯৮
১০-১০ দেখিব সেখানে, ঐ
১১ চরণ, ২৯২, ২৯৮
১২ বরিখয়ে, ২৯৮
১৩ ধাঙ্গর, নী
১৪-১৪ চতুর জে চোর, ২৯২ ; চোর যে টীট নী
১৫-১৫ জে সব জে মিছাই কয়, ২৯৮
১৬ ঢঙ্গতে যে, ২৯২
১৭ যেমতি, ২৯২
১৮-১৮ বচনে তোর, ২৯৮
১৯-১৯ কে কোথা হইয়াছে, ২৯২
২০-২০ ক্রোধে কিনা ২৯২, ২৯৮
২১-২১ সেই ভয়েতে কে, ২৯৮ ; সেইত°, নী
২২ আপনা, নী, ২৯৮
২৩ সম্বরি, নী, ২৯৮

টীকা

পঙ্—১-২। আমি আর কত সহ্য করিব! আমি নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছি তথাপি কানুকে পরিত্যাগ করি নাই।

৪-৭। এখন আমি এই সঙ্কল্প করিয়াছি যে যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়া মরিয়া থাকিব, যেন গোষ্ঠে ধেনু চরাইতে যাইবার কালে আমার মৃতদেহ কানুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে (যাহা জীবিত অবস্থায় আমি করাইতে পারি নাই)।

৮-১১। তাহার কথার কোন স্থিরতা নাই; ইহা এখন এক প্রকার এবং তখন (অন্য সময়) অন্য প্রকার হয়, অতএব ইহার কুল-কিনারা পাওয়া যায় না। কহিবার সময় মনে হয় যে তাহা খাঁটী সোনা, এবং তাহাতে রাঙ্গের ভাজও নাই, কিন্তু পরে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। তু°—"তোমার বচন পাষাণ নিশান, এবে সে রাঙ্গের পারা" (২৩৮ সং পদ)।

১২-১৫। চতুর, ধাউর, চোর, ছেছড়, ইহারা সকলেই মিথ্যা কথা বলে, কিন্তু শঠচূড়ামণি কানু ইহাদের সকলের চেয়েও দ্বিগুণ চতুরতার সহিত বিবিধ ঢঙ্গে কথা বলিয়া থাকে। উজ্জ্বলনীলমণির মানপ্রকরণে বলা হইয়াছে যে, ক্রোধবশতঃ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কপটশিরোমণি, খলশ্রেষ্ঠ, মহাধূর্ত্ত প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন (ঐ, ৯১০ পৃঃ)।

[৭৯৯]

: তুড়ি[১]

পাশরিতে চাহি তারে পাশরা[২] না যায়[২] গো।
না দেখি তাহার রূপ মন[৩] কেনে[৩] টানে গো॥
পথে চলি যাই যদি চাহি লোক পানে গো।
তার কথায় না রয়[৪] মন, তারে কেন[৫] টানে গো॥
খাইতে যদি বসি তবে খাইতে না[৬] পারি[৬] গো।
কেশ পানে চাহি[৭] যদি[৭] নয়ান কেন[৮] ঝোরে[৮] গো॥
বসন পরিয়া[৯] থাকি চাহি[১০] বসন পানে গো।
সমুখে তাহার রূপ সদা[১১] মনে ঝাপে[১১] গো॥
না জানি কি হৈল মোর[১২] কোথা আমি যাব গো।
না[১৩] জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে পাব গো॥[১৩]
চণ্ডীদাসে[১৪] কহে মন[১৫] নিবারিয়া থাক গো।
সে জনা তোমার চিতে সদা[১৬] লাগি আছে[১৬] গো॥

নী—২৭৭ ; বিপু, ২৯৮

১ জথারাগ, ২৯৮ ২-২ পাষরিতে নারি, ঐ
৩-৩ মনে কেন, নী ৪ রহে, ২৯৮
৫ কেনে, ঐ ৬-৬ নারি কেনে, ঐ
৭-৭ চাহিলে, নী ৮-৮ ঝুরে কেনে, ২৯৮
৯ পরি, ঐ ১০ জদি চাহি, ঐ
১১-১১ সদাই ঝাপে মোরে, ঐ
১২ ঘরে, ঐ ১৩-১৩ বাদ, ঐ
১৪ চণ্ডীদাস, নী ১৫ মনে ঐ
১৬-১৬ লাগীয়া আছএ, ২৯৮

---

[৮০০]

শ্রীগন্ধার[১]

কাল জল ঢালিতে[২] কালিয়া[৩] পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে[৪] স্বপনে॥
কাল কেশ এলাইয়া[৫] বেশ নাহি করি।
কাল[৬] অঞ্জন আমি নয়নে না পরি॥[৬]
আলো[৭] সই[৭], মুই গণিলুঁ[৮] নিদান।
বিনোদ[৯] বঁধুয়া বিনে[১০] না রহে পরাণ॥ধ্রু॥
মনের দুঃখের[১১] কথা মনে সে[১২] রহিল।
পশিয়া[১৩] সে[১৪] শ্যাম[১৪]-শেল বাহির না ভেল॥[১৫]
চণ্ডীদাসে[১৬] কহে রূপ শেলের সমান।
নাহি বাহিরায় শেল[১৭] দগধে পরাণ॥

নী, ২৭৫ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৮ ইত্যাদি।

১ সুহই, নী ; বাদ, ২৯১, ২৯২
২ ২৯২ পুথিতে ইহার পরে "সই" আছে।
৩ কালাচান্দ, ২৯৮
৪ শয়ন, ২৯১, ২৯৮
৫ এলুইআ, ২৯১ ; এল্যাইয়া, ২৯২ ; আলুয়াঞা, ২৯৮
৬-৬ করে কর জুড়িয়া কাজল নাহি পরি, নী
৭-৭ সই আল, ২৯১, ২৯২ ; সইলো, ২৯৮
৮ শুনিলু, নী ; শুনিলাঙ, ২৯১ ; গনিলাম, ২৯৮
৯ বিনদ, ২৯১, ২৯২ ১০ বিনু, ২৯২
১১ মরম, নী ১২ তে, ২৯১
১৩ ফুটিয়া, নী ; ফুটিল, ২৯১, ২৯২
১৪-১৪ শ্যামের, ২৯১, ২৯২
১৫ হৈল, ২৯১ ; হইল, ২৯৮
১৬ চণ্ডীদাস, নী ১৭ শ্যামশেল, ২৯৮

---

[৮০১]

বরাড়ি[১]

কানড়[২] কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এ বড়ি[৩] মরমে[৩] মোর[৩] বেথা।[৩]
যেখানে সেখানে যাই সদাই[৪] শুনিতে পাই[৪]
কাণে কাণে অই সব কথা॥[৮]

সই[৯], লোকে বলে কালা-পরিবাদ।[৯]
কালার[১০] ভরমে হাম[১০] জলদে[১১] না হেরি গো[১১]
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ॥ধ্রু॥[১২]
যমুনা সিনানে যাই আঁখি তুলি[১৩] নাহি চাই[১৪]
তরুয়া[১৫] কদম্বতলা পানে।[১৫]
যেখানে[১৬] সেখানে[১৬]থাকি[১৭]
বাঁশীটি শুনিয়ে[১৮] যদি[১৮]
দুটি হাত দিয়া থাকি কাণে॥
চণ্ডীদাসে[১৯] ইথে কহে[১৯] সদাই অন্তরে[২০] রহে[২০]
পাশরিলে না যায় পাশরা।
দেখিতে[২১] দেখিতে[২১] হরে[২২]
তনু[২৩] মন[২৩] চুরি[২৪] করে[২৪]
না চিনিলুঁ[২৫] কালা কিবা[২৬] গোরা॥

নী, ২৭৮; তরু, ৯০৫; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৮ ইত্যাদি

১ সুহই রাগ, ২৯২
২ কালা, ২৯২; কাল, ২৯১, ২৯৮
৩ বড়, তরু, ২৯৮ ৪ মনের, তরু
৫ মন, তরু, নী ৬ ব্যথা, নী
৭-৭ সকল লোকের ঠাঞি, তরু, নী (ঠাঁই); শুদাই°, ২৯১
৮-৮ কাণাকাণি শুনি এই কথা, তরু, নী; °কানে কহে ওনা কথা, ২৯১; কানাকানী কি কহে ওনা কথা, ২৯৮
৯-৯ দারুণ লোক বলে মোরে কালা°, ২৯১; দারুণ লোকেতে বলে কালা°, ২৯২,২৯৮ (°মোরে বলে°)
১০-১০ তাহার বরণ ভ্রমে, ২৯১, ২৯২, ২৯৮
১১-১১ জলদ শ্যামের সনে, ২৯২, ২৯৮; জলদ না হেরিয়ে, ২৯১
১২ বাদ, নী, ২৯১, ২৯২, ২৯৮
১৩ মেলি, তরু
১৪ দুটি আঁখি তুলি নাঞি, ২৯১
১৫-১৫ চাই তরুয়া কদম্ব পানে, ২৯১
১৬-১৬ যথা তথা বসে, তরু
১৭ আমি, ২৯১, ২৯২, ২৯৮
১৮-১৮ শুনিলে গো, ২৯১, ২৯২, ২৯৮; শুনিয়া গো, নী
১৯-১৯ বড়ু°, তরু (পাঠা); চণ্ডীদাসেতে°, ২৯১; চণ্ডীদাসেতে কয়, ২৯২; দ্বিজ চণ্ডীদাসে, ২৯৮
২০-২০ অন্তর দহে, তরু; °রয়, ২৯২
২১-২১ জপিতে জপিতে, নী
২২ হরি, নী, ২৯৮
২৩-২৩ প্রাণ জে, ২৯১
২৪-২৪ করে চুরি, নী, ২৯৮
২৫ চিনিয়ে, তরু; চিনি যে, নী; চিহ্নিলাম, ২৯৮; চি[নি]লাঙ, ২৯১
২৬ কিম্বা, নী; কি, ২৯১, ২৯৮; কিয়ে, ২৯২

প —১ কন্দোট হইতে কানড়, নীলপদ্ম (জ্ঞানেন্দ্র) পাঠান্তরের "কাল" শব্দ তুলনীয়।

৩-৫। তু°—
"সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিঞাঁ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞির সঙ্গে আছে।"
(কৃঃ কীঃ, ৩৪৪ পৃঃ)

৭। তু°—
"কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পরি" (পূর্ব্ববর্ত্তী পদ)।

১২। তরুর পাঠান্তরে "বড়ু চণ্ডীদাসে" রহিয়াছে; ২৯৮ সং পুথিতে "দ্বিজ" পাঠ পাওয়া যায়, এবং তরু, নী, ২৯১, ২৯২ সং পুথিতে শুধু "চণ্ডীদাস" পাঠই ধৃত হইয়াছে। আবার নচ-র একটি পাঠান্তরেও রাজীবলোচনের ভণিতা মিলিতেছে (ঐ, ১২১ পৃঃ)। অতএব এই পদের ভণিতা সন্দেহজনক।

[৮০২]

সুহই[১]

এই[১] ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।[২]
না[৩] জানি কানুর-প্রেম[৩] তিলে[৪] পাছে টুটে ॥[৪]
গড়ন[৫] ভাঙ্গিতে সই[৬] আছে কত খল।[৭]
ভাঙ্গিলে[৮] গড়িতে[৯] পারে সে বড়[১০] বিরল ॥[১০]
যথা তথা যাই আমি যত দুখ পাই।
চাঁদমুখের[১১] মধুর হাসে[১২] তিলেক জুড়াই ॥[১৩]
এমন[১৪] বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।[১৫]
হায়[১৬] নারী অবলার বধ লাগে তায় ॥[১৬]
চণ্ডীদাস বলে[১৭] রাই[১৮] ভাবিছ অনেক।
তোমার পীরিতি বিনে না[১৯] জীবে[২০] তিলেক ॥

নী, ২৭৯, ২৮০; তরু, ৮৯৪; বিপু, ২৮৯, ২৯২, ২৯৮

১ বাদ, ২৮৯, ২৯২, ২৯৮

২-২ সই, মনে মোর এই ভয় উঠে, নী; সই মনে ভয় বড় উঠে, ২৮৯; সই, এই মনে ভয় উঠে, ২৯২; সই মোনে অই ভয় বড় উঠে, ২৯৮

৩-৩ শ্যাম বঁধুর পীরিতিখানি, নী, ২৮৯, ২৯২, ২৯৮

৪-৪ তিলে জানি টুটে, তরু; °জনি ছুটে, নী (২৮০ পৃঃ); তিলেক°, ২৮৯; তিলেক নাহিক ছুটে, ২৯২; তিলেক পাছে জানি°, ২৯৮

৫ গঢ়ন, ২৮৯ ৬ বন্ধু, ২৮৯ ২৯২, ২৯৮

৭ জন, নী, ২৮৯, ২৯২, ২৯৮

৮ ভাজিয়া, তরু, নী (২৮০ পৃঃ)

৯ গঢ়িতে, ২৮৯

১০-১০ বড়ি সুজন, ২৮৯; °সুজন, নী, ২৯২, ২৯৮

১১ চাঁদ মুখে, তরু (পাঠা) ১২ হাসি, তরু

১৩ এই দুই পঙ্ক্তি ২৮৯, ২৯২, ২৯৮ পুথিতে এবং নী ২৭৯ সং পদে নাই।

১৪ সে হেন, তরু; এ, ২৯৮, নী (২৮০ পৃঃ)

১৫ ভাঙ্গাবে, নী, ২৮৯, ২৯২, ২৯৮

১৬-১৬ অবলা রাধার বধ তাহারে লাগিবে, নী (২৭৯), ২৮৯, ২৯২, ২৯৮

১৭ কহে, তরু, ২৮৯, ২৯৮, নী (২৮০ পৃঃ)

১৮ রাধে, নী ১৯ সে, নী (২৮০ পৃঃ)

২০ জীবে, নী

টীকা

এই একটি পদ হইতে নী-র ২৭৯ ও ২৮০ সংখ্যক পদদ্বয়ের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। ২৮০ সংখ্যক পদটির পাঠ ও তরুর ৮৯৪ সং পদের পাঠ প্রায় অভিন্ন। তাহাই অবলম্বন করিয়া এখানে পাঠ উদ্ধৃত হইল।

সখী সম্বোধনের এই পদ বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

---

[৮০৩]

ধানশী[১]

কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত।
কানুর পীরিতি ঝুরি দিবা রাতি
সদাই[২] চমকে[২] চিত ॥
সই, ছাড়িতে নারি[৩] যে[৩] কালা।
কুল তেয়াগিয়া ধরম ছাড়িয়া
লইব কলঙ্ক[৪]-ডালা ॥
মাথায়[৫] করিয়া দেশে দেশে ফিরে[৬]
মাগিয়া খাইব তবে।
সতী চরচার কুলের বিচার
তবে সে আমার যাবে ॥
চণ্ডীদাস[৭] কয় কলঙ্কে কি ভয়
যে জন পীরিতি করে।
পীরিতি লাগিয়া মরয়ে ঝুরিয়া
কি তার আপন পরে ॥[৭]

নী, ২৮২ ; বিপু, ২৯২

[1] বাদ, ২৯২ [2-2] সদা চমকায়, ২৯২

[3-3] নারিব, ২৯২ [4] কলঙ্কের, নী

[5] মাথায়ে, ২৯২ [6] ফিরিয়া, ২৯২

[7-7] এই চারি পঙ্‌ক্তি ২৯২ পুথিতে নাই; তাহার পরিবর্ত্তে এখানে নী—৩৫৪ সং পদটী সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ঐ পদটি তরুতেও ৮৮৬ সং পদরূপে পৃথক্ ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। ছন্দের পার্থক্যের দরুণ আমরা ইহাকে পৃথক্ পদরূপেই ধরিয়া লইতেছি।

---

[৮০৪]

ধানশী

অগো সই, কে জানে এমন রীত।
শ্যাম বঁধুর সনে পীরিতি করিয়া
কেবা যাবে পরতীত ॥
খাইতে পীরিতি শুইতে পীরিতি
পীরিতি স্বপনে দেখি।
পীরিতি লহরে আকুল হইয়া
পরাণ পীরিতি সাখী ॥
পীরিতি আঁখর জপি নিরন্তর
এক পণ তার মূল।
শ্যাম বঁধুর সনে পীরিতি করিয়া
নিছিদ দিলাম কুল ॥
চণ্ডীদাস কয় অসীম পীরিতি
কহিতে কহিব কত।
আদর করিয়া যতেক রাখিয়ে
পীরিতি পাইবা তত ॥

নী ২৮৩ ; অন্যত্র পাওয়া যায় নাই।

---

[৮০৫]

তুড়ি

আমার মনের কথা শুন লো সজনি।
শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস-রজনী ॥
কিবা গুণে কিবা রূপে মোর মন বাঁধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটি আঁখি কাঁদে ॥
চিতের অনল কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব ॥
চণ্ডীদাস বলে প্রেমে কুটিলতা রীত।
কুল-ধর্ম্ম লোকলজ্জা নাহি মানে চিত ॥

নী, ২৮৪ ; অন্যত্র পাওয়া যায় নাই।

---

[৮০৬]

ধানশী[1]

জাতি জীবন ধন কালা।
তোমরা আমারে যে বল সে বল
কালিয়া গলার মালা ॥
সই, ছাড়িতে বল[2] যদি[2] তারে।
অন্তর সহিত সে প্রেম জড়িত
কে তারে ছাড়িতে পারে ॥ধ্রু॥[3]
যে দিন যেখানে যেই[4] সব লীলা
করেন কালিয়া কানু।[4]
সঙ্গের সঙ্গিনী হইয়া[5] রহিনু[5]
শুনিতাম[6] ও মৃদু[7] বেণু ॥
এতরূপে নহে হিয়া পরতীত
যাইতাম[8] কদম্বের তলা।
চণ্ডীদাসে কহে এত[9] প্রাণে সহে[9]
বিষম[10] বিষের জ্বালা ॥

নী ২৮৫ ; বিপূ, ২৯১, ২৯২ ইত্যাদি

[১] বাদ, সকল পুথি [২-২] নারিব, নী

[৩] বাদ, নী, ২৯১

[৩-৪] জে সব স্থিতি লীলা করে কালা কানু, ২৯২, ২৯১

[৫] হৈয়া, নী [৬] রহিথাম, ২৯২ ; রহিতু, ২৯১

[৭-৭] শুনিতাঙ মধুর, ২৯১ [৮] জাইতাঙ, ২৯১

[৯-৯] এত কি পরাণে সয়, ২৯২ ; প্রাণে নাহি শঅ, ২৯১

[১০] বচন, ২৯২, ২৯১

টীকা

পঙ্—২-৬। তু°—

"কুজন বচনে ছাড়িব কেমনে
সেহেন গুণের নিধি।"
(নী—২৮১ সং পদ)

---

[৮০৭]

সিন্ধুড়া[১]

বলে[২] বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন।[২]
ছাড়িতে নারিব আমি[৩] শ্যাম চিকণ ধন ॥
সে রূপ-লাবণি[৪] মোর হিয়ায় লাগি[৫] আছে।[৫]
হিয়া[৬] হৈতে[৬] পাঁজর কাটি[৭] ল'য়া[৮] যায় পাছে ॥
সখি[৯] এই ভয় মনে বড়[৯] বাসি।
অচেতন[১০] নাহি থাকি, জাগি দিবানিশি ॥ধ্রু॥[১১]
অলসে আইসে নিঁদ যদি দুটি আঁখে।[১২]
শয়ন করিয়া থাকি ভুজ দিয়া কাঁখে ॥[১৩]
এমন পিয়ারে মোর[১৪] ছাড়িতে লোকে[১৪] বলে।
তোমরা বলিবে[১৫] যদি[১৫] খাইব গরলে ॥
কানু[১৬]-রূপের[১৬] নিছনি নিছিয়া দিলু[১৭] 'কুল।[১৭]
এত দিনে বিহি[১৮] মোরে হৈল অনুকূল ॥[১৯]
পূরুক মনের সাধ ধরম যাউক[২০] দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ দিবানিশি ঝুরে ॥
চণ্ডীদাসে[২১] বলে রাই এমতি চাহ[২২] বটে।
সুঘরের[২৩] পীরিতি হৈলে কভু[২৪] নাহি[২৪] টুটে ॥[২৫]

নী, ২৮৬ ; বিপূ, ২৯২, ২৯৮

[১] বাদ, ২৯২

[২-২] বোলে বা না বোলে কেনে গৃহের গুরুজন, ২৯২, ২৯৮ (°গৃহে°)

[৩] মুঞি [৪] লাবণ্য, ২৯৮

[৫-৫] লাগিয়াছে, ২৯২, ২৯৮

[৬-৬] হিয়ায় হইতে, ২৯৮ [৭] কাটীঞা, ২৯৮

[৮] লইয়া, নী ; বাদ, ২৯৮

[৯-৯] °ভয় বড, ২৯২ ; সেই এই ভয় এই বড় মনে, ২৯৮

[১০] অচেতন, নী, [১১] বাদ, নী, ২৯২

[১২] আখি, ২৯৮ [১৩] রাখি, ২৯৮

[১৪-১৪] জেই ছাড়িবারে, ২৯২ ; মোয় ছাড়িতে, ২৯৮

[১৫-১৫] °তবে, ২৯২ ; জদি বল, ২৯৮

[১৬-১৬] কাল রূপে, ২৯২ [১৭-১৭] দিমু কুলে, নী

[১৮] বিধী, ২৯২ [১৯] অনুকুলে, নী

[২০] জাউ, ২৯২ ; জাকু, ২৯৮

[২১] চণ্ডীদাস, নী, ২৯২

[২২] সে, ২৯২ [২৩] সুগড়ের, ২৯২

[২৪-২৪] পিরিতি কি, ২৯২ [২৫] ছুটে, ২৯২

---

[৮০৮]

দাস পাড়িয়া[১]

দূর দূর কলঙ্কিনী বলে সব লোকে গো।
না জানি কাহার ধন কিবা[২] আমি নিলু গো ॥[২]
কারো সনে না কহি কথা থাকি ভয় করি গো।
তবুত[৩] দারুণ লোকে কহে[৪] নানা কথা[৫] গো ॥

তার সনে মোর দেখা নাহি[৫] পরিচয়[৫] গো।
দেখা[৬] হইলে কইত যদি তার বোল সইত গো ॥[৬]
মিছা কথা ক'য়া[৭] পরের মন ভারি করে গো।
পরকুচ্ছায় ধরম মেনে কেমন করি সয় গো ॥
চণ্ডীদাস কয় লোকে মিছে কথা কয় গো।
আপন[৮] মনে বুঝে দেখ হয় কি না হয় গো ॥[৮]

নী, ২৭৮ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮

[১] বাদ, ২৯২, ২৯৮

[২-২] দিলাম আমি গো, নী ; নিল কোন পাকে গো, ২৯৮

[৩] তথাপি, ২৯২

[৪-৪] সেই কথা কয়, ২৯২ ; মিছা কথা কয়, ২৯৮

[৫-৫] নাই মিছা কথা রটে, নী, ২৯২

[৬-৬] মুখ ঠাটে কথা কয় পাজর ফেটে জায় গো, ২৯২ ; ২৯৮ পুথিতে এইস্থানে—"একে নারি কুলের বৈরি দেখিতে নারে ঘরে গো" আছে ; এবং এই পঙ্‌ক্তিটি ২৯২ পুথিতেও ইহার পরে আছে

[৭] কইয়ে, নী

[৮-৮] হয় কি না হয় মনে আপনা বুঝি দেখ গো, নী ; হয় কি না হয় আপন মনে বুঝে দেখি গো, ২৯৮

---

[৮০৯]

: তুড়ি[১]

সুজন কুজন যে জন না জানে
তাহারে বলিব কি।
মনের[২] বেদনা[২] জানয়ে[৩] যে জনা[৩]
তাহারে[৪] পরাণ দি[৪] ॥
সই[৫], কহিতে বাসি যে ডর।[৬]
যাহার[৭] লাগিয়া সব[৮] তেয়াগিলুঁ[৮]
সে কেন বাসয়ে পর ॥ধ্রু॥
কানুর পীরিতি ভাবিতে[৯] ভাবিতে[৯]
পাঁজর ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খবণিকের করাত যেমন[১০]
আসিতে যাইতে কাটে ॥
সোনার গাগরী যেন[১১] বিষ ভরি[১১]
দুধে[১২] পূরি তার মুখ।[১২]
বিচার করিয়া যে জন না খায়
পরিণামে পায় দুখ ॥
চণ্ডীদাসে কয়[১৩] শুনহ[১৪] সুন্দরি[১৪]
এ কথা বুঝিবে পাছে।
শ্যাম-বঁধু সনে পীরিতি করিয়া
কেবা কোথা ভাল আছে ॥

নী, ২৮৮ ; তরু, ৯৫৭ ; বিপু, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৩ ২৯৮, ৩২৫ ইত্যাদি

[১] বাদ, সকল পুথিতে ; ধানশী, তরু।

[২-২] অন্তর, নী ; অন্তরের, ২৯১, ২৯২, ২৯৩ ; অন্তরে, ২৯৮ ; অন্তর বাহির, ৩২৫, তরু

[৩-৩] যেজন জানয়ে, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ৩২৫

[৪-৪] পরাণ কাটিয়া দি, নী ; তাহারে পরাণ কাটিয়া দি, ২৯১ ; পরাণ কাটিয়া দি, ২৯২, ২৯৩

[৫] সুনল সই, ২৯২, ২৯৩। তরুতে এই ৩ পঙ্‌ক্তি পদের প্রথমে আছে

[৬] এই পঙ্‌ক্তি হইতে পরবর্তী ৬ পঙ্‌ক্তি ৩২৫ পুথিতে নাই

[৭] তাহার, ২৮৯, ২৯১

[৮-৮] সকল ছাড়িলু, ঐ

[৯-৯] বলিতে বলিতে, নী, ২৯১ ; কহিতে কহিতে, ২৮৯, ২৯২, ২৯৩ ; কহিতে শুনিতে, তরু

[১০] পিরিতি, ২৯১, ২৯৮

১১_১১ তাথে বিস পুরি, ২৮৯ ; বিখ ভরি, নী। বিশে জেন পুরি, ২৯১ ; তাথে বিষ ভরি, ৩২৫। পদটি তরুতে এই পঙ্‌ক্তির পূর্ব্বে শেষ হইয়াছে

১২_১২ দুখেতে ভরিয়া মুখ, নী; দুগ্ধেতে পুরিয়া মুখ, ২৯২, ২৯৩ ; মুখে পুরিয়া তার দুদ, ৩২৫

১৩ বলে, ২৮৯, ২৯১ ; কহে, ২৯২

১৪ সুনগো, ২৮৯ ; সুনলো, ২৯২, ২৯৩

১৫ এই চারি পঙ্‌ক্তির স্থানে ৩২৫ পুথিতে নিম্নলিখিত পাঠ আছে—

ধরণি জিনিঞা ভাবের ভার।
কহিতে ষহিতে সকতি কার॥
একথা কহিব তাহার আগে।
শ্যাম-ধন জার হিয়ায় জাগে॥
পুলকে আকুল জাকর চিত।
সুখের সায়রে সিনাএ নিত॥
কহএ নরহরি পিরিতি-রিত।
সদাই উঠয়ে চমকি চিত॥

টীকা

দ্রষ্টব্য :—পদটি তরুতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপোক্তি পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

পঙ্—১-২। কারণ—

"সুজনে কুজনে পীরিতি হইলে
সদাই দুখের ঘর।"
(নী—৭৮৩ সং পদ)

পঙ্—৩-৪। তু°—

"সুজনে সুজনে পীরিতি হইলে
এমতি পরাণ ঝুরে।" (ঐ)

৬। তু°—"তোমার কারণে সব তেয়াগিনু" ইত্যাদি
(৬৫১ সং পদ)

১০-১১। তু°—

"বণিক্ জনার করাত যেমন
দুদিকে কাটিয়া যায়।"
(নী—২৬৯ সং পদ)

১২-১৩। তু°—

"যেন মুখে আছে অমিয়া কলসী
হৃদয়ে বিষের রাশি।" ইত্যাদি
(৬৫৬ সং পদ)

---

[৮১০]

সিন্ধুড়া[১]

পিয়ার পীরিতি লাগি যোগিনী হইনু।
তবুত দরুণ চিতে সোয়াস্তি না পানু॥
কি হৈল কলঙ্ক রব শুনি যথা তথা।
কেন বা পীরিতি কৈনু[২] খানু আপন মাথা॥
না বল না বল সই[৩] সে[৪] কানুর[৪] গুণ।
হাতের কালি গালে দিলু[৫] মাথে[৬] কালি[৬] চূণ॥
আর না করিব পাপ পীরিতের লেহা।
পোড়া কড়ি সমান করিনু[৭] নিজ[৭] দেহা॥
বিধিরে কি দিব দোষ করম আপনা।
সুজনে করিনু প্রেম হইল[৮] কুজনা॥[৮]
চণ্ডীদাসে কহে তুমি[৯] না কর ভাবনা।
সুজনে সুজন মিলে কুজনে কুজনা॥

নী, ২৮৯ ; বিপু, ২৯২

১ বাদ, ২৯২ ২ কনু, ২৯২
৩ সখি, ঐ ৪-৪ আপনার, ঐ
৫ দিল, নী ৬-৬ মাখি নিলু, ২৯২
৭-৭ করিল মধু, ঐ ৮-৮ করম আপনা, ঐ
৯ রাই, ঐ

[৮১১]

ধানশী রাগ[১]

এক[২] জ্বালা ঘর[৩] হৈল[৪] বাহিরে[৫] জ্বালা কানু।
জ্বালাতে[৬] জ্বলিল প্রাণ[৭] সারা হৈল[৮] তনু ॥
কি[৯] করিব কোথা যাব[৯] কি হবে উপায়।
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায় ॥
কাহারে কহিব কেবা[১০] যাবে পরতীত।[১০]
মরণ অধিক ভেল[১১] কানুর পীরিত ॥[১২]
জারিলেক তনু মন, কি আর[১৩] ঔষধে।
জগত ভরিল এই[১৪] কানু-পরিবাদে ॥
লোক-মাঝে[১৫] ঠাঁই নাই অপযশ[১৬] দেশে।
বাশুলী[১৭] আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥[১৭]

নী, ২৯০ ; তরু, ৯২৫ ; বিপু ; ২৯২, ২৯৮, ৪৪১৫

১ তুড়ী, নী, তরু ; ধানশী, ২৯২

২ একে, ২৯৮ ৩ ঘরে, নী, ২৯৮

৪ হইল, ২৯৮

৫ আর, নী, তরু, ২৯২

৬ জ্বালায়ে, ২৯২

৭ দে, নী ; পরাণ, ২৯৮

৮ হইল, নী, ২৯৮

৯-৯ কোথাকারে যাব সই, নী, ২৯৮ ; কোথায় যাইব সই, তরু

১০-১০ আমি কে জানে প্রতীত, নী

১১ হৈল, ২৯২

১২ পিরিতি, ২৯৮ ; পিরিতি, তরু

১৩ করে, নী ; আছে, তরু ; কাজ, ২৯৮

১৪ কালা, তরু

১৫ লাজে, তরু, ২৯৮

১৬ অবজয়, ২৯৮

১৭-১৭ °কবি কহে চণ্ডীদাসে, ২৯২ ; বাষুলি আদেশ পাই কহে°, ২৯৮ ; বাশুলী আদেশে কবি কহে°, ৪৪১৫

টীকা

পঙ—১। তু°—

"বাহির হইতে লোক-চরচাতে
বিষ মিশাইল ঘরে।"
(নী—২৭০ সং পদ)

৪। তু°—"গুরুজন কুবচন সদা শেলের ঘায়।"
(নী—৩৮৩ সং পদ)

৫। তু°—"কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত।"
(নী—২৮২ সং পদ)

১০। নী এবং তরুতে "দ্বিজ", ২৯২ এবং ৪৪১৫ সং পুথিদ্বয়ে "কবি", ২৯৮ সং পুথিতে কেবল চণ্ডীদাস, এবং নচ-র এক পাঠান্তরে "কবি দ্বিজ" ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। চণ্ডীদাস-রচিত অন্যান্য পদের সহিত ইহার ভাব-সাদৃশ্য দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের পদ নহে। বিভিন্ন প্রকার ভণিতা ইহার কৃত্রিমতার পরিচায়ক।

[৮১২]

সিন্ধুড়া[১]

এ দেশে বসতি[২] নাই[২] যাব কোন্ দেশে।
যার লাগি কান্দে[৩] প্রাণ[৩] তারে পাব কিসে ॥
বল[৪] না উপায় সই বল[৫] না উপায়।
জনম অবধি[৬] দুখ[৭] রহল হিয়ায় ॥ ধ্রু॥[৮]
তিত[৯] কৈল তনু[১০] মন[১০] ননদী-বচনে।[১১]
কত বা[১২] সহিব জ্বালা এ পাপ পরাণে ॥[১৩]
বিষ খাইলে দেহ যাবে[১৪] রব রবে[১৫] দেশে।
কলঙ্ক[১৬] ঘুষিবে লোকে, নিষেধিল চণ্ডীদাসে ॥[১৭]

নী, ২৯১ ; তরু, ৯১৮ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০, ৪৪৫৯, ৪৪১৫

১ যথা রাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯২, ৩৩০০

২-২ °নহিল, ২৯২, ৩৩০০

৩-৩ প্রাণ কাঁদে, নী ; প্রাণ কান্দে, তরু ; পরাণ কান্দে ৩৩০০

৪ বোল, তরু

৫ বোল, তরু ; কহ, ২৯৮

৬ হইতে, ২৯৮, ৩৩০০

৭ ৩৩০০ পুথিতে ইহার পরে "মোর" শব্দ আছে

৮ বাদ, তরু, নী, ২৯৮, ৩৩০০

৯ তিতা, নী, ২৯৮

১০-১০ দেহ মোর, নী, তরু, ৩৩০০ ; মোর দেহ, ২৯৮

১১ ননদীর বোলে, তরু (পাঠা°)

১২ না, তরু, ২৯২,৩৩০০, ২৯৮

১৩ পঙ্‌ক্তিটি ২৯৮ পুথিতে এই ভাবে আছে :—
"কতনা কহিব দুখ সহিব দুখ এ পাপ পরানে।"

১৪ যাইবে, নী,

১৫ রহিবে, নী, ২৯২, ৩৩০০ ; রৈব ২৯৮

১৬-১৬ এই পাঠ ২৯২, ৪৪৫৯, ৪৪১৫ পুথিতে আছে ; অন্যত্র—

বাশুলী	আদেশে	কহে	কবি	চণ্ডীদাসে,	নী
"	"	"	দ্বিজ	"	তরু
"	"	কহিব	কহে	"	২৯৮
"	"	কবি	কহে	"	৩৩০০

টীকা

পঙ্—৪। আমার জন্মের সময় হইতেই আমি কানুর প্রতি অনুরাগবতী, কিন্তু আজও তাঁহাকে পাইলাম না, অতএব আমার মনের দুঃখ মনেই রহিয়া গেল। জন্মকাল হইতেই যে রাধা কৃষ্ণগতপ্রাণা তাহা নী—৩১৪ সংখ্যক পদেও বর্ণিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই, অতএব এই পদও বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না।

৭-৮। এখন বিষ খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলে অপযশ রহিয়া যাইবে, এবং লোকে কলঙ্ক ঘোষণা করিবে, অতএব চণ্ডীদাস রাধাকে সেইরূপ কাজ করিতে নিষেধ করিতেছেন।

শেষ পঙ্‌ক্তিটি অনুধাবনযোগ্য। পরিষদ্-সংস্করণে ইহাতে কবি চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে, পদকল্পতরুতে তাহার স্থানে দ্বিজ চণ্ডীদাস পাওয়া যায় ; অন্য দুইখানি পুথিতেও "কবি" পাঠটি রক্ষিত হইয়াছে। অতএব এই পাঠটি যে খাঁটী নহে তাহার ধারণা আমরা করিতে পারি। দেখা যাইতেছে যে, এই "কবি" "দ্বিজ" নির্ভরযোগ্য ভণিতা নহে, এবং বাশুলীকেও আনিয়া ইহাদের সহিত যোগ করা হইয়াছে। ২৯২, ৪৪৫৯, ৪৪১৫ সং পুথিতে যে পাঠ আছে, তাহাই গ্রহণ করা হইল।

---

[৮১৩]

রাগ রামকেলী[১]

আর কি বলিব সখি।[২]
এ[৩] কুল ও কুল[৩] দুকুল মজিল[৪]
বড়[৫] পরমাদ দেখি॥[৫]
শাশুড়ী ননদী গঞ্জে দিবারাতি[৬]
তাহা বা[৭] সহিব[৮] কত।
পাড়ার[৯] পড়শী ইঙ্গিত আকারে
কুবচন বলে যত॥[১০]
অবলা-পরাণে এত[১১] কিনা সয়[১১]
শুন[১২] গো পরাণ[১২]-সই।
মরম-বেদন যতেক[১৩] যাতন[১৩]
আপনা[১৪] বলিয়া কই॥
এ ঘরকরণ কুলের ধরম
ভরম সরম গেল॥
কলঙ্কিনী বলি জগৎ ভরিল[১৫]
নিশ্চয় মরণ ভেল॥
চণ্ডীদাসে বলে শুন বিনোদিনি[১৬]
সে শ্যাম তোমার বটে।
কি করিতে পারে গুরু দুরজনা
কানু[১৭] সে রয়েছে বাটে[১৭]

না, ২৯৮ ; বিপু, ২৯৭, ২৩৯৪ ইত্যাদি

[১] বাদ, নী, ২৯৭

[২-২] সই, কি আর জীবনে সাধ, নী ; সই আর কি জীবনে সাদ, ২৯৭ ; আর কি জিবের সাদ, ২৩৯৪

[৩-৩] ইকুল উকুল, ২৯২, ২৩৯৪ ; °উকুল, ২৯৭

[৪] ভাবিতে, ২৯৭ ; ভাবিয়া, নী, ২৩৯৪

[৫-৫] বাড়াইলা পরমাদ, নী ; দেখি বড় পরমাদ, ২৯৭ ; বড় হল পরমাদ, ২৩৯৪

[৬] নিরবধি, ২৩৯৪ [৭] তাহা না, ২৯২

[৮] কহিব, ২৩৯৪

[৯] এ পাপ, ২৯২ ; এ পাট, ২৯৭

[১০] কত, ২৯৭

[১১-১১] এত কি সহিএ, ২৯৭ , এত কিবা সহে, ২৩৯৪

[১২-১২] সুনল সজনী, ২৯২ ; °প্রাণের, ২৯৭ ; °সুজন, ২৩৯৪

[১৩-১৩] বুঝে কোন জনা, ২৯৭

[১৪] আপন, নী [১৫] ভরিআ, ২৯৭

[১৬-১৬] সুনল সুন্দরি, ২৯২ ; শুন শুন রাধা, নী, ২৯৭ (°রাধে)

[১৭-১৭] কাল সাপ আছে°, সকল পুথি

দ্রষ্টব্য :—এই পদটিও পুনরাবৃত্তি মাত্র।

---

[৮১৪]

ধানশী[১]

কে আছে বুঝিয়া বলিবে সুঝিয়া
আমার পিয়ার পাশে।[২]
পীরিতি[৩] গোপত না করে বেকত[৩]
শুনিয়া লোকেতে হাসে ॥
গোপত[৪] বলিয়া কেন বা বলিলে
এমত করিলে কেনে।
এমত ব্যাভার না বুঝি তাহার
পীরিতি যাহার সনে ॥[৪]

সই, এমতি কেনে বা হল।
পরের যে[৫] নারী নিল[৬] মন[৬] হরি
নিশ্চয় ছাড়িয়া গেল ॥ধ্রু॥[৭]
আমি অভাগিনী দিবস রজনী
সোঙরি সোঙরি মরি।
কুলের কলঙ্ক হইল[৮] সালঙ্ক
তবু যে না পানু[৯] হরি ॥
পুরুষ পরশ হইল[১০] দুরস
বিছুরি[১১] আপন মতি।[১২]
জনম অবধি না পাইনু[১৩] সোয়াথি[১৪]
কাঁদিয়া মরি যে নিতি ॥[১৫]
চণ্ডীদাসে কয় সুজন যে হয়
এমতি না করে সে।
তাহার পীরিতি পাষাণে[১৬] লেখতি[১৬]
মুছিলে[১৭] না মুছে সে ॥[১৭]

নী, ৩০০ ; বিপু, ২৯২

[১] বাদ, ২৯২ [২] কাছে, ২৯২

[৩-৪] পিরিতি গোপত না করে বেকত, ২৯২

[৪-৪] এই চারি পঙ্‌ক্তি ২৯২ পুথিতে নাই

[৫] বাদ, নী [৬-৬] মন যে, নী

[৭] বাদ, নী [৮] করিয়া ২৯২

[৯] পাইনু, ২৯২ [১০] হইব, ২৯২

[১১] বিছুরল, ২৯২ [১২] রীত, ২৯২

[১৩] পানু, ২৯২ [১৪] সোয়াস্তি, নী

[১৫] নীত, ২৯২ [১৬-১৬] পাশান লেখতি, ২৯২

[১৭-১৭] মুছিলেও নাহি ঘুচে, নী

---

[৮১৫]

ধানশী

সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥

সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে।
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমতি হউক সে॥
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পীরিতি
আর জানি কার হয়॥
আপনা আপনি মন বুঝাইতে
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ হরণ করিলে
কাহার পরাণে সয়॥
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে।
আমার পরাণ যেমতি করিছে
সেমতি হউক সে॥
কহে চণ্ডীদাস করহ বিশ্বাস
যে শুনি উত্তম মুখে।
কেবা কোথা ভাল আছয়ে সুন্দরি
দিয়া পরমনে দুখে॥

নী, ৩০১ ; বিপু, ৩২৭ ; তুº—বিপু, ২৯৩

এই পদটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৭ পুথিতে এই ভাবে আছে :—

কত না সহিব ইহা।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
যখন দেখিব আপন নয়নে
কহিতে কা সনে কথা।
কেশ পরিহরি বেঁশ দূর করি
ভাজিব আপন মাথা॥
কান ভাঙ্গানি দিয়া শ্যামেরে ভাঙ্গায়া
এমত করিল যে।
আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে॥
কহে নরহরি শুন গো সুন্দরি
এ কথা বুঝিবে পাছে।
শ্যামবন্ধু সনে পীরিতি করিয়া
কেবা কোথা ভাল আছে॥

দ্রষ্টব্য :—নরহরির এই পদটির রচনা-সাদৃশ্য আলোচ্য পদে এবং পরবর্ত্তী পদে (নী—৩০১ ও ৩০২ সং পদদ্বয়ে) রহিয়াছে। ৩০২ সং পদের প্রথম চারি পঙ্ক্তি এবং উদ্ধৃত পদের ৪-৭ পঙ্ক্তি প্রায় অভিন্ন। ৩০১ সং পদের ১৭-১৯ পঙ্ক্তি এই পদের ৯-১১ পঙক্তির পুনরুক্তি মাত্র। পরবর্ত্তী পদের পাঠান্তর দ্রষ্টব্য।

---

[৮১৬]

গান্ধার[১]

দেখিব যে দিনে আপন নয়ানে
কহিতে তা সনে কথা।
বেশ দূর করি[২] কেশ[৩] ঘুচাইব[৩]
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
সই, কেমনে ধরিব হিয়া।[৪]
এমত সাধের বঁধুয়া আমার
দেখিলে না চায় ফিরিয়া॥
সেহেন কালিয়া যা বিনেক হিয়া
এমতি করিল কে।
হৃদি সীদতি আমার যেমতি
তেমতি পুড়ুক সে॥

কহে চণ্ডীদাস কেন কর ত্রাস
সে ধন তোমারি বটে।
তার মুখে ছাই দিয়া সে কানাই
আসিবে তোমা নিকটে॥

নী, ৩০২; বিপু, ২৯৩

[১] বাদ, ২৯৩

[২-২] °করিব, নী; বেশ জে°, ২৯৩

[৩-৩] কেশ যে ছিড়িব, ২৯৩

[৪] ইহার পরে ২৯৩ সং পুথিতে পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ ৮১৫ সং পদের অধিকাংশ উদ্ধৃত রহিয়াছে।

---

[৮১৭]

ধানশী[১]

সই, তাহারে বলিব কি।[২]
এমতি করিয়া পীরিতি[৩] করিলে[৪]
বৃথায়[৫] জীবন[৬] জী॥[৭]
ধরমগণে[৮] ভয় না মানে
কেবল[৯] ডাকাতি সেহ।
বুঝিলাম[১০] মনে ডাকাতিয়া সনে
ঘুচিল ভাল যে লেহ॥[১১]
বিনি[১২] যে[১৩] পরখি[১৩] রূপ যে[১৪] দরখি[১৪]
ভুলিনু[১৫] পরের বোলে।
পীরিতি করিয়া[১৬] কলঙ্কী[১৭] হইয়া[১৮]
ডুবিনু[১৯] অগাধ জলে॥
গুরুর গঞ্জন নাহি[২০] সহে মন[২০]
না[২১] জানি কিসের বসে।[২১]
অমিয়া ঘুচিয়া[২২] গরল হইল[২৩]
এমতি বুঝিলু[২৪] শেষে॥
আগে যদি জানি[২৫] ও[২৬] সব কাহিনী[২৬]
এ[২৭] মতি না করি[২৭] মনে।
সে হেন পীরিতি হবে[২৮] বিপরীতি
কে জানে এমন মনে॥
চণ্ডীদাসে[২৯] কয়[৩০] ধৈর্য্য ধরি[৩১] রহ[৩২]
কাহারে[৩৩] না কহ[৩৪] কথা।
কথা যে[৩৫] কহিবে বৃথাই[৩৬] হইবে[৩৬]
মনেতে[৩৭] পাইবে ব্যথা[৩৭]॥

নী, ৩০৩; বিপু, ২৯২ ২৯৮

[১] যথারাগ, ২৯৮; বাদ, ২৯২

[২] কী, ২৯২

[৩] শপথি, নী; সপতি, ২৯৮

[৪] করিল, ২৯৮ [৫] বৃথাই, ২৯২, ২৯৮

[৬] জীবারে, ২৯২, ২৯৮ [৭] বাদ, নী

[৮] গুণে, নী [৯] এমন, নী

[১০] বুঝিনু, ২৯২ [১১] দেহ, নী

[১২] বিনা, ২৯২ [১৩-১৩] পরখে, ২৯৮

[১৪-১৪] দরখে, ২৯৮

[১৫] ভুলিল, ২৯২; ভুলিলু, ২৯৮

[১৬] করিনু, ২৯২ [১৭] কলঙ্ক, নী

[১৮] হইনু, ২৯২; হইল, নী

[১৯] ডুবিলু, ২৯৮

[২০-২০] সহি সদাতন, নী; সহিল অমন, নী (পাঠান্তর); সহিল জেমন, ২৯৮

[২১-২১] না জানিনু সেই রসে, নী (পাঠান্তর); °রসে, ২৯৮

[২২] হইয়া, নী, ২৯৮ [২৩] লাগীল, ২৯৮

[২৪] বুঝিলাম, নী; বুঝিলু, ২৯৮

[২৫] জানিতুঁ, নী, ২৯৮

[২৬-২৬] সতর্কে থাকিতুঁ, নী; সভয় হইতুঁ, ২৯৮

[২৭-২৭] এমত না করিতুঁ, নী; এমতি না করিতুঁ, ২৯৮

[২৮] হইবে, ২৯৮

[২৯] চণ্ডীদাস, নী, ২৯২

৩০ কহে, নী

৩১ করি, ২৯২, ২৯৮

৩২ রয়, ঐ

৩৩ কাহুরে, ২৯৮

৩৪ কয়, ২৯২ ; কহে, ২৯৮

৩৫ সে, ২৯৮

৩৬-৩৬ যথা সে যাইবে, নী ; বৃথা জে হইবে, ২৯২ ; বৃথায় হইবে, নী (পাঠান্তর)

৩৭-৩৭ বৃথাই মনের ব্যথা, নী (পাঠান্তর), ২৯২, ২৯৮

---

[৮১৮]

ধানশী[১]

পীরিতি পসার লইয়া[২] বেভার[৩]
দেখি[৪] যে[৪] জগৎ ময়।
যত[৫] সে[৫] নাগরী কুলের কুমারী
কলঙ্কী[৬] আমারে[৬] কয়॥
সখি[৭] না[৮] জানি[৮] কি হবে[৯] মোর।[১০]
সে শ্যামনাগর গুণের[১১] সাগর
কেমনে বাসিব পর[১২] ॥ ধ্রু॥[১৩]
সে গুণ স্মরিতে[১৪] যাহা[১৫] করে[১৫] চিতে
তাহা বা বলিব[১৬] কত।
গুরুজনা[১৭]-কুলে[১৮] ডুবাইয়া মূলে[১৯]
তাহাতে[২০]হইব রত॥
থাকিলে এ[২১] দেশে মোরে[২২] দেখি[২২] হাসে
কহিতে না পারি কথা।
অযোগ্য লোকে যত[২৩] বলে মোকে[২৩]
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
কহে[২৪] চণ্ডীদাস বাশুলীর[২৫] আশ[২৫]
যদি[২৬] হয় এমন রীত।[২৬]
যার[২৭] সনে হয় পীরিতি করয়
কহিলে সে[২৮] পরতীত॥

নী, ৩০৪ ; বিপু, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮

১ যথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯২, ২৮৭

২ লইত, ২৮৭ ৩ ব্যভার, নী

৪-৪ দেখিয়ে, নী, ২৯২, ২৮৭ ৫-৫ যতেক, নী

৬-৬ কলঙ্ক আমার, ২৯৮, ২৯৭ (°আমারে)

৭ সই ২৯২, ২৮৭ ৮-৮ জানিনা, নী

৯ হইবে, নী ১০ মোরে, ২৮৭

১১ বিষের, ২৯৮ ১২ পরে, ২৮৭

১৩ বাদ. নী, ২৯২, ২৮৭

১৪ সোঙরিতে, নী, ২৯৮, ২৮৭

১৫-১৫ কত উঠে, ২৯২ ; যেমন করএ, ২৯৮ ; যেমন করে, ২৮৭

১৬ কহিব, ২৯২, ২৮৭

১৭ গুরুজন, ২৯২, ২৯৮, ২৮৭

১৮ কুল, ২৯২ ১৯ মূল, ঐ

২০ তাহারে, ২৯২, ২৮৭

২১ যে, নী, ২৮৭ ; সে ২৯৮

২২-২২ আমারে, নী ; আমারে জে, ২৯২ ; আমারে সে, ২৮৭

২৩-২৩ জত দেয় শোকে, নী ; দেয় জে সোকে, ২৯৮ ; জত দেয় সোকে, ২৮৭

২৪ কহে বড়, ২৯৮

২৫-২৫ বাশুলীর পাশ, নী ; বাশুলি আভায, ২৯২ ; °পায়, ২৯৮

২৬-২৬ এমন যদি হয় মনোরীত, নী

২৭ কার, ২৯২ ; কারো, ২৯৮

২৮ সে হয়, নী, ২৮৭

টীকা

পঙ্—১-৪। তু°—

"কুলে কুলটিনী আছে কলঙ্কিনী
গোকুলে যতেক জনা।
সে সব যুবতী তারা বলে কত
দেখাইয়া সতীপনা॥" (পরবর্তী পদ)

---

[৮১৯]

ধানশী[১]

সই,[২] কি কাজ এ[৩] ছার ঘরে।
শ্যাম[৪] নাম নিতে[৪] না পারি[৫] গৃহেতে
তবে[৬] তারা হেদে[৬] মরে॥
কুলে কুলটিনী[৭] আছে[৮] কলঙ্কিনী
গোকুলে কতেক জনা।
সে সব যুবতী তারা বলে কত
দেখাইয়া সতীপনা॥[৯]
কেবল রাধার পরিবাদ সার
সে সব কুলের মণি।
লোক চরচাতে[১০] মলুঁ[১১] মলুঁ মলুঁ[১২]
কি ছাড় পড়সী গণি॥
আমি সে হয়াছি[১২] শ্যাম-দ্বারে[১৩] বাঁধা[১৩]
মনেতে[১৪] করিয়া সার।[১৪]
লোক-চরচাতে পরাণ পুড়িছে
ইথে কি বলিব আর॥[১৫]
চণ্ডীদাসে[১৬] কহে[১৭] শ্যাম সুনাগর
ভজহ[১৮] কিশোরী গোরী।
লোক-পরিবাদ মিছা যত[১৯] কহে[১৯]
গোকুলে গোপের নারী॥[২০]

নী, ৩৩১ ; বিপু, ২৮৯, ২৯২, ২৩৯৪

১ আশোআরী, ২৯২ ; বাগ য়াসয়ারি, ২৩৯৪ ; বাদ, ২৮৯

২ বাদ, ২৮৯, ২৩৯৪ ৩ ই, ২৯২

৪-৪ শ্যামের মিলিতে, ২৮৯ ; সে শ্যাম বলিতে, ২৯২

৫ পাই, ২৮৯

৬-৬ তেঞ্রি সে ভাবিএ, ২৮৯ ; তবে তারা মেনে; ২৯২

৭ কুলাটিনি, ২৮৯, ২৯২ ; কুলটনি, ২৩৯৪

৮ জার, ২৮৯ ; জারা, ২৯২

৯ এই ৪ পঙ্‌ক্তি নী-তে নাই

১০ চরাচরে, নী

১১-১১ মনু মনু মনু, নী, ২৮৯ ; মন ২ নিত্তে, ২৩৯৪

১২ লয়েছি, নী ; লয়্যাছি, ২৯২ ; লয়াছি, ২৩৯৪

১৩-১৩ হেন মালা, নী, ২৯২, ২৩৯৪

১৪-১৪ হৃদয়ে পরিয়াছি, ঐ

১৫-১৫ কহে জত জন, শত কুবচন, সে বহি লইয়াছি, নী ; কহে যত জন কত কুবচন সে নিছিয়া লইয়াছি, ২৯২. বাদ, ২৩৯৪

১৬ চণ্ডীদাস, নী, ২৮৯

১৭ বলে, ২৮৯, ২৯২, ২৩৯৪

১৮ ভয় কি, ২৯২

১৯-১৯ ত হয়, নী ; সব হয়, ২৯২

২০ এই দুই পঙ্‌ক্তি ২৩৯৪ পুথিতে নাই

---

[৮২০]

শ্রী[১]

সাঁঝে[২] নিবাইল বাতি কত পোহাইব রাতি
গুণ গণি[৩] হৃদয় বিদরে।
না হয় মরণ না রহে জীবন
মরম কহিব কারে॥[৪]
সই, কি ছিল আমার করমে।[৫]
রোপিল কলপলতা না হল তাহার পাতা
শুকাইয়া গেল সেই[৬] ঠামে। ধ্রু॥
জনম অবধি[৭] করি ক্ষীর নীর ধরি[৭]
সিঞ্চিল[৮] ও লতামূলে।
ক্ষীরের গরিমা নীরের যে[৯] সীমা
হরিয়া লইল আনলে॥
যাহার লাগিয়া সকল ছাড়িয়া
মন হইল[১০] বনবাসী।
চণ্ডীদাসে কয় সে কথাটি[১১] খাটি[১১] হয়
পরশে করিবে সুখী॥

নী, ৩৩২ ; বিপু, ২৯৮

১ যথারাগ, ২৯৮
২ সে যে, ঐ
৩ শুণি, নী
৪ কাহারে, ২৯৮
৫ কপালে, ২৯৮
৬ বাদ, নী
৬-৭ অবধি ক্ষীর নীরে করি, নী
৮ সিচিল, নী
৯ বাদ, ঐ
১০ হৈল, ঐ
১১-১১ তাহার কি ঘাটি, ঐ

টীকা

পঙ্—১। রাধা বলিতেছেন যে, তাঁহার প্রণয়ের প্রথমাবস্থাতেই শ্যামের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, জীবনের অধিকাংশ সময় এখনও পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা কিরূপে কাটিবে তাহাই চিন্তার বিষয়।

১০-১১। আমার প্রেমকল্পলতার মূলে ক্ষীর ও নীর সেচন করিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করিতে আমি আজীবন চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু বিরহানলে সেই ক্ষীরের পুষ্টিকর ক্ষমতা এবং নীরের স্নিগ্ধতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

---

[৮২১]

ধানশী[১]

দৈবের[২] যুকতি বিশেষ সুমতি[৩]
যাহারে লাগয়ে যেহ।[৪]
আন আন জনে করিয়া যতনে
প্রেমেতে গড়য়ে[৫] দেহ ॥[৬]
সই, এমতি[৬] কানুর লেহ।[৭]
জনম অবধি রহিবে[৮] পীরিতি
বিচ্ছেদ না হবে[৯] সেহ[১০] ॥ধ্রু॥[১১]
যাহা[১২] মনে ছিল তাহা না হইল
সোঙরি পরাণ কাঁদে।
লেহ-দাবানলে বন[১৩] যেন জ্বলে
হরিণী পড়িল ফাঁদে ॥
পলাইতে মনে[১৪] চাহে[১৫] পথ পানে[১৫]
দেখয়ে[১৬] অনলময়।
বনের মাঝারে ছট্‌ফট্ করে
কত[১৭] বা পরাণে সয় ॥[১৭]
বাহিরে[১৮] আসিয়া বাণ[১৯] যে খাইয়া[১৯]
পশিতে[২০] তাহাতে পুন।[২০]
গরল-আনলে শরীর বিকলে[২১]
শামাইতে[২২] নারে যেন ॥
করিবর আদি না পায় সমাধি
ফিরিয়া চীৎকার করে।
আমি[২৩] কুলনারী ফুকারিতে নারি
ননদী আছয়ে ঘরে ॥
এমতি আকার[২৪] পীরিতি তাহার
রহিয়া[২৫] দহিছে মনে।[২৫]
ননদী-বচনে দগধে পরাণে[২৬]
পাঁজর বিঁধিল ঘুণে ॥
নয়নে নয়নে[২৭] নয়ন-পিঁজরে[২৭]
রাখয়ে আপন কাছে।
জলে যাই যবে সঙ্গে চলে তবে
শ্যামেরে দেখি যে পাছে ॥
চণ্ডীদাসে কয় বাশুলী সহায়
মনেতে থাকয়ে যদি।
যে জন যা বিনে না জীয়ে পরাণে
তার কি করে ননদী ॥

নী, ৩১৮ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮

১ যথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯২
২ দৈব, নী, ২৯৮ ৩ গতি, নী, ২৯৮

৪ তায়, নী ; জে, ২৯২
৫-৫ গড়ায়ে দেয়, নী ; গঢ়ল দে, ২৯২
৬ এমন, নী ৭ রসে, ঐ
৮ রহিল, ২৯২, ২৯৮
৯ হৈল, ২৯২ ; হইব, ২৯৮ ১০ শেষে, নী
১১ বাদ, নী ১২ যেই, নী ; যে, ২৯৮
১৩ মন, নী ১৪ চায়, নী
১৫-১৫ পথ নাহি পায়, ঐ
১৬ দেখি যে, ঐ ; দেখিয়ে, ২৯৮
১৭-১৭ তাহে কি পরাণ রয়, ২৯৮
১৮ অহীর, ২৯২, ২৯৮
১৯-১৯ জড়াজড়ি হইয়া, ২৯২, ২৯৮ (°করিঞা)
২০-২০ পড়িল তাহাতে জেন, ২৯২, ২৯৮
২১ বিকল, নী
২২ শামালিতে, ২৯২ ; সামাই, ২৯৮
২৩ একে, নী, ২৯৮ ২৪ আমার, ২৯২, ২৯৮
২৫-২৫ সহিতে সহিছে মন, ঐ
২৬ জীবনে, ২৯৮
২৭-২৭ নজরে ২ নয়ন সাজরে, ২৯২ ; বাদ, ২৯৮

টীকা

পঙ্—১-৪। বিশেষ সুমতিবশতঃ দৈবাৎ কেহ কাহারও প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ে। ইহাতেই স্বাভাবিক প্রীতির উদয় হয়, কিন্তু অনেকে সাধ্যসাধনা করিয়া প্রেমের সৃষ্টি করে, তাহাতে প্রকৃত প্রেম জন্মে না।

৫-৭। কানুর সহিতও আমার স্বাভাবিক প্রীতি জন্মিয়াছিল, ইহা চিরস্থায়ী হইবে ভাবিয়াছিলাম।

১০-১৯। তু°—

"প্রেমে ঢল ঢল যেমন বাউল
বনের হরিণী তারা।
ব্যাধ-বাণ খায়্যা হইয়া ধাউল
চারিদিকে চাহি সারা॥"
(৬৫৪ সং পদ)

২৬-২৭। তু°—"ননদী-বচনে পাঁজরে বিঁধে ঘুণ।"
(নী—৩৮৩ সং পদ)

২৮-৩১। তু°—"যেন বেড়াজালে সফরি সলিলে
তেমতি আমার ঘর॥"
(১০৯ সং পদ)

---

[৮২২]

ধানশী[১]

জনম অবধি পীরিতি-বেয়াধি
অন্তরে রহিল[২] মোর।
থেকে থেকে উঠে পরাণ যে[৩] ফাটে
জ্বালার নাহিক ওর॥
সই, এ বড় বিষম[৪] বেথা।[৫]
কানুর কলঙ্ক জগতে হইল
জুড়াইব আর কোথা॥[৬]
বেয়াধি অবধি করিয়ে[৭] সমাধি[৭]
পাইয়ে[৮] ওঝার[৮] লাগি।
এমতি[৯] ঔষধি[১০] হয় অল্প মূল্য লয়
হিয়ার ঘুচাই[১১] আগি॥
জনম অবধি কণ্টক ননদী
জ্বালাতে জ্বালিলে[১২] মূল।[১২]
তাহার অধিক দ্বিগুণ জ্বালাল[১৩]
খলের পীরিতি-শূল॥[১৪]
খলের সংহতি ছাড়িলুঁ পীরিতি
ছাড়িলুঁ সকল সুখ।
চণ্ডীদাসে কয় যদি দেখা হয়[১৫]
তবে কেন বাস দুখ॥

নী, ৩১৯ ; বিপ্, ২৯১, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮
১ বাদ, সকল পুথি ২ রহল, ২৯৮
৩ বাদ, নী, ২৮৭ ; শে, ২৯১
৪ মনের, ২৯১ ৫ কথা, নী, ২৯৮

৬ বাদ, নী

৭-৭ সমাধি করিয়ে, নী, ২৯২, ২৮৭, ২৯১

৮-৮ পাই এবে যার, নী; পাই জে রোখার, ২৯৮; পাইএ বেজের, ২৯১, ২৮৭

৯ এমন, ২৯৮, ২৮৭, ২৯১

১০ ঔষধ, নী, ২৯৮, ২৮৭, ২৯১

১১ ঘুচায়, নী

১২-১২ জ্বলিল মম, নী; জলিল°, ২৯২; জালাল্যে°, ২৮৭; জলিলে মৈলুঁ, ২৯১

১৩ জ্বালায়, নী; জলালে, ২৯২; জলিল, ২৯৮; জলল, ২৯১

১৪ শুন, নী

১৫ ছানিনু, ২৯২; ছাড়িল, ২৯৮

১৬ নাহি হয়, ২৯১

টীকা

পঙ্—১-৪। তু°—

"জনম অবধি না পাই সোয়াস্তি
কাঁদিয়া মরি যে নীতি।"

(নী—৩০০ সং পদ)

এবং—

"জনম গোয়ানু দুঃখে কত না সহিব বুকে" ইত্যাদি

(৭৯১ ক সং পদ

---

[৮২৩]

ধানশী[১]

যতন করিয়া বেসালি ধুইয়া
সাজে[২] সাজাদিলু দুধে।[২]
দধি সে নহিল জল যে[৩] হইল
পাইলু[৪] বড়[৫] যে দুখে॥[৫]
সই, দধি কেন[৬] ছিঁড়ি[৭] গেল।
কানুর পীরিতি কুলের করাতি
পরাণ কাটিয়া নিল॥[৮]
পীরিতি মুছিল[৯] আরতি[১০] ঘুচিল[১১]
না[১২] ঘুচে[১২] কলঙ্ক[১৩] জ্বালা।
তবু অভাগিনী[১৪] কহয়ে[১৫] কাহিনী
পরিবাদ দেই কালা॥
বুঝিলুঁ[১৬] যতনে প্রবোধি[১৭] পরাণে
ছাড়িলুঁ[১৮] তাহার আশ।
চিতে আর কত ভাবি অবিরত
দৈবে করিল[১৯] নৈরাশ॥
আর কেহ বলে ঝাঁপ দিব জলে
তেজিব এ[২০] পাপ[২০] দেহা।[২১]
চণ্ডীদাসে[২২] কয়[২৩] ছাড়িলে[২৪] ছাড়া নয়[২৪]
শুধুই[২৫] সুধাময় লেহা॥[২৬]

নী, ৩২০; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৮

১ বাদ, ২৯১, ২৯২; যথারাগ, ২৯৮

২-২ সাঁজেতে সাঁজাইলুঁ দুধ, ২৯১; সাঁজা সাজাইলু দুধ, ২৯৮; সাঁজে শাজাইনু দুধ, নী

৩ সে, নী, ২৯১; বাদ, ২৯৮

৪ পাইনু, নী, ২৯২

৫-৫ বড়ই দুখ, নী, ২৯২

৬ কেনে, ২৯২, ২৯৮

৭ ছিড়িআ, ২৯১

৮ বাদ, নী, ২৯১

৯ ঘুচিল, নী, ২৯১, ২৯২

১০ আর, ২৯১

১১ না পূরিল, নী, ২৯১; পুরিল, ২৯২

১২-১২ ঘুচিল, ২৯১, ২৯২,

১৩ কলঙ্কের, ২৯২

১৪ অভাগির, ২৯১

১৫ না ঘুচে, নী, ২৯১, ২৯৮

১৬ বুঝিলাম, নী; বুঝিলাঙ, ২৯১; বুঝিনু, ২৯২

১৭ প্রবোধিনু, নী; প্রবোধিল, ২৯১, ২৯৮

১৮ ছাড়িনু, নী, ২৯২; ছাড়িলাঙ, ২৯১

১৯ করল, ২৯১, ২৯৮

২০-২০ আপন, ২৯৮

২১ দেহ, নী

২২ চণ্ডীদাস, নী, ২৯২; চণ্ডীদাসেতে, ২৯১

২৩ কহে, নী, ২৯১, ২৯২

২৪-২৪ ছাড়িলে ছাড়ান নহে, নী, ২৯১; ছাড়ি ছাড়া নহে, ২৯২

২৫ শুধু, নী

২৬ লেহ, ঐ

টীকা

পঙ্—৬-৭ তু°—

"পীরিতি করাতিয়া শিবে চড়াইয়া
কুল দুই ফার কৈল।"
নী—২৯৩ সং পদ

---

[৮২৪]

ধানশী[১]

ইক্ষু[২] রোপিণু গাছ যে হইল
নিঙ্গাড়িতে রসময়।
কানুর পীরিতি বাহিরে সরল
অন্তরে গরল হয়॥[২]
সই, কে বলে মিঠা[৩] ইক্ষু[৩]-গুড়।
পরের বচনে চাকিলুঁ[৪] বদনে
খাইলুঁ[৫] আপন[৬] মুড়॥
চাকিতে[৭] চাকিতে লাগিল জিহ্বাতে
পহিলে লাগিল মিঠ।
মোদক আনিয়া ভিয়ান করিয়া
তবে সে লাগিল সীট॥
মশল্লা[৮] আনিলু[৯] আগুনে চড়ালুঁ[১০]
বিছুরিলুঁ[১১] আপন ভাব।
বন্ধুর[১২] পীরিতি বুঝিলুঁ[১৩] এমতি
কলঙ্ক হইল লাভ॥
আপন করমে[১৪] বুঝিলুঁ[১৫] মরমে[১৬]
বন্ধুর[১৭] নাহিক[১৮] দোষ।
চণ্ডীদাসে[১৯] কহে পীরিতি[২০] করিয়া[২০]
কে[২১] কোথা পাইল[২১] যশ॥

নী, ৩২২ ; বিপু, ২৯৮

[১] যথারাগ, ২৯৮ [২-২] বাদ, ২৯৮
[৩-৩] এ সব মিট জ্ঞে, ২৯৮
[৪] চাখিলু, ২৮৯ ; চাকিনু, নী
[৫] খাইনু, নী [৬] আপনা, ২৯৮
[৭] চাখিতে, ২৯৮ [৮] মসালা, ২৯৮
[৯] আনিনু, নী [১০] চড়ানু, নী ; ডাইলুঁ, ২৯৮
[১১] বিছুরিনু, নী
[১২] কানুর, নী [১৩] বুঝিনু, নী
[১৪] করম, ২৯৮ [১৫] বুঝিনু, নী ; কি বুঝিলুঁ, ২৯৮
[১৬] করম, ২৯৮ [১৭] বন্ধুর, নী
[১৮] নহিল, ২৯৮ [১৯] চণ্ডীদাস, নী
[২০-২০] পিরিঞা, ২৯৮
[২১-২১] কে, নী ; কে কো [থা] পাইছে, ২৯৮

---

[৮২৫]

সিন্ধুরা[১]

সই, কি হইল কালার[২] জ্বালা।
রাতি[৩] দিন মন[৪] করে[৫] উচাটন[৬]
হৃদয়ে[৭] জাগিছে কালা[৭]॥
মুদিয়া নয়ন ঘুমাই যখন[৮]
কানুরে[৯] স্বপনে দেখি[৯]।
মনের মরম তোমারে কহিনু[১০]
শুন[১১] গো মরম[১১] সখি॥
ঘরে নাহি[১২] মন সদা[১৩] উচাটন
কি না[১৪] হৈল মোর[১৪] ব্যাধি।
কি জানি[১৫] কি হয়[১৫] বাঁচিতে[১৬] সংশয়[১৬]
কহ না ইহার বুধি॥[১৭]
সদাই[১৮] আমার পরাণ-পুতলি[১৮]
কানুর চরণে বান্ধা।[১৯]
সে[২০] জন[২০]-পীরিতি[২১] পাড়ার[২২] পড়সী
সদাই[২৩] করয়ে বাধা॥[২৩]

দূরে[২৪] রহু তার আদর পীরিতি
সে জনা[২৫] আঁখির[২৬] বালি।
না যাব সে[২৭] ঘর পাড়ার[২৮] পড়সী
দেই দেউ[২৯] যত গালি ॥[২৯]
চণ্ডীদাসে[৩০] কহে[৩১] লোকের বচনে[৩২]
কিবা সে করিতে পারে।
আপন[৩৩] হৃদয়ে[৩৪] মনের মানসে
নিরবধি ভজ[৩৫] তারে ॥[৩৫]

নী, ৩২৪ ; বিপু, ২৯৫, ২৯৭, ২৮৯, ২৩৯৪ ইত্যাদি

১ রাগ সুই, ২৯৫ ; বাদ, অন্ত পুথি
২ কান্নুর, ২৯৭
৩ রাত্রি, নী, ২৯৫, ২৯৭, ২৩৯৪
৪ খেদে, ২৮৯ ; হেন, ২৯৫, ২৩৯৪
৫ সদাই, নী, ২৮৯ ; সদা ২৯৫, ২৩৯৪
৬ উঠএ, ২৮৯
৭-৭ স্বপনে দেখি যে কালা, নী ; স্বপনে দেখিএ কালা, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪ (°দেখিয়া°)
৮-৮ মুদিত লোচনে, যদি বা ঘুমাই, নী, ২৯৮ (°নয়ানে°) ২৯৫, ২৩৯৪
৯-৯ হৃদয়ে কানুরে°, নী, ২৯৮, ২৯৫, ২৩৯৪
১০ কহিল, ২৮৯ ; কহিয়ে, ২৯৭
১১-১১ শুনরে প্রাণের, ২৯৭
১২ নাই, ২৮৯
১৩ মন, নী, ২৯৭ ; করে, ২৮৯
১৪-১৪ হল্য মোরে বা, ২৯৫, ২৩৯৪
১৫-১৫ °জীবন, নী ; °এমন, ২৮৯ ; করি সজনি, ২৩৯৪
১৬-১৬ বাচিব কেমন, ২৮৯
১৭ বুদ্ধি, ২৮৯, ২৯৭, ২৩৯৪
১৮-১৮ সদত রিদএ, আমার পরাণে, ২৮৯ ; সদাই হৃদয়, আমার পরাণ, নী ; সদয় হৃদয়ে, আমার পরাণ, ২৯৫, ২৩৯৪
১৯ বান্ধা, ২৮৯ ; বাঁধা, নী
২০-২০ যে,° নী ; °জনার, ২৯৫, ২৩৯৪
২১ পিরিতে, ২৯৫, ২৯৭, ২৩৯৪
২২ এ পাট, ২৯৭
২৩-২৩ দেই দেঅ জত বান্ধা, ২৮৯ ; ইহার পর ৪ পঙ্‌ক্তি এই পুথিতে নাই
২৪ ঘরে, ২৯৭ ২৫ জন, নী, ২৯৫
২৬ আঁখের, ২৯৫ ; চক্ষের, ২৯৭
২৭ তার, ২৯৭ ২৮ পাট, ২৯৭
২৯-২৯ যত গালি, নী ; দেউ গালাগালি, ২৯৫, ২৩৯৪ (দেকু°)
৩০ চণ্ডিদাস, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪
৩১ বলে, ২৮৯, ২৯৫, ২৯৭, ২৩৯৪
৩২ বচন, নী, ২৯৫ ৩৩ আপনা, নী
৩৪ শুখের, ২৯৭
৩৫-৩৫ জপ তাকে, ২৯৭

---

[৮২৩]

ধানশী[১]

না[২] জানি[২] পীরিতি এমন বলিয়া
তবে কি বাড়াতাম[৩] পা।
পীরিতি-বিচ্ছেদে জীবন না রহে
এলায়ে পড়িছে গা ॥
কহ[৪] কি বুদ্ধি করিব সখি।[৫]
একে লোকলাজ এ পাপ-পরাণ
ঘরে থির নাহি থাকি ॥
আপনার বুড়া[৬] অঙ্গুলি বিনিয়া
চলিতে নারি[৭] যে[৭] ধীরে।
আমার কপালে[৮] বিধির লিখন[৯]
মিছা দোষ দিব কারে ॥

ভাবিতে গণিতে কানুর[১০] পীরিতি
পরাণ হইল সারা।
সঘনে সঘনে[১১] সজল নয়নে[১১]
নিরবধি বহে ধারা॥
চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনি
দেখি যে অবোধপারা।
মিছা লোককথা চাঁদ যার[১২] সখা[১২]
কিবা করে লাখ[১৩] তারা॥[১৩]

নী, ৩২৫ ; বিপু, ২৮৯, ২৯৭, ২৩৯৪, ২৯৫

[১] রাগ কানড়া, ২৩৯৪, ২৯৫ ; বাদ, ২৮৯, ২৯৭
[২-২] জানিতাম, ২৯৭ [৩] বাড়ামু, নী
[৪] সখি কহনা, ২৯৭ ; সখি, ২৩৯৪
[৫] দেখি, নী, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯৭
[৬] বোঝা, ২৮৯
[৭-৭] নারিনু, ২৯৫, ২৯৭ ; নারিলাম, ২৩৯৪, ২৮৯
[৮] করমে, নী, ২৩৯৪, ২৮৯, ২৯৫
[৯] লিখনে, ২৩৯৪, ২৮৯, ২৯৫, ২৯৭
[১০] কালার, ২৯৭
[১১-১১] সপনে এ ছুটি নআনে, ২৯৭
[১২-১২] সখা যাঁর, নী [১৩-১৩] লাক তার, ২৯৭

---

[৮২৭]

ধানশী[১]

শুন গো মরম-সখি।
কানুর পীরিতে[২] পরাণ না রহে
বড় পরমাদ দেখি॥
কিবা সে কুদিনে[৩] দেখিলুঁ[৪] সেজনে[৫]
নয়ান পসারি দুটি।
সেই[৬] দিন হতে[৬] আন নাহি চিতে
পীরিতি-আনলে ছুটি॥[৭]
আন[৮] সে[৮] আনলে বারি[৯] ঢালি[১০] দিলে
তখনি[১১] নিবায়ে যায়।[১২]
মনের আগুন[১৩] নিবাইব কিসে
দ্বিগুণ জ্বলয়ে[১৪] তায়॥[১৫]
বন পুড়িছে[১৬] যে[১৬] বনের[১৬] আগুনে[১৬]
দেখয়ে জগৎ-লোকে।
এ বড়[১৭] বিষম শুন গো[১৮] সজনি
জ্বলে[১৯] উঠে বিনি ফুকে॥[১৯]
হের দেখ সখি[২০] অঙ্গে[২১] হাত দিয়া
উঠিছে বিরহ-আগি।
সে শ্যাম[২২]-বিচ্ছেদ[২২] নেবারিতে[২৩] নারি[২৩]
সদা কাঁদি[২৪] তার[২৫] লাগি॥[২৫]
চণ্ডীদাসে বলে[২৬] শুন বিনোদিনি
মিছাই ভাবনা কর।
শ্যামের কলঙ্ক চন্দন[২৭] করিয়া[২৭]
হৃদয়ে যতনে পর॥[২৮]

নী, ৩২৬ ; বিপু, ২৯২, ২৯৫, ২৮৯, ২৯৭ ইত্যাদি

[১] কামোদ রাগ, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪ ; বাদ, ২৮৯, ২৯৭
[২] পীরিতি, নী
[৩] কুদিন, নী
[৪] দেখিল, নী ; দেখিলাম, ২৮৯ ; দেখিনু, ২৯২, ২৩৯৪
[৫] সে হনে, নী
[৬-৬] সে দিন হইতে, ২৯২
[৭] ফাটি, ২৯২ ; তুটি, ২৯৭
[৮-৮] জলন্ত, ২৯৭
[৯] জল, ২৯৭
[১০] ডালি, ২৮৯ ; ডারি, ২৯২
[১১] এখনি, ২৯৭
[১২] নিভাএ, ২৮৯ ; নিভায়া, ২৯২, ২৯৭, ২৩৯৪, ২৯৫
[১৩] আগুনি, ২৯৭

১৪-১৪ জলিএ জাঅ, ২৮৯ ; জলিয়,° নী, ২৯২ ; পুড়িছে,° ২৯৭

১৫-১৫ পুড়ে জেন, ২৮৯ ; পোড়ে বলে, ২৯২, নী ; জে পুড়য়ে, ২৩৯৪, ২৯৫

১৬-১৬ বনে আগুনি, নী

১৭ বড়ি, নী, ২৯২, ২৩৯৪, ২৯৫

১৮ লো, ২৯২

১৯-১৯ জলি,° ২৮৯, ২৯৭ ; জালিয়া উঠএ ফুকে, ২৯২ ; °মিনি ফুকে, ২৩৯৪

২০ মোর, ২৯৭

২১ গাত্র, ঐ

২২-২২ শ্যামের লাগিয়া, ২৯৭ ; °বিচ্ছেদে, ২৮৯, ২৯৫ ; °বিচ্ছাদে, ২৩৯৪

২৩-২৩ ক্ষুধার বিষাদে, নী ; পরাণ না রহে, ২৯৫ ; শুধা দেহ সখি, ২৩৯৪, ২৯৫ ; পরাণ আকুল, ২৯৭

২৪ কান্দে ২৮৯, ২৩৯৪, ২৯৫

২৫-২৫ অনুরাগী, ২৯৭

২৬ কহে, ২৩৯৪ ; কয়ে ২৯২

২৭-২৭ পরিবাদে বাদ, ২৮৯ ; পরিবাদ প্রেম, ২৯২ ; যত পরিবাদ, নী ; রতন,° ২৩৯৪, ২৯৫

২৮ ধর, নী

টীকা

পঙ্‌—১২-১৫। তু°—

"বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী॥"

কৃঃ কীঃ, ২৯৪ পৃঃ

এবং—"একেঁ দহদহ ঘসির আগুন
আরে কে না জালে ফুকে।"

ঐ, ৩৪৯ পৃঃ

---

[৮২৮]

শ্রী[১]

সই[২], বড়[৩] পরমাদ[৩] দেখি।
কালা[৪] কানু[৪] সনে[৫] পীরিতি করিয়া
নিরবধি ঝুরে আঁখি॥
কাহারে কহিব মনের আগুন
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে।
যেমন কুঞ্জর বাউল হইলে[৬]
অঙ্কুশ ভাঙ্গিয়া ছুটে॥
কিসে নিবারিব নিবারিতে নারি
বিষম হইল[৭] লেঠা।
হেন মনে করি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদি
তাহে গুরুজন কাঁটা॥
যাইয়া[৮] নিভৃতে[৮] বসি[৯] এক ভিতে[৯]
সদা ভাবি কালা কানু।
বিরলে[১০] বসিয়া[১০] ঝুরিতে ঝুরিতে
কবে হারাইব তনু॥
ধীবর দেখিয়া জলে[১১] যত মীন[১১]
যেমন[১২] তরাসে কাঁপে।
আমার[১৩] তেমতি[১৩] ঘরের[১৪] বসতি[১৪]
গরজি[১৫] গরজি[১৫] ঝাঁপে॥
ঘরে গুরুজন বলে কুবচন
যদি বা সহিতে পারি।
যাহার লাগিয়া এতেক সহিব
সে রহে ধৈরজ ধরি॥
চণ্ডীদাসে[১৬] বলে শুন[১৭] বিনোদিনি
সকুলি সফল[১৮] মানি।
তুমি সে কালার[১৯] কালিয়া[২০] তোমার
জগতে সবাই জানি॥

নী, ৩২৭ ; বিপু, ২৮৯, ২৯২, ২৯৫ ইত্যাদি

১ তথারাগ, ২৯৫, ২৩৯৪ ; বাদ, ২৮৯, ২৯২
২ সখি, ২৮৯, ২৯৭ ; বাদ, ২৯৫
৩-৩ বড়ই প্রমাদ, নী
৪-৪ কানুর, নী ; শ্যামের, ২৯৭
৫ সনেতে, ২৯৭
৬ হইএ, ২৮৯ ; হইয়া, ২৯২, ২৯৭
৭ কানুর, ২৮৯, ২৯৫, ২৯৭, ২৩৯৪
৮-৮ জাইতে," ২৮৯
৯-৯ °চিতে, ২৯৫ ; হয়ে এক চিতে, ২৩৯৪
১০-১০ নিশ্চয় জানিনু, ২৯৭
১১-১১ জত মিনগণ, ২৯২
১২ সে জেন, ২৯২, ২৯৫, ২৯৭, ২৩৯৪
১৩-১৩ তেমতি আমার, ২৯৭
১৪-১৪ এ ঘর বসতি, ২৮৯, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪ ; এ ঘর করণ, ২৯৭
১৫-১৫ বচন গরলে, ২৯২ ১৬ চণ্ডীদাস, ২৮৯, ২৯৫
১৭ স্তনি, ২৮৯
১৮ স্বপন, নী, ২৯২, ২৯৭
১৯ কানুর, ২৯৭ ২০ কানু সে, ২৯৭

টীকা

পঙ্—১৬-১৯। তু°—

"যেন বেড়াজালে সফরি সলিলে
তেমতি আমার ঘর।"

প্রঃ খঃ, ১০৯ সং পদ

এবং—"সরোবর মাঝে মীন যেন থাকে
উঠে অগ্নি দেখিবারে।
ধীবর কাল হাতে লয়ে জাল
তুরিতে ঝাঁপয়ে তীরে॥"

নী, ৩৪৩ সং পদ

---

[৮৯]

শ্রী[১]

সই, রহিতে নারিলু[২] ঘরে।
নিরবধি বলে কালা[৩] কলঙ্কিনী[৩]
এ কথা কহিব কারে[৩]॥
ঘরে গুরুজনে বলে[৪] কুবচনে[৪]
কালার[৫] কলঙ্ক[৬] সারা।
নিরলে যাইয়া[৭] সেখানে বসিয়া[৮]
নয়নে গলয়ে[৯] ধারা॥
কি করিব বল ইহার উপায়
শুন গো মরম সখি।
এ পাপ-পরাণ[১০] সদাই চঞ্চল
ঘরে স্থির নাহি থাকি॥
বিষ ভৈল গৃহ[১১] ভোজন[১২] না রুচে[১২]
ঘুম সে[১৩] নাহিক হয়।
শ্যাম-পরসঙ্গ বিনে[১৪] নাহি ভায়[১৫]
শ্রবণ[১৬] তা পানে রয়॥
গৃহকাজে চিত না হয়[১৭] বেকত[১৮]
কালার[১৯] ভাবনা[২০] লাগি।[২১]
চণ্ডীদাসে বলে কালার[২২] পীরিতি
মরমে[২৩] রহিল জাগি॥[২৩]

নী, ৩২৮ ; বিপু, ২৮৯, ২৯২, ২৯৩ ইত্যাদি

১ সুইরাগ, ২৮৯, ২৩৯৪ ; সুহই রাগ, ২৯২ ; বাদ, ২৯৩
২ নারিলেম, ২৮৯ ; নারিলাম, ২৯২, ২৯৩ ; নারিনু, নী
৩ কানু, নী, ২৯২, ২৯৩, ২৩৯৪
৩-৪ যত আছে মনে, নী, ২৮৯, ২৩৯৪
৫ কালা, ২৮৯ ; কানুর, ২৯৩
৬ কলঙ্কিনি, ২৮৯ ৭ বসিয়া, নী, ২৮৯, ২৩৯৪
৮ জাইয়া, ২৮৯, ২৩৯৪

৯ বহিছে, ২৩৯৪

১০ পরাণে, ২৮৯ ; দাবানল, ২৯২, ২৯৩

১১ হেন, ২৮৯ ; জেন ২৯৩

১২-১২ এ ঘরকরণ, ২৯৩ ১৩ বাদ, নী

১৪ বিনে আন, ২৯২, ২৯৩ ; বিনা, ২৮৯, ২৩৯৪

১৫ পায়, ২৮৯ ; ভাই, ২৩৯৪

১৬ জিবন, ২৩৯৪ ১৭ বয়, নী

১৮ বাঞ্ছিত, ২৩৯৪

১৯ কানুর, ২৯৩

২০ বেদন, ২৮৯

২১ গাড়া, ২৮৯ ; গাঢ়া, নী ; বাড়া, ২৩৯৪

২২ শ্যামের, ২৯২, ২৮৯, ২৯৩

২৩-২৩ সকলে হইবে ছাড়া, নী, ২৮৯ (সকল°), ২৩৯৪ (°হইল°)

---

[৮৩০]

ধানশী[১]

সই[২], মরিব গরল খেয়া ।[৩]

কালার[৪] পীরিতি বিরহ[৫]-বেয়াধি

আমারে ঘেরিল[৬] 'সিয়া ॥[৭]

কত না সহিবে[৮] অবলা-পরাণে

কুবচনে ভাজা[৯] দেহ ।[১০]

মনের বেদনা[১১] বুঝে কোন্ জনা

আনে[১২] কি বুঝয়ে সেহ ॥[১২]

হেন মনে করি বিষ খেয়া[১৩] মরি

দূরে যাউ[১৪] যত দুখ ।

অখলা[১৫] রমণী কুলের কামিনী

সভার[১৬] হউক সুখ ॥

কত বা[১৭] সহিব লোকের[১৮] বচন[১৮]

সহিতে হইলু[১৯] কালী ।

হেন মনে করি এ ঘরকরণে

দিব[২০] সে আনল[২১] জ্বালি ॥

চণ্ডীদাসে বলে শ্যামের[২২] পীরিতি[২২]

এমন[২৩] বিষম[২৩] লেহা ।

পীরিতি আরতি যার উপজল[২৪]

তার কি আছয়ে[২৫] দেহা ॥

নী, ৩২৯ ; বিপু, ২৮৯, ২৯২ ইত্যাদি

১ রাগ আছয়ার, ২৮৯ ; শ্রীরাগ, ২৯২, ২৩৯৪

২ বাদ, ২৮৯

৩ খেয়ে, নী

৪ কানুর, ঐ

৫ বিষম, নী, ২৮৯, ২৩৯১

৬ বেরল, নী

৭ গিয়ে, নী

৮ সহিব, নী, ২৮৯, ২৩৯৪

৯ ভাজে, ২৩৯৪

১০ দে, ঐ

১১ বেদানা, ঐ

১২-১২ আন কি বুঝিবে কেহ, নী ; আন কি বুঝিব এ, ২৮৯ ; °বুঝবে যে, ২৩৯৪

১৩ খেয়ে, নী

১৪ জাক ২৮৯ ; জাকু, ২৩৯৪

১৫ অথল, ২৮৯, ২৯২, ২৩৯৪

১৬ সবার, নী

১৭ না, নী, ২৮৯, ২৯২

১৮-১৮ সেই কুবচন, নী ; অবলা পরাণে, ২৮৯, ২৯২

১৯ হইনু, নী ; হইলাম, ২৮৯

২০ দিয়ে, ২৩৯৪ ২১ আগুন, ঐ

২২-২২ পীরিতি এমনি, ২৮৯ ; পীরিতি যেমন, ২৩৯৪ ; এমন পীরিতি, নী

২৩-২৩ বিষম প্রেমের, নী, ২৮৯, ২৩৯৪

২৪ উপজিল. নী, ২৯২

২৫ থাকয়ে, ২৮৯, ২৩৯৪

---

[৮৩১]

ধানশী[১]

সই[২], আর কিছু কৈয় না গো।
আমার[৩] সকলে বজর পড়ল[৩]
নন্দঘোষের[৪] পো ॥
কে জানে হইবে[৫] এত পরমাদ[৬]
স্বপনে নাহিক জানি।
তবে কি তা সনে বাড়াতাম[৭] প্রেম[৭]
অথল[৮] কুলের ধনী ॥
শয়নে স্বপনে আন নাহি মনে
সদা[৯] দেখি কালা[৯] কানু।
বিরহ-বেয়াধি কত দিনে[১০] যাবে[১০]
অবশ[১১] জীবন[১১] তনু ॥
শুন গো[১২] সজনি হেন মনে গণি[১৩]
গরল ভখিয়া[১৪] মরি।
তবে ঘুচে তাপ[১৫] বিষম সন্তাপ
গুপতে[১৬] গুমরি[১৭] মরি ॥[১৮]
কহে চণ্ডীদাসে[১৯] কহি[২০]তুয়া পাশে[২০]
পীরিতি এমতি[২১] রাত।[২২]
কেন এত[২৩] তুমি করিছ বিনিনি[২৪]
ক্ষণেক ধৈরজ চিত ॥

নী, ৩৩০ ; বিপু, ২৮৯, ২৯২ ইত্যাদি

১ বড়ারি রাগ, ২৯২ ; রাগ বড়াড়ি, ২৩৯৪ ; বাদ ২৮৯

২ বাদ, ২৮৯, ২৯২, ২৩৯৪

৩-৩ সকল বজর, পড়িয়া পরল, নী, ২৯২ ; সকল বজর পড়িল কেবল, ২৮৯

৪ গোকুলে নন্দের, নী, ২৮৯, ২৯২

৫ পাইব, না, ২৮৯ ; পড়িব, ২৩৯৪

৬ পরিণামে, ২৮৯ ; অপবাদ, নী

৭-৭ বাড়াইমু[৭], ২৮৯ ; বাড়ামু মরমে, ২৯২ ; [৭]মরমে, ২৩৯৭ ; বাড়ামু মরমে, নী

৮ অথবা, নী

৯-৯ দেখিয়া কালিয়া, নী, ২৮৯, ২৩৯৪

১০-১০ না সাহিব, নী

১১-১১ কবে সে তেজিব, নী, ২৯২, ২৩৯৪

১২ শুনহ, নী, ২৯২ ; সুনহে, ২৩৯৪

১৩ করি, নী ; শুনি, ২৮৯, ২৩৯৪

১৪ ভখিয়া, নী, ২৯২ ১৫ পাপ, ২৮৯

১৬ গোপতে, নী ১৭ গোমরি, ঐ

১৮ এই দুই পঙ্‌ক্তি ২৩৯৪ পুথিতে নাই

১৯ চণ্ডীদাস, নী ২০-২০ হিত আশ্বাস, নী

২১ এমত, নী ; এমন ২৮৯

২২ এই পঙ্‌ক্তির পরিবর্ত্তে ২৩৯৪ পুথিতে "গুপতে গুমুরি মরি" আছে।

২৩ হেন, ২৮৯ ২৪ বিষাদ, নী, ২৮৯

২৫ এই দুই পঙ্‌ক্তি ২৩৯৪ পুথিতে নাই।

---

[৮৩২]

শ্রী[১]

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
এ দুটি আঁখির তারা।
পরাণ-অধিক হিয়ার পুতলি
নিমিখে নিমিখে হারা ॥

তোরা কুলবতী ভজ নিজপতি
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিলুঁ[2] শ্যামবঁধু[3] বিনু[3]
আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও ধরম[4] করম[4]
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া পীরিতি[5] আরতি[5]
আর কার জানি হয়॥
যে মোর করমে লিখন আছিল
বিহি ঘটায়ল মোরে।
তোরা কুলবতী দেখিলে কুমতি
কুল লৈয়া থাক ঘরে॥
গুরু দুরজন বলে[6] কুবচন
সে[7] মোর চন্দন চূয়া।
শ্যাম-অনুরাগে এ তনু বেচিনু
তিল তুলসী দিয়া॥
পড়শী দুর্জ্জন বলে কুবচন[7]
না যাব সে লোকপাড়া।
চণ্ডীদাসে[8] কয় কানুর পীরিতি
জাতি কুল শীল ছাড়া॥

নী, ২৯৯ ; তরু, ৮৯৮ ; বিপু, ৩২৪

[1] সুহই, তরু [2] দেখিলাম, নী
[3-3] বিনে, নী ; বন্ধু, তরু
[4-4] কুলের ধরম, তরু
[5-5] রসের পরাণ, তরু [6] বলু, ঐ
[7-7] বাদ, ঐ
[8] জ্ঞানদাস, তরু, ৩২৪, নী (পাঠা)

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি জ্ঞানদাসকেই আরোপ করা হইয়াছে (তরু, ভূমিকা, ১০২ পৃঃ)।

---

[৮৩৩]

ধানশী

শুন শুন সই কহি তোরে।
পীরিতি করিয়া কি হৈল মোরে॥
পীরিতি-পাবক কে জানে এত।
সদাই পুড়িছে সহিব কত॥
পীরিতি দুরন্ত কে জানে ভাল।
ভাবিতে পাঁজর হইল কাল॥
অবিরত বহে নয়ানে নীর।
নিলাজ পরাণে না বাঁধে থির॥
দোসর ধাতা পীরিতি হইল।
সেই বিধি মোরে এতেক কৈল॥
চণ্ডীদাস কহে সে ভাল বিধি।
এই অনুরাগ সকল সিধি॥

নী—৩০৮

---

[৮৩৪]

শ্রী

শুন গো মরম সই।
যখন আমার জনম হইল
নয়ন মুদিয়া রই॥
দিতে ক্ষীর সর জননী আমার
নয়ন মুদিয়া দেখি।
জননী আমার করে হাহাকার
কহিল সকলে ডাকি॥

শুনি সেই কথা জননী যশোদা
বঁধুরে লইয়া কোরে।
আমারে দেখিতে আইল ত্বরিতে
সুতিকা মন্দির ঘরে॥
দেখিয়া জননী কহিছেন বাণী
এই কি ছিল কপালে।
করিয়া সাধনা পেলাম অন্ধ কন্যা
বিধি এত দুখ দিলে॥
উঠ উঠ বলি করে ধরি তুলি
বসান যতন করে।
হেনই সময়ে মায়ে তেয়াগিয়ে
বঁধু পরশিল মোরে॥
পায়ে দিতে হাত মোর প্রাণনাথ
অন্তরে বাড়ল সুখ।
হাসিয়া কাঁদিয়া আঁখি প্রকাশিয়া
* * *॥
ঘুচিল অন্ধ বাড়িল আনন্দ
জননী যশোদার মনে।
আমার কল্যাণে আনন্দিত মনে
করিল বিবিধ দানে॥
সুজন যে জন জানে সেই জন
কুজন নাহিক জানে।
অনুরাগে মন সদাই মগন
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

নী—৩১৪

দ্রষ্টব্য :—এই পদে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ রাধা অপেক্ষা বয়সে বড়। মহাভাবস্বরূপিণী রাধা যে জন্ম হইতেই কৃষ্ণগতপ্রাণা তাহা দেখাইবার জন্য বোধ হয় এই পদ রচিত হইয়াছে।

---

[৮৩৫]

সুহই

না জানে পীরিতি যারা নাহি পায় তাপ।
পরবশ পীরিতি আঁধার ঘরে সাপ॥
সই, পীরিতি বড়ই বিষম।
না পাই মরমী জনা কহি যে মরম॥
গৃহে গুরুগঞ্জন কুবচন-জ্বালা।
কত বা সহিবে দুখ পরাধীন বালা॥
পীরিতি বেয়াধি যদি অন্তরে সামাইল।
ওষধ খাইতে তবে পরাণ জারি গেল॥
চণ্ডীদাস কহে প্রেম বড়ই বিষম।
জীয়ন্তে মরণ করে লউক শমন॥

নী—৩১৭

---

[৮৩৬]

ধানশী

না বল না বল সখি না বল এমনে।
পরাণ বাঁধিয়া আছি সে বঁধুর সনে॥
ত্যজিলে কুল-শীল এ লোকলাজ।
কি গুরু-গৌরব গৃহের কাজ॥
ত্যজিয়া সব লেহা পীরিতি কৈনু।
যে হইবে বিরতি ভাবে ত্যজিয়া মৈনু॥
যে চিতে দাঁড়ায়েছি সেই সে হয়।
ক্ষেপিল বাণ যে রাখিল নয়॥
ঠেকিল প্রেমফাঁদে সকলি নাশ।
ভালে সে চণ্ডীদাস না করে আশ॥

নী—৩২১

দ্রষ্টব্য :—পদ দুইটি অন্যত্র পাওয়া যায় নাই। পাঠ সন্তোষজনক নহে।

---

[৮৩৭]

বিহাগড়া

শুন ওগো সই আর তোমা বই
কহিব কাহার কাছে।
লোক-মুখে শুনি ইহা বলে লোক
কানু সনে রাধা আছে॥
গোকুল-নগরে গোপের মাঝারে
এতদিন আছি মোরা।
লোকমুখে শুনি কখন না চিনি
কানু কালা কিবা গোরা॥
ঘরের ঘরণী আছে কাল বাদিনী
পাপমতি ননদিনী।
শুনাইয়া মোকে আর কাকে ডাকে
আইস শ্যাম সোহাগিনি॥
কিবা সে শ্যাম কানু কার নাম
তাহা না বলিব কি।
শুনাইয়া মোকে আর কাকে ডাকে
আই মাইকে জানাই দেখি।
একা প্রাণপতি সেই মোর গতি
তা বিনু আন নাহি জানি।
চণ্ডীদাস বলে ভাঁড়াইলা ভালে
ধন্য রাধা ঠাকুরাণি॥

নী—৩৩৩

টীকা

পঙ্—৩-৪। তু°—

"সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহাঞির সঙ্গে আছে।"

কৃঃ কীঃ, ৩৪৪ পৃঃ

৯-১০। তু°—

"ঘরে গুরু দুরজন ননদিনী আগি।"

নী, ৩৫৩ সং পদ

---

[৮৩৮]

বিভাস

আমিত অবলা তাহে এত জ্বালা
বিষম হইল বড়।
নিবারিতে নারি গুমরিয়া মরি
তোমারে কহিল দড়॥
সহজে আপন বয়স যেমন
আর নহে হাম জানি।
স্বপন ভালিয়া সে রূপ কালিয়া
না রহে আপন প্রাণী॥
সই, মরণ ভাল।
সে বর নাগর মরমে পশিল
ভাবিতে হইল কাল॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
এইত রসের কূপ॥
এক কীট হয়ে আর দেহ পায়ে
ভাবিয়ে তাহার রূপ॥

নী—৩৪৯

---

[৮৩৯]

তুড়ি

শুন কমলিনি চল কুল রাখি
আর না করিও নাম।
সে যে কালিয়া মূরতি কালিয়া প্রকৃতি
কালা খল নাম শ্যাম॥
জনক জননী তেজিয়া আপনি
অন্যের হইয়া মজে।
রাম অবতারে জানকী সীতারে
বিনি অপরাধে ত্যজে॥
উহার চরিত আছয়ে বিদিত
বালী বধিবার কালে।
বলিকে ছলিয়া পাতালে লইল
কি দোষ উহার পেলে॥
উহার চরিত আছয়ে বিদিত
হৃদয় পাষাণময়।
উহার শরণে যেমত রাবণে
যেই সে শরণ লয়॥
চণ্ডীদাস ভণে মরুক সে জনে
যেবা পরচরচায় থাকে।
পীরিতি লাগিয়া মরে সে ঝুরিয়া
কুলেতে কি করে তাকে॥

নী—৩৫২

---

[৮৪০]

ধানশী

* * * * * *
* * * *

সেই হৈতে মোর মন নাহি লয় সম্বরণ
নিরন্তর ঝুরে দুটি আঁখি॥
একলা মন্দিরে থাকি কভু তারে নাহি দেখি
সে কভু না দেখে আমারে।
আমি কুলবতী রামা সে কেমনে জানে আমা
কোন্ ধনী কহি দিল তারে॥
না দেখিয়া ছিনু ভাল দেখিয়া অকাজ হল
না দেখিলে প্রাণ কেন কাঁদে।
চণ্ডীদাস কহে ধনি কানু সে পরেশমণি
ঠেকে গেলা মোহনিয়া ফাঁদে॥

নী—৩৫৬

দূতীর প্রতি আক্ষেপ

[৮৪১]

মল্লার[১]

দিবস রজনী দিন[২] গুণি গুণি
কি হৈল[৩] দারুণ[৪] ব্যথা।
খলের বচনে পাতিয়া[৫] শ্রবণে
খাইলু[৬] আপন মাথা॥
শুন[৭] শুন দূতি কি কহ মো প্রতি
বচন না লাগে ভাল[৭]।
সে[৮] চার পীরিতি ভাবিতে ভাবিতে
সোণার বরণ কাল[৯]॥
বিষের[১০] গাগরি ক্ষীরে[১১] মুখে ভরি[১১]
কেবা আনি দিল আগে।
করিলুঁ আহার না[১২] করি[১২] বিচার
এ[১৩] বধ কাহারে লাগে॥

নীর-লোভে মৃগী আনন্দে[১৪] ধাইতে[১৫]
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের সফরী[১৬] আহার করিতে
বড়শী লাগিল মুখে॥
নবঘন[১৭] হেরি পিয়াসে চাতকী[১৭]
চঞ্চু পসারল আশে।
বারিক[১৮] বারণ করল পবন
কুলিশ মিলল শেষে॥[১৯]
ক্ষীর নাড়ু করি বিষে মিশাইয়া
অবলা বালাকে দিল।
সুস্বাদ পাইয়া খাইতে খাইতে
নিকটে মরণ ভেল॥[২০]
রতন[২১] পাইয়া[২১] যতনে বাঁধিতে
পড়িল অগাধ জলে।
হেন অনুচিত করে পাপ বিধি[২২]
দীন[২৩] চণ্ডীদাসে বলে॥

দ্রষ্টব্য :—তরুতে এই একটিমাত্র পদ এই পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

নী, ৩২৩; তরু, ৮৪৮; বিপু, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮, ইত্যাদি

১ যথারাগ ২৯৮; বাদ, অন্য পুথি
২ গুণি, নী, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮; গুণ, তরু
৩ ভেল, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮
৪ অন্তরে, নী ৫ পাতিলুঁ, ২৯৮
৬ খাইনু, নী
৭-৭ কে বলে পীরিতি ভাল গো সখি, কে বলে পীরিতি ভাল, নী
৮ কি, তরু, ২৯১,২৯২, ২৯৩, ২৯৮
৯ বাদ, তরু, নী, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮
১০ সোনার, তরু ১১-১১ বিষ জল ভরি, তরু
১২-১২ করহ, সকল পুথি ১৩ সে, ঐ
১৪ পিয়াসে, তরু, ২৯১; তৃসাতে, ২৯৮
১৫ ধায়ই, ২৯১, ২৯২; ধাবই, ২৯৩
১৬ মরক, ২৯২
১৭-১৭ জলধর হেরি পিয়াসি চাতকি, ২৯১
১৮ বারিদ, ২৯২, ২৯৩
১৯ ইহার পরের ৪ পঙ্ক্তি তরুতে নাই।
২০ হল্য, ২৯১
২১-২১ লাখ হেম পেয়ে, নী, ২৯৮
২২ বিহি, ২৯২
২৩ দীন, ২৮৯; অন্যত্র দ্বিজ

টীকা

পঙ্ - ৯-১২। তু°—
"সোনার গাগরি যেন বিষ ভরি
দুধে পুরি তার মুখ।
বিচার করিয়া সে জন না খায়
পরিণামে পায় দুখ॥"
৮০৯ সং পদ

১৩-১৪। তু°—
"যেমন হরিণী বিন্ধল বেয়াধি
লইয়া ধেনুক শর।"
২৩২ সং পদ

১৫-১৬। তু°—
"আগে আহার দিয়া মারল বাঁধিয়া
এমন করয়ে পাপ।"
নী, ৩৪৪ সং পদ

১৭-২০। তু°—
"পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।"
নী, ২১১ সং পদ

২৫-২৬। তু°—
"মানিক হারানু হেলে।"
নী, ৩১১ সং পদ

বিধাতার প্রতি আক্ষেপ

[৮৪২]

বিহাগড়া[১]

ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে[২] দিলু[৩] চাই।
জনম[৪] হইতে দুখিনী করিলে দোসর দিলেক
নাই।[৪]
না[৫] দিলে রসিক মূঢ় পুরুষের সনে।[৫]
এমতি আছিল তোর[৬] এ পাপ-বিধানে॥
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তার নাহি দেখা।
এ পাপ-করমে মোর এমতি সে[৭] লেখা॥[৭]
ঘরদুয়ারে[৮] আগুন দিয়া যাব বঁধুর[৯] পাশে।[৯]
আরতি[১০] পূরিবে তবে কহে চণ্ডীদাসে॥[১০]

দ্রষ্টব্য :—এই পর্য্যায়ে তরুতে তিনটি মাত্র পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে। তাহাই প্রথমে সন্নিবিষ্ট হইল।

নী, ৩৭১ ; তরু, ৮৫০ ; বিপু, ২৯২।

[১] তেউট বিহাগ, তরু ; বাদ, ২৯২
[২] কপালে, নী (পাঃ)
[৩] দিলাম, তরু ; দিয়ে, নী
[৪-৪] জনম হৈতে একা কৈলে দোসর দিলে নাই, তরু, নী
[৫-৫] না দিল রসিক জন মুরুখের সনে, ২৯২ ; না দিল রসিক জন মোর পুরুষের সনে, নী (পাঃ)
[৬] ঘোর, নী, ২৯২
[৭-৭] লেখাজোখা, নী, তরু
[৮] দ্বারে, ২৯২
[৯-৯] দূরদেশে, তরু, ২৯২
[১০-১০] আরতি পীরিতি তবে কহে চণ্ডীদাসে, নী
°কহে কবি চণ্ডীদাসে, তরু ;
তবে মোর আরতি পুরিব কহে চণ্ডিদাশে, ২৯২
আরতি পূরিবে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, নী (পাঠা°)

দ্রষ্টব্য :—ভণিতার পাঠ-বিভিন্নতা লক্ষণীয়।

---

[৮৪৩]

বিহাগড়া[১]

বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই।
যদি সে পরাণবঁধু[২] তার লাগি পাই॥
গুরু দুরুজন[৩] যত বঁধুরে[৪] দোষ করে।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বুকে পড়ে॥
আপন দোষ না দেখিয়া পরের দোষ গায়।
কালসাপিনী যেন তার বুকে খায়॥
আমার বঁধুকে যে করিতে চাহে পর।
দিবস দুপুরে যেন পোড়ে[৫] তার ঘর॥
এতেক যুবতী আছে গোকুল-নগরে।
কেনা বঁধুকে[৬] দেখি[৭] বুক ফাটি[৮] মরে॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে[৯] ভণে।
তোমার বঁধু তোমার আছে গালি পাড়িছ কেনে॥

নী, ৩৮২ ; তরু, ৮৫১

[১] তথারাগ (বিহাগ) তরু [২] বন্ধুর, ঐ
[৩] দুরজন, নী
[৪] বন্ধুর, তরু ; এবং পরেও
[৫] পুড়ে, নী [৬] বন্ধুরে, তরু।
[৭] দেখে, নী [৮] ফেটে, ঐ
[৯] চণ্ডীদাস, ঐ

টীকা

পঙ্‌—১-২। কারণ—

"কোন্ বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।
সদা পরাধিনী ঘরে রহে একেশ্বরী।"

নী, ৩৭০ সং পদ

অতএব—

"ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে দিয়ে ছাই।

এবং—

ঘরত্নয়ারে আগুন দিয়া যাব বঁধুর পাশে।"

নী, ৩৭১ সং পদ

৪। সন্ধ্যামুনি—সর্পবিশেষ।

৫-৬। তু°—

"পরচরচায় যে থাকে সদায়
সাপে থাক্ তার বুকে।"

নী, ১৯৬ সং পদ

৯-১০। তু°—

"গোকুল-নগরে আমার বঁধুরে
সবাই আপনা বাসে।
হাম অভাগিনী আপনা বলিলে
দারুণ লোকেতে হাসে॥"

নী, ২৯৪ সং পদ

---

[৮৯৪]

: শ্রী[১]

আপনা আপনি ভাবিছি[২] রজনী
কতনা[৩] উঠিছে[৩] দুঃখ।
যদি পাখা পাই পাখী হয়ে যাই
না দেখাই এ[৪]পাপ মুখ॥
সই, কানু[৫] দিল মোরে[৬] শোকে।[৭]
পীরিতি করিয়া আশা[৮] না পূরিল[৯]
কলঙ্ক ঘোষিল লোকে।[১০]
একে[১১] অভাগিনী হাম[১২] একাকিনী[১২]
নহিল[১৩] দোসর জনা।
অভাগিয়া লোকে যত[১৪] বলে মোকে
তাহাত[১৫] না যায় শোনা॥
বিধি[১৬] যদি শুনিত মরণ হইত[১৭]
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডীদাসে[১৮] কয় এমতি[১৯] হইলে[১৯]
পীরিতির[২০] কিবা সুখ॥[২০]

নী, ৩১৫; তরু, ৮৫২; বিপু, ২৮৭ ২৯১, ২৯২, ইত্যাদি

[১] যথারাগ, ২৯৮; শ্রীরাগ, তরু
[২] দিবস, নী, তরু; অন্যত্র ভাবিছি
[৩-৩] ভাবিয়ে কতেক, নী, তরু; °উঠয়ে ২৯৮
[৪] বাদ, তরু [৫] বিধি, তরু, নী
[৬] মোকে, ২৮৭, ২৯১ [৭] শোক, ২৯১, ২৮৭
[৮] আরতি, সকল পুথি
[৯] পূরল, তরু, নী, ২৮৭, ২৯১
[১০] লোকে, তরু, নী, ২৯২ [১১] হাম, তরু, নী
[১২-১২] তাতে°, নী; তাহে°, তরু; কিছু নাহি জানি, ২৯
[১৩] নাহিক, ২৯৮ [১৪] জেবা, ২৮৭, ২৯১, ২
[১৫] বাদ, ২৮৭; ও, নী; যে, তরু
[১৬-১৬] যদি বিধি°, নী; বিধি°, ২৮৭; °সুনিথ, ২৯২
[১৭] হইথ, ২৯২
[১৮] চণ্ডীদাস, নী, ২৯২; চণ্ডিদাসেতে, ২৯১
[১৯-১৯] জদি এমতি হয়, ২৮৭; জদিবা°, ২৯১; জদি য়েমন হয়, ২৯২; জদি হেন হয়, ২৯৮
[২০-২০] পিরিতি কিসের°, ২৮৭, ২৯৮; তবে পিরিতি কিসের°, ২৯১, ২৯২

---

[৮৯৫]

: শ্রী[১]

পর[২] পুরুষে[২] যৌবন সঁপিলে
আশা[৩] না পুরয়ে তায়।
আপন যে[৪] পতি[৪] বিছুরিলে কতি
দ্বিগুণ দুখ[৫] সে পায়॥

সই, বিধি সে[৬] কৈল এমন রীতি।[৬]
কুলবতী হ'য়া[৭] পতি তেয়াগিয়া
পরপতি সনে[৮] প্রীতি ॥[৯] ধ্রু ॥[১০]
পহিলে নহিল[১১] এবে সে[১২] জানিল
দুকুল ভাসিল জলে।
পীরিতি করাতি[১৩] শিরে চড়াইয়া
কুল[১৪] দুই ফার[১৫] কৈলে।[১৬]
দুদিকে ভাসিতে[১৭] উড়ু ডুবু দিতে[১৮]
কিনারা নহিল[১৯] দেখি।
মহাজন[২০] ঘরে চোরে চুরি করে
পড়শী দেয় যে[২১] সাখী ॥
তলাস করিয়া বেড়ায় ফিরিয়া
ধনের না পায় লেশ।
মনেতে বুঝিয়া মরয়ে[২২] ঝুরিয়া[২২]
কপালে[২৩] সে দেয়[২৩] দোষ ॥
এমন ডাকাতি বঁধুর পীরিতি
হরি[২৪] নিল[২৪] মোর[২৫] মন।
আপনা কি[২৬] পর বিচরলু[২৭] সব
ত্যজিলু[২৮] গৃহের[২৯] জন ॥[২৯]
বাশুলি-কৃপায় চণ্ডীদাসে[৩০] গায়[৩০]
দোসর বোধিনী[৩১] জনা।
সকলি পাইবে কুলে[৩২] সে[৩২] রাহিবে
আনি[৩৩] দিলে[৩৩] নন্দনন্দনা ॥

নী, ২৯৩; বিপূ, ২৮৭, ২৯১, ২৯২, ২৯৮

১ বাদ, ২৯১, ২৯২; যথারাগ, ২৯৮

২-২ পরেক রূপে, ২৯১

৩ আস, ২৯১, ২৯২, ২৯৮

৪-৪ রতন, নী; রতি, ২৯১, ২৯৮

৫ সুখ, নী

৬-৬ শে করিল এমতি রিতি, ২৯১; কৈল যেই রিত, ২৯২; °করিল°, ২৯৮, নী

৭ হইয়া, নী; হঞা, ২৯১, ২৯৮

৮ শঙে, ২৯১; সঙ্গে, ২৯২

৯ প্রীত, ২৯২

১০ বাদ, নী, ২৯১

১১ সহিল, নী, ২৯৮

১২ বাদ, ২৯১

১৩ করাতিয়া, নী, ২৯১, ২৯৮

১৪ পুন, ২৯১

১৫ ফাক, ২৯১, ২৯২

১৬ করে, ২৯২

১৭ ভাসিল, নী

১৮ চিত্তে, ২৯১, ২৯৮; করিতে, ২৯২

১৯ নাহিক, ২৯১; হইল, ২৯২

২০ মহাজনের, নী, ২৯১, ২৯৮

২১ আসিয়া, নী; দেখশিআ, ২৯১; আসি, ২৯৮

২২-২২ তাহারে বেড়িয়া, ২৯২; মরমে ঝুরিয়ে, নী; °সুঝিঞা, ২৯৮

২৩-২৩ তাহারি কপালে, নী; তাহারি কপালের, ২৯১; তারি কপালে, ২৯৮

২৪-২৪ হরিল, ২৯১; হরিল জে, ২৯৮

২৫ আমার, ২৯৮

২৬ বাদ, নী, ২৯৮

২৭ বিছুরল, নী; বিছরিমু, ২৯১; বিছরলু, ২৯৮

২৮ ত্যজিল, নী; তেজি, ২৯২

২৯-২৯ গৃহ গুরুজন, নী, ২৯১; গৃহে গুরুজন, ২৯২

৩০-৩০ চণ্ডীদাস হিয়ায়, নী, ২৯১, ২৯৮

৩১ ধোবিক, নী, ২৯৮

৩২-৩২ কুশলে, ২৯১

৩৩-৩৩ আলিঙ্গনে, নী, ২৯২; আলিঙ্গিলে, ২৯৮

---

[৮৪৬]

সিন্ধুড়া[১]

গোকুল-নগরে আমার বঁধুরে
সবাই আপনা[২] বাসে।
হাম অভাগিনী আপন বলিলে[৩]
দারুণ লোকেতে হাসে ॥

সই, কি জানি কি হৈল মোরে।
আপনা বলিয়া দুকুল চাহিয়া
না দেখি দোসর পরে ॥[৪] ধ্রু ॥
কুলের কামিনী হাম একাকিনী[৫]
নহিল দোসর জনা।
রসিয়া[৬] নাগরী[৬] গুরুজনা বৈরি
এ বড় মুরখপণা ॥[৭]
বিধির বিধান এমন করল[৮]
বুঝিলু[৯] করম-দোষে।
আগু[১০] পাছু বুঝি[১০] না কৈল সমঝি[১১]
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

নী, ২৯৪ ; বিপু, ২৯৮ ইত্যাদি

[১] যথারাগ, ২৯৮ [২] আপনার, ঐ
[৩] বলিতে, ঐ [৪] বাদ, নী
[৫] অভাগিনি, ২৯৮ [৬-৬] রসিক নাগর, নী
[৭] মুরখ জনা, নী (পাঠা°) ; মুর অপজস, ২৯৮
[৮] করণ, নী [৯] বুঝিলু, ঐ
[১০-১০] আগেতে বুঝিয়া, ঐ ; আগে পাছে, ঐ (পাঠা°)
[১১] সুঝিয়া, নী

---

[৮৪৭]

গান্ধার[১]

পীরিতি লাগিয়া আমি সব[২] তেয়াগিনু।[৩]
তবুত[৪] শ্যামের[৫] সনে[৬] গোঙাতে নারিনু ॥
বিধিরে কি দিব দোষ আপন করম।
কি ক্ষণে করিনু প্রেম না জানি মরম ॥[৬]
ঘরে ঘরে[৭] চাতরে কুলটা হল[৮] খ্যাতি।
কানু সনে প্রেম করি না পোহাল রাতি ॥
চল চল আলো সই ওঝার[৯] বাড়ী যাই।[৯]
কালকূট বিষ আনি হাতে তুলি খাই ॥[১০]
পীরিতি[১১] মিরিতি[১১] লাগি যেবা করে আশ।
পীরিতি লাগিয়া মরে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

নী, ২৯৫ ; বিপু, ২৯৮

[১] যথারাগ, ২৯৮ [২] কুল, ২৯৮
[৩] তেয়াগীলাম, ঐ [৪] তভুত, ঐ
[৫] শ্যামবন্ধু, ঐ
[-৬] ২৯৮ পুথিতে এই অংশ বড়ই অস্পষ্ট
[৭] পরে, ২৯৮ [৮] হইল, ঐ
[-৯] মোরা আপন বাড়ি জাঙো ঐ
[১০] খাঙো, ঐ
[১১] পীরিতে মরিতে, নী

কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ

দ্রষ্টব্য :—তরুতে এই পর্যায়ে চণ্ডীদাস-ভণিতার এই একটি মাত্র পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে।

---

[৮৪৮]

পানশী[১]

কুলের বৈরি হইল মুরলী
সকলি[২] করিল[২] নাশে।
মদন-কিরাতি[৩] মধুর মুরতি[৪]
ধরিতে আইল শেষে ॥[৫]
সই, জীবন[৬] যে নেয় বাঁশী।[৬]
পীরিতির[৭] আঠা ননদিনী[৮] কাঁটা[৯]
পড়সী[১০] হইল ফাঁসী[১০] ॥ ধ্রু ॥

বৃন্দাবন-মাঝে বেড়ায় যে[১১] সাজে[১১]
ধরিতে[১২] যুবতী-জনা।
যমুনার কূলে[১৩] কদম্বের[১৪] তলে[১৫]
আসিয়া[১৬] করিল থানা॥
এক[১৭] পাশ তৈয়া হাতে[১৮] শান্ দিয়া[১৮]
দেখে যে বসিল পাখী।
ধীরি ধীরি যায় ভঙ্গি[১৯] করি[১৯] চায়
আনলা[২০] চালায় দেখি॥
গাছের ডালে বসিয়াছে[২১] ভালে
তাকায়ে[২২] সে[২২] এক দিঠে।
জড়ান[২৩] যে[২৪] আঠা নাহি[২৫] যায়[২৫] কাটা
লাগিল পাখীর পিঠে॥
পড়িয়া[২৬] ভূমিতে[২৭] ধড়ফড়াইতে[২৮]
কিরাতে[২৯] ধরিল পাখে।
পাখে পাখ[৩০] দিয়া বান্ধিল টানিয়া
ঝুলিতে ভরিয়া রাখে॥
চণ্ডীদাসে কয় মহাজন হয়
কিনিয়া লয় যে পাখী।
পাখা[৩১] খুলি দেয়[৩১] আটা[৩২] যে ধোয়ায়[৩২]
তবেঁ সে এড়ান দেখি॥

নী—২৬৩; তরু, ৮৫৭; বিপু, ২৯১, ২৯২ ইত্যাদি

[১] বাদ, ২৯১, ২৯২
[২-২] করিল সকল, নী, ২৯১ [৩] কৌরিতি, ২৯২
[৪] যুবতী, নী, তরু; পাখি, ২৯১
[৫] দেশে, তরু, নী, ২৯১
[৬-৬] জীব না এমন বাসি, তরু; জিব না এমন বাঁশি, ২৯১; জীবন যেমন বাসী, ২৯২; জীবন মন নেয় বাঁশী, নী
[৭] পীরিতি, তরু, নী, ২৯১
[৮] ননদী, তরু, নী
[৯] খোটা, তরু (পাঠা°)
[১০-১০] আনলা হইল বাঁশী, নী; আনল°, ২৯১, ২৯২
[১১-১১] সাজে, তরু; সেজে, নী
[১২] বধিতে, ২৯১ [১৩] জলে, ২৯২
[১৪] গাছের, নী, তরু, ২৯১ [১৫] ডালে, ২৯১
[১৬] বসিয়া, নী; করিল (আসিয়া), ২৯১
[১৭] এই চারি পঙ্ক্তি তরুতে নাই
[১৮-১৮] থাকি লুকাইয়া, নী; হাথে দেই খেয়া, ২৯১
[১৯-১৯] তার পানে, নী; তাহা পানে, ২৯১
[২০] নল জে, ২৯২
[২১] বসিয়া, তরু, নী; বআছে, ২৯১
[২২-২২] তাক করে, তরু, নী, ২৯১
[২৩] চড়াইল, ২৯১ [২৪] বাদ, তরু, নী, ২৯১
[২৫-২৫] না যায়, তরু, ২৯১; লাগায়, নী
[২৬] পড়িল, ২৯২ [২৭] ভূমেতে, নী
[২৮] ধড়ফড়ইতে, তরু; ধড়ফড় করিতে, ২৯১
[২৯] কিরাত, ২৯২
[৩০] পাখা, তরু, ২৯১; পাখে, নী
[৩১-৩১] ছাড়িয়া দেয়, তরু; ছাড়ায়া দেয়ায়, ২৯২; ছাড়িআ ধোঅ, ২৯১
[৩২-৩২] পাখা যে°, তরু; °সে°, ২৯২; পাখের আঠা জাঅ, ২৯১

গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ

দ্রষ্টব্য:—এই পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট পদগুলি সকলই তরুতে সঙ্কলিত রহিয়াছে।

---

[৮৪৯]

সিন্ধুড়া[১]

তাহারে বুঝাও[২] সই পেলে তার লাগি।
ননদী-বচনে যেন বুকে উঠে[৩] আগি॥

কাহারে না কাহি কথা রহি[৪] দুখে ভাসি।[৪]
ননদী-দ্বিগুণ বাদী[৫] এ পোড়া[৬] পড়শী ॥
কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা।
কার[৭] সনে[৭] কব[৮] আমি[৯] কানুর[১০] সে[১০] কথা ॥
যত দূরে যাবে[১১] বন্ধু[১১] তত দূরে যাব।
পরাণ[১২]-দেসার লাগি[১২] কোথা[১৩] গেলে পাব ॥
তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া ॥

নী—২৯৭; তরু, ৮৬০; বিপু, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০, ইত্যাদি

[১] যথারাগ, ২৯৮; বাদ, ২৯২, ৩৩০০
[২] বুঝাই, নী, তরু, ২৯২, ২৯৮
[৩] লাগে, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০
[৪-৪] থাকি দুখ বাসি, ঐ [৫] জালা, ২৯২
[৬] পাপ, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০; পাড়া, তরু
[৭-৭] কা সনে, ২৯২
[৮] কহিব, নী, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০
[৯] কালা, নী, ৩৩০০; আর, তরু; সে, ২৯৮
[১০-১০] কানুর, তরু; কালা কানুর, ২৯২; কালা-রসের, ২৯৮
[১১-১১] যার মন, নী, তরু; °তুমি, ২৯৮, ৩৩০০
[১২-১২] পীরিতি পরাণ-ভাগী, নী, তরু, ৩৩০০; পরাণ পীরিতি লাগি, ২৯৮; গৃহীত পাঠ তরুর পাঠান্তর হইতে
[১৩] যথা, তরু; জোথা, ২৯২

---

[৮৫০]

শ্রী[১]

পরের অধীনী[২] ঘুচিবে কখনি[৩]
এমতি[৪] করিবে[৪] ধাতা।
গোকুল-নগরে প্রতি[৫] ঘরে ঘরে
না শুনি পীরিতি-কথা ॥
সই, যে বল[৬] সে বল[৭] মোরে।
শপথি[৮] করিয়া বলি[৯] দাঁড়াইয়া
না রব[১০] এ[১০] পাপ ঘরে ॥
গুরুর গঞ্জন মেঘের গর্জ্জন[১১]
কত[১২] না সহিবে[১২] প্রাণে।
ঘর তেয়াগিয়া[১৩] যাইব চলিয়া[১৪]
রহিব গহন বনে ॥
বনে[১৫] যে[১৫] থাকিব শুনিতে না পাব
এ পাপ-জনার কথা।
গঞ্জনা ঘুচিবে হিয়া[১৬] জুড়াইবে[১৬]
ঘুচিবে[১৭] অন্তর[১৭]-ব্যথা।
চণ্ডীদাসে[১৮] কয় স্বতন্তরী[১৯] হয়
তবে সে এমন[২০] বটে।
যে সব কহিলে করিতে[২১] পারিলে[২১]
তবে সে এ[২২] তাপ[২২] ছুটে ॥

নী—৩১৬; তরু, ৮৬১; বিপু, ২৯২, ২৯৮

[১] শ্রীরাগ, তরু; বাদ, ২৯২, ২৯৮
[২] রমণী, তরু; অধিন, ২৯২; অধীন, ২৯৮
[৩] কখন, ২৯২; তখন, ২৯৮
[৪-৪] এমন করিল, ২৯২ [৫] সব, ২৯৮
[৬] বলে, ২৯২ [৭] বলু, ঐ
[৮] শপতি, তরু, ২৯২; সবতি, ২৯৮
[৯-৯] বলি দাঁড়াইয়া, তরু; বলেছি দড়ায়া, ২৯২; বলিছি ডাকিঞা, ২৯৮
[১০-১০] না রহিব, ২৯৮ [১১] তর্জ্জন, ২৯২, ২৯৮
[১২-১২] °বা সহিব, নী; আর শুনিব, ২৯৮
[১৩] যে তেজিয়া, নী
[১৪] ছাড়িয়্যা, ২৯২; ছাড়িঞা, ২৯৮
[১৫-১৫] বনেতে, ২৯২
[১৬-১৬] পরাণ জুড়াবে, ২৯২, ২৯৮
[১৭-১৭] অন্তরের যাইবে, নী; ঘুচিবে মনের, তরু; অন্তরের জাবে, ২৯৮

[১৮] চণ্ডীদাস, নী, তরু, ২৯২

[১৯] স্বতন্ত্র, ২৯২, ২৯৮ [২০] এমতি, ২৯৮

[২১-২১] সে সব হইলে, ২৯২, ২৯৮

[২২-২২] তাপ যে, নী, ২৯২ ; সে তাপ, ২৯৮

---

[৮৫১]

শ্রী[১]

ছার দেশে বাস[২] হইল[৩] নাহি[৪] দোসর জনা।
মরমের মরমী বিনে[৫] না[৬] জানে বেদনা ॥
চিত উচাটন করে[৭] মন রুনু ঝুনু।[৭]
ননদী[৮]-বচনে পাঁজরে বিঁধে[৯] ঘুণ ॥[১০]
জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি।
বঁধু মোরে[১১] বিমুখ[১২] ননদী[১৩]হৈল[১৪] বৈরী ॥
গুরুজন[১৫]-কুবচনে[১৬] শেলের যে ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি করি[১৭] উপায় ॥
বাশুলী[১৮] আদেশে দ্বিজ[১৮] চণ্ডীদাস-গীত।
আপনা[১৯] আপনি চিত[১৯] করহ সম্বিত ॥

নী—৩৮৩ ; তরু, ৮৬২ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০, ৪৪১৫, ৪৫৬০

[১] যথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯২, ৩৩০০

[২] বসতি, নী, তরু, ২৯২ ; বসত, ৩৩০০

[৩] বাদ, নী [৪] নাহিক, তরু

[৫] নৈলে, নী, তরু [৬] কে, ২৯২

[৭-৭] সদা কত উঠে মনে, তরু

[৮] ননদিনীর, তরু ; ননদীর, নী ; ননদিনি, ২৯৮

[৯] বিন্ধিলেক, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০

[১০] মনু, নী [১১] হৈল, তরু

[১২] বিমুখ হইল, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০

[১৩] ননদিনী, নী, ২৯৮ [১৪] বাদ, নী

[১৫] গুরুতর, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০

[১৬] কুবচন, নী, তরু, ২৯৮, ৩৩০০

[১৭] হবে, নী

[১৮-১৮] "কহায় বলে, নী, ২৯২, ২৯৮, ৪৫৬০, ৩৩০০ ; "কবি, তরু (পাঠা") ; "সহায়", ৪৪১৫

[১৯-১৯] আপনার চিত ধনি, নী

দ্রষ্টব্য :—পদটিতে নূতনত্ব কিছুই নাই, এই পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট অন্যান্য পদের ভাব-সাদৃশ্য ইহাতে রহিয়াছে। বিশেষতঃ পদের ভণিতা বড়ই সন্দেহজনক। তরুতে "দ্বিজ", এবং পাঠান্তরে "কবি", নী-তে বাশুলী ও চণ্ডীদাস, এবং পাঠান্তরে কবি চণ্ডীদাস, অন্যান্য পুথিতেও পাঠ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

---

[৮৫২]

পটমঞ্জরী[১]

নিশ্বাস ছাড়িতে না[২] দেয় ঘরের[২] গৃহিণী।
বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী ॥[৩]
শুন[৪] শুন[৪] প্রাণ[৫] প্রিয় সই।
তুমি সে আমার[৬] আমি[৭] সে তোমার[৭],
তেই সে[৮] তোমারে[৮] কই। ধ্রু ॥[৯]
বিনিচলে ছার[১০] দেশে[১০] সদাই[১১] ধরে চুরি।
হেন মনে[১২] করে[১৩] জলে প্রবেশিয়া মরি ॥
সাধেতে[১৪] বেড়াই[১৪] যদি সখীগণ-সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে[১৫] তনু শ্যাম-পরসঙ্গে ॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥
পোড়া[১৬] লোকে[১৬] না[১৭] জানে পীরিতি বলে[১৮] কারে।
তুমি যদি বল সমাধান[১৯] দেই[১৯] ঘরে ॥
চণ্ডীদাসে বলে[২০] শুন আমার যুকতি।
অধিক[২১] যাতনা[২২] যার দ্বিগুণ[২২] পীরিতি ॥

নী—২৯৬ ; তরু, ৮৬৩ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৮, ইত্যাদি

১ যথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯১, ২৯২

২-২ নারি ঘর, ২৯২

৩ ইহার পরে তিন পঙ্‌ক্তি তরুতে নাই

৪-৪ শুন, ২৯১ ; শুনলো ২, ২৯২

৫ প্রাণের, ২৯১   ৬ আমার হও, নী

৭-৭ বাদ, ২৯১, ২৯২, নী

৮-৮ তোমার আগে, ২৯১, ২৯২ ; তোমায়, নী

৯ বাদ, ২৯১, নী

১০-১০ ছলে সে, তরু ; সদা সই, ২৯২

১১ মোরে, ২৯২   ১২ মন, তরু, ২৯১

১৩ করি, ২৯১, ২৯২ ; হয়, ২৯৮

১৪-১৪ সতী সাধে দাঁড়াই, নী, তরু, ২৯১ (°পাতাই), ২৯৮

১৫ পুরল, ২৯১, ২৯৮

১৬-১৬ পাড়ার লোক, তরু ; ছার লোকে, ২৯২, ২৯৮ (°লোক)

১৭ নাহি, ২৯১

১৮ বলি, তরু, ২৯১, ২৯২ ; বলীয়া, ২৯৮

১৯-১৯ °দিয়ে, তরু, ২৯৮ (°দিএ) ; সই সমাধিয়া, নী, ২৯১, ২৯২

২০ কহে, ২৯২   ২১ দ্বিগুণ, ২৯১

২২-২২ জ্বালা তার যার অধিক, তরু ; °অধিক, ২৯২

টীকা

পঙ্—১-২। তু°—

"যেন বেড়াজালে, সফরী সলিলে,
তেমতি আমার ঘর।"

প্রঃ খঃ, ১০৯ সং পদ

৬-৭। তু°—

"যদি বা কখন, কান্দি কোন ছলে, শাশুড়ী ননদী তারা।
বলে শ্যাম লাগি, কান্দে কলঙ্কিনী, এমতি তাহার ধারা॥
হেন মনে করে, শুনি কুবচন, গরল ভখিয়া মরি।"

প্রথম খণ্ড, ৩৯৬ সং পদ

৮-১১। তু°—

"গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হই যে বিকল॥"

নী—২৫২ সং পদ

দ্রষ্টব্য :—নচ'র পাঠান্তরে এই পদটি দুইখানি পুথিতে যদুনাথ দাসের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে।

---

[৮৫৩]

: সিন্ধুড়া

সই, এত কি[১] সহে পরাণে।
কি বোল বলিয়া গেল ননদিনী
শুনিলে[২] আপন কানে॥ ধ্রু॥
পরের কথায় এত কথা কহে[৩]
ইহাতে কহিব কি।
কানু-পরিবাদে ভুবন[৪] ভরিল[৫]
বৃথাই[৬] জীবনে[৭] জি॥
কানুরে পাইত এ[৮] সব[৮] কহিত
তবে[৯] বা সে বোল ভাল।[৯]
মিছা[১০] পরিবাদে বাদিনী হইয়া[১০]
জর জর প্রাণ হৈল॥
কে আছে বুঝায়ে[১১] শ্যামেরে কহিয়ে[১২]
এ দুখে করিবে পার।
চণ্ডীদাসে[১৩] কহে[১৩] ধৈর্য্য ধরি[১৪] রহ
কে[১৫] কিবা করিবে[১৫] কার।

নী—২৯২ ; তরু, ৮৬৭

১ এ, নী   ২ শুনিলা, তরু

৩ কয়, ঐ (পাঠা°)   ৪ জগত, ঐ

৫ ভুলিল, ভাসিল, ঐ

৬ বৃথায়, নী ; কেমনে, তরু (পাঠা°)

৭ পরাণে, তরু

৮-৮ তবে যে, ঐ (পাঠা°)

৯-৯ °ষোলে°, নী ; তবে ভালবাসে বোল, সে বোল আমার ভাল, তরু (পাঠা°)

১০-১০ মিছা বাদে পরিবাদিনী হইয়া, তরু (পাঠা°)

১১ বুঝাঞা, বুঝাইয়া, বুঝিয়া, ঐ

১২ কহিয়া, তরু

১৩-১৩ চণ্ডীদাস কহে, নী

১৪ করি, তরু

১৫-১৫ কে কোথা কি করে, তরু

টীকা

পঙ্‌—২-৩। সখীর সাক্ষাতে ননদিনী আসিয়া রাধাকে তিরস্কার করিয়া গেল, এইভাবে পদটি রচিত হইয়াছে। অতএব এই পদটি যে ঐরূপ কোন আখ্যায়িকার সন্ধান দিতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই জাতীয় কোন পালা হইতে ইহা উদ্ধৃত হইয়া থাকিবে।

দ্রষ্টব্য :—এই পদের পাদটীকায় তরুতে লিখিত আছে যে, পাঁচখানা পুথিতে এই পদের পরে "তাহারে বুঝাই সই" ইত্যাদি পদের প্রথম চারি পঙ্‌ক্তি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

---

[৮৫৪]

ধানশী

তাদরে দেখিলুঁ[1] নটচাঁদে।[2]
সেই হৈতে উঠে মোর কানু-পরিবাদে ॥
এতেক যুবতীগণ[3] আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে ॥
স্বামী ছায়াতে মারে বাড়ি।[4]
তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাশুড়ী।[5]
ননদী[6] দেখয়ে চৌখের[7] বালি।
শ্যাম-নাগর তোলাই[8] সদাই[9] পাড়ে গালি ॥
এ দুখে পাঁজর[10] হৈল কাল।
ভাবিয়া দেখিলুঁ[11] এবে মরণ সে ভাল ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে[12] পুনঃ কয়।
পরের বচনে কি আপন পর হয়।

•২৫০ ; তরু, ৮৬৮

দেখিনু, নী	২ নঠ°, তরু
যুবতী, তরু	৪ বারি, নী
শাশুড়ী, ঐ	৬ ননদিনী, ঐ
চোখের, ঐ	৮ তোমায় ঐ
বাদ, ঐ	১০ পাঁজল, ঐ
দেখিনু, ঐ	১২ চণ্ডীদাস, ঐ

টীকা

দ্রষ্টব্য :—পদটি তরুতে গুরুজনের প্রতি আক্ষেপোক্তি-রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু নী-তে ইহা নায়ক-সম্বোধনের পদরূপে ধৃত হইয়াছে।

পঙ্‌—১। তু°—"ভাদর মাসের তিথি চতুর্থীর রাতী" (কৃঃ কীঃ, ৩২১ পৃঃ)। ভাদ্রমাসের চতুর্থীর চন্দ্র (যাহাকে নষ্টচন্দ্র বলে) দেখিলে অকারণ কলঙ্কাপবাদ ঘটিয়া থাকে (স্যমন্তকমণির উপাখ্যান দ্রষ্টব্য)। রাধা বলিতেছেন যে, নষ্টচন্দ্র দেখাতে অকারণ তাঁহার কানু-কলঙ্ক রটিয়াছে। তু°—"তে কারণে বাঁশী চুরি দোষসি জগন্নাথে", ঐ।

৩-৫। তু°—

"গোকুল-নগরে, কেবা কিনা করে, তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী, সে সব যুবতী, হাম কলঙ্কিনী রাধা।"

নী, ৩৬৫ সং পদ

৫। তু°—

নিজ পতির বচন যেমন শেলের ঘা।
তার আগে দাঁড়াইতে ভয়ে কাঁপে গা ॥

তরু, ৮১১ সং পদ

৬। তু°—"দারুণ শাশুড়ী মোর জলন্ত আগুনি।"

ঐ, ৮১২ সং পদ

৭। তু°—

"এখন বাসয়ে, যেন কালকুটি, নয়নে আছয়ে মিশি।"

২৩৬ সং পদ

৮। তু—°

"শুনাইয়া মোকে, আর কাকে ডাকে,
আইস শ্যাম-সোহাগিনী।"

নী, ৩৩৩ সং পদ

১১-১২। এই দুই পঙ্‌ক্তির পাঠান্তরে তরুতে আছে—

কাহারে কহিব সই মরমের কথা।
বলরামদাস বলে কি কৈল বিধাতা॥

বলরামদাস-রচিত আক্ষেপানুরাগের অনেকগুলি পদ তরুতে উদ্ধৃত আছে। এই জাতীয় পদ তাঁহাদ্বারাও রচিত হইতে পারে। অসমাক্ষর ছন্দেও তিনি পদ রচনা করিয়াছেন (তরু, ৮২২ সং পদ দ্রষ্টব্য)। পদে দ্বিজ ভণিতা রহিয়াছে, বড়ু হইতে ইহার পার্থক্য প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কোন কোন পদের সহিত ইহার কিঞ্চিৎ ভাব-সাদৃশ্য থাকিলেও, ঐরূপ সাদৃশ্য যে অন্যান্য কবি-রচিত পদের সহিতও রহিয়াছে, তাহা উপরে টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুকরণ করা পরবর্ত্তী যে কোন কবির পক্ষে অতি সহজ কাজ, এ জন্য দ্বিজ স্থানে বড়ুকে টানিয়া আনিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। অতএব এই পদের রচয়িতা-সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে।

প্রেমের প্রতি আক্ষেপ

দ্রষ্টব্য:—পদকল্পতরুতে আক্ষেপানুরাগ-বিবৃতিতে আট প্রকারের আক্ষেপের উল্লেখ আছে, যথা—কৃষ্ণের প্রতি, মুরলীর প্রতি, নিজের প্রতি, সখীর প্রতি, দূতীর প্রতি, বিধাতার প্রতি, কন্দর্পের প্রতি এবং গুরুজনের প্রতি। ইহাতে প্রেমের প্রতি আক্ষেপের উল্লেখ নাই, অথচ উক্ত গ্রন্থে "গুরুগণের প্রতি আক্ষেপ" পর্য্যায়ের পরে "প্রেমের প্রতি আক্ষেপ" নির্দ্দেশে অনেকগুলি পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণির শেষভাগে চতুঃষষ্টিরসবিবৃতিতে প্রেমবৈচিত্ত্যের প্রকারভেদে প্রেমের প্রতি আক্ষেপের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ প্রেমবৈচিত্ত্য এবং আক্ষেপানুরাগকে যে একই পর্য্যায়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহারও সন্ধান মিলিতেছে।

পদকল্পতরুতে প্রেমের প্রতি আক্ষেপ পর্য্যায়ে ৮৭০ হইতে ৮৯৮ সংখ্যক যে ২৯টি পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তিনটি মাত্র পদ জ্ঞানদাসের, অবশিষ্ট ২৬টি পদই চণ্ডীদাস-ভণিতায় পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী অংশেও চণ্ডীদাস-ভণিতার পদ রহিয়াছে। এই সকল পদ এই অধ্যায়ের প্রথমভাগেই স্থাপিত হইল।

---

[৮৫৭]

পটমঞ্জরী[১]

সই[২] কি বুকে[৩] দারুণ ব্যথা।[৪]
সে দেশে যাইব যথা[৫] না শুনিব[৬]
পাপ-পীরিতের[৬] কথা॥ ধ্রু॥[৭]

সই,[৮] কে বলে পীরিতি ভাল।[৮]
হাসিতে[৯] হাসিতে[৯] পীরিতি করিনু[১০]
কাঁদিতে জনম গেল॥

কুলবতী হৈয়ে[১১] কুলে[১২] দাঁড়াইয়ে[১৩]
যে ধনী[১৪] পীরিতি করে।
তুষের[১৫] অনল[১৬] যেন সাজাইয়া[১৭]
এমতি[১৮] পুড়িয়া মরে॥

হায়[১৯] অভাগিনী[১৯] এ[২০] দুখে দুখিনী[২০]
প্রেমে ছল ছল আঁখি।
চণ্ডীদাস[২১] বলে[২২] এমতি[২৩] হইলে[২৩]
পরাণ[২৪] সংশয় দেখি ॥

নী—৩০৯ ; তরু, ৮৭০ ; বিপু, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৭, ২৯৮, ২৩৯৪ ইত্যাদি

১ যথা রাগ, ২৯৮ ; বাদ ২৯২, ২৮৯, ২৯১, ২৯৭ ; ধানশী, ২৯২ ; রাগ ধানসি ২৩৯৪

২ বাদ, তরু, নী, ২৯৮, ২৯২ , ২৩৯৪

৩ বুকে হইল, ২৩৯৪

৪ যেথা, তরু, ২৯৮, ২৮৯, ২৯১, ২৯২ ; ব্রথা, ২৩৯৪ ; কথা ২৯৭

৫-৫ যে দেশে না শুনি, নী, তরু ; জে দেসে°, ২৯৮, ২৯৭ ; যেথা°, ২৯১ ; জে দেসে না সুনিব, ২৯২

৬ পিরিতির, ২৯৮, ২৯১, ২৩৯৪

৭ বাদ, নী, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৩৯৪

৮-৮ পিরিতি বলিয়া, এ তিন আখের, কে বলে পিরিতি ভাল, ২৮৯, ২৯২, ২৩৯৪, ২৯৭ (°তিনটি আখর°)

৯-৯ শ্যাম বন্ধু সনে, ২৯৭

১০ করিলু ২৯৮, ২৯১ ; করিয়া, তরু, নী, ২৮৯, ২৯২, ২৩৯৪ ; করিআ, ২৯৭

১১ হৈয়া, তরু, ২৯২ ; হইঞা ২৯৮ ; হয়্যা, ২৩৯৪, ২৯৭ ; হআ, ২৮৯ ; হঞা, ২৯১

১২ কুলেত, ২৯৮ ; কুলেতে, ২৯১ ; কুল, ২৯২, ২৩৯৪

১৩ ভাড়াইঞা, ২৯৮ ; দাণ্ডাইয়া, ২৮৯, ২৯৭ ; থাকিয়া ২৯১ ; দাঁড়াইয়া, তরু ; তেগিয়া, ২৯২ ; তিয়াগিয়া, ২৩৯৪

১৪ জন, ২৯৮, ২৩৯৪ ; জনা ২৯২, ২৮৯

১৫ ভুষেতে, ২৯২

১৬ আনল, তরু, ২৯৮, ২৯২, ২৮৯, ২৯১, ২৯৭ ; আগুন, ২৩৯৪

১৭ না জানিঞা, ২৯৮ ; ভেজাইয়া, ২৯২, ২৮৯, ২৯২

১৮ তেমতি, ২৩৯৪, ২৯৭, ২৯২, ২৮৯, ২৯২ ; সদাই, ২৯১

১৯-১৯ রাই বিনোদিনি, ২৯১, ২৯২, ২৩৯৪

২০-২০ ও দুঃখ°, ২৯৮ ; দুঃখের দুখিনী, ২৯২ ; জনম দুখিনি, ২৮৯ ; জেমন°, ২৩৯৪ ; উ দুখে°, ২৯৭

২১ চণ্ডিদাসে, ২৯১, ২৯২, ২৯৭

২২ কহে, নী, তরু, ২৯১, ২৯৭

২৩-২৩ যে গতি হইল, তরু, ২৯২ ; যে মতি হইল, নী ; জে গতি হইব, ২৯১ ; কানুর পিরিতি, ২৮৯, ২৩৯৪ ; শ্যামের পিরিতি, ২৯২ ; বন্ধুর পিরিতি, ২৯৭

২৪ জিবন, ২৮৯, ২৯২, ২৩৯৪, ২৯৭

---

[৮৫৬]

শ্রী[১]

পীরিতি-মুরতি কভু না হেরিব
এ দুটি নয়ান[২]-কোণে।
পীরিতি বলিয়া নাম শুনাইতে[৩]
মুদিয়া রহিব কাণে ॥
সখি, আর কি বলিব তোরে।[৪]
পীরিতি বলিয়া এ তিন[৫] আঁখর
এত দুখ দিল মোরে ॥[৬]
পীরিতি[৭]-আরতি কভু না করিব[৭]
শয়নে[৮] স্বপনে[৮] মনে।
পীরিতি-নগরে[৯] বসতি ত্যজিয়া
রহিব গহন বনে ॥
পীরিতি-পবন পরশ লাগিয়া
তেজিব নিকুঞ্জবাস।
পীরিতি-বেয়াধি ছাড়িলে না ছাড়ে
ভালে জানে চণ্ডীদাস ॥

নী—৩০৬ ; তরু, ৮৭১ ; বিপু, ২৯২, ২৯৩, ইত্যাদি

১ বাদ, সকল পুথি

২ নয়নের, ২৯২ ; নয়ানের, ২৯৩

[৩] শুনাইতে, নী [৪] তোখে, ২৯২, ২৯৩

[৫-৫] দারুণ, ২৯২, ২৯৩ [৬] মোকে, ঐ

[৭-৭] পিরিতি মুরুতি কভু না স্মরিব, ঐ

[৮-৮] শয়ন স্বপন, তরু, ২৯২, ২৯৩

[৯] নগরের, নী

---

[৮৫৭]

: শ্রী[১]

পীরিতি-রসের[২] সায়র[৩] দেখিয়া
নাহিতে[৪] নামিলুঁ[৫] তায়।
নাহিয়া[৬] উঠিয়া[৭] ফিরিয়া[৮] চাহিতে[৯]
লাগিল দুখের বায়॥

সই,[১০] কেবা নিরমিল[১১] প্রেম-সরোবর
সুধাময়[১২] তার জল।
দুখের মকর[১৩] ফিরে[১৪] নিরন্তর[১৪]
প্রাণ করে টলমল॥[১৫] ধ্রু॥

গুরুজন[১৬]-জ্বালা[১৬] জলের[১৭] শিহলা[১৮]
পড়সী-জিয়ল[১৯] মাছে।
কুলপানীফল কাঁটাতে[২০] সকল
সলিল ঢাকিয়া[২১] আছে॥

কলঙ্ক-পানায়[২২] সদা লাগে গায়
ছানিয়া খাইলুঁ[২৩] যদি।
অন্তর[২৪] বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি॥

চণ্ডীদাসে[২৫] কহে[২৫] শুন[২৬] বিনোদিনি[২৬]
সুখ দুখ দুটিভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায়[২৭] তার ঠাঁই॥[২৭]

নী—৩৮৭; তরু, ৮৭২; বিপু, ২৮৯ ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮, ৩২৭ ইত্যাদি

[১] সকল পুথি

[২] সুখের, তরু, ২৮৯, ২৯১, ৩২৭

[৩] সাগর, নী, ২৯৮; সাএর, ৩২৭

[৪] নাইতে, ২৯২, ২৯৩, ৩২৭

[৫] নামিলাম, নী. তরু, ২৯২; ডুবিলু, ২৯৮, ৩২৭; ডুবিলাঙ, ৩২৯

[৬] ডুবিঞা, ২৯৮

[৭] উঠিতে, ২৯২, ২৯৮, ৩২৭, ৩২৯

[৮] ফিরিএ, ২৮৯ [৯] চাহিএ ২৯৮

[১০] বাদ, নী, তরু, ২৮৯, ২৯৮, ৩২৮, ৩২৯

[১১] সিরজালে ২৮৯; সিরজীল, ৩২৭, ৩২৯

[১২] নিরমল; ২৮৯, তরু; শুকমল, ৩২৭; সুখময়, ২৯২, ২৯৩, ৩২৯

[১৩] মগর, ২৮৯, ২৯৮, ২৯২, ৩২৯

[১৪-১৪] ভাসে°, ২৯৮; দেখিয়া সকল, ৩২৭

[১৫] টলবল, ২৮৯, ২৯১, ৩২৭, ৩২৯

[১৬-১৬] ননদি°, ২৮৯; ঘরে গুরুজন, ৩২৭

[১৭] পানিয়, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮, ৩২৭

[১৮] সেহলা, নী, ২৮৯; শিহালা, তরু; সিয়লা ২৯৮; সিউলি, ৩২৭; সেহালা, ৩২৯

[১৯] জিউল, নী

[২০] কাঁটায়, তরু, ২৯২, ৩২৭, ২৯৩, ২৯৮; কাটায়ে, ২৯২; কাটাএ, ২৮৯, ৩২৯

[২১] বেড়িয়া, তরু; ঘেরিয়া, ২৮৯; ঝাঁপিয়া, ২৯১

[২২] পানা, ২৮৯, ২৯৮, ৩২৭, ৩২৯; পানা তায়, ২৯১

[২৩] খাইল, নী

[২৪] অন্তর, নী, ২৮৯, ২৯৮; ভিতরে, ৩২৯

[২৫-২৫] কহে চণ্ডীদাস, নী, তরু; °বলে ২৯১

[২৬-২৬] সুনল সুন্দরি, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮ (শুনগো°), ২৯১ (সুনহ°)

[২৭-২৭] তার ঠাঁই ঠাঁই, নী

---

[৮৫৮]

সুহিনী[১]

"শুন সহচরি না কর চাতুরী
সহজে দেহ উত্তর।
কি জাতি মুরতি কানুর পীরিতি
কোথায়[২] তাহার ঘর॥
চলে কি বাহনে টিকে কোন্ স্থানে
সৈন্যগণ কেবা সঙ্গে।
কোন্ অস্ত্র ধরে পারাপার[৩] করে
কেমনে প্রবেশে অঙ্গে॥
পাইয়া সন্ধান হব সাবধান
না লব তাহার বা।
নয়নে শ্রবণে বচনে ত্যজিব
সোঙারি তাহার পা॥"
সখী কহে সার— "দেখি নিরাকার[৪]
স্বরূপ কহিবে কে।
অনুরাগ-ছুরি বৈসে মনোপরি[৫]
জাতির বাহিরে[৬] সে॥
মন তার বাহন রক্ষক মদন
ভাবগণ তার সঙ্গী[৭]।
সুজন পাইলে না দেয় ছাড়িয়ে[৮]
পীরিতি অদ্ভুত রঙ্গী[৯]॥
কহে চণ্ডীদাসে[১০] বাশুলী-আদেশে
ছাড়িতে কি কর আশ।
পীরিতি-নগরে বসতি করেছ[১১]
পরেছ[১২] পীরিতি-বাস॥

নী—৩০২ ; তরু, ৮৭৩

[১] বাদ, নী [২] কোথাই, তরু
[৩] পারাবার, তরু (পাঠা°)
[৪] নৈরাকার, তরু
[৫] মানপরি, ঐ (পাঠা°)
[৬] বাহির, নী [৭] সঙ্গে, তরু (পাঠা°)
[৮] ছাড়িয়া, তরু [৯] রঙ্গে, ঐ (পাঠা°)
[১০] চণ্ডীদাস, নী [১১] কর‍্যাছ, তরু
[১২] পর‍্যাছ, তরু

---

[৮৫৯]

সুহিনী[১]

পীরিতি বলিয়া[২] এ তিন আঁখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া[৩] ছানিয়া[৪] খাইলুঁ
তিতায়[৫] তিতিল[৬] দে॥
সই, এ কথা কহিব[৮] কারে[৮]।
হিয়ার ভিতরে[৯] বসতি করিয়া
কখন কি জানি করে॥[১০] ধ্রু॥[১১]
পিয়ার[১২] পীরিতি বিষম[১৩] আরতি
আরম্ভ[১৪] অবধি[১৪] শেষ।
পুন[১৫] নিদারুণ শমন সমান
দয়ার নাহিক লেশ॥
প্রকট[১৬] পীরিতি আরতি বাঢ়ালুঁ[১৭]
মিরিতি[৮] সাধিলুঁ[১৮] কাজে।
লোক-চরচায়[১৯] কুল[২০] রক্ষা দায়[২০]
জগত ভরিল লাজে॥
হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মলুঁ।[২১]
ভাবিতে[২২] ভাবিতে[২২] তনু জর জর
বাউলী[২৩] হইয়া গেলুঁ॥[২৪]
এমন[২৫] পীরিতি[২৫] না জানি এ[২৬] রীতি[২৬]
পরিণামে কিবা হয়।
পীরিতি পরম[২৭] সুখ[২৮] দুখময়[২৮]
চণ্ডীদাসে[২৯] ইহা[২৯] কয়॥

নী—৩৩৪ ; তরু, ৮৭৪ ; বিপু, ২৮৯, ২৯১-৩ ; ৩৪৩৬, ইত্যাদি

১ বাদ, সকল পুথি

২,৩ বলিয়ে, ৩৪৩৬ ৪ ছানিয়ে, ঐ

৫ খাইনু, নী, ২৯২, ২৯৩ ; খাইতে, ৩৪৩৬

৬ বিষেতে, ২৯২, ২৯৩

৭ জারিল, ২৯২, ২৯৩ ; ভরিল, ২৮৯

৮-৮ কহিল নহে, তরু ; কহন নয়, ৩৪৩৬ ; কহিলে নয়, ২৯২, ২৯৩, ২৮৯ ; কহিল নহে, ২৯১

৯ ভিতর, নী, তরু

১০ কহে, তরু, ২৯১ ; হয়, ৩৪৩৬, ২৮৯ ; কয়, ২৯২, ২৯৩

১১ বাদ, নী, ৩৪৩৬, ২৯২, ২৯৩, ২৮৯, ২৯১

১২ পীয়াক, ৩৪৩৬ ; পিআক, ২৯১

১৩ প্রথম, নী, তরু, ৩৪৩৬, ২৯২, ২৯৩, ২৯১

১৪-১৪ তাহার নাহিক, নী, তরু ; অতুল°, ৩৪৩৬ ; আবাল°, ২৯৩ ; অতুল অবোধ, ২৮৯ ; আতুল°, ২৯১

১৫ এবে, ৩৪৩৬

১৬ কপট, নী, তরু, ৩৪৩৬, ২৮৯, ২৯১

১৭ বাঢ়াঞা, তরু ; বাজায়ে, ৩৪৩৬ ; বাড়ায়ে, নী ; বাজায়া, ২৮৯

১৮-১৮ মরণ অধিক, নী ; সাধিল আপন, ৩৪৩৬ ; পিরিতি সাধিল, ২৮৯

১৯ চরচায়ে, তরু ; চরাচর, ৩৪৩৬ ; চরচা, ২৯২, ২৯৩ ; চরচাতে, ২৮৯ ; চরচার, ২৯১

২০-২০ কুলের খাঁখার, তরু, ৩৪৩৬, ২৯২, ২৯৩, ২৮৯, ২৯১

২১ মনু, নী, ৩৪৩৬

২২ কহিতে কহিতে, নী, তরু, ২৮৯

২৩ পাগলী, নী, তরু, ২৯১ ; কালি, ৩৪৩৬

২৪ গেনু, নী, ৩৪৩৬, ২৯২

২৫-২৫ এমতি°, তরু ; পীরিতি এমতি, ৩৪৩৬, ২৯২ ২৮৯, ২৯১

২৬-২৬ কি°, ২৯২, ২৯৩ ; আরতি, ২৮৯

২৭ পরাণে, ৩৪৩৬ ; পরাণ, ২৯২, ২৯৩, ২৮৯, ২৯১

২৮-২৮ দুখময় হয়, নী ; হয় দুখময়, তরু ; কহে সুখ সুখ, ৩৪৩৬ ; হয় দুখ সুখ, ২৮৯ ; হয় দুঃখ সুখময়, ২৯১

২৯-২৯ দ্বিজ চণ্ডীদাসে, নী, তরু, ২৮৯, ২৯১-৩

---

[৮৬০]

শ্রী[১]

পীরিতি পীরিতি পীরিতি[২] মূরতি
হৃদয়ে লাগয়ে[৩] সে।[৪]
পরাণ ছাড়িলে[৫] পীরিতি না ছাড়ে[৫]
পীরিতি গঢ়ল[৬] কে ॥[৭]
পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
না[৮] জানি আছিল কোথা[৮]।
পীরিতি-কণ্টক হৃদয়ে[৯] ফুটিল[১০]
পরাণ-পুতলি যথা।
পীরিতি পীরিতি পীরিতি আনল[১১]
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
পীরিতি[১২] আনল নিভাইলে[১৩] নহে[১৩]
হৃদয়ে[১৪] রহিল[১৫] শেল ॥
চণ্ডীদাস[১৬] বাণী[১৭] শুন বিনোদিনি
পীরিতের[১৮] না কও কথা।[১৮]
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পীরিতি মিলয়ে[১৯] তথা[১৯] ॥[২০]

নী—৩৭৭ ; তরু, ৮৭৫ ; বিপু ২৮৯, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮

১ যথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯২, ২৮৯, ২৯৩

২ কিরীতি, নী, তরু

৩ লাগল, তরু, ২৯৮ ; লাগিল, নী

৪ জে, ২৮৯ ; সেল, ২৯৮

৫-৫ ছাড়িয়া পিরিতি কেমনে, ২৮৯

[6] গড়ল, নী, ২৯৩ ; গড়িল, ২৯৮, ২৮৯

[7] কেহ, ২৯৮ ; সে, ২৮৯

[8-8] শ্রবণে শুনিল কোথা, ২৯২, ২৯৩ ; শ্রবণে শুনিতাঙ কথা, ২৯৮, ২৮৯ (°শুনিলাম°)

[9] হিয়ায়, তরু, ২৮৯

[10] ফুটল, তরু, ২৯২, ২৯৩

[11] অনল, তরু [12] বিষম, তরু

[13-13] নিভালে না নিভায়, নী, ২৯২, ২৮৯ ; নিভাইলে না নিভায়, ২৯৩ ; নিভাইল নহে, তরু ; নিভাইতে না নিভায়, ২৯৮

[14] হিয়ায়, তরু [15] রহল, ২৯৮, ২৮৯

[16] চণ্ডীদাসের, নী, ২৯২, ২৯৩

[17] বলে, ২৮৯

[18-18] পিরিতি না কহে কথা, তরু, ২৯২, ২৮৯, ২৯৩

[19-19] রহিবে কোথা, নী, ২৯২, ২৯৩, ২৮৯ (থাকএ°)

[20] এই চারি পঙ্‌ক্তি ২৯৮ পুথিতে নাই

---

[৮৬১]

শ্রী[1]

ভুবন ছানিয়া যতন করিয়া
আনিল[2] প্রেমের বীজ।
রোপণ করিতে[3] গাছ যে[4] হইল[5]
সাধল[6] মরণ[7] নিজ॥[7]
সই, প্রেম[8]-তরু কেন হৈল।[8]
হাম অভাগিনী দিবস রজনী
সিঁচিতে[9] জনম গেল॥ ধ্রু॥[10]
পীরিতি করিয়া[11] সুখ যে পাইব
শুনিলুঁ[12] সখীর মুখে।
অমিয়া বলিয়া গরল কিনিয়া
খাইলুঁ[13] আপন মুখে॥[13]
অমিয়া হইত স্বাদ[14] যে লাগিত[14]
হইল[15] গরল ফলে।
কানুর পীরিতি শেষে[16] হেন[16] রীতি
জানিলুঁ[17] পুণ্যের বলে॥
যত মনে ছিল সকলি[18] পূরিল
আর[19] না চাহিব[19] লেহা।[20]
চণ্ডীদাস ভণে[21] পরশন[22] বিনে
কেমনে ধরিবে[23] দেহা॥

নী—৩৫০ ; তরু, ৮৭৬ ; বিপু, ২৮৭, ২৯৮

[1] শ্রীরাগ, তরু ; বাদ, ২৮৭, ২৯৮

[2] আনিনু, নী

[3] করিব, ২৮৭, ২৯৮

[4] সে, ঐ [5] হইব, ঐ

[6] সাধিল, নী ; সাধিব, ২৮৭, ২৯৮

[7-7] মনের কাজ, ২৮৭, ২৯৮ ; মরম°, তরু

[8-8] প্রেমের গাছ কেনে বা হইল, ২৮৭ ; প্রেমের গাছ কেবা বনাইল, ২৯৮

[9] সেঁচিতে, ২৮৭ [10] বাদ, নী

[11] করিব, ২৮৭, ২৯৮ [12] শুনিনু, নী

[13-13] খাইনু°, নী ; খাইতে লাগিল দুখে, ২৮৭ ; খাইতে লাগিল মুখে, ২৯৮

[14-14] স্বাদু লাগিত, নী, তরু ; স্বাদু লাগীতে, ২৯৮

[15] উপজিল, ২৮৭ ; উপজল, ২৯৮

[16-16] এমন যে, ২৮৭ ; এমন্তি জে, ২৯৮

[17] জানিনু, নী

[18] সকল, ২৮৭, ২৯৮

[19-19] না চাব ও সুধা, ২৮৭ ; না ছাবে ও শুধা, ২৯৮

[20] নেহা, তরু [21] কহে, নী, তরু

[22] সে পরস, ২৮৭

[23] রহিবে, ২৮৭, ২৯৮

[৮৬২]

শ্রী[১]

কানুর পীরিতি চন্দনের রীতি
ঘসিতে সৌরভময়।[২]
ঘসিয়া আনিয়া[৩] হিয়ায়[৪] লইতে[৪]
দ্বিগুণ[৫] জ্বালা যে[৫] হয় ॥
সই, কে বলে পীরিতি হীরা।[৬]
সোনায়[৭] জড়িয়া[৮] হিয়ায়[৯] করিতে
দুখ সে[১০] লাগিল[১০] ফিরা ॥
পরশ-পাথর হয়[১১] যে[১১] শীতল
বলে[১২] যে[১২] সকল লোকে।
আমি[১৩] অভাগিনী পীরিতি[১৪] না জানি[১৪]
এতেক[১৫] পাইলুঁ[১৫] শোকে ॥[১৬]
সব কুলবতী করয়ে পীরিতি
এমতি[১৭] না হয়[১৮] তারে।[১৯]
এ পাড়া[২০]-পড়সী ডাকিনী[২১]-সদৃশী[২১]
সকলি[২২] দোষয়ে মোরে ॥[২২]
গৃহের গৃহিণী সঙ্গে[২৩] ননদিনী
বলয়ে[২৪] বচন যত।
কহিলে কি যায় কি করি উপায়
পরাণে[২৫] সহিবে কত ॥[২৬]
নান্নুরের[২৭] মাঠে গ্রামের নিকটে[২৭]
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
সুখ যে পাইবে কোথা ॥

নী—৩৪২ ; তরু, ৮৭৭ ; বিপু, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮

[১] বাদ, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮
[২] সৌরভ কয়, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮
[৩] আনিল, ঐ [৪-৪] হিয়াতে যে দিল, ঐ
[৫-৫] দহন দ্বিগুণ, নী, তরু
[৬] হিরা, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮
[৭] সোনাতে, ঐ [৮] জড়িতে, ঐ
[৯] হিয়াতে, ২৮৭, ২৯২
[১০-১০] উপজিল, তরু ; লাগল, ২৮৭ ; যে লাগল, ২৯৮
[১১-১১] বড়ই, তরু
[১২-১২] কহয়ে, তরু ; বলয়ে, নী ; বোলএ, ২৯৮
[১৩] মুই, তরু ; না (পাঠান্তর)
[১৪-১৪] লাগিল আগুনি; তরু
[১৫-১৫] কতেক পাইনু, নী ; পাইলুঁ এতেক, তরু ; কতেক পাইল, ২৯৮
[১৬] দুখে, তরু ও নী (পাঠান্তর)
[১৭] এমত, তরু [১৮] হয়ে, ২৮৭, ২৯২
[১৯] কারে, তরু
[২০] পাপ, নী ; পাট, ২৮৭ ; পায, ২৯৮
[২১-২১] ডাহিনী°, তরু ; সকল ডাহিনী, নী ; জতেক ডাহিনী, ২৮৭ ; সকল ডাহসি, ২৯৮ ; সভে বলে দুসি, ২৯২।
[২২-২২] এমত না যায় তারে, তরু, নী (পাঠান্তর), কলঙ্কি বলয়ে মোরে, ২৯২।
[২৩] আর, তরু
[২৪] বোলয়ে, তরু ; বোলত, ২৮৭ ; বোলএ, ২৯২, ২৯৮ [২৫] পরাণ, নী
[২৬] দুই পঙ্ক্তি ২৯৮ পুথিতে নাই
[২৭-২৭] নান্নুরের মাঠে, সে প্রেমের হাটে, ২৮৭ ; নান্নুরের হাটে, গ্রামের মাঠে, ২৯২ ; নানোরের মাঠে, গ্রামের হাটে, ২৯৮, তরু (নান্নুরের°) ; °হাটে, নী (পাঠান্তর)

টীকা

পঙ্‌—১-৪। বিরহাবস্থায় এইরূপ অনুভূতি জন্মে, ইহা কবিপ্রসিদ্ধি। তু°—"নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনু-বিন্দতি খেদমধীরম্" (গীতগোবিন্দ, ৪।২)।

এবং ইহারই অনুকরণে বড়ু চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

"সরস চন্দন-পঙ্কে।
আল, দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে ॥"

কৃঃ কী, ৩৭৮ পৃঃ

৮-১১। তু°—

"শীতল বলিয়া যদি পাষাণ করি কোলে।
পীরিতি অনল-তাপে পাষাণ যে গলে॥"

নী—৩৬৭ সং পদ

১২-১৫। তু°—

"এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে॥"

নী—২৫০ সং পদ

এবং—

"গোকুল-নগরে কেবা কিনা করে
তাহে কি নিষেধ-বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী
হাম কলঙ্কিনী রাধা॥"

নী—৩৬৫ সং পদ

১৬-১৯। তু°—

"তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাশুড়ী।"

নী—২৫০ সং পদ

এবং—

"গুরুর গঞ্জন, মেঘের গর্জ্জন,
কত না সহিব প্রাণে।"

নী—৩১৬ সং পদ

২০-২৩। চণ্ডীদাসের অন্যান্য পদের সহিত এই পদের ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে। অতএব এই পদটির অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব কিছুই নাই। কেবলমাত্র বাশুলী ও নান্নুরের উল্লেখ করা এই ভণিতাটিই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। বড়ু চণ্ডীদাস কোথাও বাশুলীর আবাসস্থানের পরিচয় দেন নাই। কিন্তু এই পদে নান্নুরের হাটে মাঠে প্রভৃতির নির্দ্দেশ রহিয়াছে, আবার ছাতনাতে এক বাশুলীর আস্তানা গড়িয়া উঠিয়াছে। অতএব এই নির্দ্দেশের মূল্য কি, তাহা বুঝা যায় না রাগাত্মিক পদেও গ্রাম্যদেবী বাশুলীর উল্লেখ রহিয়াছে। সেখানে বাশুলী বলিতেছেন—

"হাসিয়ে বাশুলী কয়, শুন চণ্ডী মহাশয়,
আমি থাকি রসিক নগরে।
সে গ্রামে দেবতা আমি, ইহা জানে রজকিনী,
জিজ্ঞাস সে যতনে তাহারে॥"

নী—৭৬৮ সং পদ

এই বাশুলী নান্নুরের দেবী নহেন, তিনি রসিক-নগরে বাস করেন। রাগাত্মিক পদে এই দার্শনিক ব্যাখ্যার সার্থকতা রহিয়াছে, কিন্তু এই পদে বাশুলী দেবী নান্নুরের মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আবার ছাতনাতেও গ্রামের নিকটে বাশুলীর মন্দির প্রদর্শিত হইয়া থাকে। অতএব কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নয়। আমাদের মনে হয় শেষ শব্দটি "কোথা" না হইয়া "তথা" হইলে অর্থগ্রহণ অপেক্ষাকৃত সহজ হইত। পদটিতে সহজ-সাধনার প্রভাব পড়িয়াছে।

---

[৮৬৩]

:শ্রী ১

আপনা খাইলুঁ ২ সোনা কিনি[তে]৩ দিলুঁ ৪
ভূষণে ভূষিব ৫ দেহ।
সোনা সে ৬ নহিল পিতল হইল
এমতি কানুর লেহ। ৬
সই, মদন ৭-সোনার না চিনে সোনা। ৭
সোনা যে বলিয়া পিতল আনিয়া ৮
গড়ি ৯ দিল যে গহনা॥ ধ্রু॥
পীরিতি ১০ ভাঙ্গিতে ১০ ঝলকে ১১ দেখিতে ১২
হাসয়ে সকল লোকে।
ধন সব ১৩ গেল কাজ না ১৪ হইল ১৫
শেল যে ১৬ লাগিল ১৬ বুকে॥
যেমতি ১৬ যে মতি ১৬ তেমতি ১৭ সে গতি ১৭
ভাবিয়া দেখিলুঁ ১৮ চিতে।
খলের কথায় ১৯ পাথারে সাঁতারি ২০
উঠিতে নারিলুঁ ২১ ভিতে॥

অভাগিয়া জনে ভাগ্য নাহি মানে[২২]
না পুরেয়ে[২৩] সব[২৩] সাধ[২৪]।
খাইতে[২৫] নাই[২৬] ঘরে সাধ বহু করে
বিধি[২৭] করে[২৮] অনুবাদ ॥
চণ্ডীদাসে কয়[২৯] বাশুলী-কৃপায়[৩০]
আর নিবেদিব কায়।
তবু[৩১] ত পীরিতি নাহি[৩২] পায়[৩২] যদি
পরাণে মরিয়া যায় ॥

নী—৩৪১ ; তরু, ৮৭৮ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮

[১] যথারাগ, ২৯৮

[২] খাইনু, নী ; খাইলু, ২৯৮

[৩-৩] যে কিনিলুঁ, তরু ; যে কিনিনু, নী ; কিনি দিলু, ২৯৮

[৪] ভূষিত, ২৯৮ [৫] যে, তরু, নী

[৬] নেহ, তরু (পাঠান্তর)

[৭-৭] মদন-সোনারে না চিনে সোনা, তরু, নী ; °নাহ্নে°, ২৯৮ ; °না চিনা°, ২৯২

[৮] ঝালিয়া, ২৯২, ২৯৮

[৯] আনি, ২৯২, ২৯৮

[১০-১০] প্রতি অঙ্গুলিতে, তরু ; পিরিতি অঙ্গেতে, ২৯৮ ; পরিতে অঙ্গেতে, নী

[১১] ঝলক, ২৯৮ [১২] সহিতে, ২৯২, ২৯৮

[১৩] যে, নী, ২৯৮ ; সে, তরু

[১৪-১৪] না হৈল, ২৯৮

[১৫-১৫] রহি গেল, তরু, নী

[১৬-১৬] যেন মোর°, তরু ; যেমত°, নী, ২৯৮

[১৭-১৭] তেমতি এ°, তরু ; তেমতি গতি, নী, ২৯৮

[১৮] দেখিনু, নী ; দেখিলু, ২৯৮, ২৯২

[১৯] কথা যে, ২৯৮

[২০] ভাষায়, ২৯২ ; সাতারে, ২৯৮

[২১] নারিনু, নী ; নারিলু, ২৯২, ২৯৮

[২২] জানে, তরু, নী

[২৩-২৩] পূরে এ সব, নী, ২৯৮

[২৪] ইহার পর ৪ পঙ্‌ক্তি ২৯২ পুথিতে নাই

[২৫] খাজে, ২৯৮ [২৬] নাহি, তরু, ২৯৮

[২৭] বিহি, তরু [২৮] কে কার, ২৯৮

[২৯] কহে, তরু [৩০] কৃপায়ে, তরু

[৩১] তভু, তরু, ২৯২

[৩২-৩২] না পাইলে, ২৯২, ২৯৮

টীকা

পঙ—১-৪। সোনা কিনিতে পিতল কেনা হইয়াছে, কারণ—"সুজন দেখিয়া, পীরিতি করিলুঁ, পরিণামে এত জ্বালা" (৩৯৫ সং পদ)।

৫-৭। সোনার—স্বর্ণকার। মদনকে দিয়া সোনা কিনাইয়াছি, কারণ—"তুহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ" ছিল, "অব সোই বিরাগে প্রেমক ঐছন রীতি" দেখিয়া বুঝিতেছি যে, স্বর্ণকার মদন সোনা না চিনিয়া পিতল আনিয়া গহনা গড়াইয়া দিয়াছে।

৮-২১। এখন পীরিতি ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ইহার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া লোকে টিট্‌কারী দেয়। আমি সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি, অথচ আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, ইহা আমার মর্ম্মান্তিক যাতনার কারণ হইয়াছে।

১২-১৫। এখন বুঝিয়াছি যে, আমার মনোবৃত্তির অনুরূপ ফলই আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। খলের কথায় বিশ্বাস করিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া আর কূলে উঠিতে পারিলাম না।

দ্রষ্টব্য :—বাশুলীর উল্লেখ করা ভণিতা সন্দেহজনক ; ২৯২ পুথিতে নাই।

---

[৮৬৪]

শ্রী[১]

কানুর পীরিতি মরণের[২] সাথি[২]
বুঝিলু[৩] এতেক দিনে।
মরিলে ছাড়িবে সঙ্গে কি[৪] যাইবে
কহ না[৫] ইহার বিধানে ॥ [৬]

সই, জীয়ন্তে এমন জ্বালা।
জাতি কুল শীল সকলি ছাড়িল[৭]
তবুত[৮] না ছাড়ে কালা ॥ ধ্রু ॥[৯]
শয়নে স্বপনে না করিয়ে[১০] মনে
ধরম গণিয়া থাকি।
আসিয়া মদন দেয় কদর্থন[১১]
অন্তরে জ্বালয়ে[১২] উকি ॥
সরোবর মাঝে মীন যেন[১৩] থাকে[১৩]
উঠে তপন[১৪] দেখিবারে।
ধীবর[১৫] যে কাল[১৫] হাতে[১৬] লয়ে[১৭] জাল
তুরিতে[১৮] ঝাঁপয়ে তারে ॥[১৯]
কানুর পীরিতি শমন[২০] মূরতি[২০]
যাহার হিয়ায়[২১] থাকে।
খলের গরলে[২২] জারে[২৩] সেই জনে[২৩]
কলঙ্কী[২৪] বলয়ে লোকে ॥[২৪]
চণ্ডীদাস[২৫]-মন বাশুলী-চরণ
উপদেশ[২৬] রজক[২৭]-নারী।
সহিতে সহিতে[২৮] কিছু না ভাবিবে
রহিবে[২৯] একান্ত করি ॥

নী—৩৪৩ ; তরু, ৮৭৯ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮
১ বাদ, ২৯২, ২৯৮
২ মরমে বেয়াধি, তরু, নী (পাঠান্তর)
৩ হইল, তরু ; পাইল, নী (পাঠান্তর)
৪ নাহি, ২৯৮ ৫ বাদ, ২৯২
৬ এই দুই পঙ্‌ক্তির স্থলে "তরুতে" আছে—"মৈলে কি ছাড়িবে, সঙ্গে না যাইবে, কিনা করিব বিধানে।" পাঠান্তর—"না যাইবে" স্থলে "নাহি যাইবে"; "কিনা করিব" স্থলে "না করিব কি"; "মৈলে" হইতে "যাইবে" পর্য্যন্ত, নী (পাঠান্তর)
৭ ডুবিল, তরু, নী, ২৯২
৮ ছাড়িলে, তরু, নী ; ছাড়িতে, ২৯২
৯ বাদ, নী ১০ করিয়া, নী
১১ কদথন, তরু (পাঠা)
১২ জলয়ে, ঐ ; উঠয়ে, নী
১৩-১৩ যে থাকয়ে, তরু ; জে থাকে, ২৯২
১৪ আনল, ২৯২ ; অগ্নি, নী, তরু
১৫-১৫ ধীবর কাল, তরু ; বিধী বড় কাল, ২৯৮
১৬ তাহে, তরু (পাঠা)
১৭ লই, তরু ; লয়া, ২৯২ ; লঞা, ২৯৮
১৮ তোরায়ে, ২৯২ ; আড়িঞা, ২৯৮
১৯ তীরে, নী ; তাকে, ২৯৮
২০-২০ কালের বসতি, তরু, নী, ২৯৮
২১ হৃদয়ে, ২৯২, ২৯৮
২২ খলনে, তরু ; বচনে, নী (পাঠান্তর)
২৩-২৩ জারিল সকলে, নী, ২৯২, ২৯৮; যারে সেই জানে, তরু (পাঠা°)
২৪-২৪ কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে, তরু, নী (পাঠান্তর)
২৫ চণ্ডীদাসের, নী
২৬ আদেশে, তরু, নী (পাঠান্তর)
২৭ রজকী, নী ; রযক, রজুক, তরু (পাঠা°); রছক, নী (পাঠান্তর)
২৮ সহিবে, নী, তরু, ২৯২, ২৯৮
২৯ কহিবে, নী ; বলিবে, নী (পাঠান্তর)

টীকা

পঙ্—৬-৭। তু°—

"জনম হৈতে কুল গেল, ধরম গেল দূরে।
নিশিদিন মোর মন কানু লাগি ঝুরে ॥"

নী—৩৬১ সং পদ

৮—১১। তু°—

"নিষেধিলে নাহি মানে ধরম-বিচার।" ঐ

১২-১৫। তু°—

"যেন বেড়াজালে সফরী সলিলে
তেমতি আমার ঘর।"

প্রঃ খঃ, ১০৯ সং পদ

অথবা—

"আঁধুয়া পুকুরে যে মীন থাকয়ে
ঝাঁপয়ে ধীবর জালে।"

নী—২৬৯ সং পদ

দ্রষ্টব্য :—ভণিতাতে স্পষ্ট সহজিয়া প্রভাব রহিয়াছে, অতএব এই পদ বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না।

[২] করমে, তরু, ২৯২, ২৯৮ [৩] অন্তর, ঐ
[৪] হইব, ২৯২ [৫-৫] বলহ, ২৯৮
[৬] কহিনু, নী, ২৯২ ; কহিল, ২৯৮
[৭] বাদ, নী, তরু [৮] পুরিল, ২৯২, ২৯৮
[৯-৯] লই মাথে তুলি, ২৯২ [১০] বাদ, নী, তরু, ২৯৮
[১১-১১] ঘুচিবে, তরু, ২৯৮ ; °সে, নী
[১২-১২] এ ছাড়, তরু ; এ ছাড় জে, ২৯৮
[১৩] চণ্ডীদাস, নী, তরু, ২৯২ [১৪] কহে, তরু
[১৫-১৫] এমতি হইলে, তরু [১৬] করিবে, নী, ২৯৮
[১৭] এই পঙ্ক্তির স্থানে তরুতে আছে—"মরিবে তাহারা শোকে"

[৮৬৫]

শ্রী[১]

যাবত জনমে কি কৈল মরমে[২]
পীরিতি হইল কাল।
অন্তরে[৩] বাহিরে পশিয়া রহিল
কেমতে হইবে[৪] ভাল॥
সই, বল[৫] না[৫] উপায় মোরে।
গঞ্জনা সহিতে নারি আর চিতে
মরম কহিলু[৬] তোরে॥ ধ্রু॥[৭]
ননদী-বচনে জ্বলিছে[৮] পরাণে
আপাদমস্তকচুল।
কলঙ্কের ডালি মাথায়[৯] করিয়া[৯]
পাথারে ভাসাব কুল॥
ভাসিয়া যে[১০] যায় ঘুচে[১১] সব[১১] দায়
না বলে ছাড়[১২] যে[১২] লোকে।
চণ্ডীদাসে[১৩] কয়[১৪] না[১৫] করিহ ভয়[১৫]
কি করে[১৬] অধম লোকে॥[১৭]

নী—৩১২ ; তরু, ৮৮০ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮

[১] যথারাগ, ২৯৮ ; বাদ ২৯২

টীকা

পঙ্—১-২। তু°—

"জনম অবধি পীরিতি-বেয়াধি
অন্তরে রহিল মোর।"

নী—৩১৯ সং পদ

৬। তু—

"জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি।"

নী—৩৮৩ সং পদ

৭। কারণ—

"মরমের মরমী বিনে না জানে বেদনা।" ঐ

৮-৯। তু°—

"ননদী-বচনে পাঁজরে বিঁধে ঘুণ।" ঐ

১০-১১। তু°—

"ঘর তেয়াগিয়া, যাইব চলিয়া।"

নী—৩১৩ সং পদ

১২-১৩। তু°—

"যে সব কহিলে, করিতে পারিলে, তবে সে তাপ ছুটে।"

ঐ

[৮৬৬]

: সিন্ধুড়া[১]

আমরা সরল[২] পীরিতি গরল
লাগিল অমিয়াময়।
মহানন্দ[৩] রীতি[৪] বিছুরিলুঁ[৫] পতি
কলঙ্কী[৬] সকলে[৭] কয়॥
সই, দৈবে হৈল[৮] হেন রীত।[৮]
অন্তর[৯] জ্বলিল[১০] পরাণ পুড়িল
ঐছন[১১] কানুর[১২] প্রীত॥[১৩] ধ্রু
মাটী খোদাইয়া খাল বনাইয়া[১৪]
উপরে দেয়ল[১৫] চাপ।
(আগে)[১৬] আহার দিয়া
মারয়ে[১৭] বান্ধিয়া[১৮]
এমন[১৯] করয়ে পাপ॥
নায়ে[২০] চড়াইয়া[২০] দরিয়ায়[২১] লৈয়া[২১]
ছাড়য়ে[২২] অগাধ জলে।
ডুবু ডুবু করে[২৩] ডুবিয়া না[২৪] মরে[২৪]
উঠিতে না[২৫] পারে[২৫] কূলে॥
এমতি করিয়া[২৬] পরাণে মারিয়া
নিদয়[২৬] হইল মোরে।[২৬]
চণ্ডীদাসে[২৭] কয় এমতি কি[২৮] হয়
তুমি[২৯] সে ভাবহ তারে॥[২৯]

নী, ৩৪৪; তরু, ৮৮১; বিপু, ২৯২, ২৯৮

১ যথারাগ, ২৯৮ ২ সকল, ২৯২
৩ আনন্দ, ২৯২, ২৯৮ ৪ মতি, ২৯২
৫ বিছুরি, ২৯২; বিছরিঞা, ২৯৮; বিছুরল, নী
৬ কলঙ্ক, নী, তরু, ২৯৮
৭ সবাই, নী; সভাই, তরু
৮-৮ °মতি, তরু, নী; জৈছে এমত°, ২৯২; সে করিল এমন রিতি, ২৯৮
৯ অন্তরে, নী ১০ জারিল, ২৯৮
১১ এমতি, ২৯২; এমন, ২৯৮
১২ পীরিতি, নী, তরু
১৩ রীতি, নী, তরু; পিরিতি, ২৯৮
১৪ বানাইয়া, তরু
১৫ দেয়ই, ২৯২, ২৯৮; দেওল, নী
১৬ বাদ, তরু, ২৯৮ ১৭ মারল, নী
১৮ বাঁধিয়া, ঐ ১৯ জেমনে, ২৯২
২০-২০ নৌকায় চড়ায়ে, নী; নৌকাতে চড়াঞা, তরু; নৌকায় চড়াইঞা, ২৯৮
২১-২১ দরিয়াতে লয়ে, নী; দরিয়াতে°, তরু; °লয়া, ২৯২; দরিয়ায় দিঞা, ২৯৮
২২ এড়য়ে, ২৯২ ২৩ করি, তরু
২৪-২৪ °মরি, তরু; সে মারে, ২৯৮; মরয়ে, ২৯২
২৫-২৫ নারিয়ে, তরু; নারয়ে, ২৯২; না পায়, ২৯৮
২৬-২৬ চলিল আপন ঘরে, তরু, নী
২৭ চণ্ডিদাস, ২৯২ ২৮ সে, তরু
২৯-২৯ তুমি আন তারে, ২৯৮; তুমি ভাব কার তরে, ২৯২

টীকা

পঙ্—১-২। তু°

"আনিল অমিয়া-পানা দুধে মিশাইয়া।
লাগিল গরল যেন মিঠ তেয়াগিয়া॥"

(নী—৩৫৯ সং পদ)

৩-৪। মহানন্দ রীতি—কারণ—"পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।" (চৈঃ চঃ, আদির চতুর্থে)। এইজন্য বিছুরিলুঁ পতি, অর্থাৎ—"কুলবতী হৈয়া, পতি তেয়াগিয়া, পরপতি সনে প্রীতি" (নী—২৯৩ সং পদ), অতএব—"কলঙ্কী বলয়ে লোকে" (নী—৩৪৩ সং পদ)। পরকীয়াতে আনন্দ অধিক, ইহার উল্লেখে পদটি যে চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে রচিত হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

৫। তু°—"সই, বিধি করিল এমত রীতি।"

(নী—২৯৩ সং পদ)

৬-৭। তু°—

"কালার পীরিতি, গরল সমান, নাখাইলে থাকে সুখে।
পীরিতি-অনলে, পুড়িয়া মরে যে, জনম যার তার দুখে।"
(নী—৩৭৪ সং পদ)

১০-১১। তু°—

"ক্ষীর নাড়ু করি, বিষে মিলাইয়া, অবলা বালাকে দিল।
সুস্বাদ পাইয়া, খাইতে খাইতে, নিকটে মরণ ভেল।"
(নী—৩২৩ সং পদ)

১৪-১৫। তু°—

"দু'দিকে ভাসিল, উড়ু ডুবু দিতে, কিনারা নহিল দেখি।"
(নী—২৯৩ সং পদ)

---

[৮৬৭]

[১]ধানশী[১]

সুখের লাগিয়া পীরিতি করিনু[২]
শ্যাম[৩] বঁধুয়ার সনে।[৩]
পরিণামে এত দুখ হবে[৪] বলি[৪]
কোন্ অভাগিনী জানে॥
সই, পীরিতি[৫] বিষম মানি।[৫]
এত[৬] সুখে এত দুখ হবে[৭] বলি[৭]
স্বপনে[৮] নাহিক[৮] জানি॥ ধ্রু॥[৯]
সে হেন কালিয়া নিঠুর হইল
কিসের[১০] লাগিয়া[১১] যেন।[১২]
দরশন-আশে[১৩] যে জন ফিরিত[১৪]
সে এত নিঠুর কেন॥[১৫]
বল[১৬] না কি বুদ্ধি করিব এখন[১৬]
ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি পরাণ[১৭] পোড়নি[১৭]
কি[১৮] দিলে[১৮] হইবে ভাল॥
চণ্ডীদাসে কহে[১৯] শুন[২০] বিনোদিনি[২০]
মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোমার প্রাণ॥

নী, ৩৩৮; তরু, ৮৮২; বিপু, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ইত্যাদি

১ বাদ, সকল পুথি
২ করিনু, নী; করিলাম, ২৮৯
৩-৩ পরান বন্ধুর, ২৮৯, ২৯২, ২৯৩
৪-৪ °বল্যা, তরু; হব বল্যা, ২৯১; জে হবে, ২৯২, ২৯৩; হইবেক বল্যা, ২৯৮
৫-৫ এ বড়ি আকুতি গণি, ২৯১
৬ তত, নী (পাঠান্তর)
৭-৭ °বল্যা, তরু ৮-৮ স্বপনেতে নাহি, ২৮৯
৯ বাদ, নী, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৩
১০ কি শেল, নী, তরু, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮
১১ লাগিল, ঐ ১২ জান, ২৯১
১৩ লাগি, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮
১৪ ফিরয়ে, নী, তরু; ঘুরয়ে, ২৯২, ২৯৩
১৫ এই চারি পঙ্‌ক্তি ২৮৯ পুথিতে নাই
১৬-১৬ বলনা বলনা, কি বুদ্ধি করিব, তরু, ২৮৯, ২৯৮ (বলনা বলনা সই°); বলনা কি বুদ্ধি করি, ২৯১; সই কি বুদ্ধি করিব, ২৯২, ২৯৩
১৭-১৭ কি দিলে জুড়াব, ২৮৯, ২৯১ (°জুড়াএ), ২৯৮; কিসে জুড়াইব, ২৯২, ২৯৩
১৮-১৮ কেমনে, নী (পাঠান্তর), ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮
১৯ বলে, ২৮৯, ২৯১, ২৯৮; কয়, ২৯৩
২০-২০ °গো সজনি, ২৮৯; শুনহ সুন্দরি, ২৯১; সুনল সুন্দরি, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮

[৮৬৮]

*, শ্রী[১]

বিবিধ কুসুম[২] যতনে আনিয়া
গাঁথিলুঁ[৩] পীরিতি[৪]-মালা।
শীতল নহিল পরিমল গেল
জ্বালাতে[৫] জ্বলিল গলা॥
সই, মালী কেন[৬] হেন[৭] হৈল।
মালায়[৮] করিয়া বিষ[৯] মিশাইয়া[৯]
হিয়ার মাঝারে দিল॥
জ্বালায়[১০] জ্বলিয়া উঠিল যে[১১] হিয়া
আপাদমস্তকচুল।
এমন[১২] না দেখি[১২] শুন[১৩] ওলো সখি[১৩]
আগুন[১৪] হইল ফুল॥
ফুলের[১৫] উপরে[১৬] চন্দন লাগল[১৭]
সংযোগ হইল ভাল।
দুই[১৮] এক হৈয়া পোড়াইল হিয়া
পাঁজর ধসিয়া গেল॥
ধসিতে ধসিতে সকলি[১৯] ধসিল
নির্ম্মূল[২০] হইল দেহ।
চণ্ডীদাসে কয় কিছু[২১] নাহি ভয়[২১]
ঐছন কানুর[২২] লেহ॥

নী, ৩৪৫ ; তরু, ৮৮৩ ; বিপু; ২৯১, ২৯২ ইত্যাদি
১ বাদ, ২৯১, ২৯২ ২ কুসুমে, ২৯১
৩ গাঁথিনু, নী ; গাঁথিল, ২৯১ ; গাথিলু, ২৯২
৪ রসের, ২৯১, ২৯২ ৫ মালাতে, ২৯২
৬ কেনে, ঐ ৭ এমন, ২৯১, ২৯২
৮ মালাতে, ২৯২
৯-৯ বিশ জে আনিঞা, ২৯১
১০ জালাতে, ২৯১, ২৯২ ১১ বাদ, ২৯২
১২-১২ এমত°, ২৯২ ; কি কহিব সখি, তরু
১৩-১৩ শুনল সখি, ২৯১, ২৯২ (শোনল°) ; না শুনি না দেখি, তরু
১৪ আগুনি, ২৯২ ১৫ তাহার, ২৯২
১৬ উপর, তরু, ২৯২
১৭ লাগএ, ২৯১ ; পাইয়া, ২৯২
১৮ দোহে, ২৯১ ; দুয়ে, ২৯২
১৯ অধিক, ২৯২ ২০ নির্ম্মল, নী, ২৯১
২১-২১ কহিবে না হয়, তরু ২২ মানুষ, নী

---

[৮৬৯]

শ্রী[১]

সুখের লাগিয়া রন্ধন করিলু[২]
ঝালেতে[৩] জ্বলিল[৪] দেহ।[৫]
স্বাদু[৬] সে[৭] নহিল[৭] জাতি সে গেল
ব্যঞ্জন খাইবে কেহ॥[৮]
সই, ভোজনে[৯]বিস্বাদ[১০] ভেল।[১১]
কানুর পীরিতি রভস[১২] এমতি[১২]
কি[১৩] জানি কেমন হল॥[১৩]ধ্রু॥
পীরিতি-রসের সায়র[১৪] দেখিয়া
আরতি বাঢ়ালুঁ[১৫] তাতে।[১৬]
তবে[১৭] সে[১৭] সজনি দিবস[১৮] রজনী
আনল উঠিল চিতে॥
উঠিতে উঠিতে অধিক উঠিল
পীরিতে ডুবিল[১৯] দেহ।
নিমে লুণে[২০] সুধা[২০] একত্র করিয়া
ঐছন কানুর[২১] লেহ॥
চণ্ডীদাসে কয় প্রাণে[২২] এত সয়[২২]
সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা বিষ[২৩] তাহে আধা[২৩]
চিরঞ্জীবী দেহ কৈল॥

নী, ৩৩৯ ; তরু, ৮৮৪ ; বিপু, ২৮৭, ২৯১, ২৯২, ২৯৮ ইত্যাদি

[1] যথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, অন্যত্র

[2] করিনু, নী ; করিলাঙ, ২৮৭, ২৯১, ২৯২ ; করিঞা, ২৯৮

[3] জ্বালাতে, তরু, নী (পাঠান্তর)

[4] ঝালিল, নী, ২৮৭ ; জ্বলিল, নী (পাঠান্তর)

[5] দে, নী, ২৮৭, ২৯১, তরু

[6] স্বাদ, ২৯১ ; আস্বাদ, ২৯৮

[7-7] নহিল, তরু, নী, ২৯৮ ; না হৈল, ২৮৭ ; না পাইল, ২৯১

[8] কে, নী, তরু, ২৮৭, ২৯১

[9] ভোজন, নী, তরু, ২৯১, ২৯৮

[10] বিস্বাদু, ২৮৭

[11] হৈল, তরু, নী, ২৮৭, ২৯১ ; হইল, ২৯৮

[12-12] রস এই মতি, নী ; হেন রসবতী, তরু ; এমন রস, ২৮৭ ; জানিলু এমতি, ২৯২

[13-13] স্বাদ গন্ধ দূরে গেল, তরু

[14] নাগর, নী, তরু ; সাগর, ২৮৭, ২৯৮

[15] বাড়াইনু, নী ; বাঢ়াই, ২৮৭

[16] তাথে, নী, ২৯২, ২৯৮

[17-17] পরাণ, সকল পুথি

[18] গনিঞা, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮

[19] পুড়িল, সকল পুথি

[20-20] দুধ দিয়া, নী ; সুধা দিয়া, তরু

[21] তাহার, ২৮৭, ২৯১, ২৯৮, ২৯২

[22-22] হিয়ায় সহয়, নী, তরু ; হিয়ায় এত সয়, ২৮৭, ২৯৮ ; হিয়া এত সয়, ২৯২

[23-23] বিষগুণা° নী ; বিষগুণ°, তরু ; বিস আধগুণা, ২৮৭, ২৯১, ২৯৮

টীকা

পঙ্—১৮। তু°—"বিষামৃতে একত্রে মিলন"
(চৈঃ চঃ, মধ্যের দ্বিতীয়ে)

---

[৮৭০]

সূহই[1]

পাপ-পরাণে কত সহিবেক জ্বালা।
শিশুকালে[2] মরি গেলে হইত[3] যে ভালা॥
জ্বালা[4] জঞ্জাল সহ[5] তবে[5] পরিহরি।
ছেদন[6] করিয়া[6] দেও[7] পীরিতের ডুরি॥
তেমতি নহিলে[8] যার[9] এমতি ব্যাভার।
কলঙ্ক-কলসী লৈয়া ভাসিব পাথার॥
চণ্ডীদাসে[10] কহে ইহা[11] বাশুলী কৃপায়
পীরিতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায়॥

নী, ৩১৩ ; তরু, ৮৮৫ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮

[1] তথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯২

[2] শিয়ুতে, ২৯২ ; সিয়ুতে, ২৯৮

[3] হইথ, ২৯২

[4] এ জ্বালা, তরু ; জালা, ২৯২

[5-5] সব, ২৯২ ; সকল, ২৯৮ ; °তবে সে, নী

[6-6] ছেদনে ছেদিয়া, ২৯২, ২৯৮

[7] দেহ, তরু ; দিলু, ২৯৮ ; দাও, ২৯২

[8] নহিল, তরু, ২৯২ ; হইল, ২৯৮

[9] এখন, ২৯২

[10] চণ্ডীদাস, নী, ২৯২

[11] এই, নী, ২৯৮ ; যেই, ২৯২

---

[৮৭১]

সূহই[1]

ধরম[2] করম[3] গেল[3] গুরু-গরবিত।
অবশ করিল কালা[4] কানুর[5] পীরিত॥
ঘরে পরে কি না বলে কবির হাম[6] কি।
কেবা না[7] করয়ে[7] প্রেম আমি সে[8] কলঙ্কী

বাহির হইতে[৯] নারি লোক-চরচাতে।
হেন[১০] মনে করে বিষ খাইয়া মরিতে ॥[১০]
একে নারী কুলবতী[১১] অবলা বলে লোকে।
কানু[১২] -পরিবাদ হৈল[১২], পুড়্যা[১৩] মরি শোকে ॥
খাইতে নারি[১৪] যে[১৪] কিছু রহিতে নারি ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সামাল[১৫] অন্তরে ॥
জারিলেক[১৬] তনু মন ব্যাপিল শরীরে।[১৭]
চণ্ডীদাসে বলে ভাল হইবে সুস্থিরে ॥[১৮]

নী, ৩৫৪ ; তরু, ৮৮৬ ; বিপু, ২৯২, ৩৩০০ ইত্যাদি

১ বাদ, ২৯২, ৩৩০০

২ ইহার পূর্ব্বে ২৯২ পুথিতে নীর ২৮২ সং পদটীর প্রথম ১১ পঙ্‌ক্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং ভণিতার ৪ পঙ্‌ক্তির পরিবর্ত্তে ১২ পঙ্‌ক্তির এই পদটী সংযোজিত হইয়াছে

৩-৩ করম সরম ভরম কোথা গেল, ২৯২ ; করম কোথাকারে গেল, ৩৩০০

৪ মোরে, ২৯২, ৩৩০০

৫ কালার, ৩৩০০

৬ বাদ, ২৯২, ৩৩০০

৭-৭ নাহি করে, ২৯২

৮ বাদ, ২৯২, ৩৩০০

৯ বেরাইতে, ২৯২ ; বের্যাতে, ৩৩০০

১০-১০ এমন করয়ে মন বিষ খাই জিতে, ২৯২, ৩৩০০ (এমতি°)

১১ কুলের বৈরি, ২৯২, ৩৩০০

১২-১২ কানু-বাদ সদা বলে, ২৯২, ৩৩০০ (সভাই°)

১৩ পুড়িয়া, নী, ৩৩০০ ; পুড়ে, ২৯২

১৪-১৪ নারিয়ে, তরু, ৩৩০০

১৫ সাঁধাইল, নী ; সামাইল, তরু ; সন্তাইল, ৩৩০০

১৬ জারিল সে, তরু

১৭ শরীর, তরু, নী

১৮ সুস্থির, ঐ

টীকা

পদটী তরুতে প্রেমের প্রতি আক্ষেপ, এবং নী-তে স্বগতকথন পর্য্যায়ে স্থাপিত হইয়াছে। প্রচলিত পদাবলীর অন্যান্য পদের সহিত ইহার ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে, যথা—

পং—১। তু°—
"ধরম করম সকলি মজিল, ধাধসে পরাণ রাখি।"
(প্রঃ খঃ, ২৬১ সং পদ)

২। তু°—
"বিষম হইল কালা কানুর পীরিতি।"
(নী—৩৫৩ সং পদ)

৩। তু°—
"কলঙ্কে ভরিল দেশ কি করি উপায়।"
(ঐ, ২৮২ সং পদ)

৪। তু°—
"একেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে।"
(নী—২৫০ সং পদ)

৫। তু°—
"বাহির হইতে, লোকচরচাতে, বিষ মিশাইল ঘরে।"
(ঐ, ২৭০ সং পদ)

৬। তু°—
"হেন মনে করি, বিষ খেয়ে মরি"
(ঐ, ৩২৯ সং পদ)

৯। তু°—
"খাইতে না রুচে অন্ন, শুইনে না লয় মন।"
(নী—৩৬৬ সং পদ)

১০-১১। তু°—
"পীরিতি-গরলে মোর হেন দশা ভেল।
আছিল সোনার তনু কাল হৈয়া গেল ॥" (ঐ)

[৮৭২]

শ্রী[১]

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিলুঁ[২]
অনলে[৩] পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে[৪] সিনান করিতে
সকলি[৫] গরল ভেল ॥
সখি[৬], কি মোর করম[৭]-লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ[৮] সেবিলুঁ[৯]
ভানুর[১০] কিরণ দেখি ॥[১১]ধ্রু
উচল[১২] বলিয়া অচলে চড়িলুঁ[১২]
পড়িলুঁ[১৩] অগাধ জলে।
লছমি[১৪] চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল[১৫]
মাণিক হারালুঁ[১৬] হেলে ॥
নগর বসালাম[১৭] সাগর বাঁধিলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করম দোষে ॥[১৮]
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিলুঁ[১৯]
বজর[২০] পড়িয়া গেল।[২০]
কহে[২১] চণ্ডীদাস[২১] শ্যামের[২২] পীরিতি[২২]
মরণ[২৩] অধিক শেল[২৩] ॥

নী, ৩১১ ; তরু, ৮৮৭

১ ধানশী, তরু,
২ বান্ধিলুঁ, তরু ; বাঁধিলু, নী
৩ আগুনে, নী ; আনলে, তরু
৪ হিল্লোলে, তরু (পাঠ) ৫ সুধই, ঐ
৬ সখি হে, তরু ; সই, ঐ (পাঠা)
৭ কপালে, নী ; করমে, তরু
৮ চান্দ সে, তরু (পাঠা) ৯ সেবিনু, নী
১০ রবির, তরু ১১ বাদ, নী
১২-১২ নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে, তরু
১৩ পড়িনু, নী ১৪ লছিমী, তরু
১৫ বেড়ল, বাঢ়ল, তরু ১৬ হারানু, নী
১৭ বসালেম, নী
১৮ এই চারি পঙ্‌ক্তি তরুতে নাই
১৯ সেবিনু, নী
২০-২০ পাইনু বরজ তাপে, নী (পাঠান্তর)
২১-২১ জ্ঞানদাস কহে, তরু, নী (পাঠা°)
২২-২২ কানুর°, নী (পাঠান্তর), তরু ; পীরিতি করিয়া নী (পাঠান্তর)
২৩-২৩ মরমে রহল শেল, নী

দ্রষ্টব্য :—পদটী চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস এই উভয়ের ভণিতাতেই মিলিতেছে।

---

[৮৭৩]

সিন্ধুড়া

এ দেশে না রব[১] সই দূরদেশে যাব।
এ পাপ-পীরিতের কথা শুনিতে না পাব ॥
না দেখিব নয়নে পীরিতি করে যে।
এমতি বিষম চিতা[২] জ্বালি[৩] দিবে সে ॥
পীরিতি আঁখর তিন না দেখি নয়ানে।
যে কহে[৪] তাহার আর না দেখি বয়ানে ॥
পীরিতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।
দ্বিজ[৫] চণ্ডীদাসে[৫] কহে ইহার গুরু তুমি ॥

নী, ৩১০ ; তরু, ৮৮৮

১ রহিব, তরু ২ বেথা, ঐ
৩ জানি, ঐ ৪ করে, নী
৫-৫ চণ্ডীদাসে কহে রামী, ঐ

দ্রষ্টব্য :—রামী-চণ্ডীদাস-ঘটিত প্রেমের কাহিনী সহজিয়াদের কল্পনাপ্রসূত, কিন্তু পাঠান্তরে রামীর উল্লেখ নাই।

অতএব এই পদ অবলম্বন করিয়া রামীর অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায় না।

---

[৮৭৪]

ধানশী[১]

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
সিরজিল কোন্ ধাতা।
অবধি জানিতে শুধাব[২] কাহাকে[৩]
ঘুচাব[৪] মনের ব্যথা॥
পীরিতি-মূরতি[৫] পীরিতি-রতন[৬]
যার চিতে উপজিল।
সে ধনী কতেক জনমে[৭] জনমে[৭]
কি[৮] ভাগ্য করিয়াছিল॥
সই, পীরিতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে মানুষ[৯] জনমে
কি সুখে[১০] আছয়ে[১১] তারা॥ ধ্রু॥
যে জনা[১২] যা বিনে না জীয়ে[১৩] পরাণে
সেই[১৪] তার কুল বাসি।[১৪]
তবে কেনে[১৫] তারে কলঙ্কিনী বলে
অবোধ গোকুলবাসী॥
গোকুল-নগরে কেবা কিনা করে
অবোধ সে[১৬] মূঢ়[১৬] লোকে।
চণ্ডীদাস[১৭] ভণে[১৭] মরুক সে জনে[১৮]
পরচরচায় থাকে॥

নী, ৩৩৭ ; তরু, ৮৮৯ ; বিপু ২৯২, ২৯৩ ইত্যাদি
[১] বালা ধানশী, তরু ; বাদ, ২৯২, ২৯৩
[২] শুধাই, নী ; সোধাই, তরু
[৩] কাহাতে, তরু
[৪] ঘুচাই, নী, তরু
[৫] রতন, নী [৬] যতন, ঐ
[৭-৭] জনম ভরিয়া, ২৯২, ২৯৩
[৮] বাদ, তরু, ২৯২, ২৯৩
[৯] জনমে, তরু
[১০] সুখ, তরু, ২৯২, ২৯৩
[১১] জানয়ে, ঐ
[১২] জন, নী, তরু [১৩] রহে, নী, তরু
[১৪-১৪] সে যে হয় কুলনাশী, নী, তরু (°হৈল°)
[১৫] কেন, নী
[১৬-১৬] মূঢ় যে, নী ; মূঢ় সে, তরু
[১৭-১৭] চণ্ডীদাসের মন, নী, ২৯২, ২৯৩
[১৮] জন, ঐ

টীকা

পঙ্—২-১৫। কোন রমণী যদি কোন পরপুরুষকেও এমন গভীরভাবে ভালবাসে যে, ঐ পুরুষকে না পাইলে তাহার জীবনান্ত হয়, তাহা হইলে ঐ পুরুষকেই ঐ রমণীর কুল বলা হয়, এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়াই ঐ রমণী কুলবতী হইতে পারে, ইহাই সহজিয়া পিরীতির মূলতত্ত্ব।

তু°—"ও যেন মো বিনে, মজল অমনি, এমতি দোঁহার ভাব।" (নী—৭৮৩ সং পদ)। ইহাকেই বলে—"কুলটা হইবে, কুল না ছাড়িবে" (নী—৭৯৮ সং পদ)।

রাধা বলিতেছেন,—"আমি এই ভাবে কুল রক্ষা করিতেছি, কিন্তু মূর্খ গোকুলবাসীরা এই পিরীতি-তত্ত্ব জানে না বলিয়া আমাকে কলঙ্কিনী বলে।" তু°—"রসিক জানয়ে, রসের চাতুরী, আনে কহে অপযশ।" (নী—৩৩৫ সং পদ)।

দ্রষ্টব্য :—পদটী সহজিয়া প্রভাবান্বিত, অতএব অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

---

[৮৭৫]

শ্রী[১]

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
এ[২] তিন ভুবনে[২] সার[৩]।
এই মোর মনে হয় রাতি[৪] দিনে
ইহা বই[৫] নাহি আর ॥
বিহি[৬] এক চিতে[৭] ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল পী।
সুধার[৮] সায়র[৯] মথন[১০] করিতে[১১]
তাহে[১২] উপজিল রি ॥
পুন[১৩] যে মথিয়া অমিয়া হইল[১৩]
তাহে[১৪] ভিয়াইল[১৫] তি।
সকল সুখের এ[১৬] তিন আঁখর[১৬]
উপমা[১৭] দিব[১৮] যে[১৮] কি ॥
যাহার মরমে পশিল[১৯] যতনে[১৯]
এ তিন আঁখর সার।
ধরম করম সরম ভরম
কিবা[২০] জাতি কুল তার ॥[২০]
এ[২১] হেন[২১] পীরিতি না জানি কি রীতি
পরিণামে কিবা[২২] হয়।
পীরিতি-বন্ধন না[২৩] যায় খণ্ডন[২৩]
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥

নী—৩৭৯ ; তরু, ৮৯০ ; বিপু ২৯২, ২৯৩, ২৩৯৬, ইত্যাদি

১ বাদ, সকল পুথি
২-২ °ভুবন, নী, তরু ; ভুবনে আনিল, ২৩৯৬
৩ এই দুই পঙ্‌ক্তি নী ব্যতীত সর্ব্বত্রই পরবর্ত্তী দুই পঙ্‌ক্তির পরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।
৪ রাত্রি, ২৯২, ২৯৩, ২৩৯৬
৫ বহি, তরু, ২৯২, ২৯৩ ; বৈ, ২৩৯৬
৬ বিধি, ২৯২, ২৯৩, ২৩৯৬
৭ চিত্তে, ২৯২, ২৯৩
৮ রসের, তরু ; সুখের, ২৯২, ২৯৩
৯ সায়রে, নী
১০ মন্থন, তরু, ২৯২, ২৯৩ ; মথিতে, ২৩৯৬
১১ করিয়া, নী, ২৯২, ২৯৩ ; মথিতে, ২৩৯৬
১২ তাতে, তরু
১৩-১৩ পীরিতি রসের সায়র মথিয়া, নী, ২৩৯৬ (°মথিতে); অমিয়া মথিয়া তাহে জে হইল, ২৯২, ২৯৩
১৪ তাহা, ২৯২, ২৯৩
১৫ উপজিল, নী, ২৩৯৬
১৬-১৬ সায়র মথিয়া, ২৩৯৬
১৭ তুলনা, তরু, ২৯২, ২৯৩
১৮-১৮ বলিব, ২৯২, ২৯৩ ; বলিতে, ২৩৯৬
১৯-১৯ ভেদিয়া জনমে, ২৩৯৬
২০-২০ কি তার জিবনে আর, ঐ
২১-২১ এই জে, ২৯২, ২৯৩, ২৩৯৬
২২ জানি, নী ; কি জানি, ২৩৯৬
২৩-২৩ বড়ই বিষম, তরু, ২৯২, ২৯৩

টীকা

পঙ্‌—৫-১০। পীরিতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রথমভাগেই বর্ণিত হইয়াছে যে, সুখের সাগর হইতে পী, রসের সাগর হইতে রি, এবং প্রেমের সাগর হইতে তি-র উৎপত্তি হইয়াছিল (৪৩০-২ সং পদত্রয় দ্রষ্টব্য)।

[৮৭৬]

শ্রী[১]

পীরিতি বলিয়া একটী কমল
রসের[২] সায়র[২]-মাঝে।
প্রেম-পরিমল লুবধ[৩] ভ্রমর[৩]
ধায়ল[৪] আপন কাজে ॥

ভ্রমর[৫] জানয়ে কমল-মাধুরী
তেঞিঁ[৬] সে তাহার[৭] বশ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে কহে[৮] অপযশ॥
সই, এ কথা বুঝিবে[৯] কে।
যে জনা[১০] জানয়ে সে[১১] যদি না কহে[১১]
কেমনে ধরিব দে॥ ধ্রু॥[১২]
সুজন[১৩] কুজন যে জন না জানে
তাহারে কহিব কি।
পরাণে পরাণে যে জন মিলয়ে
তাহারে পরাণ দি॥[১৩]
ধরম করম লোক-চরচাতে[১৪]
এ কথা বুঝিতে নারে।[১৫]
এ তিন আঁখর যাহার মরমে[১৬]
সেই সে বুঝিতে পারে॥[১৭]
হেমের[১৮] গাগরি যেন বিষে ভরি
দুগ্ধে ভরি তার মুখ।
বিচার করিয়া জে জন না পিয়ে
পরিণামে পায় দুখ॥[১৮]
কহে[১৯] চণ্ডীদাস[২০] শুনগো[২১] সুন্দরি[২২]
পীরিতি রসের সার।
পীরিতি রসের রসিক নহিলে
কি[২৩] ছার[২৩] জীবন[২৪] তার॥

নী—৩৩৫; তরু, ৮৯১; বিপু, ২৩৮৬, ২৩৯৬, ২৮৯, ৩২৭, ৩৪৩৬, ৪২০২

[১] বাদ, সকল পুথি

[২-২] ফুটিল সাএর, ২৮৯; রূপীমু হিয়ার, ২৩৮৬, ৩৪৩৬; ফুটিল সায়র, ২৩৯৬

[৩-৩] লহ ২ করে, ২৮৯; লোভিত ভমর, ২৩৮৬; লুব্ধ°, ২৩৯৬; লোভিত ভ্রমর, ৩৪৩৬

[৪] ধাওল, নী, ৩২৭; ধাইল, ২৮৯

[৫] ভ্রমরা, ২৩৮৬, ২৩৯৬, ৩৪৩৬

[৬] তেঁই, নী; তেন্নি, ৩৪৩৬

[৭] তাহারি, ২৩৮৬

[৮] করে, নী, ৩২৭; গাত্র, ২৩৯৬

[৯] কহিব, ৩২৭, ২৮৯

[১০] জন, নী, তরু, ৩২৭

[১১-১১] সে জনা কহয়ে, ২৮৯; সেই সে কহিব, ৩২৭

[১২] এই ৩ পঙ্‌ক্তি, ২৩৮৬, ২৩৯৬, ৩৪৩৬ পুথিতে নাই।

[১৩-১৩] বাদ, ২৩৮৬ পুথি ভিন্ন সর্ব্বত্র

[১৪] চরচএে; ৩২৭; চরাচর, ২৮৯, ২৩৮৬, ৩৪৩৬

[১৫-১৫] জে জনা ছাড়িতে পারে, ২৮৯, ২৩৯৬

[১৬] অন্তরে, ৩২৭, ২৩৯৬; হ্রিদয়ে, ৩৪৩৬, ২৩৮৬

[১৭] এই দুই পঙ্‌ক্তির স্থানে ২৮৯ পুথিতে আছে—'পিরিতি বলিয়া, এই জে বচন, সেই সে কহিতে পারে।'

[১৮-১৮] এই ৪ পঙ্‌ক্তি ২৩৯৬ ভিন্ন অন্যত্র নাই।

[১৯] ভণে, ৩২৭।

[২০] নরহরি, ৩২৭, ৩৪৩৬, ৪২০২, ২৩৮৬, ২৩৯৬, তরু (পাঠা°)।

[২১] শুনহে, নী; শুনল, তরু; শুনহ, ৩২৭

[২২] নাগরি, নী

[২৩-২৩] বৃথাই, ২৩৯৬

[২৪] পরাণ, তরু; জনম, ২৩৯৬

টীকা

পঙ্‌—১-৪। রসের সাগরে পিরীতি কমল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে; তাহার প্রেমরূপ পরিমলে প্রলুব্ধ হইয়া ভ্রমর আপন কাজে অর্থাৎ মধুপান করিবার জন্য তাহার প্রতি ধাবিত হইয়াছে।

৫-৬। কমলের মাধুর্য্য যে তাহার বাহ্য সৌন্দর্য্যে নহে, কিন্তু অন্তর্নিহিত পরিমলে, ইহা ভ্রমর জানে, এবং এইজন্যই কমলের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রকৃত রসিকেরাও সেইরূপ রসের লীলা বুঝিতে পারে, অর্থাৎ কাম পরিত্যাগ করিয়া তাহারা প্রেমের জন্য উন্মত্ত হয়, কিন্তু সাধারণ লোকে

ইহা বুঝিতে পারে না বলিয়া তাহাদের অপযশ ঘোষণা করে।

তু°—"ও রূপ দেখিয়ে মরম করয়ে
রসিক কহায় সে?"
(নী—৭৯০ সং পদ)

আর এই রূপ কিরূপ?

"যেমন দীপিকা উজরে অধিকা
ভিতরে অনলশিখা।
পতঙ্গ দেখিয়া পড়য়ে ঘুরিয়া
পুড়িয়া মরয়ে পাখা॥
জগৎ ঘুরিয়া তেমতি পড়িয়া
কামানলে পুড়ি মরে।
রসজ্ঞ যে জন সে করয়ে পান
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে॥"
(নী—৮০৫ সং পদ)

১২-১৫। কুজন পরিত্যাগ করিয়া সুজন বাছিয়া লও, যথা—

"আপনা বুঝিয়া সুজন দেখিয়া
পীরিতি করিব তায়।"
(নী—৭৮৩ সং পদ)

ইহা যে বুঝিতে পারে না, তাহাকে আর কি বলিব? সুজন পাইলে তাহাকে প্রাণ দেই, কারণ—

"যদি পরাণে পরাণে মিশাইতে পারে
তবে সে পীরিতি দঢ়।"
(নী—৭৮৩ সং পদ)

১৬-১৯। সাধারণ লোক, যাহারা ধর্ম্ম, কর্ম্ম এবং লোকাচার লইয়া ব্যস্ত থাকে, তাহারা ইহা বুঝিতে পারে না, যাহারা পী-রি-তি-পাগল, তাহারাই বোঝে।

২০-২৩। তু°—

"বিষের গাগরি ক্ষীর মুখে ভরি
কেবা আনি দিল আগে।
করিনু আহার না করি বিচার
এ বধ কাহারে লাগে॥"
(নী—৩২৩ সং পদ)

এইরূপ বিচার না করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হওয়াতে এখন আমাকে এই কষ্ট পাইতে হইয়াছে।

২৪। নী, তরু, ও ২৮৯ সং পুথিতে চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে, কিন্তু পাঁচখানা পুথিতে এবং তরুর পাঠান্তরে নরহরির ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। সহজিয়া প্রেমের এইরূপ অভিব্যক্তি চৈতন্যদেবের অনেক পরবর্ত্তী যুগে হইয়াছে বলিয়া শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরকে এই পদ আরোপ করা সঙ্গত নয়। নরহরি নামধারী পরবর্ত্তী কোন কবি এই সহজিয়া পীরিতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

দ্রষ্টব্য:—১৯২৭ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট জার্নেল নামক পত্রিকায় এই পদের নরহরি-ভণিতা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম। (ঐ, ৫৫-৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

---

[৮৭৭]

শ্রী[১]

সুখের পীরিতি আনন্দের[২] রীতি
দেখিতে সুন্দর হয়।
কাঞ্চন[৩] পীযূষে মদন সহিতে
মাখিলে[৩] সে রসময়॥[৪]
সই, কেমন[৫] কারিগর[৬] সেহ।[৭]
এ[৮] সব সংযোগ কেমনে করিলে[৮]
কেমনে[৯] গড়িলে দেহ॥[১০]ধ্রু॥[১১]
সিন্ধুর[১২] ভিতরে অমিয়া থাকয়ে
কেমনে পাইল[১৩] সেহ।[১৩]
মাটীর ভিতরে কাঞ্চন গড়য়ে
সন্দেহ এ[১৪] বড়ি এহ॥[১৪]

মদন-মাদন থাকে কোন স্থানে
৮ বুঝিতে সন্দেহ এহ ।[১৫]
এ তিন আনিয়া একত্রে ছানিয়া
গড়িল কেমন দেহ ॥[১৬]
তিন তিন গুণে বিন্ধিল[১৭] পরাণে[১৭]
পাঁজর[১৮] ধসিয়া[১৯] গেল ।
যতন করিয়া অবলা বধিতে
আনিল[২০] এমতি শেল ॥
এমতি অকাজ করে কোন্ রাজ
বুঝিতে নারিলুঁ[২১] মোরা ।
কুলের ধরমে তেজিলুঁ[২২] মরমে
এমতি হউক তারা ॥
চণ্ডীদাসে কয় মিছা[২৩] গালি হয়
না দেখি জনেক লোকে ।
আপনা আপনি বলয়ে[২৪] কুবাণী[২৫]
আপন মনের[২৬] সুখে ॥

নী, ৩৪০ ; তরু, ৮৯২ ; বিপু, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮

[১] যথারাগ, তরু, ২৯৮ ; বাদ, অন্য পুথি

[২] আনন্দ যেঁ, তরু, নী

[৩] মধুর, তরু

[৪-৪] মাখিলে এমতি লয়, নী, ২৯৮ ; মাখিতে এ তিন হয়, ২৮৭ ; মাখি যেমন মনেতে লয়, ২৯২

[৫] কিবা, তরু ; যেমন, ২৯২

[৬] কারিকর, নী, ২৮৭, ২৯২

[৭] সে, তরু, ২৮৭, ২৯২

[৮-৮] এমত সংযোগে, করি অনুরাগে, তরু ; কেমতে করিল, ২৯২

[৯] কেমতে, তরু

[১০] দে, তরু, ২৮৭ ; সে, ২৯২

[১১] বাদ, নী, ২৯২

[১২] পরবর্ত্তী ৮ পঙ্ক্তির পরিবর্ত্তে তরুতে এই ৪ পঙ্ক্তি আছে :—

"সাগর-মাঝারে থাকয়ে অমিয়া
কেমনে পাইবে সেহ ।
মদন-মাদন পাইল কোন স্থান
রসে নিরমিল দেহ ॥"

এই ৪ পঙ্ক্তিই নী-তে ১২-১৫শ পঙ্ক্তির পাঠান্তর-রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে ।

[১৩-১৩] পাইবে লেহা, ২৮৭ ; °জে, ২৯৮

[১৪-১৪] হয় বড়ি এ, ২৯৮

[১৫] হয়, নী, ২৮৭, ২৯৮

[১৬] দেয়, ২৮৭

[১৭-১৭] বিন্ধিলেক ঘুণে, তরু, নী, ২৯৮

[১৮] পাজরে, নী, ২৯২

[১৯] পশিয়া, নী, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮

[২০] আনিলে, তরু

[২১] নারিল, নী

[২২] ত্যজিনু, ঐ

[২৩] অল্প, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮

[২৪] বোলহ, তরু ; বলে জে, ২৯৮ ; বলায়, নী

[২৫] কাহিনী, তরু, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮

[২৬] মরম, নী

টীকা

পঙ্—১-২ । প্রেম, রূপ ও আনন্দের স্থিতি একাধারে ।

৩-৪ । কাঞ্চন রূপের, পীযূষ আনন্দের, এবং মদন আকর্ষণ বা প্রেমের স্বরূপ । এই তিনটীর সংমিশ্রণে রসময় বা আস্বাদনীয় হয় ।

৫-৭ । এই তিনটীর সংযোগে অদ্ভুত দক্ষতার সহিত বিধাতৃ-কর্তৃক মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে ।

৮-১৫ । এখন এই তিনটীর অবস্থান সম্বন্ধে বলা হইতেছে । সিন্ধুতে অমৃত থাকে (কারণ সমুদ্রমন্থনে ইহা উদ্ভূত হইয়াছিল), মাটীর ভিতরে অর্থাৎ খনিতে কাঞ্চনের অবস্থিতি, আর মদন মাদন প্রভৃতির আকর্ষণ ভাবরাজ্যে । এই তিনটী সংগ্রহ করিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে ।

[৮৭৮]

শ্রী[১]

সই, পীরিতি আখর তিন।
জনম অবধি ভাবি নিরবধি
না[২] জানি রাতি কি দিন ॥[২]ধ্রু[৩]
পীরিতি পীরিতি সব জন[৪] কহে
পীরিতি কেমন রীত।
রসের[৫] স্বরূপ পীরিতি মুরতি
কেবা করে পরতীত ॥[৫]
সই, কি আর কুল[৬]-বিচারে।
শ্যাম বঁধু বিনে তিলেক না জীব[৭]
কি মোর সোদর[৮] পরে ॥[৯]
পীরিতি মন্তর[১০] জপে[১১] যেই জন[১১]
নাহিক তাহার মূল।
বঁধুর পীরিতে আপনা বেচিলুঁ[১২]
নিছি[১৩] দিলুঁ[১৪] জাতিকুল ॥
সে রূপ-সাগরে[১৫] নয়ান[১৬] ডুবিল[১৭]
সে গুণে বাঁধিল[১৮] হিয়া।
সে সব চরিতে ডুবিল[১৯] যে চিতে[১৯]
নিবারিব[২০] কিবা[২০] দিয়া ॥
খাইতে খাইছি শুইতে শুইছি[২১]
আছিতে আছিয়ে[২২] ঘরে।
চণ্ডদাসে[২৩] কয়[২৪] ইঙ্গিত পাইলে
আগুন[২৫] ভেজায় ঘরে[২৫] ॥

নী—৩৩৬ ; তরু, ৮৯৩ ; বিপু ২৯২, ২৯৮

১ যথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯২

২-২ না জানিয়ে রাতিদিন, তরু ; না জানি কি রাতিদিন, ২৯৮

৩ বাদ, নী, ২৯২

৪ জনা, তরু

৫-৫ রসের পীরিতি, রসের স্বরূপ, কেনা করে পরতীত, নী ; রসের স্বরূপ, ভাবিতে ২, কেনা করে পরতীত, ২৯২ ; রসের স্বরূপ ভাবিতে পিরিতি°, ২৯৮

৬ কুলের, ২৯২, ২৯৮

৭ জিয়ে, ২৯২

৮ দোশর, ২৯২ ; দোষর, ২৯৮

৯ এই তিন পঙ্‌ক্তি তরুতে নাই

১০ মন্ত্র, ২৯২

১১-১১ জপি নিরন্তর, নী

১২ বেচিনু, নী, ২৯২ ; বেচলু ২৯৮

১৩ নিছিয়া, নী, ২৯২ ; নিছিঞা, ২৯৮

১৪ দিনু, নী, ২৯২ ; দিলু ২৯৮

১৫ সায়রে, ২৯২

১৬ নয়ন, তরু, ২৯২

১৭ ডুবল, তরু (পাঠা°) ।

১৮ বান্ধল, তরু ; বান্ধিল, ২৯২ ; বান্ধলু ২৯৮

১৯-১৯ ডুবল মন, ২৯২ ; ডুবল মন যে, ২৯৮

২০-২০ আনিব কি গুণ, ২৯২, ২৯৮

২১ ছিলু, ২৯৮

২২ আছয়ে, নী

২৩ চণ্ডীদাস, তরু, ২৯২

২৪ কহে, তরু, ২৯২

২৫-২৫ অনল দি ঘর দ্বারে, তরু ; অনল দিয়ে দুয়ারে, তরু (পাঠ°) ; আগুনি মিটাব ঘরে, ২৯২ ; আগুন মেটাব ঘরে, ২৯৮

টীকা

পঙ্—৬-৭। পীরিতি পূর্ণরসময়, ইহা অনেকেই বুঝিতে পারে না।

১৯-২২। আমি খাইবার কালে খাই, শুইবার সময় শুই, এবং ঘরেও আছি, কিন্তু আমার প্রাণ সর্ব্বদাই শ্যামের প্রতি নিবিষ্ট রহিয়াছে, এই সকল কাজে আমার মন নাই। চণ্ডীদাস বলিতেছেন, রাধার অবস্থা এমন হইয়াছে যে, একটু ইঙ্গিত পাইলেই সে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

[৮৭৯]

শ্রীরাগ[১]

শ্যামের পীরিতি হইল[২] মিরিতি[২]
তবে কি পরাণ[৩]-ফলে।
পীরিতি[৪] পরাণ করিলে সমান[৪]
কে[৫] তারে জীয়ন্ত বলে॥
যদি[৬] হাম শ্যাম বঁধু লাগি পাও[৬]
তবে সে এ দুখ টুটে।[৭]
আন[৮] মত[৮] শুনি মনের আগুনি
ঝলকে ঝলকে উঠে॥
পরাণ[৯]-রতন পীরিতি-পরশ[৯]
জুখিলুঁ[১০] হৃদয়[১১]-তুলে।
পীরিতি পরশ[১২] দ্বিগুণ[১৩] হইল[১৪]
পরাণ উঠিল চুলে॥[১৫]
জাতি কুল বলি[১৬] দিলুঁ[১৭] তিলাঞ্জলি[১৮]
আর[১৯] সতী[২০]-চরচাতে।
তনু ধন[২১] জন[২১] জীবন যৌবন
নিছিলুঁ[২২] কালা[২৩]-পীরিতে।[২৪]
হিয়ায়[২৫] হিয়ায় লাগিয়া রহিব[২৫]
পরাণে পরাণ[২৬] জোড়া।[২৭]
না[২৮]জানি কি খেনে[২৯] কি[৩০] দিয়া কি কৈল[৩০]
মরিলে[৩১] না যায় ছাড়া॥
তিলেক[৩২] মরিয়ে যদি না দেখিয়ে
শয়নে[৩৩] স্বপনে[৩৩] বন্ধু।
কহে[৩৪] চণ্ডীদাস[৩৪] মরমে রহল[৩৫]
পীরিতি অমিয়া-সিন্ধু॥

নী—৩৮১; তরু, ৮৯৫; বিপ্-২৯১, ২৯২, ২৯৮; সাপ°, ২৯১

১ গান্ধার, ২৯২; বাদ, ২৯১

২-২ মুরতি হইল, তরু, নী; নিরিতি হইলে, ২৯১; হইলে মিরিতি, ২৯২; হইল মিরিতি, ২৯৮; মিরিতি হইলে, সাপ, ২৯১

৩ পরাণে, তরু

৪-৪ পরাণে পিরিতে সমান করিলে, তরু; পরাণ পীরিতি সমান করিলে, নী, ২৯১, ২৯৮ (°সম করিল)।

৫ কি, ২৯২

৬-৬ °পাউ, নী; সই যদি শে শ্যাম বন্ধুর লাগালি পাও, ২৯১; জদি সেই°, ২৯২; সই জদি শ্যামের লাগী পাঙো, ২৯৮

৭ ছুটে, ২৯২

৮-৮ আন উপায়, নী, ২৯১, ২৯৮; আনোপায়, ২৯২

৯-৯ পরাণ সমান পিরিতি রতন, তরু, নী, (পাঠান্তর); °পিরিতি পরেশ, ২৯১; পিরিতি পরাণ করিল জতন, ২৯২

১০ জুকিনু, নী; লাগিল, ২৯২

১১ হৃদয়ে, তরু (পাঠা°)

১২ রতন, তরু, নী; বেয়াধি, নী (পাঠান্তর), ২৯১

১৩ অধিক, তরু, নী; না হলা, ২৯২

১৪ সমাধী, ২৯২

১৫ তুলে, তরু (পাঠা°)

১৬ বতি, ২৯১

১৭ দিয়ে, নী; দিল, ২৯২

১৮ জলাঞ্জলি, নী (পাঠান্তর)

১৯ কি আর, নী, ২৯১, ২৯২, ২৯৮

২০ সে, ২৯২

২১-২১ মন ধন, ২৯৮

২২ নিছিনু, নী; নিছোলাম, ২৯৮; নিছিলি, ২৯২

২৩ শ্যামের, ২৯১, ২৯৮; শ্যাম, ২৯২

২৪ পৃতে, ২৯১

২৫-২৫ হিয়ায় রাখিব কাবে না কহিব, তরু, নী; হীয়ায়ে হীয়া রাখিব লাগিয়া, ২৯২; হিয়ায়ে ২ লাগিয়া রাখিব, ২৯৮

২৬ পরাণে, তরু, ২৯১, ২৯২

২৭ জড়া, তরু

২৮ কি, তরু, নী

২৯ ক্ষেণে, নী

৩০-৩০ কি কৈল কি জানে, ২৯২

৩১ মল্যোহ, ২৯৮ ৩২ তিলেক, নী

৩৩-৩৩ সপনে সে শ্যাম, ২৯১, ২৯২, ২৯৮

৩৪-৩৪ চণ্ডিদাসে কহে, ২৯১, ২৯২ (°কয়), ২৯৮

৩৫ রহিল, নী ; হানএ, ২৯১ ; হানয়, ২৯২, ২৯৮

টীকা

পঙ্—১-২। শ্যামের পীরিতি আমার মৃত্যুসম হইল, এখন তাহার বিরহে আর প্রাণে কাজ কি? তু—"পীরিতি-বিচ্ছেদে, জীবন না রহে।" (নী—৩২৫ সং পদ)। মিরিতি—মৃত্যুসম।

৩-৪। যাহারা পীরিতি ও প্রাণ সমান ভাবে, তাহারা বিচার-বুদ্ধিহীন, কারণ প্রাণ হইতে পীরিতি বড়। তু°—

"পীরিতির দায় প্রাণ ছাড়া যায়
পীরিতি ছাড়িতে নারে।"
(প্রঃ খঃ, ৩৯১ সং পদ)

৯-১২। তু°—

"পীরিতি মিরিতি তুলে তোলাইলুঁ
পীরিতি গুরুয়া ভার।"
(তরু, ৯১৯ সং পদ)

পীরিতি-পরশ—পীরিতিরূপ স্পর্শমণি।

---

[৮৮০]

শ্রী[১]

কানু-পরিবাদ মনে ছিল সাধ
সফল করিল[২] বিধি।
কুজন[৩]-বচনে[৩] ছাড়িব[৪] কেমনে[৪]
সেহেন গুণের নিধি॥
বঁধুর[৫] পীরিতি শেলের স্মান[৬]
পহিলে পশিল[৭] বুকে।
দেখিতে[৮] দেখিতে[৮] ব্যথাটি বাড়িল[৯]
এ দুখ কহিব কাকে॥
হিয়া দরদর[১০] করে নিরন্তর
যারে[১১] না দেখিলে মরি।[১১]
হিয়ার ভিতরে কি শেল সামা'ল[১২]
বল না কি বুদ্ধি[১৩] করি॥
অন্য ব্যথা নয় বোধে শোধে রয়[১৪]
হিয়ার মাঝারে[১৫] থুয়া।[১৬]
কোন্[১৭] কুলবতী কুল মজাইয়া[১৭]
কেমনে রয়েছে[১৮] সয়া॥[১৯]
আমরা[২০] অখল হৃদয় সরল[২০]
কথায়[২১] ভুলিয়া গেলুঁ।[২২]
পরের কথায়[২৩] পীরিতি করিয়া
জনম কাঁদিয়া[২৪] মলুঁ॥[২৫]
সকল ফুলে ভ্রমরা[২৬] বুলে
কি[২৭] তার আপন[২৮] পর।
চণ্ডীদাস[২৯] কহে[৩০] কানুর পীরিতি
কেবল[৩১] দুখের ঘর॥

নী, ২৮১ ; তরু, ৮৯৬ ; বিপু, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৮ ইত্যাদি

১ বাদ, সকল পুথি

২ করল, ২৯১, ২৯২

৩-৩ কুজনের°, ২৮৯, ২৯১ ; কুজনার°, ২৯৮ ; কুজনের বোলে, ২৯২

৪-৪ ছাড়িতে নারিব, তরু, ২৯২

৫ বন্ধুর, তরু, ২৯১, ২৯২, ২৯৮ ; এই চারি পঙ্ক্তি ২৯২ পুথিতে পরবর্তী চারি পঙ্ক্তির পরে আছে।

৬ ঘা, নী, তরু, ২৯১, ২৯৮ ; ঘাতক, ২৮৯

৭ সহিল, নী, ২৮৯, ২৯১, ২৯৮ ; সহিলুঁ, তরু

৮-৮ ভাবিতে ভাবিতে, ২৯১

৯ বাড়ল, নী ; বাড়এ, ২৮৯ ; বাড়ীল, ২৯৮ ; বাঢ়ল, ২৯২

১০ দগদগ, তরু ; দগদগি, ২৯২ ; জর ২, ২৯৮

১১-১১ মোরে জারে না দেখিলে তারে মরি, ২৯২ ; °পেখিলে°, ২৮৯

১২ সাঁধাইল, নী ; সন্তাইল, তরু ; সন্তাল্য, ২৮৯ ; সাস্তাইল, ২৯১ ; সামাইল, ২৯২, ২৯৮
১৩ বুঝি, ২৮৯, ২৯৮
১৪ যায়, নী
১৫ ভিতরে, ২৯১, ২৯২
১৬ থুইয়া, তরু ; থুঞা, ২৯১ ; থুয়্যা, ২৯৮
১৭-১৭ কুলবতী হৈয়া কুল তেয়াগিয়া, নী, ২৯২, ২৯৮
১৮ আছয়ে, ২৯২
১৯ সইয়া, তরু ; সঞা, ২৯১ ; সয়্যা, ২৯২, ২৯৮
২০-২০ অবলা অথল°, তরু ; আমরা অবলা সরল রিদয়, ২৮৯ ; আমরা অবলা অথল রিদঅ, ২৯১ ; আমরা অথল সরল রিদয়, ২৯২, ২৯৮ (°রিদয় সরল)
২১ কথায়ে, তরু, ২৯১ ; অলপে, ২৮৯ ; কথাতে, ২৯৮
২২ গেনু, নী
২৩ কথাএ, ২৯১
২৪ কান্দিয়া, তরু, ২৯২ ; কান্দিএ, ২৮৯ ; কান্দিআ, ২৯১ ; কান্দিতে, ২৯৮
২৫ মনু, নী
২৬ ভ্রমর, ২৮৯, ২৯৮
২৭ কে, ২৯২
২৮ আপনা, তরু, ২৯১
২৯ চণ্ডীদাস, নী, তরু, ২৮৯, ২৯২
৩০ বলে, ২৮৯, ২৯২, ২৯৮ ; বাদ, ২৯১
৩১ সদাই, ২৯৮

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এই পদের ৯-১২, এবং ১৭-২০ এই আট পঙ্‌ক্তি অনেক পুথিতেই পাওয়া যায় না (তরু, পাঠান্তর দ্রষ্টব্য)।

পঙ্‌—১-২। তু°—

"°বিহি নিকরুণ তাহে ভেল বাদ
সকল হইল ভোর।"

৩৫২ সং পদ

৩-৪। তু°—

"তোমরা আমারে যে বল সে বল
কালিয়া গলার মালা।"

নী—২৮৫ সং পদ

৫-৮। তু°—

"স্থির হৈতে নারী প্রাণের সখী গো
বুকে খেয়েছি ঘা।"

নী—২৭৩ সং পদ

---

[৮৮১]

ধানশী[১]

নিঠুর কালিয়া না গেল বলিয়া
জানিলে যাইথু[২] সাথে।
গুরু-গরবিত[৩] বসতি আমার
পরাণ লইয়া[৪] হাতে ॥[৫]
সই, কি[৬] আর বলিব তোরে।[৬]
আপন অন্তর না করে[৭] বেকত
তবে সে কহি যে[৮] তারে[৯] ॥ধ্রু[১০]॥
মনের[১১] মরম যে জনা না জানে[১১]—
মরম[১২] জানিবে কে।
সেই সে জানয়ে[১৩] মনের মরম
এ রসে মজিল যে ॥
চোরের রমণী[১৪] যেন[১৫] অনাথিনী[১৫]
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া পীরিতি[১৬] করিলে[১৬]
তেমতি[১৭] সঙ্কট তারে ॥
কে আছে ব্যথিত যাবে[১৮] পরতীত[১৮]
এ দুখ কহিব[১৯] কারে।[২০]
হয়[২১] দুখ[২১]-ভাগী পাই তার লাগি
তবে সে কহি যে তারে ॥

পরে[২১] কি জানয়ে পরের বেদন
সে রত আপন কাজে।[২২]
চণ্ডীদাসে বলে বনের[২৩] ভিতরে[২৩]
কভু[২৪] কি রোদন সাজে ॥[২৪]

নী, ৩৪৬; তরু, ৯৫৩; বিপু, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৮ ইত্যাদি

১ যথারাগ, ২৯৮; সিন্ধুড়া, তরু; বাদ, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৮
২ জাইথাম, ২৮৯; জাইতাঙ, ২৯১; জাইতু, ২৯৮; যাইত, নী
৩ গঞ্জিত, ২৮৯
৪ করিঞা, ২৯৮
৫ সাথে, ২৯৮
৬-৬ ই কথা কহিব কারে, ২৮৯
৭ কর, নী ২৯২
৮ কহিএ, ২৮৯, ২৯১, ২৯৮
৯ তোরে, নী
১০ বাদ, নী, ২৮৯, ২৯৮
১১-১১ বাদ, ২৯১, ২৯২, ২৯৮
১২ মনের মরম, ঐ, নী, তরু
১৩ জানে, নী; জানিবে, ২৯২
১৪ মা যেন, নী; মা, ২৯১, ২৯৮; মায়ে, ২৯২, তরু
১৫-১৫ পোয়ের লাগিয়া, নী, ২৯১, ২৯২, ২৯৮ (°লাগী), তরু
১৬-১৬ °করিঞা, ২৯১; কুল তেয়াগিয়া, ২৯২
১৭ এমতি, তরু, নী; তেমত, ২৯১
১৮-১৮ করে পরহিত, ২৯২; করে মোর হিত, ২৯৮; করে°, তরু
১৯ কহি যে, নী
২০ এই দুই পঙ্‌ক্তি বাদ, ২৯১
২১-২১ এ দুখের, ২৯২
২২-২২ ভাবিতে গুণিতে জীবন সংশয়, পঞ্জর জাড়িল ঘুনে, ২৮৯; °সতর আপন কাজে, তরু
২৩-২৩ মনের ভিতরে, ২৮৯
২৪-২৪ তাহা কে বেদন জানে, ২৮৯; তাহে কি°, তরু

দ্রষ্টব্য:—প্রথম ৮ পঙ্‌ক্তির স্থানে তরুতে আছে—

"এমত বেভার না জানি তাহার
পিরিতি যাহার সনে।
গোপত করিয়া কেনে না রাখিল
বেকত করিল কেনে ॥"

টীকা

পঙ্‌—১২-১৫। তু°—

"চোরের মা যেন, পোয়ের লাগিয়া, ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হয়ে, পীরিতি করিলে, এমতি ঘটিবে তারে ॥"

নী—৩৭৩ সং পদ

---

[৮৮২]

বড়ারি[১]

কেনে কৈলুঁ[২] পীরিতির সাধ।
পীরিতি-অঙ্কুর হৈতে যত দুখ পাইলুঁ[৩] চিতে
শুনিলে গণিবে পরমাদ ॥[৪]ধ্রু
মুঁই যদি জানিতুঁ[৫] এত তবে কেন হব রত
না করিতুঁ[৬] হেন সব কাজ।
ভুলিলুঁ[৭] পরের বোলে কুলটা হইলুঁ কুলে
জগৎ ভরিয়া রৈল[৮] লাজ ॥
যখন পীরিতি কৈল আনি চাঁদ হাতে দিল
পুন তারে[৯] না পাই দেখিতে।
কি করিতে কি না[১০] করি ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি
অবশেষে প্রাণ চাহে[১১] নিতে ॥
পীরিতি আঁখর তিন যাহার হৃদয়ে চিন
তার কিবা লাজ কুলভয়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস যে করে পীরিতি আশ
তার বুঝি এই দশা[১২] হয় ॥

নী, ৩৭৮ ; তরু, ৯৫৬

১	বরাড়ী, তরু	২	কৈনু, নী
৩	পাইনু, ঐ	৪	বাদ, ঐ
৫	জানিতু, ঐ	৬	করিতু, তরু (পাঠা°)
৭	ভুলিনু, নী	৮	রইল, ঐ
৯	তাহে, ঐ	১০	বা, তরু (পাঠা°)
১১	চায়, নী	১২	সব, ঐ

---

[৮৮৩]

ধানশী

সই, কাহারে করিব রোষ।
না জানি না দেখি সরল লইনু
সে পুনি আপন দোষ॥
বাতাস বুঝিয়া ফেলাইতু পা
বাড়াই বুঝিয়া থেহ।
মানুষ বুঝিয়া কথা সে কহিয়ে
রসিক বুঝিয়া লেহ॥
মরক বুঝিয়ে ধরিয়ে ডাল
ছায় সে বুঝিয়ে মাথা।
গাহক বুঝিয়া গুণ প্রকাশিয়ে
ব্যথিত বুঝিয়া ব্যথা।
অবিচারে সই করিল পীরিতি
কেন কৈল হেন কাজে।
চণ্ডীদাস কহে ধী রহ সুন্দরি
কহিলে পাইবে লাজে॥

নী—৩৪৭

---

[৮৮৪]

ধানশী[১]

হিয়া মাঝারে বিরলে[২] রাখিহ[৩]
বিরল মনের কথা।
মরম জানে ধরম বাখানে
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
যারে[৪] নাহি দেখি[৪] শয়নে স্বপনে
না দেখি নয়ন-কোণে।
তবু[৫] সে সজনি দিবস-রজনী
সদাই পড়িছে মনে॥
হাম অভাগিনী পরের অধিনী
সকলি পরের বশে।
সদাই এমনি[৬] পুড়িছে পরাণী[৭]
ঠেকিয়া পীরিতি-রসে॥
অনুখন মন করে উচাটন
না[৮] সরে মুখেতে[৮] কথা।
চণ্ডীদাসের মন অরুণ নয়ন
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা॥

নী, ৩৪৮ ; বিপু, ২৯২ ইত্যাদি

১	বাদ, ২৯২	২	যতনে, নী
৩	রাখিব, ঐ	৪-৪	না দেখি জনমে, ২৯২
৫	মোর, ঐ	৬	জেমন, ঐ
৭	পরাণ, ঐ	৮-৮	মুখে নাহি সরে, ঐ

---

[৮৮৫]

শ্রী[১]

পীরিতি-আনল ছুঁইলে মরণ
শুনহ[২] কুলের[৩] বধূ।
আমার[৪] বচন না শুন এখন[৫]
(পাছে[৫]) জানিবে কেমন[৬] মধু॥

সই,[৭] ও বোল না বল মুখে।[৮]
পীরিতি-আনলে পুড়িয়া মরিবে
জনম যাইবে দুখে ॥ধ্রু[৯]॥
সদা ছট্‌ফট্ মুরলী বিকট
নট-পটী তার বেশ।
বিষের[১০] করণ[১০] তখনি মরণ
এ বিষে জীবন শেষ ॥
নয়ানের কোণে চাহে যার[১১] পানে
সে ছাড়ে জীবন-আশ।
কানুর[১২] পরশে অমিয়া বরিশে[১২]
কহে[১৩] বড়ু[১৩] চণ্ডীদাস ॥

নী, ৩৫১ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০ ইত্যাদি
তু°—নী-৩৭৪

[১] যথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, অন্যপুথি
[২] সুনল, ২৯২, ৩৩০০ ; শুনলো, ২৯৮
[৩] বড়ুয়ার, ২৯২
[৪-৪] এখন না শুন আমার বচন, ২৯১ ; এখন আমার না সুন বচন, ২৯২ ; আমার এখন শুনল বচন, ২৯৮ ; আমার এখন না সুন বচন, ৩৩০০
[৫] বাদ, নী, ২৯২
[৬] জেমন, ২৯১, ২৯২ [৭] বাদ, ২৯২
[৮] মোকে, নী, ২৯২ [৯] বাদ, নী, ২৯১, ৩৩০০
[১০-১০] আর বিষ খাইলে, নী, ২৯১, ২৯৮, ৩৩০০
[১১] যাহা, নী, ২৯১, ২৯৮, ৩৩০০
[১২-১২] পরশ পাথরে ঠেকিয়া রহিলে, নী, ২৯৮, ২৯১, ৩৩০০ (°রহিলেন)
[১৩-১৩] বড়ু দ্বিজ, ২৯১, ২৯৮, ৩৩০০

দ্রষ্টব্য :—নী—৩৭৪ সং পদের সহিত (এই গ্রন্থের ৮৯২ সং পদ) এই পদের শেষ দশ পঙ্‌ক্তির মিল রহিয়াছে। একটী পদই এইভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া দুইটী পদ উৎপন্ন করিয়াছে। তিনখানা পুথিতে "বড়ু দ্বিজ" ভণিতা পাওয়া যায়। পদটী সন্দেহজনক বলিয়াই বোধ হয়।

[৮৮৬]

শ্রী[১]

সই, মরম[২] কহিয়ে তোকে।[২]
পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
কভু না আনিব মুখে ॥
পীরিতি-মুরতি[৩] কভু[৪] না হেরিব[৪]
এ দুটী[৫] নয়ান-কোণে।
পীরিতির[৬] কথা আর না বলিব[৬]
মুদিয়া রহিব[৭] কাণে ॥
পীরিতি-নগরে বসতি ত্যজিয়া
থাকিব[৮] গহনবনে।
পীরিতি বলিয়া এ[৯] তিন আঁখর
যেন না পড়য়ে মনে ॥[৯]
পীরিতি-পাবক[১০] পরশ করিয়া
পুড়িছি এ নিশি দিবা।
পীরিতি-বিচ্ছেদ সহনে না যায়
কহে চণ্ডীদাস কিবা ॥[১০]

নী, ৩০৫ ; বিপু, ২৯৮
[১] যথারাগ, ২৯৮
[২] আর কি বলিব তোয়ে, ২৯৮
[৩] বলিঞা, ঐ
[৪-৪] আর না দেখিব, ঐ [৫] দুই, ঐ
[৬-৬] পীরিতি বলিয়া, নাম শুনাইতে, নী
[৭] থোব, ২৯৮ [৮] রহিব, ২৯৮
[৯-৯] আর না স্বোরব, সয়ন সপন মোনে, ২৯৮ ; এই পুথিতে এই দুই পঙ্‌ক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পঙ্‌ক্তির পূর্ব্বে সন্নিবিষ্ট আছে।
[১০-১০] পিরিতি পবন পরস লাগিঞা
উড়িএ বসন্ত বায়।
পিরিতি বেয়াধি ছাড়িলে না ছাড়ে
দিজ চণ্ডীদাস কয় ॥ ২৯৮ পুথিতে

[৮৮৭]

: শ্রী[১]

পীরিতি বলিয়া এ[২] তিন[২] আঁখর
বিদিত ভুবন মাঝে।
যাহারে[৩] পশিল সেই সে মজিল[৪]
কি তার কলঙ্ক[৫] লাজে॥
বেদ-বিধি-পর সব অগোচর
ইহা[৬] কি জানিবে[৭] আনে।
রসে গর গর রসের অন্তর
সেই সে মরম জানে॥[৮]
দু"হুক[৯] অধর সুধারস পানে[১০]
তাহে উপজিল পী।
নয়ানে[১১] নয়ানে বাণ বরিখনে
তাহে উপজিল রি॥[১১]
হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে
তাহে[১২] উপজিল তি।[১২]
এ তিন[১৩] আখর মুনি-মনোহর[১৩]
তাহার[১৪] তুলনা কি॥
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি
পীরিতি রসের ভোর।
পীরিতি করিয়া ছাড়িতে নারিবে
আপনি হইবে চোর॥[১৫]

নী, ৩৮৫; বিপু, ১১১১, ২৮৬৫

[১] বাদ, সকল পুথি
[২-২] তিনটী, ১১১১ [৩] তাহে যে, নী
[৪] জানিল, ঐ [৫] কুলভয়, ঐ
[৬] ইথে, ২৮৬৫ [৭] জানে, নী
[৮] এই ৪ পঙ্‌ক্তি ১১১১ পুথিতে নাই
[৯] দুহার, ১১১১; দোহার, ২৮৬৫
[১০] বাণী, নী [১১-১১] বাদ, নী
[১২-১২] বাদ, নী- [১৩-১৩] বাদ, ঐ
[১৪] ইহার, ২৮৬৫
[১৫-১৫] তাহে দুখসুখ হয় পরতেক
সদাই সুখের পারা।
তরুণীরমণ করে নিবেদন
মরিলে না যায় ছাড়া॥

বিপু—১১১১, ২৮৬৫

---

[৮৮৮]

: শ্রী[১]

পীরিতি-নগরে বসতি করিব
পীরিতে বাঁধিব ঘর।
পীরিতি[২] দেখিয়া পড়সী করিব
তা বিনু সকল পর॥[২]
পীরিতি[৩] দ্বারের কপাট করিব[৩]
পীরিতে[৪] বাঁধিব চাল।[৪]
পীরিতি[৫] আসকে সদাই থাকিব[৫]
পীরিতে গোঁয়াব কাল॥
পীরিতি-পালঙ্কে[৬] শয়ন করিব
পীরিতি বালিশ[৭] মাথে।
পীরিতি-বালিশে আলিস ত্যজিব[৮]
থাকিব[৯] পীরিতি সাথে॥
পীরিতি-সরসে[১০] সিনান করিব
পীরিতি[১১]-অঞ্জন লব।[১১]
পীরিতি[১২] ধরম পীরিতি করম
পীরিতে পরাণ দিব[১২]॥[১৩]
পীরিতি-বেশর[১৪] নাসাতে পরিব[১৪]
দুলিবে[১৫] নয়ান-কোণে[১৫]।
পীরিতি[১৬]-অঞ্জন লোচনে পরিব[১৬]
দীন[১৭] চণ্ডীদাস ভণে॥

নী, ৩৮৬ ; বিপু, ২৮৯, ৩৪৩৬। তু°—নী, ৩৯০

[১] বাদ, সকল পুথি

[২-২] বাদ, ৩৪৩৬ ; পীরিতি পড়সী, পীরিতি প্রেয়সী, অন্ন সকলি পর, নী (৩৯০) ; পিরিতি পড়সি, করিব সজনি, তা বিনা সকলি পর, ২৮৯

[৩-৩] পীরিতি কপাট দুয়ারে বসাব, ৩৪৩৬ ; পীরিতি সোহাগে এ দেহ রাখিব, (নী ৩৯০) ; পিরিতি সোহাগে সে ঘর দুআর, ২৮৯

[৪-৪] বাদ, ৩৪৩৬ ; পীরিতি করিব বল, নী (৩৯০) ; পিরিতে ছাঅব চাল, ২৮৯

[৫-৫] বাদ, ৩৪৩৬ ; পীরিতির কথা সদাই কহিব, নী (৩৯০) ; পিরিতি কপাট দুয়ারে রাখিব, ২৮৯

[৬] উপরে, ৩৪৩৬ [৭] শিথান, নী (৩৮৬)

[৮] করিব, নী (৩৯০) ; ছাড়িব, ৩৪৩৬, ২৮৯

[৯] রহিব, নী (৩৯০), ২৮৯

[১০] সায়রে, নী (৩৯০)

[১১-১১] পীরিতি জল যে খাব, ঐ

[১২-১২] পীরিতি দুখের দুখিনী সে জন, পরাণ বাঁধিয়া দিব, নী (৩৯০)

[১৩] এই ৪ পঙ্‌ক্তি বাদ, ৩৪৩৬, এবং ইহার পরিবর্ত্তে ২৮৯ পুথিতে নিম্নলিখিত পাঠ আছে—

পিরিতি বসন অঙ্গেতে পরিব, পিরিতি ভুসন অঙ্গে।
পিরিতি আলাপে সদাই থাকিব, রহিব পিরিতি সঙ্গে ॥
পিরিতি অঞ্জন, নয়ানে পরিব, মরম কাহারে কব।
পিরিতি বেদনা, জে জন জানএ, তাহারে বাটিআ দিব

[১৪-১৪] নাসার বেশর করিব, নী (৩৮৬) ; °পরিব নাসীকা, ৩৪৩৬

[১৫-১৫] রহিব বন্ধুয়া সনে, নী (৩৯০) ; দুলাব°, ৩৪৩৬

[১৬-১৬] হৃদয় পিঞ্জরে পীরিতি থুইব, নী (৩৯০) ; পিরিতি পঞ্জরে পরাণ রাখিব, ২৮৯ ; জগদানন্দনে ভনএ পীরিতি, ৩৪৩৬

[১৭-১৭] দ্বিজ,° নী ; পীরিতি কেহ না জানে, ৩৪৩৬

দ্রষ্টব্য :—৩৮৬ এবং ৩৯০ সংখ্যক পদদ্বয় একই পদের বিভিন্ন অভিব্যক্তি বলিয়া উভয়ের পাঠান্তর এই স্থানে প্রদত্ত হইল। একখানি পুথিতে জগদানন্দনের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে।

---

[৬৮৯]

শ্রী[১]

কুলের ধরম[২] ভরম[৩] সরম[৩]
সকলি[৪] হইনু[৫] ছাড়া।
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিনু
এবে[৬] সে হইল গাঢ়া ॥[৭]
কে জানে এমন পরিণামে হবে[৮]
পাইব[৯] এমনি[৯] দুখ।
তবে কি পীরিতে[১০] করিতাম রতি[১০]
এহেন প্রেমের[১১] সুখ ॥
যা[১২] দেখি যা[১২] ধারা প্রাণ[১৩] হব[১৩] হারা
বাঁচিতে সংশয় ভেল।
আছিল আমার সোনার বরণ
কালি যে[১৪] হইয়া[১৪] গেল ॥
চণ্ডীদাসে[১৫] বলে শ্যামের পীরিতি
যে ধনী করিয়া[১৬] আছে।[১৬]
পীরিতি[১৭] আদর[১৭] করিয়া[১৮] সে জন[১৮]
কেবা কোথা ভাল আছে ॥

নী,৩৮৮ ; বিপু, ২৮৯, ২৯২, ২৯৩, ২৩৯৪ ইত্যাদি

[১] শ্রীরাগ, ২৯২ ; বাদ, ২৮৯, ২৯৩ ; জথারাগ, ২৩৯৪

[২] ভরম, ২৩৯৪

[৩-৩] সরম ভরম, ২৯২, ২৯৩ ; সরম ধরম, ২৩৯৪

[৪] সকল, ২৩৯৪

[৫] হৈল, নী ; হইযে, ২৮৯ ; হইল, ২৯২, ২৯৩

[৬] ইবে, ২৮৯ [৭] বড়া, ২৩৯৪

[৮] হব, নী, ২৮৯

৯-৯ এমন পাইব, নী ; °এমন, ২৮৯, ২৩৯৪ ; °এমতি, ২৯৩

১০-১০ পিরিতি বাড়াতাম আরতি, ২৮৯ ; পিরিতি করিমু আরতি, ২৯২, ২৯৩, নী

১১ পিরিতের, ২৩৯৪

১২-১২ এই দেখি, নী, ২৮৯ ; এই দেখ, ২৯২, ২৯৩

১৩-১৩ °হৈল, ২৮৯ ; প্রেম হৈল, নী ; প্রাণ হল্য, ২৯২, ২৯৩ (°হইল)

১৪-১৪ ভাবিতে কালিঞা, ২৮৯ ; কাল হৈয়া, নী ; কালিয়া°, ২৯২, ২৯৩

১৫ চণ্ডীদাস, নী

১৬-১৬ করিঞ আছে, ২৮৯ ; করিছে, ২৩৯৪ ; করিয়াছে নী, ২৯২, ২৯৩

১৭-১৭ আদরে পিরিতি, ২৩৯৪

১৮-১৮ সে জন করিয়া, নী, ২৯৩ ; জে জন°, ২৮৯ ; °জে ধনি, ২৩৯৪

---

[৮৯০]

গান্ধার

যদি বা পীরিতি খানি সুজনের হয়।
নয়নে নয়নে মিলন হইলে
তবে সে ফিরিয়া লয়॥
যে মোর পরাণের মরম বেথিত
তারে বা কিসের ভয়।
অতি দুরন্তর বিষম পীরিতি
সকলি পরাণে সয়॥
অবলা হইয়া বিরলে রহিয়া
না ছিল দোসর জনা।
হাসিতে বাঁশীতে গীতের ঝামরু
এ বড় সুগড় পণা॥
যেন মলয়জ শিলায় ঘষিতে
অধিক সৌরভ হয়।
শ্যাম বঁধুয়ার ঐছন পীরিতি
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥

নী—৩৬৮

---

[৮৯১]

ধানশী

শিশুকাল হৈতে শ্রবণে শুনিনু
সহজ পীরিতি কথা।
সেই হৈতে মোর তনু জর জর
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা॥
দৈবের ঘটিতে বঁধুর সহিতে
মিলন হইবে যবে।
মান অভিমান বেদের বিধান
ধৈরজ ভাঙ্গিবে তবে॥
জাতি কুল বলি দিতাম তিলাঞ্জলি
ছাড়িনু পতির আশ।
ধরম করম সরম ভরম
সকলি করিনু নাশ॥
কুলে কলঙ্কিনী বলি দেয় গালি
গুরু পরিজন মেলি।
কাতর হইয়ে আদর করিয়ে
লইনু কলঙ্কের ডালি॥
চোরের মা যেমন পোয়ের লাগিয়ে
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হয়ে পীরিতি করিলে
এমতি ঘটিবে তারে॥

মুই অভাগিনী কেবল দুখিনী
সকলি পরের আশে।
আপনা খাইয়া পীরিতি করিনু
লোক শুনি কেন হাসে॥
চণ্ডীদাস বলে পীরিতি-লক্ষণ
শুনগো বরজ নারি।
পীরিতি ঝুলিটি কাঁধেতে করিয়া
পীরিতি নগরে ফিরি॥

নী—৩৭৩

---

[৮৯২]

শ্রী

কালার পীরিতি গরল সমান
না খাইলে থাকে সুখে।
পীরিতি-অনলে পুড়িয়া মরে যে
জনম যায় তার দুখে॥
আর বিষ খেলে তখনি মরণ
এ বিষে জীবন শেষ।
সদা ছট্ ফট্ ঘুরুণি নিপট
লট পট তার বেশ॥
নয়নের কোণে চাহে যাঁহা পানে
সে ছাড়ে জীবনের আশ।
পরশ পাথর ঠেকিনু রহিল
কহে বড়ু চণ্ডীদাস॥

নী—৩৭৪

দ্রষ্টব্য:—তু°—৮৮৫ সং পদ

---

[৮৯৩]

সিন্ধুড়া

যে জন না জানে পীরিতি-মরম
সে কেন পীরিতি করে।
আপনা না বুঝে পরকে মজায়
পীরিতি রাখিতে নারে॥
যে দেশে না শুনি পীরিতি মরম
সেই দেশে হাম যাব।
মনের সহিত করিয়া যতন
মনকে প্রবোধ দিব॥
পীরিতি-রতন করিয়া যতন
পীরিতি করিব তায়।
দুই মন এক করিতে পারিলে
তবে সে পীরিতি রয়॥
কহে চণ্ডীদাসে মনের উল্লাসে
এমতি হইবে যে।
সহজ-ভজন পাইবে সে জন
সহজ মানুষ সে॥

নী—৩৭৫

দ্রষ্টব্য:—এই পদে সহজভজনের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

---

[৮৯৪]

সিন্ধুড়া

পীরিতি বিষম কাল।
পরাণে পরাণে মিশাইতে জানে
তবে সে পীরিতি ভাল॥

ভ্রমরা সমান আছে কত জন
মধু লোভে কয়ে প্রীত।
মধু ফুরাইলে উড়ি যায় চলি
এমতি তাদের রীত ॥
হেন ভ্রমরার সাধ নহে কভু
সে মধু করিতে পান।
অজ্ঞানী পাইতে পারয়ে কি কভু
রসিক জ্ঞানীর সন্ধান ॥
মনের সহিত যে করে পীরিতি
তারে প্রেম-কৃপা হয়।
সেই সে রসিক অটল রূপের
ভাগ্যে দরশন পায় ॥
মনের সহিতে পীরিতি করিয়া
থাকিব স্বরূপ-আশে।
স্বরূপ হইতে ও রূপ পাইব
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

নী—৩৭৬

দ্রষ্টব্য :—তু°—নী—৭৮৩, ৮০৯ ইত্যাদি।

[৮৯৫]

: শ্রী

পীরিতি পীরিতি মধুর পীরিতি
এ তিন ভুবনে কয়।
পীরিতি করিয়ে দেখিলাম ভাবিয়ে
কেবল গরলময় ॥
পীরিতের কথা শুনিব হে যেথা
তথায় নাহিক যাব।
মনের সহিত করিয়া পীরিত
স্বরূপে চাহিয়া রব ॥
এমতি করিয়া সুমতি হইয়া
রহিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ-প্রভাবে সে রূপ মিলিবে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

নী—৩৮০

[৮৯৬]

: শ্রী

পীরিতি পীরিতি সব জন কহে
পীরিতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল নহে ত পীরিতি
নাহি মিলে যথা তথা ॥
পীরিতি অন্তরে পীরিতি মন্তরে
পীরিতি সাধিল যে ॥
পীরিতি-রতন লভিল যে জন
বড় ভাগ্যবান্ সে ॥
পীরিতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পীরিতি মিলয়ে তারে ॥
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পীরিতি-আশ।
পীরিতি-সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

নী—৩৮৪

দ্রষ্টব্য :—উদ্ধৃত পদগুলি রাগাত্মিক পদ-পর্য্যায়ভুক্ত। সহজিয়া তত্ত্বের অভিব্যক্তিই এই সকল পদে দৃষ্ট হয়। মূল গ্রন্থে ইহারা ছিল কিনা সন্দেহজনক।

যুগলমধুররস

দ্বিতীয় পল্লব

প্রবেশিকা

রসশাস্ত্রে আট প্রকার নায়িকার উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

অথাবস্থাষ্টকং সর্ব্বনায়িকানাং নিগদ্যতে।
তত্রাভিসারিকা বাসকসজ্জা চোৎকণ্ঠিতা তথা ॥
খণ্ডিতা বিপ্রলব্ধা চ কলহান্তরিতাপি চ।
প্রোষিতপ্রেয়সী চৈব তথা স্বাধীনভর্তৃকা ॥

(উজ্জ্বলনীলমণি, ১৯২ পৃঃ)।

অর্থাৎ—অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতপ্রেয়সী এবং স্বাধীনভর্তৃকা এই অষ্টবিধ অবস্থা নায়িকা-দিগের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে স্বাধীনভর্তৃকাকে স্বাধীনপতিকা, বাসকসজ্জাকে বাসকসজ্জিতা এবং বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতাকে বিরহোৎকণ্ঠিতা, কলহান্তরিতাকে অভিসন্ধিতা এবং কোপিতা, প্রোষিতপ্রেয়সীকে প্রোষিতভর্তৃকা, প্রোষিতপ্রিয়া, প্রোষিতনাথা প্রভৃতি নামেও বিভিন্ন রসশাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে স্বাধীনভর্তৃকা ও প্রোষিতভর্তৃকা পদদ্বয়ে "ভর্তৃ" শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত কিনা, তাহা লইয়া আলোচনা দৃষ্ট হয়। অবশেষে টীকাকার লিখিয়াছেন—"সর্ব্বত্রৈবালঙ্কারশাস্ত্রে প্রাচীনে অর্ব্বাচীনে বা পত্যুপপত্যোরেব ভর্তৃশব্দ-প্রয়োগো দৃষ্ট এব" (ঐ, ২০৩ পৃঃ)। বোধ হয় এই প্রকার আপত্তির খণ্ডনার্থে কোন কোন রসশাস্ত্রে প্রোষিতভর্তৃকা শব্দের পরিবর্ত্তে প্রোষিতপ্রেয়সী, প্রোষিতপ্রিয়া প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই আটপ্রকার নায়িকার মধ্যে স্বাধীনভর্তৃকা, বাসকসজ্জিকা ও অভিসারিকা এই তিন নায়িকা সতত হৃষ্টচিত্তা এবং ভূষণাদি-দ্বারা মণ্ডিতা হয়, অবশিষ্ট পাঁচ নায়িকার ভূষণশূন্য, খেদান্বিত ও চিন্তাক্লিষ্ট অন্তঃকরণ হয়। (উজ্জ্বল°, ২০৬ পৃঃ)। মতান্তরে কেবলমাত্র স্বাধীনভর্তৃকা ও বাসকসজ্জিকাই হর্ষযুক্তা হয় (দশরূপ, ২।৪০)।

এই সকল নায়িকার বিশেষত্ব-অবলম্বনে রচিত পদগুলি এই পল্লবে সঙ্কলিত হইল। নী-তে প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকার পদ এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, কিন্তু এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৫৪ সংখ্যক "পিয়া গেল দূরদেশে হাম অভাগিনী" ইত্যাদি পদটীকে প্রোষিতভর্তৃকা পর্য্যায়ে, এবং এই গ্রন্থের ৫৯২ সংখ্যক "বেশ বনাইছে শ্যাম" ইত্যাদি পদটীকে স্বাধীনভর্তৃকা পর্য্যায়ে স্থাপন করা যায়। ইহা ব্যতীত নায়িকাদিগের অন্যান্য অবস্থার বর্ণনা-বিষয়ক পদ এই গ্রন্থের বিভিন্ন বিভাগেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বাসকসজ্জিকা

[৮৯৭]

গান্ধার

রাধিকা আদেশে মনের হরষে
কুসুম রচনা করে।
মল্লিকা মালতী আর জাতি যূথী
সাজাইছে থরে থরে ॥

আজ রচয়ে বাসকশেজ।
মুণিগণচিত হেরি মুরছিত
কন্দর্পেরি ঘুচে তেজ ॥

ফুলের আচির ফুলের প্রাচীর
ফুলের হইল ঘর।
ফুলের বালিশ আলিস কারণ
প্রতিকূলে ফুলশর ॥

শুক পিক দ্বারী মদন প্রহরী
ভ্রমর ঝঙ্কারে তায়।
ছয়-ঋতু মত্ত সহিত বসন্ত
মলয়-পবন বায় ॥

উজরোল রাতি মণিময় বাতি
কর্পূর তাম্বূল বারি।
চণ্ডীদাস ভণে— রাখি স্থানে স্থানে
শয়ন করল গোরী ॥

নী, ২০৭

টীকা

স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা ॥

(উজ্জ্বলনীলমণি, ১৯৫-৬ পৃঃ)

এই শ্লোকের টীকায় বাসক শব্দ এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—"স্বং বাসয়তীতি স্ববাসকঃ" অর্থাৎ যে বাস করায় সে বাসক। "ত্বং কুঞ্জে তাবদ্বস অহং শীঘ্রমেষ্যামীতি নায়কস্যেচ্ছেক নায়িকাং কুঞ্জে বাসয়তীত্যর্থঃ," অর্থাৎ তুমি অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি, এই বলিয়া যে নায়ক নায়িকাকে কুঞ্জে বাস করায়, সে বাসক। তাহার ইচ্ছানুসারে যে নায়িকা কুঞ্জে বসিয়া নিজের দেহ ও গৃহ সজ্জিত করে, তাহাকে বাসকসজ্জিকা বলে। বাসক-সজ্জিকা নায়িকার হৃদয় মিলনের আশায় উৎফুল্ল থাকে, এই জন্যই পদটির প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই রহিয়াছে—"রাধিকা আদেশে, মনের হরষে" ইত্যাদি, অর্থাৎ কান্তের আদেশানুসারে আনন্দিত চিত্তে রাধিকা কুসুম রচনা করিতেছেন, তারপর পদমধ্যেও বিবিধ সাজসজ্জার উল্লেখ রহিয়াছে।

বাসকসজ্জিকার এই একটি মাত্র পদ নী-তে মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা কোন পুথিতে ইহার সন্ধান পাই নাই। উড়িষ্যায় প্রাপ্ত একখানি পুথিতে চণ্ডীদাস-রচিত অভিসারিকা ও বাসকসজ্জিকার পদ পাওয়া গিয়াছে। পদগুলি এই গ্রন্থের শেষভাগে মুদ্রিত হইল। ঐ পালার অন্তর্গত কোন পদের সহিত এই পদের মিল নাই। আমাদের মনে হয় চণ্ডীদাস ঐরূপ আখ্যায়িকামূলক পালার আকারে অষ্টনায়িকার অবস্থা

বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই জন্ম এই পদটি সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে।

উৎকণ্ঠিতা

[৮৯৮]

কিশলয় শেজ করি কেন জাগি রাতি।
মদন-দুরজন তাহে সঙ্গ হইল ভাতি ॥
চন্দ্রকিরণ তাহে বৈরি মোর ভেল।
দক্ষিণ-পবন মোয় সমুহ দুঃখ দিল ॥
অবহু এখন বঁধু না আইল ইহা।
কেমনে ধরিব প্রাণ এত দুখ সয়া ॥
কালরাতি কাল মোর দংশিল শরীরে।
কি আর ঔষধ আছে বল না আমারে ॥
ধন্বন্তরি কাছে গিয়া সাধিব সব তন্ত্র।
ঘুচাব সকল জ্বালা, কাল সে ভুজঙ্গ ॥
মৃতমণিমন্ত্রে যেন মৃত হয়ে যায়।
তাহার অধিক যেন হৈল সব কায় ॥
চণ্ডীদাস বলে এই সময়ের দোষ।
বিরস না ভাব তুমি না করিহ রোষ ॥

নী, ২০৯; কোন পুথিতে পাওয়া যায় নাই।

টীকা

অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকা তু যা।
বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা ॥
(উজ্জ্বলনীলমণি, ১৯৭ পৃঃ)

এই শ্লোকের টীকায় বলা হইয়াছে যে, নায়ক অপরাধী হইলেও তাহার নিরপরাধত্ব-জ্ঞানে উৎকণ্ঠার উদয় হয়, কিন্তু নিরপরাধ নায়ককে অপরাধী ভাবিলে মান-বিপ্রলম্ভ হয়। এই গ্রন্থে বর্ণিত মহারাসকালীন রাধার মান ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ। উৎকণ্ঠিতা অর্থে বিরহোৎকণ্ঠিতা।

হৃত্তাপ, গাত্রকম্পন, কারণের প্রতি বিতর্ক, আপনার অবস্থাদি বর্ণন উৎকণ্ঠিতা নায়িকার চেষ্টা।

বাসকসজ্জা দশার শেষে, কলহান্তরিতা অবস্থায়, এবং পরাধীনত্ব-প্রযুক্ত মিলনের অভাব হইলে উৎকণ্ঠিতা অবস্থার উদ্ভব হয়। আলোচ্য পদে বাসকসজ্জা দশার শেষে উৎকণ্ঠিতা অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

---

[৮৯৯]

শ্রী[১]

দুয়ারের[২] আগে ফুলের বাগান[৩]
কিসের[৪] লাগিয়া কলু[৫]।
মধু খাই[৬] খাই ভ্রমর মাতল
বিরহ-জ্বালাতে[৭] মলুঁ ॥[৮]
জাতি[৯] রুইনু যূথি[১০] রুইনু
রুইনু সুগন্ধ[১১] মালতী।
ফুলের বাসে নিদঁ নাহি[১২] আসে[১২]
পুরুষ নিঠুর জাতি ॥
কুসুম[১৩] তুলিয়া বোঁটা তেয়াগিয়া[১৪]
শেজ বিছাইনু কেনে।
যদি শুই তায়[১৫] কাঁটা ভুঁকে গায়
রসিক নাগর বিনে ॥
চান্দ[১৬] ঝলমল দিক্ নিরমল
পিককুল তারা বোলে।
কোন্ গুণবতী অধিক গুণেতে
পিয়া ভুলাইয়া নিলে ॥[১৬]
আপনা[১৭] খাইয়া[১৭] সখীর বচনে[১৮]
তা সনে করিনু প্রেম।
চণ্ডীদাস কহে— কানুর পীরিতি
যেন দরিদ্রের হেম ॥

নী, ২১০; বিপু, ২৯২

১ বাদ, ২৯২ ২ দ্বারের, নী
৩ বাগ, ঐ ৪ কিসুখ, ঐ
৫ রুইনু, ঐ ৬-৬ খাইতে খাইতে, ঐ
৭ আলায়, ২৯২ ৮ মৈনু, নী
৯ জুই, ২৯২ ১০ জাই, ঐ
১১ গন্ধ, নী ১২-১২ না এসে, ২৯২
১৩ ফুল, ঐ ১৪ তেশ্যিয়া, ঐ
১৫ তাই, নী ১৬-১৬ বাদ, নী
১৭-১৭ রতন মন্দিরে, নী, ২৯২ ১৮ সহিতে, ঐ

[এই পঙ্‌ক্তির পাঠ নচ হইতে গৃহীত।]

---

[৯০০]

পটমঞ্জরী

আর কি মিলব মোরে পিয়া গুণনিধি।
কি রাতি সুরাতি হবে অনুকূল বিধি॥
গগনে আছিল চাঁদ সেহ অতি মন্দ।
হিয়া জরজর হৈল খসিল পাঁজরের বন্ধ॥
এখনে না আইল পিয়া কে কৈল আটকে।
নিজ ঘরে রৈল কিবা পড়িয়া বিপাকে॥
শরীরে না রহে প্রাণ বাহিরায় এখনে।
পরাণ গেলে কি করিবে পিয়াদরশনে॥
চণ্ডীদাস কহে—প্রাণ যাইবেক কেনে।
চিত স্থির করি রহ মিলিবে এখনে॥

নী, ২১১

দ্রষ্টব্য :—এখানে "কারণের প্রতি বিতর্ক" বর্ণিত হইয়াছে।

---

[৯০১]

কামোদ

নাহ নিঠুরচিত ভেল কাহার চিত
তঁহি রহল আজু রাতি।
প্রাণ গুণি গুণি খোয়ানু রজনী
সহজে অবলা নারীজাতি॥
চণ্ডীদাস ভণে মরম সমানে
না মিলল আর কান।
জীবন যৌবন বৃথা অকারণ
কেমনে ধরিব প্রাণ॥

নী, ২১২

পঙ্—১। নাহ—নাথ।

[৯০১ ক]

কামোদ

আমার বসনা না হৈল তোষণা
আঁখের হইল আড়।
নিরবধি বিধি এমতি করিলে
কেমন ব্যাপার তার॥
সায়র নিকটে চাঁদ মিলিব
ঘুচিব মনের দুখ।
সুধা যে ক্ষরিবে অঙ্গ জুড়াইবে
পাইব পরম সুখ॥
পাপ নারী করি জনমিলে হরি
পরের পতির আশে।
কহে চণ্ডীদাসে— না মিলল শেষে
আপন করম দোষে॥

নী, ২১৩

দ্রষ্টব্য :—একই ভাবের পুনরুক্তি করিয়া এতগুলি পদ বিচ্ছিন্ন ভাবে একই কবি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ধারণা করা যায় না। সম্ভবতঃ বিভিন্ন পুথি হইতে পদগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। খণ্ডিতাপর্য্যায়ের পদগুলির ন্যায় এই পদগুলিও সন্দেহজনক।

বিপ্রলব্ধা

[৯০২]

নিশি প্রভাত হৈল পিয়া না আইলা ভবনে।
হেদে রে মালতীর মালা কেন গাঁথিলাম যতনে॥
অগুরু চন্দন চুয়া দিব কার গায়।
জরজর হৈল তনু নিশি না পোগায়॥
কর্পূর চন্দন চুয়া দিব কার মুখে।
রজনী বঞ্চিব হাম কারে লয়ে সুখে॥
নাহ নিঠুর যদি না আইসে ইহা।
যমুনার জলে সব দিব ভাসাইয়া॥
কার লাগি রাখিব ইহা সংযোগ করিয়া।
চণ্ডীদাস কহে—তবে মিলিব আসিয়া॥

নী, ২১৪

টীকা

সঙ্কেত করিয়া যদি নায়ক সমাগত না হন, তাহা হইলে যে নায়িকার অন্তর অতিশয় ব্যথিত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই বিপ্রলব্ধা কহেন (উজ্জ্বলনীলমণি, ২০০ পৃঃ)। কৃষ্ণ রাত্রে আসিবেন বলিয়াছিলেন, রাধা সারারাত্রি তাঁহার অপেক্ষায় রহিয়াছেন, তৎপরে প্রভাতে এই বিপ্রলব্ধা অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

বৈরাগ্য, চিন্তা, খেদ, অশ্রু প্রভৃতি বিপ্রলব্ধা নায়িকার চেষ্টা।

পদটি নির্দ্দোষ নহে। প্রভাতেই বিপ্রলব্ধা দশার উদ্ভব হয়। এই পদের প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই আছে—"নিশি প্রভাত হৈল", কিন্তু চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে "নিশি না পোহায়", এবং ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তিতে "রজনী বঞ্চিব হাম" ইত্যাদি রহিয়াছে। এইরূপ বিরুদ্ধ উক্তি আপত্তিকর সন্দেহ নাই। অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী হইতে গোপালদাসের ভণিতার একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া নচ-তে বলা হইয়াছে—"চণ্ডীদাস ভণিতায় প্রাপ্ত পাঠ গোপালদাসের পদেরই বিকৃতি বলিয়া মনে হয়" (ঐ, ১৭৪ পৃঃ)। পদটি যে সন্দেহজনক তাহা উল্লিখিত দোষ-দৃষ্টে আমাদেরও ধারণা জন্মিয়াছে। পরবর্ত্তী পদটির সহিত তুলনা করিলেই ইহা স্পষ্ট বোধগম্য হইবে। একই কবি এই দুইটি পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

---

[৯০৩]

ধানশী

দু-কান পাতিয়া ছিল এতক্ষণ
বঁধু-পথপানে চাই।
পরভাত নিশি দেখিয়া অমনি
চমকি উঠিল রাই॥
পাতায় পাতায় পড়িছে শিশির
সখীরে কহিছে ধনী।—
"বাহির হইয়া দেখলো সজনি,
বঁধুর শবদ শুনি॥"
পুনঃ কহে রাই— "না আসিল বঁধু
মরমে রহল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব পাষাণে বাড়িয়া
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
ফুলের এ ডালা ফুলের এ মালা
শেজ বিছাইনু ফুলে।
সব হৈল বাসি আর কেন সই
ভাসা গে যমুনা-জলে॥

কুম্‌কুম কস্তূরী চুবক চন্দন
লাগিছে গরল হেন।
তাম্বুল বিরস ফুলহার ফণী
দংশিছে হৃদয়ে যেন॥
সকল লইয়া যমুনায় ডার
আর ত না যায় দেখা।
ললাটের সিন্দুর মুছি কর দূর
নয়ানের কাজর-রেখা॥
আর না রাখিব এ ছার পরাণ
না যাব লোকের মাঝে।"
স্থির হও রাই চলু চণ্ডীদাস
আনিতে নিঠুর রাজে॥

নী, ২১৬

টীকা

পূর্ব্ববর্ত্তী পদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। এই পদটি অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ বলিয়া সন্তোষজনক।

খণ্ডিতা

চন্দ্রাবলীর উক্তি

[৯০৪]

কামোদ

"এই পথে নিতি কর গতায়তি
নূপুরের ধ্বনি শুনি।
রাধা সঙ্গে বাস আমারে নৈরাশ
আমি বঞ্চি একাকিনী॥
বঁধু হে, ছাড়িয়া নাহিক দিব।
হিয়ার মাঝারে রাখিব তোমারে
সদাই দেখিতে পাব॥
শুন সখীগণ, করিয়া যতন
লয়ে চল নিকেতনে।
আজুকার নিশি রাধিকা রূপসী
বঞ্চুক নাগর বিনে॥"
এতেক শুনিয়া করেতে ধরিয়া
লইয়া চলিল বাস।
রাধা-ভয়ে হরি কাঁপে থরথরি
ভণে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

নী, ২১৭

দ্রষ্টব্য :—পূর্ব্বের সঙ্কেত উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন রমণীর প্রিয়তম যদি অন্য রমণীর সহিত রাত্রি যাপন করিয়া তাহার ভোগচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করত প্রাতঃকালে সমাগত হয়, তাহা হইলে তদ্দর্শনে পূর্ব্ব নায়িকা খণ্ডিতা অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এই পদে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ সঙ্কেত অনুসারে রাধার কুঞ্জে যাইতেছিলেন, পথে চন্দ্রাবলী আসিয়া কৃষ্ণকে নিজের কুঞ্জে লইয়া গেলেন। এই পদ হইতে পালার আকারে খণ্ডিতা অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

রাত্রির প্রথম প্রহরে আসিব বলিয়া দ্বিতীয় প্রহরে আসিলে খণ্ডিতা হয় না, প্রাতঃকালে আসা চাই, এবং অন্য রমণীর ভোগচিহ্নও অঙ্গে থাকা চাই। (উজ্জ্বল-নীলমণি, টীকা, ১৯৮ পৃঃ)

অষ্টনায়িকাবর্ণনায় এই খণ্ডিতা প্রকরণে ধারাবাহিক পালাগানের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহা পালাটির শেষের অংশমাত্র। আমার বোধ হয়, এই সকল বিষয় অবলম্বন করিয়াও চণ্ডীদাস সুকৌশলে আধ্যাত্মিকামূলক পালা রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

[৯০৫]

শ্রী

"চন্দ্রাবলি, আজি ছাড়ি দেহ মোরে।
শ্রীদাম ডাকিছে যাব তার কাছে
এই নিবেদন তোরে ॥
কালি আসি হাম পূরাইব কাম
ইথে নাহি কর রোষ।
চন্দ্রাবলীনাথ ভুবনে বিদিত
জগতে ঘোষয়ে দোষ॥
তুমি যে আমার আমি যে তোমার
বিবাদে কি ফল আছে।
লোক জানাজানি কেন হয় ধনি
পীরিতি ভাঙ্গিবে পাছে ॥
দাদা বলরাম করে অন্বেষণ
ভ্রময়ে নগর মাঝে।"
চণ্ডীদাসে কয়— সে যদি জানয়
সবাই পড়িবে লাজে ॥

নী, ২১৮

চন্দ্রাবলীর প্রত্যুত্তর

[৯০৬]

বিহাগড়া

"কে বলে আমার তুমি সে রাধার
তাহার দুখের দুখী।
করিয়া চাতুরী যাবে বুঝি হরি
রাধারে করিতে সুখী ॥
বঁধু হে, তুমিত রাধার নাথ।
তব ভারিভূরি ভাঙ্গিব মুরারি
রাখিব আপন সাথ ॥"
এতেক বলিয়া করেতে ধরিয়া
চুম্বয়ে বদন-চাঁদে।
রসিক নাগর হইয়া ফাঁপর
পড়িল বিষম ফাঁদে ॥
হেথা সুবদনী সখী সনে বাণী
কহয়ে কাতর-ভাষে।
"নিশি পোহাইল পিয়া না আইল"
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

নী, ২১৯

---

[৯০৭]

ধানশী

চন্দ্রাবলী সনে কুসুম-শয়নে
সুখেতে ছিলেন শ্যাম।
প্রভাতে উঠিয়া ভয়ে ভীত হৈয়া
আসিলা রাধার ঠাম ॥
গলে পীতবাস করিয়া সাহস
দাঁড়াইল রাইএর আগে।
দেখে ফুলমালা তাম্বূলের ডালা
ফেলিয়াছে রাই রাগে ॥
নাগরে না দেখি মানিনী না চান
আছেন আপন কোপে।
ভয়ে সে ভূরুর ভঙ্গিমা দেখিয়া
নাগর তরাসে কাঁপে ॥

রোষেতে নাগরী থাকিতে না পারি
নাগরেরে পাড়ে গালি।
চণ্ডীদাস বলে— লম্পটের সনে
কথা কৈলে তবু ভালি ॥

নী, ২২০

টীকা

ইহার পরে শ্রীরাধিকার উক্তি রহিয়াছে। ঐ পদগুলি রসশাস্ত্রোক্ত খণ্ডিতার সূত্র অবলম্বনে রচিত হইয়াছে, অতএব তাহাতে একই কথারই পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস এই জাতীয় সাতটি পদই রচনা করিয়াছিলেন কি না, ইহাই বিবেচ্য বিষয়। পরবর্ত্তী অনেকগুলি পদ অন্যের ভণিতায় অন্যত্রও পাওয়া যাইতেছে। অতএব এই সকল পদ সন্দেহজনক বলিয়াই আমরা ধারণা করিতে বাধ্য হইতেছি।

শ্রীরাধার ক্রোধোক্তি

[৯০৮]

[১] ললিত[১]

"ভাল হৈল আরে[২] বঁধু[৩] আসিলা[৪] সকালে।
প্রভাতে[৫] দেখিলুঁ[৬] মুখ দিন যাবে ভালে ॥
বঁধু[৭] তোমারে[৭] বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদ-মুখ চাই।ধ্রু[৮]॥ [৯]
আই আই পড়েছে[১০] মুখে[১১] কাজরের আভা।[১২]
ভালে সে সিন্দুর-দাগ[১৩] মুনি[১৩] মনোলোভা ॥
খর-নখ-দশনে[১৪] অঙ্গ জরজর।
কিবা[১৫] সে কঙ্কণ-দাগ হিয়ার উপর।
নীলপাটের শাটী[১৬] কোঁচার বলনি।
রমণী-রমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী ॥
সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলে[১৭] কোন্[১৭] কাজে ॥
চারিদিকে[১৮] চায় নাগর আঁচলে[১৯] মুখ মুছে।"
চণ্ডীদাস[২০] কহে[২০] লাজ ধুইলে না[২১] ঘুচে ॥

নী, ২২১ ; বিপু, ২৯২ ; তরু, ৪০৩ সং পদ। তু°— রসমঞ্জরী, ৩২ পৃঃ।

১ কেদার, তরু ; বাদ, ২৯২
২ এলে, ২৯২ ৩ বন্ধু, তরু, ২৯২
৪ আইলা, তরু; আইলে, ২৯২
৫ বিহানে, ২৯২ ৬ দেখিলাম, নী, ২৯২
৭-৭ বন্ধু তোমার, তরু ৮ বাদ, নী
৯ এই দুই পঙ্‌ক্তি ২৯২ পুথিতে নাই
১০ পড়িছে, তরু
১১ রূপ. তরু ; রূপে, ২৯২
১২ শোভা, নী, তরু
১৩-১৩ তোমার মুনির, ঐ
১৪ দংশনে, ২৯২ ১৫ ভালে, তরু, নী
১৬ শোভা, তরু
১৭-১৭ আইলা কিবা, তরু ; এলে', ২৯২
১৮ পানে, তরু, ২৯২ ১৯ আচারে, নী, ২৯২
২০-২০ চণ্ডদাসের, তরু, ২৯২
২১ কি, ২৯২

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় এই পদটি লইয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন (ঐ, ৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পদটি পীতাম্বরদাসের রসমঞ্জরীতে গোপালদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে (যথা—গোপালদাসের লাজ ধুইলে না ঘুচে)। গোপালদাস ১৫৬৫ কি ১৫৮৫ শকে রস-কল্পবল্লী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র পীতাম্বরদাসের "রসমঞ্জরী ও পদকল্পতরুর সঙ্কলন-কালের মধ্যে ৫০ বৎসরের অধিক পার্থক্য ছিল না" (তরুর ভূমিকা) (৪৭ পৃঃ)। অতএব পদকল্পতরুর পূর্ব্ববর্ত্তী রসমঞ্জরীতে পদটি গোপাল-দাসের ভণিতাতেই পাওয়া যাইতেছে। পরবর্ত্তী ৫০ বৎসরের মধ্যে পদটি চণ্ডীদাসের ভণিতায় প্রচারিত হইয়া

থাকিবে। এই জাতীয় সাতটি পদ এক চণ্ডীদাসের ভণিতান্তেই পাওয়া যাইতেছে বলিয়া পদকল্পতরুর পূর্ব্ববর্ত্তী রসমঞ্জরীর সাক্ষ্যই আমরা গ্রহণীয় বলিয়া মনে করি।

---

[৯০৯]

: রামকেলী

"ছুঁও না ছুঁও না বঁধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখ ॥
নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে
কালর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিলাম
দিন যাবে আজ ভাল ॥
অধরের তাম্বূল বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও
নয়ন ভরিয়া দেখি ॥
চাঁচর কেশের চিকণ চূড়া
সে কেন বুকের মাঝে।
সিন্দূরের দাগ আছে সর্ব্ব গায়
মোরা হলে মরি লাজে ॥
নীল কমল ঝামরু হয়েছে
মলিন হয়েছে দেহ।
কোন্ রসবতী পেয়ে সুধানিধি
নিঙরে লয়েছে স্নেহ ॥"
কুটিল-নয়ানে কহিছে সুন্দরী
অধিক করিয়া তোড়া।
কহে চণ্ডীদাস— আপন স্বভাব
ছাড়িতে না পারে চোরা ॥

নী, ২২২। তু°—বিপু ৬১৪৭

নচ-তে লিখিত হইয়াছে যে, এই পদটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৫৪ ও ১১৫৫ সংখ্যক পুথিদ্বয়ে নরহরির ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬১৪৭ সংখ্যক পুথিতে নরহরি ও চণ্ডীদাসের ভণিতায় নিম্নোদ্ধৃত পদ দুইটি পাওয়া যায়—

নীল বরণ ঝামর হয়েছে
মলিন হয়েছে দেহ।
কোন কলাবতী রসনিধি পায়ে
নিঙ্গুড়ে লয়েছে সেহ ॥
তাম্বুলের দাগ অধরে লেগেছে
কালার উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া ওমুখ দেখিলাম
দিবস যাইবে ভাল ॥
ভালের উপরে সিন্দু(ন্দু)রের বিন্দু
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও
ভাল করে তোমায় দেখি ॥
ছি ছি পুরুষ হইয়া এমন করহ
নারী হৈয়া সহি মোরা।
চণ্ডীদাস কয় আপন স্বভাব
ছড়িতে না পারে চোরা ॥
(ঐ, ১৪৯ পৃঃ)

ছুঁইও না ছুইও না বঁধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখ ॥
ঢুলু ঢুলু করে তোমার অরুণ দুটী আঁখি।
সুরঙ্গ অধর তোমার বিরঙ্গ কেন দেখি ॥
অলকা তিলক মুখ কেনা কৈল দূর।
কোন রসবতী তোমার ভাবন কৈল চুর ॥
সিন্দু(ন্দু)রের বিন্দু বিন্দু কাজলের রেখা।
ভাল পুণ্যবতী তোমায় পেয়েছিল দেখা ॥
চোরের পারা বন্ধু তোমার সকল অঙ্গ দেখি।
হয় নয় প(পু)ছ দাস নরহরি সাখি ॥
(ঐ, ১৪৯ পৃঃ)

বোধ হয় এইরূপ দুইটি পদ মিলিত হইয়া নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে উদ্ধৃত পদটির সৃষ্টি হইয়াছে। দেখিতেও পাওয়া যাইতেছে যে, তাহার প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির ছন্দের সহিত পরবর্ত্তী অংশের ছন্দের মিল নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিদ্বয়েও নী-তে উদ্ধৃত পদের অনুরূপ পদই পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে বোধ হয় যে, বিভিন্ন ছন্দের দুইটি পদ মিলিত হইয়া একটি পদ গঠিত ও প্রচারিত হইবার পরে নীলরতনবাবুর আদর্শ পুথি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিদ্বয় লিখিত হইয়াছিল।

---

[৯১০]

বিভাষ

"হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়া কোন্ লাজে আস ॥[১]
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন্ কলাবতী[২] আজ পেয়েছিল লাগ ॥
নখপদ বিরাজিত রুধিরে পূরিত।
আহা মরি কিবা শোভা হয়েছে[৩] ভূষিত ॥
কপোলে[৪] সিন্দূর-রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী বিহনে[৫] তোমার আঁখি ছলছল ॥"
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনি।
না ছুঁইও, আমি ইহার সব রঙ্গ জানি ॥

নী, ২২৩ ; তরু, পদ সং ৩৯৩। তু°—নচ, ১৮০ পৃঃ

১ এস, নী ; আইসো, তরু
২ কুলবতি, তরু (পাঠান্তর)
৩ করিলে, তরু
৪ কপালে, ঐ
৫ বিরহে, ঐ

নচ-তে লিখিত হইয়াছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইখানি পুথিতে নরোত্তমদাসের ভণিতায় এইভাবের একটি পদ আছে। পদরসসারেও অনুরূপ একটি পদ গোবিন্দদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়।

---

[৯১১]

সিন্ধুড়া

"বঁধু, কহ না রসের কথা শুনি।
কেমন কামিনী-সঙ্গে যাপিলা যামিনী রঙ্গে
কত সুখে পোহালা রজনী ॥
নীল-নলিনী-আভা কে নিলে অঙ্গের শোভা
কাজরে মলিন অঙ্গখানি।
চিকণ চূড়ার ছাঁদ কে নিল বরিহা ফাঁদ
আজি কেন পিঠে দোলে বেণী ॥
ধন্য সে বরজ-বধূ যে পিয়ে অধর-মধু
পাষাণে নিশান তার সাখী।
রক্ত উৎপল ফুলে যৈছন ভ্রমর বুলে
ঐছন ফিরয়ে দুটি আঁখি ॥
রচিয়া সিন্দূরের বিন্দু কে নিল চন্দন ইন্দু
নাসা ছলে নাকের মুকুতা।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় একথা অন্যথা নয়
ভাল জানে বৃষভানুসুতা ॥"

নী, ২২৪

দ্রষ্টব্য :—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৫৪ সং পুথিতে নরহরিদাসের ভণিতায় এইরূপ একটি পদ পাওয়া যায় (নচ—১৮৩ পৃঃ)।

পরবর্ত্তী তিনটি পদ অন্যের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের মনে হয়, ইহাদের একটি চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছিলেন। অন্য দুইটি প্রাচীন পুথি খুঁজিলে অন্যের ভণিতায় পাওয়া যাইতে পারে।

---

[৯১২]

রামকেলী

এস এস বন্ধু করুণার সিন্ধু
রজনী গোঙালে ভালে।
রসিকা রমণী পেয়ে গুণমণি
ভালত সুখেতে ছিলে ॥
নয়ানে কাজর কপালে সিন্দুর
ক্ষতবিক্ষত হে হিয়া।
আঁখি ঢর ঢর পরি নীলাম্বর
হরি এলে হর সাজিয়া ॥
ধিক্ ধিক্ নারী পর-আশাধারী
কি বলিব বিধি তোয়।
এমত কপট ধৃষ্ট লম্পট শঠ
হাতেতে সঁপিলি মোয় ॥
কাঁদিয়া যামিনী পোহালাম আমি
তুমি ত সুখেতে ছিলে।
রতিচিহ্ন সব লইয়া মাধব
প্রভাতে দেখাতে এলে ॥
এ মিনতি রাখ ঐখানে থাক
আঙ্গিনাতে না আইস।
ছুঁইলে তোমারে ধরমে আমারে
না করিবে পরশ ॥
লোক-মুখে কত শুনিতাম যত
প্রতীত আজি হল সব।
চণ্ডীদাস কয় নাগর দয়াময়
এত দয়ার স্বভাব ॥

নী—২২৫

[৯১৩]

ললিতা

আরে মোর আরে[১] মোর সোণার বঁধুর।[১]
অধরে[২] কাজর দেখি[৩] কপালে সিন্দুর ॥
বদন-কমলে কিবা[৪] তাম্বুল[৫] শোভিত।
পায়ের নখের ঘায়ে[৬] হিয়া[৭] বিদারিত ॥[৮]
এস[৯] না এস না বঁধু[৯] আঙ্গিনার কাছে।
তোমারে ছুঁইলে[১০] মোর ধরম যায়[১১] পাছে ॥
শুনিয়া পরের মুখে নহি[১২] পরতীত।
এবে[১৩] সে দেখিনু[১৪] তোমার এই[১৫] সব রীত ॥[১৫]
সাধিলে[১৬] মনের কাজ[১৭] কি আর বিচার।[১৮]
দূরে রহ[১৯] দূরে রহ[২০] প্রণাম[২১] আমার ॥
চণ্ডীদাস বলে[২২] ইহা বলিলে কেমনে।
চোরেরে[২৩] না কহে কেহো এতেক[২৩] বচনে ॥

নী—২২৬ ; তরু, ৩৯১ ; বিপু, ২৯২

১-১ শোনার চান্দ বন্ধুর, ২৯২
২ নয়নে, ২৯২
৩ দিল, নী, ২৯২
৪ তোমা, ২৯২
৫ তাম্বুলে, ২৯২
৬ ঘায়, নী ; ঘাত, ২৯২
৭ হিয়ায়, তরু ; হিয়ায়ে, ২৯২
৮ বিন্ধিত, তরু ; বিদিত, ২৯২
৯-৯ না আইস না আইস বন্ধু, তরু ; না এস্য ২ বন্ধু, ২৯২
১০ দেখিলে, তরু ১১ যাবে, তরু
১২ নহে, নী ; না হই, ২৯২ ১৩ আমিত, ২৯২
১৪ দেখিলাম, তরু, ২৯২
১৫-১৫ সব বিপরীত, তরু (পাঠান্তর)
২৯২ পুথিতে এই চরণের পরে "শুনিয়া পরের মুখে" ইত্যাদি চরণটি আছে।
১৬ সাধিলা, তরু

১৭ সাধ, ঐ (পাঠান্তর)

১৮ তোমার, ২৯২

১৯ রহু, নী

২০ রহু, নী

২১ প্রণতি, তরু

২২ কহে, ২৯২ ; বোলে, তরু

২৩-২৩ চোর ধরিলে এত না কহে, নী ; চোর ধরিলেহ এত না কহে, তরু ; (ধরিলেহ স্থলে ধরিলেও, পাঠান্তর)

---

[৯১৪]

ললিতা

আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ।
কে সাজালে হেন সাজে হেরে বাসি দুখ ॥
কপালে কঙ্কণ-দাগ আহা মরি মরি।
কে করিল হেন কাজ কেমন গোঙারি ॥
দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে।
রক্তোৎপল ভাসে যেন নীলসর-মাঝে ॥
কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি।
কে কোথা শিখালে তারে এ হেন পীরিতি ॥
ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই।
কাছে বশ আচলেতে মু'খানি মুছাই ॥
বড় কষ্ট পাইয়াছ রজনী জাগিয়া।
চণ্ডীদাস কহে শোও হিয়ায় আসিয়া ॥

নী—২২৭

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

[৯১৫]

রামকেলী[১]

শুন শুন সুনয়নি[২] আমার যে রীত।
কহিলে[৩] প্রতীত নহে[৪] জগতে বিদিত ॥
তুমি না[৫] মানিবে[৫] তাহা আমি ভালে[৬] জানি।
এতেক[৭] না কহ ধনি[৭] অসঙ্গত[৮] বাণী ॥
সঙ্গত[৯] কহিলে[১০] ভাল শুনিতে হয় সুখ।
অসঙ্গত[১১] কহিলে[১২] পাইব[১৩] বড় দুখ ॥[১৩]
মিছা কথায় কত[১৪] পাপ[১৫] জানত[১৬] আপনি।[১৬]
জানিয়া না[১৭] মানে যেই সেইত[১৮] পাপিনী ॥
পরে পরিবাদ দিলে ধরম[১৯] সবে কেনে।
তাহার এমত[২০] বাদ[২০] হইবে[২১] তখনে ॥[২১]
চণ্ডীদাস বলে[২২] যদি[২৩] মিছা বলে থাকে।[২৩]
সেই সে ঠেকিবে পাপে তোমার[২৪] কি যাবে ॥[২৪]

নী—২২৮ ; তরু, ৩৯২ ; বিপু, ২৯২

১ বাদ, ২৯২

২ সুন্দরী, নী, ২৯২

৩ কহিতে নী

৪ হয়, ২৯২

৫-৫ নাহি মান, ২৯২

৬ ভাল, তরু (পাঠান্তর)

৭-৭ কহিছ য়েতেক কেন, ২৯২

৮ অসম্ভব, নী

৯ সঙ্গতি, তরু (পাঠা°)

১০ হইলে, তরু

১১ অসঙ্গতি, ঐ (পাঠা°)

১২ হইলে, তরু, নী (পাঠা°)

১৩-১৩ শুনিতে পাই দুখ, নী ; পাইয়ে বড়দুখ, তরু ; মনে পাই বড় দুখ, ২৯২

১৪ যত, তরু, ২৯২

১৫ দোষ , তরু (পাঠা°)

১৬ জানহ, তরু

১৭ আপুনি, তরু

১৮-১৮ যে না জানে সে অধম, নী ; নাহি মানে অধম, ২৯২ ; °সেই সে, তরু (পাঠা°)

১৯ ধরমে, তরু

২০-২০ এমন রীত, নী, ২৯২

২১-২১ °কেমনে, নী ; না হয় কথনে, ২৯২

২২ বোলে, তরু ; কহে, ২৯২

২৩-২৩ যেবা মিছা কথা কবে, তরু ; °বলে সবে, ২৯২

২৪-২৪ নহে কার কিবা জাবে, ২৯২ ; তোমার কিবা°, নী

শ্রীরাধিকার প্রত্যুত্তর

[৯১৬]

রামকেলী

“ভাল ভাল ভাল কালিয়া নাগর
শুনালে ধরম-কথা।
পরের রমণী মজালে যখন
ধরম আছিল কোথা ॥
চোরের মুখেতে ধরম-কাহিনী
শুনিতে পায় যে হাসি।
পাপপুণ্য-জ্ঞান তোমার যতেক
জানয়ে বরজবাসী ॥
চলিবার তরে দাও উপদেশ
পাথর চাপিয়া পিঠে।
বুকেতে মারিয়া চাকুর ঘা
তাহাতে নুনের ছিটে ॥
আর না দেখিব ও কালমুখ
এখানে রহিলে কেনে।
যাও চলি যথা মনের মানুষ
যেখানে মন যে টানে ॥
কেন দাঁড়াইয়া পাপিনীর কাছে
পাপেতে ডুবিবা পাছে।”
কহে চণ্ডীদাস— “যাও চলি যথা
ধরমের থলী আছে ॥”

নী—২২৯

সখীর উক্তি

[৯১৭]

ধানশী

ললিতা কহয়ে—“শুন হে হরি।
দেখে শুনে আর রহিতে নারি ॥
শুন শুন ওহে রসিকরাজ।
এই কি তোমার উচিত কাজ ॥
উচিত কহিতে কাহার ডর।
কিবা সে আপন কিবা সে পর ॥
শিশুকাল হতে স্বভাব চুরি।
সে কি পারে রহিতে ধৈর্য্য ধরি ॥
এক ঘরে যদি না পোষে তায়।
ঘরে ঘরে ফিরে পায় কি না পায় ॥
সোনা লোহা তামা পিতল কি বাছে।
চোরের কি কখন নিবৃত্তি আছে ॥”
এ রস দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
চোরের কখন মন শুদ্ধ নয় ॥

নী—২৩১

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

[৯১৮]

ধানশী

"না কর না কর ধনি এত অপমান।
তরুণী হইয়া কেন একে দেখ আন ॥
বংশী পরশি আমি শপথ[১] করিয়ে।
তোমা বিনু দিবানিশি কিছু না জানিয়ে ॥
ফাগুবিন্দু দেখিয়া[২] সিন্দূরবিন্দু কহ।
কণ্টকে কঙ্কণ-দাগ মিছাই ভাবহ ॥"
এত কহি বিনোদরায়[৩] চলি[৪] যায়[৪] ঘর।
চণ্ডীদাস কহে রাই কাঁপে থর থর ॥

নী—২৩০ ; তরু, ৩৯৪

১ শপতি, তরু ২ দেখি, নী
৩ নাগর, তরু ৪-৪ চলিতে চায়, তরু

শ্রীরাধার মানে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা

[৯১৯]

ধানশী

কনক বরণ করিয়া মনে।
ভ্রমই মাধব গহন বনে ॥
হিমকর হেরি মুরছি পড়ি।
ধূলায় ধূসর যাওত পড়ি ॥
"অপরাধী আমি কোথায় যাব।
রাই সুধামুখী কেমনে পাব ॥"
এতেক কহিলে মিললি রাই।
চণ্ডীদাস তবে জীবন পায় ॥

নী—২৩২

রাধার প্রতি কোন সখার সান্ত্বনা

[৯২০]

ভাটিয়ারী

রামা হে, কি আর বলিব আন।
তোহারি চরণে শরণ সো হরি
অবহুঁ না মিটে মান ॥
গোবর্দ্ধন-গিরি বাম করে ধরি
যে কৈল গোকুল পার।
বিরহে সে ক্ষীণ করের কঙ্কণ
মানয়ে গুরুয়া ভার ॥
কালীয় দমন করল যে জন
চরণযুগলবরে।
এবে সে ভুজঙ্গ ভরমে ভুলল
হৃদয়ে না ধরে হারে ॥
সহজে চাতক না ছাড়য়ে প্রীত
না বৈসে নদীর তীরে।
নব জলধর বরিখণ বিনে
না পিয়ে তাহার নীরে ॥
যদি দৈবদোষে অধিক পিয়াসে
পিবয়ে হেরিয়ে থোর।
তবহুঁ তাঁহারি নাম সোঙরিয়া
গলয়ে শতগুণ লোর ॥

চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনি
কি আর করহ মান।
তুয়া অনুগত শ্যাম-মরকত
তো বিনু ভাবে না আন ॥

নী—২৩৩

---

[৯২১]

ধানশী

তোদের দোঁহার দৈবের ঠাম।
নিতি নিতি তোরা কলহ করিবি
কত না সাধিব হাম ॥
নিতি নিতি তোদের এমতি করিয়ে
কথাতে কথাতে দ্বন্দ্ব।
সে বলে—"রাই রসিক নহে"
তু বলিস—"উহ মন্দ ॥"
সে হেন নাগর গুণের সাগর
জগৎ-দুল্লর্ভ লেহা।
তু হেন নাগরী প্রেমের আগরি
কেন বাড়াইলি লেহা ॥
নিতি নিতি তোরা এমতি করিবি
ইথে কি পরাণ রয়।
চণ্ডীদাস কহে— অবলা-পরাণে
এত কি বেদনা সয় ॥

নী—২৩৬

---

[৯২২]

ধানশী

আসিয়া নাগর সমুখে দাঁড়াল
গলে পীতবাস লৈয়া।
সে চাঁদ-বদনে ফিরি না চাহলি
তু বড় কঠিন মেয়া ॥
সো শ্যাম নাগর জগৎদুল্লর্ভ
কিসের অভাব তার।
তোমা হেন কত কুলবতী সতী
দাসী হইয়াছে যার ॥
তার চূড়া মেনে সুখেতে থাকুক
তাহে ময়ূরের পাখা।
তোমা হেন কত কুলবতী সতী
দুয়ারে পাইবে দেখা ॥
অভিমানী হৈয়া মোরে না কহিয়া
তেজলি আপন সুখে।
আপনার শেল যতনে আপনি
হানিলি আপন বুকে ॥
মনের আগুনে মরহ পুড়িয়া
নিভাইবে আর কিসে।
শ্যাম-জলধর আর না মিলিবে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

নী—২০৭

শ্রীরাধাকে শান্ত করিয়া কোন সখী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন

[৯২৩]

শ্রী

আসি সহচরী কহে ধীরি ধীরি
"শুনহ নাগর রায়।
অনেক যতনে ঘুচাইলাম মানে
ধরিয়া রাইএর পায়॥
তবে যদি আর মান থাকে তার
মানবি আপন দোষ।
তোমার বদন মলিন দেখিলে
ঘুচিবে এখনি রোষ॥
তুরিত গমনে এস আমা সনে
গলেতে ধরিয়ে বাস।"
সো হেন নাগর হইয়া কাতর
দাঁড়াইল রাইএর পাশ॥
রাই কমলিনী হেরি গুণমণি
বঁধুয়া লইল কোলে।
দুহুঁক হৃদয়ে আনন্দ বাড়িল
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে॥

নী—২৪২

---

[৯২৪]

ধানশী

ললিতার বাণী শুনি বিনোদিনী
প্রসন্ন বদনে কয়।
"আমি ত কেবল তোদের অধীন
যা বল শুনিতে হয়॥
সখি, তোরা মোর কর এই হিতে।
আর যেন কখন না করে এমন
পুছ উহায় ভাল মতে॥
পুন যদি আর এমত ব্যাভার
করয়ে এ ব্রজভূমে।
উহার প্রণতি শ্রবণ-গোচরে
না করিব এ জনমে॥"
এত শুনি হরি গলে বাস ধরি
কহয়ে কাতর বাণী।
"শুন বিনোদিনি জনমে জনমে
আমি আছি প্রেমে ঋণী॥"
এত শুনি গোরী দুবাহু পশারি
বঁধুয়া করিল কোলে।
এই মনে হয় রসামৃত ময়
চণ্ডীদাসে ইহা বলে॥

নী—২৪৩

দ্রষ্টব্য :—এই পদে মানানন্তর সঙ্কীর্ণসম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে।

---

[৯২৫]

সুহই

ছি ছি দারুণ মানের লাগিয়া
বঁধুরে হারায়ে ছিলাম।
শ্যামসুন্দর রূপ মনোহর
দেখিয়ে পরাণ পেলাম॥
সই, জুড়াইল মোর হিয়া।
শ্যাম-অঙ্গের শীতল পবন
তাহার পরশ পাইয়া॥

তোরা সখীগণ করাহ সিনান
আনিয়া যমুনা-নীরে।
আমার বঁধুর যত অমঙ্গল
সকল যাউক দূরে ॥
শ্রীমধুমঙ্গলে আনহ সকলে
ভুঞ্জাহ পায়স দধি।
বঁধুর কল্যাণে দেহ নানা দানে
আমারে সদয় বিধি ॥
কহে চণ্ডীদাস— শুনহ নাগর
এমন উচিত নয়।
না দেখিলে যুগ শতেক মানয়ে
ইথে কি পরাণ রয় ॥

নী—২৪৪-৫

---

[৯২৬]

শ্রী

রাইয়ের বচন শুনি সখীগণ
আনল যমুনা-বারি।
নাগর সুন্দর সিনান করিল
উলসিত ভেল গোরী ॥
ললিতা আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া
পরাইল পীতবাস।
পরিয়া বসন হরষিত মন
বসিলা রাইক পাশ ॥
রাই বিনোদিনী তেরছ চাহনি
হানল বঁধুর চিতে।
নাগর সুন্দর প্রেমে গরগর
অঙ্গ চাহে পরশিতে ॥
মনে আছে ভয় মানের সঞ্চয়
সাহস নাহিক হয়।
অতি সে লালসে না পায় সাহসে
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥

নী—২৪৬

দ্রষ্টব্য :—লজ্জা বা ভয়-হেতু যুবক-যুবতীর অল্পমাত্র সম্ভোগকে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলে (উজ্জ্বলনীলমণি, ৯৪২ পৃঃ)।

পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, এই পদগুলি পালার আকারেই রচিত হ[illegible], কিন্তু সম্পূর্ণ পালাটি পাওয়া যায় নাই।

মান-বিপ্রলম্ভ

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

[৯২৭]

কামোদ

হেরয়ে রসিকবর রাইক চরিত।
কি হেতু দেখিয়ে মান অতি অনুচিত ॥
তোমা বিনা নাহি জানি মরম কি বাত।
কেন বা মলিন মুখ অবনত মাথ ॥
স্বপনক বাত নাহি কর পরতীত।
নয়নে দেখিলে কর যে হয় উচিত ॥
কোন রমণী দেখ রহল ছাপাই।
চণ্ডীদাস কহে বঁধুর কোন দোষ নাই ॥

নী—২৪৭

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি পড়িলে বুঝা যায় যে, রাধিকা স্বপ্নে কৃষ্ণকে কোন রমণীর সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া

অভিমান করিয়াছিলেন, আর স্বপ্ন যে বিশ্বাসযোগ্য নহে ইহা বলিয়া কৃষ্ণ রাধার মানভঞ্জন করিতেছেন। উজ্জ্বল-নীলমণিতে আছে—"নিরপরাধত্বেঽপি সাপরাধত্বজ্ঞানে মানবিপ্রলম্ভ ইতি বিবেচনীয়ম্" (ঐ, টীকা, ১২৭ পৃঃ)।

নাপিতিনী-বেশে মিলন

[৯২৮]

ধানশী

না ভাঙ্গিল মান দেখি চতুর নাগর।
বিশাখারে ডাকি কহে বচন উত্তর॥
"শুনহ আমার কথা বিশাখা সুন্দরি।
আমারে সাজায়ে দেহ নবীন এক নারী॥"
চূড়া ধড়া তেয়াগিয়া কাঁচলি পরিল।
নাপিতিনী-বেশ ধরি নাগর দাঁড়াইল॥
'জয় রাধে শ্রীরাধে' বলি করিল গমন।
রাইএর মন্দিরে আসি দিল দরশন॥
"কি লাগিয়ে ধূলায় প'ড়ে বিনোদিনী রাই।
এস এস তুয়া পদে যাবক পরাই॥"
চরণমুকুরে শ্যাম নিজ মুখ দেখে।
যাবকের ধারে ধারে নিজ নাম লেখে॥
সচকিত হয়ে ধনী চরণ পানে চায়।
আচম্বিতে শ্যাম-অঙ্গের গন্ধ কেন পায়॥
ইঙ্গিতে কহিলা তখন বিশাখা সুন্দরী।
"নাপিতিনী নহে তোমার নাগর বংশীধারী।"
বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে।
আর না করিব মান চণ্ডীদাস বলে॥

নী—২৪৮

---

[৯২৯]

ধানশী

নাপিতিনী-করে ধরি রাই চন্দ্রমুখী।
কেমন নাপিতিনী তুমি হের এক দেখি॥
অঙ্গের বসন ধরি পাড়িয়া ফেলে দূরে।
রমণীর বেশ গেও রসিক গোচরে॥
পড়িল কল্পিত কুচ ভ্রম গেল দূরে।
সখীগণ সচকিত হেরিয়ে নাগরে॥
কি ছার মানের লাগি রমণী সাজিল।
এত বলি সুন্দরী বামে দাঁড়াইল॥
মানজনিত দুখ দূরে পরিহরি।
চণ্ডীদাস বলে—দোঁহার প্রেমের বলিহারি॥

নী—২৪৯

অভিসারিকা

[৯৩০]

সুহই

কহে সুবদনী— "শুন গো সজনি
দুখ কি বলিব আর।
কি করি এখন জুড়াই জীবন
বদন দেখিব তার॥
তাহার আরতি কিবা দিবারাতি
ভুলিতে নাহিক পারি।
মনে হলে মুখ ফেটে যায় বুক
গুমরে গুমরে মরি॥
সহে নাক আর করি অভিসার
আজি হই বলরাম।
যশোদা-মন্দিরে যাইব সত্বরে
ভেটিব নাগর কান॥"

শুনিয়া ললিতা হাসি কহে কথা
বলাই সাজিলে পরে।
চণ্ডীদাস ভণে— যশোদা যতনে
সঁপিবে তোমার করে॥

নী—২০৫

দ্রষ্টব্য :—"যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করায়, অথবা স্বয়ং অভিসার করে, তাহাকে অভিসারিকা কহে। ঐ অভিসারিকা জ্যোৎস্নায় এবং অন্ধকারে গমনযোগ্য বেশ দ্বারা জ্যোৎস্না ও তামসীভেদে দুই প্রকার হয়।" এখানে জ্যোৎস্নাভিসারের বর্ণনা করা হইয়াছে। চন্দ্রকিরণে রাধা বাহির হইতে পারিতেছেন না বলিয়া চন্দ্রের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। তমোভিসারের পদ পরে স্থাপিত হইল।

জ্যোৎস্নাভিসারিকা

চন্দ্রের প্রতি আক্ষেপ

[৯৩১]

চন্দন-গঞ্জনা চাঁদ গগনে
যদি তোর পাই লাগি।
লোহার মুষলে ভাঙ্গিয়ে তোমারে
করিমু শতেক ভাগি॥
শিখি সব তন্ত্র রাহু-গ্রহ-মন্ত্র
সাধন করিয়া আগে।
উগারে না দিয়া চাঁদ ঘুচাইয়া
তবেই গরব ভাঙ্গে॥
পূজি দেবরাজ সাধিব এ কাজ
ঢাকিয়া রাখিব মেঘে।
অমাবস্যা তিথি আঁধারিয়া রাতি
তেমতি সদাই লাগে॥
পরাশর তাথে মৎস্যগন্ধা সাথে
কুহায়ে সুরতি-রঙ্গ।
চণ্ডীদাস ভণে রাধিকার সনে
ঐছন শ্যামের রঙ্গ॥

নী—৮৬

চন্দ্রের উক্তি

[৯৩২]

যতি

শুন গো রাধিকা চাঁপার কলিকা
অধিক উজর কে।
কত কোটী চাঁদ উদয় করেছে
একলা তোমার দে॥
তুয়া একপদে চাঁদ শত নিন্দে
দন্ত অধিক শোভা।
তোমার তরাসে উছলি আকাশে
দেখিয়া ও রূপ আভা॥
কেবা তোমার অধিক উজর
তোমার অঙ্গের মলা।
বিধি আগে আনি ভাঙ্গি খানি খানি
ধরে মোর ষোল কলা॥
সিন্দুর-কৌটা অধরের ছটা
অরুণ কাঁপিতে থাকে।
অরুণ সাহসে লক্ষান্তরে থাকে
আমি পক্ষান্তর নাথে॥

খঞ্জন-গঞ্জন ও যুগ নয়ন
নাসা জিনি তিল ফুল।
হেরিয়া বদন আকুল মদন
কি আর দিব সে ভুল ॥
গৃধিনী জিনিয়া শ্রবণ যুগল
নয়ান বয়ান ভ্রসা।
রূপের কথন নহে নিরীক্ষণ
চণ্ডীদাস করে আশা ॥

নী—৮৭

---

[৯৩৩]

ধানশী

কহিও তাঁহার ঠাঁই যেতে অবসর নাই
অফুরাণ হল গৃহ-কাজে।
শাশুড়ী সদাই ডাকে ননদী প্রহরী থাকে
তাহার অধিক দ্বিজরাজে ॥
স্বজনি, কোপ করেন দুরন্ত।
গৃহকর্ম্ম করি ছলে বিপিনে যাইবার বেলে
আকাশে প্রকাশ ভেল চন্দ্র ॥
যে কুলে বিচ্ছেদ ভয় এ কুলে নহিলে নয়
সুসারিতে নিশি গেল আধা।
আসিয়া মদন-সখা হেন বেলে দিল দেখা
কহ দূতি, কি করিবে রাধা ॥
লোহার পিঞ্জরে থাকি বেড়াইতে চাহে পাখী
তার হৈল আকুল পরাণ।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় আর কি বিরহ সয়
তুরিতে মিলব বর কান ॥

নী—৮৯

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরে কবির ভণিতা পাঠেও বুঝা যায় যে, রাধা কুঞ্জে যাইয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। সেই পদগুলি অনাবিষ্কৃত রাহিয়া গিয়াছে।

এই পদটি পড়িয়া মনে হয় যে, রাধার যাইতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া কৃষ্ণ বোধ হয় কোন দূতীকে রাধার নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। রাধা তাহাকে বিলম্বের কারণ বলিতেছেন।

সখীর প্রতি উক্তি

[৯৩৪]

পটমঞ্জরী

কহিও বঁধুরে নতি কহিও বঁধুরে।
গমন-বিরোধ হৈল পাপ শশধরে ॥
গুরুজন সম্ভাষিতে কৈল যত ভাতি।
নিজ পতি সম্ভাষিতে গেল আধ রাতি ॥
যদি চাঁদ ক্ষমা করে আজুকার রাতি।
তবেত পাইব আমি বঁধুর সংহতি ॥
অমাবস্যা প্রতিপদে চাঁদের মরণ।
সে দিনে বঁধুর সনে হইবে মিলন ॥
চণ্ডীদাস বলে—তুমি না ভাবিহ চিতে।
সহজ এ কথা বটে, কেন পাও ভীতে ॥

নী—৮৮। তু°—নচ-৬৩-৪ পৃঃ।

নচতে বলা হইয়াছে যে, এই পদটির কতকাংশ বাঙ্গালী বিদ্যাপতির ভণিতাতেও অন্যত্র পাওয়া যায়। কিন্তু এই পদটির প্রতি আমাদের সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে প্রধানতঃ এইজন্য যে, এই পদের অনুরূপ আর একটি পদ (পূর্ব্ববর্ত্তী পদ দ্রষ্টব্য) দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে। উভয় পদেই সখীর প্রতি রাধার উক্তি মিলিতেছে। এই জাতীয় দুইটি পদ একই কবি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

তমোভিসারিকা

[৯৩৫]

মল্লার[১]

সই, কি[২] আর[২] বলিব তোরে।
বহু[৩] পুণ্যফলে[৪] সেহেন বঁধুয়া[৫]
বিধি[৬] মিলায়ল[৬] মোরে ॥ ধ্রু[৭] ॥
এ ঘোর রজনী[৮] মেঘ[৯]-ঘটা বঁধু[৯]
কেমনে আইল[১০] বাটে।
আঙ্গিনার কোণে[১১] বঁধুয়া তিতিছে[১২]
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥
নহি[১৩] স্বতন্তর গুরুজনা ডর[১৩]
বিলম্বে বাহির হলুঁ।[১৪]
আহা[১৫] মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত[১৬] না যাতনা দিলুঁ।[১৬]
বঁধুর পীরিতি আরতি[১৭] দেখিয়া[১৭]
মোর[১৮] মনে হেন করে।[১৮]
কলঙ্কের ডালি[১৯] মাথায়[২০] করিয়া
আনল[২১] ভেজাই[২২] ঘরে ॥
আপনার[২৩] দুখ সুখ করি মানি[২৪]
আমার দুখের[২৫] দুখী।
চণ্ডীদাসে[২৬] কহে[২৭] কানুর[২৮] পীরিতে[২৯]
জগৎ[৩০] হইল[৩০] সুখী ॥

নী—১৯১ ; তরু, ৭১৫ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭

১ বাদ, সকল পুথিতে
২-২ আর কি, ২৯১
৩ কোন, তরু ; অনেক, নী, ২৯১-৩, ২৯৭
৪ পুণ্যের ফলে, ২৯৭
৫ কালিয়া, ২৯১
৬-৬ আসিয়া মিলল, নী ; আনি°, ২৯১, ২৯২, ২৯৩
৭ বাদ, নী, সকল পুথিতে। এই তিন পঙ্‌ক্তি "তরুতে" পরবর্ত্তী চারি পঙ্‌ক্তির পরে সন্নিবিষ্ট আছে।
৮ যামিনী, ২৯৭ ; বাদর, ২৯১
৯-৯ মেঘের ঘটা, তরু
১০ আইলা, ২৯২, ২৯৩ ; আইলে, ২৯৭
১১ মাঝে, তরু (পাঠান্তর)
১২ ভিজিছে, ঐ
১৩-১৩ ঘরে গুরুজন, ননদী দারুণ, তরু ; গুরুজনার ঘর, নহে সতন্তর, ২৯৭
১৪ হৈনু, নী ; হনু, ২৯২
১৫ হাহা, তরু (পাঠান্তর)
১৬-১৬ জতেক জন্তনা°, ২৯১ ; °জন্ত্রনা দিনু, ২৯২ ; °যন্ত্রণা°, ২৯৩ ; ককে জন্ত্রনা দিনু, ২৯৭
১৭-১৭ আদর দেখিতে, নী ; °দেখিতে, সাপ ২০১
১৮-১৮ °মন যেবা ২৯১, ২৯২, ২৯৩ ; হেন মোর মনে°, ২৯৭
১৯ ডালা, ২৯৭
২০ মাথায়ে, ২৯১, ২৯২, ২৯৩
২১ আগুনী, সাপ ২০১
২২ ভেজাব, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭
২৩ বন্ধু আপনার, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭
২৪ মানে, নী, তরু, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭
২৫ দুখেতে, নী
২৬ চণ্ডীদাস, নী, তরু
২৭ কয়, ২৯৭
২৮ বন্ধুর, তরু, ২৯৭
২৯ পীরিতি, নী, তরু, ২৯১, ২৯২, ২৯৩
৩০-৩০ শুনিতে জগৎ, নী ; শুনিয়া জগত, তরু ; সুনিতে জগত, ২৯১, ২৯২, ২৯৩

মন্তব্য :—পদটি নীলরতনবাবুর "সম্ভোগ-স্মৃতি"তে এবং তরুতে "রসোদ্গার, দিনান্তরস্থ বার্ত্তা" পর্য্যায়ে স্থাপিত হইয়াছে। নচ-তে ইহা "সঙ্কেতকুঞ্জে মিলন" বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু পদ-বর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহাকে কুঞ্জে মিলনের পদ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আমাদের বোধ হয়, এই মিলন রাধার বাড়ীতেই

হইয়াছিল। পূর্ব্বে সঙ্কেত ছিল, কিন্তু রাধা সময় মত বাহির হইতে পারেন নাই, কৃষ্ণ আশ্রয়-স্থানের অভাবে আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া ভিজিতেছেন, এমন সময় রাধা বাহির হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া এই কথা বলিতেছেন। ইহা তমোভিসারের পদ। পূর্ব্বে জ্যোৎস্নাভিসার বর্ণিত হইয়াছে, এখন তমোভিসারের পালা। উজ্জ্বলনীলমণিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এইরূপ অভিসারে "একটি মাত্র সখী সঙ্গে থাকে।" রাধা তাহাকেই সম্বোধন করিয়া এই উক্তি করিতেছেন। এই জন্যই বোধ হয় "সই, কি আর বলিব তোরে" প্রভৃতি তিন পঙ্‌ক্তি অনেক পুথিতেই পদের প্রথম ভাগে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই পদে দেখা যায় যে, রাধা কৃষ্ণকে অভিসার করাইয়াছেন। নচ-তে লিখিত হইয়াছে মুকুন্দদাসের সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে পদটি নিম্নলিখিত আকারে উদ্ধৃত রহিয়াছে—

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা, বঁধু কেমনে আইলে বাটে।
আঙ্গিনার কোণে গাথানি তিতিঞাছে দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
নহি স্বতন্তর গুরুজনার [ডর] বিলম্বে বাহির হনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া এতেক যন্ত্রণা দিনু॥
বঁধুর পীরিতি দেখিয়া আমার পরাণ কেমন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া অনল ভেজাব ঘরে॥
আজিকার দুখ সুখ করি মান যৌবন মোর দুঃখের দুঃখী।
চণ্ডীদাসে বলে বঁধুর পীরিতি ভাবিতে জগৎ সুখী॥

নচ—৬৮ পৃঃ।

দ্রষ্টব্য:—পরবর্ত্তী পরিশিষ্টে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত কয়েকটি পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

দ্বিতীয় পল্লবের পরিশিষ্ট

[৯৩৬]

সুহই

শুন লো[১] রাজার[২] ঝি।
লোকে না বলিবে কি॥
মিছাই[৩] করসি[৪] মান।
তো বিনু আকুল[৫] কান॥
আনত সঙ্কেত করি।
তাহা জাগাইলা[৬] হরি॥
উলটি করলি মান।
বড়ু চণ্ডীদাস[৭] গান॥[৮]

নী—২০৪; তরু, পদ সং ৫৭৫; তু°—নচ—৭৯ পৃঃ

[১] হ, তরু [২] রায়ান, ঐ (পাঠা°)
[৩] মিছই, তরু [৪] করলি, তরু
[৫] জাগল, নী [৬] জাগাইলে, তরু
[৭] চণ্ডীদাসে, ঐ (পাঠা°) [৮] ভান, ঐ

দ্রষ্টব্য:—এই পদটি পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত রহিয়াছে। নীলরতনবাবু বোধ হয় তাহা হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদাস কোথায় পদটি পাইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করেন নাই। পদটি পড়িলে বোধ হয়, রাধা কোন প্রকার সঙ্কেত করিয়া কৃষ্ণকে আনাইয়াছিলেন, এবং পরে মান করিয়াছেন। এইরূপ কোন ঘটনার আভাস শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত অংশে নাই। কিন্তু আর একটি পদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা পদকল্পতরুর ২১৫ সং পদ, যথা—

শুনলো রাজার ঝি।
তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি
এ কাজ করিলা কি॥

বেলি অবসান কালে
কবে গিয়াছিলা জলে।
তাহারে দেখিয়া ঈসত হাসিয়া
ধরিলা সখীর গলে॥

দেখাইয়া বয়ানচান্দে
তারে ফেলিলি বিষম ফান্দে।
তুহুঁ তুরিতে আওলি লখিতে নারিল
ওই ওই বলি কান্দে॥

হৃদয় দরশি থোর
তার মন করি চোর।
বিদ্যাপতি কহ শুনল সুন্দরি
কানু জিয়ায়বি মোর॥

এই দুইটি পদ একই সুরে বাধা, এবং রচনাও কিছু কিছু মিলিয়া হইতেছে। সঙ্কেত করার ঘটনাটি বিদ্যাপতির পদে বিস্তৃতভাবেই বর্ণিত রহিয়াছে। "তাহা জাগাইলা হরি" অর্থে বোধ হয়—"সঙ্কেত দ্বারা তোমার প্রতি কৃষ্ণকে জাগরিত করিয়াছিলে।" আমাদের মনে হয়, এই দুইটি পদের মধ্যে একটি পূর্ব্বরাগের এবং অপরটি মানের পদ বলিয়া বর্ণনার কিছু বৈষম্য রহিয়াছে মাত্র। তরুর পদটি যেমন আসল বিদ্যাপতির নহে, আলোচ্য পদটিও তেমনি বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই জাতীয় পদে ভণিতা অপেক্ষা ভাবের মূল্যই বেশী।

---

[৯৩৭]

ধানশী[১]

বঁধুর[২] লাগিয়া শেজ বিছায়লু[৩]
গাঁথিলুঁ[৪] ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজালুঁ[৫] দীপ উজারলুঁ[৬]
মন্দির হইল আলা॥

সই, পাছে এ সব হবে[৭] আন।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলল কান॥ ধ্রু। [৮]
শাশুড়ী ননদে বঞ্চনা করিয়া
আইলুঁ[৯] গহন বনে।
বড় সাধ মনে এ রূপ-যৌবনে
মিলিব বঁধুর সনে॥
পথ পানে চাহি কত বা রহিব
কত প্রবোধিব মনে।
রসশিরোমণি আসিবে[১০] এখনি
বড়ু চণ্ডীদাসে[১১] ভণে॥

নী, ২০৮; তরু, পদ সং ২৮২

১ তথা রাগ, তরু
২ বন্ধুর, ঐ, এবং পরে ৩ বিছাইনু, নী
৪ গাঁথিনু, ঐ ৫ সাজিনু, ঐ
৬ উজারিনু, ঐ ৭ হইবে, তরু
৮ বাদ, নী ৯ আইনু, ঐ
১০ আসিব, তরু ১১ চণ্ডীদাস, নী

দ্রষ্টব্য:—পদটি বোধ হয় পদকল্পতরু হইতে নীলরতন-বাবু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় সখী সম্বোধনের পদমাত্রই সন্দেহজনক। বিশেষতঃ কৃষ্ণকীর্ত্তনে বাসকসজ্জিকা ও তৎপরবর্ত্তী উৎকণ্ঠিতা পর্য্যায়ের পদের কোনই স্থান নাই। অতএব এই পদটি সন্দেহজনক বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে।

---

[৯৩৮]

সুহিনী

সে যে বৃষভানু-সুতা।
মরমে পাইয়া ব্যথা॥
সজল নয়ান হৈয়া।
রহে পথ পানে চাঞা[১]॥

ফুল-শেজ বিছাইয়া।
রহয়ে ধেয়ানী হৈয়া ॥[২]
উজর চাঁদনী রাতি।
মন্দিরে রতন-বাতি ॥
কহে সব ভেল আন।
কাহে না মিলল কান ॥
সকল বিফল হৈল।
আধ রজনী গেল ॥
শ্যাম বঁধুয়ার[৩] পাশ।
চলু বড়ু চণ্ডীদাস ॥

নী, ২১৫ ; তরু, ৩৩১

১ চাইয়া, নী; চাহিয়া, তরু (পাঠা°)।
২ হইয়া, নী ৩ বন্ধুর, তরু

টীকা

দ্রষ্টব্য :—বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকিলেও বৃষভানু-সুতা যে রাধা, এই উক্তি বড়ু চণ্ডীদাসের নহে। বিশেষতঃ বাসকসজ্জা-পর্য্যায়ের এইরূপ পরিকল্পনা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে নাই। গীতগোবিন্দ হইতে ভাবগ্রহণ করিয়া এই পদ রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, যথা—

পঙ্—২-৩। তু°—

বিহিতবিলম্বে চ মাধবে বিধুরা।
বিরচিতবিবিধবিলাপম্
সা পরিতাপং চকারোচ্চৈঃ ॥
(গীতগোবিন্দ, ৭।২)

৪। তু°—"মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা।"
(ঐ, ৬।৫)

৫-৬। তু°—
"বিতনুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি।"
অর্থাৎ—শয্যা রচনা করিতেছেন, এবং দীর্ঘকাল তোমার ধ্যানে নিমগ্না রহিয়াছেন।
(ঐ, ৬।১১)

৭। তু°—"প্রসরতি শশধরবিম্বে।"
(ঐ, ৭।২)

৯ এবং ১১। তু°—
"মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্।"
(ঐ, ৭।৩)

১০। তু°—"ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্।
(ঐ, ৬।৬)

---

[৯৩৯]

বিভাষ

উহাঁর নাম করো না, নামে মোর নাহি কাজ।
উনি করেছেন ধর্ম্ম নষ্ট, ভুবন ভরি লাজ ॥
উনি নাটের গুরু, সই, উনি নাটের গুরু।
উনি করেছেন কুলের বাহির নাচাইয়া ভুরু ॥
এনে চন্দ্র হাতে দিলে যখন ছিল উহাঁর কাজ।
এখন উহাঁর অনেক হল, আমরা পেলাম লাজ ॥
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলী আদেশে।
উহাঁর সনে লেহ করে তনু হৈল শেষে ॥

নী, ২৩৫ ; তু°—নচ, ৭৯ পৃঃ

দ্রষ্টব্য :—সখী সম্বোধনের এই পদটি বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। বিশেষতঃ এই জাতীয় মানের পরিকল্পনা কৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই। পদের ভাষা এবং ভাব নিতান্ত আধুনিক বলিয়াই বোধ হয় (নচ, ৮০ পৃঃ)। এই সকল কারণে ইহাকে সন্দিগ্ধ পদ-পর্য্যায়ে স্থাপন করা হইল।

পঙ্—৪। তু°—

ভুরু নাচাইয়ে মুচকি হাসিয়ে
অবলা ভুলালে কত ॥
(প্রাঃ খঃ, ৩৯১ সং পদ)

৫। তু°—

তখন আনিয়া চাঁদ করে দিলা
অনেক কহিলা মোরে।
(ঐ, ২৪০ সং পদ)

কলহান্তরিতা

(রাধিকার উক্তি)

[৯৪০]

ধানশী

আপন শির হাম আপন হাতে কাটিনু
কাহে করিনু হেন মান।
শ্যাম সুনাগর নটবর শেখর
কাঁহা সাথে করল পয়ান॥
তপ বরত কত করি দিন যামিনা
যে কানু কো নাহি পায়।
হেন অমূল্য ধন মঝু পদে গড়ায়ল
কোপে মুই ঠেলিনু পায়॥
আরে সই, কি হবে উপায়।
কহিতে বিদরে হিয়া ছাড়িনু সেহেন পিয়া
অতি ছার মানের দায়॥
জনম অবধি মোর এ শেল রহিবে বুকে
এ পরাণ কি কাজ রাখিয়া।
কহে বড়ু চণ্ডীদাসে কি ফল হইবে বল
গোঁড়া কেটে আগে জল দিয়া॥

নী, ২৩৮

দ্রষ্টব্য:—পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলির পাদটীকা দ্রষ্টব্য। এই পদটি প্রকৃতপক্ষে কলহান্তরিতা পর্য্যায়ের। "কলহেন অন্তরং ভেদো জাতো যস্যা ইত্যর্থে ত্যক্তকলহেতোর্থঃ" (উজ্জ্বলনীলমণি, টীকা, ২০১ পৃঃ), অর্থাৎ কলহের পর মান-বিরতিতে সন্তাপিতা নায়িকার নাম কলহান্তরিতা। "যে নায়িকা পদানত বল্লভকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ অতিশয় তাপ অনুভব করে, তাহাকে কলহান্তরিতা কহা যায়।"
(ঐ)

এই পদেও পদানত কান্তকে প্রত্যাখ্যান করিয়া রাধার সন্তাপ বর্ণিত হইয়াছে।

---

[৯৪১]

শ্রী[১]

রাই মুখে শুনলহি[২] ঐছন বোল।
সখীগণ কহে—"ধনি, নহ উতরোল॥
তুয়া মুখ দরশন পাওল সেহ।
কৈছে আছয়ে[৩] কছু না[৪] বুঝল[৪] এহ॥
তুহুঁ কাহে এত উৎকণ্ঠিত ভেল।
তোহে হেরি সো আকুল ভৈ গেল॥"
ঐছে বিচার করত[৫] যাঁহা রাই।
তুরত হি এক সখী মিলল তাই॥
"এ ধনি, পদুমিনি, কর অবধান।
তোহারি নিয়রে মুঝে ভেজল কান॥"
চণ্ডীদাস কহে বিধুমুখী রাই।
অতিশয় ব্যাকুল ভেল কানাই॥

নী, ২০৯; তরু, ১২৬

১ ধানশী, তরু ২ শুনল, নী
৩ আছল, ঐ ৪-৪ সমুঝল, ঐ
৫ কহত, ঐ

দ্রষ্টব্য:—পদকল্পতরুতে এই পদটি ভণিতাহীন অবস্থায় উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু নী-তে এবং রমণীবাবুর

গ্রন্থে চণ্ডীদাস ভণিতা-মিলিতেছে। তরুতে ইহা পূর্ব্বরাগে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু পদটি বিরহোৎকণ্ঠিতা পর্য্যায়েও স্থাপন করা যায়। ব্রজবুলির এই পদ বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত হইতে পারে না। পদটি পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, কোন পালা হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

[৯৪২]

ধানশী[১]

রাইক ঐছন সকরুণ[২] ভাষ।
শুনি সখী আওল কানুক পাশ॥
কহইতে[৩] ঐছন[৩] সকল সংবাদ।
গদ্‌গদ কহইতে[৪] করই[৪] বিষাদ॥
নাগর[৫] শুনিয়া অছু বাণী।
"কহ সখী কি করয়ে কমল-নয়ানী[৫]॥"
"চল[৬] চল নাগর রসশিরোমণি।
তুয়া বিনু রাধিকা অধিক তাপিনী॥"
চণ্ডীদাস কহে—বিনোদ রায়।
ঝাট চল রাইক মাঝ হৃদয়॥[৬]

নী, ২৪০ ; তরু, ৫৪২

[১] সুহিনী বা গান্ধার, পাঠান্তর
[২] অকরুণ, তরু
[৩-৩] কহই না পারই, তরু; কহইতে, নী
[৪-৪] কহই, নী [৫-৫] বাদ, ঐ
[৬-৬] বাদ, তরু

দ্রষ্টব্য:—পূর্ব্ববর্ত্তী পদটির সহিত এই পদের ভাব ও ভাষার মিল আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়, এই দুইটি পদ একই কবি রচনা করিয়াছিলেন, এবং ইহারা কোন পালার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তরুতে এই দুইটি পদেই ভণিতার অভাব রহিয়াছে, অথচ পূর্ব্বে এবং পরে রসিকদাস (৫৪১), বংশীবদন [৫৪৩, ৫৪৪ ভণিতান্তরে গোবিন্দ-দাস] প্রভৃতির ব্রজবুলির পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রজবুলির এই পদদ্বয় যে বড়ু চণ্ডীদাসের নহে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

[৯৪৩]

শ্রী

হাত দিয়া দেখ বাড়াই মোর কলেবরে।
ধান দিলে খৈ হয় বিরহ-অনলে॥
জিভা খণ্ড খণ্ড হৈল রাধা রাধা বলি।
তাহার বিচ্ছেদে মোর বুকে হৈল সলি॥
আমি মৈলে মরিব বড়াই তার নাহি দায়।
রাধা বিনে মোর মনে আন নাহি ভায়॥
মরিলে পোড়াইও বড়াই যমুনার কূলে।
সে ঘাটে আসিবে রাধা জল আনিবারে॥
মরিবার বেলে রাধা সোঙরাইও রাধা।
জনমে জনমে যেন মিলায় বিধাতা।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে শুনহ বচন॥
দরশন দিয়ে রাধে রাখহ জীবন॥

নী, ২৪১। তু°—নচ, ৮ পৃঃ। নী-র ও নচ-র পাঠ অবলম্বনে উদ্ধৃত পাঠ প্রদত্ত হইল।

দ্রষ্টব্য:—পদটিতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের সুর বর্ত্তমান রহিলেও দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতার পদ বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। নচ-তে শেষের দুইটি পয়ারের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া বলা হইয়াছে যে, হয়ত বড়ু চণ্ডীদাসের পদে দ্বিজ ভণিতা আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু অন্য প্রকার সিদ্ধান্তই সম্ভবপর। বড়ু চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী কোন কবির পক্ষে কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুকরণে পদ-

রচনা অসম্ভব নহে। সন্তোষজনক প্রমাণের অভাবে আমরা ইহাকে সন্দিগ্ধ পদ-পর্য্যায়েই স্থাপন করিতেছি।

---

[৯৪৪]

শ্রী

হেদে হে বঁধুয়া আসিগা আমি।
পথে আন ছলে দেখা হল ভালে
কি আর বলিবে তুমি॥
ভাল না হইবে কাজ।
চন্দ্রাবলীর স্থানে যদি কেহ কহে
শুনিলে পাইবে লাজ॥
সে যে করিবে দারুণ মান।
একুল ওকুল দুকুল যাইবে
পাথারে ভাসিবে শ্যাম॥
ইথে তোমার ভাল না হইবে।
চণ্ডীদাস ভণে— রাই যদি শুনে
কুঞ্জে উঠিতে না দিবে॥

নী—২৪১(ক)

দ্রষ্টব্য:—সখীর সহিত কৃষ্ণের দেখা হইবার ঘটনা লইয়া এই পদটি রচিত হইয়া থাকিবে। পদটি বোধ হয় খণ্ডিতা পর্য্যায়ভুক্ত। এই সকল বিচ্ছিন্ন পদের অন্তরালে যে একটা পালাবদ্ধ রচনার আভাস রহিয়াছে তাহা স্পষ্টই বোধগম্য হয়।

অভিসারিকা

[৯৪৫]

তুড়ী[১]

একদিন বর নাগর-শেখর
কদম্ব তরুর তলে।
বৃষভানু-সুতে[২] সখীগণ সাথে[৩]
যাইতে যমুনা জলে॥
রসের শেখর নাগর চতুর
উপনীত সেই পথে।
শির পরশিয়া বচনের ছলে
সঙ্কেত করিল[৪] তাথে॥[৫]
গোধন চালায়ে[৬] শিশুগণ লয়ে[৭]
গমন করিলা[৮] ব্রজে।
নীর ভরি কুম্ভে সখীগণ সঙ্গে
রাই আইলা গৃহমাঝে॥[৯]
কহে চণ্ডীদাস বাশুলী আদেশে
শুনলো[১০] রাজার ঝিয়ে।
তোমা অনুগত[১১] বঁধুর[১২] সঙ্কেত
না ছাড়া[১৩] আপন হিয়ে॥

নী, ৮৫; তরু, ৩৫৩

[১] বাদ, নী
[২] বৃকভানু°, নী; °সুতা, তরু (পাঠা°)
[৩] তাথে, তরু (পাঠা°) [৪] কয়ল, তরু
[৫] তাতে, নী [৬] চালাঞা, তরু
[৭] লৈয়া, তরু [৮] করিল, তরু (পাঠা°)
[৯] গৃহের মাঝে, ঐ [১০] °ল, তরু
[১১] তনুগত, ঐ (পাঠা°)
[১২] বন্ধুর, তরু [১৩] ছাড়, নী

দ্রষ্টব্য:—এই পদটি পদকল্পতরুতে "অভিসারিকা" পর্য্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। নীলরতনবাবু বোধ হয় ঐ গ্রন্থ

হইতে পদটি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার চণ্ডীদাসে স্থাপিত করিয়াছেন। এই পদটি আমরা কোন পুথিতে পাই নাই। পদটির ভাষা, রচনারীতি, এবং পরিকল্পনা পরবর্ত্তী চণ্ডীদাসের বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ সঙ্কেতের কথা দানলীলার প্রথম পদেও (পদ সং ১০৩) দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভণিতাতে বাশুলীর উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার আংশিক বিশেষত্ব বটে, অথচ পদটিকে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের কোথায়ও স্থাপন করা যায় না, এবং ভাষা ও ভাবের দিক্ দিয়াও ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার অনুরূপ নহে। আমাদের বিশ্বাস এই যে, এই পদে বাশুলীর উল্লেখ-করা ভণিতাটি আরোপিত হইয়াছে মাত্র। এ জন্য ইহাকে সন্দিগ্ধ পদপর্য্যায়ে স্থাপন করা হইল। বৈষ্ণবদাস কোথা হইতে পদটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা লিখিয়া রাখিয়া গেলে এই গোলমালের সৃষ্টি হইত না।

যুগলমধুররস

তৃতীয় পল্লব

সম্ভোগ

প্রবেশিকা

মুখ্য ও গৌণভেদে সম্ভোগ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে জাগ্রদবস্থায় মুখ্য সম্ভোগ, এবং স্বপ্নাবিষয়ে হরির প্রাপ্তিবিশেষকে গৌণ সম্ভোগ বলে (উজ্জ্বলনীলমণি, ৯৬৪ পৃঃ)। মুখ্য সম্ভোগ চারি প্রকার, যথা— সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান্। তন্মধ্যে পূর্ব্বরাগানন্তর সংক্ষিপ্ত, মানানন্তর সঙ্কীর্ণ, কিয়দ্দূর প্রবাসানন্তর সম্পন্ন এবং সুদূর প্রবাসানন্তর সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হইয়া থাকে (ঐ, ৯৪১-২ পৃঃ)। এই গ্রন্থের পূর্ব্বরাগ-পালাতে ('৪২-৩ সং পদে) সংক্ষিপ্ত, রাসকালীন মানানন্তর (৫৮৩-৪ সং পদ দ্রষ্টব্য) সঙ্কীর্ণ, রাসের সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর পুনরাগমনে (৬৬৮-৯ সং পদ দ্রষ্টব্য) সম্পন্ন, এবং মথুরা হইতে আগমনানন্তর ভাবোল্লাসে (৮৮-৩৯১ সং পদ দ্রষ্টব্য) সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে। এখন যুগলমধুররস-পর্য্যায়ে বিপ্রলম্ভের পরে এই তৃতীয় পল্লবে বিভিন্ন জাতীয় সম্ভোগের কতকগুলি পদ সন্নিবিষ্ট হইল। এই সকল পদ নী-তে সম্ভোগস্মৃতি পর্য্যায়ে-সংগৃহীত রহিয়াছে।

———

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ

বর্ত্মরোধন

[৯৪৬]

ধানশী

যাইতে জলে কদম্ব-তলে
ছালতে গোপের নারী।
কালিয়া বরণ হিরণ পিন্ধন
বাঁকিয়া রহিল ঠারি॥
মোহন মুরলী হাতে।
যে পথে যাইবে গোপের বালা
দাঁড়াইল সেই পথে॥
"যাও আন বাটে গেলে এ ঘাটে
বড়ই বাধিবে লেঠা।"
সখী কহে—"নিতি এই পথে যাই
আজি ঠেকাইবে কেটা॥"
হয় বলাবলি করে ঠেলাঠেলি
হৈল অরাজক পারা।
চণ্ডীদাস কহে কালীয়া নাগর
ছি ছি লাজে মরি মোরা॥

দ্রষ্টব্য :—চারি প্রকার সম্ভোগের মধ্যে বস্ত্ররোধন সংক্ষিপ্তসম্ভোগ বিভাগের অন্তর্গত। এখানে সেই জাতীয় একটিমাত্র পদ পাওয়া যাইতেছে। মহারাস, জলক্রীড়া, দানলীলা প্রভৃতি সম্ভোগের কয়েকটি পালা পূর্ব্বেই মুদ্রিত হইয়াছে।

এই পদটি পদকল্পতরুতে অষ্টকালীয় নিত্যলীলার অন্তর্গত রসোদ্গার পর্য্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। নীলরতন-বাবু ইহাকে "সম্ভোগ-স্মৃতি" বিভাগে স্থাপন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

সখী-সমাগমে

[৯৪৭]

বিভাষ

শ্যামলা বিমলা মঙ্গলা অবলা
আইলা রাইয়ের পাশে।
যদি স্বতন্তরে তথাপি রাধারে
পরাণ অধিক বাসে॥
দেখি সুবদনী উঠিলা অমনি
মিলিলা গলায় ধরি।
কত না যতনে রতন আসনে
বসায়[১] আদর করি॥
রাই-মুখ দেখি হই[২] মহাসুখী
কহয়ে কৌতুক-কথা।
রজনী-বিলাস শুনিতে উল্লাস
অমিয়া অধিক গাথা।
হাস পরিহাসে রসের আবেশে
মগন হইল রাধা।
চণ্ডীদাস-বাণী নিশির কাহিনী
শুনিতে লাগয়ে সাধা॥

নী, ১৮৬ ; তরু, ২৫২১

পাঠান্তর :—

[১] বৈসায়ে, তরু
[২] হৈয়া, নী

[৯৪৮]

ধানশী

রজনী বিলাস কহয়ে রাই।
সব সখীগণ বদন চাই॥
আঁখি ঢুলু ঢুলু অলস ভরে।
ঢুলিয়া পড়িল সখীর কোড়ে॥
নয়নের জলে ভাসয়ে বুক।
দেখি সখী কহে কহনা দুখ॥
ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কাঁদয়ে রাধা।
কহে চণ্ডীদাস নাগর-ধান্দা॥

নী—২০২

দ্রষ্টব্য :—এই পদটিতে দেখা যাইতেছে যে, রজনী-বিলাস কহিতে যাইয়া রাধা নয়নের জলে বুক ভাসাইতেছেন! ইহার কারণ কি? সখীগণের নিকট সম্ভোগ-বর্ণনায় সাধারণতঃ আনন্দেরই উদয় হইয়া থাকে, তৎ-পরিবর্ত্তে রাধার ক্রন্দনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া কবি নিজেই পদের শেষ পঙ্ক্তিতে বলিয়াছেন যে, ইহা "নাগর-ধান্দা"-জাত, অর্থাৎ (পরবর্ত্তী একটি পদে যেমন রাধা নিজেই বলিতেছেন যে) রাত্রিতে তিনি কৃষ্ণের ভ্রমে ননদিনীকে কোলে লইয়া অপদস্থ হইয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী পদসহ এই পদ এবং পরবর্ত্তী কয়েকটি পদ একই কল্পনাপ্রসূত পালার অন্তর্ভূত ছিল। ৯৫৩ সং পদের টীকাও দ্রষ্টব্য।

সখীর উক্তি

[৯৪৯]

সিন্ধুড়া

"রাই, আজু কেন হেন দেখি।
স্বরূপ করিয়া কহনা আমারে
মনের মরম সখি॥
আঁখি ঢুলু ঢুলু ঘুমেতে আকুল
জাগিয়াছ বুঝি নিশি।
রসের ভরেতে অঙ্গ নাহি ধরে
বসন পড়িছে খসি॥
এক কহিতে আর কহিতেছ
বচন হইয়া হারা।
রসিয়ার সনে কিবা রসরঙ্গে
সাঙ্গ হয়েছে পারা॥
ঘন ঘন তুমি মুড়িতেছ অঙ্গ
সঘনে নিশ্বাস ছাড়।
স্বরূপ করিয়া কহনা কহসি
কপট কেন বা কর॥
ভালের সিন্দূর আধেক আছয়ে
নয়নে আধ কাজল।
চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া এমন করিয়া
কেবা নিল এ সকল॥"
চণ্ডীদাস কয়— যেবা সেই হয়
ভালে ভুলাইলে কাজ।
সঙ্গের সঙ্গিনী বঞ্চিতে নারিবে
কিবা কর আর লাজ॥

নী—২০৩

[৯৫০]

ধানশী

ঐছন শুনইতে মুগধ রমণী।
সখীগণ ইঙ্গিতে অবনত বয়নী॥
লাজে বচন নাহি করে পরকাশ।
সখীগণে কহইতে প্রিয়তম ভাষ॥
"কহইতে না কহসি রজনীক কাজ।
আমার শপথি তোরে, যদি কর লাজ॥
পহিল সমাগমে হইল যত সুখ।
পুনহি মিলনে পাওব কত দুখ॥"
ঐছন বচন শুনি কহে মৃদু ভাষি।
চণ্ডীদাস ইহ রস পরকাশি॥

নী—২০৪

রাধার উক্তি

[৯৫১]

ললিতা

"আজুক[১] শয়নে[১] ননদিনী[২] সনে[২]
শুতিয়া[৩] আছিলুঁ[৪] সই।
যে ছিল করমে বঁধুর ভরমে
মরম তোমারে[৫] কই॥
নিঁদের[৬] আলসৈ[৭] বঁধুর ধাধসে
তাহারে[৮] করিলুঁ[৯] কোরে[১০]।"
ননদী উঠিয়া বলিছে রুষিয়া—
"বঁধুয়া পাইলি[১১] কারে॥[১২]

এত টীটপনা[১৩] জানে কোন্ জনা
বুঝিলুঁ তোহারি রীতি।
কুলবতী হৈয়া পরপতি লয়া
এমতি করহ নিতি ॥[১৪]
যে শুনি শ্রবণে পরের[১৫] বদনে
নয়নে দেখিলুঁ[১৬] তাই।
দাদা ঘরে এলে[১৭] করিব গোচরে
ক্ষণেক[১৮] বিরাজ[১৮] রাই ॥"
"নিঠুর[১৯] বচনে কাঁপিছে[২০] পরাণে
মরিয়া রহিলু[২১] লাজে।
ফিরাইয়া আঁখি গরবেতে[২২] থাকি[২২]
সঘনে আমারে ত্যজে ॥[২৩]
এক হাতে সখি কচালিয়া আঁখি
নয়ানে[২৪] দেখি সে[২৪] আর।"
চণ্ডীদাস[২৫] কয়— কিবা[২৬] কুলভয়[২৬]
কানুর পীরিতি যার ॥

নী, ১৮৭ ; তরু, ৭৪১ ; সাপ-২০১

পাঠান্তর :—

[১-১] আজুকার রাতে, সাপ-২০১
[২-২] ননদী সহিতে, ঐ
[৩] স্বপনে, ঐ
[৪] আছিনু, নী ; দেখিনু, সাপ-২০১
[৫] তোহারে, তরু। [৬] নিন্দের, ঐ ; সাপ-২০১
[৭] আলিসে, নী, সাপ-২০১
[৮] যতনে, সাপ-২০১ [৯] করিনু, ঐ, নী
[১০] কোড়ে, নী [১১] পারলি, তরু
[১২] এই দুই পঙ্ক্তি সাপ-২০১তে এই ভাবে আছে—
তখনি রুখিয়া, উঠিছে বলিয়া, এমন করহ ভোরে
[১৩] টীঠ্, তরু
[১৪] এই চারি পঙ্ক্তি বাদ, সাপ-২০১
[১৫] লোকের, সাপ-২০১। [১৬] দেখিনু, ঐ, নী
[১৭] আইলে, তরু, সাপ-২০১
[১৮-১৮] খানিক ধেয়াও, সাপ-২০১
[১৯] নিরস, ঐ। [২০] কাপিনু, ঐ
[২১] আকুল, ঐ ; রহিনু, নী
[২২-২২] গরবাথাকি, তরু, সাপ-২০১। [২৩] যজে, নী
[২৪-২৪] প্রভাতে দেখিনু, সাপ-২০১ ; [২৪]দেখিয়ে, তরু
[২৫] জ্ঞানদাস, সাপ-২০১
[২৬-২৬] তার কিবা হয়, ঐ

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের ৯৬ পৃষ্ঠায় সম্ভোগ-স্মৃতি পর্য্যায়ে, পদকল্পতরুতে রসোদ্গার পর্য্যায়ে, এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২০১ সং পুথিতেও পাওয়া যায়। শেষোক্ত পুথিতে ইহা জ্ঞানদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে, কিন্তু এই পদটি পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী পদগুলির সহিত ঘটনাপরম্পরায় সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, চণ্ডীদাসের এই পদে পরবর্ত্তীকালে জ্ঞানদাসের ভণিতা আরোপিত হইতে পারে। কিন্তু পদটি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানদাসের হইলে, এখানে চণ্ডীদাসের এইরূপ একটি পদের অভাব লক্ষিত হয়। ৯৫৩ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

---

[৯৫২]

তথারাগ

আর একদিন সখি শুতিয়া আছিলু।[১]
বন্ধুর[২] ভরমে ননদিনী[৩] কোলে[৩] নিলু ॥[৪]
বন্ধু[৫] নাম শুনি সেই উঠিল রুষিয়া।
কহে[৬] তোর বন্ধু কোথা গেল পলাইয়া ॥
সতী কুলবতী কুলে জ্বালি দিলি আগি।
আছিল আমার ভালে তোর বধ-ভাগি ॥
শুনিয়া বচন তার অথির পরাণি।
কাঁপয়ে শরীর দেখি আঁখির তাজনি ॥
কেমতে[৭] এড়াব[৮] সখি, সে পাপিনীর[৯] হাথে।
বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাথে ॥

দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরিতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরিতি ॥

নী, ১৮৮ ; তরু, ৭৪২

১ আছিনু, নী ২ বঁধুয়া, ঐ
৩-৩ ননদী কোড়ে, ঐ ৪ নিনু, ঐ
৫ বঁধু, ঐ, এবং পরে ৬ বলে, ঐ
৭ এমত, ঐ ৮ যে ডরি, ঐ
৯ তাপিনীর, তরু এবং নী (পাঠান্তর)

দ্রষ্টব্য :—নচ-তে লিখিত হইয়াছে যে, পদটি "এই পদটিরই ভিন্ন ছন্দে (ত্রিপদীতে) অনুকরণ বলিয়া বোধ হয়" (ঐ, প্রথম খণ্ড, ৬৯, এবং ১৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। আমরা এই মত সমর্থন করিতে পারি না। পূর্ব্ববর্ত্তী পদটিতে এক রাত্রির ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, আর এই পদটিতে যে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আর এক রাত্রির ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে তাহা পদের প্রথম পঙ্ক্তি পড়িলেই বুঝা যায়।

পঙ্—৫-৬। তুই সতী স্ত্রীগণের কুলধর্ম্মে আগুন দিয়াছিস, অর্থাৎ সতীকুলকলঙ্ক হইয়াছিস্; আমার ভ্রাতৃ-জায়ার এই ব্যবহার আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব, কাজেই তোকে বধ করাই সঙ্গত; আমার অদৃষ্টগতিকে তোর বধভাগী হইতে হইল।

৮। আঁখির তাজনি—আঁখির তর্জ্জন

১১-১২। প্রেমের জন্য যে যত জ্বালা সহ্য করিতে পারে, তাহার প্রেমও তত উচ্চ অঙ্গের

---

[৯৫৩]

বিভাষ

পরাণ-বঁধুকে[১] স্বপনে দেখিলুঁ[২]
বসিয়া শিয়র-পাশে।
নাসার বেশর পরশ করিয়া
ঈষৎ মধুর হাসে ॥
পিয়ল[৩] বরণ বসন খানিতে
মুখানি আমার মুছে।
শিথান হইতে মাথাটি বাহুতে
রাখিয়া শুতল কাছে ॥
মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া
বঁধুয়া করিল[৪] কোলে।[৫]
চরণ-উপরে চরণ পসারি
পরাণ পাইলুঁ[৬]-বলে ॥[৭]
অঙ্গ-পরিমল সুগন্ধি চন্দন
কুঙ্কুম কস্তূরী পারা।
পরশ করিতে রস উপজিল
জাগিয়া[৮] হইলুঁ[৮] হারা।
কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটুল
বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে এমতি[৯] হইলে
আর কি পরাণ রয় ॥[১০]

নী, ১৮৯ ; তরু, ৬৯৬

১ বন্ধুকে, তরু ২ দেখিনু, নী
৩ পিঙ্গল, নী ৪ করল, তরু
৫ ক্রোরে, ঐ ৬ পাইনু, নী
৭ বোলে, তরু ৮-৮ জাগিয়ে হইনু, নী
৯ এমন, ঐ
১০ পদরত্নাকরে "চণ্ডীদাস" স্থলে "যদুনাথ" আছে

অন্যত্র শেষে চারি পঙ্ক্তির স্থলে—

চণ্ডীদাসে বোলে শুন বিনোদিনি
তোরে কি বলিব আর।
মুঞি অভাগিনী জনম-দুঃখিনী
পুনঁ কি দেখিব আর ॥
তরু (পাঠান্তর)

দ্রষ্টব্য :—যদুনাথের ভণিতা সত্ত্বেও সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় এই পদটি চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত

করিয়াছেন। নচ-তে বলা হইয়াছে "কোনও কোনও পুঁথিতে পদটি জ্ঞানদাসের ভণিতায়ও পাওয়া যায়।"

এইরূপ স্থলে সত্য-নির্ণয় সহজসাধ্য নহে, কিন্তু অধিকাংশ পুঁথিতেই যখন ইহা চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে তখন সতীশবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমরা ইহাকে চণ্ডীদাসের বলিয়াই আপাততঃ গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু সন্দেহের হেতু রহিয়া গেল। পূর্ব্ববর্ত্তী ৯৪৮ সং পদে রাধার ক্রন্দনের উল্লেখ রহিয়াছে। ৯৫১ সং পদের স্থানে এই পদটি স্থাপন করিলেও ক্রন্দনের হেতু নির্দ্দেশিত হইতে পারে। কিন্তু এই দুইটি পদই অন্যের ভণিতায় পাওয়া যায় বলিয়া আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছি না।

---

[৯৭৪]

সিন্ধুড়া[১]

"যাই[২] যাই বলি পিয়া বলে তিন বোল।[২]
কত না চুম্বন দেই[৩] কত[৪] দেই[৪] কোল ॥
করে[৫] কর দিয়া পিয়া শপথ দেই মাথ।[৫]
পুনঃ দরশন লাগি[৬] কহে[৭] কত বাত ॥[৭]
পদ[৮] আধ যায় পিয়া চাহে পালটিয়া।[৯]
বদন[১০] নিরিখে মোর অথির হইয়া ॥[১০]
নিগূঢ় পীরিতি পিয়ার[১১] আরতি[১২] বহুক।[১৩]
চণ্ডীদাসে[১৪] কহে হিয়ার[১৫] ভিতরে[১৬] রহুক।[১৭]

নী, ১৯২ ; তরু, ৬৭১। ইহা ব্যতীত পদটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯১, ২৯২, ২৯৭ সং পুঁথিতেও পাওয়া গিয়াছে।

[১] পঠমঞ্জরী, তরু (পাঠান্তর) ; কৌ রাগিনী, তরু ; বাদ ২৯১, ২৯২, ২৯৭ ;

[২-২] আমি যাই যাই বলি বলে°, তরু, নী ; জাই ২ প্রিয়া বলে তিন°, ২৯৭ ; আমি যাই যাই পিয়া বলে°, তরু (পাঠান্তর)।

[৩] দিছে, ২৯৭

[৪-৪] কতবার, ২৯৭

[৫-৫] °ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে, নী ; °ধরি পিয়া শপথি দেই মোরে, তরু ; °ধরি প্রিআ সপতি দেই মোর, ২৯১ ; °ধরিআ ষপতি দেই মোরে, ২৯৭ ; করে ধরি পিয়া সপতি দেই মোরে, °ধরি পিয়া শপথি দেই মোর, তরু (পাঠান্তর)

[৬] নাহি, ২৯১

[৭-৭] কত চেষ্টা করে, নী ; কত চাটু বোলে, তরু ; কত চাটু বোল, ২৯১ ; করে প্রিয়া মোরে, ২৯৭ ; পুন দেই কোরে, তরু (পাঠান্তর)

[৮] তরুতে এই দুই চরণের পরে উপরের দুই চরণ স্থাপিত হইয়াছে

[৯] উলটিয়া, নী, ২৯২, ২৯৭

[১০-১০] বয়ান নিরখে কত কাতর°, নী, তরু ; °নিরখে°, ২৯২ ; বআন নিরিখে কত কাতর°, ২৯১ ; °নিরখে কত কাতর হইয়া, ২৯৭

[১১] পিয়া, নী ; এই, ২৯২ ; প্রিআ, ২৯১

[১২] করেন, নী, ২৯১ [১৩] বহু, তরু ; বহুত, ২৯১

[১৪] চণ্ডীদাস, তরু, নী [১৫] পিয়া, ২৯২

[১৬] মাঝারে, তরু ; হিয়ায়ে, ২৯২

[১৭] রহু, তরু

শেষে চরণটি ২৯১ পুথিতে এইভাবে আছে—চণ্ডীদাশে কহে প্রিঞার পিরিতি হিআর ভিতরে রহুক।

শেষ পঙক্তিদ্বয় ২৯৭ পুথিতে এই ভাবে আছে—

প্রিয়ার পিরিতি হিয়ায় জাগিয়া রহিল।
চণ্ডিদাস কহে সে কুলসিল গেল ॥

দ্রষ্টব্য :—পদটিতে বোধ হয় গৌণরাসের অন্তর্গত মিলনের পরে বিদায়ের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত এই পদসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

---

[৯৫৫]

সুহই

এমন পীরিতি কভু দেখি[১] নাই[১] শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা[২] আপনা[৩] আপনি ॥
দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল[৪] আধ[৪] না দেখিলে যায় যে[৫] মরিয়া ॥
জল বিনু[৬] মীন জনু[৭] কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥
ভানু কমল বলি, সেও[৮] হেন নহে।[৯]
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে ॥[১০]
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥
কুসুমে মধুপ কহি, সেহো[১১] নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল ॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুঁহু সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি[১২] চণ্ডীদাস[১৩] কহে ॥

নী, ১৯৩ ; তরু, ৯১২

-১ নাহি দেখি, তরু — ২ বান্ধা, ঐ
৩ আপনি, নী — ৪-৪ আধ তিল, তরু
৫ কি, নী — ৬ বিনে, ঐ
৭ যেন, তরু। — ৮ সেহো, ঐ।
৯ নয়, ঐ — ১০ রয়, ঐ
১১ সে, নী — ১২ নাই, ঐ
১৩ চণ্ডীদাসে, তরু

দ্রষ্টব্য :—প্রথমেই প্রশ্ন আসে, এই পদটি কাহার উক্তি? কৃষ্ণের নহে, রাধিকারও নহে। আমাদের মনে হয়, যুগলমধুররসের অন্তর্গত বিপ্রলম্ভের পরে সম্ভোগ বর্ণনায় ইহা কবির বা কোন সখীর উক্তি। কিন্তু পূর্ব্বাপর সম্বন্ধবিহীন এই পদ-সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে।

---

[৯৫৬]

সিন্ধুড়া

এমন পীরিতি কভু নাহি[১] দেখি শুনি।[১]
নিমিখে মানয়ে যুগ কোড়ে দূর মানি ॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।[২]
মুখ ফিরাইলে[৩] তার ভয়ে কাঁপে গা ॥[৪]
একতনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই ॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি মোর[৫] যেন[৫] প্রাণ চলি যায় ॥
সে কথা বলিতে সই[৬] বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে ধনি[৭] সব পরমাণ ॥

নী, ১৯৪ ; তরু, ৬৭০

১-১ দেখি নাই শুনি, নী; দেখি নাহি শুনি, তরু
২ বাও, তরু (পাঠান্তর) ৩ ফিরাইতে, ঐ
৪ গাও, ঐ — ৫-৫ যেন মোর, তরু
৬ সোই, ঐ (পাঠান্তর) — ৭ সই, নী

---

[৯৫৭]

সুহই

একদিন যাইতে ননদিনী সনে।
শ্যাম বধুর[১] কথা পড়ি গেল মনে ॥
ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি।
অবশ হইল তনু কাঁপে[২] থরথরি ॥
কি কহিব সখি, সে হইল বিষম[৩] দায়।
ঠেকিলুঁ[৪] বিপাকে আর না দেখি উপায় ॥
ননদী বলয়ে[৫] হে লো[৬] কিবা[৭] তোর হৈল।[৮]
চণ্ডীদাস[৯] বলে[৯] উহার কপালে যা[১০] ছিল ॥

নী, ১৯৫ ; তরু, ৭৩৯

১ বন্ধুর, তরু

[২] কাঁপি, ঐ (পাঠান্তর)

[৩] বড়, তরু   [৪] ঠেকি, নী

[৫] ধোলয়ে, তরু   [৬] হেঁলো, নী

[৭] কি না, তরু   [৮] হইল, নী

[৯-৯] কহে চণ্ডীদাস, তরু

[১০] যে, ঐ

দ্রষ্টব্য :—এইরূপ আখ্যায়িকা কোন পালাতেই পাওয়া যায় নাই।

---

[৯০৮]

গান্ধার[১]

সাত[২] পাঁচ[২] সখী সঙ্গে বসিয়াছিলাম[৩] রঙ্গে
পাপমতি[৪] ননদিনী।
দেখিয়া আমাকে আক্রোসিয়া[৫] ডাকে
"আস্ত[৬] শ্যাম-সোহাগিনী॥

রাধা,[৭] তোমারে বলিব[৮] কি[৮]
ঠাঞি[৯] দুই তিন সে সকল কথা[৯]
কানেতে[১০] শুনিয়াছি॥ ধ্রু॥[১১]
তুমি কোন দিনে যমুনা-সিনানে
গিয়াছিলে নাকি[১২] একা।
সে[১৩] শ্যাম[১৩] সহিতে কদম্বতলাতে
হয়াছিল নাকি দেখা॥
সে[১৪] দিন হইতে[১৪] কানু[১৫] এই পথে[১৫]
নিতি করে আনাগোনা।
রাধা রাধা বলি বাজায় মুরলী
তেঞি হল জানা শুনা॥
যে[১৬] দিন দেখিব আপন নয়ানে
তা সনে কহিতে কথা।
কেশ ছিঁড়ি বেশ দূরে তেয়াগিব
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা[১৬]॥"

"এ[১৭] কি পরমাদ[১৭] দেয় পরিবাদ
এ[১৮] ছার পাড়ার লোকে।
পর চরচায়[১৯] যে থাকে সদায়[২০]
সাপে খাউ[২১] তার বুকে॥
গোকুল-নগরে গোপের মাঝারে[২২]
এত[২৩]দিন বসি মোরা।
কভু নাহি জানি কভু নাহি শুনি
কানু কাল[২৪] না কি[২৪] গোরা॥
বড়র[২৫] ঝিয়ারি বড়[২৬] নাম ধরি[২৬]
বোলাই[২৭] বড়ুয়া[২৮]-বউ।[২৮]
নিরমল কুলে কলঙ্ক[২৯] যে তুলে[২৯]
সে নারী গরল খাউ॥"
চিত থির[৩০] করি থাকহ সুন্দরি
যেন মন নাহি টলে।
কাহার কথায় কার কিবা যায়[৩১]
দ্বিজ[৩২] চণ্ডীদাসে বলে॥

নী, ১৯৬ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭

[১] বাদ, নী ভিন্ন অন্যত্র

[২-২] সাধ করি, ২৯১

[৩] বসিলা জে নানা, ২৯১ ; বসি নানা, ২৯২, ২৯৩ ; বসিয়াছিলাঙ, ২৯৭

[৪] হেন কালে পাপ, নী ; পাপমতি দেখে, ২৯৭

[৫] তার কাছে, নী ; আর কাখে, ২৯১, ২৯২, ২৯৩

[৬] আইস, নী ; বলে এস্ত, ২৯২ ; এস্ত ২, ২৯৩

[৭] রাধা বিনোদিনী, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭, নী (পাঠান্তর)

[৮-৮] কহিতে°, নী ; কহিতে আসিয়াছি, ২৯১ ; বলিতে°, নী (পাঠান্তর)

[৯-৯] দুই চারি দিন, আমিহ ও কথা, নী ; চাই দুই তিন কথা, যে কথা তোমার, নী (পাঠান্তর) ; °ও কথা আমি, ২৯২, ২৯২ ; °তোমার ও কথা, ২৯৭

১০ আপন কানেতে, ২৯১ ; লোক মুখে, ২৯৭ ; বড়ই, নী (পাঠান্তর)
১১ বাদ, নী ১২ ধনি, ২৯৭
১৩-১৩ শ্যামের, নী
১৪-১৪ সেই দিন হৈতে, নী ২৯২ ; সেই দিন হতে, ২৯৭
১৫-১৫ এই পথে পথে, নী
১৬-১৬ বাদ, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭
১৭-১৭ মিছা অপবাদ, ২৯১, ২৯৭ ; মিছামিছি করি, ২৯২, ২৯৩
১৮ কি, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭
১৯ চরচাতে, ২৯১ ২০ ইহাতে, ঐ
২১ থাক্, নী, ২৯৭ ২২ সমাঝে, ২৯২, ২৯৩
২৩ জত, ঐ
২৪-২৪ কি কালিয়া, নী ; কাল কিএ. ২৯২, ২৯৩ ; কাল সে, ২৯৭
২৫ বড়ুয়ার, নী, ২৯১, ২৯২, ২৯৩
২৬-২৬ বড়র বহুরি, ২৯৭
২৭ বলই, নী ; বড়ই, ২৯২, ২৯৩ ; বলাইতে, ২৯৭
২৮-২৮ বড়ুআর বহু, ২৯১, ২৯২ ২৯৩ ; বড় বহু. ২৯৭
২৯-২৯ এ কথা সে বলে, নী, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭
৩০ দড়, ২৯১, ২৯২, ২৯৩ ; পিত, ২৯৭
৩১ হয়, নী, ২৯২, ২৯৩
৩২ বড়ু, নী, ২৯১, ২৯২

দ্রষ্টব্য :—এই পদের পাঠান্তরে দ্বিজ এবং বড়ু উভয় প্রকার ভণিতাই পাওয়া যাইতেছে। এই পরিবর্ত্তন পদ রচিত হইবার পরে সংঘটিত হইয়াছে।

---

[৯৫৯]

শ্রীরাগ[১]

আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই।
যে হয়[২] তাহার[৩] (চিতে তাঁহাই[৪] করি[৪])
স্বতন্তরী নই॥
তাহার[৫] গলার ফুলের মালা
আমার গলায় দিল।
তার মত[৬] মোরে করি
সে মোর মত হইল॥
তুমি সে আমার প্রাণের অধিক
তেঁই সে তোমারে[৭] কই।[৮]
এই[৯] যে কাজ কহিতে[১০] লাজ
আপন মনেই রই॥[১১]
তাহার প্রেমের বশ হইয়া
যে কহে তাহাই করি।
চণ্ডীদাস কহয়ে ভাষ
বালাই লইয়া মরি॥

নী, ১৯৭ ; তরু, ১০৯৭
১ শ্রী, নী ২ বাদ, তরু
৩ তার, ঐ ৪-৪ বাদ, নী
৫ আপনার, তরু (পাঠান্তর)
৬ তাহার, তরু
৭ তোমায়, তরু ; তোমারি, ঐ (পাঠান্তর)
৮ কহি, তরু
৯ এ, নী, তরু (পাঠান্তর)
১০ কহইতে, তরু (পাঠান্তর)
১১ রহি, তরু

---

[৯৬০]

সওয়ারি

নিতিই[১] নূতন[১] পীরিতি দুজন
তিলে তিলে বাঢ়ি[২] যায়।
ঠাঁই নাহি পায় তথাপি বাঢ়য়[৩]
পরিণামে নাহি থায়॥[৪]

সখি হে, অদভুত দুঁহু প্রেম।
এত দিন চাহ[৫] অবধি না পাই,
ইথে কি কষিল হেম ॥ ধ্রু[৬] ॥
উপমার গণ সব হৈল[৭] আন
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
এ কি অপরূপ তাহার স্বরূপ
সবারে[৮] করিল অন্ধ ॥
চণ্ডীদাসে কহে দুঁহু[৯] সম নহে[১০]
এখানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে হেন কোন জনে
শুনি না দরবে চিত ॥

নী, ১৯৮ ; তরু, ৯১৩

১	নিতুই নৌতুন, তরু	২	বাড়ি, নী
৩	বাড়ায়, ঐ	৪	ক্ষয়, ঐ
৫	ঠাঁই, ঐ	৬	বাদ, ঐ
৭	কৈল, তরু	৮	স্বভাবে, তরু
৯	দোহ, ঐ	১০	হয়ে, তরু

টীকা

দ্রষ্টব্য :—চৈতন্যচরিতামৃতের আদির চতুর্থ পরিচ্ছেদে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। তাহারই ভাব লইয়া এই পদটি রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

পঙ্—১-৪।—তু°—

"রাধা প্রেম বিভু—যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥

অন্যত্র—

আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।

এবং—

মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম—দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি ॥
ঐ, আদির চতুর্থে।

কৃষ্ণের এইরূপ অপূর্ব্ব মাধুরী যে, "মাধুর্য্যামৃত" পান করিয়া কখনও তৃষ্ণার শান্তি হয় না, তৃষ্ণা অতৃপ্তই রহিয়া যায়। কৃষ্ণ এই মাধুর্য্যের বলে বিশ্বচরাচর আকর্ষণ করিতেছেন। রাধার চিত্তও তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণের মাধুর্য্য নিত্য "নবনব হয়", আর রাধা-প্রেমও যেন তাহার সহিত "হোড়" করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে, অতএব উভয়ই ক্ষণে ক্ষণে বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণমাধুর্য্য ও রাধাপ্রেম উভয়ই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মময়, কারণ বর্দ্ধিত হইবার স্থান না থাকিলেও ইহারা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

৫-৬। কৃষ্ণের কথায় বলিতে হয়—

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা চঞ্চল ॥ ঐ

এই প্রেম অতিশয় অদ্ভুত, কারণ আমি এত দিন অনুসন্ধান করিয়াও ইহার তত্ত্ব জানিতে পারি নাই।

৭। ইহা কষিত কাঞ্চনের ন্যায় নির্ম্মল। প্রেমের নির্ম্মলতা কামবর্জ্জিত হওয়া।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা, তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥ ঐ

"অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ" বলিয়া রাধার প্রেম নিকষিত হেমতুল্য, "যাহা হৈতে সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।" (ঐ)।

৮। যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী একটি পদে কতকগুলি উপমা-দ্বারা রাধাপ্রেম বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে, যথা—

ভানু কমল বলি, সেও হেন নহে।
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে। ইত্যাদি।
৯৫৫ সং পদ

রাধাকৃষ্ণের প্রেমের প্রকৃতি বুঝাইতে এই সকল উপমা ব্যর্থ হইয়া যায়।

১২-১৫। ঐ সকল উপমায় ভানু ও কমল, চাতক ও জলদ, চাঁদ ও চকোর যুগলের মধ্যে একে অপরের সমান নয়, কিন্তু রাধা ও কৃষ্ণ উভয়েই সমান। ত্রিভুবনে এই প্রেমের তুলনা হয় না।

---

[৯৬১]

সুহই[১]

বিরলে নিশিতে[২] আছিলু[৩] শুতিয়া[৪]
শুনগো পরাণ[৫]-সখি।
নিশিথে আসিয়া দিল দরশন
সে[৬] শ্যাম কমল[৬]-আঁখি ॥
পায়া[৭] বহু ধন অমূল্য রতন
থুইতে[৮] নাহিক ঠাঁই।
কোন্‌খানে থোব সে[৯] হেন সম্পদ[৯]
মনে[১০] পরতীত নাই ॥
যত ছিল তাপ দূরে গেল পাপ
বিরহ বেদনা জাতি।[১১]
বাটে[১২] পায়া[১৩] ধন আমার তেমন
তাহা না[১৪] রাখিব কতি ॥[১৫]
আজি[১৬] নিশি দিন ভেল শুভক্ষণ
বধুয়া[১৭] মিলল কোলে।
হাসি[১৮] বিনোদিনী অমিয়া[১৯] নিছনি[১৯]
আধ[২০] আধ বাণী[২০] বলে ॥
না পাই কহিতে বিরলে[২১] বসিয়া[২১]
মনে মোর যত আছে।
চণ্ডীদাসে[২২] বলে[২২] আসি প্রিয়া[২৩] মিলে[২৪]
সে কথা কহিবে পাছে ॥

নী, ২০০ ; বিপু, ২৯২, ২৯৩, ২৮৯ ইত্যাদি

১ বাদ, ২৮৯
২ বসিয়া, নী
৩ আছিল, ঐ
৪ সুতিএ, ২৮৯
৫ সজনী, ২৯২, ২৮৯
৬-৬ কমল-নয়ান, ২৮৯, নী ; কমল-বরন, ২৯২
৭ পেয়ে, নী
৮ গৃহেতে, ২৮৯
৯-৯ শ্যাম সুনাগর, ঐ
১০ মোর, নী, ২৯২
১১ যতি, নী, ২৮৯ ; জত, ২৯৩
১২ রাখে, নী ; লোকে, ২৮৯
১৩ পেয়ে, নী ; পেএ, ২৮৯
১৪ ইহা নী, ২৯৩, নী
১৫ কত, ২৯৩
১৬ আসি, ২৯২, ২৯৩
১৭ বন্ধুয়া, ২৮৯, ২৯২, ২৯৩
১৮ রাই, ২৮৯
১৯-১৯ কহে আধ বাণী, নী, ২৯২, ২৮৯
২০-২০ হাসিয়া হাসিয়া, নী, ২৮৯ ; প্রেমে আধ আধ, ২৯২
২১-২১ বিরল হইয়া, নী, ২৯২, ২৯৩
২২-২২ চণ্ডীদাস কহে, নী
২৩ পিয়া, ২৯২, ২৯৩
২৪ মোরে, নী

---

[৯৬২]

আশাবরী

চলহ সই জল ভরিতে যাই
যে ঘাটে চন্দন চূয়া ভাসে।
কলসী ভাঙ্গিয়া ঝিকটি খেলিব
যাবত কৃষ্ণ না আইসে ॥
এসহ সকল সখী বৈসহ আমার কাছে
স্বপন কহি যে তোমার আগে।
নিশি দুপহরে স্বপন দেখিনু
বঁধুয়া শিয়রে জাগে ॥
শিয়রে বসিয়া ঈষৎ হাসিয়া
গায়েতে বুলায় হাত।
সূতার সঞ্চার দ্বার নাহি নড়ে
কোন পথে গেলা প্রাণনাথ ॥

ডাহুকী ডাকয়ে কোকিল কুহরে
চকোর ছাড়য়ে নিশ্বাস।
বাশুলী-চরণ শিরেতে বন্দিয়া
কহে বড়ু চণ্ডীদাস॥

নী, ১৯৯। রমণী মল্লিক মহাশয়ের চণ্ডীদাস (৩য় সং) ৫২২ পৃঃ, এবং নচ ২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

দ্রষ্টব্য:—ভণিতাটি বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার অনুরূপ বটে, কিন্তু পদটি সন্দেহজনক। মনে হয় যেন কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পদাংশ এক সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। জল ভরিবার প্রসঙ্গ লইয়া পদের আরম্ভ, পরে স্বপ্ন বর্ণনা, ইহাতে প্রথম চারি পঙ্‌ক্তির পরেই মনে হয় যেন আর একটি নূতন বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে "সকল সখী"কে সম্বোধন করার পরে ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তিতে "তোমার" সর্ব্বনাম ব্যবহৃত হইয়াছে, পড়িলেই পরবর্ত্তী পদের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে। পদটি মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই, এবং বিরহ খণ্ডের অপ্রাপ্ত অংশে ছিল বলিয়াও ধারণা করা যায় না। জল ভরিতে গিয়া কৃষ্ণের অপেক্ষায় ঝিকটি খেলিবার প্রস্তাবে বুঝা যায় যে, এই পদ কৃষ্ণের মথুরায় গমন লক্ষ্য করিয়া রচিত হয় নাই, রাধা যেন অচিরে কৃষ্ণের দর্শন পাইবেন, এই রূপ সঙ্কেত করিতেছেন। অতএব সখী সম্বোধনের এই জাতীয় পদকে কৃষ্ণকীর্ত্তনের বিরহখণ্ডে স্থাপন করা যায় না, কারণ বিরহখণ্ডে কৃষ্ণের মথুরায় গমনের পরবর্ত্তী অংশই অপ্রাপ্ত রহিয়াছে। পরবর্ত্তী পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

---

[২৬৭]

প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে॥

অঙ্গে দিয়া চন্দন বলে মধুর বচন
আর বায় বাঁশী সুমধুরে।
চাহিলেন সুরতি নাহি দিল পাপমতি
দেখিল কৃষ্ণ দোজি প্রহরে॥

তৃতীয় প্রহর নিশি মুই কৃষ্ণ কোলে বসি
নেহারিলু সে চাঁদবদনে।
ঈষৎ হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি
বিয়াকুল হইল মদনে॥

চতুর্থ প্রহরে কান করিল অধর পান
মোর ভেল রতি আশোয়াসে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঙ্গিল আমার নিঁদে
রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

পদটি নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে ২০১ সং পদরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। এই পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে "রাধাবিরহ" খণ্ডে পাওয়া গিয়াছে (প্রথম সংস্করণ, ৩৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব ইহা যে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে সংগৃহীত হইয়া ইহা সংগ্রহগ্রন্থের-সাহায্যে প্রচলিত পদাবলীতে স্থানলাভ করিয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহা নিম্নলিখিত আকারে মুদ্রিত হইয়াছে—

বেলাবলীরাগঃ। কুড়ুকঃ॥
দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥

এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে॥ ধ্রু॥

লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলিআঁ তবেঁ বচনে
আড়বাঁশী বাএ মধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী না দিলোঁ মো আহ্মমতী
দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে॥

তিঅজ পহর নিশী মোঞ্ঁ কাহ্ঞিঁর কোলে বসী
নেহানিলোঁ তাহার বদনে।
ঈসত বদন করী মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে॥
চউঠ পহরে কাহ্ন করিল আধর পান
মোর ভৈল রতি রস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

দ্রষ্টব্য:—আমাদের মনে হয়, এই পদের ভিত্তির উপরে পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ ৯৬২ সং পদটির অধিকাংশ রচিত হইয়াছে। এই জন্যই উহাতে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

---

[৯৬৪]

বিভাষ[১]

একলি[২] মন্দিরে আছিলা[৩] সুন্দরী
কোড়হি শ্যামরু[৪] চন্দ।[৫]
তবহু[৬] তাহার[৭] পরশ না ভেল
এ বড়ি মরমে ধন্দ॥
সজনি পাওল[৮] পীরিতিক[৯] ওর।
শ্যাম সুনাগর[১০] পীরিতি[১১]-শেখর[১১]
কঠিন হৃদয় তোর॥
কস্তুরী চন্দন অঙ্গের[১২] ভূষণ[১২]
দেখিতে[১৩] আধক জোর।[১৪]
বিবিধ কুসুমে বাঁধিল[১৫] কবরী
শিথিল না ভেল তোর॥[১৬]
অমল[১৭] কমল বদন-মাধুরী[১৭]
না ভেল মধুপ[১৮] সাথ।[১৮]
পুছইতে[১৯] ধনি[১৯] হেরসি ধরণী
হাসি না কহসি[২০] বাত॥[২১]
কিয়ে[২২] রতিপতি[২৩] বসতি[২৪]-সময়ে[২৪]
তেজিয়া[২৫] দেয়লি[২৬] ভঙ্গ।
চণ্ডীদাসে[২৭] কহে এ দোষ কাহার
দৈবে সে[২৮] না ভেল[২৮] সঙ্গ॥

নী, ১৯০; তরু, ৩৩৭। ইহা ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯২, ২৩৯৬ সং পুথিতেও পদটি পাওয়া গিয়াছে।

১ ধানশী, তরু; বাদ, ২৯২, ২৩৯৬
২ একই, ২৯২; এক, ২৩৯৬
৩ শুতলি, তরু ৪ শ্যামর, ঐ
৫ চন্দ্র, ২৯২ ৬ তবহি, ঐ
৭ তাকর, তরু; তা সনে, ২৩৯৬
৮ পাওলুঁ, তরু ৯ পীরিতি, নী
১০ সুন্দর, ঐ
১১-১১ রসের সাগর, তরু
১২-১২ অঙ্গে বিলেপন, তরু
১৩ দেখিয়ে, ঐ
১৪ জোরি, ২৯২
১৫ বান্ধল, তরু; বান্ধিল, ২৯২
১৬ তোরি, ২৯২
১৭-১৭ বয়ান কমল, বিমল মধুর, নী; বদন কমলে, বিমল অধরে, ২৩৯৬
১৮-১৮ পুলক সাথ, নী
১৯-১৯ হেঁট মাথা করি, ২৩৯৬
২০ কহিল, ঐ
২১ এই পঙ্‌ক্তির স্থানে ২৯২ পুথিতে "হেরি রহইতে ধনি, করে কর বারসি, হাসিয়া না কহে লাজে" পাঠ আছে।

অন্যত্র—

অমল কমল, বিমল মধুর, না ভেল পুলক সাজ।
হেরইতে বলি, কবরী হেরলি, বুঝি না করিলি কাজ॥
নী (পাঠান্তর)

[২২] কিবা, তরু, ২৩৯৬

[২৩] ঋতুপতি, ২৯২, নী (পাঠা°) ; গৃহবতী, ২৩৯৬

[২৪-২৪] °বিষয়ে, তরু ; আগমন তথি, ২৩৯৬ ; °বিষয়, ২৯২

[২৫] দেখিয়া, তরু, ২৩৯৬

[২৬] দেওলি, নী

[২৭] চণ্ডীদাস, নী ; জ্ঞানদাস, তরু (এবং ইহার পাঠান্তরে)

[২৮-২৮] না ভেল, নী ; না ভেলই, ২৯২

দ্রষ্টব্য ।—পাঠান্তরে জ্ঞানদাসেরও ভণিতা পাওয়া যাইতেছে, অতএব পদটি সন্দেহজনক পদপর্য্যায়ে গ্রহণ করা হইল।

পরিশিষ্ট (১)

দ্রষ্টব্য :—বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পুথিতে নিয়োদ্ধৃত পদগুলি পাওয়া গিয়াছে।

(১)

আজি গিআছিলাম জমুনা-সিনানে
সুনগো মরম সই।
মরম কথাটি ভরম রাখিহ
আপনা বলিআ কই॥
সখি, ঘাটের নিকটে হের।
কাল জলে কাল অঙ্গ মিসাইয়া
বন্ধুয়া আছিল মোর॥
হিঙ্গুর বরণ অধর সুন্দর
কাজল বরণ আখি।
কমল বলিয়া আনিবারে গেনু
লখিতে নারিনু সখি॥
নিলবাস পরি সাতুরি সাতুরি
তাহার নিকট গেনু।
মনের ভরমে আপনার ভুজ
তাহার শ্যাম-অঙ্গে দিনু॥
সেই ক্ষণে হরি ভুজে ভুজে ধরি
আলিঙ্গন মাগে নিধি।
সে হেন সঙ্কটে রাহুর নিকটে
ভাগ্যে সে রাখিল বিধি॥
*নেহ কত কাল গুএ্যাইব
হেন বেবহার জার।
চণ্ডিদাস বলে জমুনা-সিনানে
একলা না জায় আর॥ ২॥

বিপু—২৮৯

(২)

জমুনা জাইআ কদম্ব-তলাতে
দেখিয়া আইনু কানু।
সে হইতে মন করে উচাটন
বর জালা ধরে তনু॥
সখি, মরে কিছু বলনা উপাঅ।
ভোজন সঅনে সদা পড়ে মনে
কেমতে পাসরি তাঅ॥
মদন-মোহন মুরতি চিকন
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম।
হাসিঞা হাসিঞা নয়ান বাঁকাঞা
হানিল নয়ান বাণ॥
গৃহকাজগণ লাগে উচাটন
তারে না দেখিলে মরি।
চণ্ডিদাস কয় উপাঅ আছয়
থাকহ ধৈরজ ধরি॥ ৪॥

বিপু—২৮৯

(৩)

সোই পিরিতি বিসম বড়।
আমার কপালে জে হব ভো হৈল্য
তোমরা থাকিহ দড়॥
কানুর পিরিতি বড়ই বিসম
ছাড়িলে না জাঅ ছাড়া।
আমি সে ছাড়িলে পিরিতি না ছাড়ে
এ দুখ হএছে বাড়া॥

পিরিতি বলিয়া কিবা সে সজনি
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া জতনে খাইনু
তিতায়ে ভরিল দে॥
বহুত পিরিতি বহুত দুঃখ
অলপ পিরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া
কান্দি জনম গেল॥
না জানি কপট জেই সে নিপট
পিরিতে হইনু ভোর।
চণ্ডিদাস বলে কালার পিরিতি
দুখের নাহিক ওর॥ ১৯॥

বিপু—২৮৯

(৪)

বধু, কি দিলে সুধার বান।
তরঙ্গ করিলে রাধার অন্তর
জর জর কৈলে প্রাণ॥
আছয়ে কামান গুণ নাই তাথে
যুজিলে বিসম পাসি।
কি খেনে হইল শ্যাম-দরসন
প্রাণ হারাইনু বসি॥
আনচান করে রাধার পরাণে
দেখিয়া কানুর রিত।
সুন সখি সব কর অনুভব
কিসে হব মর হিত॥
বনের আগুন পুড়এ জখন
দেখএ জগত লোকে।
অন্তর আগুন দেখে কোন জন
জলি উঠে বিনি ফুকে॥
জেন ব্যাধ-বালা রাখে জালমালা
কুরঙ্গ পড়এ তাত্র।
তেন আসি দেহে ঘেরিল অবাধে
দিন চণ্ডিদাস গাত্র॥ ২৬॥

বিপু—২৮৯

(৫)

মন দড়াইনু পিরিতের কথা
আর না সুনিব কানে।
তবে জদি সুনি এ পাপ পরানি
তখনি করিব দানে॥
সখি পিরিতি এমনি কাজে।
হাটে বাটে ঘাটে কুলটা খেয়াতি
জগত ভরিল লাজে॥
এসব কলঙ্ক মলয় পঙ্কজ
হিয়াতে রাখিয়া নিলু।
পিরিতি করিএ পরাণ বিকল
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মলু॥
বন্ধ্যা মাটি খুটি হেসে কান্দা উটি
কি বলিতে কি না বলি।
গুরুজন দেখি ইঙ্গিত করিএ
দুকুলে লাগিল কালি॥
এতেক করিএ জদি না পাইনু
তারা কি রাখিল মনে।
চণ্ডিদাস বলে সকলি সহিলে
পরাণ করহ দানে॥ ৩১॥

বিপু—২৮৯

(৬)

বধু, এ বোল না বল মোরে।
না দেখিলে মুখ হয় জত দুখ
কে আছে কহিব কারে॥
ঘর নহে ঘর সব বাসি পর
জখন না থাক কাছে।
পরম লালস চিত্ত ব্যাকুল
পুন পুন জাই নাছে॥
দাণ্ডাইএ থাকি জদি বা না দেখি
মনের দুখেতে মরি।
না জানি কি খেনে হল্য দরসনে
তিলে পাসরিতে নারি॥

উরে করাঘাত কহিব সভারে
তুমি মোর প্রাণপতি।
জারে না দেখিলে না রহে পরাণ
সেই তার কুলজাতি॥
জাউক কুরব দেসে দেসে সব
তাহে মু বান্ধিলু বুক।
চণ্ডিদাস বলে এমত না হলে
পিরিতি কেমন সুখ॥ ৪৬॥

বিপু—২৮৯

(৭)

সুনহে লম্পট দানি।
চরিত্র তোমার বেদে অগোচর
তাহা ভালে আমি জানি॥
আজু সে প্রভাতে চলিলা গোঠেতে
লইএ ধেনুর পাল।
হৈ হৈ রবে চলি গেলা সভে
সঙ্গি লএা রাখ পাল॥
বেড়াইতে বনে লএ ধেনুগনে
করিথে মুরুলি ধ্বনি।
সে সব ছাড়িএ এখানে আসিএ
ঘাটে হৈলে মহাদানি॥
পাতি দানছলা ভুলাতে অবলা
পরেছ বনের ফল।
এতেক চাতুরি সিখেছ শ্রীহরি
মজাতে রাধার কুল॥
গোপিগণ সাথে বড়াই তাহাতে
জাইতে মথুরা ছলে।
পথে জদি দান দিএ আমি প্রাণ
কলঙ্ক থাকিবে কুলে॥
বচন রাধার সুনি সুনাগার
হাসিএ কহিছে বানি।
চণ্ডীদাস কয় কারে করে ভঅ
সখা জার চক্রপানি॥ ৬৪॥

বিপু—২৮৯

(৮)

রাই লএ রামে কদম্ব-কাননে
দাণ্ডাল্য রসিক হরি।
রাহু জেন আসি গরাসিল সসি
তেমতি রাধারে হেরি॥
মেঘ হল হরি রাধিকা বিজুরি
নবঘনে বেড়ি আসি।
দুহার তুলনা দিতে নাহি সিমা
নখপরে কত সসি॥
নবঘন দেখি তিসিত চাতকি
রসময় হল্য তাঅ।
চাতকির আসা মিটাতে পিপাসা
নবঘন স্যাম রাঅ॥
রাধা লঞা কোরে নিভৃতে নিঅড়ে
রসময় রসে ভোর।
চান্দ পরে চান্দ ভুজে ভুজ বেড়ি
লালসে পিএ চকোর॥
মনে মন মিলে রিদএ রিদঅ
আখিতে মিলএ আখি।
দুহার মিলন নহে সাধারণ
দেখি চণ্ডিদাস সুখি॥ ৬৬॥

বিপু—২৮৯

(৯)

কেনে বা কানুকে আমি উপেখিয়া আনু।
আপনা আপনি আমি গরল খাইনু॥
হায় হায় কিবা খেয়া যেমতি করিনু।
হাথের রতন কেনে পায় পেলাইনু॥
সুধা পিবইতে গেনু ডুবিলাম বিষে।
হিয়া দগদগী হৈল্য জুড়াইব কিসে॥
চন্দন তরুর গাছ সেবিলাম ভালে।
আমিয়া বিরিখ বিখ হৈল দৈব বলে॥

কি জানি ললাটে মোর এমতি আছিল ॥
চণ্ডিদাস বোলে সেই উদয় করিল ॥ ৩৩ ॥

বিপু—২৯২। তু°—নচ—৮১ পৃঃ

দ্রষ্টব্য :—এই পদে "কানু" রহিয়াছে বলিয়াই ইহাকে বড়ু চণ্ডীদাসে আরোপ করা যায় না. ভাব সাদৃশ্যেও নয়, কারণ পরবর্ত্তীকালে যে কেহ কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুকরণে পদ রচনা করিতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় ভণিতায় "বড়ু" শব্দের অভাব রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধা বহুবার কৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার এইপ্রকার আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় নাই। তৎপর বংশী ও বিরহখণ্ডে রাধার পক্ষে এইরূপ উপেক্ষার কোনই প্রসঙ্গ নাই। অতএব পদটি সন্দেহজনক।

(১০)

অথ দান। বড়ারি ॥

নিসেধ নিলজ বনমালি।
রাখালে না ভজে চন্দ্রাবলি ॥
হেম ঘট দেখিয়া পাউ ডরে।
চোরার মন শাত পাচ করে ॥
মাকড়ের হাথে নারিকল।
খাইতে করে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল ॥
সাপের মাথায় মণি জ্বলে।
তাহা কি লইতে পারে বলে ॥
বড়ু কহে বাসলির বরে।
চান্দ কি ধরিতে পারে বলে ॥ ৪১ ॥

বিপু—২৯২; নী—পরিশিষ্ট—।০ পৃঃ; তরু, ১৩৯৮; নচ—৯ পৃঃ

তরুতে সতীশ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"পদটি বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে বাধা হইতেছি।" তৎপর—"পদটি নিঃসন্দিগ্ধভাবে বড়ু চণ্ডীদাসের" (নচ—৯ পৃঃ)। কিন্তু ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেন—"ভাব নিঃসন্দেহ বড়ু চণ্ডীদাসের অনুরূপ। কিন্তু ইহার ভণিতা নিঃসন্দেহ বড়ু চণ্ডীদাসের নহে। পদটি জাল।" (ব-সা-প-প, ১৩৪৩ সাল, ২৯ পৃঃ)। বস্তুতঃ জাল পদ ধরিবার ইহাই একমাত্র উপায়—কখনও ভাব-সাদৃশ্য থাকে, কিন্তু ভণিতার বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয় না. আবার কখনও ভণিতা মিলে বটে. কিন্তু ভাব মিলে না। অতএব এই পদ-সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে।

(১১)

যথারাগ

সয়নে সুতিয়া থাকি ননদীর সনে গো।
ভরমে তাহার নাম জিব্বা কেনে লয় গো ॥
পথে জাই যদি না চাই লোক পানে গো।
তার কথায় না রয় মন তারে কেনে টানে গো ॥
খেতে জদি বসি তবে খেতে কেনে নারি গো।
কেশপানে চাহিলে নয়ন কেনে ঝুরে গো ॥
বসন পরিয়া থাকি জদি চাহি বসন পানে গো।
সমুখে তাহার রূপ সদা মোরে ঝাঁপে গো ॥
না জানি কি হল্য মর কোথা আমি জাব গো।
না জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে পাব গো ॥
চণ্ডিদাস কহে মন নেবারিয়া রহ গো।
সে জন তোমার চিতে লাগিয়া রয়েছে গো ॥

বিপু—২৯২; তু°—নী—২৭৭, এবং এই গ্রন্থের ৭৯৯ সং পদ

দ্রষ্টব্য :—সখীর প্রতি আক্ষেপ-পর্য্যায়ে ৭৯৯ সংখ্যক যে পদটি মুদ্রিত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার প্রথম দুই পঙ্ক্তির মাত্র বৈষম্য দৃষ্ট হয়, অবশিষ্টাংশ প্রায় একরূপ। এতাদৃশ উদ্‌ভ্রান্ত বিকলতা পদদ্বারা প্রকাশ অতীব বিরল। ইহা ভাবসম্পদে শ্রেষ্ঠস্থানীয় বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ইহাকে বড়ু চণ্ডীদাসে আরোপ করা যায় না, কারণ প্রথমতঃ ভণিতায় "বড়ু" শব্দের অভাব রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইহা আক্ষেপানুরাগের সুরে রচিত কবিতামাত্র, তৃতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহার স্থান

নাই, চতুর্থতঃ ৭৯৯ সং পদের সহিত সামঞ্জস্য হেতু ইহাকে পৃথক্ পদরূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে অন্তরায় রহিয়াছে।

(১২)

তথারাগ

একতরুবর দেখ উপজল
চারু সাখা ভেল তায়।
দুটি চান্দ তাহে ফলল সুন্দর
দুই[১] ফল[১] দেখ প্রায়॥
ফলের উপরে পাঁচ সসোধর
আচম্বিতে আসি রয়।
ফলে[২] ফলে ফুলে ফিরি ফিরি ফেরি
খগে চান্দে আসি রয়[২]॥
ফণিতে মউর দেখয়ে[৩] রুপুর[৩]
মেঘে মেঘে আচ্ছাদিয়া।
করিন্যা[৪] করিনি[৪] ডাকিছে বেকত
উঠহ প্রাণের[৫] পিয়া॥
দারুন ননদি সাসুড়ি অবোধি[৬]
অবোধ পাড়ার লোকে।
নানা কথা কয়্যা দিবেক আসিয়্যা
গঞ্জনা দিবেক মোকে॥
কি বলিব দুটি ও রাংগা চরণে
সকল গোচর আছে।
চণ্ডিদাসে বলে তুরিত গমন
লোকে য়াসি দেখে পাছে॥

বিপু—২৯২, ২৯৫

[১-১] বেদ ফল, ২৯২
[২-২] ফলের উপরে খগে খগে চান্দে চান্দে অতিসয়, ঐ
[৩-৩] দেখ এক পর, ঐ [৪-৪] কোকিল কুক্কুট, ঐ
[৫] রসের, ঐ [৬] অবোধ, ২৯৫

দ্রষ্টব্য :—১৪৩ এবং ৬১৭ সং পদের সহিত ইহার ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে। পদটি বোধ হয় গৌণরাগের পর্য্যায়-ভুক্ত। ৫১৫ সং পদের সহিত ইহার শেষের অংশ তুলনীয়।

(১৩)

তোমার বয়ন না দেখি জখন
তবে না দেখিএ তোয়।
তুলি সে চম্পক অতি মনোহর
নিরখিতে আখি রোয়॥
তোমার বেণির চাঁচর চিকুর
জদি বা পড়এ মনে॥
কালজলে আখি আবাঞা দেখিএ
আপন মনের সনে॥
জবে মনে পড়ে শ্রীমুখমণ্ডল
নিরখি গগন-সসি।
তার পানে চাঞা তারে নিরখিঞা
তবে নিবারণ বাসি॥
তোমার নয়ান চঞ্চল সঘন
সেই সদা পড়ে মনে।
তবে মন দিঞা নিবারন বাসি
খঞ্জন পাখিআ সনে॥
চণ্ডিদাস বলে হেন মনে লয়
সুন রসময় কান।
দুই এক দেহ অতি বড় লেহ
তবে সে কা সনে মান॥

বিপু—২৩৮৯

দ্রষ্টব্য :—পদটি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, এবং শেষ পঙ্ক্তি পাঠে বোধ হয়, ইহা মানের পর্য্যায়ভুক্ত। ৪১৯ সং পদরূপে ইহা ভাবসম্মিলনে মুদ্রিত হইয়াছে।

(১৪)

সোই, মরম কহিএ তোরে।
উভাবে জজ্জর জাহার অন্তর
এ কথা কহিব কারে॥
অমৃত বলিয়া গরল ভখিলাম
সরির জারিল বিসে।
জাহার পরসে নিশির সপনে
তা বিনু জিবন কিসে॥

পাইয়া মাণিক আচলে রাখিলাম
কখনে হইনু হারা।
দিবস রজনি দিন গুনি গুনি
পঞ্জর হইল সারা॥
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
তাহে পড়ি গেনু চরে।
চণ্ডিদাস বলে শ্যামের পিরিতি
সদাই দুখের ঘরে॥

বিপূ—২৮৯

[১৫]

নাঞি জানি নাঞি সুনি মনে পাই তাপ।
পরবস পিরিতি আন্ধিআ ঘরে সাপ॥
শুন ল সৈ বড়ই পিরিতি বিসম।
না পাই মরমজন কহিএ মরম॥
গৃহে গুরু-গঞ্জন কুবচন জ্বা [লা]।
কতনা সহিব দুখ পরাধিন বালা॥
পিরিতি বেআধি যদি অন্তরে সামাইল
ওসধ খাইতে জদি প্রাণ জদি গেল॥
চণ্ডিদাস বলে পিরিতি বিসম।
জিঅন্তে জেমন করে নেউক সমন॥

বিপূ—২৯১

পরিশিষ্ট (২)

দ্রষ্টব্য:—এই পদগুলি বরিশাল জিলার অন্তর্গত রহমৎপুরে প্রাপ্ত একখানা পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সতীশবাবু অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে চণ্ডীদাস-ভণিতার ২৭টি পদ মুদ্রিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১৮টি পদ এই পুথিতে অল্পাধিক পাঠ-বিভিন্নতার সহিত পাওয়া যাইতেছে (১-১৮ সং পদ দ্রষ্টব্য)। এই পুথির অবশিষ্ট ৩টি পদ নূতন বলিয়াই বোধ হয়। পদমধ্যে অনেক প্রাদেশিকতার নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেইগুলি স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া পুথির পাঠ পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে। প্রথম এবং তৃতীয় পদে যে "দ্বিজ" পাঠ রহিয়াছে, তাহা অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে পাওয়া যায় না। প্রথম পদের দ্বিজ পাঠে যে পরবর্ত্তী যোজনা তাহা ছন্দের দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

(১)

বিরলে বসিআ সখির সহিতে
কহিতে রসের কথা।
প্রাণর দুর্লব মথুরাএ জাইবে
যুনিআ পাইলাম বেথা॥
অনুক্ষনে মন করে উচাটন
কেবা পরতিক তায়ে।
ভাবিতে ২ দেখিতে ২
পরান ফাটিয়া জায়ে॥
রজনি দিবসে মনের আবেসে
কি হইল দারুন বেথা।
লোক চরচায়ে করি লাজ ভয়ে
কাহারে কোহিব কথা॥
বিসম সংসারে আনল পাথারে
আকুল হৈইল চিত।
[দ্বিজ[১]] চণ্ডিদাযে কহে এমতি না করিও
সেযে হবে বিপরীত॥ ১ ॥

[১] অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে "দ্বিজ" ভণিতা নাই।

(২)

সই কি আর বোল মোরে[১]।
রসিক-সিখর[২] ছারিআ জাইবে
কে[ম]তে রহিব ঘরে॥
কাহারে কহিব মনের বেদনা
প্রাণ মুর রহিবে কিযে।
আম্রত বলিআ গরল ভক্ষিলাম
তনু জর জর বিযে॥
কে আছে এমন বুঝি [জ] বে মরম
জানিবে মনের দুখ।
যে বন্ধু লাগিআ পরান যে রোয়
মলিন হইল মুখ॥
পিরিতি লাগিআ মরিয়ে ঝুরিয়া
সরিল করিলাম কালা।
চণ্ডিদাসে কহে শুনলো যুবতি
বারিবে বিসম জালা॥ ২ ॥

[১] মর [২] °সিকর

(৩)

কুলবতি হইআ পিরিতি করিলাম
জাহারে পাইবার আষে।
সে বন্ধু নাগর আমারে ছারিবে
হারাইলাম করম দোসে ॥
বিধি কি আর বলিব তোরে।
রসিক-সিকর পরম দুর্লব
পুননি মিলিবে মরে ॥
আমি তো অবলা[১] কুলবতি বালা
ভালমন্দ নহে জানি।
এমত নাগর রসিক-সিকর
কেবা মিলাইবে আনি ॥
জাহার কারন আমার পরান
আর কিছু নহে আষে।
অনেক যতনে পাইবে[২] নাগর
কহে[৩] দিজ চণ্ডিদাষে[৩] ॥ ৩ ॥

[১] অভলা [২] পাইব

[৩-৩] কহে চণ্ডীদাস রায়, অপ্রকাশিতপদরত্নাবলী, ১৬ পৃঃ

(৪)

কাহারে কহিব দুক্ষের কাহিনি
কহিতে নাহিক ঠাই।
খির স্বর দধি করি নানাবিধি
বন্ধুরে না দিলাম তাই ॥
সই, কি আর তোমাতে কহি।
* * * * * *
* * * * ॥
* * * * * *
* অকাজ কৈলাম।
বন্ধুর পিরিতি ঝোরে[১] দিবারাতি
জলন্ত আনলে রৈলাম ॥
ক্ষেনে ক্ষেনে মন করে উচাটন
বিসম কুসুম-সরে।
কাহাতে কহিব কে আছে বান্ধব
পরান কেমন করে ॥
কহে চণ্ডিদাস করহ বিশ্বাস
সে গো রাজার ঝি।
বিধির বিপাকে আপনা পর হয়ে
পরেরে বলিবে কি ॥ ৪ ॥

[১] জোরে

(৫)

সেই হেতে কালিআ বলিআ বলিআ
সদায় ঝোরে[১] দুটি আখি।
কি করি কি হয় না বুঝি[২] নিশ্চয়
সোন গো বিসাখা সখি ॥
সই, কি আর বলগো মরে।
গরল ভক্ষিআ ছারিব পরান
মোন জেমতি করে ॥
জখনে মোর সঙ্গে মিলন না ছিল
আমি তারে নহে চিনি।
চিত্রপট করি লেখা সহচরি
বিসাখা দেখাইল আনি ॥
জাহার লাগিআ তনু জর জর
দেখিতে মোনের আষ।
অতি অভিলাষে[৩] তাহারে পাইব
কহে দিজ চণ্ডিদাস ॥ ৫ ॥

[১] জোরে [২] বুজি
[৩] অবিলাষে

(৬)

কাঞ্চন বরন দেহের গঠন
তাহারে করিলাম কালা।
সে পরপুরুস লাগি করি আষ
হইয়া কুলবতি বালা ॥

পিরিতি করিআ মরিএ মরিআ
আনলে বেরিল মরে।
মন জে পামর ভাবে নিরান্তর
সে কানু নাগিআ ঝোরে[১] ॥
কে আছে এমন করে নিবারন
আনিয়া মিলাবে মোরে।
* * * * * *
* * * * ॥
চণ্ডিদাষে কহে মনের আনন্দে
সোনগো অদ্ভুত কথা।
সে বন্ধু নাগর তোমা ছারা নহে
অন্তরে না ভাবিও বেথা ॥ ৬ ॥

[১] জোরে।

(৭)

পিরিতি বলিআ এ তিন আখর
আর না বলিও মুখে।
শ্যামের সঙ্গে পিরিতি করিআ
জনম গোআইলাম দুখে ॥
আমি তো অবলা কুলবতি বালা
দিন গেল তার সোকে।
* * * * * *
* * * ॥
আগে না জানিআ পাছে না গুনিআ
পিরিতি মোনের সাদে।
মোনের ভরমে রতন হারাইলাম
বিধি লাগিল মরে বাদে ॥
* * * জন বলে কুবচন
ঘরে মোন নহে বান্দে।
চণ্ডিদাসে কহে বিরহ-আকুল
ঠেকিআ কালিআর ফান্দে ॥ ৭ ॥

(৮)

এ তিন আখর নামটি জাহার
আপনা বলিবে জে।
চাতক হইয়া চাহিতে চাহিতে
পাগল হইবে সে ॥
সই, পিরিতি জানিবে জারা।
পরান পুতলি হইবে পাগলি
অশ্রু বহে নয়নে ধারা ॥
দৈবের নিরবন্দে এমতি হইল
বিধিরে বলিব কি।
কানুর প্রেমেতে ঠেকিআ রহিলাম
হইআ রাজার ঝি
কুলের ক্ষেকার না কৈল্লাম বিচার
সোনলো বচন মর।
চণ্ডিদাসে কহে পিরিতি-রতন
জাহার নাইক ওর ॥ ৮ ।

(৯)

কোকিলার[১] মুখেতে সুনিতে পাইলাম
বন্ধুর সুখের কথা।
মথুরা নাগরি পাএ নিল হরি
পুন কি আসিবে এথা ॥
সই, পিরিতি * জারা।
কুল জে জাইবে পরান হারাবে
জিওতে হইবে মরা ॥
আমি তো অবলা কুলবতি বালা
আপনা বুঝিতে নারি।
চণ্ডিদাস কহে সোনগো সুন্দরি
পিরিতি হইল বৈরি ॥ ৯ ॥

[১] কুখিলার

(১০)

অঙ্গের অবরন　　　　হাতের কঙ্কন
　　গলার মুকুতাহার।
চিন্তার আবেসে　　　　তনু মুখাইল
　　সেই লাগে মোর ভার॥
　　সই, এ দুস্ক কহিব কারে।
জতনে জে জন　　　　আমারে ঘটাইছে
　　সেই সে বুঝিতে পারে॥
পর-মন-দুস্ক　　　　পরে নাহি জানে
　　সুনি করে উপহাস।
আপনা বলিআ　　　　পিরিতি করিলাম
　　জাতি প্রান করিলাম নাস॥
চণ্ডিদাস কহে　　　　বিরহ দেখিআ
　　সোন গো রাজার ঝি।
রাধা রাধা বলি　　　　বংসিটী বাজাএ
　　বিচ্ছেদে ঠেকিআছে কি॥ ১০॥

(১১)

কালিয়া বরন　　　　নিরমিল জার
　　অন্তরে বাহিরে কালা।
নয়ন-হিলনে　　　　কিরূপ দেখিলাম
　　আমাকে বাড়িল[১] জালা॥
　　সই, গদ ২ হিআর মাঝে।
আমার অন্তরে　　　　দহে কলেবরে
　　কান্দিতে নারি লোকলাজে॥
নগর মাঝারে[২]　　　　লোক বলে মোরে
　　আসিল স্যামের রাই।
সেহ জে কলঙ্কে　　　　জগত ভরিল
　　দেখিতে না পাইলাম তাই॥
সাষুরি ননদি　　　　কানু-পরিবাদি
　　বিনে নাহি বলে আর।
চণ্ডীদাস কহে　　　　কালিআ রতন
　　তোমার গলার হার॥ ১১॥

১ বারিল　　　　২ মাজার

(১২)

গকুল-নগরে　　　　কেবা কি না করে
　　আর জে মথুরাবাসি।
পিরিতি মরম　　　　কেবা নাহি জানে
　　আমরা হইলাম দুসি॥
　　সই, কহিতে দগদে হিয়া।
ঘরে গুরু জোন　　　　বোলে কুবচোন
　　কানুরে হেলান দিআ॥
চোরের রমনি　　　　চাডকি চাহনি
　　ফুকারি কান্দিতে নারি।
সরির[১] ভিতরে　　　　প্রাণ জর জর
　　জালায়ে জলিয়া মরি॥
　　সই, রহিতে নারি মুই ঘরে।
গরল ভক্ষিআ[২]　　　　ছারিব পরান
　　নিশ্চয়ে কহিলাম তোরে।
চণ্ডিদাষ কহে　　　　এমতি করিলে
　　লোকে অপজস করে॥ ১২॥

১ সসির　　　　২ বক্ষিআ

(১৩)

মোনের[১] দোয়ার　　　　বারটী আমার[১]
　　সদায়ে ভাবয়ে চিত।
নিঠুরের[১] সঙ্গে　　　　পিরিতি করিআ
　　না বুজি তাহার রিত॥
　　সইগ, আর না বলিও মোরে।
সয়নে সপনে　　　　পাসরিতে নারি
　　বান্দিআছে প্রেমের ডোরে॥
এমন না জানি　　　　নবিন পিরিতি
　　মোরে হইল প্রমাদ।
সে হেন গুননিধি　　　　আমারে বক্কিআ
　　পুরল বিধি[র] সাদ॥

পিরিতি-বেয়াধি[৩] দিগু [ন] বাড়িল
না জানি আপনা হিত।
চণ্ডিদাষে কহে বেস্ত না কর
ধৈরজ[৪] কর চিত ॥ ১৩ ॥

১-১ মনের দুখেতে বারটি আখর অ-প-র
২ নিটরে ৩ বেহ্বাদি ৪ ধৈজ

(১৪)

গৃহেতে বসিআ মোনেরে কহিলাম
আর না বলিয় কালা।
তবুত পরানে আন নাহি জানে
* কানু জপমালা ॥
সইগ, আর না বলিও মোরে।
কালিআ বরন মোনেতে পরিলে
সে বর প্রমাদ করে ॥
কালিআ কাজল নয়নে পরিতে
মোর মোনে নাহি লয়ে।
কালিয়া বরনে পরান পাগলি
না জানি আর কত হয়ে ॥
জমুনার জল না পারি ভরিতে
দেখিয়া কালিয়া চাঁদ।
চণ্ডিদাষে কহে রহিতে নারিবে
অন্তরে বাহিরে ফান্দ ॥ ১৪ ॥

(১৫)

বেলা অবসেসে সখির সহিতে
ভরিতে জমুনার জল।
নয়ন হিলনে কিরূপ দেখিলাম
পরান হইল চল ॥
সইগ, একথা কহিব কারে।
সাপিনি ডংসিলে বিষের ছাআনি
তোনু জর ২ করে ॥
আপনার দুখ আপন অন্তরে
কেবা করে প্রত্যএ।
সাষুরি নর্নদি কথা কহি জদি
গরল বচন হিয়ায় ॥
অঙ্গের অঙ্গিনি সঙ্গের সঙ্গিনি
দুখ সুখ সেই জানে।
চণ্ডিদাসে কহে দুখ লাজ জত
না জানে কালিআ বিনে ॥ ১৫ ॥

(১৬)

কালিয়া চঞ্চল * * *
চাহিল জাহার পানে।
সেই সে জানিল নিকটে মরন
পরানে হানিল পাচবানে ॥
সইগ, আর কিছু নাহি রএ।
সয়ন ভোজন পরানী ছারিআ
কদম্বতলাতে জাহে ॥
বসন ভূসন অঙ্গের অভরন
তাহাতে কিছু নাহি কাজ।
উন্মত্ত[১] হইয়া ঘাত নিঘাতে
তেজিয়া ভয় লাজ ॥
অপজষ কথা লোকে জে কহিবে
তাহা কিছু নহে মনে।
চণ্ডিদাষে কহে তাহার পরান
হানিল কালিআ বিনে ॥ ১৬ ॥

১ ওঁমত্য

(১৭)

ভাবিতে ২ ক্ষিন কলেবর
আবেষ হইয়া চিত।
* * * * * *
নয়নে আইল নিঁদ ॥
নিল বসন পাতিআ সুইলাম
ষই,[১] সোনগ সপন-কথা।
নাগর আসিল মন্দিরে মোর
ঘুচিল মোনের বেথা ॥
তাহার কারণে[২] আমার পরানে
[জত] পাইআছি মোন দুঃখ।
তাপ জালা যত সব পাসরিল
দেখিআ* চাদমুখ ॥

সেই জে নাগর আমারে তুসিতে
বসিল মন্দিরে মোর।
চণ্ডিদাষে কহে সপনে পাইল
তোমার পিরিতি জোর ॥ ১৭ ॥

ষুই ২ কানে

(১৮)

নিল উৎপল বরন নিরমল
ভালে[১] বিরাজিত শসি।
আখির হিল্লোলে[২] বঙ্কিম চাহনি
অন্তরে লাগল[৩] পসি ॥
সই, ঠেকিলাম প্রেমের জোরে।
রতন[৪] পালঙ্কে বসিল নাগর
আমারে লইআ কোরে[৫] ॥
ষুগন্ধি চন্দন[৬] অঙ্গেতে লেপন
করিল সয়ন দান।
ভুজলতা দল[৭] তুরিতে বেরল
সিতল করিল প্রান ॥
বয়ন উপরে বয়ন রাখিআ
খণ্ডিল মনের দুখ।
চণ্ডিদাসে কহে পরষে সিতল
পাইল পরম সুখ ॥ ১৮ ॥

১ ভাল ২ হিলোলে ৩ লাগর
৪ রত্তন ৫ কোলে ৬ চন্দ্যন
৭ ধল

(১৯)

* * * * সয়নে আছিলাম
পুরিআ মোনের সাদ।
সপন ভাঙ্গিল জাগিআ বসিলাম
না দেখিআ প্রাননাথ।
* * খিলাম সপন রঙ্গ।
নিবিল আনল দিগুন বারিল
তাপিত হইল অঙ্গ ॥

তাপের তাপিনি জালায়ে জরিত
করিআ রাখিল বিধি।
সয়নে সপনে দেখিআ নয়নে
হারাইলাম গুননিধি ॥
* * * * * *
* * *
চণ্ডিদাষে কহে সপন না কহ
থাকিআ এলোক পার ॥ ১৯ ॥

(২০)

কোন বিধাতা মুরতি করিআ
কেনে বা সিজ্জিল নারি।
মোনের আনন্দে পাই তবে *
ধৈরজ ধরাইতে নারি ॥
বিধি, কি আর বলিব তোরে।
পরষ রতন রিদয়ে রাখিতে
কেনে বিরম্বিল মোরে ॥
এ রূপ জৈবন মোহন মোনহর
করিলা গোআল জাতি।
কুলের ধরম করম ছারিলাম
হইআ কুলবতি সতি ॥
অবলা অখলা কুলবতি বালা
জে জনে পিরিতি করে।
চণ্ডিদাষে কহে মরমে লাগিলে
সে কি পাসরিতে পারে ॥ ২০ ॥

(২১)

নারীর জনম জে জোনে চাহিল
রহিল অপন ঘরে।
ব্যাধ[১]-মন্দিরে হরিনি জেমন
পরান তেমতি করে ॥

বিধি, তোমার কঠিন হিআ।
বুঝিতে[২] নারিল[২] আমারে বান্ধিল[৩]
কোন প্রেম-ডোর দিআ॥
ছারিতে চাহিএ ছারা [ন] না জায়ে
পিরিতি প্রেমের ফান্দে।
এ দুটি নয়নে চাহে পথ পানে
ফুকারি ২ কান্দে॥
স্যামের পিরিতি জে জনে জানিল
জনম-তাপিনি সেই।
চণ্ডিদাষে কহে জালায়ে জড়িত[৪]
পিরিতি করিল সেই॥ ২১॥

[১] ব্যাদ [২-২] ভুজিতে নাল
[৩] বান্দিল
[৪] জরিত

সমাপ্তি-বাক্য

চণ্ডিদাসের পদাবলী সোমাপ্ত। ইতি সন ১২৫৯ সাল। তারিখ ৬ বৈইসাগ। লিখিতং—সয়থর—শ্রীউদয়মনি বৈষ্ণবি, সাং রোহমৎপুর।

দ্রষ্টব্য:—১৯-২১ সং পদত্রয়ও শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত সিজেরকাছ নামক স্থানের সদানন্দ ও জয়দুর্গা গ্রন্থাগারে রক্ষিত সচ্চিদানন্দ সংগ্রহের ১৬ক/১৭ সং পুথিতে ঠিক এইরূপ সংখ্যায় চিহ্নিত অবস্থায় পাওয়া যায় (ঐ, ১৯-২১ সং পদ)। এতদতিরিক্ত উক্ত পুথিতে ২২ সংখ্যক যে পদটি পাওয়া যাইতেছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

গনি এক মনে সাসুড়ি গুরুজনে
ঘরে ননদি বৈরি।
পাপ পরাণে আন নাহি জানে
সে য়ার জালাএ মরি॥
সই, না বুঝি বিধির বিধান।
জলে জরজর কান্তি কলেবর
কেনে বা রহিল পরান॥
কিবা সে গরল সহেত আনল
জালার ঔসদি এই।
পিরিতি করিআ নিঠুর হইল
পাছে সে বুঝিবে সেই॥
কুলের খাথার কলঙ্ক রহিবে
লাজ ঘুসিব মুখে।
চণ্ডিদাসে কহে পিরিতে ঠেকিআ
পরাণ হারাবে দুখে॥ ২২॥

ইতি চণ্ডিদাসের পদ সমাপ্ত। সন ১২৫৫ সাল, ১৯ আশ্বিন।

পরিশিষ্ট (৩)

চণ্ডীদাসের অভিসারিকা ও
বাসকসজ্জিকার পালা

দ্রষ্টব্য :—এই পালাটি ১৩৪২ সালের "ভাবতবর্ষে" প্রকাশিত হইয়াছিল। (ঐ, ৫৮৯-৫৯৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

(১)

সায়ংকাল গেল প্রদোষ হইল
ভোজন সারিল কাহ্নু।
তাম্বুল যোগান করিয়া বহন
কৈল পালঙ্কে শয়ান॥

রাধাগুণ-গান সদা মনে ধ্যান
অনুক্ষণে বলে রাধা।
ছন ছন মন আকুল পরাণ
নয়ানে না আসে নিদ্রা॥

সঙ্কেতের কথা হেজি (ভাবি) কালা কাহ্নু
চিত্তে নাই আর সুখ।
অট্টালিকা পরে জাগিছিল রাই
তেঁই মনে বড় দুখ।

কর-কমলকে জোড়ি করি রাই
নয়ানে সম্পাদি জল।
সে কথা সুঙরি নাগর শ্রীহরি
কামে তনু ক্ষীণ কৈল॥

নিশি বারদণ্ড বুঝিয়া নাগর
বোলে এ সঙ্কেত বেলা।
চণ্ডীদাস বোলে চল এহি কালে
বানায়্যা সুবেশ মালা॥

(২)

নির্জ্জন দেখিয়া কালা বানাইল বেশ।
নানা বেশে বান্ধে চূড়া মনেতে হরেষ॥
আগে পাছে ডোলে ঝুম্পা ভূমিতে লোটায়।
বহি পিচ্ছবর-চূড়া বামেতে ডোলায়॥
তারপরে শোভে মাল সেমতি পাখুড়ি।
যুবতী কে বন্দি যাব দেখি তা মাধুরী॥
(অঙ্গুলী অঙ্গতে কাল পুরিয়াছে পায়?)
একেত রঙ্গিয়া নাগর যুবতী ভুলায়॥
অগুরু চন্দন আর পায়েতে লেপিল।
মৃগ মদ * * লঞা ললাটে লিখিল॥
কর্ণেতে কুণ্ডল মালি দুকরে কঙ্কণ।
পয়রে (পায়েতে) নুপূর খঞ্জি চলে রুনু ঝুন।
পীত দুকুলের ঝটা কি কহিতে পারি।
নবীন ঘনেতে কিবা জড়িত বিজুরী॥
শ্রীবিম্ব অধরে করে তাম্বুল চর্ব্বণ।
চণ্ডীদাস বলে নাগর চলহ গহন॥

(৩)

বাহিরিল শ্যাম নাগর রাধা নাম স্মরি।
স-ধীরে গমন করে বামেতে বাঁশরী॥
ইতি উতি চাহে শ্যাম কোই নাহি আর।
বৃন্দা বিপিনেতে চলে সে নাগরবর॥
যাইতে যাইতে পথে চিন্তে নীলমণি।
কুথানে ভেটিব আমার রাই বিনোদিনী॥

আমাকে চাহিঞা বসিখিবে রসময়ী।
অতেক ভাবিয়া নাগর সত্বরে চলই।
মদনের কুঞ্জে তবে সঙ্কেতের স্থান।
তথা প্রবেশিল গিঞা মুরলী-বদন॥
দেখিল নাগর-রায় ধনী নাই আর।
বিরসিত মন হঞা বসে পালঙ্কের॥
বিচারয়ে অখনে আসিবে গুণমণি।
চণ্ডীদাস বলে নাগর না কর ভাবনি॥

(৪)

পালঙ্কে বসিঞা চাহিঞা চাহিঞা
ধনী না আইলে কেনে।
খনে উঠে খনে ইতি উতি চাহি
রাই নাচে দুনয়নে॥
বহু বেলা হৈল রাধে না আইল
কাতরে বসেন শ্যাম।
ভাবে পুন অবে অখনি আসিবে
সঙ্গে লঞা সখীগণ॥
কুসুম পালঙ্ক পরে শ্যাম বন্ধু
বসিঞা গাঁথয়ে মালা।
অত যতনেরে মালা গাস্থা করে
পইরাইব ধনী-গলা॥
সুবাস চন্দন রাইর ভূষণ
আভরণ যত আর।
রাইরে পরাব সুখে কাল নিব
এমনি ভাবি নাগর॥
রাই না দেখিঞা আকুলিত হঞা
কাম জলে অতিশয়।
চণ্ডীদাস বলে অবে কি করব
না আইল ধনী রাই॥

(৫)

কুসুম পালঙ্ক তেজিয়া শ্যাম।
রাই প্রেম হেজি (ভাবি) করে গমন॥
আহা রসময়ী প্রেমের তরী।
কি লাগি না আসে নবীনা গৌরী।
পথ নিৰারই নবীন ভান (?)
একা রাধা বিনা অথয়ে প্রাণ।
কোন দিগু ধনী আসে কি চাহে।
ছন ছন চিত্ত সে শ্যামরায়ে॥
চণ্ডীদাস বলে মদনে ভুর।
একা রাই বিনা মন আকুল॥

(৬)

বিরহ-অনল তাপেতে মাধব
এদিকে সেদিকে চাহে।
যত তরুগণ লতাদি কানন
রাধা রূপ দিশে তাহে॥
ঝিকারির (ঝিল্লী ?) স্বন শুনিতে দ্বিগুণ
জ্বলয়ে তাহার গায়।
বোলে কিবা বিধু- বদনী সে ধনী
তরাবার * * লা'য়॥
যেদিকে নয়ন ফিরাইল কান
সেদিকে রাইর রূপ।
চিত্র প্রতিমার প্রায় দৃষ্ট হয়
রসময়ীর স্বরূপ॥
ক্ষণেকে নাগর হইয়া সুস্থির
মিলিল মাধবীতলা।
ভ্রমরর ধ্বনি শুনি নীলমণি
বলে অবে রাই আইলা॥
চাহে চৌদিকে কোই নাহি আগে
আর তে খোঁজে মোহন।
রাই-পদচিহ্ন দেখিয়া দুখানি
নিহারয়ে বসি পুন॥
চিহ্ন পদধূলি অঙ্গে লয়ে বুলি
লাগিল কিবা শীতল।
ধনী রসময়ী ধনী প্রাণ বন্ধু
তুমি আমার কণ্ঠমাল॥

বিরহ-অনল তাপেতে মাধব
খোঁজে বিপিনহি তথা।
চণ্ডীদাসে বোলে অবে কি করব
সে ধনী পায়ব কোথা॥

(৭)

রাইরূপ মনসিয়া বুলে বন বন
কিবা কোথা লুচি(কি)য়াছে মোর প্রাণধন॥
কামে থরহর নাগর চলিতে না পারে।
রাধাকুণ্ড-তীরে থাকি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
কোথানে আছগো ধনি দিও আমারে দেখা।
অনুক্ষণে ডাকে শ্যাম রাধিকা রাধিকা॥
দুনয়ানে বহে বারি রাইরূপ চিন্তি।
রাই না দেখিয়া শ্যাম ধৈর্য্য না ধরন্তী॥
ধৈর্য্য না ধরে শ্যাম বলে হাই হাই।
চণ্ডীদাস বলে কিবা বিহিল এ বিহি॥

(৮)

নিরবধি ঝুরে সে শ্যাম-নাগরে
রাধারে করে বিলাপ।
জিহ্বা অগ্রে নাম নেত্র অগ্রে ধ্যান
ভজিল সকলি আপ॥
সো ধনীর কীর্ত্তি শুনাই শ্রবণে
ঘুচাবে কে ব্যথা মোর।
মন ধ্যানে তনু লাগিঞা রহল
কে আনি দিবে তৎপর॥
বিধু জিতাননী মুকুল বদনী
আমার হিত প্রাণমিত।
আরে বিম্বাধরী সুকনক গোরী
গলি মোএ বিসরিত॥
খগ মৃগগণ তরু লতাবন
গউর বরণ দিশে।
মনমথ বাণ তাপে নীলমণি
সচকিত হঞা বসে॥

ভাবিতে ভাবিতে সে নাগররায়
ভূমে অচেতন পড়ল॥
চণ্ডীদাস বোলে ধনী না আইলে
কিবা সে প্রমাদ ভেল॥

(৯)

জাবট মন্দিরে ধনী ললিতারে কহে বাণী
শুনগো পরাণ সহচরি।
কৃষ্ণ আমার পরাণ তারে করি সদা ধ্যান
অবে আমি কেমনে কি করি॥
আজ আমি তার মুখ হেরি পাইলই দুখ
শাশু যবে করয়ে ভৎর্সনা।
অপবাদ দিঞা মোরে নানা কুভৎর্সনা করে
সদা হেরি নন্দপোয়ে কাহ্ণা॥
যে বলে সে বলু মোরে না ছাড়িব সে নাগরে
সে কালা মো পরাণের মিত।
জাতিকুল যাব পিছে থিবি (থাকিব) তার কাছে কাছে
আর মোরে সবহি অচিত॥
চল সহচরি অবে কুথা আছে সে মাধবে
সঙ্কেত লই আবাহন।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে কোথা আছে শ্যামরায়ে
হেরি আস মদনমোহন॥

(১০)

শুনি দূতী বোলে শুন শুন ওগো ধনি।
তোমাকে নিশ্চয় কৃষ্ণ মিলাইব আনি॥
রাইকে প্রবোধি সহচরী চলি গেলা।
কোথা আছে শ্যামরায়ে খুঁজিতে লাগিলা॥
প্রতি কুঞ্জে হেরি হেরি না পাইল শ্যাম॥
তথাপি চলিল দূতী শ্যামকুঞ্জ-ধাম॥
সেখানে না দেখি দূতী রাধাকুণ্ডে চলে।
দেখিল শ্যাম-নাগর শুতে ভূমিতলে॥
কৃষ্ণকে দেখিল দূতী বিরহ হৈয়াছে।
শয্যা ত্যজি নটবর ভূমিতে পড়িছে॥

কৃষ্ণ-দশা দেখি দূতী আকুল হৈল।
রাধা রাধা বলি কৃষ্ণ কর্ণে ফুকারিল ॥
রাই নাম শুনি শ্যাম নয়ানে চাহিল।
চণ্ডীদাস বোলে শ্যাম চেতনা পাইল ॥

(১১)

দূতী রূপ হেরী চিনিতে না পারি
রাই বলি কোলে কৈল।
বিরহ-অনল তাপরে পুড়িছে
পরাণ রাখ কেবল ॥
শুন অগো ধনি আমার যে বাণী
তোমার লাগিঞা এথা।
তোমা না দেখিঞা জ্বলই অন্তর
পাইনু এমনি ব্যথা ॥
কি কারণে সই অত দশা (দুঃখ) দিল
দশদিগ দিশে শূন্য।
তোমারে না পেঞা অতি দুখী হঞা
পিণ্ডে (দেহে) না রহে পরাণ ॥
অত বলি শ্যাম রাই বলি করে
বসন বিস্তরণ কৈল।
অলকা টুটিল কবরী খসিল
অধরে অধর দিল ॥
সহচরী বলি চিনিতে মাধব
লজ্জিত হইঞা রহল।
সঙ্কুচিত হঞা প্রিয় সহচরী
শ্যাম-বাস পহিরল ॥
প্রেমের বিভলে বসন পালট
দুঁহা না পারল বারি (চিনিতে)।
বেণী (দুই) কর জুড়ি কহে সহচরী
শুনহে মুরলী-ধারি ॥
বুঝিঞা সঙ্কেত কহিঞা ত্বরিত
সে নব রসিক রাজে।
শুনি শ্যাম তুমি আন গুণমণি
এহি মনোহর কুঞ্জে ॥
শুনিঞা ভারতী শীঘ্র যায় দূতী
মিলিল কিশোরী পাশ।
বেণী (দুই) কর জুড়ি কহে পাদে পড়ি
বোলে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

(১২)

একালে সঙ্কেত পুছিয়া ত্বরিত
প্রাণ সহচরী গিল।
লতাতলে লুচি (লুকাইয়া) চন্দ্রাবলী-সখী
শৈব্যা পদ্মা শুনিঠিল (শুনিয়াছিল)
সেহি খরতরে যাইঞা সত্বরে
মিলি চন্দ্রাবলী-পাশে।
এ সব বিধান কহিঞা বহন
অনাইল কুঞ্জদেশে ॥
খণ্ড দেশ শুনি নূপুরের ধ্বনি
শ্রুতি মুখে শ্যামরাজে
বিচারই চিত্তে জানি আমার দুঃখ
রসনিধি (রাধা) কৈল বিজে (বিজয়, আগমন)
অতক ভাবিঞা কুঞ্জ ত্যজি হরি
সত্বর পাছুটী গেল।
ঘোর আন্ধারেতে বারি না পারিতে
ধাঞি কোলাগ্রত কৈল ॥
বোলে চন্দ্রাবলী শুন বনমালী
কি কারণে ফির বনে।
নীলমণি ভাষে তোমারি উদ্দেশে
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

(১৩)

অত শুনি চন্দ্রাবলী আনন্দিত হৈঞা।
শ্যাম-কর ধরি চলে সখীগণ লঞা ॥
আপনার কুঞ্জতরে প্রবেশ হইল।
কুসুম পালঙ্কে দুঁহা আনন্দে বসিল ॥
জানি সখী শৈব্যা পদ্মা অন্তর হৈতে।
যায় যেই কুঞ্জে গিয়া রহিল জাগ্রতে ॥

একে হাস পরিহাস কৌতুক বচন।
প্রেমোন্মদে মত্ত প্রিয়া প্রিয় আলিঙ্গন ॥
দুইজনে লীলা করে আনন্দিত মনে।
চণ্ডীদাস বোলে কালা পড়িল বিষমে ॥

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরে প্রকাশক মহাশয় যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পরে উদ্ধৃত হইল।

(১৪)

চিনি সহচরী বল গো কিশোরী
তোমা বিনে শ্যামরায়।
বিরহ দুখেতে কানন ফিরিতে
তোমার আগমন ধ্যায় ॥
মদন-রাজন করিছে কর্দ্দন
শ্রীঅঙ্গে আভাষ নাই।
একালে তোমার সঙ্কেত লইয়া
মিলিলাম আমি যাই ॥
আমার বদনে তোমার দশা শুনি
দ্বিগুণ বিচেষ্ট হৈল।
হৃদে কর মারি আহা বন্ধু বলি
বিধি এহা শুনাইল ॥
ধরিয়া মো কর বোইল নাগর
মো যাইতে শকি (শক্তি) নাই।
নিবেদন মোর এহি মনোহর
কুঞ্জে আন রসমই ॥
এমনি সঙ্কেত কহি প্রাণনাথ
বসি নিরখয়ে পথ।
কাম মনোহর বেশে তার পাশে
চল লঞা সখীযুথ ॥
রতি সুখ এই সংসারের সার
বিলম্ব না কর ইথে।
চণ্ডীদাস বোলে শুনি কহে ধনী
দূতীরূপ হেরি নেত্রে ॥

(১৫)

রাই বলে শুন এগো প্রাণ সহচরি।
আজ একু অপরূপ রীতি গো তোমারি ॥
খরতর নিঃশ্বাসত বহিছে সত্বরে।
সত্য কহ কপট না রাখিয় অন্তরে ॥
দূতী কহে শুন রাধে আসিবার তরে।
সেহি লাগি নিঃশ্বাস বহিছে খরতরে।
অধরত শুখিয়াছে শুন গো দূতীকে ॥
দন্তে তৃণ লইয়া জত বিনয়ি কহিতে ॥
কেমনেতে ভ্রষ্ট হৈছে তোমার অলকা।
তোমার লাগি কৃষ্ণপদে পড়িল রাধিকা ॥
বেশ কেমনে মলিন হয়ে সহচরি।
ঝটিতি আসিবা তরে সব গেল ফিরি ॥
কৃষ্ণের পিন্ধিবা বাস কেমনে পিন্ধিল।
দূতী বলে তোমার খানে সঙ্কেত আনিল ॥
সঙ্কেত দেখিয়া ধনী আনন্দ হৈল।
চণ্ডীদাস বলে বহু সুখ সে পাইল ॥

(১৬)

শ্যামের সন্দেশ পায়া মনে আনন্দিত হঞা
সুবেশ হইলা ধনী রাধে।
চিরণী ধরিঞা করে কেশ বিরলিঞা ধীরে
কুন্তল কবরী বামে বাঁধে ॥
কনক মুকুর ধরি কপালে চন্দন চারি
সিন্দুরের বিন্দু তার মাঝে।
নয়নে কজ্জল দিল নাসারে মুকুতা ফল
কনক তাটঙ্ক গণ্ডে সাজে ॥
হস্তে নানা রত্ন চুড়ি তাহে বাজুবন্ধ ভড়ি
অঙ্গুলয়ে মুদ্রিকা বিরাজে।
নানা রতনের ঝিলি দিশই কি শোভা বলি
নখপংক্তি আদরশ গঞ্জে ॥
কণ্ঠে কণ্ঠমাল ভরি আর লম্বে উরসরি (?)
রূপে নাহি আর তুলিবারে।
কনক কুচ উপরে নীল কাঞ্চলি পহিরে
তাহে দিল মুকুতার হারে ॥

নীল ধটী শোভে কটী তাহে বান্ধে সোনাকণ্ঠী
পায় দিল কনক নূপুর।
ললিতা ভাঙ্গি তাম্বুল শ্রীমুখেতে জোগাইল
কুঞ্জে যাইতে উদ্বেগ মনর॥
সব আভরণ ভরি দাণ্ডাইল সুন্দরী
ঘেনি (?) লীলাকমলমঞ্জরী।
বৃন্দাবন যাপাইল (?) মনোহর কুঞ্জে গেল
চণ্ডীদাস যাও বলিহারি॥

(১৭)

মনোহর কুঞ্জে রাই যাইঞা প্রবেশিল।
সব সখী লইঞা ধনী পালঙ্কে বসিল॥
কুঞ্জেতে রহিল রাই শ্যামের আবেশে।
মাণিক্কের দীপাবলী জ্বলে চৌপাশে॥
কান্তে মিলিবারে ধনী হইল উল্লাসে।
নানা পুষ্পমালা তবে শয্যাতে বিলাসে॥
নানা বেশভুষা রাই সখীর সহিতে।
কান্ত আগমন ভাবি রহিল সুচিতে॥
এ ঠাকু এখানে অভিসারিকা হইলাক শেষ।
এ অন্তে বাসকসজ্জা কহে চণ্ডীদাস॥

(১৮)

কৃষ্ণের সঙ্কেতে রাই কুঞ্জেতে রহিল।
বহু রাত্র হৈল তবে শ্যাম না আইল॥
শুন প্রাণদুতী অবে কি কহব ভলে।
সঙ্কেত করিয়া কোনখানে গলে॥
নক্তকাল হৈল কৃষ্ণ কেন না আইল।
কুন নাগরী-ফান্দে নাগর ভুলিয়া রহিল॥
অত কহি রাই মনে আকুলিত হুএ।
চণ্ডীদাস বোলে রাই বহু দুঃখ পাএ॥

(১৯)

শুনগো পরাণদুতি অবে কি করব।
কালা যদি না আইল নিশ্চয় মরব॥
এ বেশ-ভূষণ আমি না রাখিব গাএ।
যদি না পাই অব শ্যাম হত্যা দিব তাএ॥
তাহার মিলিবা আশে সেজাইলুঁ শেজ।
অবে কেন না আইল সে নাগররাজ॥
জানিলুঁ জানিলুঁ সখি সে শঠ-পিরীতি॥
আমাকে কহিঞা গিল কোন্ নাগরী কতি॥ (কাছে?)
সে কালিয়া চান্দ সঙ্গে যে পিরীতি কএ।
চণ্ডীদাস বোলে সখি অত দশা দিএ॥

(২০)

কুন রসবতী প্রেমরসে মাতি
ভুলাই নিল শ্যামরে।
আমি না জানিল কুন হরি নিল
বিধি বাম হৈল মোরে॥
সে রসিয়া নারী রসের চাতুরী
রসিল মোহন মনে।
রসে পরিচার রসে নিশাধর (?)
অসর নাহি কথনে।
বিবিধ বিনোদে নিশি পোহাইব
প্রেমরসে মাতি মনে।
বাহু আলিঙ্গিয়া অধর চুম্বিঞা
লগালগি দুই জনে॥
অতি যতনরে কুসুম পালঙ্কে
হংস-তুলি বিছাইঞা।
জাতি যুথী মালি বকুল মালরি
নিকুঞ্জ থিব মণ্ডিঞা॥ (?)
কমলে ভ্রমর চুম্বিঞা মধুর
হএ সখি যেন সুখী।
চণ্ডীদাস বোলে কালার পিরীতি
যে করে হএ দুখী॥

(২১)

নবঘন শ্যাম বিলম্ব দেখিঞা
বিলাপ করই রাধা।
দূতীমুখ হেরি নেত্র বহে বারি
কহে লভি কামবাধা॥

কুথা গিল নাথ করিয়া অনাথ
আমি অবে কি করব।
এ চাঁদ নিশীথে বন্ধু রৈলা পথে
কেনে পরাণ ধরব॥
দেখ ফুলবনে মাতি মধুপানে
মধুকর করে কেলি।
মাতোয়াল হঞা ঝঙ্কার করএ
বিরহী বধিব বলি॥
নন্দসুত-বাণী বজ্রাঘাত জানি
কানে পশি প্রাণ হরে।
মলয় পবন বহে ঘনেঘন
বিরহী বধিবা তরে॥
একালে একান্ত হয়ে আমি কান্ত-
মুখপদ্ম না দেখিল।
মনোহর কুঞ্জে নানা পুষ্পপুঞ্জে
শেজ সেজাইয়া ছিল॥
মল্লিকা কুসুমে অতি মনোরমে
সেজাইল সুপতি শেজ।
তথিপরি পীত পতনি পকাই
সিঞ্চিল কস্তুরী রজ॥

এই পদগুলি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই :—

প্রথমতঃ ১৭ সংখ্যক পদটির প্রতি আমরা পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাহার শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে রহিয়াছে যে, কবি অভিসারিকার বর্ণনা শেষ করিয়া বাসকসজ্জার বর্ণনা আরম্ভ করিতেছেন। অতএব ১৭ সংখ্যক পদে যদি অভিসারিকা-বর্ণনা শেষ হইয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ১ হইতে ১৭ সংখ্যক পদ এই অভিসারিকা-পর্য্যায়ভুক্ত। সুতরাং ১২ সংখ্যক পদের পরে প্রকাশক মহাশয় যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণই অপ্রাসঙ্গিক। তিনি লিখিয়াছেন—"দীন চণ্ডীদাসের চন্দ্রাবলী-মিলনের পদের সঙ্গে ইহার ঐক্য নাই। দীন চণ্ডীদাসের চন্দ্রাবলী—'এই পথে নিতি কর গতাগতি নূপুরের ধ্বনি শুনি' এই বলিয়া কৃষ্ণকে আবদ্ধ করিলে, তিনি শ্রীদাম ডাকিতেছে এইরূপ ছল করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পলাইতে না পারিয়া চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নিশি-যাপন করিতে বাধ্য হন, এবং প্রভাতে উঠিয়া শ্রীমতীর কুঞ্জে দর্শন দিলে তিনি অভিমান-ভরে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করেন।" এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ঐ পদগুলি খণ্ডিতা পর্য্যায়ের অন্তর্গত। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসেও ঐ সকল পদ খণ্ডিতা-পর্য্যায়েই মুদ্রিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অভিসারিকা-পর্য্যায়ের পদের সহিত প্রকাশক মহাশয় খণ্ডিতা পর্য্যায়ের পদ তুলনা করিয়া তাহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১১ সং পদে কৃষ্ণ সখীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে প্রকাশক মহাশয় উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, সখীর এইরূপ মিলন বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী পদটি পাঠ করিলেই দেখা যায় যে, কৃষ্ণ তখন বিরহে অভিভূত হইয়া ভূমিতলে শুইয়াছিলেন, এমন সময়ে সখী যাইয়া কৃষ্ণের কর্ণে "রাধা, রাধা ফুকারিল", তখন কৃষ্ণ—

দূতীরূপ হেরি চিনিতে না পারি
রাই বলি কোলে কৈল।

এবং যখন চিনিতে পারিল, তখন—

সহচরি বলি চিনিতে মাধব
লজ্জিত হইঞা রহল।" (১১ সং পদ)

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, কৃষ্ণ সখীকে সখী বলিয়া চিনিয়া তাহার সহিত মিলিত হন নাই, সখীও কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছায় আগমন করেন নাই, রাধাও সখীকে অভিসার করান নাই, অতএব উজ্জ্বলনীলমণি হইতে যে সকল উল্লেখ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা এখানে সম্পূর্ণই অপ্রাসঙ্গিক। "সখী যদি দৌত্যকার্য্যে আসিয়া নির্জ্জন প্রদেশে মিলিতা হন, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট সুরত-প্রার্থনাও করেন, তথাপি তিনি কদাপি তাহাতে সম্মতা হন না", ইহা উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে বটে, কিন্তু ইহাও ঐ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সকল সখীরাই নানা কার্য্যে আসিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। পদ্যাবলী হইতে সঙ্কলিত একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—"কোন এক সখী শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক সম্ভুক্তা হইয়া আপন

রতিচিহ্নসকল গোপন করত স্বীয় যূথেশ্বরীকে আক্ষেপ করিয়া কহিল—"প্রিয় সখি, তোমার কর্ম্ম ভালরূপে বিদিত হইলাম, তুমি আমাকে চক্ষুর্দ্বারা আজি অঘদমনে প্রেরণ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলে। হা কষ্ট! যদ্যপি সেখানে কণ্টকিনী লতাসকল না থাকিত তবে ঐ অঘদমনের হস্ত হইতে আমার যে কি গতি হইত তাহা বলিতে পারি না।" (উজ্জ্বলনীলমনি, ৩৩৫ পৃঃ)। আমাদের আলোচ্য ১৫ সং পদেও সখী এই ভাবে রতি গোপন করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বলনীলমণির এক সখী-প্রকরণে সখীকে অভিসার করান, কৃষ্ণকে সখীর প্রতি প্রেরণ, সখীদ্বারা সখী-প্রেরণ প্রভৃতি নানা প্রকার লীলা বর্ণিত রহিয়াছে। মোটকথা সখীগণের যখন স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে, তখন বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা কৃষ্ণের সহিত সঙ্গতা হইতে সমুৎসুকা নহেন, (প্রকাশক মহাশয় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখে এবং গোবিন্দদাসের পদে এই তত্ত্বই ব্যাখ্যাত হইয়াছে), কিন্তু লীলা-বর্ণনায় রসশাস্ত্রে অনুরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই।

আলোচ্য পদগুলিতে কবি সুকৌশলে আখ্যায়িকা বিন্যাস করিয়াছেন। সখী রাধার অনুমতি লইয়াই শ্রীকৃষ্ণের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন অথচ রাধা তাঁহাকে অভিসারে পাঠান নাই, সখীও অভিসারের উদ্দেশ্য লইয়া গমন করেন নাই, কৃষ্ণও ভ্রান্তিবশতঃ সখীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। ইহাতে অভিসার ও মিলন সংঘটিত হইল বটে, অথচ তাহা কাহারও পক্ষে উদ্দেশ্যমূলক নহে। কবির পরিকল্পনার ইহাই নূতনত্ব।

তারপর ১ম হইতে ১৭ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত অভিসারিকা-পর্য্যায়ভুক্ত। উজ্জ্বলনীলমণিতে অভিসারিকার সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে—"যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করায়, অথবা স্বয়ং অভিসার করে, তাহাকে অভিসারিকা কহা যায়।" প্রথম পদটিতেই বর্ণিত হইয়াছে যে, রাধার সঙ্কেতের কথা মনে পড়াতে শ্রীকৃষ্ণ মধ্যরাত্রিতে বাহির হইয়াছিলেন। অতএব রাধা কান্তকে অভিসার করাইতেছেন বলিয়া এই পদটিও অভিসারিকা-পর্য্যায়ভুক্ত। তৎপর রাধার অপ্রাপ্তিতে শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠিত অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বিশেষত্ব হৃত্তাপ, অস্বাস্থ্য, বাষ্পমোচন প্রভৃতি। ইহার পরে রাধারও বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, এবং তাহা প্রশমনার্থে সখী কৃষ্ণের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে চন্দ্রাবলী আসিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। অপরদিকে সখীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অবগত হইয়া রাধা সাজসজ্জা করিয়া অভিসারে বাহির হইলেন, এবং কুঞ্জে বসিয়া কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহাই হইল পদগুলির বর্ণনীয় বিষয়।

প্রকাশক মহাশয় লিখিয়াছেন—"তথাপি সাধারণের অবগতির জন্য বলিয়া রাখা ভাল যে এই পদগুলি দীন চণ্ডীদাসের নহে।" এই কথা বলিবার পূর্ব্বে তিনি কোন যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই। আমাদের মতে এই পালাটি দীন চণ্ডীদাসের রচিত হইবার সম্ভাবনাই বেশী। প্রথমতঃ দীন চণ্ডীদাস পালার আকারেই সমগ্র কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। এই আখ্যায়িকাও পালার আকারে রচিত হইয়াছে। অতএব দীন চণ্ডীদাসের রচনার ধারা এখানেও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তারপর আমরা দেখাইয়াছি যে দীন ও দ্বিজ ভণিতায় একই কবিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আট প্রকার নায়িকা-বর্ণনার যে সকল পদ উদ্ধৃত রহিয়াছে, তাহাতে অভিসারিকার পদ পাওয়া যায় না। বাসক-সজ্জিকার যে দুইটি পদ রহিয়াছে তাহাও পালার আকারে নহে। অতএব তাহাদের প্রামাণিকতা সন্দেহের অতীত নয়। অপরদিকে আবার ইহাও দেখা যায় যে, খণ্ডিতা-পর্য্যায়ের পদগুলি পালার আকারেই পাওয়া যাইতেছে। অতএব চণ্ডীদাস যে পালার আকারে এই সকল বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মত প্রমাণেরও অভাব নাই। এইজন্য এই পদগুলি দীন চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া আমাদের মনে হয়।

পরিশিষ্ট (৪)

রাই-রাখাল

দ্রষ্টব্য :—পরবর্ত্তী পদগুলি সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্ত্তৃক অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছে (ঐ, ১২-১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তিনি পালাটিকে "রাই-রাখাল"-পর্য্যায়েই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এই নামীয় একটি পালা নীলরতনবাবু কর্ত্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, ৯৪-৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই গ্রন্থের প্রথমখণ্ডেও ঐ পদগুলি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে (ঐ, ১৭৮-১৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু পদগুলি পাঠ করিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল যে, সমগ্র পালাটি পাওয়া যায় নাই। এইজন্য ১৮৮ সং পদের পাদটীকায় আমরা লিখিয়াছিলাম—"এই পদের প্রথম পঙ্ক্তি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, এই পালাটি যেন অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। কারণ কোন্ ছলে যে কৃষ্ণ পুনরায় গোষ্ঠে গিয়াছিলেন তাহা যে পদে বর্ণিত হইয়াছিল তাহা এই পদের পূর্ব্বে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, অতএব পরস্পর সংযোজক সূত্রের অভাব রহিয়াছে" (ঐ, ১৭৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পালার শেষ পদের টীকাতেও আমরা লিখিয়াছিলাম—"এখানেও দেখা যাইতেছে যে, এই পালার পরিসমাপ্তি বর্ণিত হয় নাই" (ঐ, ১৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে যে সকল পদ মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে পালার প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তিসূচক পদ রহিয়াছে, এবং অনেক পদে প্রথমখণ্ডে মুদ্রিত পালার সহিত ইহার আশ্চর্য্যজনক রচনা-সাদৃশ্যও দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী পদগুলির টীকায় ইহা প্রদর্শিত হইল।

ধানশী

(১)

দেখি নটবর ধনী গৃহেতে আইলা।
গোষ্ঠের ভাবের কথা মনেতে পড়িলা॥ ধ্রু॥

তবে বিনোদিনী লইয়া সঙ্গিনী
আপন মন্দিরে গিয়া।
ললিতা বিশাখা তারা দিল দেখা
আনে সভে ডাক দিয়া॥
বোলে বিনোদিনী শুনলো সঙ্গিনী
বচন রাখ গো তোরা।
সব সখী লয়্যা রাখাল সাজায়া
বৃন্দাবনে যাব মোরা॥
ছিদাম সুদাম কেহ হব দাম
সুবলাদি যত সখা।
দেখি বৃন্দাবনে নটবর সনে
যাইয়া করিব দেখা॥
যত সখীগণে আনয়ে তখনে
যতনে করয়ে সাজ।
যে জন যেমন সাজয়ে তেমন
আপন অঙ্গন-মাঝ॥
কারো রাঙ্গা ধটী তাহে বেড়া কটী
ঝুলিছে পাটের ডুরি।
করে নিরীক্ষণ মাখয়ে চন্দন
যেই সে যেমন গোরি॥
বাশুলি আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
মজাইতে জাতি কুল।
আজুকার বনে ফিরিতে মিলনে
বিপিনে পড়িবে ভুল॥

টীকা

পঙ—১-২। এই দুই পঙ্ক্তি পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, রাধা গোষ্ঠ-লীলা দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, তৎপর তাঁহার মনে রাখাল সাজিবার বাসনার উদয় হইয়াছে।

ঐ পদগুলি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রথমখণ্ডের ১৮৭ সং পদে এই রাই-রাখাল-লীলার সূচনা দৃষ্ট হয়, ইহার পরে বোধ হয় রাধার গোষ্ঠ-লীলা-দর্শনের পদ ছিল, তৎপর আলোচ্য পদটি সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে। পয়ারের এই প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি ত্রিপদীতে রচিত পরবর্ত্তী অংশের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পঙ্—১১-১৪। তু°—

কেহ হও দাম শ্রীদাম সুদাম
সুবলাদি যত সখা।
চল যাব বনে নটবর সনে
কাননে করিব দেখা॥"
(প্রথম খণ্ড, ১৮৯ সং পদ)।

(২)

ধানশী

সুচিত্রায় ছিদাম করিয়া বিনোদিনী।
ললিতারে বলরাম কানাই আপনি॥
প্রিয় বিশাখারে করে সুবল কিশোর।
বসুদাম চম্পকলতা সুচান্দ অধর॥
যোগমায়া পূর্ণমাসী সাক্ষাত আনিয়া।
লইল হরের শিঙ্গা আপনে মাগিয়া॥
বলরামের হৈল শিঙ্গা বলে রাই-কানু।
আমার না হৈল ভালো কোথায় পাইব বেণু॥
শিঙ্গা বেণু মুরলীহ বাজায় রাখাল।
বাঁশীটি নহিলে কেনে ফিরিবেক পাল॥
চণ্ডীদাসেতে বোলে হৈলে বনমালী।
সলিলে আনিআ পদ্ম করহ মুরলী॥

টীকা

পঙ্—১-২। তু°—

"সাজল রাখাল-বেশে রাধা বিনোদিনী।
ললিতারে বলরাম কানাই আপনি॥"
(প্রথম খণ্ড, ১৯০ সং পদ)।

৫-৬। তু°—

"যোগমায়া পৌর্ণমাসী সাক্ষাতে আসিয়া।
লইল হরের শিঙ্গা আপনি মাগিয়া॥" ঐ

৭-৮। তু°—

"বলরামের হেলে শিঙ্গা বলে রামকানু।
মুরলী নহিলে কে ফিরাইবে ধেনু॥" ঐ

১১-১২। তু°—

"চণ্ডীদাস বলে যদি রাই বনমালী।
সলিল আনিয়া পত্রে করহ মুরলী॥ ঐ

দ্রষ্টব্য :—প্রথম খণ্ডের ১৯০ সং পদের সহিত এই পদের ৮ পঙ্‌ক্তির রচনা-সাদৃশ্য দৃষ্ট হইবে। বিভিন্নতার মধ্যে এই যে, এই পদের ১২ পঙ্‌ক্তির স্থানে ১৯০ সং পদে মাত্র ৮ পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত রহিয়াছে। অতএব উহা যে এই পদের সংক্ষিপ্ত রূপ তাহাও বুঝা যাইতেছে।

(৩)

ধানশী

সুচিত্রা ছিদাম তখন পহু পাঠাইল।
নবীন কুঁড়ির পদ্ম পহু আনি দিল॥
মৃণালেতে সারি সারি রন্ধ্র বানাইয়া।
বাজাইল বিনোদিনী তাথে ফুক দিয়া॥
সুন্দর বাঁশীর ধ্বনি সুস্বর উঠিল।
বৃকভানু পুর হৈতে ধেনু আনাইল॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখী গিয়া।
নবীন নবীন বচ্ছ আনিল বাছিয়া॥
চণ্ডীদাস কহে আইজ কানু হৈল রাই।
বিপিনে বিনোদ শোভা দেখিবারে যাই॥

টীকা

পূর্ব্ববর্ত্তী পদে পদ্ম আনিয়া মুরলী প্রস্তুত করার কথা বলা হইয়াছে। এই পদে তাহাই করা হইল। অতএব এই পদটি পূর্ব্ববর্ত্তী পদের পরেই সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত।

কিন্তু প্রথমখণ্ডে উদ্ধৃত রাই-রাখাল নামক পালায় এই পদটি মুদ্রিত হয় নাই। ইহাতে বুঝা যায়, ঐ পালাটি সম্পূর্ণ পালার সংক্ষিপ্ত রূপ মাত্র।

ইহার পরে বোধ হয় প্রথমখণ্ডের ১৯১ সং পদটি সন্নিবিষ্ট ছিল।

(৪)

ধানশী

রাখালে রাখালে দেই হৈ হৈ রব।
মাধব-মন্দিরে যাই উতরিল সব॥
খীর ননী দধি ছানা ধড়াতে বান্ধিয়া।
খাইবার তরে রাই লইল মাগিয়া॥
যত সখীগণ সব হইল রাখাল।
শ্রীহরি বলিয়া সভে চালাইল পাল॥
শিঙ্গা-বেণু কলরব গগনে উঠিল।
যমুনার তটে কৃষ্ণ বলি উতরিল॥
গোকুলের মধ্যে মোরা গাভীর রাখাল।
আচম্বিতে শিঙ্গা-বেণু বাহিরাইল পাল॥
সুবলে ডাকিয়া তখন কহিছে কানাই।
হেন শিঙ্গা-বেণু হে কখন শুনি নাই॥
চণ্ডীদাস কহে আইজ পরমাদ হৈল।
আচম্বিতে বনে আইজ রাখাল আইল॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদ হইতে পরবর্ত্তী অংশ প্রথমখণ্ডে মুদ্রিত হয় নাই। চণ্ডীদাসের মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী এখানেও সখাগণের মধ্যে সুবলের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।

(৫)

ভাটীয়ারী

সারি সারি পাল পিছেতে রাখাল
সকলে সাজিয়া যায়।
যমুনার তীরে ফিরিয়া ফিরিয়া
দেখে নটবর রায়॥
একি আচম্বিতে দেখি বিপরীতে
গোকুল মজিল পারা।
এত দিন বাস ঘুচিল সে আশ
না দেখি এমন ধারা॥
এক শিঙ্গা মাত্তে বলাইর হাতে
আমার আছয়ে বাঁশী।
এই দুই বিনে না শুনি কখনে
কোথা হৈতে বাজে বাঁশী॥
জয় কলরব ঘন ঘন রব
দেখি বিপরীত পারা।
চণ্ডীদাস কহে রোহিণী-নন্দন
ভয়েতে হইল ভোরা॥

(৬)

শ্রীরাগ

বলরামের নিজ ধেনু বাছিআ লইল।
ছিদাম বোলেন তবে মুঞি যাইতে হৈল॥
বসুদাম বোলে ভাই শুন রে রাখাল।
ধেনু রাখ এক ভাই ঘরে যাই চল॥
শ্রীমতীর রাখাল ধায় যমুনার তীরে।
সুবলের সহিতে কানু যায় ধীরে ধীরে॥
শ্রীমতীর বলরাম ঘুরায় পাঁচনি।
ঘন ঘন গগনে গরজে শিঙ্গা ধ্বনি॥
চণ্ডীদাস কহে তখন শুনহ কানাই।
ঠেকিলে দারুণ বনে যেতে পাবে নাই॥

(৭)

শ্রীরাগ

কিবা নাম কোথায় থাকো কাহার রাখাল।
কাহার নন্দন তুমি রাখো কার পাল॥
নব বৃন্দাবনে থাকো না মান দোহাই।
আমার সাক্ষাত দিয়া কেন যাও নাই॥
আপনার নাম রাখো নহে যাও ফিরি।
তোমার গৌরব আমি ভেদিতেহ পারি॥

চণ্ডীদাস কহে শুন আমার বচন।
তোমার লাগিয়া ফিরি গহন কানন ॥

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরে বোধ হয় রাধার প্রত্যুত্তর ছিল।

(৮)

শ্রীরাগ

যতহু মনের কথা সকল কহিল।
যতেক মনের সাধ সকল পুরাইল ॥
ললিতা কহয়ে ধনি শুনহ বচনে।
রাখালের বেশে ধনি দাঁড়াও শ্যামের বামে ॥
শুনিয়া ললিতার কথা হরষিত হিয়া।
শ্যামের বামে দাঁড়াইল তিরিভঙ্গ হৈয়া ॥
যত সখীগণ হেরে আনন্দ অন্তর।
চণ্ডীদাস কহে হেন সুখের সায়র ॥

দ্রষ্টব্য :—প্রথমখণ্ডে ১৯২ সং পদের পরে আমরা লিখিয়াছিলাম—"এই লীলার পরিসমাপ্তি বর্ণিত হয় নাই।" কিন্তু এই পদে ইহার সন্ধান মিলিতেছে। একটা পালাই এইভাবে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে কেন? একজন কীর্ত্তনীয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—"আমরা আসর বুঝিয়া গান গাই। যে পালা সারারাত্রি গাহিলেও শেষ হয় না, তাহাই আসর বুঝিয়া আমরা দুই ঘণ্টায় শেষ করিয়া দিই।" ইহা সঙ্গত কথাই বটে। আমাদের মনে হয়, একটি পালারই সংক্ষিপ্তরূপে এইভাবে দুইটি আদর্শের সৃষ্টি হইয়াছে।

আলোচিত গ্রন্থ-সূচী

(গ্রন্থের নাম ও পত্রাঙ্ক)

দ্রষ্টব্য : -প্রথম পণ-চিহ্ন প্রথম খণ্ডের ভূমিকার, এবং শেষের পণ-চিহ্ন দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকার পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশ করে।

দ্রষ্টব্য:—ইহা ব্যতীত যে সকল পুথির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদের নির্দ্দেশ পদগুলির পাদটীকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

নাম-সূচী

দ্রষ্টব্যঃ—প্রথম পণ চিহ্ন প্রথম খণ্ডের ভূমিকার, এবং শেষের পণ-চিহ্ন দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকার পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশ করে।

দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী

প্রথমখণ্ড সম্বন্ধে অভিমত

From the late Mahāmahopādhyāya Hara Prasād Śāstrī, C.I.E., M.A. :—Manindra Babu has done a great service by showing that Dīna Caṇḍīdāsa was a different person from the old Caṇḍīdāsa so much admired by the great Reformer Caitanya, and that Dīna belonged to a much later age. This explains the great difference of language and thought in the songs which go under one name that of Caṇḍīdāsa.

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—মণীন্দ্রবাবু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৩৩ সালের ৪র্থ সংখ্যা ও ১৩৩৪ সালের ১ম ও ২য় সংখ্যায় দীন চণ্ডীদাস শীর্ষক তিনটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাস হইতে দীন চণ্ডীদাসের স্বতন্ত্রতা উত্তমরূপে প্রমাণিত করায়" ইত্যাদি—(ঐ, ৮৯ পৃঃ)

From Rai Bahadur Dr. Dinesh Ch. Sen, D. Litt. :—

লণ্ডন ইউনিভার্সিটির প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অধ্যাপক এল. ডি. বারনেট সাহেব তাঁহার ছাত্রগণকে কহিয়া থাকেন, ইতিহাসের আলোচনা করিতে যাইয়া তাঁহারা যেন প্রথমতঃ সমস্ত বিষয়ই সন্দেহের চক্ষে দেখেন, পূর্ব্বের কোন সিদ্ধান্তই যেন তাঁহারা নির্ব্বিচারে মানিয়া না লন। সন্দিগ্ধচিত্তে বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া প্রত্যেক কথার সপক্ষে এবং বিপক্ষে যতগুলি তর্ক উঠিতে পারে, তাহা উত্থাপন করিয়া নিজ সিদ্ধান্তে শেষে উপস্থিত হইতে হইবে—ইহারই নাম বৈজ্ঞানিক গবেষণা। এই ব্যাপারে ভাবাবিষ্ট হইয়া উচ্ছ্বাস দ্বারা পরিচালিত হইলে লেখাটা কবিত্বপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক হইতে পারে, কিন্তু তাহা বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা হয় না।

আমাদের অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় বারনেট সাহেবের উপদেশ শুনিবার সুবিধা না পাইলেও তিনি তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়া থাকেন। এই ক্ষেত্রে তিনি মোটেই ভাববাদী নহেন, একান্ত বাস্তবতার পক্ষপাতী। * * মণীন্দ্র-বাবুর সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করি বা না করি, তিনি যে ভাবে তাঁহার যুক্তি ও অনুমানের ব্যূহ সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে গবেগণা-ক্ষেত্রে তাঁহাকে আমরা একজন প্রকৃত যোদ্ধা বলিয়া মনে করি। এই যুগে হা হুতাশ করিয়া চক্ষের জল ফেলিতে পারিলেই সুসাহিত্যিক ও সমালোচকের স্থান কেহ দাবী করিতে পারিবেন না। এই যুগ-সন্ধিস্থলে প্রখর সন্দেহের রশ্মিপাত করিয়া আমাদের পূর্ব্বসিদ্ধান্তগুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে কি ভ্রম আছে তাহা বাহির করিতে হইবে। এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার সময় হয় নাই; এখন যাহা মুকুরবৎ স্বচ্ছ ছিল—যাহা সরল ও সর্ব্বগ্রাহ্য ছিল—সেই সকল তত্ত্ব ঘোলাটে করিয়া দিয়া, একান্ত জটিল সমস্যার সৃষ্টি করা উচিত—ভিন্ন মত দেখিলেই দুর্জ্জয় ক্রোধে আমাদের চিত্ত বিক্ষুব্ধ করা উচিত নহে। আগন্তুক তথ্যকে সম্মানিত অতিথির আদর দিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তৎপরে বিচার চলিবে। এই হিসাবে মণীন্দ্রবাবুর এই গবেষণামূলক পুস্তকখানি আমাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করা উচিত।

From Prof. Amulyacharan Vidyabhusan :—

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় দীর্ঘকাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া "দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী" সম্পাদন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর দেখা যাইতেছে যে, এতদিন ধরিয়া চণ্ডীদাস লইয়া যে বিচার-তর্ক চলিতেছিল, তাহার মীমাংসার একটা সূত্র বাহির হইবার মত হইয়াছে। চণ্ডীদাস যে একাধিক ছিলেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। মণীন্দ্রবাবু তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, একজন চণ্ডীদাস চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই চণ্ডীদাসকে তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস বলেন, এবং যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া ইহা প্রমাণ করিয়া দিতে চেষ্টাও করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত প্রমাণগুলিও অস্বীকার করিবার আপাততঃ কোনও উপায় নাই। এই আলোচনায় যে সমস্ত উপাদান তিনি দিয়াছেন, তজ্জন্য বাঙ্গালী মাত্রই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। প্রমাণ-সংগ্রহে তাঁহার আয়াস বিশেষ প্রশংসনীয়। তারপর তিনি চৈতন্য-পরবর্ত্তী একজন চণ্ডীদাসের সন্ধান দিতে গিয়া যে চণ্ডীদাসের সংবাদ দিয়াছেন, তিনি "দীন চণ্ডীদাস।" এই দীন চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস যে অভিন্ন তাহাও তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন। অতঃপর প্রচলিত পদের চণ্ডীদাস যে তাঁহার প্রমাণিত দীন চণ্ডীদাস তাহারও তিনি যে সকল হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, সেগুলি অবশ্য স্বীকার্য্য। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় এই সুন্দর গ্রন্থখানি ভ'ল কাগজে ভাল করিয়া ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্থক হউক, ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

From Charuchandra Bandyopadhyay, Esq., M.A., Lecturer, Dacca University :—

I have read the book from the beginning to the end with much interest and great benefit. The learned author has very ably and convincingly discussed the Chandidas-question, and I think he has been successful in establishing the identity of the authors of "Sri-Krishna-Kirtan" and the "Padāvalis."

My hearty congratulation to the author for his erudite performance. I congratulate also the University and its present Vice-Chancellor for publishing this book, and doing a great service to the Bengali literature

From Dr. Nalinikanta Bhattasali, M.A., Ph.D., Curator, Dacca Museum :—

To Manindra Babu belongs the unique honour and distinction of having separated "Dīna Chandīdāsa" from the "Older Chandīdās," and also from the confused mass of Padāvalis that usually go under the alluring name of the great poet. His edition of the lyrics of "Dīna Chandīdās" is a monument of patient industry, and it is gratifying to note that young, energetic and discriminating Vice-Chancellor could readily recognise the value of Manindra Babu's labours

From Dr. S. K. De, M.A., D. Lit.,
Professor, Department of Sanskrit and Bengali,
University of Dacca.

আপনি আপনার সুসম্পাদিত পুস্তক প্রকাশিত করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যচর্চ্চা কতদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন, তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করা উচিত মনে করিতেছি। এখন মনে হইতেছে, বড়ু চণ্ডীদাস যিনিই হউন, এক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বাহিরে অতি অল্প সংখ্যক পদই (যাহা চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত) তাঁহার রচিত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। বাকী সমস্তই চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের কোনও "দীন" বা "দ্বিজ" চণ্ডীদাসের। এই তথ্যের আবিষ্কার বহুদিনের অনেক বাদানুবাদের নিরাস করিবে। বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুরাগী যাঁহারা তাঁহারা এই হিসাবে আপনার গ্রন্থের সমাদর করিবেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

গ্রন্থ-সম্পাদনে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন দেখিলাম। সাহিত্যচর্চ্চায় আপনার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠার কামনা করি।

From Sj. Basanta Ranjan Ray, Vidyadvallabha :—

ভাই মণি, তোমার সম্পাদকতায় কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী আদ্যন্ত অত্যন্ত আগ্রহ ও অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছি। দীর্ঘ ভূমিকাভাগে জানিবার ও বুঝিবার অনেককিছু আছে। পড়িয়া যে আনন্দ পাইলাম বুঝিবা ততটা আর কেহই পায় নাই। তুমি বড়ু এবং অপর চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব অতি সুন্দররূপে এবং দক্ষতার সহিত প্রমাণিত করিয়াছ। বহুদিবসের সঞ্চিত অন্ধকারে উজ্জ্বল আলোকপাত করিতে পারিয়াছ। যে কাজ হাতে লইয়াছিলে তাহা সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছ। ভগবান্ তোমায় দীর্ঘজীবী ও সুখী করুন।

From Rai Jaladhar Sen Bahadur, Editor, *The Bhāratavarṣa* :—

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত আপনার সংগৃহীত 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী' আমি আগাগোড়া বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি. আপনার লিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা আমাকে একাধিক বার পড়তে হয়েছে।

মহাকবি চণ্ডীদাসের পদাবলী সংগ্রহ অনেকেই করেছেন। সেগুলি পড়বার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। বলতে হবে না যে আমি সাধারণ পাঠকরূপেই সে সকল পড়েছি। যাঁরা বৈষ্ণব-সাহিত্য ও আচার্য্যগণের পদাবলী বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করেছেন, তাঁদের মত অভিনিবেশ-সহকারে আমি পড়িনি, তা হলেও পূর্ব্বতন মনীষীদের সংগৃহীত পদাবলী পড়তে বসে মাঝে মাঝে আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। মনে হয়েছে, এই পদটী হয়ত চণ্ডীদাসের রচিত নয়, এ কোন নকল-নবীশের রচনা, কারণ রচনা-কৌশল, ভাব-মাধুর্য্য অন্য পদের সঙ্গে মেলে না ব'লে আমার মনে হয়েছে। আমার এ সন্দেহের সমাধানও করতে পারিনি।

তারপর পদাবলীর বিভিন্ন ভণিতাও আমাকে কম বিব্রত করে নাই। দীন চণ্ডীদাস-বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, ইত্যাদি বিভিন্ন ভণিতা দেখে আমার মনে নানা বিতর্কের উদয় হত। কয়েক বৎসর থেকে এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়েছে; আপনি এবং আরও কয়েক জন মনীষী এ সম্বন্ধে সাময়িক পত্রাদিতে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু সেগুলি পড়েও আমি কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি নি, হয়ত সেটা আমারই ক্রটী।

কিন্তু এতদিন পরে আপনার 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী'র সুলিখিত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ভূমিকা পড়ে আমার সকল সন্দেহের অবসান হয়েছে, আমি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। এজন্য আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনার সংগৃহীত পদগুলিও আমি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পড়েছি; তাতে কোন পদসম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহের উদয় হয় নাই।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতি, তথা উহার বর্ত্তমান ভাইস্ চ্যানসেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ-প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

Amrita Bazar Patrika, 4th August, 1935:—

Prof. Bose has shown that Badu Chandidās, the author of the Srikrishna-Kirttana, flourished in the pre-Chaitanya period, and that he was a different person form Dīna Chandidāsa, the author of the popular Padāvalis, who belonged to the post Chaitanya period, and thus got an opportunity of incorporating the teachings of Chaitanya in his composition. Any one going through the introduction of the work will be convinced of the reasonableness of arguments put forth by Prof. Bose who has said nothing which he could not prove with references to earlier literature. The Padas of Chandidāsa as they have been treated so long in published works have created the impression that they were written at random by the poet, but Prof. Bose has proved that they were really incorporated in a big connected work consisting of more than 2,000 padas on different subjects mostly dealing with the love-amours of Rādhā and Krishna.

This is a performance of great credit, for which the literary public ought to be thankful.

Advance (21st July, 1935) :—

The work is a monument of patient labour and careful research undertaken by consulting volumes of old Bengali manuscripts preserved in the University of Calcutta, and we are not aware of any published work on the subject which can stand a comparison with this. There are two more instances which marked our progress of knowledge about Chandidāsa, first, the publication by the Bangiya Sāhitya-Parisad of the Padāvali by Chandīdāsa edited by Nilratan Mukherjee, and second, the discovery of Srikrishna-Kirttana by Babu Basanta Ranjan Ray. But now comes the invaluable edition of Mr. Bose, whose importance can be judged by the fact that it has not added any new issue to the already existing complicated ones, but has solved them all in an admirable way with arguments, reasonings, and references to Old Bengali literature. This is a performance of great merit the value of which cannot be overestimated in any way.

We congratulate the University and the author on its publication.

Indian Culture (January, 1936) :—

The neatly printed publication with a dainty get-up is a valuable contribution and welcome addition to the Vaiṣṇavite literature in Bengali

available in print. The elaborate introduction of the volume extending over not less than 54 closely printed pages contains a vast amount of valuable information and readable matter.

It is gratifying to find that Mr. Bose has succeeded to prove conclusively that there was more than one Chaṇḍīdāsa., etc.

প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৪২ :—

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় চণ্ডীদাস-সমস্যার মীমাংসাকল্পে অনেক প্রয়োজনীয় মালমশলা উপস্থিত করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠা ব্যাপী পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় এই প্রসঙ্গে তাঁহার দীর্ঘকালের গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই হেতু তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীর আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। তিনি বলেন, "চণ্ডীদাস নামে দুই জন কবি বর্ত্তমান ছিলেন। একজন চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে, তাঁহার উপাধি ছিল বড়ু, অন্য জন চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে, তাঁহার উপাধি ছিল দীন" (পৃঃ ১৸৹)। "একমাত্র দীন চণ্ডীদাসই প্রচলিত পদাবলীর রচয়িতা। তিনি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক এক বৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন" (পৃঃ ৩৲, ৩৵৹) এবং "চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদগুলি এই বৃহৎ কাব্যের অংশ মাত্র" (পৃঃ ৩৲)। দ্বিজ ও দীন চণ্ডীদাসের পৃথক্ অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া তিনি বলেন, "দ্বিজ ভণিতা পরবর্ত্তী আরোপ মাত্র, কবি কখনও নিজেকে দ্বিজ ভণিতায় প্রচার করেন নাই" (পৃঃ ৩৲)। উল্লিখিত সকল সিদ্ধান্তই মণীন্দ্রবাবু যথাযোগ্য যুক্তিতর্ক-সহকারে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং আমাদের মনে হয় যে, নিরপেক্ষ সমালোচক মাত্রই তাঁহার সিদ্ধান্তনিচয় সম্বন্ধে অনুকূল ভাব পোষণ করিবেন। স্থানাভাবে এস্থলে তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তিতর্কের কোন সংক্ষিপ্ত উল্লেখও সম্ভবপর নহে, তবে এ কথা নিঃসন্দেহ বলা যায় যে, তিনি এই প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তিতর্কের প্রধান আধার প্রাচীন পুঁথি, এবং প্রকাশিত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যাদি। পুঁথির প্রমাণ সর্ব্বত্র দিতে না পারিলেও বহু স্থলে তাঁহার যুক্তি তাঁহার সিদ্ধান্তকে দৃঢ়ভাবে স্থাপনায় সাহায্য করিয়াছে, এবং যে যে স্থলে এতজ্জাতীয় প্রমাণ অপ্রাপ্য সেই সেই স্থলে তিনি উচ্চাঙ্গের সমালোচনা-পদ্ধতির শরণ লইয়াছেন, এবং নিপুণতার সহিত সেই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন।

আনন্দ বাজার পত্রিকা, ৩১শে জুলাই, ১৯৩৫ :—

চণ্ডীদাস বাঙ্গলার প্রিয় কবি, কিন্তু তাঁহার পদাবলী এ পর্য্যন্ত যে ভাবে প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে এই ধারণাই জন্মিয়া গিয়াছে যে, চণ্ডীদাস পরস্পরসম্বন্ধবিহীন বিচ্ছিন্ন পদাবলীই রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মণীন্দ্রবাবু পাঁচখানি প্রাচীন পুথি অবলম্বনে স্পষ্টই প্রমাণিত করিয়াছেন যে, দীন চণ্ডীদাস দুই সহস্রাধিক পদের একখানা বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, আর তাহারই কবিত্বপূর্ণ উৎকৃষ্ট পদগুলি বিবিধ সংগ্রহগ্রন্থের সাহায্যে

এ পর্য্যন্ত নানাভাবে প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে। চণ্ডীদাস-সমস্যা সমাধানের পক্ষে ইহা যে অতিপ্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ চণ্ডীদাসের অনেক পদের পিছনেই যে এক একটি আখ্যায়িকা আছে, তাহা "সই. কেবা শুনাইল শ্যাম নাম," "মগন করিয়া গেল সে চলিয়া, সোনার পুতলি কায়া," "তড়িৎ-বরণী হরিণী-নয়নী, পেখিনু আঙ্গিনা মাঝে," ইত্যাদি পদগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মণীন্দ্রবাবু এই সকল পদের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া ইহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের কাব্য আস্বাদন করিবার পক্ষে ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেই হইবে। চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক গুরু বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের কতকগুলি অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব আছে, চৈতন্য-পরবর্ত্তী কোন কবির পক্ষেই এই সকল বিশিষ্টতা অবলম্বন করিয়া পদ রচনা করা সম্ভবপর। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীতে আমরা সর্ব্বত্রই এই সকল বিশেষত্বের সন্ধান পাইয়া থাকি. কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহা পাওয়া যায় না, অতএব ঐতিহাসিকমাত্রই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন। মণীন্দ্রবাবু প্রাচীন সাহিত্য হইতে বিবিধ উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, চৈতন্যদেবের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী কালের কবি ও লেখকগণ অনেকেই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন অনুসরণ করিয়া গ্রন্থাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। পদকল্পতরুতেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব বুঝা যায় যে, এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইবার কালেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বর্ত্তমান ছিল। ইহাতে এক মহাসমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল; এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, চণ্ডীদাস নামে দুইজন কবি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। একজন বড়ু চণ্ডীদাস' তিনি চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে আবির্ভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন; অন্যজন দীন চণ্ডীদাস, ইনি চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের কবি। শুদ্ধ-বৃন্দাবনলীলাবিষয়ক চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত যাবতীয় পদাবলী যে দীন চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছেন ইহার নিদর্শন তাঁহার বৃহৎ কাব্যগ্রন্থে বর্ত্তমান রহিয়াছে। মণীন্দ্রবাবু ইহা প্রদর্শন করিয়া সাহিত্যসেবী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

এই গ্রন্থের আর এক বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে প্রত্যেক প্রতিপাদ্য বিষয় নানাপ্রকার যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ১৫ বৎসর গবেষণার পর এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। চণ্ডীদাস সম্পর্কে সুধীজনসমাজে যে মতবিরোধ দেখা দিয়াছে তাহাতে গ্রন্থকারের এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ সযত্নরচনা চণ্ডীদাস-ইতিহাসে নূতন আলোকপাত করিল, সন্দেহ নাই।

হিতবাদী, ২০শে ভাদ্র, ১৩৪২:—

সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু, এম. এ., মহাশয়ের সম্পাদকতায় 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী'র প্রথমখণ্ড কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। পরলোকগত স্যার আশুতোষ দেহের রক্ত জল করিয়া যে বৃক্ষটিকে পরম যত্নে রোপণ

করিয়াছিলেন, পুস্তকখানি তাহারই একটি সুমিষ্ট ও উপাদেয় ফল। বইখানি পড়িয়া এই কথাটাই বার বার মনে হইতেছে যে, আজ ঐ মহাপুরুষ বাঁচিয়া থাকিলে কতই আনন্দের বিষয় হইত।

দীর্ঘদিন ধরিয়া যে প্রভূত পরিমাণ পরিশ্রম, অধ্যবসায়, পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠাসহকারে সম্পাদক পুস্তকখানি শেষ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় আছে উহার ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ ভূমিকার প্রতি ছত্রে, আর প্রত্যেকটি পদের শেষে টীকায়। বাঙ্গালা সাহিত্যে আধুনা এইরূপ দীর্ঘ ভূমিকা বিরল না হইতে পারে, পদের ব্যাখ্যার এইরূপ চেষ্টাও অভিনব না হইতে পারে, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থ-সম্পাদনায় সম্পাদকের কৃতিত্ব অসাধারণ, একথা প্রত্যেকের স্বীকার্য্য। যে দিন স্বর্গীয় নীলরতনবাবুর 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' প্রকাশিত হইয়াছিল, বৈষ্ণবীয় পদাবলী চর্চ্চার ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন। আর এক স্মরণীয় দিন, যে দিন শ্রীযুক্ত বসন্তবাবুর 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন' প্রকাশিত হইয়াছিল। তদ্রূপ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রবাবুর 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী' প্রকাশিত হওয়ার দিনটিও স্মরণীয় হইয়া রহিল। ইতিপূর্ব্বে সম্পাদক 'Post-Chaitanya Sahajiyā Cult in Bengal' এবং অপরাপর গ্রন্থ লিখিয়া যে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার 'দীন চণ্ডীদাস' সেই যশঃ অক্ষুণ্ণই রাখিবে।

মণীন্দ্রবাবুর গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি এইজন্য যে, কথাগুলি বলিতে তিনি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে অগ্রসর হইয়াছেন এবং সম্পাদকীয় স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতামতের সহিত অপরের মতদ্বৈধ ঘটিতে পারে, যেমন প্রত্যেকের সহিতই প্রত্যেকের ঘটিতে পারে, কিন্তু মতামতগুলি প্রকাশ করিতে তিনি প্রয়োজনানুরূপ যুক্তি, তর্ক ও চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন সর্ব্বত্র।

পদের টীকায় তুলনামূলক আলোচনায় সম্পাদক সুষ্ঠু দক্ষতা দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। এই তুলনামূলক আলোচনা গ্রন্থের টীকাগুলির এক প্রধান বৈশিষ্ট্য, এবং অনাগত কালে এই বৈশিষ্ট্য-বিবর্জ্জিত হইয়া পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা অত্যন্ত চোখে বাধিবে। টীকায় শিখিবার বহু উপাদান আছে, বহু নূতন অথচ প্রমাদশূন্য কথা আছে, যদ্দ্বারা বৈষ্ণব পদাবলী বুঝা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে।

সম্পাদক সহজ ও সরল ভাষায় নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রশ্ন উঠাইয়া আর্টের দোহাই দিয়া হেঁয়ালি করিয়া উত্তর দিবার চেষ্টা করেন নাই, অথবা, অযথা কতকগুলি অবান্তর কথার অবতারণা করিয়া মূল প্রশ্নের উত্তর এড়াইবার চেষ্টা করেন নাই। বিরুদ্ধবাদিগণের মত সমালোচনার খণ্ডন-প্রয়াসে তিনি যে সংযম ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আরও প্রশংসার্হ। উহা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক বটে। বিষয়ের উপর যথেষ্ট অধিকার ও সম্যক্ জ্ঞান থাকিলে, তর্কে অসংযম ও রূঢ় ভাষার প্রয়োগের বড় একটা প্রয়োজন হয় না।

শনিবারের চিঠি, ভাদ্র, ১৩৪২ :—

বিগত ১৩১৬ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় কর্ত্তৃক 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পুঁথি আবিষ্কৃত হইবার পর চণ্ডীদাসকে লইয়া যে ঘোরতর আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, বাংলা সাহিত্যের ক্ষুদ্র গণ্ডী হিসাবে তাহা ফরাসী বিপ্লবের চাইতে কম গুরুতর নয়, ফলে 'চণ্ডীদাস'-সমস্যা একটা স্থায়ী সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চৈতন্য-পরবর্ত্তী সহজিয়া-সাধক দীন চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে মণীন্দ্রবাবু গত কয়েক বৎসরে প্রভূত পরিশ্রম ও গবেষণা করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই গবেষণার ফল।

(অন্যান্য) চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে এখনও নানারূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও দীন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে মণীন্দ্রবাবুর আলোচনার ফলে আর কোনই সন্দেহ নাই। তাঁহার বাক্যই এখন এই বিষয়ে "অথরিটি" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনার ফল।

এই পুস্তক সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে সহজিয়া সাহিত্যসম্বন্ধে বিশদ আলোচনার আবশ্যক—মণীন্দ্রবাবু স্বয়ং ইতিমধ্যে (১) An Introduction to the Study of the Post-Caitanya Sahajiya Cult, (২) Post-Caitanya Sahajiya Cult, (৩) সহজিয়া সাহিত্য, (৪) রাগাত্মিক পদ, (৫) রাগাত্মিক পদের ব্যাখ্যা প্রভৃতি পুস্তক ও পুস্তিকা এবং সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আমাদের আলোচনার পথ সুগম করিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল পুস্তকে ও প্রবন্ধে দীন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বহু আলোচনা ও দীন চণ্ডীদাসের অনেক পদের ব্যাখ্যা আছে। আলোচ্য পুস্তকান্তর্গত পদগুলির সহিত এই গুলিকে মিলাইয়া সহজিয়া সাহিত্য সম্বন্ধে একটি বিস্তৃততর আলোচনা শনিবারের চিঠিতে করিবার বাসনা আমাদের আছে। বাংলা সাহিত্যের একটা দিকে মণীন্দ্রবাবু যে কি অপরূপ মালমসলা সঞ্চিত করিতেছেন. সে সম্বন্ধে সেই প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া রাধিকার দশা পর্য্যন্ত ৪২১টি পদে সম্পূর্ণ একটি পালা আছে। পরিশিষ্টে আরও ১১টি পদ আছে। সমস্ত পদের প্রবেশিকা ও টীকা দেওয়াতে পড়িবার ও বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

"শান্তি", ভাদ্র, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ।

—শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, এম্. এ. বি. এল্.

সুপণ্ডিত অধ্যাপক বসু ৫৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী যে ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহা আমি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি।

অধ্যাপক বসু বলেন, বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের জন্মের (১৪৮৫ খৃঃ) পূর্ব্বে "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" রচনা করেন, এবং দীন চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের মৃত্যুর (১৫৩৩ খৃঃ) পরে ২০০০ পদ-

পূর্ণ (যাহার মাত্র ১২০০ পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে) কৃষ্ণলীলা কাব্য রচনা করেন। এ বিষয়ে আমি অধ্যাপক বসুর সহিত একমত।

১৯১৬ খৃঃ হইতে এই বিষয় লইয়া বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। ঐ বাদানুবাদ যিনি অবগত আছেন তিনি এক্ষণে বড়ু এবং দীন—এই দুই চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। বড়ু যে চৈতন্য-পূর্ব্ব যুগের কবি, আর দীন যে চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের কবি,—বিশেষজ্ঞেরা সকলেই এখন সে কথা স্বীকার করিতেছেন। অধ্যাপক বসু নিজে দীন চণ্ডীদাসকে আবিষ্কার করিয়াছেন, এই বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত সঙ্গত ও সত্য।

অধ্যাপক বসু দীন চণ্ডীদাসের তরফ্ হইতে আরো অনেক কিছু দাবী করেন। তিনি বলেন—

(ক) দীন চণ্ডীদাস অধিকাংশ প্রচলিত চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদাবলী রচনা করিয়াছেন। 'দ্বিজ' ভণিতার অন্তরালে দীন চণ্ডীদাস বিদ্যমান।

(খ) দীন চণ্ডীদাস রাগাত্মিক পদগুলিও রচনা করিয়াছেন' এই রাগাত্মিক পদগুলিতে তিনি নিজেকে রামী রজকিনীর প্রণয়ী বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরব অনুভবব করিয়াছেন।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের রচনা পাঠ করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সুতরাং বড়ুই যদি একমাত্র চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাস হইলেন, তবে চৈতন্যদেব কেবল বড়ু-রচিত ১৯১৬ খৃঃ প্রকাশিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" মাত্র পাঠ করিয়াছিলেন। দীন বা আর কোন চণ্ডীদাস, যাঁহারা চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পরে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের কোন রচনাই চৈতন্যদেব পাঠ করেন নাই, করা সম্ভব নয়।

অধ্যাপক বসুর গবেষণার ইহাই প্রামাণ্য সিদ্ধান্ত, এবং যতক্ষণ না অন্য কোন নূতন আবিষ্কারের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে—ততক্ষণ এই সিদ্ধান্তের গ্রাস হইতে মুক্তি পাইবার কোন উপায়ই ত দেখা যায় না। প্রচলিত চণ্ডীদাস-পদাবলীর কিছুই চৈতন্যদেব পাঠ করেন নাই, ভক্তজনের কোমলপ্রাণে এইখানেই ব্যথা লাগিয়াছে।

অধ্যাপক বসুর গবেষণা হইতে বুঝিতে পারি, তিনি নির্ভীক সমালোচক। যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে আসিতে তাঁহার ভয় ডর নাই। তাঁহার গবেষণামূলক দৃষ্টি সাহসে পরিপূর্ণ। যাঁহারা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এই অংশ লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহারা অধ্যাপক বসুকে প্রশংসমান চক্ষুতে দেখিবেন সন্দেহ নাই। আমিও তাহাই দেখিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিশেষত্ব—দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ও বড়াই বুড়ীর উপাখ্যান। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে এই বিশেষত্বগুলি কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,—তাহা অতিশয় আশ্চর্য্য ও সুন্দররূপে অধ্যাপক বসু দেখাইয়াছেন। দান, নৌকা ও বড়াই বুড়ীর প্রসঙ্গ যে আমাদের সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন দ্বারাই সর্ব্বপ্রথমে প্রচারিত ও পরে প্রচলিত হইয়াছে—ইহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। অধ্যাপক বসু এ সম্পর্কে সন্দেহ করিবার কোন সুযোগ রাখেন নাই।

যখন ১৮২২ খৃঃ অব্দে রাজা রামমোহন রায়"চারি প্রশ্নের উত্তর" লিখেন, তৎকালেও বড়াই বুড়ীর উপাখ্যান পর্য্যাপ্তরূপে প্রচলিত ছিল, ["যুক্তি হইতে এককালে চক্ষু মুদিত করিয়া, দুর্জ্জয়মানভঙ্গ যাত্রা, ও সুবল-সংবাদ এবং **বড়াই বুড়ীর উপাখ্যান**, যাহা কেবল চিত্তমালিন্যের ও মন্দসংস্কারের কারণ হয়, তাহাকে পরমার্থ করিয়া জানে ও আপন ইষ্ট দেবতার সঙুকে সম্মুখে নৃত্য করায়।"]

ইহা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে কেহ উপেক্ষা করে নাই, এবং ইহার রচনার পর হইতে এই গ্রন্থ সাধারণে অপ্রচলিতও ছিল না, যদিও কোন কোন ব্যক্তি আমাদিগকে উল্লিখিতরূপে বিশ্বাস করিতে বলেন। বরং দেখিতেছি, ১৮২২ খৃঃ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থের প্রভাব আমাদের সাহিত্য ও ধর্ম্মাদি ক্রিয়া-পার্ব্বণে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, যাহাতে রাজা রামমোহন রায়ের মত উগ্র ও প্রচণ্ড সমাজসংস্কারকের মনে আতঙ্ক ও ঘৃণার উদ্রেক করিয়াছিল। অধ্যাপক বসু চণ্ডীদাসের নামের সহিত সংযুক্ত বিভিন্ন ভণিতাগুলির বিশদ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই সকল ভণিতা (দ্বিজ, আদি, বড়ু, দীন, দীনহীন, দীনক্ষীণ, কবি, ইত্যাদি) পরবর্ত্তীয়দের সংযোজনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কীর্ত্তনীয়ারা এরূপ করিয়া থাকিবে। বস্তুতঃ যিনি পদকর্ত্তা তিনি এ সকল রকমারি ভণিতা দেন নাই। এই সকল বিভিন্ন ভণিতার অন্তরালে বিভিন্ন ব্যক্তি কিংবা বিভিন্ন কবির অস্তিত্ব কল্পনা করিলে তাহা মিথ্যা কল্পনা হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল বিভিন্ন ভণিতা একজন মাত্র কবিকেই নির্দ্দেশ করে। কাজেই এই সকল ভণিতা সত্য নহে। ইহা পণ্ডিতদিগেরও ভ্রম উৎপাদন করে। ধরুন, চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বড়ু (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-রচয়িতা) কখনই এমন সব পদ লিখিতে পারেন না, যাহাতে চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের সুস্পষ্ট চিহ্ন সকল দেদীপ্যমান। অথবা এই বড়ু কোনমতেই রাগাত্মিক পদগুলির একটীও লিখিতে পারেন না, যেহেতু এগুলি নিঃসন্দেহে শ্রীরূপ গোস্বামীর পরবর্ত্তীকালে কোন বৈষ্ণব সহজিয়া কবির রচনা।

ইহা ছাড়া আরো একটী বিঘ্ন আছে। অনেক প্রসিদ্ধ পদ বা গীত যাহা এতদিন চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া চলিয়া আসিতেছিল তাহা এক্ষণে চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের বিখ্যাত কবিগণের রচিত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ জ্ঞানদাস—লোচনদাস—রামগোপাল দাস—যদুনন্দন—গোবিন্দ দাস—এমন কি বিদ্যাপতি (বসুমতী সংস্করণ) রচিত বহু বিখ্যাত পদ চণ্ডীদাস-রচিত বলিয়া এতাবৎ সাধারণে প্রচলিত ছিল এবং আছে। এই সমস্ত প্রমাণাদি একত্র করিলে দেখা যায় যে, চণ্ডীদাস নামে কোন একজন মাত্র কবি এক সময়ে এই সকল পদ রচনা করিয়া যান নাই। এই পদগুলি, যতদূর দেখা যাইতেছে, চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের বলিয়াই মনে হয়। এ সম্পর্কে প্রমাণের অভাব নাই।

এক্ষণে শেষ-প্রশ্ন হইতেছে এই যে, রাগাত্মিক পদগুলি দীন চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন কিংবা বহু অজ্ঞাত সহজিয়া বৈষ্ণব কবিগণ, চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পরে লিখিয়াছেন। আমি আশ্বাস পাইয়াছি যে, অধ্যাপক বসু তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এই বিষয়ের

বিস্তৃত আলোচনা করিবেন। "চৈতন্য-পরবর্ত্তী সহজিয়া মতের" (The Post-Chaitanya Sahajiya Cult) তিনি অবিসম্বাদিতরূপে অভিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহার উপর অনায়াসেই আমরা নির্ভর করিতে পারি।

পরিশেষে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অধ্যাপক বসুকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহার গবেষণা অতিশয় প্রশংসনীয়, এবং স্বমত পরিপুষ্ট করিতে তিনি যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহার মূল্যও খুব বেশী। বাংলা সাহিত্যসেবী মাত্রই অধ্যাপক বসুর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন সন্দেহ নাই।